বেদান্তদর্শনের ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ

"রাজনীতি" "কর্ম্মতত্ত্ব" "সবলতা ও দুর্ব্বলতা"

প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীনিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ,

সভাপতি, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ট্রাষ্ট

৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৯

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহের উন্নতি বিধান কল্পে প্রদত্ত সরকারি অর্থানুকূল্য লাভের ফলে পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করা হইয়াছে।

প্রথম প্রকাশ—১৩৩৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৩৭৩

মূল্য চৌদ্দ টাকা

'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশার্থে

সরকারি [illegible] হ্রাসায়িত মূল্য-

প্রথম ভাগ পাঁচ টাকা, দ্বিতীয় ভাগ ছয় টাকা

মুদ্রাকর

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

মা মঙ্গলচণ্ডী প্রেস

১৪/বি, শঙ্কর ঘোষ লেন

কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ সরস্বতী

পরমারাধ্য গুরুদেব পরমহংস

পরিব্রাজকাচার্য্য

মহারাজের পূত চরণকমলে

বেদান্তদর্শনের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকা

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রণীত "বেদান্তদর্শনের ইতিহাস" পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত (এম্, এস্, সি) মহাশয়ের উপর অর্পণ করা হইয়াছিল। তিনিও প্রসন্ন মনে এই দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। এই কার্যে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছেন উকিল শ্রীপঞ্চানন বসু। এই অবসরে ইঁহাদিগকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

এই খণ্ডে 'বেদান্তদর্শনের হতিইাস' সম্পূর্ণ হইয়াছে।

দার্শনিক চিন্তারাজ্যে সকল সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রকাশ ও প্রচারের স্ব স্ব ধারা স্বামিজীর লেখনী মুখে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। তাহাদের বিচার ও বিভিন্নমুখীন যুক্তিসমূহ তিনি যেরূপভাবে উপস্থাপিত ও প্রপঞ্চিত করিয়াছেন সুধী পাঠকমণ্ডলীর নিকট আমরা তাহাই যথাযথ উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই চেষ্টায় আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি মার্জনীয়।

গ্রন্থশেষে স্বামিজীর অনুগামী ভক্ত শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত স্বামিজীর সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিক ভাবধারা সরলভাবে এবং সংক্ষেপে বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামিজীর জীবনের ঘটনা সমূহের প্রতি আলোকপাত করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে স্বামিজী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভবপর হইবে। গ্রন্থের কলেবরের প্রতি লক্ষ রাখিয়া এই সংক্ষিপ্তসার সন্নিবেশিত করা হইল। বিস্তৃত বিবরণের জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ "স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী" দ্রষ্টব্য।

ইতি

শ্রীনিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

সভাপতি, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ট্রাষ্ট

'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশার্থে
[illegible] হ্রাসিত মূল্য-
প্রথম ভাগ পাঁচ টাকা, দ্বিতীয় ভাগ ছয় টাকা

সূচীপত্র

একাদশ শতাব্দী ৩৬১—৪৬৫

দ্বাদশ শতাব্দী ৯৩-১৫১

ত্রয়োদশ শতাব্দী ১৫১ ২৩৪

চতুর্দ্দশ শতাব্দী ২৩৪-৩০৫

পঞ্চদশ শতাব্দী ৩০৬—৩৩১

সপ্তদশ শতাব্দী ৪৫৪-৫১২

অষ্টাদশ শতাব্দী ৫১৪-৫৫৪

উনবিংশ শতাব্দী ৫৫৭-৫৯৩

বেদান্তদর্শনের ইতিহাস

বর্ণানুক্রমে বিশদ সূচীপত্র

বেদান্তদর্শনের ইতিহাস

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

(একাদশ শতাব্দী)

ইতঃপূর্ব্বে বেদান্তদর্শন অবলম্বনে অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি নানা মতবাদ আলোচিত হইয়াছে। এই খণ্ডে রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য বাদের আলোচনা করা হইল। একাদশ শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নবজীবন লাভ করে। আচার্য্য রামানুজের আবির্ভাবে বিশিষ্টাদ্বৈত মত নব বলে বলীয়ান্ হয়। শঙ্করের মতের প্রাধান্য ও প্রাবল্যে সমস্ত দেশ শাঙ্কর মতে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। শৈব আচার্য্যগণ ও ভাস্কর প্রভৃতিও শাঙ্কর মত বিধ্বস্ত করিতে স্বীয় স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের প্রতিপক্ষগণের মধ্যে রামানুজের ন্যায় প্রতিভা আর কাহারও হয় নাই। বিচারের মল্লতায় রামানুজ অন্যান্য আচার্য্যগণের অগ্রণী। তার্কিকের শিরোমণি রামানুজ শাঙ্কর মত খণ্ডন করিয়া ভক্তিবাদের স্থাপনে যেরূপ বদ্ধপরিকর, সেরূপ অন্য কোনও আচার্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না। শঙ্করের প্রতিপক্ষরূপে যে সকল আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে, রামানুজ তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শঙ্করের প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্ক বুঝিতে হইলে রামানুজের শ্রীভাষ্য অবশ্য পাঠ্য। বৈষ্ণব আলোয়ারগণের সাধনার পূর্ণতা রামানুজে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। আলোয়ান্দার যামুনাচার্য্যের আশা ফলবতী হইয়াছিল।

যখন দক্ষিণ ভারতে—কেবল দক্ষিণ ভারতে নহে, সমস্ত ভারতেই যখন শাঙ্কর মত প্রবল, তখন রামানুজের আবির্ভাব। জীবনচরিত-কারগণ রামানুজের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন অবস্থা যেরূপ বর্ণন করেন, তাহা আদপেই সঙ্গত মনে হয় না। তাঁহাদের মতে শাঙ্কর মত যখন সাধারণবুদ্ধি লোকের নিকট বিকৃত হইয়াছে, যখন বেদান্তের গভীর আত্মতত্ত্ব দেহাত্মবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তখনই রামানুজের আবির্ভাব। আমাদের মনে হয় এরূপ ধারণা নিতান্ত অসঙ্গত; কারণ, শাঙ্কর মত যদি তখন কলুষিত হইত, তাহা হইলে তন্মত খণ্ডনের জন্য রামানুজের এরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইত না। তিনি শ্রীভাষ্যে যেরূপ অসাধারণ বিচারমল্লতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সততই মনে হয় শাঙ্কর দর্শনের সমধিক প্রসার ও প্রতিপত্তি রোধ করিবার জন্যই ঐরূপ প্রয়াস। দ্বিতীয়তঃ শাঙ্কর মতের বীণা এই সকল সময়ও নীরব নহে, এই সময়ের গ্রন্থেও যথেষ্ট মৌলিকতা ও জীবন-চিহ্ন পরিস্ফুট। যে মতে কালুষ্য প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা সর্ব্বসাধারণের হস্তে ব্যভিচারের অস্ত্র হইয়াছে, তাহাতে মৌলিকতা ও সজীবতা অসম্ভব।

আমাদের দেশে আচার্য্যগণ সকলেই অবতার; অবতারের আগমনকালে ধর্ম্মের গ্লানি আবশ্যক। রামানুজাচার্য্যও শ্রীসম্প্রদায়ের মতে ভগবানের অবতার। শাঙ্কর মতের গ্লানির যুগেই তাঁহার আবির্ভাব যুক্তিযুক্ত, এইরূপ অবতারবাদ স্বীকার করিবার জন্য কতকটা পরিমাণে ঐরূপ ধারণার উদয় হইয়াছে মনে হয়। রামানুজের সময় দক্ষিণ ভারতে শৈব ও বৈষ্ণবগণ স্বীয় স্বীয় মতের প্রাধান্যস্থাপনে সবিশেষ চেষ্টিত। শৈব ও বৈষ্ণব মতে উপাস্য দেবতার পার্থক্য থাকিলেও অন্য অংশে উভয় মতই প্রায় সমান। অবশ্যই শৈবগণ বৈষ্ণবসম্মত চিরদাস্য স্বীকার করেন না; কিন্তু শাঙ্কর মত উভয় মত হইতেই পৃথক্। শাঙ্কর মত সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হওয়ার ফলে শাঙ্কর মতের প্রাধান্য সুস্থিত হইয়াছে।

শাঙ্কর মতের প্রাধান্য না থাকিলে রামানুজ প্রভৃতি ওরূপভাবে আক্রমণ করিতেন না। রামানুজের সময় দক্ষিণ ভারতে ধর্ম্মবিষয়ে নবজীবনের সূচনা হইয়াছে, সকল সম্প্রদায়ই স্বীয় মত স্থাপনে যত্নবান্, এই ধর্ম্মপ্লাবনের সময়ই রামানুজের আবির্ভাব। রামানুজের কালেও স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের সামাজিক বিরোধের উদ্ভব হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের সামাজিক বিরোধ পরবর্ত্তীকালের ঘটনা। এমন কি অপ্পয় দীক্ষিতের সময়েও (১৫৫০-১৬২২) স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের সহিত বিবাহাদি হইত। রামানুজের কালে ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছিল। কিন্তু সে যুগ গ্লানির যুগ নহে। শ্রীরামানুজ-চরিতকার শ্রীমৎ রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি শ্রীরামানুজচরিতে রামানুজের আবির্ভাবকাল নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন।

"সেই কালধর্ম্মানুসারে শঙ্করকথিত বেদচতুষ্টয়সার মহাবাক্য-চতুষ্টয়ের দুরর্থ করিয়া তন্মতাবলম্বী অনেক সন্ন্যাসিবেশধারী ইন্দ্রিয়পরবশ মানব, আপনাদের ও সমাজের উপর বহু অনর্থ আনিয়া ফেলিলেন। "অহংব্রহ্মাস্মি" বাক্যে তাঁহারা সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত, সপ্তধাতুময়, বিষ্ঠামূত্রবাহী, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির নিবাসভূমি, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি, অধ্রুব নশ্বরজীবন অতীতানাগত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এবং অকৃতবুদ্ধি মনুষ্যই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাশ্রয়, পরমানন্দধাম, অচ্যুত ব্রহ্ম, এরূপ স্থির করিলেন। পদ্মপত্রে যেরূপ জল লগ্ন হইতে পারে না, ব্রহ্মবস্তুতেও সেইরূপ পুণ্য পাপ, আচার অনাচার, সত্য মিথ্যা প্রভৃতি কিছুই সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। আমিই সেই ব্রহ্ম,—সুতরাং আমি যাহাই করি না কেন, আমাতে কোনও দাগ লাগিতে পারে না। এতদপেক্ষা পৈশাচিক সিদ্ধান্ত আর কি হইতে পারে? এরূপ ধারণার বশবর্ত্তিগণ যে শীঘ্রই আপনাদের স্বদেশের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে, তাহা কি আর বুঝিতে বিলম্ব হয়? বস্তুতঃই উক্ত স্বকপোলকল্পিত দুরর্থকারিগণ

শঙ্কর-কথিত পরমনির্ম্মল ধর্ম্ম ধারণা করিতে না পারিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে দুর্নীতি, হিংসা, দ্বেষ, অসত্য প্রভৃতির রাজ্য স্থাপন করিল। সুখ, শান্তি ও সত্যের অভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল, সেই অভাব দূর করিবার জন্যই এই মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইলেন।"

বাস্তবিক রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর লেখায় চিন্তাশীলতা আছে, কিন্তু ঐতিহাসিকতা নাই। শাঙ্কর মতাবলম্বী সন্ন্যাসিগণ (১১শ) একাদশ শতাব্দীতে এতটা অধঃপতিত হইয়াছে, এরূপ বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না ; বরং এই সময়ের পূর্ব্বে ও পরে শাঙ্কর মতে উপাদেয় মৌলিক গ্রন্থাদি বিরচিত হইয়াছে। সন্ন্যাসিগণের প্রভাব সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তখনও মুসলমান আক্রমণে দেশ বিজিত হয় নাই ; সুখ শান্তি ও সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুন্নই ছিল ; ধর্ম্মের প্লাবনে সমস্ত দেশ প্লাবিত হইতেছিল, সকল মতের প্রতিষ্ঠার জন্য সকল সম্প্রদায় চেষ্টিত ছিল। এ সম্বন্ধে Sri Ramanujacharya, His life and times নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার S. Krishna Swami Aiyangar মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত ও ঐতিহাসিক বলিয়া প্রতীত হয়। * একাদশ শতাব্দী ধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগ, ধর্ম্মের গ্লানির যুগ নহে।

* That Ramanuja should have appeared in the eleventh century quite as much of the mission getting the man as the advent of the Buddha in the sixth century before Christ. This century in the south of India was characterised by considerable religious ferment. It was then that each religious sect among the people felt the need for formulating a creed of its own and placing itself in a regularly organised religious body so as to be able to hold its own in the midst of the disintegrating influences that gained dominance in society. That Ramanuja appeared

রামানুজের সমকালিক দুইজন শিষ্য তাঁহার জীবনচরিত রচনা করেন। আরঙ্গমের (Arangam) আমুদন্ (Amudan) তামিল ভাষায় একশত (১০০) শ্লোক রচনা করেন। এই শ্লোকগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত আছে এবং অন্ধ্রপূর্ণ সংস্কৃতে "যতিরাজবৈভবম্" রচনা করেন। ইহাতে একশত চৌদ্দটী (১১৪) শ্লোক আছে। আমুদনের গ্রন্থ তত অতিশয়োক্তিতে পূর্ণ নহে। স্বীয় গুরুর প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য কবির কল্পনাবলে পুস্তক লিখিয়াছেন। তাই গুরুকে অবতাররূপে গ্রহণ করায় তাৎকালিক অবস্থার চিত্র কতকটা পরিমাণে বিকৃত হইবার সম্ভবনা। "যতিরাজ-বৈভবম্" গ্রন্থখানিতে অতিরঞ্জন দোষ আছে, তাহাতে তাৎকালিক অবস্থার চিত্র বিকৃত হইয়াছে।

অবতারের আগমনের কারণ প্রকাশ করিতে হইলেই কতকটা পরিমাণে ধর্ম্মের গ্লানি প্রদর্শন আবশ্যক হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ শিষ্য যখন গুরুর সম্বন্ধে লিখিতে অগ্রসর হন, তখন অতিরঞ্জন দোষ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দৃঢ় ধারণা রামানুজের যুগে শাঙ্কর মতে কোনও ব্যাপক গ্লানির উদ্ভব হয় নাই, বরং বিদ্বদ্‌গণের মধ্যে শাঙ্কর মতের প্রাধান্য ও প্রাবল্যের যুগেই রামানুজের আবির্ভাব। শঙ্করের আবির্ভাব প্রসঙ্গেও আমরা দেখাইয়াছি তিনি বৌদ্ধবাদের প্রাধান্যের সময়েই আবির্ভূত হন। বাস্তবিক ইহাই স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলেও ইহাই যৌক্তিক বলিয়া মনে হয়।

রামানুজের সময়ও সেইরূপ শাঙ্কর মতের প্রবলতা ছিল। সেইজন্যই রামানুজ বিশেষ প্রচেষ্টার সহিত শাঙ্কর মত খণ্ডনে

---

and did what is ascribed to him is just in the fitness of things, having regard to the circumstances of the times."

(2nd Ed. Sri Ramanuja—His life & Times P. 3)

ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। শঙ্করের জ্ঞানবাদ এই যুগে জনসাধারণের মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক নাটক প্রণয়ন করেন। জনসাধারণের ভিতর অদ্বৈতচিন্তার বিস্তৃতিসাধনই প্রবোধচন্দ্রোদয়ের তাৎপর্য্য। এই সময়ে প্রকাশাত্মযতি 'পঞ্চপাদিকাবিবরণ' নামক নিবন্ধ রচনা করেন। রামানুজের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বাচস্পতির প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছে। পণ্ডিত-সমাজমধ্যে শাঙ্কর দর্শনের ইহা গ্লানির নিদর্শন নহে। রামানুজের গুরু যাদবপ্রকাশও বেদান্তের টীকা প্রণয়ন করেন। যাদবপ্রকাশের মত রামানুজ 'বেদান্তদীপে' খণ্ডন করিয়াছেন। সুদর্শনাচার্য্যও 'শ্রুত-প্রকাশিকায়' যাদবপ্রকাশের নামোল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথও শতদূষণী নামক গ্রন্থে যাদবপ্রকাশের 'একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড' বিচারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। *

যামুনাচার্য্য তিনটী পদার্থ লইয়া বিচার আরম্ভ করেন। যথা— চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম। যামুনাচার্য্যের পদার্থত্রয়ের বিচারই রামানুজে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সময় স্মার্ত্ত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসুক ঠিক সেই সন্ধিসময়েই আলোয়ান্দারের জীবনব্যাপিনী আশার পরিপূর্ত্তি-রূপে রামানুজের অবতরণ। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রথম আচার্য্য নহেন। তিনি পূর্ব্বতন আলোয়ারগণ ও নাথমুনি এবং যামুনাচার্য্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে নূতন প্রবর্ত্তনা প্রদান করিয়াছেন। রামানুজ যুগসন্ধিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যখন দার্শনিক সাম্রাজ্যে জ্ঞানবাদের বিপক্ষে একটা প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ভক্তিবাদ আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর, সেই যুগসন্ধিতেই রামানুজের অবতরণ।

সমস্ত দেশেই একদল লোক থাকেন, যাঁহারা হৃদয়প্রবণ, জ্ঞান

(* যতিলিঙ্গভেদভঙ্গম্ ও তৎলেশমতভঙ্গম ৬১।৫)

তাঁহাদের নিকট শুষ্ক তর্ক বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানে যে বিমল আনন্দ আছে, প্রকৃত আনন্দই যে জ্ঞান, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতে নারাজ। তাঁহারা সকল বিষয়ে হৃদয়ের দিকে জোর দেন, ভাবপ্রবণতায় তাঁহারা শান্তি বোধ করেন এবং ভালবাসা তাঁহাদের জীবনের ভিত্তি। তাঁহাদের নিকট আপাতকঠোর, পরিণামে পরিপূর্ণ আনন্দরূপ জ্ঞানের সমাদর থাকে না। ভক্তগণ আনন্দের উপাসক। ইঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদাই উপাসনার দিকে উন্মুখ, ইঁহাদের উপাস্য বস্তু চাই, উপাস্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ চাই, ইহা না হইলে তাঁহাদের হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি হয় না। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে ভক্তির স্থান আছে, ভক্তহৃদয়ের স্ফূর্ত্তির জন্য অনুকূল মতবাদ আবশ্যক। ভারতের ক্ষেত্রে যেরূপ জ্ঞানবাদের প্রসার হইয়াছে, সেইরূপ ভক্তিবাদেরও অনন্ত প্রবাহ ভারতকে প্লাবিত করিয়াছে। ব্রহ্মসূত্রেও আচার্য্য আশ্মরথ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। মহাভারতেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। যোগবাশিষ্ঠের স্থলবিশেষেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রামানুজাচার্য্যের স্বকৃত নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ ভারতে প্রচলিত ছিল। রামানুজের পূর্ব্বেও বহু আচার্য্য এই মতে গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন। আচার্য্য দ্রমিড়, টঙ্ক, গুহদেব, শ্রীবৎসাঙ্ক, নাথমুনি, যামুনাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী। রামানুজ নিজেও বোধায়ন ভাষ্যানুসারে স্বীয় ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। * রামানুজ শ্রীসম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সঙ্কলন করিয়া শৃঙ্খলায় আনয়ন করেন, ও তাৎকালিক সমাজের সংস্কার সাধন করেন। তাঁহার সময় হইতেই শ্রীসম্প্রদায়ের জীবনে নূতন ভাবের সূত্রপাত

---

* "ভগবদ্‌বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে।" শ্রীভাষ্য।

হয়। দার্শনিক প্রতিভা শৃঙ্খলার দিকে প্রকট হইতে থাকে। রামানুজের প্রাধান্য—বিশিষ্টাদ্বৈতমত শৃঙ্খলার সহিত স্থাপনে, ঐ স্থলেই তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ। রামানুজাচার্য্য অন্যতম প্রধান আচার্য্য এবং সংস্কারক ও মতের সঙ্কলনকর্ত্তা বলিয়া শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে পূজিত হইয়াছেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্য

জীবন-চরিত

(১০১৭—১১৩৭)

জীবনচরিতের উপাদান—আচার্য্য রামানুজের জীবন সম্বন্ধে তামিল ভাষায় আরঙ্গমের (Arangam) আমুদন (Amudan) একখানি শ্লোকাত্মক গ্রন্থ লিখেন। এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থে ১০০ শত শ্লোক আছে, অবশ্য এই গ্রন্থখানিকে জীবনচরিত বলা যাইতে পারে না, তবে রামানুজের কার্য্যাবলী বর্ণিত আছে, বর্ণনায় গ্রন্থখানি ভাবুকের ভাবুকতার উদ্বোধক হইলেও ঐতিহাসিকের নিকট ইহার প্রামাণিকতা সমধিক নহে। দ্বিতীয়গ্রন্থ অক্রূপূর্ণের লিখিত সংস্কৃত ভাষায় 'যতিরাজবৈভবম্'। এই গ্রন্থে ১১৪টী শ্লোক আছে, এই গ্রন্থ অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট। এই দুইখানি গ্রন্থকে মূলতঃ ভিত্তি করিয়াই রামানুজের জীবন সম্বন্ধে নানারূপ ইতিবৃত্তের আবির্ভাব হইয়াছে। বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ স্বকৃত 'যতিরাজ-সপ্ততি' (Yathiraja-Saptati) নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় রামানুজের জীবনের ঘটনার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত, এই সকল গ্রন্থও ইতিবৃত্ত ও উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া বঙ্গ ও ইংরাজী ভাষায় রামানুচার্য্যের কয়েকখানি জীবনচরিত রচিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় নেটীসন্ এণ্ড কো'র প্রকাশিত Sree Ramanujacharya—His Life and Times গ্রন্থখানি বেশ ঐতিহাসিক ভাবে লিখিত। বাঙ্গালা ভাষায় শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত রামানুজচরিত, রামকৃষ্ণানন্দ-স্বামীর রামানুজচরিত ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত 'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ' নামক গ্রন্থত্রয় আছে। রাজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে

শঙ্কর ও রামানুজের জীবনের কার্য্যাবলীর তুলনা করা হইয়াছে, শঙ্করের ন্যায় রামানুজের জীবনও ঘটনাপূর্ণ, তবে শঙ্কর অতি অল্পবয়সেই মানবলীলা সংবরণ করেন, কিন্তু রামানুজ দীর্ঘ শতবর্ষেরও অধিককাল বাঁচিয়া ছিলেন, * তাঁহার দীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন ধর্ম্ম-সংস্থাপনে ব্যয়িত হইয়াছে।

রামানুজের জন্ম ও পিতৃমাতৃপরিচয়—১০১৭ খৃষ্টাব্দে রামানুজাচার্য্যের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম আসুরী কেশবভট্ট। ভূতপুরী বা শ্রীপেরেম্বুদুর তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি যামুনাচার্য্যের পৌত্রী কান্তিমতীকে বিবাহ করেন। কান্তিমতী বৃদ্ধ শৈলপূর্ণের ভগিনী, শৈলপূর্ণ যামুনের শিষ্য ছিলেন। কান্তিমতীর অন্য এক ভগিনী ছিল, তাঁহার নাম মহাদেবী। আহরম্ গ্রামনিবাসী কমলনয়ন তাঁহাকে বিবাহ করেন। আসুরী কেশবভট্ট ও কান্তিমতীর সন্তানই রামানুজাচার্য্য। কমলনয়ন ও মহাদেবীর পুত্র গোবিন্দভট্ট। মাতৃবংশে রামানুজ যামুনাচার্য্যের সহিত সম্পর্কিত। রামানুজের মাতুল শৈলপূর্ণ তাঁহার নাম রাখিলেন লক্ষ্মণ বা রামানুজ। তামিল ভাষায় ইহার নাম ইলায়া পেরুমল (Ilaya Parumal)

রামানুজের শৈশব—তাঁহার শৈশবকালের বিশেষ বিবরণ কিছুই জানা যায় না। শৈশবে এমন কিছুই অসাধারণত্ব দেখা যায় নাই, যাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের সূচনা করিতে পারে। গোবিন্দ তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। বালককালে বেদান্ত অধ্যয়নের উপযোগী শিক্ষায় উভয়ে শিক্ষিত হন, এবং কাঞ্চী নগরীতে যাদব-প্রকাশের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে গমন করেন।

শিক্ষা—রামানুজ ও যাদবপ্রকাশ—বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া রামানুজ শীঘ্রই বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। যাদব-

---

* রামানুজাচার্য্যের জীবিতকাল কেহ কেহ ৬০ বৎসরও বলেন (সং)

প্রকাশের শিক্ষকতায় উভয়ে শিক্ষিত হইলেও রামানুজ স্বীয় প্রতিভা-বলে সবিশেষ অগ্রসর হইলেন। রামানুজের বিদ্যাবত্তার বিষয় নানাদিকে প্রচারিত হইল। গুপ্তভাবে যামুনাচার্য্য রামানুজকে দেখিয়া গেলেন। কাঞ্চির দেবরাজ মন্দিরে তাঁহাকে দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের অধ্যক্ষরূপে মনে মনে তাঁহাকে বরণ করিলেন। যাদবপ্রকাশের বেদান্ত-ব্যাখ্যায় রামানুজ পরিতুষ্ট হইতেন না, কোনও কোনও স্থলে গুরুর ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া নিজেই ব্যাখ্যা করিতেন, ইহাতে গুরু ও শিষ্যের ভাববিপর্য্যয় হইতে আরম্ভ হইল।

স্থানীয় রাজকন্যার গ্রহাবেশ হয়। যাদবপ্রকাশ গ্রহশান্তি করিবার জন্য আহূত হন; কিন্তু তিনি গ্রহশান্তি করিতে অসমর্থ হন। পরে রামানুজ আহূত হইয়া সেই রাজকন্যার গ্রহাবেশ বিদূরিত করেন। এইরূপে ক্রমেই বিদ্বেষের সঞ্চার হইতে লাগিল। শেষে একদিন ছান্দোগ্য উপনিষদের 'কপ্যাস' শ্রুতির ব্যাখ্যা লইয়া উভয়ের বিরোধ একেবারে চরমে উঠিল। অবশেষে রামানুজ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

জীবন নাশের চেষ্টা—যাদবপ্রকাশ কাশী গমন করিবার ব্যপদেশে রামানুজকে পথিমধ্যে হত্যা করিবার সংকল্প করেন। রামানুজ গোবিন্দের সহিত গমন করিতেছিলেন। গোবিন্দ গুরুর সহিত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। পথিমধ্যে ব্যাধ-দম্পতি রামানুজকে সাবধান করিয়া দেয়। রামানুজ তদনুসারে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন।

কাঞ্চিতে প্রত্যাগমন—রামানুজ কাঞ্চিতে ফিরিয়া আসিয়া মাতার নিকট সকল বর্ণন করিলেন। মাতার আদেশে রামানুজ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। * এদিকে আলোয়ান্দার

* মতান্তরে রামানুজের পিতা কেশব, রামানুজের ষোড়শ বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়া সংসারী করেন, ইহার কিছু পরে কেশবের মৃত্যু হয়। প্রপন্নামৃত ৭ পৃ। (সং)

যামুনাচার্য্যের জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হইতে চলিল। তিনি তাঁহার প্রিয় ও প্রধান শিষ্য পেরিয় নম্বিকে রামানুজের নিকট প্রেরণ করিলেন। নম্বির স্তোত্ররত্ন পাঠে মুগ্ধ হইয়া রামানুজ স্তোত্রকর্ত্তার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নম্বি, আলোয়ান্দারের নাম করিলেন। ইহাতে রামানুজ তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নম্বিও তাঁহাকে লইয়া শ্রীরঙ্গমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

আলোয়ান্দার দর্শনে শ্রীরঙ্গমে গমন—রামানুজ নম্বি বা শ্রীশৈলপূর্ণসহ শ্রীরঙ্গমের উত্তরাংশে পৌঁছিলেন ও কোলেড্রুন নদীর দক্ষিণতীরে কতকগুলি লোককে দেখিতে পাইলেন। নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আলোয়ান্দারের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত। তাঁহারই সৎকারার্থ জন-সঙ্ঘ সমবেত হইয়াছে। তখন রামানুজ শবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শবের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিত্রয় সংবদ্ধ রহিয়াছে। উপস্থিত জনবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, আলোয়ান্দার তাঁহার জীবনের তিনটী অপূর্ণ আশা অঙ্গুলিবদ্ধ করিয়া গণনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। তাই হস্তের অঙ্গুলি তিনটী মুষ্টিবদ্ধের ন্যায় রহিয়াছে। সেই আশা তিনটীর মধ্যে একটী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যপ্রণয়ন, দ্বিতীয় কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে পরাশর উপাধিপ্রদান, এবং তৃতীয় অন্যকোন ব্যক্তিকে শঠকোপ উপাধিতে ভূষিত করা। * রামানুজ আলোয়ান্দারের অপূর্ণ অভিলাষগুলি পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অমনি শবের সংবদ্ধ অঙ্গুলিত্রয় সোজা হইল। আলোয়ান্দারের সৎকারাদি সমাপন হইলে রামানুজ কাঞ্চিতে ফিরিয়া আসিলেন।

ভবিষ্যতের কার্য্যের জন্য প্রেরণালাভ—রামানুজ কাঞ্চিতে ফিরিয়া দেবরাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ভবিষ্যতে কি

* মতান্তরে উক্ত বিষয় তিনটী এইরূপ—প্রথম—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা, দ্বিতীয়—দ্রাবিড় বেদ প্রচার, ও তৃতীয়—পরাশর ও শঠকোপ নামে দুইজনের নামাকরণ (সং)

করণীয় তদ্বিষয়ে তাঁহার মনোমধ্যে নানাপ্রকার চিন্তার উদয় হইল। তিনি অন্তর-দেবতার শরণাপন্ন হইলেন। দেবরাজের মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের আদেশ ভগবানের আদেশ মনে করিয়া শ্রীরঙ্গম অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রামানুজের দীক্ষা—পথিমধ্যে তিনি মধুরান্তকম্ নামক স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে পূজা প্রদান করিতে অবস্থান করিলেন। সেই স্থানেই বৃদ্ধ মহাপূর্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে উভয়ের সন্দর্শনার্থ গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় রামানুজ উপদিষ্ট হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নম্বি (মহাপূর্ণ) উপদেশ প্রদান করিলেন। উভয়ে কাঞ্চিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছুকাল আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। এইবার এক নূতন ঘটনায় রামানুজের জীবন-প্রবাহ নূতন দিকে প্রবাহিত হইল।

রামানুজের সন্ন্যাস—নম্বি ও রামানুজ একত্র বাস করিতে লাগিলেন। রামানুজের বিবাহিত জীবন সুখে অতিবাহিত হয় নাই। তিনটী ঘটনায় রামানুজ বিরক্ত হইয়া স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইলেন ও নিজে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। তিরুকচ্ছি নম্বি * নামক জনৈক সেবক তাঁহার গৃহে বেড়াইতে আসেন। তিনি জাতিতে নীচ ছিলেন। তিনি চলিয়া গেলে, রামানুজের স্ত্রী তাঁহার বসিবার স্থান বিধৌত করেন। রামানুজ ইহাতে বিরক্ত হন। আর একদিন এক ভিক্ষুক রামানুজের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করে, তিনি ভিক্ষুককে স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। রামানুজ-পত্নী খাদ্য গৃহে থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষুককে তাড়াইয়া দেন। তৃতীয় ঘটনায় রামানুজের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। নম্বির স্ত্রীর সহিত কূপের জলাহরণ লইয়া রামানুজ-পত্নীর সহিত বিবাদ হয়। নম্বি সকল বিষয় জানিতে পারিয়া সস্ত্রীক শ্রীরঙ্গমে চলিয়া যান। রামানুজ স্ত্রীর ব্যবহারে

---

* ইহার নাম কাঞ্চিপূর্ণ।

বিরক্ত হইয়া স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে কৌশলে প্রেরণ করেন এবং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।

ইহার পর হইতে ক্রমে যতিবর রামানুজের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৈষ্ণব ইতিবৃত্তে জানিতে পারা যায়—রামানুজের পূর্ব্বগুরু যাদবপ্রকাশ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং 'যতিধর্ম্মসমুচ্চয়' প্রণয়ন করেন। যাদবপ্রকাশের নাম গোবিন্দযোগী প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনা ঐতিহাসিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বোধ হয় রামানুজের সন্ন্যাসের ফলে একদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডীবাদের বিরোধ উপস্থিত হয়। রামানুজ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। শাঙ্কর মতে একদণ্ডী সন্ন্যাসের ব্যবস্থা। যাদবপ্রকাশ একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড উভয়ই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিক মনুসংহিতায় একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড উভয় বিধানই আছে। যাদবপ্রকাশ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের ব্যবস্থা দেওয়ায় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে রামানুজের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাদবপ্রকাশ রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে রামানুজ 'বেদান্তদীপে' তন্মত খণ্ডন করিতেন না এবং শ্রুতপ্রকাশিকাকার সুদর্শনাচার্য্যও যাদব-প্রকাশের মত অদ্বৈতানুকূল বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। যাদব-প্রকাশের যতিধর্ম্মসমুচ্চয়েও অদ্বৈতমতের প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। তিনি এই গ্রন্থে স্বীয় মত পরিবর্ত্তনের কোনও উল্লেখ করেন নাই। এই গ্রন্থের প্রারম্ভশ্লোকে 'বৈষ্ণবপ্রবন্ধের' উল্লেখ ও দত্তাত্রেয়রূপী বিষ্ণুর উল্লেখ ভিন্ন অন্য এমন কিছুই নাই যাহাতে মনে হইতে পারে যে, যাদবপ্রকাশ রামানুজ-মত অনুসরণ করিয়াছিলেন। দত্তাত্রেয়-রূপী বিষ্ণুর উল্লেখ অদ্বৈতবাদী যাদবপ্রকাশের পক্ষে বরং সম্ভবই। শতদূষণীকার বেদান্তাচার্য্যও যাদবপ্রকাশকে রামানুজের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। আমুদানের (Amudan) 'রামানুজ নুরন্ধধি' (Nurrandhadhi) গ্রন্থেও অনেক বিচারের উল্লেখ আছে; কিন্তু যাদবপ্রকাশ বা সন্ন্যাসী যজ্ঞমূর্ত্তির পরাজয় ও শিষ্যত্ব স্বীকারের

উল্লেখ নাই। (৫৮, ৬৪ এবং ৮৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। বেদান্তাচার্য্য এথিরাজসপ্ততির ১৩ শ্লোকে লিখিয়াছেন "সবলাৎ উদ্ধৃত যাদবপ্রকাশঃ"। ইহাতে এইমাত্র মনে হয়, রামানুজ যাদবের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক বেদান্তদীপে যাদবের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডনে সবিশেষ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। 'শতদূষণী' দেখিলে মনে হয় যাদবপ্রকাশ ত্রিদণ্ডের অভিমতে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই কারণেই পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ যাদবপ্রকাশের রামানুজশিষ্যত্বগ্রহণ কল্পনাবলে তৈয়ারী করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশেও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দের শিষ্যত্বগ্রহণ ও মতপরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব স্থাপন করিবার জন্য এরূপ ঘটনার সৃষ্টি করা অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ শঙ্করের জীবনে মণ্ডনমিশ্রের পরাজয় ও শিষ্যত্ব স্বীকার মূল করিয়াই বৈষ্ণবগণ এই ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার মহাশয়ও স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন "I had long thought that the story was a pious fabrication" যাদবপ্রকাশ সন্মাত্র ব্রহ্মবাদী * রামানুজের মতে পদার্থ তিনটী।

---

* (যাদবসিদ্ধান্তবিমর্শঃ)

"সন্মাত্রব্রহ্মবাদেঽপি প্রাক্সৃষ্টেঃ সন্মাত্রং ব্রহ্মৈকমেব সৃষ্ট্যুত্তরকালং ভোক্তৃভোগ্যনিয়ন্তৃ-রূপেণ ত্রিধাভূতং চেৎ ঘটশরাবমণিকবজ্জীবেশ্বরয়োরপ্যুৎপত্তিমত্ত্বমনিত্যত্বং চ স্যাৎ। অথৈকত্বাপত্তিবেলায়ামপি ভোক্তৃভোগ্যনিয়ন্তৃশক্তিত্রয়মবস্থিতমিতি চেৎ, কিমিদং শক্তিত্রয়পদবাচ্যমিতি বিবেচনীয়ম্। যদি সন্মাত্রস্যৈকস্যৈব ভোক্তৃভোগ্যনিয়ন্তৃরূপেণ পরিণামসামর্থ্যং শক্তিত্রয়শব্দবাচ্যম্ এবং তর্হি মৃৎপিণ্ডস্য ঘটশরাবাদিপরিণামসামর্থ্যস্য তদুৎপাদকত্বমিব ব্রহ্মণ ঈশ্বরাদীনামুৎপাদকত্বমিতি তেষামনিত্যমেব। অথ ঈশ্বরাদীনাং সূক্ষ্মরূপেণ অবস্থিতিরেব শক্তিরিত্যুচ্যতে তর্হি তদতিরিক্তস্য সন্মাত্রস্য ব্রহ্মণঃ প্রমাণাভাবতদভ্যুপগমে চ তদুৎপন্নতয়া ঈশ্বরাদীনামনিত্যত্বপ্রসঙ্গাচ্চ। ত্রয়াণাং নামরূপবিভাগানর্হ সূক্ষ্মদশাঽপত্তিরেব প্রাক্সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাবসায়েতি বক্তব্যম্। ন

শ্রীভাষ্যপ্রণয়নের পরে বেদান্তদীপ বিরচিত হইবার সম্ভাবনা। অন্ততঃ যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্বগ্রহণ করিবার পরে বেদান্তদীপ বিরচিত হইয়াছে। যদি যাদবের শিষ্যত্ব গ্রহণের পরে বেদান্তদীপ রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাদব-মত-খণ্ডনের আবশ্যকতা কি? বিশেষতঃ বেদান্তদীপে দেখিতে পাই শ্রীভাষ্যপ্রণয়নের পরেই বেদান্তদীপ রচিত হইয়াছে। "ভাষ্যে প্রপঞ্চিত ইতি নেহ প্রতন্যতে।" অতএব সকল প্রমাণবলেই অবধারিত হয়—যাদব-প্রকাশ রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই।

রামানুজের শ্রীরঙ্গমে অবস্থান ও পুনর্দীক্ষা—যখন রামানুজ শিষ্যগণ সহ অধ্যাপনাতে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন আলোয়ান্দারের শিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীরঙ্গমের অধ্যক্ষ করিতে মনস্থ করিয়া বররঙ্গমকে (Tiruvaranga pperumal Ariyar তিরুবরঙ্গ প্পেরুমল আরিয়ার) রামানুজের নিকট প্রেরণ করিলেন। রামানুজ বররঙ্গমের সহিত শ্রীরঙ্গমে আসিলেন ও তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি মহাপূর্ণের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইয়াছিলেন। এক্ষণে গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট মন্ত্রার্থগ্রহণে সংকল্প করিলেন। গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট ছয়বার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ছয়বারই প্রত্যাখ্যাত হন। অবশেষে তাঁহার শুশ্রূষাভক্তিতে প্রীত হইয়া গোষ্ঠিপূর্ণ মন্ত্ররহস্য প্রকাশ করিলেন। এজন্য রামানুজ

তদা তেষাং ব্রহ্মাত্মকত্বাদেকত্বাবধারণং বিরুধ্যেত। অতঃ সর্ব্বাবস্থস্য চিদ-চিদ্বস্তুনো ব্রহ্মশরীরত্বশ্রুতেঃ সর্ব্বদা সর্ব্বশব্দৈঃ ব্রহ্মৈব তত্তচ্ছরীরতয়া তত্তদ্বিশিষ্ট-মেবাভিধেয়মিতি স্থূলচিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব কার্য্যভূতং জগৎ নামরূপ-বিভাগানর্হসূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টং ব্রহ্ম কারণমিতি, তদেব মৃৎপিণ্ডস্থানীয়ম্ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যুচ্যতে। তদেব বিভক্ত-নামরূপচিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টং ব্রহ্মকার্য্যমিতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্। শ্রুতিন্যায়বিরোধস্তু তেষাং ভাষ্যে প্রপঞ্চিত ইতি নেহ প্রতন্যতে।"

বেদান্তদীপ (Benares Sanskrit Series, ৭—৮ পৃষ্ঠা)

উপযুক্ত শিষ্য ভিন্ন অন্য কাহাকেও মন্ত্ররহস্য প্রদান করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিন্তু রামানুজ যখন জানিতে পারিলেন যে, এই মন্ত্র যে শ্রবণ করিবে সে-ই মুক্ত হইবে, তখনই গোষ্ঠিপুরস্থ মন্দিরের গোপুরে দাঁড়াইয়া শত শত নরনারীর সম্মুখে সেই "ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। গুরু গোষ্ঠিপূর্ণ শুনিয়া বিরক্ত হইলেন ও শিষ্যকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—"এই পাপে তোমার অনন্ত নরক হইবে"। রামানুজ বলিলেন—"যদি শত শত নরনারীর মুক্তি হইয়া আমার নরকও হয়, তাহাও আমার পক্ষে বরণীয়"। গুরু রামানুজের মহানুভবতায় প্রীত হইলেন এবং বলিলেন—"এখন হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতমত তোমার (রামানুজের) নামানুসারে রামানুজদর্শন নামে প্রখ্যাত হইবে।"

রামানুজের শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ—ইতিমধ্যে মাসতুত ভাই গোবিন্দ ভট্ট বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইলেন। রামানুজের নিকট কুরেশ ও দাশরথি দীক্ষিত হইলেন। রামানুজ নিজেও মালাধর ও শোট্টনম্বির নিকট অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষিত হইলেন। যামুনাচার্য্যের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে রামানুজের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল। তিনি সর্ব্বপ্রকারেই যামুনাচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয়বার প্রাণনাশের চেষ্টা—রামানুজের যশঃ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। শ্রীরঙ্গনাথের প্রধানপূজকের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি বিষপ্রদানে রামানুজের জীবনসংহারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রামানুজের যতিবেশে মুগ্ধ হইয়া অর্চ্চকের স্ত্রী সকল ষড়্যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিলেন। কিন্তু পূজকের হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইল। তিনি রামানুজের শরণাপন্ন হইলেন। রামানুজ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিলেন।

যজ্ঞমূর্ত্তির সহিত বিচার—চতুর্দ্দিকে যশঃপ্রভা বিকীর্ণ হওয়াতে নানাদেশ হইতে সুধীবর্গ রামানুজের সহিত বিচার করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। যজ্ঞমূর্ত্তি নামক জনৈক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী

দিগ্‌বিজয়-প্রসঙ্গে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে বিচার আরম্ভ হইল। ১৬ দিন ব্যাপী বিচারেও জয়পরাজয় নির্ণীত হইল না। শেষে রামানুজ অনন্যোপায় হইয়া যামুনাচার্য্যের "মায়াবাদ খণ্ডন" অধ্যয়ন করিয়া তদ্‌যুক্তিবলে যজ্ঞমূর্ত্তিকে পরাজিত করেন।* যজ্ঞমূর্ত্তি বৈষ্ণবমত গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে ইতিবৃত্তই প্রমাণ। অন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। যজ্ঞমূর্ত্তি দেবরাজ আখ্যায় অখ্যাত হইলেন। তামিলভাষায় তৎপ্রণীত 'জ্ঞানসার' ও 'প্রমেয়সার' নামক দুইখানি গ্রন্থ আছে।

আলোন্দারের প্রথমআশা পূরণ—যামুনাচার্য্যের মৃত্যুসময়ে রামানুজ তিনটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন। এতাবৎকাল সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাঁহার মনে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার বাসনা উদয় হইল। তিনি সশিষ্য কুরেশের সহিত বোধায়ন বৃত্তির অনুসন্ধানে উত্তর ভারতে প্রস্থান করিলেন। কাশ্মীরে কোনও গ্রন্থালয়ে পুস্তক পাইলেন। কিন্তু কেবল পড়িবার অনুমতি প্রদত্ত হইল। রামানুজের শিষ্য কুরেশ সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। রামানুজ তাঁহারই সাহায্যে শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিলেন। তিনি শ্রীভাষ্য, বেদান্তসার, বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্তদীপ, গদ্যত্রয়, গীতাভাষ্য ও ভগবদারাধনক্রম প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচন করেন। তবে কোন্ গ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বেদান্তদীপ শ্রীভাষ্যের পরে বিরচিত হইয়াছিল।

শ্রীভাষ্য রচিত হইলে রামানুজ কাশ্মীরে উপস্থিত হন। সরস্বতীপীঠে তাঁহার ভাষ্য সমাদৃত হয়। তত্রত্য বুধমণ্ডলী তাঁহার ভাষ্যের নাম 'শ্রীভাষ্য' প্রদান করেন, এবং তাঁহাকে হয়গ্রীবের

---

* মতান্তরে যজ্ঞমূর্ত্তি বিচারে পরাজিত হন নাই। রামানুজই বরং নিজ পক্ষ অসমর্থনীয় ভাবিয়া বরদরাজের স্তব করেন এবং বরদরাজ স্বপ্নে যজ্ঞমূর্ত্তিকে রামানুজের শিষ্য হইতে আদেশ করেন। আর তাহারই ফলে যজ্ঞমূর্ত্তি রামানুজের শিষ্য হন। (সং)

বিগ্রহ উপহার দেন। অদ্যাপি মহীশূরের 'পরকালমঠে' সেই বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন।

তিরুপাতিতে শৈব-বৈষ্ণব-বিরোধের মীমাংসা—উত্তর-ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি তিরুপাতিতে উপস্থিত হন। তথায় শৈব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে মন্দিরের বিগ্রহ লইয়া বিরোধ চলিতেছিল। শৈবগণের মতে মন্দিরের বিগ্রহ শিব ও বৈষ্ণবগণের মতে বিগ্রহ বিষ্ণু। রামানুজ বিগ্রহকে বিষ্ণুর বিগ্রহ বলিয়া নিরূপণ করিলেন।

রামানুজের জীবন-চরিতকার কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার মহোদয়ের মতে এই বিগ্রহ হরিহর। রামানুজের সময়ে শৈব ও বৈষ্ণবগণের বিরোধ উপস্থিত হইবার কারণও ছিল। তৎকালে বৈষ্ণবপ্রবন্ধের বিস্তৃতি হয়। রামানুজের মাসতুত ভাই গোবিন্দ ভট্ট বৈষ্ণবমত গ্রহণ করেন—ইত্যাদি নানা কারণে শৈবগণ বিচলিত হইয়া শৈবমন্দির বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। এই বিরোধের মীমাংসা ১১১১ খৃষ্টাব্দের পরে হইয়াছিল।

আলোয়ান্দারের নিকট দ্বিতীয়প্রতিজ্ঞা-পালন—রামানুজের শিষ্য কুরেশ অপুত্রক ছিলেন। বহুদিন পরে তাঁহার দুইটী পুত্র হয়। রামানুজের ইচ্ছানুসারে কুরেশ এক পুত্রের নাম 'পরাশর' রাখেন। পরাশর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রামানুজ তাঁহাকে বিষ্ণু-সহস্র নামের ভাষ্য লিখিতে আদেশ করেন। পরাশরের গ্রন্থে আলোয়ান্দারের দ্বিতীয় বাসনার পরিপূর্ত্তি হইল।

রামানুজের তৃতীয় প্রতিজ্ঞা পালন—রামানুজের আদেশে পিলান, 'তিরুভয়মলির' উপর ভাষ্য রচনা করেন। এইরূপ যামুনাচার্য্যের তৃতীয় আশাও পরিপূর্ণ হইল।

চোলরাজের অত্যাচার ও রামানুজের পলায়ন—কুলতুঙ্গ বা দ্বিতীয় রাজেন্দ্রচোল, চোলরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যেশ্বর ছিলেন। তিনি শৈব মতাবলম্বী। চোলবংশীয় সকল রাজাই উদার ও সমদর্শী ছিলেন।

কুলোতুঙ্গও নেগাপত্তনের বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে অনেক দান করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সমদর্শিকতার পরিচায়ক। বোধ হয় শৈবগণের প্ররোচনায় তিনি শৈবপ্রাধান্য স্থাপনমানসে রামানুজকে সভায় আহ্বান করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কুরেশ ও রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ রাজসভায় উপস্থিত হন। কুরেশের ও মহাপূর্ণের চক্ষুঃ বিনষ্ট করা হয়। রামানুজ ছদ্মবেশে শ্রীরঙ্গম হইতে মহীশূরে পলায়ন করেন। সম্ভবতঃ ১০৮০—১০৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। কাবেরী নদীর তীরপ্রদেশ দিয়া শালিগ্রামে উপনীত হন। তিনি হয়শাল (Hoysala) বংশের রাজা বিত্তনদেব রায় অথবা বিত্তিদেব কর্ত্তৃক রাজসভায় আহূত হন। বিত্তিদেব বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেন। তাঁহারই সাহায্যে রামানুজ সেলুকোটে নারায়ণের মন্দির সংস্কার ও সংস্থাপন করেন। রামানুজের শালিগ্রামে আগমনের দ্বাদশবর্ষ পরে ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে সেলুকোটের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। বিত্তিদেবের অন্য নাম বিষ্ণুবর্দ্ধন হয়। তিনি রামানুজের মতানুসরণে ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বিস্তার সাধনে সচেষ্ট হইলেন। বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় জৈনগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। জৈনমন্দির সংস্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। ১১১৭ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুবর্দ্ধন বেলুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

১১১৮ খৃষ্টাব্দে কুলোত্তুঙ্গের মৃত্যু হইলে রামানুজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া অধ্যয়নোৎসবের পত্তন করেন। এই উৎসবে তামিল সাধুপুরুষ আলোয়ারগণের প্রবন্ধ পঠিত হইত। এই উপলক্ষে নম্ম আলোয়ারের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কুরেশ শতশ্লোক রচনাকরতঃ রামানুজের চরণে উৎসর্গ করিলেন। এই সময়েই শ্রীরঙ্গম মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন স্মার্ত্ত আমুদন। তিনি বৈষ্ণবমত গ্রহণ করেন ও কুরেশের শিষ্য হন। তিনি ১০০ শ্লোকে রামানুজের কার্য্যাবলী বর্ণন করেন। রামানুজ এই শতশ্লোকীকে তামিলপ্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিবার আদেশ দেন। আমুদন নিজেও বৈষ্ণবমত গ্রহণের উল্লেখ শতশ্লোকীতে করিয়াছেন। রামানুজ

আলোয়ারগণের ও অণ্ডালের বিগ্রহসকল শ্রীরঙ্গমে স্থাপন করেন। আচার্য্য রামানুজ তাঁহার মাতুলের মৃত্যুতে তিরুপাতিতে আগমন করেন। এইস্থানে অবস্থানকালে জানিতে পারেন তিরুপাতির গোবিন্দরাজের মন্দির ধ্বংস ও বিগ্রহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তিনি সমুদ্র হইতে বিগ্রহ আনয়ন করাইয়া পর্ব্বতের পাদদেশে মন্দিরে সংস্থাপন করেন। চোলরাজ দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গের সময় চিদম্বরমের বিষ্ণুবিগ্রহ শিবমন্দির হইতে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ বিক্রমচোলের পুত্র। ১১১৮ খৃষ্টাব্দে বিক্রমচোল সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি ১১১৮—১১৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ সম্ভবতঃ ১১২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। কর্ম্মবীর রামানুজ এই তিনজন রাজার রাজ্যকালেই স্বীয় অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গোবিন্দ-রাজের প্রতিষ্ঠা সমাপনান্তে রামানুজ তীর্থ-যাত্রা শেষ করিলেন। তৎপরে উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিলেন। তন্মতপ্রচারের জন্য ৭৪ জন শিষ্য মনোনীত হইলেন। চারিজনের প্রতি ভাষ্যরক্ষার ভার প্রদত্ত হইল এবং পিলানের হস্তে প্রবন্ধ-শিক্ষার ভারও প্রদান করেন। ১২০ বৎসর বয়সে রামানুজ শান্তি-ধামে গমন করেন। দীর্ঘ কর্ম্মবহুল জীবনের ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অবসান হয়। কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, ভারতের জন্য,—বিশ্বমানবের জন্য—চিন্তার ও কার্য্যের ধারা রক্ষা করিয়া অমরধামে গমন করিলেন।

গ্রন্থের বিবরণ

রামানুজাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থ সম্বন্ধে 'দিব্যসূরিচরিতে' এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়—

"বিষ্ণ্বর্চ্চাকৃত যবনোৎসুকো জনানাং শ্রীগীতা-বিবরণ-ভাষ্যদীপসারান্।
তদ্‌গত্তত্রয়মকৃত প্রপন্ননিত্যানুষ্ঠান ক্রমমপি যোগিরাট্ প্রবন্ধান্॥"

এতদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় (১) ভগবদ্‌গীতা-ভাষ্য (২) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (৩) বেদান্তদীপ (৪) বেদান্তসার (৫) শরণাগতিগদ্যত্রয় (৬) ভগবদারাধনক্রম, এই ছয়খানি গ্রন্থ রামানুজাচার্য্যের বিরচিত। এই গ্রন্থেই দেখিতে পাই বেদার্থসংগ্রহও তৎপ্রণীত।

"ইত্যুক্ত্বা নিগমশিখার্থসংগ্রহাখ্যাং
বিন্যস্তাং কৃতিমুররী ক্রিয়ার্থমস্য।"

অন্যত্রও রামানুজের গ্রন্থ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে, তাহাতেও এই সাতখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

"বেদান্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্রহঃ
গদ্য-গীতাভাষ্য-সূত্রভাষ্য-নিত্যক্রমা ইতি।"

'প্রপন্নামৃত' নামক একখানি পদ্য গ্রন্থে রামানুজ ও তন্মতাবলম্বী কয়েকজন আচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। এই পুস্তকেও রামানুজের গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে।

"আশ্রিতাখিলমন্দারো ভাষ্যকারো মহাযশাঃ।
অস্যাং ভূম্যাং শেষিতব্যানর্থান্ সাধনরূপকান্॥
তেষাং বিরোধিভাগাংশ্চ লোকোজ্জীবনহেতুনা।
সম্যঙ্ নিরূপ্য সুস্পষ্টং তদর্থপ্রতিপাদকান্॥
অধিকারানুগুণ্যেন ত্রীন্ গ্রন্থান্ ব্যজহার সঃ।
বেদান্তসার-বেদান্তদীপ-বেদার্থসংগ্রহান্॥
তেষাং বিবরণঞ্চক্রে শ্রীভাষ্যং যতিপুঙ্গবঃ।
শ্রীশাঙ্ঘ্রি ভক্তিস্তত্রোক্তা তদ্দুর্লভতরস্থিতি॥
ততো গদ্যত্রয়ঞ্চক্রে প্রপত্তিপ্রতিপাদকম্।
তেষামনধিকারাণাং প্রপত্ত্যা স্বাঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্॥
হিতং সম্যক্ প্রদর্শ্যাথ কৃতকৃত্যো যতীশ্বরঃ।
লীলাবিভূতিং সন্ত্যজ্য নিত্যাং সম্প্রাপ্য সত্বরম্॥"

(৬৯ অধ্যায় আরম্ভ)

এই স্থলে এক গীতাভাষ্য ব্যতীত অপর ছয়খানি গ্রন্থের উল্লেখও

আছে। গীতাভাষ্যও যে তদ্‌বিরচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, গীতাভাষ্যের উপরে বেদান্তাচার্য্যের টীকা আছে। অতএব সাতখানি গ্রন্থই রামানুজের বিরচিত। কেবল শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। স্বীয় মত-প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য গ্রন্থও লিখিয়াছেন।

বেদার্থসংগ্রহ—এই গ্রন্থের উপরে স্নেহপূর্ত্তিনামক টীকা আছে। ইহা কাশীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদার্থসংগ্রহে শ্রুতিসকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে যে স্থলে শঙ্করের ব্যাখ্যার সহিত রামানুজ একমত হইতে পারেন নাই সেই সকল স্থলই ইহাতে তিনি স্বীয় মতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই গ্রন্থে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তের অনুকূলেই শ্রুতিসকলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ শ্রীভাষ্যের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। কারণ, শ্রীভাষ্যে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।*

শ্রীভাষ্য—ইহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। ইহার উপরে সুদর্শনাচার্য্যের শ্রুতপ্রকাশিকা টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রুতপ্রকাশিকা সহিত শ্রীভাষ্য কাশীধামে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সংস্করণে ভ্রমপ্রমাদ ও অনবধানতার অভাব ছিল না। এক্ষণে এই সংস্করণ পাওয়াও যায় না। কলিকাতায় এসিয়াটীক্ সোসাইটী হইতে এক সংস্করণ বাহির হইতেছিল। ইহাতে 'শ্রুতপ্রকাশিকা' টীকা নাই। এই সংস্করণ এখনও অসম্পূর্ণ আছে, মাত্র তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মান্দ্রাজে একটী সংস্করণ আছে, তাহাতে—মূল, ভাষ্য, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার এবং অধিকরণমালা আছে। ইহা অতি বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট ছাপা। কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্

---

* "প্রপঞ্চিতশ্চায়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে" (১, ১, ১, সূত্র। ভাষ্য দুর্গাচরণ সং ১২৬২)

"অয়মর্থো বেদার্থসংগ্রহে সমর্থিতঃ" (১, ১, ১ সূত্র ভাষ্য দুর্গাচরণ সং ১৩২২)

হইতে পণ্ডিতবর শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয়ের সম্পাদনায় ১৩২২ সনের চৈত্রমাসে সানুবাদ সম্পূর্ণ শ্রীভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে। চতুঃসূত্রী পর্য্যন্ত শ্রুতপ্রকাশিকা সহিত শ্রীভাষ্য ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে নির্ণয়-সাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীনিবাস শর্ম্মা ইহার সম্পাদক। এই সংস্করণে ভ্রমপ্রমাদ খুব অল্প। ছাপা অতীব সুন্দর। কলিকাতার বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সংস্করণে বঙ্গানুবাদ থাকায়, বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিগণের সহজবোধ্য হইয়াছে। বেদান্ততীর্থ মহাশয় অনেকস্থলে টিপ্পনী সংযোজিত করিয়া গ্রন্থখানির গৌরব আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই সংস্করণের ছাপাও পরিষ্কার। বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের শ্রম অনেকটা সার্থক। ইহাতে ভুল খুব কম। এজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ। টিপ্পনী পাঠ করিয়া তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীভাষ্যে রামানুজের শাঙ্করমত খণ্ডনে প্রয়াস সুব্যক্ত। শ্রীভাষ্যে বিচারের বাহুল্য আছে কিন্তু ভাষার প্রাঞ্জলত্ব নাই। অনেকস্থলেই ভাষা বেশ দুর্ব্বোধ্য। শ্রীভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ ডাক্তার থিবট্ সাহেব (Dr Thibaut) Sacred Books of the East Seriesএ করিয়াছেন। Prof. Rangacharyarও ইংরাজী ভাষায় শ্রীভাষ্য অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা কিন্তু অসম্পূর্ণ।

বেদান্তদীপ—ইহা ব্রহ্মসূত্রের টীকা। সম্ভবতঃ প্রমেয়বহুল শ্রীভাষ্য পাঠে যাহারা অসমর্থ, তাহাদের জন্যই সহজ ও সরলভাবে ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। শ্রীভাষ্যবিরচনের পরে বেদান্তদীপ রচিত হয়।* এই গ্রন্থ কাশীধামে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণরূপে বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য্য ভট্টনাথ

---

* শ্রুতিন্যায়বিরোধস্তু তেষাং ভাষ্যে প্রপঞ্চিত ইতি নেহ প্রতন্যতে"
(বেদান্তদীপ ৮ম পৃষ্ঠা)

স্বামী ইহার সম্পাদক। এই গ্রন্থে শঙ্কর, ভাস্কর ও যাদবপ্রকাশের মত খণ্ডিত হইয়াছে।

বেদান্তদীপ দাক্ষিণাত্যে শ্রীভাষ্য পাঠের পূর্ব্বে অনেকেই পাঠ করেন। তেলেগু অক্ষরে এই গ্রন্থ বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। বেদান্তদীপের ভাষা সরল। গ্রন্থখানি নাতিসংক্ষিপ্ত। ইহাকে ব্রহ্মসূত্রের বিশিষ্টাদ্বৈতপর বৃত্তি বলা যাইতে পারে।

বেদান্তসার—কাশীর পণ্ডিত পত্রিকায় 'বেদান্ততত্ত্বসার' নামক রামানুজ প্রণীত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। Rev. Johnson সাহেব ইংরাজীতে গ্রন্থখানি অনুবাদ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সানুবাদ এই গ্রন্থ পুনরায় মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থখানিই রামানুজাচার্য্য প্রণীত বেদান্তসার কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। বেদান্ততত্ত্বসারে সদানন্দ বিরচিত বেদান্তসার হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। সদানন্দ বিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী, বিদ্যারণ্যের কাল ত্রয়োদশশতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী; অতএব রামানুজ কখনই বিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী সদানন্দের গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিতে পারেন না। বেদান্ততত্ত্বসারের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে—"অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পারোপবদ্ বস্তুন্যবস্তারোপো-ঽধ্যারোপঃ। বস্তু সচ্চিদানন্দাদ্বয়ং ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহো-ঽবস্তু অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি, অহমজ্ঞ ইত্যনুভবাৎ" এই উদ্ধৃতাংশ সদানন্দ যতি বিরচিত বেদান্তসার হইতে গৃহীত হইয়াছে। (Col. Jacob সাহেবের সংস্করণ ১৯১৬ Third Ed. ৭-৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বেদান্ততত্ত্বসারের সম্পাদক (Johnson) জনসন্ সাহেব যে হেতুবলে এই গ্রন্থ রামানুজপ্রণীত নহে বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই হেতুর মূল্য আদপেই নাই। তাঁহার মতে—শ্রীভাষ্যের ভাষা ও শৃঙ্খলা এই গ্রন্থে নাই, রামানুজের অন্যান্য গ্রন্থেও শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয় হেতু—এই গ্রন্থে শ্রীভাষ্য, গীতাভাষ্য ও

রামানুজের অন্যান্য গ্রন্থ হইতে বাক্যসকল অসংবদ্ধভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।*

প্রথম হেতু—ভাষা ও শৃঙ্খলা। এই হেতুর তাৎপর্য্য বিশেষ কিছুই নাই। কারণ, শ্রীভাষ্যের ভাষা ও বেদান্তদীপের ভাষা এক প্রকারের নহে। সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যে রামানুজের ভাষা চিরকালই প্রায় বঞ্চিত। দ্বিতীয় হেতুও দৃঢ় নহে। গীতাভাষ্য, শ্রীভাষ্যের বাক্য হইতে উদ্ধৃত হইলেও আংশিকভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না। স্বীয় গ্রন্থের বাক্য ঠিক্ সমানরূপে অন্য গ্রন্থে না তুলিলেও কোনরূপে দোষ হইতে পারে না। সেই কারণে গ্রন্থ রামানুজের প্রণীত নহে ইহা নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত নহে। কিন্তু আমাদের প্রমাণ দৃঢ়তর। বেদান্তসারের বাক্য উদ্ধৃত হওয়ায় গ্রন্থের কাল অন্ততঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী। বেদান্তসারকার সদানন্দ বিদ্যারণ্যের পঞ্চদশী হইতে বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। কালের হেতুই দৃঢ়তর। অতএব বেদান্ততত্ত্বসার রামানুজাচার্য্যের প্রণীত নহে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। রামানুজ-প্রণীত বেদান্তসার বোধ হয় তেলেগু অক্ষরে মুদ্রিত

---

* "But as I proceeded I found several reasons for doubting the truth of this opinion. In the first place, the Vedantatattwasara can hardly be considered as worthy in style and execution of the author of the Sri Bhasya and other works that are undoubtedly his; and secondly, it appears to be full of annotations from the Sri Bhashya, Gita Bhashya and other writings of Ramanuja, not always very closely connected or combined into one whole. Hence I conclude that it is for the most part a compilation by some Sishya or other follower of this famous teacher."

Vedantatattwa Sara preface p p. II-III

হইয়াছে। আমরা সে গ্রন্থ পাই নাই, উভয় গ্রন্থ মিলাইবার অবসর আমাদের হয় নাই, অবশ্যই বেদান্ততত্ত্বসারে শাঙ্করমত খণ্ডিত ও রামানুজীয় সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। বেদান্ততত্ত্বসারের ভূমিকায় (preface) পাদরী জন্‌সন্ সাহেব এমন অজ্ঞতার ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন, যে তাহা দেখিলেই করুণার উদ্রেক হয়। তিনি লিখিতেছেন—"It will be found in fact that the doctrine 'ex-nihilo nihil fit' in some form or other holds good in every religious system, which India has produced independently of Christian influences" (preface, p. II)। অসৎ হইতে সতের উদ্ভব ভারতীয় ধর্ম্মে কোথাও স্বীকৃত হয় নাই ; আর পাদরী সাহেব অবাধে বলিলেন খৃষ্টান প্রভাবে প্রভাবিত ধর্ম্মমত ব্যতীত স্বাধীনভাবে উৎপন্ন সকল ধর্ম্ম-মতেই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্তমতেও ব্রহ্ম সৎ। সৎ ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, সমস্ত মতবাদিগণই সৎকারণবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। ন্যায় বৈশেষিক ভিন্ন অন্যান্য দার্শনিকগণ সকলেই সৎকারণবাদী। এমতাবস্থায় পাদরী সাহেবের ঐরূপ সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও ভীষণ অজ্ঞতার পরিচায়ক। অনেক ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আর আমরাও তাঁহাদের মুখেই ঝাল খাইয়াছি। ইহা দুর্ব্বলতারই নিদর্শন। বেদান্তসারের প্রতিপাদ্য বিষয় যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবনাগর অক্ষরে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে বুঝিতে পারা যাইবে বেদান্ততত্ত্বসার ও বেদান্তসার একই গ্রন্থ কিনা। যদি বেদান্তসার ও বেদান্ততত্ত্বসার একই গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঐ গ্রন্থ রামানুজাচার্য্যের রচিত নহে। *

---

* রামানুজাচার্য্যের বেদান্তসারের একটী সংস্করণ ভাগবতাচার্য্য শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সম্পাদনায় বৃন্দাবনের দেবকীনন্দন যন্ত্রে মুদ্রিত করিয়া

গীতাভাষ্য—গীতাভাষ্যেও রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। এই ভাষ্যের উপরে বেদান্তাচার্য্যের টীকা আছে। সভাষ্য গীতা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদান্তাচার্য্যের টীকাসহিত গীতাভাষ্য শ্রীরঙ্গমের বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বেদান্তদেশিকের টীকার নাম 'তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা'। রাও বাহাদুর এম, রঙ্গচারিয়ার এম, এ, মহোদয় এই সংস্করণের সম্পাদক, এখনও এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ বাহির হয় নাই। কলিকাতায় দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গীতার সংস্করণেও রামানুজের ভাষ্য প্রদত্ত হইয়াছে। *

গদ্যত্রয়—এই গ্রন্থ তিনভাগে বিভক্ত। শরণাগতি গদ্য, শ্রীরঙ্গগদ্য ও বৈকুণ্ঠগদ্য। ইহাতে ভগবানে শরণ গ্রহণ করিবার উপায় বর্ণিত। ভক্তিরসে গ্রন্থখানি সিঞ্চিত। এই পুস্তকের উপরে বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথের ভাষ্য আছে, সভাষ্য গদ্যত্রয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগবদারাধনক্রম—এই পুস্তক তেলেগু অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থে উপাসনাক্রম বিবৃত হইয়াছে।

শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে কেবল মতভেদ নহে। সূত্র সম্বন্ধে ও অধিকরণ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। শঙ্করের মতে যাহা পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র রামানুজের নিকট তাহাই সিদ্ধান্ত সূত্র হইয়াছে। সূত্রের ব্যাখ্যা মধ্যেও শঙ্করের পূর্ব্বপক্ষগুলি প্রায়ই রামানুজের সিদ্ধান্তপক্ষ। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বোধয়নবৃত্তিসার অবলম্বনে ভাষ্য লিখিয়াছেন, কিন্তু একটী সূত্রকে যখন শঙ্করসম্মত পক্ষ হইতে অন্যপক্ষ করিয়া

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য ৩৲। ইহা বেদান্তদীপের ন্যায় সূত্রেরই সংক্ষিপ্ত টীকা মাদ্রাজ সংস্করণেও ইহা আছে। (সং)

* গীতা ভাষ্যের একটি উত্তম ইংরাজী অনুবাদ আছে। মূল্য ৫৲ টাকা। মাদ্রাজে নেটিশন কোম্পানীর নিকট পাওয়া যায়। (সং)

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন আর বোধয়নের উক্তির দ্বারা সমর্থন করেন নাই। কিন্তু এরূপ প্রয়োজনীয় স্থলে এরূপ সমর্থন আবশ্যক। যেহেতু শঙ্কর গৌড়পাদাদি সম্প্রদায়বিদ্‌গণের মতেই নিজ ভাষ্য লিখিয়াছেন। ভয়ে ইহা আর অধিক উল্লিখিত হইল না।

আচার্য্য রামানুজের মতবাদ

আচার্য্য রামানুজের মতে মৌলিক পদার্থ তিন—(১) চিৎ (জীব), (২) অচিৎ (জড়সমূহ) এবং (৩) ঈশ্বর বা পুরুষোত্তম। তন্মধ্যে চিৎ অনন্তজীবাত্মা, অচিৎ—জড়স্বভাব নিখিল জগৎ, এবং যিনি অশেষ কল্যাণগুণাকর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, স্বতঃপ্রকাশ, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপালনের একমাত্র নিয়ন্তা, তিনি ঈশ্বর। এই তিনই ঈশ্বর বা পুরুষোত্তমের রূপ। স্থূল সূক্ষ্ম, চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর। অনন্তজীব ও জগৎ তাঁহার শরীর। তিনিই শরীরের আত্মা। এই তত্ত্বত্রয়সমর্থনের জন্য আচার্য্য রামানুজও নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচার করিয়াছেন—

(১) স্থূল সূক্ষ্ম চেতনাচেতন ব্রহ্মের একত্ব।
(২) দ্বৈত ও অদ্বৈত শ্রুতির অবিরোধ।
(৩) ব্রহ্মের সগুণত্ব ও বিভুত্ব—ব্রহ্ম সবিশেষ।
(৪) ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ববাদ খণ্ডন।
(৫) জীবের অণুত্ব, ব্রহ্মস্বভাবত্ব ও দাসত্ব।
(৬) জীবের বন্ধন ও তাহার কারণ—অবিদ্যা।
(৭) জীবের মোক্ষ ও তদুপায়—বিদ্যা।
(৮) উপসনারূপ ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মোক্ষ সাধনত্ব।
(৯) মুক্ত অবস্থায় জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির নিরসন।
(১০) শাঙ্কর মতের অবিদ্যা বা মায়াবাদ খণ্ডন।

(১১) অনির্ব্বচনীয়বাদ খণ্ডন।

(১২) জগতের তুচ্ছত্ব খণ্ডন ও সত্যতা স্থাপন।

(১৩) জীব ও জগতের ব্রহ্ম বা ঈশ্বরশরীরত্ব নিরূপণ।

আচার্য্য রামানুজের মতে পদার্থসমূহ প্রমাণপ্রমেয়ভেদে দ্বিপ্রকার। প্রমাণ তিন প্রকার। যথা—প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ। প্রমেয়-দ্বিবিধ,—দ্রব্য ও অদ্রব্য। দ্রব্য আবার দুই প্রকার—জড় ও অজড়। জড় দুই প্রকার—প্রকৃতি ও কাল। প্রকৃতি চতুর্ব্বিংশত্যাত্মিকা। কাল উপাধিভেদে তিন প্রকার—অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। অজড় দুই প্রকার—পরাক্ ও প্রত্যক্। পরাক্—নিত্য বিভূতি ও ধর্ম্মভূতজ্ঞানরূপ। প্রত্যক্ দ্বিবিধ—জীব ও ঈশ্বর। জীব ত্রিবিধ—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। বদ্ধও দুই প্রকার—বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু। বুভুক্ষু দুই প্রকার—অর্থকামপর, ধর্ম্মপর। ধর্ম্মপর আবার দুই প্রকার—দেবতান্তরপর ও ভগবৎপর। মুমুক্ষু ও দ্বিবিধ—কৈবল্যপর ও মোক্ষপর। মোক্ষপরও দ্বিবিধ—ভক্ত ও প্রপন্ন। প্রপন্ন দ্বিবিধ—ঐকান্তী ও পরমৈকান্তী। পরমৈকান্তীও দ্বিপ্রকার—দৃপ্ত ও আর্ত্ত। ঈশ্বর পঞ্চধা অবস্থিত—পর, ব্যূহ, বিভু, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা-অবতার। পর এক—নারায়ণ। ব্যূহ চার প্রকার—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। কেশবাদি ব্যূহান্তর। মৎস্য প্রভৃতি অনন্ত বিভব। অন্তর্য্যামী প্রতি শরীরে অবস্থিত। অর্চ্চাবতার—শ্রীরঙ্গম্, বেঙ্কটাদ্রি প্রভৃতি স্থলের মূর্ত্তিবিশেষ। অদ্রব্য দশ প্রকার—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সংযোগ ও শক্তি।

(যতীন্দ্র মতদীপিকা প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

প্রমেয়নিরূপণে প্রমার আবশ্যকতা—প্রমা কি? আচার্য্য রামানুজের মতে যথাবস্থিত ব্যবহারানুগুণ জ্ঞানই প্রমা। যথাবস্থিত বলায় সংশয়, অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীতজ্ঞানের ব্যাবৃত্তি হইল। শুক্তিকায় রজতজ্ঞানও জ্ঞান পদবাচ্য হইতে পারে। তন্নিবৃত্তির জন্য—ব্যবহারানুগুণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রমার কারণই প্রমাণ।

"সাধকতমং করণং" অতিশয়িত সাধকই সাধকতম। যাহার অনুবলে অবিলম্বে জ্ঞান উৎপত্তি হয় তাহাকে অতিশয়িত বলা যাইতে পারে। প্রমাণের অনুবলে অবিলম্বে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব প্রমাণ সাধকতম। আচার্য্যের মতে তিনটি প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। সাক্ষাৎকার প্রমার কারণই প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ—নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প। উভয়ই বিশিষ্টবিষয়ক। অবশিষ্টগ্রাহী জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রক্রিয়া যথা—আত্মা মনে সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়, ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযুক্ত হয়। এই প্রকারে জ্ঞানোৎপত্তি হয়। অতএব জ্ঞান বিষয়াবগাহী। নির্ব্বিশেষ বস্তুর জ্ঞান জন্মিতে পারে না। স্মৃতি পৃথক্ প্রমাণ নহে; কারণ, স্মৃতিও প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বানুভূত বস্তুর সংস্কার হইতে স্মৃতির উদয় হয়। অতএব স্মৃতি পৃথক্ প্রমাণ নহে। প্রত্যভিজ্ঞাও প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত। অভাবও ভাবান্তরস্বরূপ। অতএব অভাবের জ্ঞানও প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত। পুণ্যবান্ পুরুষের প্রতিভাও (যোগজ্ঞান) প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত। আচার্য্যের মতে সকল জ্ঞানই সত্য ও সবিশেষবিষয়ক। নির্ব্বিশেষ বস্তুর গ্রহণ অসম্ভব। ভ্রমের জ্ঞান—স্বপ্নাদির জ্ঞান, সকলই জ্ঞান; তাই আচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই "অতঃ সর্ব্বং জ্ঞানং সত্যং সবিশেষবিষয়ং চ" আচার্য্য বলিতেছেন "অতঃ সর্ব্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতি সিদ্ধম্"। উপমান এবং অর্থাপত্তিও অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তাহাদিগকে পৃথক্ প্রমাণরূপে গ্রহণের আবশ্যকতা নাই।

অপৌরুষেয় ও নিত্যবেদবাক্যই শব্দপ্রমাণ। আচার্য্যের মতে সিদ্ধ ব্রহ্মপর বাক্যসকলও উপাসনারূপ কার্য্যান্বয়ী। জৈমিনীর মতে সমস্ত বেদবাক্যের প্রামাণ্য ক্রিয়াপর। এস্থলে আচার্য্য রামানুজও পূর্ব্বমীমাংসার মতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। সিদ্ধ ব্রহ্মপর বাক্য সকলও উপাসনারূপ কার্য্যেতে অন্বিত হওয়ায় "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্ব" রক্ষিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ বেদই প্রমাণ।

শঙ্করের মতে জ্ঞান নিরপেক্ষ। রামানুজের মতে জ্ঞান আপেক্ষিক। শঙ্করের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও নির্ব্বিশেষ। জ্ঞানের সবিশেষত্ব ঔপাধিক। শঙ্করের মতে জ্ঞান প্রত্যাগাত্মস্বরূপ। রামানুজের মতে জ্ঞান সবিশেষবিষয়ক। তাঁহার মতে নির্ব্বিশেষ বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। শঙ্কর বলেন—নির্ব্বিশেষ বস্তুই জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানের আবার জ্ঞান কি? জ্ঞান স্বপ্রকাশ। এই মূলীভূত পার্থক্যের উপরেই উভয় দর্শনের পার্থক্য স্থাপিত। শঙ্করের মতে মায়া বা অজ্ঞান একই পদার্থ। সংশয়, বিপর্য্যয় ও মিথ্যাজ্ঞান সকলই অজ্ঞান। রামানুজের মতে মায়া ভগবানের শক্তি। মায়া ও অজ্ঞান এক পদার্থ নহে। মায়া ভগবানের আশ্রিত। অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব। উহা জীবাশ্রিত। শঙ্কর ও রামানুজীয় মত যিনিই আলোচনা করুন তাঁহাকেই এই মৌলিক পার্থক্যে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

অধিকারী—আচার্য্য রামানুজের মতে কর্ম্মসম্বন্ধে যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। শমদমাদি সাধনসম্পন্নই অধিকারী নহে। এই আচার্য্যের মতে অগ্রে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে অনিত্যতা প্রভৃতির জ্ঞান হইবে, পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি জন্মিবে। এই মতে কর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান না জন্মিলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার জন্মে না। অগ্রে বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যয়নের ফলে কর্ম্মের অনিত্যফল জ্ঞান, তৎপর মুক্তির অভিলাষ, স্থিরফল লাভের ইচ্ছা, তৎফলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, আচার্য্য তাই বলিতেছেন—"অধীত সাঙ্গ-সশিরস্ক-বেদস্য অধিগতাল্পাস্থিরফল-কেবল-কর্ম্মজ্ঞানতয়া সংজাত মোক্ষাভিলাষস্য অনন্ত-স্থিরফল-ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহ্যনন্তরভাবিনী।" তাঁহার মতে পূর্ব্বমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা একই শাস্ত্র, কেবল পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়মে ক্রমবিশিষ্ট, উভয় মীমাংসারই অবলম্বন এক বেদ। বেদের প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড। পরে জ্ঞানকাণ্ড। তদনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম আছে। লোক সাধারণতঃ প্রথমে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সাধন কর্ম্মের অনুষ্ঠান

করে। পরে মোক্ষ বিষয়ে অবহিত হয়। অতএব কর্ম্মমীমাংসা প্রথম ও মুক্তির সাধন ব্রহ্মমীমাংসা দ্বিতীয়। জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে কার্য্যকারণভাব আছে। নিষ্কামকর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয়। পরে জ্ঞানোদয় হয়। সুতরাং জ্ঞান কার্য্য বা উৎপাদ্য এবং কর্ম্ম তাহার কারণ বা উৎপাদক। এই সকল পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম কর্ম্মমীমাংসায় ও ব্রহ্মমীমাংসায় অবশ্যই স্বীকার্য্য।

আচার্য্য রামানুজের মতে কর্ম্মজ্ঞান ব্যতিরেকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার কোন প্রকারেই জন্মিতে পারে না। তিনি বলিতেছেন—"তত্র কর্ম্মবিধিস্বরূপে নিরূপিতে কর্ম্মণাম্ অল্পাস্থিরফলত্বং দৃষ্ট্বা অধ্যয়ন-গৃহীত-স্বাধ্যায়ৈকদেশোপনিষদ্-বাক্যেষু চামৃতত্বরূপানন্ত-স্থিরফলাপাত-প্রতীতেঃ তন্নির্ণয়ফল-বেদান্তবাক্যবিচার-রূপ-শারীরক-মীমাংসায়ামধিকরোতি।"* শঙ্করের মতে পূর্ব্বমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা পৃথক্ শাস্ত্র। কর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যতিরেকেও ব্রহ্মবিচার সম্ভব এবং সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইলেই ব্রহ্মবিচারের অধিকারী হয়। রামানুজ বলেন—আশ্রয়ধর্ম্ম পালন না করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনভূত জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। শ্রুতিও শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য প্রভৃতি বাক্যদ্বারা ধ্যান-উপাসনা-ভক্তির বিধান দিয়াছেন, কেবল কর্ম্মের অস্থিরফলত্বজ্ঞানও কর্ম্মমীমাংসার উপরেই নির্ভর করে। তাই তিনি বলিয়াছেন—"তদেবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনভূতং জ্ঞানং সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মাপেক্ষম্। অতোঽপেক্ষিত-কর্ম্মস্বরূপ-জ্ঞানং কেবলকর্ম্মণাম্ অল্পাস্থিরফলত্বজ্ঞানং চ কর্ম্মমীমাংসাবসেয়ম্ ইতি সৈবাপেক্ষিতা ব্রহ্মমীমাংসায়াঃ পূর্ব্বাবৃত্তা বক্তব্যা"।* তাঁহার মতে নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক প্রভৃতি ও কর্ম্মমীমাংসার শ্রবণ ব্যতিরেকে জন্মিতে পারে না। তিনি বলেন, "অপিচ নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকাদয়শ্চ মীমাংসাশ্রবণমন্তরেণ ন সম্পৎস্যন্তে।"* শঙ্করের মতে কর্ম্ম পরম্পরারূপে জ্ঞানোদয়ের কারণ এবং রামানুজের মতে সাক্ষাৎ কারণ।

* শ্রী ভাষ্য—দুর্গাচরণ—পৃষ্ঠা ১০, ৩২, ৩২।

বিষয়—আচার্য্য রামানুজের মতে স্থূলসূক্ষ্মচেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মই বিষয়। তিনিই পুরুষোত্তম। তিনি সগুণ ও সবিশেষ। নির্ব্বিশেষ বস্তুর জ্ঞান জন্মিতে পারে না। ব্রহ্ম যখন শব্দগম্য, তখন তিনি নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। শ্রুতিবাক্যবলেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্ম শব্দের অতীত নহেন। অতএব ব্রহ্ম সবিশেষ। ব্রহ্ম অশেষকল্যাণগুণের আকর। আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন—"ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে।"* রামানুজ বলেন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রমাণের অবিষয়। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীও নির্ব্বিশেষ বস্তুর সম্বন্ধে ইহা প্রমাণ,—এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। কারণ, সর্ব্ব প্রমাণই সবিশেষ বস্তুবিষয়ক। তিনি বলেন—"নির্ব্বিশেষবস্তুবাদিভির্নির্ব্বিশেষে বস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্। সবিশেষবস্তুবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণাম্।"* ইহা স্বীয় অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং এজন্য অন্য প্রমাণের অপেক্ষা নাই। রামানুজ আরও বলেন—এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তও আত্ম প্রতীতিসিদ্ধ, সবিশেষ বস্তুর অনুভবদ্বারাই নির্ব্বিশেষ বস্তু নিরস্ত বা বাধিত হয়; কারণ,—"আমি ইহা দেখিয়াছি।" এই সকল অনুভবস্থলে কোন একটী বিশেষণে বিশেষিত বস্তুরই প্রতীতি হইয়া থাকে। শুধু বস্তুর প্রতীতি হয় না। রামানুজের কথা এই—ন কচিৎ নির্ব্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ। ধিয়ো হি ধিত্বং স্বপ্রকাশতা চ, জ্ঞাতুর্ব্বিষয়-প্রকাশনস্বভাবতয়োপলব্ধেঃ। স্বাপ-মদ-মূর্চ্ছাসু চ সবিশেষ এবানুভব ইতি।"* অর্থাৎ কুত্রাপি নির্ব্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হয় না। দেখা যায় যে, স্বভাবতই জ্ঞাতার জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বভাব। ইহাতেই জ্ঞানের বিষয়প্রকাশত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয়। সুষুপ্তি, মত্ততা ও মূর্চ্ছাকালীন অনুভবও নির্ব্বিশেষ নহে। উহা সবিশেষ। আচার্য্যের মতে শব্দ বা শাস্ত্রও নির্ব্বিশেষ বস্তু

* শ্রী ভাষ্য—দুর্গাচরণ—পৃষ্ঠা ৫, ৬৫, ৬৬

প্রতিপাদন করিতে পারে না। শব্দ ও পদ বাক্যরূপে পরিণত হইয়া অর্থবোধক হয়। অতএব শব্দ সগুণ, সবিশেষ বস্তু প্রতিপাদনেই সমর্থ ; কারণ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে পদ সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ এক নহে। কাজেই কোন পদ, বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন পরিত্যাগ করিতে পারে না। আর অর্থভেদবশতঃই পদের পার্থক্য হয়। পদের সংঘাতে বাক্য। বাক্যে যত পদ থাকে, সেই সমস্তই অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ করায়। সুতরাং নির্ব্বিশেষ বস্তু প্রতিপাদনে শব্দের সামর্থ্য নাই। অতএব সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা সত্যসংকল্পত্ব, সর্ব্বান্তরত্ব, সর্ব্বাধারত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি অশেষ কল্যাণগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মই বিষয়। আচার্য্যের মতে যে স্থলে নির্গুণ-বোধক শ্রুতিবাক্য আছে, সে স্থলে হেয়গুণ সকল প্রতিষেধ করিয়া কল্যাণগুণ বিধান করাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। আচার্য্য বলিতেছেন—"নির্গুণবাদাশ্চ পরস্য ব্রহ্মণো হেয়গুণাসম্ভবাদুপপদ্যন্তে। অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ ইতি হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য, সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ ইতি কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতিরেবান্যত্র সামান্যেনাবগতং গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি।" অতএব সগুণ সবিশেষ ব্রহ্মই বিষয়।

শঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। শ্রুতি নিষেধমুখেই তাহার প্রতিপাদন করেন। তাহাকে 'ইদন্তয়া' নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে না। কারণ, তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর। তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি প্রত্যগাত্ম-স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ। এই ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নহেন। জ্ঞানের বিষয় জড়বস্তু। জ্ঞান প্রকাশক। জড় দৃশ্য ও প্রকাশ্য। ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হইলে, তিনি দৃশ্য হন। দৃশ্য হইলে জড় হইয়া পড়েন। ব্রহ্মের জড়ত্ব অবশ্যই স্বীকৃত হইতে পারে না। শঙ্করের মতে ব্রহ্মের গুণময়ভাব মায়িক। নির্গুণভাবই পারমার্থিক। ব্রহ্ম সর্ব্বাবস্থায়ই নির্গুণ, সগুণভাব আরোপিত। ব্রহ্ম আত্মস্বরূপ।

অতএব শূন্য নহে। ব্রহ্ম নিরস্তসকলোপাধি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। তিনি গুণদোষবর্জ্জিত। ব্রহ্মকে সগুণ ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত বলিলে ব্রহ্ম মূর্ত্তবস্তু হন। মূর্ত্তবস্তুর পরিণাম হয়। পরিণাম হইলেই বিনাশ অনিবার্য্য, অতএব ব্রহ্ম নির্গুণ। [বেদের নির্গুণ নির্ব্বিশেষ শব্দই তাদৃশ ব্রহ্মের প্রমাণ।]

ব্রহ্ম ও শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদক সম্বন্ধ—ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম প্রতিপাদ্য, শাস্ত্রপ্রতিপাদক। শাস্ত্র সগুণ ও সবিশেষ ব্রহ্মই প্রতিপাদন করে। নির্ব্বিশেষ বস্তুর প্রতিপত্তি অসম্ভব। আচার্য্য রামানুজের মতে অনুমানাদির সাহায্যে ব্রহ্মবস্তু নির্ণীত হইতে পারে না। ব্রহ্মশাস্ত্রৈকগম্য—"শাস্ত্রৈকপ্রমাণত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ"। অনুমান বলে ব্রহ্মনির্ণয় অসম্ভব।

যদি বল, ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা হইতে পারেন না; কারণ, তিনি আপ্তকাম, তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই এবং অশরীর। ইহার উদাহরণ মুক্তাত্মা। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ঈশ্বর সশরীর অবস্থায় কার্য্য করেন? কি অশরীর অবস্থায়? অশরীর অবস্থায় করিতে পারেন না; কারণ, অশরীরের কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না। যে সকল কার্য্য মনের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, সেই মানসকার্য্যসমূহও শরীরধারীর সম্বন্ধেই সম্ভব; অশরীরের হয় না। কেন না, মন নিত্য হইলেও শরীররহিত মুক্তপুরুষগণের মানসকার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। সশরীর অবস্থায়ও কার্য্য করিতে পারেন না; কারণ, এ পক্ষটী তর্কসহ নহে। সে তর্ক এইরূপ—তাঁহার শরীর নিত্য কি অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সাবয়ব জগতের নিত্যত্বেও কোন বাধা নাই। সুতরাং নিত্য জগতের উৎপাদকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না।

তাহার পর, তাঁহার শরীর অনিত্যও হইতে পারে না; কারণ, তৎকালে তদতিরিক্ত এমন কিছুই ছিল না, যাহা সেই শরীরের উৎপাদক হইতে পারে। নিজেই নিজের হেতু, এ কথাও যুক্তিযুক্ত

নহে। কারণ, অশরীরের হেতুত্ব অসম্ভব। যদি বল, অপর শরীর-দ্বারা সশরীর, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে, অর্থাৎ সেই শরীরের আবার আর একটী শরীর এবং সেই শরীরের জন্যও আর একটী, ইত্যাদি শরীরকল্পনার অবসান হয় না।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে, ঈশ্বর সব্যাপার কি নির্ব্ব্যাপার? তাঁহার যখন শরীর নাই তখন ব্যাপারও থাকিতে পারে না। আর নির্ব্ব্যাপার হইলে কখনই কার্য্য করিতে পারেন না। মুক্ত আত্মাই ইহার দৃষ্টান্ত। আর কার্য্যভূত এই জগৎকে "ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রব্যাপারনিষ্পন্ন" বলিলেও জগৎরূপ পক্ষে যে কার্য্যত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অসিদ্ধ হয়। কেননা, পক্ষের ঐ প্রকার বিশেষণ কুত্রাপি প্রসিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় নাই। আরও প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটী সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে। অতএব প্রত্যক্ষানুসারে যে ঈশ্বরানুমান তাহা প্রত্যক্ষদ্বারাই ব্যাহত হয়। অতএব অন্য কোনও প্রমাণেই ঈশ্বর প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কেবল শাস্ত্রমুখেই তিনি প্রমাণিত হন। আচার্য্য বলিয়াছেন—"শাস্ত্রৈকপ্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতঃ সর্ব্বেশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ। শাস্ত্রন্তু সকলেতরপ্রমাণপরিদৃষ্টসমস্তবস্তু-বি সজাতীয়ং সার্ব্বজ্ঞ্যসত্যসংকল্পত্বাদিমিশ্রানবধিকাতিশয়াপরিমি-তোদার-গুণসাগরং নিখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপং প্রতিপাদয়তি, ইতি ন প্রমাণান্তরাবসিতবস্তু-সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্তদোষগন্ধপ্রসঙ্গঃ।"

শঙ্করের মতেও প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদক সম্বন্ধ। তবে তিনি বলেন—শ্রুতি নিষেধমুখেই ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করেন। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের উদয়ে শ্রুতিরও কোন সার্থকতা থাকে না। প্রমাণপ্রমেয়-ব্যবহার সকলই অবিদ্যার ফল। পারমার্থিক দৃষ্টিতে শ্রুতিও অবিদ্যাধ্বস্ত। রামানুজের মতে শ্রুতির প্রমাণের কোন অবস্থাতেই অপহ্নব হইতে পারে না। শঙ্করের মতে ব্যাবহারিক দশায়ই শ্রুতির প্রমাণ্য বলবৎ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বেদ অবেদ হয়।

প্রয়োজন—আচার্য্য রামানুজের মতে অবিদ্যানিবৃত্তিই প্রয়োজন।

জীবের অজ্ঞান আছে। উপাসনাবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান বিদূরিত হয়। মুক্তজীব ঈশ্বরের দাসরূপে অবস্থিত হয়; ঈশ্বরের নিত্যলীলায় অপার আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। শঙ্করের মতে ঐকাত্ম্য-জ্ঞানই প্রয়োজন। ঐকাত্ম্যবোধে অবিদ্যার অন্ত হয়। অবিদ্যার বিনাশেই ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। ব্রহ্মস্বরূপতাই পরমানন্দস্বরূপতা। অবিদ্যার নাশ উভয়ের মতেই প্রয়োজন। রামানুজের মতে বিদ্যা বা উপাসনার ফলে অবিদ্যার নাশ হয়; আর শঙ্করের মতে জ্ঞান হইলে অজ্ঞান বা অবিদ্যার লোপ হয়, অবিদ্যার অন্তই মোক্ষ। [শাঙ্করমতে জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান নহে, উহা ভাব বস্তু।]

ব্রহ্ম-ঈশ্বর—আচার্য্য রামানুজের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ, ব্রহ্মের শক্তিই মায়া। ব্রহ্ম অশেষকল্যাণগুণের আলয়। নিকৃষ্ট কিছুই তাহাতে নাই। সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্বশেষিত্ব, সর্ব্বকর্ম্মারাধ্যত্ব, সর্ব্বফলপ্রদত্ব, সর্ব্বাধারত্ব, সর্ব্বকার্য্যোৎপাদকত্ব, সমস্ত দ্রব্যের শরীরত্ব প্রভৃতি তাঁহার লক্ষণ। চিদচিৎশরীরত্বও তাঁহার লক্ষণ। তিনি সূক্ষ্মচিদচিৎবিশিষ্টবেশে জগতের উপাদান কারণ। সংকল্পবিশিষ্টবেশে নিমিত্তকারণ। কালাদি অন্তর্য্যামিবেশে সহকারী কারণ। কার্য্যরূপে বিকারযোগ্য বস্তুর উপাদান। জীব ও জগৎ তাঁহার শরীর। ভগবান্‌ই আত্মা। আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন—"ভোক্তৃভোগ্যরূপেণ অবস্থিতয়োঃ সর্ব্বাবস্থিতয়োশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষশরীরতয়া তন্নিয়ম্যত্বেন তদপৃথক্‌স্থিতং পরমপুরুষস্য চাত্মত্বম্।" কার্য্য ও কারণ—উভয়ই তিনি। সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বস্তুশরীর ব্রহ্ম কারণ। আর স্থূল চিদচিদ্‌বস্তুশরীর ব্রহ্ম কার্য্য। আচার্য্য বলিয়াছেন—"অতঃ স্থূলসূক্ষ্মচিদচিৎপ্রকারকঃ ব্রহ্মৈব কার্য্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ। সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বস্তুশরীরং ব্রহ্মৈব কারণমিতি।" ব্রহ্মে গুণের ইয়ত্তা নাই। তাহাতে দোষ নাই। তাঁহার গুণের সংখ্যা করা যায় না। তাঁহার গুণ অপরিমিত। তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর গুণ কাহারও

নাই। তিনি গুণে অদ্বিতীয়। দোষগন্ধশূন্য বলিয়াই অশেষকল্যাণ-গুণের আকর। ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি কর্ম্মফলদাতা। তিনিই নিয়ন্তা। তিনিই সর্ব্বান্তর্য্যামী। নারায়ণই অখিল জগতের কারণ। সমস্তই কল্যাণগুণরূপ, প্রকৃতি পুরুষ হইতে ভিন্ন। তদ্বিশিষ্ট পরম-ব্রহ্ম নারায়ণই পুরুষোত্তম, তিনিই জগতের কারণ। শিব প্রভৃতি পুরুষোত্তম বা পরমব্রহ্ম নহেন। নারায়ণ-বিষ্ণুই সকলের অধীশ্বর। শাঙ্করমতে শৈবের নিকট শিবই পুরোষোত্তম।

ঈশ্বর বিভু। বিভু অর্থ ব্যাপক। ঈশ্বরের ব্যাপকত্ব তিনপ্রকার। স্বরূপতঃ, ধর্ম্মভূতজ্ঞানতঃ ও বিগ্রহতঃ। ইহা অনন্ত। অনন্ত অর্থ ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্য। দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ। সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব, আনন্দত্ব ও অনন্তত্ব প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম্ম। জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি নিরূপিতস্বরূপবিশেষের ধর্ম্ম। সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্ব-শক্তিত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির উপযুক্ত ধর্ম্ম। বাৎসল্য, সৌশীল্য, সৌলভ্য প্রভৃতি আশ্রয়ণীয়ের উপযুক্ত ধর্ম্ম। কারুণ্যাদি রক্ষণোপযুক্তধর্ম্ম ইত্যাদি।

ঈশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা। তিনিই পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চাবতাররূপে পঞ্চপ্রকার। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ, শ্রী-ভূ ও লীলা সহিত, কিরীটাদি ভূষণে-ভূষিত। জ্ঞান-শক্ত্যাদি অনন্ত কল্যাণগুণবিশিষ্ট পরব্রহ্ম বাসুদেবাদি সৃষ্ট্যাদির জন্য, বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি চারি প্রকারে অবস্থিতিই ব্যূহ। বাসুদেব ষড়্গুণপরিপূর্ণ। সংকর্ষণ জ্ঞান ও বলযুক্ত। প্রদ্যুম্ন ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যযুক্ত। অনিরুদ্ধ শক্তি ও তেজোযুক্ত।

অবতার—তত্তৎসজাতীয়রূপে আবির্ভাবই বিভব। অবতার দশ প্রকার। যথা—মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলভদ্র, শ্রীকৃষ্ণ, কল্কি। ইহাদের মুখ্য, গৌণ, পূর্ণ ও অংশ এই প্রকারে আবার বহুভেদ আছে। অবতারের হেতু ইচ্ছা।

কর্ম্মপ্রয়োজন হেতু নহে। দুষ্কৃতের বিনাশ ও সাধুগণের পরিত্রাণের জন্যই অবতারের আবির্ভাব।

অন্তর্য্যামী—ইনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবস্থিত। স্বর্গনরকাদির অনুভবদশায়ও জীবাত্মার সুহৃদ্‌রূপে অবস্থিত। যোগিগণের দ্রষ্টব্য। জীবের সহিত অবস্থিত হইলেও তদ্‌গতদোষে অসংস্পৃষ্ট।

অর্চ্চাবতার—নানাস্থানে বর্ত্তমান মূর্ত্তিবিশেষই অর্চ্চাবতার। আচার্য্য রামানুজের মতে নির্গুণ অর্থে সমস্ত দোষবর্জ্জিত। প্রাকৃত হেয়গুণের নিষেধেই নির্গুণের তাৎপর্য্য। প্রাকৃত হেয়গুণ নিষেধ করিয়া নিত্যত্ব, বিভুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, সর্ব্বগতত্ব, অব্যয়ত্ব, ভূতযোনিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কল্যাণগুণযুক্তরূপে পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। তিনি বলিতেছেন—"প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য নিত্যত্ববিভুত্বসূক্ষ্মত্বসর্ব্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূতযোনিত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদিকল্যাণগুণ-গণযোগঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতঃ।" ব্রহ্মনির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ নহেন। ব্রহ্মই উপাসনাগম্য, ভক্তিপূতচিত্তে উপাসনা করিলে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়।

ব্রহ্ম ও জগৎ—এই আচার্য্যের মতে জগৎ জড়। জগৎ ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মই কারণ। স্থূলরূপে ব্রহ্মই জগৎ। ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলেও অবিকৃত। জগৎ সৎ। জগৎ মিথ্যা নহে। আচার্য্য বলেন—"চিদংশঃ সদৈকরূপতয়া সর্ব্বদা অস্তিশব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্তু প্রতি-ক্ষণপরিণামিত্বেন সর্ব্বদা নাশগর্ভঃ। ইতি সর্ব্বদা নাস্তিশব্দাভিধেয়ঃ। এবংরূপচিদচিদাত্মকং জগৎ বাসুদেবশরীরম্ তদাত্মকমিতি জগদ্ যাথাত্ম্যং সম্যগুক্তমিত্যাহ—সম্ভাব এবম্ ইতি।" [বস্তুতঃ এরূপ বলিলে ব্রহ্ম যে নিত্য ও নির্ব্বিকার কিরূপে হন তাহা বুঝা যায় না। রামানুজাচার্য্য-মতে ইহা নিতান্তই দুর্ব্বলতা।]

ব্রহ্ম ও জীব—জীব ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্ম ও জীব উভয়ই চেতন। ব্রহ্ম বিভু, জীব অণু। ব্রহ্ম ও জীবে সজাতীয় ও বিজাতীয়

ভেদ নাই, কিন্তু স্বগত ভেদ আছে। ব্রহ্ম পূর্ণ, জীব খণ্ডিত। ব্রহ্ম ঈশ্বর, জীব দাস। মুক্ত জীবও ঈশ্বরের দাস। জীব কার্য্য, ঈশ্বর কারণ। ঈশ্বর ও জীব উভয়ই স্বয়ংপ্রকাশ। উভয়ই চেতন ও জ্ঞানাশ্রয়। উভয়ই আত্মস্বরূপ। এইগুলি সামান্য লক্ষণ। অণুত্ব প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণ। [এস্থলেও এই মত সমীচীন নহে। জীব ব্রহ্মের শরীর, সেই জীব বদ্ধ ও দুঃখী, সুতরাং ব্রহ্মও বদ্ধ ও দুঃখী হইলেন।]

জীব—জীব ব্রহ্মের শরীর। জীব স্বয়ংপ্রকাশ, চেতন ও আত্মস্বরূপ। জীব অণু। জীব দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণাদি হইতে বিলক্ষণ। জীব নিত্য, জীবের স্বরূপ নিত্য। জীব প্রতি শরীরে ভিন্ন। স্বাভাবিকরূপে জীব সুখী কিন্তু উপাধিবশে তাহার সংসার-ভোগ হয়। জীবই কর্ত্তা, ভোক্তা, শরীরী ও শরীর॥ প্রকৃতির অপেক্ষায় শরীরী ও ঈশ্বরের অপেক্ষায় শরীর। কারণ, জীব ঈশ্বরের শরীর। জীব ঈশ্বরের কার্য্যরূপ। জীব জ্ঞানরূপ বলিয়াই স্বয়ংপ্রকাশ। [এস্থলেও জীব উপাধিবশে দুঃখী এবং কার্য্যরূপ বলায় নানারূপ অসঙ্গতি হইল। কার্য্য কখন নিত্য হয় না। উপাধিযোগের হেতু অবিদ্যা জীবে থাকিলে ব্রহ্মেও থাকিল। এইরূপ মত মানিয়া যে অদ্বৈতমত খণ্ডনে প্রবৃত্তি হয় ইহা বুঝা যায় না।]

এই জীব তিন প্রকার—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। যাহাদের সংসারে নিবৃত্তি হয় নাই, তাহারা বদ্ধ। দেবতা, মনুষ্য, বনস্পতি, তির্য্যগ্, স্থাবর প্রভৃতি সকলই বদ্ধ। জীবের বন্ধনের কারণ—অবিদ্যা। অবিদ্যা বীজাঙ্কুরের ন্যায় প্রবাহরূপে অনাদি। বদ্ধজীব দুই প্রকার—শাস্ত্রবশ্য ও শাস্ত্র-অবশ্য। যাহাদের জ্ঞান করণায়ত্ত তাহারা শাস্ত্রবশ্য। তির্য্যগ্ স্থাবর প্রভৃতি অবশ্য। শাস্ত্রবশ্য আবার দ্বিবিধ—বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু। যাহারা ত্রিবর্গনিষ্ঠ তাহারা বুভুক্ষু। ইহারা অবার দুই প্রকার, অর্থকামপর ও ধর্ম্মপর। যাহারা কেবল

দেহাত্মাভিমানবান্ তাহারা অর্থকামপর। যাহারা অলৌকিক শ্রেয়ঃসাধনতৎপর, বৈদিক ধর্ম্মলক্ষণ-লক্ষিত যজ্ঞদান-তপঃ আদিনিষ্ঠ তাহারাই ধর্ম্মপর। ধর্ম্মপর দ্বিবিধ—অন্য দেবতা ব্রহ্মাশিবপ্রভৃতি-পরায়ণ এবং ভগবৎনারায়ণপরায়ণ। ভগবৎপরায়ণ তিন প্রকার,—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু অর্থার্থী। মুমুক্ষু দুই প্রকার—কৈবল্যপর ও মোক্ষপর। জ্ঞানযোগের দ্বারা প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত যে নিজ আত্মা, সেই স্বাত্মানুভবরূপ অনুভবই কৈবল্য, তাহাই যাঁর লক্ষ্য তিনি কৈবল্যপর। মোক্ষপর দ্বিবিধ—ভক্ত ও প্রপন্ন। যাহারা বেদ-বেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন পূর্ব্বোত্তর মীমাংসার সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং তৎফলে চিদচিদ্‌বিলক্ষণ, অনবধিকাতিশয়ানন্দরূপ নিখিলহেয়প্রত্যনীক, সমস্তকল্যাণগুণস্বরূপ ব্রহ্মকে অবধারণ করিয়া তৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত সাঙ্গভক্তি স্বীকারপূর্ব্বক মুক্তিকামী তাঁহারাই ভক্ত। ভক্তিমার্গে ত্রিবর্ণের অধিকার। শূদ্রের অধিকার নাই। দেবতাগণও ভক্তিমার্গ অনুশীলন করিতে পারেন। ভক্ত দ্বিবিধ—সাধনভক্তিনিষ্ঠ ও সাধ্যভক্তিনিষ্ঠ।

যাঁহারা অকিঞ্চন, অনন্যগতি ও ভগবৎপরায়ণ, তাঁহারাই আশ্রিত, তাঁহারাই প্রপন্ন। ইহারাও দ্বিবিধ—ত্রৈবর্গিকপর ও মোক্ষপর। যাঁহারা ত্রৈবর্গিকপর তাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে অভিলাষী। যাঁহারা মোক্ষপর তাঁহাদের পরিচয় যথা—সৎসঙ্গের ফলে নিত্যানিত্যবস্তুর বিবেক জন্মিলে' সংসারে নির্ব্বেদ জন্মে। নির্ব্বেদের ফলে মুক্তির কামনা হয়। মুক্তিকামী বেদবিৎ আচার্য্যের নিকট উপনীত হন। পুরুষকাররূপ ভক্ত্যাদি অন্য উপায়ে অশক্ত হওয়াতে শ্রীগুরুর সাহায্যে অকিঞ্চন ও অনন্যগতি হইয়া ভগবানের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন। এইরূপ প্রপন্নই মোক্ষপর। প্রপত্তিতে সকলের অধিকার আছে।

অন্যরূপে প্রপন্ন দ্বিবিধ—একান্তী ও পরমৈকান্তী। যিনি ভগবানের নিকট হইতে মুক্তি ব্যতিরেকে অন্যফলও আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি

ঐকান্তী, তবে অন্য দেবতার প্রতি আকৃষ্ট নহেন। আর যিনি ভক্তিজ্ঞানব্যতিরেকে ভগবানের নিকট হইতে অন্যফল কামনা করেন না, তিনি পরমৈকান্তী। জীব বাসুদেবের শরীর, এ সম্বন্ধে আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন—"আত্মস্বরূপস্ত কর্ম্মরহিতম্, অতএব মনরূপপ্রকৃতি-স্পর্শরহিতম্, ততশ্চ তৎপ্রযুক্তশোকমোহলোভাদ্যশেষ-হেয়গুণাসঙ্গি-উপচয়াপচয়ানর্হতয়া একম্। তত এব সদৈকরূপম্। তচ্চ বাসুদেবশরীরমিতি তদাত্মকম্। অতদাত্মকস্য কস্যচিদভাবাদিত্যাহ— 'জ্ঞানং বিশুদ্ধম্' ইতি।" [কিন্তু শরীরী কি শরীর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ? শরীর ভিন্ন শরীরী যদি থাকে তবেই বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধ হয়। এস্থলেও বহু অসঙ্গতি দৃষ্ট হইবে।]

মুক্তি-মুক্ত—ভগবদ্দাসত্বলাভই মুক্তি। বৈকুণ্ঠে শ্রী, ভূ, লীলা দেবীসমেত নারায়ণের সেবাই পরমপুরুষার্থ বলা হয়। প্রাকৃতদেহ বিচ্যুত হইলে, অপ্রাকৃতদেহে নারায়ণের সমানভোগই মুক্তি। ভগবানের সহিত অভিন্নতা কখনই সম্ভব নহে। কারণ, জীব স্বরূপতঃ নিত্য। জীব নিত্যদাস, নিত্য অণু। সেই অণু জীব কখনই বিভু হইতে পারে না। মুক্তব্যক্তি অন্য কোনও উপায় পরিগ্রহ করেন না। স্বপ্রয়োজনবশে নিত্যনৈমিত্তিক ভগবদাজ্ঞা-কৈঙ্কর্য্য সাধন করিয়া পাপবর্জ্জনপুরঃসর দেহাবসানকালে সুকৃত ও দুষ্কৃত, মিত্র ও শত্রুকে সমর্পণ করেন। বাক্যে মন সমর্পণপূর্ব্বক ক্রমে হৃদয়স্থিত পরমাত্মায় বিশ্রান্তি লাভ করেন। মুক্তিদ্বারভূত সুষুম্নাখ্য হৃদয়নাড়ীতে প্রবেশপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারে নির্গত হন। হৃদয়স্থ দেবতার সহিত সূর্য্যকিরণদ্বারা অগ্নিলোকে গমন করেন। পথিমধ্যে দিন, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবৎসর প্রভৃতির অভিমানী দেবতাগণকর্ত্তৃক সংকৃত হন। তৎপরে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করেন। নভোরন্ধ্রদ্বারা সূর্য্যলোকে গমন করেন। অনন্তর চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি আতিবাহিক পথপ্রদর্শকগণের সহিত তত্তৎ লোক অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিরূপ বৈকুণ্ঠ-সীমা পরিচ্ছেদক

বিরজা উত্তীর্ণ হন। এই স্থলে সূক্ষ্মশরীর পরিত্যক্ত হয়। মানবীয় স্পর্শ আর থাকে না। দিব্য অপ্রাকৃত দেহ লাভ হয়। চতুর্ভুজ ও দিব্য ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ইন্দ্র ও প্রজাপতি নামক বৈকুণ্ঠ-দ্বারের দ্বারপালগণের আদেশ ক্রমে বৈকুণ্ঠ নগরে প্রবেশ করেন। বৈকুণ্ঠনগরের গোপুর, গরুড় ও অনন্তযুক্তপতাকায় অলঙ্কৃত ও দীর্ঘ-প্রাকারবেষ্টিত। ঐরম্মদ নামক সরোবর ও সোমসবন নামক অশ্বত্থ-বৃক্ষ দর্শন করিয়া অপ্সরোগণকর্তৃক অভিনন্দিত হন। তৎপরে অনন্ত, গরুড়, বিষ্বক্‌সেন প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া স্বীয় আচার্য্যগণকে প্রণাম করেন। তৎপরে পর্য্যঙ্কসমীপে উপনীত হন। সেই পর্য্যঙ্কের উপরে ধর্ম্মাদিপীঠ-কমলে নানাভরণভূষিত শ্রীভূলীলাসেবিত অপরিমিত উদার-কল্যাণগুণসাগর ভগবান্ আসীন আছেন। মুক্তব্যক্তি তাঁহারই চরণে প্রণাম করিলে, নারায়ণ তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করেন, এবং স্বীয় দাসরূপে গ্রহণ করেন। মুক্ত ও চিরদাস্যে আনন্দানুভব করিতে থাকেন। তখন গুণাষ্টকের আবির্ভাব হয়। মুক্ত ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইয়াও সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল হন।

শঙ্করের মতে উৎক্রান্তিগতিবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপতাই মুক্তি। অবিদ্যার অন্তই মোক্ষ। তিনি জীবন্মুক্তিও অঙ্গীকার করেন। তাঁহার মতে মুক্তি ক্রিয়াসাধ্য নহে। আত্মা নিত্যমুক্ত। কেবল অজ্ঞানের নাশ হইলেই মুক্ত আত্মা স্বস্বরূপে প্রকাশিত হন। শঙ্করের মতে মুক্তি আপ্য; সংস্কার্য্য, উৎপাদ্য বা বিকার্য্য নহে। রামানুজের মুক্তি শাঙ্কর মতে স্বর্গ বিশেষ।

রামানুজাচার্য্যের মতে উপাসনার ফলে মুক্তি। মুক্তি প্রাপ্য বা আপ্য। জীব ও ব্রহ্মে চিরদ্বৈতভাব থাকিবেই। মুক্ত অবস্থায়ও জীব ব্রহ্মের দাস। আচার্য্য রামানুজ, শঙ্করের প্রতিপাদিত জীবন্মুক্তিবাদ খণ্ডনে নিম্নপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। যথা—এই জীবন্মুক্তি কি প্রকার? যদি বল, সশরীর অবস্থায় মোক্ষের নাম জীবন্মুক্তি, তাহা হইলে “আমার মাতা বন্ধ্যা”

এই বাক্যের স্থায় অসঙ্গত্যর্থক কথা হয়—যেহেতু ইতঃপূর্ব্বে তুমিই সশরীর ভাবকে "বন্ধ" আর অশরীরভাবকে মোক্ষ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছ। যদি বল, সশরীরত্বপ্রতীতি বিদ্যমানসত্ত্বেই যাহার সেই সশরীরত্বপ্রতীতিতে মিথ্যাত্ববোধ উপস্থিত হয়—তৎক্ষণাৎ তাহার সেই মিথ্যাময় শরীরত্বপ্রতীতি নিবারিত হইয়া যায়। তাহা হইলে বলিব —না,—তাহাও বলিতে পার না। কারণ, আমার সশরীরত্ব মিথ্যা, শুধু এই জ্ঞানেই যদি সশরীরভাব নিবারিত হয়, তাহা হইলে সশরীরের আর মুক্তি হইল কোথায়? মৃতব্যক্তির মুক্তিও যখন মিথ্যাময় সশরীরত্বাভিমানের নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন বিদেহমুক্তে আর জীবন্মুক্তে বিশেষ কি রহিল? যদি বল, যাঁহার সশরীরত্বপ্রতীতি বাধিত হইয়াও দ্বিচন্দ্রদর্শন-জ্ঞানের স্থায় অনুবৃত্ত বা অবিলুপ্তভাবে থাকে তিনিই জীবন্মুক্ত। তাহা হইলে বলিব— না,—সে কথাও হইতে পারে না। কারণ, উক্ত বাধকজ্ঞান যখন ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত বস্তুবিষয়ক, অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত সকল পদার্থেরই মিথ্যাত্ববোধক, তখন সশরীরত্বপ্রতীতির সহিত তৎকারণীভূত অবিদ্যা ও কর্ম্মাদিদোষসমূহও অবশ্যই বাধিত হইবে, সুতরাং দ্বিচন্দ্রজ্ঞানের স্থায় 'বাধিতানুবৃত্তি' বলিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ দ্বিচন্দ্রাদি-দর্শনস্থলে সেই দ্বিচন্দ্র প্রতীতির হেতুভূত যে দোষ, তাহা কখনই তদ্বাধক চন্দ্রৈকত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। বিষয় হয় না বলিয়াই সেই বাধক জ্ঞানদ্বারা বাধিতও হয় না। এই কারণে সেস্থলে দ্বিচন্দ্রদর্শনের অনুবৃত্তি হওয়া সঙ্গত হয়, কিন্তু এখানে একই বিষয়ে বাধ্য ও বাধকজ্ঞান হওয়ায় বাধিতানুবৃত্তি হইতেই পারে না। রামানুজ আরও বলেন—জ্ঞানীর জীবন্মুক্তি শ্রুতি ও স্মৃতি-বিরুদ্ধ। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে"। এই শ্রুতি জীবন্মুক্তির প্রতিষেধ করিয়াছেন। এই শ্রুতির অর্থ রামানুজের মতে—"তাঁহার—(মুমুক্ষুর) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব যাবৎ দেহবিমুক্তি না হয়। দেহত্যাগের পরে বিমুক্ত হন"। আর শঙ্করের মতে

এই শ্রুতি জীবন্মুক্তি ও বিদেহ কৈবল্যের দ্যোতক। রামানুজের যুক্তিও শাঙ্কর মতবাদিগণ উত্তমরূপে খণ্ডন করিয়া থাকেন।

রামানুজ, জ্ঞানে মুক্তিও অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক ধ্যাননিয়োগ বা ধ্যানবিধিই বন্ধনিবৃত্তির হেতু। তিনি বলেন—"অনেন জ্ঞানমাত্রান্মোক্ষশ্চ নিরস্তঃ। অতঃ সকলভেদনিবৃত্তিরূপা মুক্তির্জীবতো ন সম্ভবতি। তস্মাৎ ধ্যাননিয়োগেন ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানফলেনৈব বন্ধনিবৃত্তিঃ।" আচার্য্য রামানুজের মতে জীবের মুক্তি ও তদুপায়—বিদ্যা। বিদ্যা অর্থে উপাসনা। উপাসনাত্মক ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। তাহাই মুক্তির সাধন।

তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ—আচার্য্য রামানুজের মতে 'তত্ত্বমসি' বাক্য জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা জ্ঞাপক নহে। আচার্য্য শঙ্করের মতে 'তত্ত্বমসি' বাক্য সামানাধিকরণ্যবলে নির্ব্বিশেষব্রহ্মাত্মৈক্যপর। রামানুজ সামানাধিকরণ্য স্বীকার করেন। কিন্তু বলেন—'তৎ ও ত্বম্' পদদ্বয় সবিশেষব্রহ্মপর। তাঁহার মতে বলা হয় 'তৎ' পদে সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প জগতের কারণ যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে এবং তাহার সহপঠিত বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন 'ত্বম্' পদেও জড়-সংস্কৃত জীবশরীরধারী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে বলিতে হইবে। কারণ, বিভিন্ন পদার্থের যে একার্থবোধকতা তাহারই নাম সামানাধিকরণ্য। 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদে যদি প্রকারগত ভেদ স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে শব্দব্যবহারের যাহা প্রধান কারণ, সেই প্রবৃত্তিনিমিত্তের প্রভেদ না থাকায় পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যই পরিত্যাগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে ঐ পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ বাধিত হওয়ায় লক্ষণা বা গৌণার্থও কল্পনা করিতে হয়। মুখ্যার্থ সম্ভব হইলে লক্ষণা স্বীকার দোষাবহ।* 'সেই দেবদত্ত এই' এ স্থলেও লক্ষণা করিবার কোনও

---

* বস্তুতঃ লক্ষণা না করিয়াও শাঙ্কর মতে ব্যাখ্যা সম্ভব। বেদান্ত-পরিভাষা ও অদ্বৈতসিদ্ধিতে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। (সং)

আবশ্যকতা নাই। যেহেতু একই দেবদত্তে অতীত ও বর্ত্তমানকাল প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। ভিন্নদেশে অবস্থিতিতেও ঐক্য প্রতীতির ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবাধে অবস্থিতি করিতে পারে। বিশেষতঃ 'তৎ' পদের নির্ব্বিশেষত্ব অর্থ গ্রহণ করিলে, যে উপক্রমে 'তদৈক্ষত— বহু স্যাম্' শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। অধিকন্তু 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয় না। আচার্য্য রামানুজের মতে জীব যাঁহার শরীর এবং জগতের যিনি কারণ, 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদে সেই ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। তিনি বলিতেছেন—"জীব-শরীরক-জগৎকারণ-ব্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃত্তং পদদ্বয়ম্। প্রকারদ্বয়বিশিষ্টৈকবস্তুপ্রতিপাদনেন সামানাধিকরণ্যং সিদ্ধম্। নিরস্তনিখিলদোষস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য ব্রহ্মণো জীবান্তর্য্যামিত্বমপি ঐশ্বর্য্যমপরং প্রতিপাদিতম্ ভবতি। উপক্রমানু-কূলতা চ। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্তিশ্চ। সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরত্বেন কার্য্যত্বাৎ।" চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মই তৎসমুদয়ের আত্মা। এই শরীরাত্মভাবনিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত ঐ সকল বস্তুর তাদাত্ম্য বা অভেদের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। আচার্য্য রামানুজের সিদ্ধান্ত এই—

"জীবস্যাপি ব্রহ্মাত্মকত্বম্। ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যতে। অতশ্চিদচিদাত্মকস্য সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যমাত্মশরীর-ভাবাদেবেতি অবগম্যতে। তস্মাদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য তচ্ছরীরত্বেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতিপাদকোঽপি শব্দঃ তৎপর্য্যন্তমেব স্বার্থমভিদধাতি।"

শঙ্কর বলেন—"সোঽয়ং দেবদত্তঃ" (এই সেই দেবদত্ত) বলিলে লক্ষণা ব্যতীত ঐ বাক্যের অর্থ সঙ্গত হয় না। কারণ, 'তৎ' শব্দের সাধারণ অর্থ—অতীতকালীন ইন্দ্রিয়ের অগোচর

কোনও পদার্থ, আর 'অয়ং' শব্দের অর্থ—বর্ত্তমান ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ। যাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অতীত তাহাই আবার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। ফলে, একই পদার্থ, একই সময়ে কখনও অতীত ও কখনও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না এবং চক্ষুর অগোচর হইয়াও আবার চক্ষুর গোচর থাকিতে পারে না। কাজেই 'সঃ + অয়ং' বাক্যোক্ত সামানাধিকরণ্য বিরুদ্ধ হয়, অতএব সঃ ও অয়ং পদের মুখ্য অর্থ পরোক্ষত্ব, অপরোক্ষত্ব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'দেবদত্তরূপ' একমাত্র বিশেষ্যরূপ অর্থে লক্ষণা করিতে হয়। 'তত্ত্বমসি' বাক্যেও সেইরূপ 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের বিরুদ্ধ অংশগুলি ত্যাগ করিয়া কেবল নির্ব্বিশেষ এক চৈতন্য-আত্মাকে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয়।

সাধন—আচার্য্য রামানুজের মতে ধ্যান ও উপাসনাদিই মুক্তির সাধন। জ্ঞান মুক্তির সাধন নহে। ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায়। তিনি বলেন—ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, বন্ধন যখন পারমার্থিক, তখন এরূপ জ্ঞানদ্বারা কখনই তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব ভক্তিবলে ভগবান্ প্রসন্ন হইলে মুক্তি প্রদান করেন। অতএব ভক্তিই মুক্তির সাধন। তিনি বলিতেছেন—"যৎ পুনরিদমুক্তম্—ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনৈবাবিদ্যানিবৃত্তিঃ যুক্তেতি। তদযুক্তম্। বন্ধস্য পারমার্থিকত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাভাবাৎ পুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম্মনিমিত্ত-দেবাদিশরীরপ্রবেশঃ। তৎপ্রযুক্তসুখদুঃখানুভবরূপস্য বন্ধস্য মিথ্যাত্বং কথমিব শক্যতে বক্তুম্। এবংরূপবন্ধনিবৃত্তির্ভক্তিরূপাপন্নোপাসনপ্রীতপরমপুরুষপ্রসাদলভ্যেতি পূর্ব্বমেবোক্তম্।" [কিন্তু মুক্তি ভগবদ্দত্ত বস্তু হইলে ভগবানে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যরূপ নানাদোষ ঘটে।]

বেদন, ধ্যান, উপাসনাদি শব্দবাচ্যা ভক্তি। ভক্তি দ্বিবিধ—সাধনভক্তি ও ফলভক্তি।

প্রপত্তি—ন্যাসবিদ্যাই প্রপত্তি। আনুকূল্যের সংকল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনই প্রপত্তি। ভগবানে আত্মসমর্পণই প্রপত্তি। সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই প্রপত্তির লক্ষণ। 'গদ্যত্রয়' নামক নিবন্ধে আচার্য্য রামানুজ প্রপত্তি প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। আচার্য্য বলিতেছেন—"সত্যকাম-সত্য-সংকল্পপরব্রহ্মভূত-পুরুষোত্তম-মহাবিভূতে, শ্রীমন্-নারায়ণ-বৈকুণ্ঠনাথ অপারকারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্যৌদার্য্যৈশ্বর্য্যসৌন্দর্য্যমহোদধে, অনালোচিত-বিশেষাশেষ-লোকশরণ্য-প্রণতার্ত্তিহর আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধে, অনবরত-বিদিত-নিখিল-ভূতজাত-যাথাত্ম্য-অশেষচরাচরভূত-নিখিল-নিয়ম-নিরত-অশেষচিদচিদ্বস্তু-শেষিভূত-নিখিল-জগদাধার অখিলজগৎস্বামিন্ অস্মৎস্বামিন্, সত্যকাম-সত্যসঙ্কল্প-সকলেতর-বিলক্ষণ-অর্থিকল্পক-আপৎসখ, শ্রীমন্-নারায়ণ-অশরণ্যশরণ্য ; অনন্যশরণঃ ত্বৎপদারবিন্দ-যুগলং শরণমহং প্রপদ্যে।" নারায়ণ বিভু, নারায়ণ ভূমা, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণেই জীবের শান্তি। তিনি, প্রীত হইলে মুক্তিলাভ হইতে পারে, তাঁহাতে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিতে হইবে। সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে।

"পিতরং মাতরং দারান্ পুত্রান্ বন্ধূন্ সখীন্ গুরূন্।
রত্নানি ধনধান্যানি ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ॥
সর্ব্বধর্ম্মাংশ্চ সন্ত্যজ্য সর্ব্বকামাংশ্চ সাক্ষরান্।
লোকবিক্রান্তচরণৌ শরণং তেঽব্রজং বিভো॥"

সমস্ত অপরাধ, সমস্ত দোষ নারায়ণ তুমি ক্ষমা কর। আমার অবিদ্যাবন্ধন তুমি মুক্ত করিয়া দাও, আমি তোমার দাস, আমি তোমার শরণাগত, তুমি উদ্ধার কর। তোমার মায়াশক্তির প্রভাবে আমি প্রভাবিত, আমাকে উদ্ধার কর।

"মনোবাক্কায়ৈরনাদিকালপ্রবৃত্তানন্তাকৃত্যকরণকৃত্যাকরণভগবদপচার ভাগবতাপচারা সহ্যাপচাররূপনানাবিধানন্তাপচারান্ আরব্ধ-

কার্য্যান্, অনারব্ধকার্য্যান্ কৃতান্ ক্রিয়মাণান্ করিষ্যমাণাংশ্চ, সর্ব্বান্ অশেষতঃ ক্ষমস্ব।"

আমার অজ্ঞান বিদূরিত কর, অজ্ঞানের বশে আমি যাহা করিতেছি তাহা মার্জ্জনা কর।

"অনাদিকালপ্রবৃত্তবিপরীতজ্ঞানমাত্মবিষয়ং কৃৎস্নজগদ্বিষয়ং চ বিপরীতবৃত্তং চাশেষবিষয়মদ্যাপি বর্ত্তমানং বর্ত্তিষ্যমানং চ সর্ব্বং ক্ষমস্ব।" দৈবীগুণময়ী মায়া হইতে তোমার দাসভূত আমাকে উদ্ধার কর।

মদীয়-অনাদিকর্ম্মপ্রবাহপ্রবৃত্তাং ভগবৎস্বরূপতিরোধানকরীং বিপরীতজ্ঞানজননীং স্ববিষয়াশ্চ ভোগ্যবুদ্ধের্জননীং দেহেন্দ্রিয়ত্বেন ভোগ্যত্বেন সূক্ষ্মরূপেণ চাবস্থিতাং দৈবীং গুণময়ীং মায়াং দাসভূতঃ শরণাগতোঽস্মি তবাস্মি দাস ইতি বক্তারং মাং তারয়।"

এইরূপে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলে, তিনি কৃপা করিয়া জীবকে উদ্ধার করিবেন। জীব অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবে। 'গদ্যত্রয়' নামক গ্রন্থে কেবল শরণাপত্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, আত্মনিবেদনের ভাব সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট।

শঙ্করের ভক্তি ও রামানুজের ভক্তিতে পার্থক্য আছে। শঙ্করের মতে আত্মস্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি। অদ্বৈত-আত্মজ্ঞানের অভিমুখীন চিত্তবৃত্তিই সাত্ত্বিক। যে ভাবে আত্মা ও ভগবানের অভেদবুদ্ধি আনয়ন করে, তাহাই ভক্তি। আর রামানুজের মতে যে ভাবে প্রতি জীবের ভগবানের চিরদাসত্ব স্থাপিত হয়, তাহাই ভক্তি।

শঙ্করের মতে এই প্রকার ভক্তি রাজসিক। কারণ ইহাতে ভেদবুদ্ধি থাকে। শঙ্করের মতে—জ্ঞানে মুক্তি। উপাসনা বা ভক্তি ও কর্ম্ম, পরম্পরাক্রমে মুক্তির সাধন। জ্ঞানই সাক্ষাৎ সাধন। কর্ম্মে মুক্তি হইতে পারে না। আর রামানুজের মতে জ্ঞানে মুক্তি অসম্ভব। ভক্তি বা উপাসনার ফলেই মুক্তি। রামানুজের 'প্রপত্তি'তে দীনতা পরিস্ফুট এবং আত্মবিশ্বাস আদপেই নাই।

আমাদের মনে হয়, যাহার আত্ম-বিশ্বাস নাই, সে ভগবান্‌কেও বিশ্বাস করিতে পারে না। আর দীনতা হীনতারই নামান্তর। রামানুজের মতে ব্যক্তির স্ফূর্ত্তি কতকটা পরিমাণে নিরুদ্ধ। এইরূপ দীনতার ফলে মানুষ নির্ব্বীর্য্য হইয়া যায়। রামানুজের ভক্তিতে তেমন জোর নাই, ভাবুকতা আছে, তেজ নাই। ইউরোপে Spinozaর Intellectual love of God বা ভক্তিতে বরং জোর আছে, তেজ আছে, কিন্তু রামানুজের ভক্তি যেন অনেকটা পরিমাণেই নিস্তেজ।

শূদ্রাধিকার—আচার্য্য রামানুজের মতে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই। কারণ, শূদ্রের সামর্থ্যের অভাব। ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাহার উপাসনার প্রকার প্রভৃতি না জানিলে তদঙ্গভূত বেদানুবচন প্রভৃতিতে সামর্থ্য জন্মে না। যজ্ঞাদিতে অনধিকৃত ব্যক্তির উপাসনা-উপসংহারসামর্থ্যও সম্ভব নহে। অসমর্থ ব্যক্তির অর্থিত্ব থাকিলেও অধিকারের সম্ভাবনা নাই। বেদাধ্যয়নের অভাবেই অসামর্থ্য।

রামানুজাচার্য্য বলিতেছেন—ন শূদ্রস্যাধিকারঃ সম্ভবতি, কুতঃ? সামর্থ্যাভাবাৎ। নহি ব্রহ্মস্বরূপ-তদুপাসনপ্রকারম্ অজানতঃ তদঙ্গভূতবেদানুবচন-যজ্ঞাদিষু অনধিকৃতস্য উপাসনোপসংহারসামর্থ্যং সম্ভবতি। অসমর্থস্য চার্থিত্বসদ্ভাবেঽপি অধিকারো ন সম্ভবতি। অসামর্থ্যং চ বেদাধ্যয়নাভাবাৎ।" [তবে রামানুজসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা মধ্যে কয়েকজন চণ্ডালও আছেন—ইহা জানা আবশ্যক। তাঁহাদের কি ব্রহ্মবিদ্যায় সামর্থ্য ছিল না?] শূদ্রাধিকার-নিরসন-প্রসঙ্গেও আচার্য্য রামানুজ শঙ্কর-মত খণ্ডন করিয়াছেন। রামানুজ বলেন—যাঁহাদের মতে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্‌ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা, বন্ধও অপারমার্থিক বা অসত্য, কিন্তু 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যজনিত জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় এবং তন্নিবৃত্তিই মোক্ষ, তাঁহারা বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রাদির অধিকার

নাই বলিতে পারেন না। কেননা, যে লোক উপনীত হয় নাই এবং বেদ অধ্যয়ন করে নাই, অথবা বেদান্তশ্রবণও করে নাই, তাহার পক্ষেও চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য, অন্য সমস্তই তাঁহাতে পরিকল্পিত, সুতরাং স্বরূপতঃ মিথ্যা। এইরূপ যে কোনও বাক্য হইতে বস্তুবিষয়ক যথাত্ম্য-জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে এবং কেবল তাহা দ্বারাই বন্ধেরও নিবৃত্তি হইতে পারে, ইত্যাদি।

আচার্য্য রামানুজ এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক শাঙ্কর মত খণ্ডন করিয়া তিনি নিজের সিদ্ধান্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—"যস্য তু মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তবাক্যৈর্ব্বিহিতং জ্ঞানমুপাসনরূপম্, তচ্চ পরব্রহ্মভূতপরমপুরুষপ্রীণনম্, তচ্চ শাস্ত্রৈকসমাধিগম্যম্; উপাসনশাস্ত্রং চোপনয়নাদি-সংস্কার-সংস্কৃতাধীতস্বাধ্যায়জনিতং জ্ঞানং বিবেকবিমোকাদিসাধনানুগৃহীতমেব স্বোপায়তয়া স্বীকরোতি, এবংরূপোপাসনপ্রীতঃ পুরুষোত্তম উপাসকং স্বাভাবিকাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানদানেন কর্ম্মজনিতাজ্ঞানং নাশয়ন্ বন্ধাৎ মোচয়তীতি পক্ষঃ, তস্য যথোক্তয়া রীত্যা শূদ্রাদেরনধিকার উপপদ্যতে।" (শ্রীভাষ্য ৬০৭ পৃ.) অর্থাৎ যাহার মতে-(স্বমতে) মোক্ষ-সাধনরূপে বেদান্তোপদিষ্ট জ্ঞান উপাসনা-স্বরূপ, সেই উপাসনাও পরব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষ ভগবানেরই প্রীতি সম্পাদনরূপ, তাহাও আবার একমাত্র শাস্ত্রগম্য, সেই উপাসনা প্রতিপাদক শাস্ত্রও আবার উপনয়নাদি সংস্কারসম্পন্ন পুরুষের অধীত বেদাবগত এবং বিবেক-বিমোকাদি সাধন পরিশোধিত জ্ঞানকে নিজের মোক্ষোপায়রূপেই স্বীকার করা হয়: সুতরাং এবম্ভূত উপাসনাপরিতুষ্ট পুরুষোত্তমই উপাসককে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া কর্ম্মজনিত অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া দেন এবং অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া দেন, সুতরাং তাঁহার মতে (স্বমতে) উক্ত প্রকার নিয়মানুসারে শূদ্রাদির পক্ষে অনধিকার উপপন্ন হয়।

শঙ্কর যদিও বেদপূর্ব্বক শূদ্রাদির অধিকার নিবারণ করিয়াছেন,

কিন্তু রামানুজের মতে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় আদপেই অধিকার নাই। তিনি প্রপত্তিতে সর্ব্বাধিকার অঙ্গীকার করিয়াছেন। রামানুজের মত হইতে শাঙ্কর মত উদার তদ্‌-বিষয়ে সন্দেহ নাই। [কিন্তু রামানুজ যাহা বলিলেন তাহাতে তিনি ত জ্ঞানেই মুক্তি স্বীকার করিলেন অথচ তিনি শঙ্কর জ্ঞানে মুক্তি হয় বলিয়াছেন বলিয়া শাঙ্কর মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত। উপাসনায় পরিতুষ্ট পুরুষোত্তম ত জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি দেন, ইহা তিনি স্পষ্টতঃই স্বীকার করিলেন।]

মায়াবাদ খণ্ডন—শঙ্করের মতে মায়াবাদের প্রাধান্য সর্ব্বোপরি। মায়াবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রোথিত না হইলে অদ্বৈতবাদ দাঁড়াইতে পারে না। এজন্য শঙ্করের মায়াবাদের উপরেই রামানুজের ভীষণ আক্রমণ। আচার্য্য রামানুজও মায়াবাদ-খণ্ডনে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। রামানুজের মতে শঙ্করের মায়া বা অবিদ্যা কল্পনা মাত্র। এই কল্পনা সপ্তপ্রকারে অনুপপন্ন। এই সপ্তপ্রকার অনুপপত্তিবলেই রামানুজ শঙ্করের প্রতিপাদিত মায়াবাদ-খণ্ডনে অগ্রসর হইয়াছেন। শঙ্করের মতে অবিদ্যা সৎ হইতে পারে না। কারণ, সৎ পদার্থের কখনও বাধ হইতে পারে না ও হয় না। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বাধ জ্ঞানোদয়ে হয়। অতএব অবিদ্যাকে সৎ বলা যায় না। যাহা ত্রিকালে তিন অবস্থায় অবাধিত তাহাই সৎ। আবার অবিদ্যাকে অসৎ বলা যায় না। কারণ, অসৎবস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন—আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, প্রভৃতি। বিশেষতঃ যাহার অস্তিত্ব আদৌ নাই, তাহার বাধও হইতে পারে না। যাহার সত্তা আছে, তাহারই অবস্থাভেদ বাধ হইতে পারে। অবিদ্যার যখন প্রতীতি হয়, তখন উহা নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। কাজেই উহা সদসদ্‌বিলক্ষণ অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়।

রামানুজ প্রথম আপত্তি তুলিলেন—অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিত কি না? অবিদ্যা ও ব্রহ্ম পৃথক্ কি অপৃথক্? যদি অবিদ্যা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হয়, তাহা হইলে অদ্বৈত স্থাপিত হইতে পারে না। আর যদি বল

অবিদ্যা ব্রহ্মের সহিত অপৃথক্, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ। জ্ঞানস্বরূপ অবিদ্যার বিরোধী। অতএব ব্রহ্মাশ্রিত হইতে পারে না। অবিদ্যা জীবাশ্রিতও বলা যাইতে পারে না। কারণ, জীবাত্মা অবিদ্যার কার্য্যের ফল। জীবাত্মার উদ্ভবের পূর্ব্বে কখনই জীবাত্মার উপর অবিদ্যার কার্য্য হইতে পারে না। রামানুজ বলিতেছেন—"ন তাবজ্জীবমাশ্রিতা, অবিদ্যা-পরিকল্পিতত্বাজ্জীবভাবস্য। নাপি ব্রহ্মাশ্রিতা। তস্য স্বয়ং-প্রকাশ-জ্ঞানরূপত্বেনাবিদ্যা-বিরোধিত্বাৎ।" শাঙ্কর মতে অবিদ্যার আবরণশক্তি ব্রহ্মকে আবৃত করে, ও বিক্ষেপশক্তি সেই আবৃত ব্রহ্মে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদন করে—মিথ্যাময় জগৎ প্রপঞ্চ কল্পনা করে। রামানুজ বলেন—অবিদ্যা কখনই ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না। অবিদ্যা ব্রহ্মকে আবৃত করে, ইহা স্বীকার করিলে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতার হানি হয়, অতএব ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। এই সকল কথার উত্তর শাঙ্কর সম্প্রদায় অতি উত্তমরূপেই দিয়াছেন। ভামতী ও অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

রামানুজ বলেন—অবিদ্যাকে সদসদ্‌বিলক্ষণ অতএব অনির্ব্বচনীয় বলিবার কোনও তাৎপর্য্য নাই। তাঁহার মতে এই প্রকার সদসদ্-বিলক্ষণ বস্তু যখন কোনও প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় না, তখন তাদৃশ বস্তুর অস্তিত্বপ্রতিপাদন অনির্ব্বচনীয়ই (বিচিত্রই) বটে। প্রতীতি অনুসারেই সর্ব্ববস্তুর ব্যবস্থা বা নিরূপণ করিতে হয়। প্রতীতিমাত্রই সৎ বা অসদাকার হইয়া থাকে। এখন সদসদাকারা প্রতীতিদ্বারা যদি সদসদ্‌বিলক্ষণ বস্তুও প্রতীত বা প্রমাণিত হয়; তাহা হইলে যে কোন বস্তু যে কোন প্রতীতির বিষয় হইতে পারে। আরও সৎ ও অসৎ এই বিরুদ্ধধর্ম্ম একই বস্তুতে একই সময়ে থাকিতে পারে না। এরূপ পরস্পর-বিরোধী-ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর মানবের উপলব্ধি হয় না। আর অনির্ব্বচনীয় বলিলেই শঙ্করের মত দৃঢ় হইল না। কারণ, কোনও বস্তু অনির্ব্বচনীয় হইলেই, তাহার অভাব স্বীকার

করিতে হয়। আমাদের মনে হয় এস্থলে শাঙ্কর মতের অভিপ্রায় গ্রহণ করা হয় নাই। এই জন্যই এরূপ আপত্তির উৎপত্তি হইয়াছে। সৎ ও অসৎ একবস্তু হয় না বটে কিন্তু সদসদ্‌বিলক্ষণ হইতে বাধা কোথায় ?

তাহার পর শ্রুতিও স্মৃতি প্রমাণেও অবিদ্যা প্রমাণিত হইতে পারে না! আর যদি ধরিয়া লওয়া যায়—অবিদ্যা আছে; তাহা হইলেও নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রমাণের বিষয়ীভূত নহে। প্রমাণ ব্যতীত প্রমা বা জ্ঞান অসম্ভব। সর্ব্বশেষে অবিদ্যা অন্য কারণেও নিবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব বলা উচিত—অবিদ্যা বা অজ্ঞান কর্ম্মের ফল। এ কারণ বিহিতকর্ম্ম ও ধ্যানের ফলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে। কেবল ব্রহ্মজ্ঞানেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে না। বস্তুতঃ এই সকল কারণেই মায়াবাদ অনুপপন্ন ও অবৈদিক। এস্থলেও রামানুজাচার্য্য অবিচার করিয়াছেন। শ্রুতিতে যে নির্গুণ অসঙ্গ প্রভৃতি শব্দ আছে তাহা কেন প্রমাণ হইবে না? যদি শব্দ নির্গুণকে না বুঝায়, তবে তিনি কি করিয়া নির্গুণ শব্দ দ্বারা নির্গুণকে লক্ষ্য করেন? অপশূদ্র প্রকরণে রামানুজই জ্ঞানে অজ্ঞান নাশ হইলে মুক্তি হয় বলিয়াছেন। *

অনির্ব্বচনীয়সত্তাবাদ খণ্ডন—শঙ্কর মায়াকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়াছেন। সদসদবিলক্ষণ বলিয়াই মায়া অনির্ব্বচনীয়া। শঙ্করের মতে—শুক্তিতে যখন রজতভ্রম হয়, তখন সেই স্থলে সত্য সত্যই একটী রজত তৎকালে সৃষ্ট হয়। শুক্তি অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য সেই চৈতন্যনিষ্ঠ যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান উক্ত রজতের উপাদান এবং শুক্তি তাহার অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। এই রজত 'প্রাতিভাসিক' ও অনির্ব্বচনীয়। এইরূপে তৎকালে একটী অনির্ব্বচনীয় রজত সৃষ্ট হয় বলিয়াই ভ্রান্তব্যক্তি তখন রজত প্রত্যক্ষ করে এবং রজত-

* এই গ্রন্থে ৫২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গ্রহণে চেষ্টাও করে এবং প্রকৃত শুক্তিজ্ঞান জন্মিলেই উহার মিথ্যাত্ব বা বাধ হয়। তৎকালে রজত বিদ্যমান না থাকিলে এই সকল ব্যাপার হইতে পারিত না, অতএব ভ্রান্তিকল্পিত রজতের অনির্ব্বচনীয়তা স্বীকার আবশ্যক।

রামানুজ বলেন—ঐরূপ অনির্ব্বচনীয়তাবাদ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। তাহার কারণ, এক বস্তুর অন্যাকারে প্রতীতির নাম ভ্রম।* অনির্ব্বচনীয়তাবাদীকেও ঐরূপ ভ্রম মানিতেই হইবে। শুক্তিতে সমুৎপন্ন প্রতীতিকে ঐরূপ ভ্রম বলিলেই যখন পূর্ব্বোক্ত প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ ব্যবহার প্রভৃতি সঙ্গত হইতে পারে, তখন আর অনুভববিরুদ্ধ ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগ্রাহ্য ঐরূপ অনির্ব্বচনীয়তা স্বীকারের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ ঐ রজত যে অনির্ব্বচনীয়—লোকপ্রসিদ্ধ রজত হইতে ভিন্নপ্রকার, ইহা ত কোনও দ্রষ্টাই তৎকালে অনুভব করিতে পারে না। আর অনুভব করিলেও উহা ভ্রম হইতে পারে না। কারণ, মিথ্যাবস্তুকে যদি মিথ্যা বলিয়াই জান, তাহা আর ভ্রম হইবে কেন? আরও, মিথ্যা বলিয়া জানিলে সেই রজতগ্রহণের জন্য চেষ্টা ও পরবর্ত্তী বাধই বা হইবে কেন? অতএব বলিতে হইবে যে, প্রকৃত শুক্তিই ঐ মিথ্যা রজতাকারে প্রকাশ পায়। রামানুজের মতে তাই অনির্ব্বচনীয়তাবাদ অযৌক্তিক ও অশ্রৌত। আমাদের মনে হয় এই খণ্ডনের মূল্য অতি অল্প। যাঁহারা শাঙ্কর মতের প্রকৃত তথ্য জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা অদ্বৈতসিদ্ধি দেখিবেন।

আচার্য্য রামানুজ এই অনির্ব্বাচনীয়তাখ্যাতি নিরসনপ্রসঙ্গে অসৎখ্যাতি, আত্মখ্যাতি, অখ্যাতি ও অন্যথাখ্যাতি নিরসন করিয়াছেন। আত্মখ্যাতি যোগাচার বৌদ্ধের, অসৎখ্যাতি মাধ্যমিক

---

* ভ্রমের পরিচয় যতীন্দ্রমতদীপিকায় এইরূপ আছে যথা—ভ্রমত্বং কথম্ ইতি চেৎ? বিষয়ব্যবহারবাধাৎ ভ্রমত্বম্। রজতাংশস্য স্বান্নত্বাৎ তত্র ন ব্যবহারঃ ইতি তজ্জ্ঞানং ভ্রমঃ।" য, ম, দী, ১২পৃঃ

বৌদ্ধের অখ্যাতি প্রভাকর নামক পূর্ব্বমীমাংসকের এবং অন্যথাখ্যাতি নৈয়ায়িকের অভিমত। আত্মখ্যাতিবাদিরা বলেন—বুদ্ধিরূপ বিজ্ঞানই আত্মা। তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। বিজ্ঞানই বাহিরে বিষয়াকারে প্রতীয়মান হয়। সেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বাহ্য পদার্থই সত্য নহে। অন্তরস্থ আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ বিজ্ঞানই বাহ্যাকারে প্রতীত হয়। এইজন্য এই মত আত্মখ্যাতি নামে অভিহিত।

রামানুজ বলেন—যতরকম খ্যাতিবাদ আছে, সে সমস্তই এক অন্যথাখ্যাতির অন্তর্গত, সুতরাং অতিরিক্ত খ্যাতিবাদ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই।* আত্মখ্যাতি সম্বন্ধে রামানুজ বলেন—বাহ্যবস্তু দর্শনকালে 'এ সমস্তই মিথ্যা, আত্মবিজ্ঞানই সত্য' এরূপ জ্ঞান থাকে কি না? যদি থাকে, তবে ত সেই বিষয়ের উপর কাহারও কোনরূপ ব্যবহার চলিতে পারে না; আর যদি না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞেয় পদার্থের অন্যথাখ্যাতিই হইল।

অসৎখ্যাতিবাদ—অসৎখ্যাতিবাদীর মতে জগতে বাহ্য ও আন্তর কোনও পদার্থই সত্য নহে। অসৎ বা শূন্য একমাত্র সত্য। সেই অসৎই সত্যের ন্যায় প্রতিভাসমান হয়। এইরূপে অসতের খ্যাতি বা প্রতীতি হয় বলিয়া ইহাদের মতকে অসৎখ্যাতি বলা হয়।

রামানুজ এই মতবাদ সম্বন্ধে বলেন—অসৎখ্যাতিবাদে যে অসতের প্রতীতি হয়, তাহা কি অসৎ বলিয়া প্রতীতি হয়? না সৎ বলিয়াই প্রতীতি হয়? প্রতীতিকালেই অসৎ বলিয়া জানিলে কেহই আর তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করিত না। আর যদি সৎ বলিয়া

---

* রামানুজ কিন্তু সৎখ্যাতিবাদী। তাঁহার মধ্যে সবই যথার্থজ্ঞান। শুক্তিতে যে রজতজ্ঞান তাহা পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ানুসারে শুক্তিতে যে রজতাংশ আছে তাহারই জ্ঞান। তবে শুক্তিকে রজত বলিয়া ব্যবহার হয় না এইমাত্র প্রভেদ। যতীন্দ্রমতদীপিকা আনন্দ আশ্রম সংস্করণ ১২ পাতা দ্রষ্টব্য। (সং)

প্রতীত হয়, তবে ত এক বস্তুর অন্যরূপে প্রতীতি হওয়ায় অন্যথাখ্যাতিই হইল।

অখ্যাতিবাদ—অখ্যাতিবাদী মীমাংসকগণ বলেন,—ভ্রম আর কিছুই নহে, যাহাতে যাঁহার ভ্রম হয়, (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়) তদুভয়ের পার্থক্য বুঝিতে না পারা। উভয়ের পার্থক্য বা ভেদ প্রতীতি-গোচর হয় না বলিয়া অর্থাৎ ভেদের অভাবের জ্ঞান হয় বলিয়া অভেদ ব্যবহার হয় মাত্র। এইজন্য ইহাদের মত অখ্যাতি নামে অভিহিত হয়।

রামানুজ বলেন—অখ্যাতিও অন্যথাখ্যাতির অন্তর্ভুক্ত। কারণ, অখ্যাতিপক্ষেও আত্মখ্যাতি-পক্ষের কথাই বলা যাইতে পারে; ভ্রমের সময় আরোপ্য ও আরোপাশ্রয়ের (যাহাতে যাঁহার ভ্রম হয়, তদুভয়ের) ভেদপ্রতীতি থাকে কি না? যদি বল থাকে, তাহা হইলে সে বিষয় পাইবার জন্য কাহারও চেষ্টা হইতে পারে না। আর যদি না থাকে, তাহা হইলে দুইটী পৃথক্ জ্ঞানকে এক বলিয়া গ্রহণ করায় অন্যথাখ্যাতিই হইয়া পড়িল।

আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন—"খ্যাত্যন্তরবাদিনাঞ্চ সুদূরমপি গত্বা অন্যথাবভাসোঽবশ্য আশ্রয়ণীয়ঃ—অসৎখ্যাতিপক্ষে সদাত্মনা, আত্মখ্যাতিপক্ষে চার্থাত্মনা; অখ্যাতিপক্ষেঽপ্যন্যবিশেষণম্। অন্য বিশেষণত্বেন, জ্ঞানদ্বয়মেকত্বেন চ বিষয়াসদ্‌ভাবপক্ষেঽপি বিদ্য-মানত্বেন।" রামানুজ সৎখ্যাতিবাদী, তাঁহার মতে সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ। কোনটাই মিথ্যা নহে। তিনি বলেন—"অতঃসর্ব্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতিসিদ্ধম্।"

নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন—আচার্য্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। ব্রহ্ম অপ্রমেয়। তিনি প্রমাণের বিষয়ীভূত নহেন। রামানুজ বলেন—ব্রহ্ম কখনই নির্ব্বিশেষ নহেন। ব্রহ্ম সবিশেষ। নির্ব্বিশেষবস্তুবাদী, নির্ব্বিশেষ বস্তুর বিষয়ে 'এই প্রমাণ আছে' একথা বলিতে পারে না। কারণ, প্রমাণমাত্রই সবিশেষ ব

সগুণবস্তুগ্রাহী। তিনি বলেন—"তথাহি নির্ব্বিশেষবস্তুবাদিভি- র্নির্ব্বিশেষে বস্তুনি ইদং প্রামাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্; সবিশেষ- বস্তু-বিষয়ত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাম্।" তাঁহার মতে অনুভব পদার্থটীও সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। কুত্রাপি নির্ব্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হয় না। দেখা যায় জ্ঞাতার জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বভাব। ইহাতেই জ্ঞানের বিষয়-প্রকাশকত্ব এবং স্বপ্রকাশকত্ব সিদ্ধ হয়। তিনি বলেন—সুষুপ্তি, মত্ততা ও মূর্চ্ছাকালীন অনুভবও সবিশেষ।

শঙ্কর ব্রহ্মকে নিত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামানুজ বলেন—এইগুলি ব্রহ্মের বিশেষণ। বিশেষণে বিশেষিত করায় নির্ব্বিশেষত্ব রক্ষিত হইল কোথায়? তাঁহার মতে নিত্যত্ব, আনন্দত্ব ও জ্ঞানত্ব ব্রহ্মের একপ্রকার বিশেষধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ একথা হইতেই পারে না। এ বিষয়ে অন্য হেতু এই—পদ ও বাক্যরূপে পরিণত অর্থবোধক শব্দ, অর্থাৎ শাস্ত্রও সবিশেষ বস্তুই প্রতিপাদনে সমর্থ, নির্ব্বিশেষ বস্তু প্রতিপাদন করিতে পারে না। কারণ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে পদ সিদ্ধ হয়, প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ এক নহে, কাজেই কোন পদ বিশিষ্টার্থপ্রতিপাদন পরিত্যাগ করিতে পারে না।

সাধারণতঃ জ্ঞান দ্বিবিধ—সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। যে জ্ঞানে বস্তুর বিশেষ্য-বিশেষণাদিরূপ বিশেষভাবসকল প্রকাশ পায় তাহার নাম সবিকল্পক, আর যে জ্ঞানে কিছুমাত্র বিশেষ্যবিশেষণভাব প্রকাশ পায় না—কেবল বস্তুর স্বরূপটী মাত্র প্রতীত হয়, সেই জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক। নির্ব্বিকল্পজ্ঞান অতীন্দ্রিয়। শঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক—সবিকল্পক নহে। শঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান অতীন্দ্রিয়। রামানুজ বলেন—জাতি, গুণ ও ক্রিয়াদি কোন্ একটী বিশেষ ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া, কখনও কোন

বিষয়ে কোনও জ্ঞান হয় না বা হইতে পারে না ; যখনই যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, তখনই তাহার গুণ প্রভৃতি কোন না কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়াই হয়, সুতরাং নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের লক্ষণ এইরূপ—জ্ঞাতব্য বিষয়ে যত প্রকার বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম আছে, বা থাকিতে পারে জ্ঞানকালে যদি তাহার সেইগুলির প্রতীতি না হইয়া কোন কোন বিশেষ ধর্ম্মের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানই 'নির্ব্বিকল্পক'।

নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান সম্বন্ধে রামানুজীয় মত, ন্যায় মত, শাঙ্কর মত, ও সাংখ্যপাতঞ্জল মত হইতে পৃথক্। ন্যায়মতেও নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বিশেষ্য-বিশেষণভাব রহিত, বস্তু-স্বরূপমাত্র জ্ঞান। শাঙ্কর মতেও প্রায় তাহাই। পাতঞ্জলের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতেও নিরালম্ব, স্বরূপমাত্রনিষ্ঠ জ্ঞানের উদয় হয়। বাস্তবিক নির্ব্বিকল্পক স্বরূপ-মাত্রনিষ্ঠ জ্ঞান অস্বীকার করা সঙ্গত নহে। কারণ, সম্মুগ্ধজ্ঞান বালকের ও মূকের হয়। বিশেষতঃ সবিকল্পক জ্ঞানের আশ্রয়ই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। কোনও বিশেষ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের উদয় হয় না। অস্তিত্ব বা স্বরূপমাত্র বোধই প্রথমে উদয় হয়। বিশেষণবিশেষ্যভাব তৎপরবর্ত্তী। তাই নির্ব্বিকল্পজ্ঞান সবিকল্পের আশ্রয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাতে সবিকল্পক জ্ঞান হইলেও অন্তরালের জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক বলিলে স্ববিকল্পক জ্ঞানের ব্যভিচার হয়, কিন্তু অহংবোধ নির্ব্বিকল্পক বলিয়া স্বরূপমাত্রনিষ্ঠ নির্ব্বিকল্পজ্ঞান সম্বন্ধে রামানুজের সিদ্ধান্ত তাঁহার ভাষায় এই—"নির্ব্বিকল্পকমপি সবিশেষবিষয়মেব, সবিকল্পকে স্বস্মিন্ অনুভূত-পদার্থবিশিষ্ট-প্রতিসন্ধান-হেতুত্বাৎ। নির্ব্বিকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ গ্রহণম্ ; ন সর্ব্ববিশেষরহিতস্য তথাভূতস্য কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাৎ, অনুপপত্তেশ্চ।"

রামানুজের মতে প্রত্যক্ষজ্ঞান কখনও নির্ব্বিকল্প বিষয়ে হইতে পারে না। শ্রুতি স্মৃতি উভয়ই সবিশেষ ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করে।

শ্রুতিতে নির্গুণপর যে সকল বাক্য আছে, তাহাতে নিখিল দোষেরই নিষেধ হইয়াছে, অতএব নির্ব্বিশেষবাদ অসঙ্গত ও অশ্রৌত। কিন্তু আমাদের বোধ হয় এরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে।

জ্ঞানতত্ত্ব বা তত্ত্ববিবেক—(Epistemology) জ্ঞানতত্ত্ব, সম্বন্ধেও রামানুজ ও শঙ্করের পার্থক্য সুপরিস্ফুট। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জ্ঞানতত্ত্বের উপরেই তাঁহাদের মতবাদের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত। শাঙ্কর মতে আত্মা ও অনুভূতি অভিন্নপদার্থ। দৃশ্যমাত্রই অনুভূতির দ্বারা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ অনুভূত হয়। সেই আত্মস্বরূপের অনুভূতি কাহারও প্রকাশ্য নহে, উহা স্বপ্রকাশ। যে সকল বস্তু অনুভবের বিষয় বা অনুভাব্য, সেই সকল বস্তু অনুভূতি হইতে ভিন্ন। তাহারা কখনই অনুভূতিস্বরূপ হইতে পারে না। দৃশ্য কখনও দ্রষ্টাস্বরূপ হইতে পারে না।

কিন্তু রামানুজ একথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন— অনুভবের বিষয় হইলেই অনুভূতির অনুভূতিত্ব নষ্ট হইবে, আর অনুভবের বিষয় না হইলেই যে অনুভূতি হইবে, এ বিষয়ে কোনও যুক্তি নাই। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশকুসুম অসৎপদার্থ; সুতরাং কখনও অনুভাব্য হয় না, কিন্তু তা বলিয়া সে অনুভূতি বা জ্ঞানস্বরূপ হইতে পারে না। যদি বল আকাশ-কুসুমাদি অসৎ পদার্থগুলি মিথ্যাত্বনিবন্ধন অজ্ঞানের সহিত একত্র অবস্থান করে, এই কারণেই উহারা অনুভূতিশ্রেণী হইতে পরিত্যক্ত। এ কথার উত্তরে রামানুজ বলেন—শাঙ্কর মতে সমস্ত জগৎই যখন অজ্ঞান-সংকৃত, তখন, গগন-কুসুমাদির ন্যায় ঘটাদি পদার্থও অজ্ঞানেই অবস্থিত; সুতরাং সেই কারণেই উহার অনুভূতি হইবে না। অতএব অনুভাব্যত্বকে অননুভূতিত্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। শঙ্করের মতে অনুভূতি বা জ্ঞানবস্তুটী স্বতঃসিদ্ধ, উহার উৎপত্তি নাই। কারণ, যাহার 'প্রাগ্‌ভাব' নাই অর্থাৎ কখনও অসত্তা নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না। জ্ঞান নিত্যসিদ্ধ, অনুভূতির প্রাগ্‌ভাব

জানিতে হইলেও অনুভব আবশ্যক। বিনা অনুভবে কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। অনুভব ও তাহার প্রাগ্‌ভাব একই কালে থাকিতে পারে না, যেহেতু উহা বিরুদ্ধ পদার্থ।

রামানুজ বলেন—এ কথা সত্য নহে, যাহা অনুভবকালে অবর্ত্তমান, এরূপ অতীত ও অনাগত পদার্থের যখনও স্মরণ (জ্ঞান) হয়, তখন প্রাগ্‌ভাব বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার অনুভবে বাধা কি? যদি বল যে, 'প্রাগ্‌ভাব' সম্বন্ধেই কেবল অনুভবের সমকালবর্ত্তিত্ব নিয়ম অঙ্গীকার করিতে হইবে, অন্যের সম্বন্ধে নহে, এ বিষয়ে কোনও দৃষ্টান্ত নাই। আর যদি দৃষ্টান্তই থাকে, তাহা হইলে সেই দৃষ্টান্তবলে অনুভূতির সমকালীন প্রাগ্‌ভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে; অতএব 'অনুভূতির প্রাগ্‌ভাব নাই' ইহা বল কিরূপে? অথচ একই বস্তুর একই কালে ভাব ও অভাব থাকিতে পারে না; অতএব শঙ্করের সিদ্ধান্ত উপেক্ষণীয়।

শাঙ্কর মতে অনুভব স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানমাত্রই দৃশ্যপদার্থ হইতে পৃথক্ এবং যাহা দৃশ্য তাহাও জ্ঞান হইতে পৃথক্, দৃশ্য পট ও তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান কখনই এক নহে। সুতরাং নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি অনুভূতির দৃশ্যধর্ম্ম নহে। রামানুজ বলিতেছেন—উক্ত নিয়ম ঐকান্তিক বা অখণ্ডনীয় নহে। কারণ, অনুভূতির যে নিত্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব আছে, তাহা শঙ্করের অনুমোদিত ও প্রমাণবলে সমর্থিত। ঐ নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব যখন অনুভূতিতে রহিয়াছে, তখন অবশ্যই দৃশ্যধর্ম্ম অনুভূতিতে আছে। অতএব শঙ্করের নিয়ম ভঙ্গ হইল। শঙ্করের মতে জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও নিরপেক্ষ, রামানুজের মতে জ্ঞান উৎপাদ্য ও আপেক্ষিক। কিন্তু এ সকল কথারও উত্তর শাঙ্কর সম্প্রদায়ের গ্রন্থে সবিস্তরে উক্ত হইয়াছে, এজন্য অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

রামানুজ ও শঙ্কর-মতের পার্থক্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। শঙ্করের মতে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রভৃতি শ্রুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম এক, অখণ্ড ও অদ্বিতীয়, সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগতভেদশূন্য, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

রামানুজ বলেন—ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি নিরংশ নহেন, তাঁহার সজাতীয় ও বিজাতীয়ভেদ না থাকিলেও স্বগতভেদ নিশ্চয়ই আছে ; জীব ও জগৎ তাহার স্বগতভেদ।

২। শঙ্কর বলেন—'সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' প্রভৃতি শ্রুতিবলে প্রমাণিত হয়। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তিনি সাক্ষিবৎ উদাসীন, নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ও শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ।

রামানুজ বলেন—ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন—সগুণ। ব্রহ্ম নিখিল কল্যাণগুণের আলয়। জ্ঞান, আনন্দ ও দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণের তিনি আকর। তদ্রূপ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নহেন. তিনি সবিশেষ। জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতিই তাঁহার বিশেষ ধর্ম্ম এবং চেতনাচেতন জগৎও তাঁহার বিশেষণভূত শরীর, আর নির্গুণত্বাদিবোধক শ্রুতিগুলিও তাহার হেয়গুণ সকলেরই নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং সে সমস্ত শ্রুতিদ্বারাও ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রমাণিত হয় না।

৩। শঙ্কর বিবর্ত্তবাদী, তাঁহার মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা মায়াময়, তিনি ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করেন, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা, মায়া ঈশ্বরের শক্তি হইলেও তুচ্ছ ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থ।

রামানুজ—পরিণামবাদী। তাঁহার মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম।

এই জগৎ মায়াময় হইলেও মিথ্যা, বা রজ্জুসর্পের ন্যায় অসত্য নহে। জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয় ; সুতরাং উহা মিথ্যা হইতে পারে না। জগৎ সৎ, ব্রহ্মশক্তি বা মায়া ব্রহ্মেতেই আশ্রিত, তাহা কখনই মিথ্যা ও অনির্ব্বচনীয় নহে।

৪। শঙ্করের মতে—জীব ব্রহ্মেরই আভাস বা প্রতিবিম্ব, ব্রহ্মের তুল্যস্বভাব। জীবাত্মা স্বপ্রকাশ, মহান্ নিত্যমুক্ত। বদ্ধভাব ঔপাধিক, অজ্ঞানেই জীব আপনাকে সসীম ও বদ্ধ বলিয়া মনে করে, বাস্তবিক আত্মা নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত।

রামানুজের মতে—জীব কখনই ব্রহ্মের আভাস বা প্রতিবিম্ব নহে, স্বপ্রকাশ মহান্ ও নিত্যমুক্তও নহে ; জীব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে নির্গত। জীব ব্রহ্মেরই অংশ বটে, কিন্তু সমস্বভাব নহে। জীব অণু, ব্রহ্ম বিভু। জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের কর্ত্তা। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন।

৫। শঙ্করের মতে—ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে মিলিত হইয়া যায়, তাহার পৃথক্ সত্তা থাকে না, সেইরূপ বুদ্ধিরূপ উপাধির নাশে জীবও পরমব্রহ্মে মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখন আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। আমিত্বের প্রসারে আমিত্বের বিলোপ হয়, ব্রহ্মত্বই স্বপ্রকাশিত থাকে এবং ভোগ্যও কিছু থাকে না। দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য এই ত্রিপুটীর লয় হয়, এক অখণ্ড চিন্মাত্ররূপেই অবস্থিতি লাভ হয়।

রামানুজ বলেন—জীব ব্রহ্মের অংশ ; জীব ক্ষুদ্র, জীব অণু, জীব অল্পশক্তি ও অল্পজ্ঞ। জীব কখনই ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। জীব এখন যেমন আছে মুক্তাবস্থায়ও তেমনি থাকিবে। জীবের অণু-ভাব নিত্য, জীব এখনও পৃথক্, চিরকালই পৃথক্ থাকিবে, কেবল মুক্তিদশায় ব্রহ্মের সান্নিধ্য-লাভ করিয়া তাঁহার সেবকরূপে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবে।

৬। শঙ্করের মতে—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্য শ্রবণে যে বিশুদ্ধজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের অনাদি অজ্ঞান ও অজ্ঞানজ

সংস্কাররাশি বিনষ্ট করে। জীব তখন আপনার স্বরূপ বা আপনার ব্রহ্মভাব অনুভব করে, তাহাই তাহার মুক্তাবস্থা।

রামানুজ বলেন—ধ্রুবানুস্মৃতিরূপা ভক্তিই একমাত্র মুক্তির সাধন; ভক্ত-সেবিত ভগবান্ প্রীত হন। তাঁহারই প্রসাদে জীব মুক্তিলাভ করে। কিন্তু ক্ষুদ্রজীব কখনই আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতে পারে না। জীব ক্ষুদ্র, ব্রহ্ম মহান্; জীব দাস, ব্রহ্ম প্রভু। দাস হইয়া আপনাকে প্রভু মনে করা মহান্ অপরাধ। যে জীব ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে, রাজদ্রোহী প্রজার ন্যায় তাহাকেও সুদীর্ঘ শাস্তি ভোগ করিতে হয়। মুক্তি ত দূরের কথা। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ 'তুমি তাঁহার দাস বা সেবক' এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যটী কেবল সাধকের উৎসাহ-বর্দ্ধক স্তুতিবাদ মাত্র, অভিন্নতার দ্যোতক নহে।

৭। শঙ্করের মতে মায়া অবিদ্যা ও অজ্ঞান একই পদার্থ, কেবল নামে মাত্র ভিন্ন। মায়াই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে বিবিধ বিবর্ত্ত উৎপাদন করে।

রামানুজ বলেন—মায়া ও অজ্ঞান এক পদার্থ নহে। মায়া ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বরের আশ্রিত, আর অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব। অজ্ঞান জীবাশ্রিত, ইহা জীবকে বিমোহিত করে। কিন্তু অনন্ত জ্ঞানাধার ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, অজ্ঞানেই জীব সংসারে বদ্ধ হয়, আর ভক্তিলব্ধ ভগবানের প্রসন্নতায় অজ্ঞান আপনা হইতে অন্তর্হিত হয়।

৮। শঙ্করের মতে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যজনিত জ্ঞানই মুক্তিলাভের সাধন—জ্ঞান ভিন্ন মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই।

রামানুজের মতে—জ্ঞানও মুক্তিলাভের উপায় বটে। জ্ঞান সহকারী উপায়, ভক্তিই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়; ভক্তিতে ভগবান্ তুষ্ট হন, তাঁহার প্রসাদেই জীবগণ ব্রহ্মানন্দ লাভ করে।

৯। শঙ্করের মতে জ্ঞান নিরপেক্ষ, নির্বিকল্প ও স্বতঃসিদ্ধ। নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপতাই মুক্তি।

রামানুজের মতে—জ্ঞান আপেক্ষিক, বিষয়ের সহিত সংযো ভিন্ন জ্ঞান হইতে পারে না। সকল জ্ঞানই সবিশেষ। নির্বিকল্প জ্ঞানের বিশেষ ধর্ম্ম অবশ্যই আছে। জ্ঞান উৎপাত্ত, মুক্তি আপ্য জ্ঞানস্বরূপে স্থিতিলাভ মুক্তি নহে।

১০। শঙ্করের মতে—জীব এই দেহেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লা করিয়া জীবন্মুক্ত হয় এবং দেহপাতের পর সর্ব্বপ্রকার সুখ দুঃখে অতীত হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। স্বাপ্নিক ব্যবহা যেমন জাগরণে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ জীবন্মুক্তাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ে জাগতিক ব্যবহারও মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়।

রামানুজ বলিয়াছেন—জীবন্মুক্তিবাদ একটা কথা মাত্র, বাস্তবি দেহসত্ত্বে কখনই কাহারও মুক্তি হইতে পারে না। দেহপাতে পরেও মুক্তজীব জীবই থাকে। কখনই ব্রহ্মস্বরূপ হয় না। তখ কেবল নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে। ভগবানের সেবকরূপে আনন্দে বিভোর থাকে, ভয় থাকে না।

১১। শঙ্কর বলিয়াছেন—বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রস্থ 'অথ শব্দের অর্থ—আনন্তর্য্য। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগ বিরাগ, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব, এই চারিপ্রকার সাধনে অনন্তর ব্রহ্মবিচারে অধিকার জন্মে।

রামানুজের মতে—'অথ' শব্দের অর্থ 'আনন্তর্য্যই'। কি নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতির আনন্তর্য্য নহে, পরন্তু কর্ম্মজ্ঞানে আনন্তর্য্য বুঝিতে হইবে। অগ্রে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের অনিত্য প্রভৃতির জ্ঞান হইবে, পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি জন্মিবে।

১২। শঙ্কর বলেন—পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তদর্শন পরস্প নিরপেক্ষ দুইটী পৃথক্ শাস্ত্র; সুতরাং ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না।

রামানুজ বলেন—না, এই দুইটী কখনও পৃথক্ শাস্ত্র নহে। উভয়ই সম্মিলিত ভাবে একটী শাস্ত্র। এক মীমাংসাশাস্ত্রই

পূর্ব্বমীমাংসার দ্বাদশ অধ্যায় ও উত্তরমীমাংসার চারি অধ্যায় লইয়া ষোড়শ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে। কেবল বিষয়গত বিভাগানুসারে নামভেদ হইয়াছে।

১৩। শঙ্করের মতে—জাতি ব্যক্তি, গুণ গুণী, ক্রিয়া ক্রিয়াবান্, কার্য্য ও কারণ—অত্যন্ত ভিন্নও নহে, বা অত্যন্ত অভিন্নও নহে—পরন্ত ভিন্নাভিন্ন। গুণের প্রতীতিতে গুণীর যখন প্রতীতি হয় না, এবং গুণীর প্রতীতিতেও যখন গুণের প্রতীতি হয় না, তখন উভয়কে অত্যন্ত অভিন্ন বলা যায় না। অথচ, গুণবিরহিত দ্রব্যের ও দ্রব্যবিরহিত গুণেরও যখন উপলব্ধি হয় না, তখন দ্রব্য ও গুণ অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থও নহে। কতক ভিন্ন কতক অভিন্নও বটে। *

রামানুজ বলেন—এরূপ ভিন্নাভিন্নত্ব অসঙ্গত।

প্রধান প্রধান বিষয়ে শঙ্কর ও রামানুজের পার্থক্য সুপরিস্ফুট, জ্ঞানবাদী শঙ্করে ও ভক্তিবাদী রামানুজে পার্থক্য স্বাভাবিক।

মন্তব্য

রামানুজ ভেদাভেদবাদের উপর আক্রমণ করিয়াছেন। একই বস্তু যুগপৎ বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না। ইহার অনুবলেই তিনি ভাস্করীয় ভেদাভেদবাদ নিরসন করিয়াছেন। তিনি শ্রীভাষ্যের চতুর্থ সূত্র ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে "যদপি কৈশ্চিদুক্তং—ভেদাভেদয়োবিরোধো ন বিদ্যতে ইতি, তদযুক্তং" ইত্যাদি বলিয়া ভাস্কর-মতের অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রুতপ্রকাশিকাকার সুদর্শনাচার্য্যও এস্থলে যে ভাস্করীয় মত অনুবাদিত হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য প্রদান

---

* অবশ্য ইহা মীমাংসকানুযায়ী কথা। কারণ, ব্যবহারে শঙ্কর, ভট্টমতাবলম্বী বলিয়া খ্যাত। শঙ্কর গুণাদিকে দ্রব্যেরই অবস্থা বিশেষ বলিয়াছেন। এই হেতু অভেদবাদী বলাই সঙ্গত (সং)

করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"অথ অয়মেব ধ্যান-নিয়োগবাদী ভাস্করমতং দূষয়িতুং তদভিমতং ভেদাভেদ-বিরোধমনুবদতি—"যদপীত্যাদিনা" (নিঃ সাঃ সং ২৬১ পৃঃ চতুঃসূত্রী—Ed. 1916)। আচার্য্য রামানুজের সময় ভেদাভেদবাদী ভাস্করের মত, সবিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহা তাহারই নিদর্শন। রামানুজ ভেদাভেদাবাদ-নিরসন-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন "নহি শীতোষ্ণতমঃপ্রকাশাদিবৎ ভেদাভেদাবেকস্মিন্ বস্তুনি সংগচ্ছেতে।" অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিপরীতধর্ম্ম একবস্তুতে একইকালে থাকিতে পারে না।

কিন্তু তাঁহার স্বসিদ্ধান্ত এই দোষে দুষ্ট বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মতে চিৎ ও জড় উভয়ই ব্রহ্মের পরিণাম। চিৎ ও জড় অবশ্যই বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত। জীব ও জগৎ নিত্য ও সৎ। জীব চিৎ ও জড়। ব্রহ্ম নিজেও চিন্ময় ও আনন্দময়। তিনি কি প্রকারে বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত জীব ও জগৎ হন? তাহার পর তিনি কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্বই স্বীকার করেন। "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (২।১।১৫) সূত্রের ভাষ্যে কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সূক্ষ্মচিদচিদাত্মক ব্রহ্ম কারণ এবং স্থূল চিদচিদ্ই কার্য্য। ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ, এই বিপরীত ও বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত, ইহাই তাঁহার অভিমত। এস্থলে তাই তাঁহার সিদ্ধান্ত উক্ত দোষদুষ্ট হইয়াছে। পরিণামবাদী সাংখ্য এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কেবল প্রকৃতি হইতে সৃষ্টিবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। রামানুজের পুরুষোত্তমের সহিত জর্ম্মন দার্শনিক 'হেগেলের' (Hegel) World Soul বা Logos-এর সাদৃশ্য আছে। Spinozaর Pantheism ও Hegel-এর Pan-logism এর সহিত রামানুজের পরিণামবাদের সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। তবে রামানুজের মুক্তি ও Spinozaর মুক্তি এক নহে। Spinozaর মতে "To be one with God" অর্থাৎ ভগবানের সহিত অভিন্নতাই

মুক্তি। আর রামানুজের মতে চিরদাসত্বই মুক্তি। Spinoza ও Hegel উভয়ের ঈশ্বরই সগুণ ও সবিশেষ। রামানুজের মতেও ঈশ্বর সগুণ ও সবিশেষ। Spinozaর ভক্তিবাদ—Intellectual love of God ও রামানুজীয় ভক্তিবাদেও পার্থক্য আছে। Spinoza দীনতা প্রভৃতির বিরোধী। কিন্তু রামানুজের মতে দীনতা প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গ। রামানুজীয় ভক্তি Spinozaর ভক্তি হইতে অধিক পরিমাণে ভাবপ্রবণ। রামানুজের ভক্তিবাদ দুর্ব্বল কিন্তু Spinozaর ভক্তিবাদ সবল।

শৈবাচার্য্য শ্রীকণ্ঠের সহিত রামানুজের কোন কোন অংশে সাদৃশ্য থাকিলেও সর্ব্বাংশে নাই। শ্রীকণ্ঠ শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, রামানুজ বিষ্ণুবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শ্রীকণ্ঠের মতে মুক্তিতে শিবতা প্রাপ্তি হয়, শিবের সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু রামানুজের মতে মুক্ত অবস্থায়ও সেব্যসেবক ভাব থাকে।

শঙ্করের জ্ঞানবাদ সাধারণের পক্ষে অধিগত হওয়া সবিশেষ কষ্টকর। রামানুজের মতের বিশেষত্ব এই যে, সাধারণেও ইহা গ্রহণ করিতে পারে ভক্তিবাদ হৃদয়ের জিনিষ। রামানুজের ভক্তি কোমল হইলেও হৃদয়গ্রাহী। সাধারণ লোকের পক্ষে রামানুজ-মত অধিকতর উপযোগী। অবশ্যই রামানুজের মতের ভাবপ্রবণতায় জাতীয় জীবন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শঙ্করের মতে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়। আত্মস্ফূর্ত্তিতে সামাজিকজীবন সংহত হয়। কিন্তু রামানুজের মতে আত্মবিশ্বাস কমিয়া গিয়া অস্বাভাবিক নির্ভরতা আসে ও তাহার ফলে সামাজিক জীবন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

রামানুজ নির্গুণপর শ্রুতিগুলির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে কষ্টকল্পনা সবিশেষ পরিস্ফুট। 'তত্ত্বমসি' ও 'অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি মহাবাক্যের ব্যাখ্যাও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বাক্য কেবল অর্থবাদ হইতে পারে না। 'তত্ত্বমসি'র তৎশব্দের মুখ্যার্থের সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায়

তৎশব্দের ষষ্ঠ্যন্ত অর্থ করিবার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না।

শঙ্করের ভাষ্যে শ্রুতিবাক্যেই সমধিক উদ্ধৃত হইয়াছে। পৌরাণিকবাক্য একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। মহাভারত, মনু ও আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণের বাক্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। রামানুজের ভাষ্য পৌরাণিক বাক্য-বহুল। অনেকস্থলেই রামানুজ পৌরাণিক বাক্যের প্রামাণিকতা অধিকতরভাবে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

শঙ্কর ও রামানুজের মতবাদ তুলনা করিলে বলিতে হয়, শঙ্করের মত অসাম্প্রদায়িক ও অসঙ্কীর্ণ, কিন্তু রামানুজের মতবাদ সাম্প্রদায়িক। শঙ্করের মতে পরমাত্মদৃষ্টিতে বিষ্ণু ও শিবে কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু রামানুজের মতে শিবের হীনত্বই পরিস্ফুট। এ বিষয়ে রামানুজ তত উদার নহেন। এরূপ সঙ্কীর্ণতা দার্শনিকের পক্ষে শোভন নহে। অবশ্যই রামানুজের জীবনে ইহা তাৎকালিক প্রভাবের ফল। শৈবমত যখন আপন প্রাধান্যস্থাপনে ব্যস্ত, বৈষ্ণবগণও তখন স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর, এই যুগসন্ধির সময়ে রামানুজের দার্শনিক দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিতে পারে নাই।

শঙ্করের ভাষ্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলেও শ্রীভাষ্য পাঠ করা আবশ্যক। শঙ্করের মত খণ্ডনে রামানুজ যেরূপ বিচারমল্লতা, নৈপুণ্য এবং অগাধপাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শঙ্করের প্রতিপক্ষগণের মধ্যে রামানুজকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যাইতে পারে। চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যায় রামানুজের অতিমানুষ প্রতিভা পরিস্ফুট। রামানুজ বিচারমল্লতায় ও ভাবপ্রবণতায়, যেরূপ পটুতা দেখাইয়াছেন, ভাষাবিন্যাসে সেরূপ চাতুর্য্য দেখাইতে পারেন নাই।

শঙ্করের মত-খণ্ডনে রামানুজের প্রচেষ্টা যে ফলবতী হইয়াছে,

তাহা বোধ হয় না। কারণ, শ্রুতি ও মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাসের সাহায্যে রামানুজ শঙ্করকে খণ্ডন করিতে পারেন নাই, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। শঙ্কর উপনিষৎ-প্রমাণের উপরেই অধিকতর পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু রামানুজ অনতিপ্রসিদ্ধ উপনিষৎ পুরাণাদির সাহায্য লইয়াছেন। শ্রুতির অর্থবলে শাঙ্করমতই সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতীত হয়। বিশেষতঃ অন্যান্য দর্শনও বেদান্তমত বলিতে, অদ্বৈতমতই বুঝিয়াছেন। অপর দর্শনগুলি অদ্বৈতমত খণ্ডনে ব্যাপৃত দেখিয়া অদ্বৈতমতই যে বেদান্ত-দর্শন-প্রণেতা ব্যাসের অনুমোদিত তাহাই প্রতিভাত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে আয়ন্নদীক্ষিত 'ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয়' গ্রন্থে ইহা প্রমাণ করিয়া শাঙ্করমতের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—যখন অন্যান্য দর্শনেও বেদান্তমত খণ্ডনার্থ অদ্বৈতমত-নিরসনের চেষ্টা সুব্যক্ত, তখন অদ্বৈতমতই যে ব্যাসের সম্মত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক শ্রুতির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য অদ্বৈতপর বলিয়াই প্রতিভাত হয়। কাহারও কাহারও (যথা—Thibaut) মতে রামানুজের ব্যাখ্যাই সূত্রানুযায়ী কিন্তু শঙ্করের তাহা নহে। শঙ্কর অনেকস্থলেই না কি কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন—শঙ্করের ব্যাখ্যা সূত্রানুকুল না হইলেও শ্রুত্যনুকূল। ব্রহ্মসূত্রে শ্রুতির মীমাংসা হইলে এইরূপ অভিমতের কোনও সার্থকতা নাই। রামানুজের মতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের তাৎপর্য্য কেবল অর্থবাদরূপে গ্রহণ করাই কষ্টকল্পনার অন্যতম নিদর্শন। আপাত-দৃষ্টিতে কষ্টকল্পনা সকলের মতেই অনেকস্থলে আবশ্যক হইয়া পড়ে, যেন মনে হয়। শ্রুতিবাক্য শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত করিতে হইলে ইহা অনিবার্য্য মনে হয়। কিন্তু তাৎপর্য্যার্থ নির্ণয়ের অনুরোধে এরূপ করা হইলে তাহা কষ্টকল্পনা কেন হইবে? যাহা হউক, অনেক ক্ষেত্রেই রামানুজ হইতে শঙ্কর সরল। তবে স্থলবিশেষে রামানুজের

ব্যাখ্যাও শঙ্করের ব্যাখ্যাকে সরলতায় অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভাষার সারল্যে ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে শঙ্কর রামানুজ হইতে অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। শঙ্কর শ্রুত্যনুকূল, রামানুজ স্মৃত্যনুকূল।

অনির্ব্বচনীয়তাবাদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে 'সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব' নিরসন করিবার জন্য রামানুজ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। বোধ হয়, এই জন্যই পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ মিথ্যার অন্যান্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পদ্মপাদাচার্য্যই সদসদ্‌বিলক্ষণত্বরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামানুজের আক্রমণের পরেই প্রকাশাত্ম প্রভৃতি আচার্য্যগণ অন্যান্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া মায়াবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি—"প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্ মিথ্যাত্বম্" ও "জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্ মিথ্যাত্বম্" এই দুইটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য্য "সদভিন্নরূপত্বম্ মিথ্যাত্বম্" এই লক্ষণ এবং চিৎসুখাচার্য্য "স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণ এবং প্রতীয়মানত্বম্ মিথ্যাত্বম্" এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে অদ্বৈত-সিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় এই পাঁচটী লক্ষণ লইয়া সবিশেষ বিচারপূর্ব্বক ইহাদের সমর্থন করিয়া মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।* রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণের আক্রমণের ইহাই ফল। ধর্ম্মক্ষেত্রে রামানুজ-মতের স্থান আছে। যাহারা জ্ঞানের উচ্চতম আদর্শ ধারণা করিতে অক্ষম, যাহারা সূক্ষ্ম অধ্যাত্মতত্ত্ব অধিগত করিতে অপারগ, তাহাদের পক্ষে রামানুজ-মত সহজ-

* পরন্তু অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ মধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসাচার্য্য বিরচিত ন্যায়ামৃত গ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে প্রতিবাদ। ন্যায়ামৃত গ্রন্থে যেরূপ প্রণালীতে অদ্বৈতমত খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা অতুলনীয় এবং পণ্ডিতগণের দর্শনীয় বিষয়। ব্যাসাচার্য্যের খণ্ডন যেমন বিস্ময়াবহ মধুসূদনের খণ্ডনও ততোধিক বিস্ময়কর। (সং)

গ্রাহ্য। বিশেষতঃ মনোরাজ্যে একদল লোক হৃদয়প্রবণ। তাহাদের পক্ষে রামানুজের মত ব্যবস্থেয়। ভাবপ্রবণতার রাজ্যে রামানুজ বোধ হয় সম্রাট্‌বিশেষ।

রামানুজ—শাঙ্করমত, ভাস্করীয় ভেদাভেদবাদ ও যাদবপ্রকাশের মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ খণ্ডনের কোনও চেষ্টা করেন নাই বা কোন উল্লেখও করেন নাই। অবশ্যই নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুরূপ, নিরসন করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। অন্য কারণ বোধ হয় নিম্বার্কের মতবাদ তখন পর্য্যন্ত বিশেষ বিস্তারলাভও করে নাই।

রামানুজের সময় বৌদ্ধবাদ হীনপ্রভ হইয়াছে। শাঙ্কর মত অক্ষুণ্ন প্রতাপে অবস্থিত। ভাস্করীয় মতও স্বপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত, যাদবপ্রকাশের সহিত ব্যক্তিগত বিরোধ আছে, এই জন্যই রামানুজের ভাষ্যে বৌদ্ধবাদ নিরসনের অর্থাৎ বহিঃশত্রুর আক্রমণ-প্রতিরোধের চেষ্টা অতি কম এবং শঙ্কর প্রভৃতির মত-খণ্ডনের প্রচেষ্টাই সমধিক। রামানুজের মতের চিরদাসত্ব বাস্তবিকই দুর্ব্বলতার নিদর্শন। দাসত্ব কখনই মুক্তি নহে, দাসত্ব বন্ধন।

অদ্বৈতবাদ

(একাদশ শতাব্দী)

একাদশ শতাব্দীতেও শাঙ্করমত নিস্তেজ নহে। এই সময়ে শাঙ্করমত জনসাধারণের ভিতরে যাহাতে বিস্তার লাভ করে, তাহার প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের মতবাদ পণ্ডিতের সামগ্রী। সাধারণের ভিতরে শাঙ্করমত প্রচারিত করিতে হইলে শুধু নিবন্ধের সাহায্যে তাহা করা যায় না। নাটকাদির দ্বারাই

তাহা করিতে হয়। কারণ, নাটক কাব্য প্রভৃতিতে সাধারণ লোক সহজে আকৃষ্ট হয়। বেদান্তের সূক্ষ্মতত্ত্ব সাধারণের ভিতর পূর্ব্বকালে পুরাণের সাহায্যে অল্পাধিক পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল। এই সময়ে কাব্যাদির সাহায্যে শাঙ্করমত প্রচারিত হইল। কাব্যাদিতে নিবন্ধের ন্যায় প্রমেয়-বাহুল্য নাই। সহজ এবং সরলভাবে সূক্ষ্মতত্ত্ব বিন্যস্ত হইয়া থাকে, আর তাহা সাধারণের হৃদয়গ্রাহীও হয়। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই কৃষ্ণমিশ্র 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক নাটক প্রণয়ন করেন।

কাব্য ও নাটকের ভিতর দিয়া সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রচারের এই প্রথম ও শেষ চেষ্টা নহে। ইহার পরে দ্বাদশ শতাব্দীতেও খণ্ডনখণ্ডখাদ্যকার শ্রীহর্ষ মিশ্রও 'নৈষধচরিতে' বেদান্তের সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। এই প্রকার কার্য্য এতদ্দ্বারা এত বিশেষরূপে সম্পন্ন হয় দেখিয়া কৃষ্ণমিশ্রের গ্রন্থের অনুরূপে বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথও (১৩শ – ১৪শ শতাব্দীতে) রামানুজের মতবাদ প্রচারিত করিবার জন্য 'সঙ্কল্পসূর্য্যোদয়' নামক নাটক প্রণয়ন করেন। একাদশ শতাব্দীতে রামানুজের প্রতিভা বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং শাঙ্করমতের প্রতি ভীষণ আক্রমণ করিতে থাকে। আর এই আক্রমণ হইতে শাঙ্করমত রক্ষা করিবার জন্য প্রকাশাত্মযতি পঞ্চপাদিকার উপর বিবরণ টীকা নামক এক অপূর্ব্ব নিবন্ধ রচনা করেন। অনির্ব্বচনীয়-বাদ দৃঢ় করিবার জন্য 'সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব' ব্যতীত মিথ্যার অন্যান্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন। অদ্বৈতবাদের দার্শনিক রথিগণও রণক্লান্ত নহেন। তাঁহারাও সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হইয়া অদ্বৈতবাদের অক্ষুণ্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর; আর ইহা কেবল পণ্ডিতগণের মধ্যে অদ্বৈতমত সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্যই নহে, কিন্তু জনসাধারণের ভিতরেও যাহাতে এই মতটা দৃঢ়ভাবে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, ইহাদের কার্য্যে তাহারও চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতি

(১১শ শতাব্দীর শেষ ভাগ)

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র দার্শনিক কবি। ইউরোপে গেটে (Goethe) যেমন একাধারে কবি ও দার্শনিক, ভারতে কৃষ্ণমিশ্রও একাধারে কবি ও দার্শনিক। তাঁহার 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে কবিত্বের মর্ম্মস্পর্শী ভাব আছে, আবার দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টিও আছে। এ সময় ভারতে কেবল কৃষ্ণমিশ্রই দার্শনিক কবি নহেন, পরন্তু শ্রীহর্ষমিশ্র, বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ প্রভৃতিও দার্শনিক কবি। রাজা ভর্তৃহরি কবি, দার্শনিক ও বৈয়াকরণ। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে এবং পরে ইঁহারা ভারতকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ একাধারে এরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় বোধ হয় এক ভারতেই সম্ভব হইয়াছে। ভারতের দার্শনিক প্রতিভার সহিত কবিত্বের এরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলন বাস্তবিকই বিস্ময় উৎপাদন করে। যাহা হউক, কৃষ্ণমিশ্রের গ্রন্থেও দার্শনিকের প্রতিভার ও কবিত্বের যে অপূর্ব্ব সম্মিলন তাহাতে সন্দেহ নাই। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' পাঠ করিলে গ্রন্থকার যে একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক ছিলেন, তাহাও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণমিশ্রের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায় না, কেবল এই গ্রন্থে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, ইনি সন্ন্যাসী ছিলেন।*

---

* শুনা যায় ইনি এই নাটক লিখিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। (সং)

গ্রন্থের বিবরণ

প্রবোধচন্দ্রোদয়—এই গ্রন্থের নামের অর্থ পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, চন্দ্রের উদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান বিদূরিত হয়। চন্দ্রের কিরণ যেমন সুশীতল ও স্নিগ্ধ, জ্ঞান ও তেমনই স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত। বোধ হয় 'চন্দ্র' শব্দটীর ব্যবহার 'জ্ঞান ও আনন্দের' অভিন্নতা প্রদর্শন করিবার জন্য। জ্ঞানই আনন্দ। ইহা সূর্য্যকিরণের ন্যায় কেবল উজ্জ্বল নহে, কিন্তু চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধও বটে। চন্দ্রে যেমন ঔজ্জ্বল্য ও স্নিগ্ধতা বর্ত্তমান, চন্দ্র যেমন অমৃতের আকর, চন্দ্র যেমন মূর্ত্তিমান্ আনন্দ, সেইরূপ জ্ঞানানন্দের উদয়ে অবিদ্যারূপ অন্ধকারনিবৃত্তি ও আনন্দলাভ হয়। শঙ্করের মতে জ্ঞানানন্দের উদয়ে অবিদ্যারূপ অন্ধকার নিরস্ত হয়। এই মতের ব্যাখ্যাকল্পে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' প্রণীত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের নানা সংস্করণ আছে, জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বোম্বাই নির্ণয়সাগরের সংস্করণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। এই গ্রন্থের উপর নাণ্ডিল্যগোপ প্রভুর 'চন্দ্রিকা' টীকা ও রামদাস দীক্ষিতের 'প্রকাশ' নামক টীকা আছে। উভয় টীকাই নির্ণয়সাগর সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতিপাদ্য বিষয়—কৃষ্ণমিশ্র এই গ্রন্থে মনোবৃত্তিসকলকে মানবীয় ভাবে, স্ত্রী-পুরুষরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম, জ্ঞান, সংকল্প প্রভৃতি রক্তমাংসে গঠিত মানবের ন্যায় রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার বেশে উপস্থিত। চিত্রগুলি মাংসল। এরূপ সিদ্ধহস্তে নাটকীয় চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে যে, মানসিক বৃত্তিগুলিকে মনোরাজ্যের দেবতা বলিয়া বোধ না হইয়া, জাগরণের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ বলিয়াই

বোধ হয়। অজ্ঞান নাটকীয় চরিত্রে রাজা। সেই অজ্ঞান কাশীরাজ। পাপ, সংশয়, মূর্খতা প্রভৃতি তাহার বিশ্বস্ত সহচর। অজ্ঞান কাশীরাজ্য অধিকার করিয়া ধর্ম্ম ও উদারহৃদয় রাজা 'জ্ঞানকে' নির্ব্বাসিত করিল। কাশী শব্দের অর্থ মুক্তি। কাশ্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি। যাহাতে সর্ব্ব প্রকাশিত হয় তাহাই কাশী। কাশীই জ্ঞানপুরী। কাশীর রাজা যখন অজ্ঞান তখন বুঝা গেল, জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হইল। পুণ্যনিচয় পলায়ন করিল, পাপের শ্রীবৃদ্ধি হইল। ভবিষ্যদ্‌বাণীতে জানা গেল আবার জ্ঞানের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। বৈদিক অপৌরুষেয় জ্ঞানের সহিত, জ্ঞান রাজ্যের মিলন হইবে। অপৌরুষেয় জ্ঞানের সহিত, জ্ঞানরাজ্যের মিলনে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইবে এবং অজ্ঞানের রাজ্য চিরতরে বিনষ্ট হইবে। উপনিষদ আত্মজ্ঞানের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিঘোষিত হইল। জ্ঞানের জয়ে অজ্ঞান বিনষ্ট হইল, পাপ বিদূরিত হইল, জ্ঞানের বিমলালোকে সমস্ত দিক্ উদ্ভাসিত হইল। ইহাই গ্রন্থের পরিপাদ্য বিষয়।

মন্তব্য

শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত করিবার জন্যই 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' বিরচিত হইয়াছে। কৃষ্ণমিশ্রের প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে। গ্রন্থে কবিত্ব আছে, দার্শনিকতা আছে, সর্ব্বোপরি শাঙ্করদর্শনের অভিমত অতি বিশদ ও মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, অপরাপর দার্শনিক মতবাদেরও পরিচয় এবং দোষগুণ-বিচারও আছে। এই বিষয়ে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব বড় অল্প নহে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে Mac Donell সাহেব তৎকৃত History of Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ

করিলেই প্রতীয়মান হয়, কৃষ্ণমিশ্রের প্রতিভা—ইউরোপীয় পণ্ডিতের হৃদয়ও কিরূপ আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—"Deserves special attention as one of the most remarkable products of Indian Literature" তিনি আরও বলিয়াছেন— It is remarakble for dramatic life and vigour" বাস্তবিকই কবিত্বের সহিত দার্শনিকতত্ত্ব বিবৃত করায় তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। মানসিক বৃত্তিগুলিকে পুরুষবেশে দাঁড় করান কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। যাঁহারা শঙ্করের মতবাদ কবিত্বের মাধুর্য্যের সহিত আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রবোধচন্দ্রোদয় পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

প্রকাশাত্মযতি

(১১শ শতাব্দী—১২শ শতাব্দী)

শ্রীপ্রকাশাত্মযতি 'পঞ্চপাদিকার' উপরে 'পঞ্চপাদিকাবিবরণ' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। ইনি বিদ্যারণ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। বিদ্যারণ্য এই বিবরণের উপর 'বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। বিদ্যারণ্যের গ্রন্থের পূর্ব্বেই পঞ্চপাদিকাবিবরণ প্রণীত হইয়াছে। বিবরণের ছায়াবলম্বনেই বিদ্যারণ্য বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। বিদ্যারণ্য ও বেদান্তচার্য্য বেঙ্কটনাথ সমসাময়িক। উভয়েই ১৩শ হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতএব প্রকাশাত্ম বিদ্যারণ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী।* প্রকাশাত্মযতি

* অমলানন্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সময় জীবিত ছিলেন। দেবগিরির রাজা যাদববংশীয় রামচন্দ্রের সমসাময়িক। ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন রামচন্দ্রকে আক্রমণ ও পরাজিত করেন। অমলানন্দ 'বিবরণের' একজন টীকাকার।

'বিবরণে' ভাস্করীয় ভেদাভেদবাদ বিশেষরূপে নিরসন করিয়াছেন। ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্য ১০ম শতাব্দীতে স্বীয় মত প্রপঞ্চিত করেন। আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য্য চিৎসুখাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। আনন্দবোধ ১২শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বিবরণকারের মত 'ন্যায়মকরন্দে' অনুবাদ করিয়াছেন (ন্যায়মকরন্দ ১১৮ পৃঃ)। সুতরাং প্রকাশাত্মযতি ১০ম শতাব্দীর পরবর্ত্তী ও ১৩শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার অবস্থিতিকাল ১১শ হইতে ১১শ শতাব্দী। ইনি সন্ন্যাসী, স্বকীয় গ্রন্থে দেশ ও কালের কোনও পরিচয় প্রদান করেন নাই। ইঁহার গুরুর নাম শ্রীমৎ অনন্তানুভব। তাঁহার গুরুদেব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন তিনি স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"বন্দে তমাত্মসম্বন্ধস্ফুরদ্‌ব্রহ্মাববোধতঃ।
অর্থতোঽপি ন নাম্নৈব যোঽনন্তানুভবো গুরুঃ॥"

তাঁহার গুরুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গুরুর নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া স্বীয় নিবন্ধ 'বিবরণ' রচনা করিয়াছেন। তিনি সাম্প্রদায়িক ভাবেই জ্ঞান লাভ করেন, যথা—

"প্রকাশাত্মযতিঃ সম্যক্ প্রাপ্তবিদ্যাগুরুসেবয়া।
যথাশ্রুতং যথাশক্তি ব্যাখ্যাস্যে পঞ্চপাদিকাম্॥"

তিনি তাঁহার গ্রন্থে কোথায়ও আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই। তবে তাঁহার অগাধপাণ্ডিত্যের পরিচয় এই গ্রন্থে সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার বাক্য প্রামাণিকরূপে আচার্য্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন। 'ভাষ্যরত্নপ্রভাকার' গোবিন্দানন্দ-শিষ্য রামানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি তাঁহার বাক্য প্রামাণিকরূপে স্বীয় নিবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে মায়াবাদকে রক্ষা করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সফল বলিয়াই বোধ হয়। ভাষার চাতুর্য্যে ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে তাঁহার গ্রন্থ উপাদেয়। গ্রন্থে তাঁহার মনীষা পরিস্ফুট। রামানুজের প্রতিভার স্ফুরণ হইতে হইতেই এবং

মধ্বাচার্য্যের বিকাশের পূর্ব্বেই তাঁহার গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, প্রকাশাত্মযতির অন্য নাম প্রকাশানুভব।

গ্রন্থের বিবরণ

পঞ্চপাদিকা-বিবরণ—ইহা পদ্মপাদাচার্য্যকৃত পঞ্চপাদিকার ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থ একখানি নিবন্ধ বিশেষ। পঞ্চপাদিকা নয়টী বর্ণকে সমাপ্ত। বিবরণও তাহাই। ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যা পঞ্চপাদিকার উপর অনেক টীকা আছে। অমলানন্দ কৃত 'পঞ্চপাদিকা-দর্পণ' ও বিদ্যাসাগর কৃত পঞ্চপাদিকার টীকার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় এই সকল গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। পঞ্চপাদিকার সকল টীকা হইতেই প্রকাশাত্মযতির বিবরণ শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক। বিবরণের উপর শ্রীমৎ অখণ্ডানুভূতির শিষ্য অখণ্ডানন্দ মুনির 'তত্ত্বদীপন' নামক টীকা এবং পূজ্যপাদ জগন্নাথ আশ্রমের শিষ্য নৃসিংহাশ্রমের 'ভাবপ্রকাশিকা' নামক টীকা আছে। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরও বিবরণের অনুরূপে 'বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ' নামক চতুঃসূত্রীর উপর নিবন্ধ রচনা করেন। 'পঞ্চপাদিকাবিবরণ' কাশী হইতে বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজে রামশাস্ত্রী ভাগবতাচার্য্যের সম্পাদনায় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।*

* রত্নপ্রভাকার রামানন্দ সরস্বতী কৃত বিবরণের উপর বিবরণোপন্যাস নামক টীকা কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। (সং)

বেদান্তশ্রবণ-বিধি—আচার্য্য প্রকাশাত্মের মতে, শ্রবণে যে বিধি তাহা নিয়মবিধি। অপূর্ব্ববিধি অসঙ্গত। শ্রবণাদির ফলে, প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তি হয়, যেমন অভ্যুদয় ও মুক্তিকামীর বেদার্থের অনুষ্ঠান ভিন্ন অভ্যুদয়-সিদ্ধি হইতে পারে না। বেদার্থানুষ্ঠান বেদার্থজ্ঞান ভিন্ন সম্ভব নহে। অর্থজ্ঞানও স্বাধ্যায়পদবাচ্য বেদের প্রাপ্তি ভিন্ন সম্ভব নহে। বেদ-প্রাপ্তিতে গুরুর উচ্চারণ-অনুচ্চারণ-লক্ষণ, অধ্যয়নের বিধান নিয়মরূপে আছে। সেইরূপ বেদান্ত-শ্রবণেও নিয়মবিধির সার্থকতা। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সত্তানিশ্চয়মাত্র। সুতরাং প্রযত্নমাত্রেই বেদান্তবিচার সম্ভব। আচার্য্য বলেন—হাঁ সম্ভব বটে। কিন্তু সম্ভব হইলেও গুরুমুখে বেদান্তাদি শ্রবণ না করিলে প্রতিবন্ধকরূপ উপাধি নিরস্ত হয় না। অতএব শ্রবণের নিয়মবিধিই স্বীকার্য্য।

বিবরণানুসারী কাহাঁরও কাহাঁরও মতে শ্রবণের ফলে শব্দ হইতে প্রথমে নির্ব্বিচিকিৎস পরোক্ষজ্ঞানের উদয় হয়। তৎপরে মনন ও ধ্যানের ফলে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদয় হয়, অতএব শ্রবণে নিয়মবিধিই অঙ্গীকার্য্য।

সর্ব্বাজ্ঞাত্মমুনির মতে—বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মে। শ্রবণের ফল তাৎপর্য্যানুকূল ন্যায়বিচাররূপ চিত্তবৃত্তিবিশেষ। শ্রবণের ফলে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয় না। শ্রবণাদির যে বিধান আছে, তাহা কেবল পুরুষের অপরাধ নিরাস করিবার জন্যই বিহিত। তাঁহার মতে—শ্রবণের জন্য তাৎপর্য্য-অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয় এই মাত্র। নিয়মের সার্থকতা অন্তরায় বিদূরিত করা ও জিজ্ঞানাভিমুখীন চিত্তবৃত্তির বিকাশ করা।

বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু শ্রবণে বিধির সংস্পর্শও স্বীকার করেন না।

উপাদান—প্রকাশাত্মযতি বলেন—সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট মায়া-সম্বলিত ঈশ্বররূপ ব্রহ্মই জগতের উপাদান। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ তস্মাদেতৎ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে" এই শ্রুতিবলে সর্ব্বজ্ঞ মায়াসম্বলিত ব্রহ্মই উপাদানরূপে নির্ণীত হন। ভাষ্যকারও "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" সর্ব্বত্র "প্রসিদ্ধোপদেশাৎ" প্রভৃতি অধিকরণে সর্ব্বাত্মক ঈশ্বরকেই সর্ব্বোপাদানরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির মতে শুদ্ধ ব্রহ্মই উপাদান। তিনি মায়াসম্বলিত ব্রহ্মের উপাদানত্ব নিরাকরণ করিয়াছেন। আচার্য্য প্রকাশাত্মযতির মতে সংক্ষেপশারীরককার ব্রহ্মের মায়া-বিশেষণত্বের নিরাকরণ করিয়াছেন, কিন্তু মায়োপলক্ষিত ঈশ্বররূপ চৈতন্যের উপাদানত্ব নিরাকরণ করেন নাই।

সংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির মতে—ব্রহ্মই উপাদান কারণ, কিন্তু কূটস্থ ব্রহ্ম স্বতঃই কারণ হইতে পারেন না। সুতরাং মায়া দ্বারকারণ। অকারণ হইলেও দ্বারকার্য্যে অনুগত হয়। বাচস্পতি মিশ্র কার্য্যানুগত দ্বার-কারণ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মায়া সহকারী কারণ মাত্র।

বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদ—আচার্য্য বাচস্পতির মতে—জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিম্ব। আচার্য্য প্রকাশাত্মের মতে—জীব প্রতিবিম্ব এবং ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়। "বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে" এই স্মৃতি এক অজ্ঞানেরই জীবেশ্বর উপাধিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, সুতরাং বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাবেই জীবেশ্বরের বিভাগ। উভয় প্রতিবিম্ব নহে। কারণ উপাধিদ্বয় ব্যতিরেকে উভয়ের প্রতিবিম্বত্ব যোগ অসম্ভব। জীবগত ও ঈশ্বরগত উপাধির তারতম্য অবশ্যই আছে। অতএব বিম্বস্থানীয় ঈশ্বর ও প্রতিবিম্ব জীব—এই মতবাদই সঙ্গত। এইরূপ স্বীকার করিলেই লৌকিক বিম্বপ্রতিবিম্ব দৃষ্টান্তে

ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য ও জীবের তৎপরবশতা যুক্তিযুক্ত হয়। আচার্য্য প্রকাশাত্ম বলেন, তত্ত্বজ্ঞানাশ্রয়ত্ব বিম্বত্বকৃত নহে। যাহার ভ্রান্তি তাহারই তত্ত্বজ্ঞানাশ্রয়ত্ব। ভ্রান্তি অজ্ঞতাকৃত। অজ্ঞতা জীবত্বনিমিত্ত। সুতরাং জীবেরই তত্ত্বজ্ঞানাশ্রয়ত্ব, বিম্বভূত ঈশ্বরের নহে। তিনি বলিয়াছেন—"ন বিম্বত্বকৃতং তত্ত্বজ্ঞানাশ্রয়ত্বং কিন্তু ভ্রান্তত্বকৃতং তদপ্যজ্ঞত্বকৃতং তদপি জীবত্বনিমিত্তমিতি ভাবঃ।" আচার্য্য আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া নিজেই নিরাস করিতেছেন। প্রশ্ন এই—জীবলক্ষণ প্রতিবিম্ব নিজের ব্রহ্মাত্মভাব জানে কি না? না জানিলে সর্ব্বজ্ঞতার হানি হয়। যদি বলা যায় জানেন—তাহা হইলে বলিতে হয়, ব্রহ্ম নিজেই সংসার দর্শন করেন। এতদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—"দেবদত্তো হি স্বাত্মানমল্পিমাত্রেঽল্পত্বাদিগুণমবগচ্ছন্নপি তত্ত্বজ্ঞান-প্রতিহতত্বান্নানুশোচতি এবং ব্রহ্মাপি স্বাত্মনি জীবে প্রতিবিম্বে সংসারং পশ্যদপি তত্ত্বজ্ঞানিত্বান্নানুশোচতি।" অর্থাৎ দেবদত্ত যেমন ভগ্নদর্পণে নিজের ছায়া অল্পত্বাদিগুণযুক্ত দেখিয়াও তত্ত্বজ্ঞানের ফলে শোক করে না, সে জানিতে পারে দর্পণের দোষেই ঐরূপ তাহাকে ছোট দেখাইতেছে, বাস্তবিক আমার কোনরূপ অপচয় প্রভৃতি হয় নাই, সেইরূপ ব্রহ্মও নিজেতে জীবরূপ প্রতিবিম্বে সংসার দর্শন করিয়াও তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া শোকাদি সংসারধর্ম্মাক্রান্ত হন না।

এক আপত্তি হইতে পারে—জীব যে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব, তাহা কি প্রকারে জানিলে? আচার্য্য তদুত্তরে বলিতেছেন—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব", "একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ", "অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" এই শ্রুতি, স্মৃতি ও সূত্রবলেই জীবের প্রতিবিম্বত্ব নির্ণীত হয়—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ, অতএব চোপমাসূর্য্যকাদিবদিতি চ শ্রুতিস্মৃতিসূত্রৈর্জীবস্য প্রতিবিম্বভাবস্য দর্শিতত্বাৎ।"

এখন আপত্তি হইতে পারে—ব্রহ্ম অমূর্ত্তবস্তু। অমূর্ত্তবস্তুর প্রতিবিম্ব কি প্রকারে সম্ভব? আচার্য্য তদুত্তরে বলিতেছেন—

"অমূর্ত্তস্য চাকাশস্যাসাবভ্রনক্ষত্রস্য জলে প্রতিবিম্ববদ্ অমূর্ত্তস্য ব্রহ্মণোঽপি প্রতিবিম্বসম্ভবাৎ, জানুমাত্রপ্রমাণেঽপি জলে দূরবিশালাকাশদর্শনাৎ। জলান্তরাকাশ এবাভ্রাদিবিম্বযুক্তো দৃশ্যত ইতি বক্তুমশক্যত্বাৎ। তৎপ্রতিবিম্বং চিদ্রূপত্বং চ শাস্ত্রপ্রতিপন্নং প্রত্যক্ষপ্রতিপন্নং চ ন নিরাকর্ত্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ।" অর্থাৎ অমূর্ত্ত নক্ষত্রখচিত আকাশ যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ অমূর্ত্ত ব্রহ্মেরও প্রতিবিম্ব সম্ভব। জানুমাত্রপ্রমাণ অল্প জলেও দূরবর্ত্তী বিশাল আকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। জলান্তরাকাশই অভ্রাদি বিম্বযুক্ত দৃষ্টিগোচর হয়, ইহা বলা যাইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের চিদ্রূপত্ব ও প্রতিবিম্বত্ব শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রতিপন্ন। ইহা কোন প্রকারেই নিরাকরণ করিবার উপায় নাই।

অবচ্ছিন্নবাদ-খণ্ডন—অবচ্ছিন্নবাদিগণ বলেন—উপহিত না হইলে রূপের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। অরূপ বস্তুর প্রতিবিম্ব অসম্ভব। আকাশের প্রতিবিম্বের উদাহরণ অযৌক্তিক। আকাশে ব্যাপ্ত সূর্য্যকিরণমণ্ডল জলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় ভ্রমক্রমে আকাশের প্রতিবিম্ব বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ইহা ভ্রান্তি মাত্র। ধ্বনিতে বর্ণপ্রতিবিম্বভাবও অযৌক্তিক। প্রকাশক বলিয়া সন্নিধানমাত্রে বর্ণের ধর্ম্ম উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতির আরোপ বর্ণে হয়। ধ্বনির বর্ণপ্রতিবিম্বগ্রাহিত্ব-কল্পনার কোনও প্রমাণ নাই। প্রতিধ্বনিও পূর্ব্ব শব্দের প্রতিবিম্ব নহে। বর্ণরূপ প্রতিশব্দও পূর্ব্ব বর্ণের প্রতিবিম্ব নহে। অতএব ঘটাকাশের ন্যায় অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্য জীব, এবং অনবচ্ছিন্ন ঈশ্বর। এই প্রকার সমাধানে অন্তান্তবর্ত্তী চৈতন্যের তত্তদ্অন্তঃকরণরূপ উপাধিবলে জীবভাবে অবচ্ছেদ হওয়ায়, অবচ্ছেদরহিত চৈতন্যরূপ ঈশ্বরের অন্তের বাহিরে সত্তা স্বীকার করিলে "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতির অন্তর্য্যামিভাবে ঈশ্বরের বিকারান্তরাবস্থান বিরুদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রতিবিম্বপক্ষে জলগত স্বাভাবিক আকাশ থাকাতে প্রতিবিম্বাকাশ

দেখায়, দ্বিগুণীকৃত বৃত্তির উদয় হয়—ইহা স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু প্রতিবিম্বপক্ষেও উপাধির অন্তর্গত চৈতন্যের, সেস্থলে প্রতিবিম্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। কেবল জলচন্দ্রন্যায়ে কৃৎস্নপ্রতিবিম্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, তদন্তর্গত ভাগের সেখানে প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে না। মেঘাবচ্ছিন্ন আকাশ বা আলোকের জলে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু জলান্তর্গত আকাশের সেখানে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না। মুখাদি বাহিরে থাকিলেই মুখাদির প্রতিবিম্ব জলে দেখিতে পাওয়া যায়। জলে নিমজ্জিত ব্যক্তির মুখের প্রতিবিম্ব জলে অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব সর্ব্বগত চৈতন্যের অন্তঃকরণাদি অবচ্ছেদ অবশ্য স্বীকার্য্য, সুতরাং অবচ্ছিন্নবাদই যুক্তিযুক্ত।

আচার্য্য প্রকাশাত্মযতি বলিতেছেন—অবচ্ছিন্নবাদ যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, সামান্য ও বিশেষবলে উপাধির সাহায্যে অন্তান্তর্বর্ত্তী ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মরূপে জীবভাবে অবচ্ছিন্ন হওয়ায়, অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অন্তের বাহিরেই সদ্ভাব অবশ্যম্ভাবী। অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অবচ্ছিন্ন প্রদেশে দ্বিগুণীকৃত বৃত্তির যোগে তাঁহার সর্ব্বগতত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব অসম্ভব হয়। যদি বল, এই সকল, স্বরূপের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু বহিঃস্থিত ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখে না। তদুত্তরে আচার্য্য বলেন—না—তাহা বলিতে পার না। কারণ, "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মের, জীবসন্নিধানে বিকারান্তরে অবস্থানের বিষয় জানিতে পারা যায়। প্রতিবিম্বপক্ষে জলগত স্বাভাবিক আকাশ থাকিলেও প্রতিবিম্বাকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। একত্র দ্বিগুণীকৃত বৃত্তির উপপত্তি হওয়ায়, জীবরূপ অবচ্ছেদেও ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্বাদিরূপে অবস্থান যুক্তিযুক্ত হয়। অতএব প্রতিবিম্বপক্ষই শ্রেয়ঃ। তিনি বলিতেছেন—"প্রতিবিম্বপক্ষে তু জলগতস্বাভাবিকাকাশে সত্যের প্রতিবিম্বাকাশদর্শনাদেকত্রৈব দ্বিগুণীকৃত্য বৃত্ত্যুপপত্তের্জীবাবচ্ছেদেষু ব্রহ্মণোহপি নিয়ন্তৃত্বাদিরূপেণ অবস্থানমুপপদ্যত ইতি প্রতিবিম্বপক্ষ এব শ্রেয়ানিতি।"

জীব ও ব্রহ্ম বিভাগ—আচার্য্য প্রকাশাত্ম বলেন—জীব ও ব্রহ্ম-বিভাগ অবিদ্যাতন্ত্র। এই বিভাগের উপাদান অবিদ্যা নহে। অজ্ঞান অনাদি। তাই আত্মার অবিদ্যা সম্বন্ধ অনাদি। কিন্তু অবিদ্যা উপাদান নহে। তিনি বলেন—"স্বাত্মাঽবিদ্যাসম্বন্ধোঽবিদ্যাতন্ত্রো নাবিদ্যোপাদানঃ। সম্বন্ধজননাৎ প্রাক্ স্বাতন্ত্র্যেণাবস্থানানুপপত্তের-জ্ঞানস্যানাদিত্বাচ্চ আত্মাবিদ্যাসম্বন্ধস্য নাবিদ্যোপাদানতা।" আচ্ছা, জীব ব্রহ্মাশ্রয়বিভাগ কি প্রকারে অবিদ্যাতন্ত্র? আচার্য্য তদুত্তরে বলেন—"অনাদ্যবিদ্যাবিশিষ্টং চৈতন্যমনাদিজীবভাবেন কাল্পনিকানাদি ভেদস্যাশ্রয়ো ন স্বরূপেণ। তস্যৈকত্বাৎ। অতো বিশিষ্টাশ্রয়ো বিভাগঃ স্বরূপেণাপ্যুপরজ্যমানো বিশেষণাবিদ্যাতন্ত্রো বিশিষ্ট ইত্যবিদ্যাকৃতো বিভাগ উচ্যতে। অবিদ্যাতন্ত্রাণাং চানির্ব্বচনীয়ত্ব-মনাদিত্বং চাবিদ্যাসম্বন্ধবন্ন বিরুধ্যতে ** তস্মাদনাদ্যবিদ্যাপ্রতিবিম্ব-কৃতবিভাগস্যৈব জীবস্য তদুৎপন্নাহঙ্কারাদিবিশেষেষু স্থূলপ্রতিবিম্বা-পেক্ষয়া সর্ব্বেষামুপাধিত্বং ন বিরুধ্যতে।"

মিথ্যাত্বলক্ষণ—পঞ্চপাদিকাকার পদ্মপাদাচার্য্য মিথ্যার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"সদসদ্‌বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্।" যাহাকে সৎ বলা যায় না, অসৎ বলাও যায় না, যাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহাই মিথ্যা। প্রতীতিকালে সৎ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে নিরস্ত হয়, অতএব মিথ্যা, সদসদ্-বিলক্ষণ। আচার্য্য প্রকাশাত্মযতি মিথ্যার আরও দুইটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। প্রথম "জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্ মিথ্যাত্বম্"—অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ে যাহার বাধ হয় তাহাই মিথ্যা। সত্য অবাধিত। সত্যের কোনকালেই কোনও অবস্থাতেই বাধ হয় না, হইতে পারে না। মিথ্যারই বাধ হয়। অতএব জ্ঞানোদয়ে যাহার বাধ হয়, তাহাই মিথ্যা। অন্য লক্ষণ এই—"প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্"। ত্রৈকালিক নিষেধের যাহা প্রতিযোগী তাহাই মিথ্যা, অত্যন্তাভাবের যাহা প্রতিযোগী তাহাই মিথ্যা। মিথ্যা একেবারে অসৎ নহে।

অবশ্যই পারমার্থিক দৃষ্টিতে উপাধি আরোপিত। আধারই বা অধিষ্ঠানই—সৎ। অধিষ্ঠানেই উপাধি আরোপিত হয়। অধিষ্ঠানে মিথ্যাবস্তু তিনকালেই নাই। রজ্জুতে সর্পের তিনকালেই অভাব, কিন্তু ভ্রান্তিতে, প্রতীতিকালে সর্পবোধ হইতেছে। অতএব ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যা।

রামানুজাচার্য্য অনির্ব্বচনীয়তাবাদ খণ্ডনপ্রসঙ্গে সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব-রূপ লক্ষণটী খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ইহার উত্তর অদ্বৈতসিদ্ধিতে উত্তমরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকাশত্মযতি মিথ্যার আরও দুইটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া মায়াবাদ আরও সুদৃঢ় করিলেন।

প্রতিবিম্বমিথ্যাত্ববাদ-খণ্ডন—প্রতিবিম্বমিথ্যাত্ববাদীরা বলেন—জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। কারণ, জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। মুখের প্রতিবিম্ব যেমন মুখ হইতে পৃথক্, সেইরূপ জীবও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। অতএব জীব মিথ্যা, যেহেতু জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। আচার্য্য প্রকাশাত্মের মতে, প্রতিবিম্ব মিথ্যা নহে। কারণ, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন। অতএব পূর্ব্বপক্ষের প্রতিবিম্বমিথ্যাত্ববাদীর যুক্তি অসার। আচার্য্য বিদ্যারণ্যপ্রভৃতি প্রতিবিম্বসত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে ভিন্ন, অতএব মিথ্যা। ইহা রজত নহে, মিথ্যাই রজতে আভাত হইতেছিল, রজতের বাধ সর্ব্বত্র প্রতিপন্ন। সুতরাং শুক্তিতে রজত কখনই সত্য নহে। সেইরূপ দর্পণে মুখ নাই। দর্পণের মুখ মিথ্যা, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব প্রতিবিম্বের মিথ্যাত্বই যুক্তিযুক্ত। এস্থলে আচার্য্য প্রকাশাত্মের সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। প্রতিবিম্বের মিথ্যাত্বই যুক্তিযুক্ত। জীবভাব পারমার্থিক দৃষ্টিতে অবশ্যই মিথ্যা। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের অভিন্নতা স্বীকার করা যাইতে পারে না। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ভেদ সর্ব্বজন-গ্রাহ্য।

কর্ম্ম ও সন্ন্যাস—আচার্য্য প্রকাশাত্মের মতে ব্রহ্মবিদ্যায় যজ্ঞাদির বিনিয়োগ আছে। কেহ আপত্তি করিতে পারেন—যজ্ঞাদির

বিনিয়োগ স্বীকার করিলে জ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসের ফলে জ্ঞানলাভ এই শ্রুতিচোদিত মতের বিরোধ হয়। আচার্য্য বলেন—না, তাহা হয় না। যেমন বীজবপনের পূর্ব্বে ভূমিকর্ষণ করিতে হয়; বীজ-বপন সমাধা হইলে আর কর্ষণের আবশ্যকতা থাকে না, এই কর্ষণ ও অকর্ষণের ফলেই শস্য নিষ্পত্তি হয়, সেইরূপ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা বিবিদিষারূপ প্রত্যগাত্মপ্রবণতার উদয় পর্য্যন্তই কর্ম্মানুষ্ঠান এবং তৎপরে সন্ন্যাস। এই প্রকারে কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। ভগবান্‌ও গীতায় বলিয়াছেন—

"আরুরুক্ষো র্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।"

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিকার সুরেশ্বরাচার্য্যও বলিয়াছেন—

"প্রত্যক্‌প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মণ্যাপাদ্যশুদ্ধিতঃ।
কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব।"

ভেদাভেদবাদ-খণ্ডন—ভেদাভেদবাদীর মতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ সম্বন্ধ। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন ইহাই ভেদাভেদবাদীর সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম নিত্য মুক্ত, জীব নিত্য বদ্ধ। আচার্য্য বলেন—ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরোধী। বিরোধী বস্তুর একত্র সমাবেশ অসম্ভব। অভেদ দর্শন করিলে ভেদ দর্শন সম্ভব নহে। ব্রহ্ম ও জীব, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, কার্য্য ও কারণ, বিশিষ্ট স্বরূপ অথবা অংশাংশিভাবাপন্ন নহে। কারণ, কোনও প্রমাণেই ইহা সিদ্ধ হয় না। অন্য কোন প্রকারেই ভেদাভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। "মমৈবাংশো জীবলোকে" ইত্যাদি স্মৃতিবলে অংশাংশিভাব স্বীকৃত হইতে পারে না। যেহেতু, "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্" এই শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। "পাদোঽস্য সর্ব্বভূতান্ ইতি" শ্রুতিও অল্পতামাত্রবিবক্ষায় উক্ত। বিশেষতঃ ঐ বাক্য ব্রহ্মের আনন্ত্য প্রতিপাদনপর। অংশত্ব স্বীকার করিলে ঘটপটাদির

অবয়বের আরম্ভপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, ইত্যাদি। এ হেতু ভেদাভেদবাদ অযৌক্তিক। আচার্য্য প্রকাশাত্ম বলিতেছেন— "কিমাত্মিকেয়ং ভিন্নাভিন্নতা, ন তাবজ্জাতিব্যক্তিগুণগুণিকার্য্যকারণবিশিষ্টস্বরূপাংশাংশিভাবনিবন্ধনা। জীবব্রহ্মণোস্তেষামভাবাৎ প্রকারান্তরেণ ভেদাভেদাদর্শনাৎ। মমৈবাংশো জীবলোক ইতি স্মৃতেরংশাংশিতেতি চেন্ন। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়মিতি শ্রুতিবিরোধাৎ। পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানিতি চাল্পতামাত্রবিবক্ষায়োক্তম্। বাক্যস্য ব্রহ্মানন্ত্যপ্রতিপাদনপরত্বাৎ সাংশত্বেন চ পটাদিবদবয়বারভ্যত্ব-প্রসঙ্গাৎ।" (বিবরণ—বিঃ নঃ সং সিঃ ১৮৯২—২৫৬-২৫৭ পৃঃ)।

ভেদাভেদনিরসন সম্বন্ধে বিবরণকার যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরও ঠিক সেই সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। কেবল যুক্তি নহে, উভয়ের ভাষ্যসাদৃশ্যও অতীব পরিস্ফুট। ভেদাভেদবাদ অনুবাদ করিতে বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি যে ভাষ্য প্রয়োগ করিয়াছেন, বিদ্যারণ্য প্রায় তাহাই লিখিয়াছেন। যুক্তির ভাষাও প্রায় একরূপ।* এতদ্দৃষ্টে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় বিদ্যারণ্য এস্থলে বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছেন।

---

* বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে বিদ্যারণ্য লিখিতেছেন—"অথ কশ্চিদাহ ব্রহ্মণো ভিন্নাভিন্নো জীবঃ। ততশ্চ ব্রহ্মণো নিত্যমুক্ততা জীবস্য নিত্যবদ্ধতা চ ব্যবস্থামশ্নুতে। অত্যন্তাভেদে তু ব্রহ্মৈব স্ব সংসারায় কথং জগদুৎপাদয়েৎ বিরুদ্ধা চ বিশুদ্ধত্বাশুদ্ধতা প্রতিপত্তিরিতি" (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ—বি, ন, সং ১৮৯৩, পৃঃ ২৪১-২৪২) এ অংশে উভয়ের ভাষাই একরূপ, কোন পার্থক্য নাই।

"অত্রোচ্যতে ন তাবজ্জীবব্রহ্মণোর্জাতিব্যক্তিভাবো গুণগুণিভাবঃ কার্য্যকারণভাবো বিশিষ্টস্বরূপত্বমংশাংশিভাবো বা বিদ্যতে মানাভাবাৎ। নচ তদভাবে কশ্চিদ্ভেদাভেদৌ দৃশ্যেতে। মমৈবাংশো জীবলোক ইতি স্মৃতেরংশাংশিতেতি চেৎ ন। নিষ্কলমিতি নিরংশত্বপ্রতিপাদকশ্রুতিবিরোধাৎ। পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানীতি শ্রুতীনামংশাংশিভাবং ব্রূতে কিন্তু ব্রহ্মানন্ত্যপ্রতিপাদনায় জীবস্য

মন্তব্য

অদ্বৈতবাদের ক্ষেত্রে প্রকাশাত্মযতির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কারণ, তাঁহার গ্রন্থের উপর অনেক টীকা রচিত হইয়াছে। অপ্পয়দীক্ষিতও সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে তাঁহার মতবাদ আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য আচার্য্যগণও তদ্বাক্য ও তন্মত উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্ধারিত "মিথ্যাত্বলক্ষণ" সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। ভামতী-সম্প্রদায় যেমন প্রবল, তদ্রূপ পদ্মপাদের সম্প্রদায়ও প্রবল। আর সেই পদ্মপাদের মতের প্রচারকর্ত্তা এই বিবরণকার।

বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতে প্রতিবিম্ববাদি-গণের সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহার মতে ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়, জীব প্রতিবিম্ব। বাচস্পতি প্রভৃতির সিদ্ধান্তে ঈশ্বর ও জীব উভয়ই প্রতিবিম্ব। বাস্তবিক ঈশ্বরভাবও মায়িক, অতএব মিথ্যা। ঈশ্বর প্রতিবিম্ব, বিশেষতঃ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের বিচারে জীবোপহিত অবিদ্যা ও ঈশ্বরোপহিত মায়ার নিবৃত্তি হইলে শুদ্ধ চিৎস্বরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেই অবস্থিতি লাভ হয়। অতএব ঈশ্বর-ভাবও মায়িক; সুতরাং প্রতিবিম্ববাদীদিগের সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

প্রতিবিম্বমিথ্যাত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার মত অসঙ্গত। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব কখনই অভিন্ন নহে। সুতরাং প্রতিবিম্বের সত্যত্ব যুক্তিযুক্ত নহে। প্রতিবিম্বের মিথ্যাত্বপক্ষই যুক্তিযুক্ত। জীবভাব কল্পিত, আরোপিত।

অন্নতামাত্রমাহ" ইত্যাদি (২৪২ পৃঃ) পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের সহিত মিলাইলে সাদৃশ্য পরিস্ফুট হইবে। প্রতীয়মান হয় যেন, বিবরণকারের মতই বিদ্যারণ্য আরও সুস্পষ্ট অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জীবভাবের বাধ হয়। ব্রহ্মস্বভাবে স্থিতিলাভে জীবভাব নিবৃত্ত হয়। আমিত্বের প্রসারে আমিত্বের লোপ হয়। অতএব প্রতিবিম্বের মিথ্যাত্বই সঙ্গত।

প্রকাশাত্মযতির গ্রন্থে ভাবের গভীরতা আছে। দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টিতে গ্রন্থখানি উপাদেয়। শাঙ্করমত অনুধাবনেচ্ছু সযত্নে গ্রন্থখানি পাঠ করিলে অবশ্যজ্ঞাতব্য অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। ভাষ্যটীকা, রত্নপ্রভা ও আনন্দগিরি-টীকা প্রায়শঃই বিবরণের অনুসারী বলিয়া পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন। অতএব ইহার প্রামাণ্য শাঙ্করসম্প্রদায়ে যথেষ্টই বিবেচিত হয়।

শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

(শ্রীমৎ অঘোর শিবাচার্য্য)

অঘোর শিবাচার্য শ্রীকণ্ঠমতাবলম্বী। বেদান্তসূত্রের উপরে তিনি কোন গ্রন্থে লিখেন নাই। কিন্তু মৃগেন্দ্রসংহিতার ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। শৈবমতে তাঁহার প্রামাণিকতা অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরও স্বকৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে শৈবদর্শন প্রসঙ্গে অঘোর শিবাচার্য্যের মত প্রামাণিকরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বিবৃতং চাঘোরশিবাচার্য্যেণ, পুর্য্যষ্টকং নাম প্রতি-পুরুষং নিয়তঃ স্বর্গাদারভ্য কল্পান্তং মোক্ষান্তং বা স্থিতঃ পৃথিব্যাদি-কলাপর্য্যন্তস্ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মকঃ সূক্ষ্মো দেহঃ।" (১৩৮ পঙ্‌ক্তি। ৮৪ পৃঃ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—পূণা সংস্করণ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।)

শ্রীকণ্ঠের সময় হইতে শৈববাদের প্রচার নবজীবন লাভ করিয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে অঘোরশিবাচার্য্য সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া শৈবাগমের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের—

বেদান্তদর্শনের সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ না লিখিলেও শৈবাগমের বিস্তৃতিসাধন করায় তাঁহাকে বৈদান্তিক আচার্য্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

একাদশ শতাব্দী

একাদশ শতাব্দীতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতের অভ্যুদয় হইয়াছে। এই শতাব্দীতে রামানুজের মনীষা দার্শনিকক্ষেত্রে নবভাবের সূচনা করিয়াছে। ধর্ম্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে ঘাতপ্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের জাতীয় জীবনেও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়াছে। বৈষ্ণব ও শৈব মত স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে যত্নবান্। একটা জীবনের চিহ্ন সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত। রামানুজের আবির্ভাবের ফলে দক্ষিণ ভারতে শাঙ্করমতের প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই দক্ষিণভারতে স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। দক্ষিণদেশে শৈব ও বৈষ্ণবগণ এখনও বিবাহসূত্রে পর্য্যন্ত আবদ্ধ হয় না। রামানুজের সময় যাহা দার্শনিক যুদ্ধ ছিল, তাহাই পরবর্ত্তী কালে সামাজিক-যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে, ইহাই কালের ধর্ম্ম।

একাদশ শতাব্দীতে হইতেই বৈষ্ণব মতের প্রাবল্য আরম্ভ হইয়াছে। আচার্য্য নিম্বার্ক ও রামানুজের আবির্ভাবের ফলে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। নিম্বার্কের 'মত' তত প্রসার লাভ না করিলেও, দক্ষিণ ভারতে রামানুজের 'মত' শৈব ও শাঙ্করমতের বিরুদ্ধে যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জ্ঞানবাদের স্থলে ভক্তিবাদের সমাদর কতকটা

হইয়াছে। ইহার পর শতাব্দীতে মধ্বাচার্য্যও এই ভক্তিবাদে প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। রামানুজ প্রভৃতি ভক্তিবাদের নবযুগের অগ্রদূত। এই শতাব্দী হইতেই বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের আবির্ভাবের সূচনা হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদের ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভিতর তাহাদের মতবাদ প্রচারিত করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। ইহাই হইল একাদশ শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বাদশ শতাব্দী

একাদশ শতাব্দী হইতে বৈষ্ণবমতের প্রচার বৃদ্ধি পাইল। দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবমতের একটী সম্প্রদায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই শতাব্দীতে রামানুজমতে কোনও আচার্য্যের আবির্ভাব বোধহয় হয় নাই। রামানুজাচার্য্য এই শতাব্দীর প্রথম ভাগ—অর্থাৎ ১১৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরেও সুদর্শন ব্যাসভট্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কোনও আচার্য্য রামানুজ-মতবাদ প্রপঞ্চিত করিতে যত্নবান্ হন নাই। সুদর্শন ব্যাসভট্ট বা সুদর্শনাচার্য্য আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সময় নিহত হন। কর্ণাট ও মালাবার প্রদেশ ১৩১০ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিনকর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। এই সময়ে সুদর্শনাচার্য্যের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথের নিকট স্বীয় টীকা শ্রুতপ্রকাশিকা রাখিয়া যান। তাহা হইলে সুদর্শনাচার্য্যের স্থিতিকাল ১৩শ শতাব্দী হইতে ১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথও ১৩শ—১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন; অতএব দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজের তিরোভাবের পরে

আর রামানুজ-দর্শনের ক্ষেত্রে কোনও নূতন আচার্য্য গ্রন্থাদি লিখেন নাই। রামানুজ-মতে কোনও গ্রন্থাদি বিরচিত না হইলেও বৈষ্ণব-মতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। দ্বৈতাদ্বৈত-বাদী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পুরুষোত্তমাচার্য্য এবং দেবাচার্য্য দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এই শতাব্দীতে অদ্বৈতমতে আবার নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। আচার্য্য ভগবান্ শঙ্করের পরে বোধ হয় এইরূপ পরমত খণ্ডন ও স্বমত স্থাপনের চেষ্টা আর হয় নাই। শ্রীহর্ষমিশ্র এই শতাব্দীতে আপনার অসাধারণ ও অতিমানুষ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। কবিতার্কিককেশরী শ্রীহর্ষ একাধারে মূর্ত্তিমান্ কবি ও দার্শনিক। বাচস্পতি মিশ্র শাঙ্করভাষ্যের ভামতী টীকা প্রণয়ন করিয়া অমর হইয়াছেন। আর শ্রীহর্ষমিশ্র "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" প্রণয়ন করিয়া চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের পরে এরূপ প্রমেয়বহুল গ্রন্থ আর বিরচিত হয় নাই। শাঙ্করমত যুক্তিবলে এরূপ নিপুণতার সহিত আর কেহই স্থাপিত করেন নাই। বিচারের তীক্ষ্ণতায়, চিন্তার গভীরতায় ও জ্ঞানের প্রগাঢ়তায় শ্রীহর্ষমিশ্র দার্শনিক ক্ষেত্রে অসাধারণ।

কেবল শ্রীহর্ষমিশ্র নহেন। অদ্বৈত মতের অন্যান্য আচার্য্যগণও এই শতাব্দীতে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অদ্বৈতানন্দ "ব্রহ্মবিদ্যাভরণ"-নামক বৃত্তি প্রণয়ন করিয়া অদ্বৈতমত দৃঢ়ভিত্তিতে সংবদ্ধ করিয়াছেন। আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য্যও "ন্যায়মকরন্দ" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া শাঙ্করমতের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের ক্ষেত্রেও লীলাবতীকার বল্লভাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে। এই লীলাবতীকারের মত খণ্ডন করিবার জন্যই ১৩শ শতাব্দীতে চিৎসুখাচার্য্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা, তার্কিকচূড়ামণি, প্রতিভার আকর, গঙ্গেশোপাধ্যায়

দার্শনিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। গঙ্গেশ নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিলে চিৎসুখাচার্য্য এই ১৩শ শতাব্দীতেই নব্যন্যায়ের উপর আক্রমণ করেন।

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই শতাব্দী সন্ধিক্ষণ। এই শতাব্দীতেই মুসলমান আক্রমণে হিন্দু-ভারত বিধ্বস্ত হইয়াছে। রাজনৈতিকক্ষেত্রেও যেমন যুদ্ধের সূচনা, দার্শনিকক্ষেত্রেও তেমনই যুদ্ধের সূচনা। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরভারত মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হয়। দিল্লী, কনোজ, বেহার প্রভৃতি ভূভাগ মহম্মদঘোরির করতলগত হইল। দার্শনিকক্ষেত্রেও শাঙ্করমত দেবাচার্য্য ও ন্যায়াচার্য্যগণের আক্রমণে আক্রান্ত হইল। অবশ্যই ভারত-ভাগ্য ও শাঙ্করমতের ভাগ্য সমান হয় নাই। উত্তর ভারত বিজিত হইল, কিন্তু শাঙ্করমত দিগ্‌বিজয়ী বীরের মত আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইল। আক্রমণের ফলে শাঙ্করমত আরও সুদৃঢ় যুক্তিবলে আপন সিংহাসন অনতিক্রম্য করিয়া তুলিল। দক্ষিণ ভারত আরও শতাব্দীকাল স্বাধীনতার লীলানিকেতন ছিল। ১৩২২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত দক্ষিণ ভারতও মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনেও দার্শনিকতার হ্রাস হয় নাই। তাহার এক কারণ, রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনেও সমাজশৃঙ্খলা অটুট ছিল। দ্বিতীয় কারণ, ভারতীয় সমাজের দার্শনিকপ্রবণতা। দার্শনিক প্রবণতার দোষ গুণ উভয়দিক্‌ই আছে। প্রবণতার ফলে দার্শনিক রাজ্যে নব নব চিন্তার উন্মেষ হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক উপাদান অনেকটা পরিমাণে কলুষিত হইয়াছে। শিল্পী তাহার গৃহকোণে বসিয়া শিল্পচর্চ্চায় দিন অতিবাহিত করিয়াছে। দার্শনিকও তাহার চিন্তার নিভৃত গৃহে আপন মনে, বিশাল অধ্যাত্মরাজ্যের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে সমাধিস্থ। বাহিরের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, সৈন্যের কলকোলাহল, রাজ্য ও রাজধানীর ভাগ্যবিপর্য্যয়, দার্শনিকের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করে নাই। জর্ম্মান

দার্শনিক হেগেল (Hegel) যেমন জেনার যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিকটে থাকিয়াও গ্রন্থ লিখিতে তন্ময়, ভারতের দার্শনিকগণ স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই ঐরূপ তন্ময়তায় ডুবিয়া ছিলেন। ইহার ফলে দার্শনিকতার বিকাশ হইলেও রাজনৈতিক জীবন দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।

একাদশ শতাব্দীতে শাঙ্করমতের বিপক্ষে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহাই দ্বাদশ, ত্রয়োদশ প্রভৃতি শতাব্দীতে আরও তীব্রতর হইয়াছে। শাঙ্কর মতের উপর রামানুজের গ্রন্থে প্রচ্ছন্ন বঙ্কিম কটাক্ষ থাকিলেও নিন্দাসূচক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ নামকরণ হয় নাই। স্থলবিশেষে রামানুজ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। অবশ্যই দার্শনিকের পক্ষে ইহা ক্ষমার্হ। দার্শনিক সমাজহিত-চিকীর্ষু হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে এরূপ কঠোর ভাষা প্রয়োগ দোষাবহ নহে বলিলেও চলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্বাচার্য্য শাঙ্করমতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদরূপে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ দশম শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্যও শাঙ্করমতকে মহাযানিক বৌদ্ধবাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। বোধ হয় সেই সময় হইতেই এরূপ নিন্দাসূচক বাক্যের সূত্রপাত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব সম্প্রদায় শাঙ্করমতের উপর তীব্র ও সুতীক্ষ্ণ বঙ্কিম কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই।

যাহা হউক, এইরূপ ভক্তিবাদ দেশে বিস্তারলাভ করায়, জাতীয় জীবন যে কতকটা পরিমাণে দুর্ব্বল ও মলিন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধসময় হইতেই ভারতে কর্ম্মকুণ্ঠা, স্বতন্ত্রতা (Isolation), আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা ও সম্মিলনশক্তির অভাবের সূত্রপাত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাবে আবার সম্মিলন বা প্রতিষ্ঠানশক্তির পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু বৈষ্ণবমতের প্রসার হইতে থাকায়, সমাজের নিম্নস্তরেও অমানুষিক দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিল। ভক্তিবাদের একটা মহান্ দোষ এই যে, লোককে কতকটা পরিমাণে দুর্ব্বল করিয়া তোলে। জ্ঞান-বিহীন ভক্তির এই

দোষ সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। তরল নেশার মত ঐরূপ ভক্তিতে শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা আনে। ঐন্দ্রিয়িক আনন্দের জন্য ব্যস্ত থাকায় একপ্রকার আধ্যাত্মিক তামসিকতারও সৃষ্টি হয়। ভারতে বৌদ্ধবাদ যে সর্ব্বনাশের সূচনা করিয়াছিল, বৈষ্ণববাদ তাহাতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছে। মানুষকে একেবারে অসার ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। দীনতা, নির্ভরতা প্রভৃতির অমানুষিক অত্যাচারে জাতীয় জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। পুরুষকারের স্থলে দৈবরূপী অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। জাতির আত্ম-বিশ্বাস ক্ষীণ হইয়াছে। দীনতার ফলে হীনতা আসিয়া জাতিকে অপদার্থ করিয়াছে। চটুল, তরল, আমোদে কঠিন কঠোর সামাজিক কর্ত্তব্যের বিস্মৃতি ঘটিয়াছে ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ভারতের অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধিৎসুগণ, বৌদ্ধবাদে ও বৈষ্ণবমতের তথাকথিত ভক্তিবাদে অধঃপতনের কারণ খুঁজিয়া পাইবেন। আত্মবিশ্বাসহীন নির্ভরবাদী জাতি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যায়, ইহা সনাতন সত্য। *

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

(শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ)

আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীনিবাস দ্বৈতাদ্বৈতবাদের পুনঃপ্রবর্ত্তক। নিম্বার্কের প্রচেষ্টাই শ্রীনিবাস ফলবতী করিয়া তোলেন। পুরুষোত্তমাচার্য্য তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়াই দ্বাদশ শতাব্দীতে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দেন পুরুষোত্তম স্বীয় গ্রন্থ—"বেদান্তরত্ন-

* অবশ্য ইহা ভক্তিবাদের বিকৃতির ফল। ভক্তিবাদ অনধিকারীর হস্তে পতিত হইয়া এইরূপ ফল ফলিয়াছে। ইহাই স্বামীজীর বক্তব্য বলিয়া বোধ হয়। "বর্ণাশ্রমচারবতা পুরুষেণ পুরঃপুমান্" এই বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক রামানুজাচার্য্যও মান্য করিয়াছেন। প্রকৃত ভক্তি ও জ্ঞান-অভিন্ন। (সং)

মঞ্জুষায়” নিম্বার্কমতের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। শ্রীমৎ দেবাচার্য্য পুরুষোত্তমের গ্রন্থ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তাহার পরিচয় স্বীয় বৃত্তি “সিদ্ধান্ত-জাহ্নবী”তে তিনি দিয়াছেন। পুরুষোত্তমের জন্মস্থান ও জীবনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। “বেদান্তরত্নমঞ্জুষা”ই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত। দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য। “বেদান্তরত্নমঞ্জুষা” কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্বার্কচোর্য্যের শ্লোক শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য বেদান্তরত্নমঞ্জুষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একটী শ্লোক * দেবাচার্য্য স্বীয় বৃত্তি “সিদ্ধান্তজাহ্নবীতে” উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকে নিম্বার্ক জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। জীবের মুক্তি ভগবানের প্রসাদলভ্য। জীব অণু, শরীরের সহিত বিযুক্ত হইলেই জীবের মুক্তি হয়। জীবন্মুক্তি তাঁহার অভিমত নহে। জীবের জ্ঞাতৃত্ব আছে। জীব প্রতিশরীরে ভিন্ন। জীব অনন্ত। পুরুষোত্তমাচার্য্যেরও ইহাই অভিমত। তিনি ব্যাখ্যাকল্পে নিম্বার্ক-মতেরই অনুবাদ করিয়াছেন। দ্বৈতাদ্বৈতপর এই ব্যাখ্যা মনোজ্ঞই হইয়াছে। নিম্বার্কের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পুরুষোত্তমাচার্য্য বিশেষ কৃতিত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। পুরুষোত্তমাচার্য্যের মত নিম্বার্কের অনুরূপ, অন্য কোন বিশেষত্ব নাই।

* “জ্ঞানস্বরূপং চ হরেরধীনং শরীরসংযোগবিয়োগযোগ্যম্।
অণুং হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ ॥”

অদ্বৈতবাদ

আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈতানন্দ বোধেন্দ্র (১২শ শতাব্দী)

(জীবন চরিত)

আচার্য্য অদ্বৈতানন্দ জন্মভূমি দক্ষিণ ভারতে কাবেরী নদীর তীরে। ইহার পিতার নাম প্রেমনাথ। কৌণ্ডিণ্য গোত্রে ইহার জন্ম। ইহার মাতার নাম পার্ব্বতীদেবী। পিতা অতিশয় ভক্ত ছিলেন। পঞ্চনদ নামক জনপদে এই আচার্য্যের জন্ম হয়। ইহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম সীতাপতি। ইনি স্বীয় গ্রন্থ শান্তিবিবরণে নিজের পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"জপ্যেশস্য কৃপাভরাৎ সমুদভূদ্ যঃ পার্ব্বতীগর্ভতঃ
প্রেমেশস্য সুতঃ শ্রুতিপ্রবচনে ধীরঃ স সীতাপতিঃ।
আদেশাদ্ গুরুচন্দ্রচূড়যমিনঃ সর্ব্বজ্ঞপীঠৌ বিভো-
রাধত্তে কিল শান্তিবাকনবকব্যাখ্যাং সুখখ্যাতয়ে ॥

ইনি সপ্তদশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। ইহার গুরুর নাম ভূমানন্দ সরস্বতী বা চন্দ্রশেখরেন্দ্র সরস্বতী। গুরু কাঞ্চীর শারদামঠের (কামকোটী পীঠের) অধ্যক্ষ ছিলেন। গুরু তাহাকে মঠাধীশ নিযুক্ত করিয়া বারাণসী ধামে প্রস্থান করেন। আচার্য্য অদ্বৈতানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই ন্যায় ও মীমাংসাদর্শনে [illegible]ী হইয়াছিলেন। গুরু বারাণসী গমন করিলে তিনি রামানন্দ সরস্বতীর নিকটে অধ্যয়ন করিয়া অদ্বৈতবিদ্যায় পারদর্শী হন। শারীরকসূত্র-ভাষ্যের উপদেশ, রামানন্দ সরস্বতীই তাহাকে প্রদান করেন। অদ্বৈতমত অধিগত হওয়ায় তিনি আসেতুহিমাচল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। স্বীয় গুরুর পরিচয় "শান্তিবিবরণের" সমাপ্তিবাক্যে প্রদান করিয়াছেন।

ভূমানন্দপরাভিধানবিলসচ্ছ্রীচন্দ্রচূড়াশ্রমি
প্রেক্ষাঽবাপ্তসমস্তবিৎপদতয়া শ্রীকামকোটীশ্বরঃ।
ব্যাখ্যায়াখিলশান্তিবাকমচিরাদাস্তায় দিব্যং পদং
দত্তে প্রত্যরুণাচলং স্বগুরবে নাম্নাস্থ ভূম্নাঙ্কিতম্।

আচার্য্য অদ্বৈতানন্দের অন্য নাম চিদ্‌বিলাস ও আনন্দ-বোধাচার্য্য। ইনি খণ্ডনখণ্ডখাদ্যকার শ্রীহর্ষের সমসাময়িক। "পুণ্যশ্লোকমঞ্জরী"তে ইঁহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। পুণ্যশ্লোক-মঞ্জরীতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি শ্রীহর্ষ মিশ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

"প্রেমেশস্য পিনাকিনীতটভুবঃ শূন্মঃ স সীতাপতিঃ
স্নাত্বা সপ্তদশায়রাশ্রনমঠাৎ শ্রীচন্দ্রচূড়ান্মুনেঃ।
খণ্ডংখণ্ডমখণ্ডখণ্ডনকৃদাদ্যোর্দ্দিণ্ড্যমুদণ্ডবা-
গাচার্য্যাস্ত্রিরহিস্ততা জলনিধিং বিব্রক্ স বিশ্বম্ভরাম্॥
বাগ্‌বর্যৈ বিশদয্য বিশ্বমভিতোঽদ্বৈতং বিদাং সম্মতং
সিদ্ধার্থিন্যপি হায়নে শুচিদশম্যহ্নশ্চিতশ্চিৎসভাম্।
অর্চ্চন্নেব সমুক্তিলিঙ্গমদধাদন্তঃসমন্তাচ্ছ্রিতে—
য়াসীদ সত্ত্বপি চিদ্বিলাস নিয়মী চিদ্ব্যোম্নি সাক্ষাদসৌ॥"

পুণ্যশ্লোকমঞ্জরীর এই শ্লোকে দেখিতে পাই খণ্ডনখণ্ডনকৃৎকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন, সদাশিবেন্দ্রও "গুরুরত্নমালিকা"য় লিখিয়াছেন—

"অভিচারকগুপ্তবাদবাদি প্রভুহর্ষাদিপরাভবাগ্রভূমিম্।
কলয়ে হৃদি সংশ্রিতং স্বভাসা বিলয়ং চিদ্বিয়তীহ চিদ্বিলাসম্॥"

এস্থলে সদাশিবেন্দ্র বলিতেছেন—অভিনবগুপ্তাচার্য্য ও শ্রীহর্ষমিশ্রকে এই আচার্য্য পরাভূত করিয়াছিলেন। পুণ্যশ্লোক-মঞ্জরীতেও শ্রীহর্ষের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু অভিনবগুপ্ত ও অদ্বৈতানন্দ (চিদ্বিলাস) সমসাময়িক হইতে পারেন না। চিদ্বিলাস ৪২৬৮ কল্যব্দে অর্থাৎ ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে কামকোটী পীঠের অধীশ্বর হন

এবং ৪৩০১ কল্যব্দ অর্থাৎ ১১৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পীঠের অধীশ্বর ছিলেন। অভিনবগুপ্তের স্থিতিকাল একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। অতএব উভয়ের সমকালিকত্ব অসম্ভব। পুণ্যশ্লোকমঞ্জরীর ও সদাশিবেন্দ্রের বাক্যের ঐ অংশ ঐতিহাসিক নহে। শ্রীহর্ষের পরাজয় সম্বন্ধেও সন্দেহের কারণ যথেষ্ট আছে। শ্রীহর্ষ নিজেও অদ্বৈতবাদী এবং শঙ্করের অনুবর্ত্তী। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য জগতের বস্তুজাতের মিথ্যাত্বই নিরূপণ করিয়াছে।

অদ্বৈতবাদী অদ্বৈতানন্দের সহিত শ্রীহর্ষের বিরোধের বা বিচারযুদ্ধের কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ শ্রীহর্ষ অদ্বৈতানন্দকে সম্মানের চক্ষুতে দেখিতেন এবং সন্ন্যাসী বলিয়া গুরুর ন্যায় ভক্তিও করিতেন। উভয় উভয়ের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ছিলেন। শ্রীহর্ষও চিদ্বিলাস বা অদ্বৈতানন্দের নাম ও পণ্ডিতগণের পরাজয়ের উল্লেখ, স্বকৃত "স্থৈর্য্যবিচারণ" প্রকরণে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই—

"তৈস্তৈর্দুর্যন্ত্রমন্ত্রৈরপি বুধজনতাগাধ-বোধাপমৃত্যোঃ
কৃত্যোদ্যৎক্রূরধারাপরুষতরমতেগুণ্ঠনায়ঃ শরারোঃ।
চেষ্টাবিষ্টম্ভকানাং প্রতিবিবুধসভোৎখাতজৈত্রধ্বজানা-
মাজ্ঞানজ্ঞানভাজাং বিভবমভিদধে চিদ্বিলাসাখ্যভূম্নাম্॥"

এই স্থলেও স্বীয় পরাজয়ের কোনও উল্লেখ করেন নাই, কেবল বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতগণকে চিদ্বিলাসাচার্য্য যে পরাজিত করিয়াছিলেন, ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যত্রও শ্রীহর্ষ লিখিয়াছেন—

"ক্ষোণীস্ত্রীমণিরত্নকাঞ্চীবিকচৎকাঞ্চীপত্তোত্থৎস
শ্রীকাজাসনবাসবাসিতগতাসম্বোঽপ্যপত্বচ্যবঃ।
প্রস্ফূর্জ্জচ্চিদচিদ্বিলাসবহুমাসোমার্দ্ধচূড়ালয়ো-
রৈক্যোক্তাবিহ ভারতীং মদয়তাং শ্রীচিদ্বিলাসোঽয়ম্॥"

এস্থলেও স্বীয় পরাজয়ের কোনও উল্লেখ নাই। কেবল সম্মানের ভাব পরিস্ফুট। আমাদের বিবেচনায় উভয়ই সমসাময়িক,

উভয় উভয়কে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং শ্রীহর্ষ চিদ্বিলাসকে সন্ন্যাসী বলিয়া অধিকতর সম্মান করিতেন। শ্রীহর্ষ রাঠোররাজ কান্যকুব্জেশ্বর জয়চাঁদের সমসাময়িক। জয়চাঁদ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হন। জয়চাঁদ শ্রীহর্ষকে পাণ্ডিত্যের জন্য সম্মানও করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের সমাপ্তিশ্লোকেও তৎপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—"তাম্বুলদ্বয়মাসনং চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ।" ১১৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চিদ্বিলাস পীঠাধীশ ছিলেন ; অতএব উভয়ের সমকালীনতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় ; কিন্তু শ্রীহর্ষের পরাজয় স্বকপোলকল্পিত।

চিদ্বিলাস যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন ও অনেক পণ্ডিতবর্গকে বিচারযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন তাহা শ্রীহর্ষের বিবরণ হইতেও পাওয়া যায়। তিনি রামানন্দ স্বামীর নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। রামানন্দমুনির প্রতি অগাধ ভক্তির পরিচয় তিনি তাঁহার 'ব্রহ্মবিদ্যাভরণের' আরম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে প্রদান করিয়াছেন—

> "স্বানন্দাম্বুধিমগ্নচিত্তমনিশং নির্ধূতমায়ামলং
> কারুণ্যার্জবশান্তিসৌরভমমুং দেব্যা গিরাং সেবিতম্।
> রামানন্দমুনিং মুনীন্দ্রনিকরৈরাসেবিতং সর্ব্বদা
> চিত্তে সঙ্কলয়ামি বেদশিরসস্তত্ত্বাববোধাপ্তয়ে॥"

চিদ্বিলাস বা অদ্বৈতানন্দ তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১ম—শান্তিবিবরণ, ২য়—ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, ৩য়—গুরুপ্রদীপ। চিদ্বিলাসের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় ব্রহ্মবিদ্যাভরণে পরিস্ফুট। তিনি সপ্তদশবৎসরে সন্ন্যাস-গ্রহণ ও মঠের সর্ব্বাধীশ্বর হন। ৩৩ বৎসরকাল এই পীঠের অধ্যক্ষ থাকেন, এবং ৫০ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সমাধি গ্রহণ করেন।

গ্রন্থের বিবরণ

আচার্য্য অদ্বৈতানন্দের গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাভরণই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা সর্ব্বত্রই সমাদৃত। এবিষয়ে কিম্বদন্তীও আছে—

"আনন্দবোধাচার্য্যকৃতাঃ প্রবন্ধাঃ পারপ্রকাশং ন গতাবুধানাং।
যদ্‌ব্রহ্মবিদ্যাভরণামৃতাব্ধৌ মগ্না ন পশ্যন্তি পরং প্রবন্ধম্‌॥"

ব্রহ্মবিদ্যাভরণ—ইহা ব্রহ্মসূত্রের চতুরধ্যায়ের ব্যাখ্যা এবং ইহাকে শাঙ্করভাষ্যের বৃত্তিরূপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী বুঝিতে ব্রহ্মবিদ্যাভরণ সাহায্যকারী। গ্রন্থখানি কুম্ভঘোণ (Kumbokonum) অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। হরিহর শাস্ত্রীর সম্পাদনায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকটী সায়নাচার্য্যের বেদভাষ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার প্রথম শ্লোকটী এই—

"বাগীশাদ্যাস্সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যু স্তং নমামি গজাননম্‌॥"

সায়নাচার্য্য অদ্বৈতানন্দের পরবর্ত্তী। হইতে পারে অদ্বৈতানন্দের শ্লোকটীই তিনি স্বীয় গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

শান্তি বিবরণ—শান্তিবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানা যায় না। বোধ হয় দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হয় নাই, দক্ষিণ ভারতে তামিল বা তেলেগু অক্ষরে প্রকাশিত হইতে পারে।

গুরুপ্রদীপ—ইহা অপ্রকাশিত, গ্রন্থও সমধিক প্রসিদ্ধ নহে।

মতবাদ

আচার্য্য অদ্বৈতানন্দের মতবাদ শাঙ্করমতের অনুরূপ। তিনি শাঙ্করমতের ব্যাখ্যাকর্ত্তা মাত্র। অনেক স্থলেই বাচস্পতির অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অন্যান্য আচার্য্যগণ হইতে কোন কোনও স্থলে বিশেষত্ব আছে, কিন্তু মতবাদে কোনও পার্থক্য নাই। ভাষ্যের চতুঃসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বিদ্যারণ্য ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারের সামান্য পার্থক্য আছে, কিন্তু মূলতঃ কোনও পার্থক্য নাই। কেবল ব্যাখ্যার প্রকারভেদ মাত্র। "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রের সমন্বয় শব্দের ব্যাখ্যাকল্পে বিদ্যারণ্য বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহে এইরূপ বিবৃতি করিয়াছেন—অন্বয়ে সম্যক্‌ত্ব অর্থাৎ ইতরবৈলক্ষণ্যে অর্থপ্রতিপাদকত্বই সমন্বয়ত্ব। "গামানয়" এই শব্দে ক্রিয়াকারক সংসর্গ প্রতিপাদন করে "উদ্ভিদা যজেতেতি" এই স্থলে উদ্ভিদ্ ও যাগের একার্থতা থাকিলেও নিয়োগের আকাঙ্ক্ষা আছে। "নীলমুৎপলমিত্যাদি" বাক্যেও গুণগুণি ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে। একার্থপ্রতিপাদক অন্যশব্দে লিঙ্গ ও সংখ্যা অবর্জ্জনীয় কিন্তু বেদান্ত-বাক্য, সংসর্গ, সাকাঙ্ক্ষা, ভেদাভেদ, লিঙ্গসংখ্যা প্রভৃতি প্রতিপাদন করে না, পরন্ত অভিধাবৃত্তির বলে অথবা লক্ষণাদ্বারা অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মকেই জগৎকারণ সামান্যানুবাদে প্রতিপাদন করে। অতএব ইতর-বিলক্ষণ সংসর্গ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিলক্ষণরূপে অর্থপ্রতিপাদকত্বই সমন্বয়ত্ব। বেদান্তবাক্যের সমন্বয়ের তাৎপর্য্য এই। আচার্য্য অদ্বৈতা-নন্দ আবার অন্যরকমে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে তৎপ্র-তীত্যুদ্দেশকত্বই সম্যক্‌ত্ব। তৎপ্রতীতি উদ্দেশেই সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। উপক্রম উপসংহার প্রভৃতি লিঙ্গদ্বারাই অদ্বিতীয় পরমাত্মায় বেদান্তবাক্য সকলের তাৎপর্য্য নির্ণীত হয় *।

---

* তিনি ব্রহ্মবিদ্যাভরণে লিখিয়াছেন—

"সং শব্দস্তাৎপর্য্যার্থকঃ। তাৎপর্য্যং দ্বিবিধম্। অস্মাচ্ছব্দাদেতদর্থবোধো

সবিশেষ ব্রহ্মবাদিগণের যুক্তি উত্থাপন করিয়াও ইনি খণ্ডন করিয়াছেন। সবিশেষ ব্রহ্মবাদীর মতে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদি" বাক্যবলে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। যেহেতু "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ", "সন্মূলা সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" ইত্যাদি উপক্রম ও উপসংহার বাক্য সকল সবিশেষ ব্রহ্মপর। জগতের নিয়মনরূপব্যাপার শাসনকর্ত্তৃত্ব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের পক্ষে সম্ভব নহে। শ্রুতি জীবকে প্রজা বলিয়াছেন। প্রজারূপ জীব ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের মূলমূলিভাবও অসম্ভব।

উদ্দালক ও শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে "তৎ সত্যং" প্রভৃতি প্রশ্নপ্রতিবচনবলে যে প্রপঞ্চের সত্যত্ব ও জীবের নানাত্ব সমর্থিত

ভবন্ধিতি বক্তৃবিবক্ষারূপং গুণপ্রধানপদার্থসাধারণম্। অপরং তু তৎপ্রতীত্যুদ্দেশকত্বরূপং প্রধানপদার্থসাধারণম্ যথা কৃৎস্নস্ত দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণস্ত 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেতেতিবাক্যপ্রতিপাদ্যায়াং ভাবনায়াম্। তেন হি বাক্যেন দর্শপূর্ণমাসনামকৈর্যাগৈর্যথা স্বর্গো ভবতি, তথা ব্যাপ্রিয়েতেতি প্রতিপাদিতে যাগকরণকস্বর্গভাব্যকব্যাপারস্ত সামান্তেন জাতাং প্রতীতিং স্বকার্য্যভূতাং প্রবৃত্তিঃ জনয়িতুং ভাবনাবিশেষমপেক্ষমানামঙ্গানি বাক্যানি ভাবনাবিশেষরূপং সমর্পয়ন্তি। স্বজন্যাবান্তরবাক্যার্থজ্ঞনাদ্বারা তামুপকুর্ব্বন্তীতি যাগকরণকভাবনাপ্রতীত্যুদ্দেশ্যত্বং কৃৎস্নস্য বাক্যস্তেতি দ্বিবিধে তাৎপর্য্যে আদ্যস্য তাৎপর্য্যস্যান্বয়াদিত্যেব লাভে সংশব্দো ব্যর্থঃ স্যাদিতি দ্বিতীয়মেব তাৎপর্য্যং সংশব্দেন বিবক্ষিতম্। প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবো হি বাক্যস্যার্থেনান্বয়ঃ। যত্র বক্তুর্নবিবক্ষা ন তত্র বাক্যস্য প্রতিপাদকতা। তথাচ তৎপ্রতীত্যুদ্দেশেন প্রতিপাদকত্বাদিতি হেতুভাগার্থঃ। এতাদৃশতাৎপর্য্যং কথং ব্রহ্মণীত্যাশঙ্ক্য উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে। ইতি অভিযুক্তপ্রসিদ্ধতাৎপর্য্যলিঙ্গেষু 'গতিসামান্যাদিতি সূত্রোক্তং নানাশাখাস্বেকেনৈব রূপেণ প্রতিপাদনাত্মকমভ্যাসা বিশেষং দর্শয়তি।' (ব্রহ্মবিদ্যাভরণম্—অদ্বৈতমঞ্জরী সং—৯৭ পৃঃ)

হইয়াছে, তাহাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদে অনুপপন্ন। "তত্ত্বমসি" বাক্যের তাৎপর্য্য—"ব্রহ্মণে ত্বা মহসে আত্মানং যুঞ্জীত" এই শ্রুতি অনুসারে নির্ণয় করিতে হইবে। ঐ মহাবাক্যের তাৎপর্য্য "তস্যৈ ত্বং"। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই শ্রুতিবলে ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য "তস্মাত্ত্বং"। "স কারণং করণাধিপাধিপঃ" এই শ্রুতি বলে "তস্য ত্বম্" এবং "সন্মূলাঃ সোম্যেতি" শ্রুতি অনুসারে তত্ত্বমসি বাক্যের তাৎপর্য্য "তস্মিন্ ত্বং"। "যস্যাত্মা শরীরমিতি" শ্রুতিসিদ্ধ শরীরশরীরিভাব অনুসারে, আমি মনুষ্য এইরূপ ভাবে সামানাধিকরণ্যে "তত্ত্বমসি" বাক্যের ব্যাখা করিতে হইবে। যদিও এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা কার্য্যস্বরূপ বিশেষে সার্থক ইহা বলা যায় না; কারণ ব্রহ্মকে জানিলেও বিশেষাকারে কার্য্যবিজ্ঞান জন্মে না। তথাপিও তত্তদবস্থাবিশেষবিশিষ্ট কারণস্বরূপই কার্য্য, ইহা আরম্ভনাধিকারে নির্ণীত হইয়াছে। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন, ইহা অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মকে জানিলে উপাদানরূপে কার্য্যানুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মাকারও বিদিত হয়। অতএব একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা সদ্‌ব্রহ্মের উপাদানতাপর। বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় করিলে ব্রহ্মের উপাদানত্ব যুক্তিযুক্ত হয় না, "যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেনেতি" দৃষ্টান্তে পরিণামি উপাদান গ্রহণে তাহার পরিণামি উপদানত্বই জানা যায়। এই প্রকারে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মই বেদান্তপ্রতিপাদ্য। অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ পরমাত্মায় বেদান্তবাক্যের সমন্বয় নহে। আচার্য্য অদ্বৈতানন্দ এইরূপ যে সবিশেষব্রহ্মবাদিগণের মত, তাহা অনুবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। আচার্য্য বলেন—অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য। "উত তমাদেশ" এ স্থলে আদেশ শব্দের অর্থ উপদেশ। উপদেশত্ব উপদেশমাত্রগম্যত্ব, অতএব নির্ব্বিশেষে উপপত্তি হইতে পারে। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" এই উপসংহার বাক্যও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলেই সঙ্গত হয়। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" এই স্থলেও নিষ্প্রপঞ্চাত্মত্বই নির্দ্দিষ্ট বা উপলক্ষিত হইয়াছে। এ স্থলে

"সৎ" শব্দটী সত্তাশ্রয়রূপে "ইদং" পদার্থে পর্য্যবসিত নহে। ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত। গীতায়ও আছে "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"। "সন্মূলাঃ সোম্য" ইত্যাদি স্থলেও সৎশব্দে ব্রহ্মেরই পরামর্শ হইয়াছে। এই সৎশব্দ সবিশেষপর এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনও হেতু নাই। "সৎ" এই বাক্যের উপক্রমে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই বিশেষণে নির্ব্বিশেষ বস্তুকেই নির্দ্দেশ করিয়াছে। অন্য শ্রুতির "আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ" এই বাক্যে সৎশব্দের স্থানে আত্মশব্দের প্রয়োগও সঙ্গত হয়। একমাত্র সৎই ছিলেন—"সদেব" কথা প্রয়োগে প্রলয়ের নিরূপণ হওয়ায় প্রলয়কালের আধেয়ভূত সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের বস্তুসত্তা "নেতি নেতি" বাক্যবলে নিরাকৃত হইয়াছে। প্রলয়ের উপক্ষেপের তাৎপর্য্য প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন। সৃষ্টি উপক্ষেপে যেমন প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রপঞ্চ কখনও স্থূলাবস্থ, কখনও সূক্ষ্মাবস্থ ; অতএব বিকারাত্মক, "বাচারম্ভণ" শ্রুতিপ্রতিপাদিত ন্যায়ে অনৃত। সেইরূপ প্রলয় উপক্ষেপেও প্রপঞ্চে অনৃতত্ব বা মিথ্যাত্ব নির্ণীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গৌড়পাদাচার্য্যও লিখিয়াছেন—

"মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥"

বাচারম্ভণশ্রুতিও বিবর্ত্তবাদেরই সমর্থন করেন। বিষ্ণুপুরাণের নিম্নস্থ বাক্যও নিষ্প্রপঞ্চাত্মপর—

"বস্ত্বস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্যপর্যন্তহীনং সততৈকরূপম্।
যচ্চান্যথাত্বং দ্বিজ যাতি ভূয়ো ন তৎ তথা তস্য কুতো হি তত্ত্বম্।
মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালং কাপালিকা চূর্ণরজস্ততোঽণুঃ।
জনৈঃ স্বকর্ম্মস্তিমিতাত্মবোধৈরালক্ষ্যতে ব্রূহি কিমত্র বস্তু॥"
সদ্ভাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ॥"

মৃদাদি দৃষ্টান্তের পরিণামাভিপ্রায়ে প্রয়োগ হয় নাই। উপাদান স্বরূপ জানিলে সেই আত্মার উপাদানত্ব জানা হয়—এই অর্থেই

মৃদাদি দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য। এই প্রকারে উপক্রমে উপদেশৈকগম্য নিষ্প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে ইহাই সিদ্ধ হইল।

অন্যথা একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার সঙ্গতি হয় না। জীব ও পরমাত্মার অভেদই পরামৃষ্ট হইয়াছে। "অনেন জীবেনাত্মনানু-প্রবেশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি। সগুণ বাক্যসকলের অধ্যারোপ ও অপবাদ অনুবলে নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মপরই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অপএব পূর্ব্বপক্ষবাদী "সন্মূলা" শ্রুতিবলে যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা অসঙ্গত। ব্যাবহারিক ভেদ গ্রহণ করিয়াই "সন্মূলা" শ্রুতির উপপত্তি।

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" এই বাক্যেও "তৎ সত্যম্" থাকায় ব্রহ্মে প্রপঞ্চের বাধ হইয়াছে। এই বাধ হওয়াতেই সামানাধিকরণ্য হইয়াছে। অতএব উপক্রম উপসংহার প্রভৃতির বলে অদ্বিতীয় পরমাত্মতত্ত্ব অঙ্গীকারই যুক্তিযুক্ত। "তত্ত্বমসি" বাক্যও জীব ও ব্রহ্মের অভেদপর বলিয়া ব্যাখ্যা করাই শোভন ও সঙ্গত। "তৎ" এই পদের "সুপাং সুলুক্" ইত্যাদি সূত্র বলে চতুর্থী প্রভৃতি বিভক্ত্যন্তরূপে গ্রহণের কোনও প্রমাণিকতা নাই। শরীর-শরীরিভাবে সামানাধিকরণ্য ব্যাখ্যাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, শরীরবাচক পদসমূহ শরীরীকে নির্দ্দেশ করে না। বেশ, যদি বল, শরীরবাচক শব্দের শরীরী পর্য্যন্ত তাৎপর্য্য, তাহা হইলেও 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যের তদভিপ্রায়ে সামানাধিকরণ্য স্বীকৃত হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে নিয়ম এই—শরীরবাচক শব্দ সকলের শরীরীর বিশেষণত্বেই সামানাধিকরণ্য ; পরন্তু বিশেষ্যত্বে নহে ; শরীর নষ্ট হইয়াছে, এই বাক্যে শরীরীর গ্রহণ হয় না—ইহা সর্ব্বসম্মত। "তত্ত্বমসি" এই বাক্যেও শরীরবাচক "ত্বং" পদ বিশেষণ নহে। কারণ, আখ্যাতে সামানাধিকরণ্য অসম্ভব, "অসি" এই পদ মধ্যম পুরুষের একবচনে ব্যবহার করিলে অসাধু প্রয়োগ হয়। অতএব বিশেষ্যরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং শরীরশরীরিভাবে সামানাধিকরণ্য সম্ভব

নহে। অতএব জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদই অঙ্গীকার্য্য। "ত্বং" পদের শুদ্ধচৈতন্য-পরত্বেও মধ্যম পুরুষ প্রয়োগের উপপত্তি বাচ্যার্থান্বয়বলে সাধিত হইতে পারে; সুতরাং অদ্বৈতবাদই সুসঙ্গত।

এইরূপ স্থলবিশেষে আচার্য্য অদ্বৈতানন্দ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভাষ্যের ভামতী টীকা পড়িতে হইলে ব্রহ্মবিদ্যাভরণ সাহায্যকারী।

মন্তব্য

সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যায় বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতির ব্যাখ্যার সহিত পার্থক্য ভিন্ন মতাংশে কোনওরূপ নূতনত্ব নাই। শাঙ্করভাষ্য ও ভামতী ব্যাখ্যাচ্ছলেই ব্রহ্মবিদ্যাভরণ প্রণীত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভাষার সারল্যে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে ব্যাখ্যা উপাদেয় হইয়াছে। এই শতাব্দীতে যেমন একদিকে অদ্বৈতানন্দ শাঙ্করমতের ব্যাখ্যায় ব্যস্ত, অপরদিকে শ্রীহর্ষমিশ্র তেমনই উদয়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকের জগৎসত্যত্ব নিরাকরণ করিতে উদ্যত। অবশ্য উভয়েই পরমতখণ্ডনে সিদ্ধহস্ত, কিন্তু শ্রীহর্ষের সক্রিয়প্রতিরোধ (Active resistance) এবং অদ্বৈতানন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (Passive resistance) ভাব পরিস্ফুট। অদ্বৈতানন্দ স্বীয়মত স্থাপনে বদ্ধপরিকর, আর শ্রীহর্ষমিশ্র পরমতখণ্ডনেই অধিক সিদ্ধহস্ত। একজন নিজের দুর্গরক্ষা করিতে ব্যস্ত, অন্যজন পররাজ্য আক্রমণ করিয়া নিজের রাজ্য সুদৃঢ় করিতে ব্যস্ত। রাজনৈতিক অবস্থার সহিত এই ব্যাপারের বেশ সাদৃশ্য আছে। দক্ষিণভারত মুসলমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় নাই, এজন্য দক্ষিণভারত স্বপ্রতিষ্ঠ। অদ্বৈতানন্দও দক্ষিণভারতে স্বপ্রতিষ্ঠ। উত্তরভারত মুসলমান

আক্রমণে বিধ্বস্ত, মুসলমান পররাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজ্যস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প, উত্তরভারতে শ্রীহর্ষমিশ্রও নৈয়ায়িক প্রভৃতির মত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈত সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করিতে কৃতসঙ্কল্প।

শ্রীহর্ষমিশ্র

(অদ্বৈতবাদ দ্বাদশ শতাব্দী)

(জীবন-চরিত)

শ্রীশঙ্কর ও সুরেশ্বরের পরে কোন আচার্য্যই ব্যাখ্যা বা বৃত্তি ভিন্ন প্রমেয়বহুল প্রকরণগ্রন্থ রচনা বোধ হয় করেন নাই। ইহাদের পর শ্রীহর্ষমিশ্রই যেন অদ্বৈতসাম্রাজ্যে নবযুগের অগ্রদূত। এই সময় হইতেই পরমতখণ্ডনের জন্য প্রকরণগ্রন্থের লিখন আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সমসাময়িক আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য্য "ন্যায়মকরন্দ" প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরশতাব্দীতে চিৎসুখাচার্য্য তত্ত্বপ্রদীপিকা প্রণয়ন করেন। বাস্তবিক শ্রীহর্ষমিশ্র যাঁহার সূচনা করিয়া যান, পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ তাহারই পরিপুষ্টি সাধন করেন। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি আচার্য্যগণ শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পরমত খণ্ডনও করিয়াছেন, কিন্তু খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের ন্যায় প্রকরণগ্রন্থ বিরচন করেন নাই। অদ্বৈতমতে প্রমেয়বহুল প্রকরণের মধ্যে খণ্ডনই প্রথম গ্রন্থ।

উদয়নাচার্য্যের আবির্ভাবে ন্যায়দর্শনের সম্যক স্ফূর্ত্তি হইল। ন্যায়দর্শন দ্বৈত-সত্যত্ব প্রতিস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলে শ্রীহর্ষ এই ন্যায়মতের উপর কুঠারাঘাত করিলেন। এরূপ তীব্র ও তীক্ষ্ণ আঘাত জগৎসত্যত্ববাদিগণ পূর্ব্বে আর কখনও প্রাপ্ত হয় নাই। একদিকে বৈষ্ণবের জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে, অন্যদিকে দক্ষিণ ও

উত্তরভারতে রামানুজ ও নিম্বার্কের মত প্রচারিত হইতেছে, ইতঃপূর্ব্বে দশম শতাব্দীতে উদয়নের প্রতিভাও বিকসিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনও দার্শনিক ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে। এমনই সময় শ্রীহর্ষ দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও কবি ছিলেন।

দশম শতাব্দীর প্রথমে বাচস্পতি মিশ্র ও এই শতাব্দীর শেষভাগে উদয়নাচার্য্য ন্যায়দর্শনের উপর ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। উদয়ন লক্ষণাবলী, কিরণাবলী, কুসুমাঞ্জলী প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় বিরচণ করেন। উদয়নের মত খণ্ডন করিয়া দ্বৈতমিথ্যাত্ব নিরূপণ করিতে দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীহর্ষের আবির্ভাব। *

সারস্বত-সাম্রাজ্যদীক্ষণ-ধুরন্ধর কবিতার্কিকচূড়ামণি শ্রীহর্ষের পিতার নাম শ্রীহীর পণ্ডিত এবং মাতার নাম মামল্লদেবী। তিনি স্বকৃত "নৈষধচরিতে" মাতৃপিতৃপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক সর্গের সমাপ্তিতে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়—

> "শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতম্
> শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
> তচ্চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনফলে শৃঙ্গারভঙ্গ্যা মহা-
> কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽয়মাদির্গতঃ ॥"

এই শ্লোকে দেখা যায় তাঁহার পিতাও কবি ছিলেন; কিন্তু তৎকৃত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না, অথবা তৎকবিত্বের কোন বিবরণও জানিতে পারা যায় না।

---

* বোধ হয় বিবরণকার এবং বাচস্পতি মিশ্রের উপর বৌদ্ধ, জৈন, উদয়ন ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণের আক্রমণের উত্তর দিবার জন্যই শ্রীহর্ষের উদয়। ইঁহার শৌর্য এমনই ছিল যে আত্মরক্ষা করিবার পূর্ব্বেই শত্রুকে আক্রমণ করাই ভাল বিবেচনা করিয়াছিলেন। (সং)

শ্রীহর্ষমিশ্র কান্যকুব্জেশ্বর জয়চন্দ্র বা জয়ন্তচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের সমাপ্তিশ্লোকে তৎপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ‘‘তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ’’ কান্যকুব্জরাজের নিকট হইতে পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছিলেন বলিয়াই প্রতীত হয়। খণ্ডনের শান্তিশ্লোকে লিখিয়াছেন—

"তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ
যঃ সাক্ষাৎ কুরুতে সমাধিষু পরব্রহ্মপ্রমোদার্ণবম্।
যৎকাব্যং মধুবর্ষি ধর্ষিতপরা স্তর্কেষু যস্যোক্তয়ঃ
শ্রীশ্রীহর্ষকবেঃ কৃতিঃ কৃতিমুদে তস্যাঽভ্যুদীয়াদিয়ম্॥"

এই কান্যকুব্জেশ্বর কাশীর অধিপতি। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার অদ্বৈতানন্দ ও শ্রীহর্ষমিশ্র সমসাময়িক। অদ্বৈতানন্দ ১১৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঠাধীশ ছিলেন। তাহা হইলে শ্রীহর্ষও এই সময়ের অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান ছিলেন। তৎকালে কান্যকুব্জেশ্বর জয়ন্তচন্দ্র বা জয়চাঁদ। জয়চাঁদ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে যবনরাজ কর্ত্তৃক পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হন। জয়ন্তচন্দ্রের প্রদত্ত দানপত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় তিনি ১২৪৩ সম্বতে অর্থাৎ ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে এই দানপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। *

---

* এস্থলে দান পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত হইল।

"সোঽয়ং শ্রীমজ্জয়ন্তচন্দ্রোবিজয়ী অধিকারিপুরুষানাজ্ঞাপয়তি, বোধয়ত্যাদিশতি চ বিদিতমস্তু ভবতাং যথোপরিলিখিতগ্রামঃ সজলস্থলঃ সলোহলবণাকরঃ সমৎস্যাকরঃ সগর্ত্তোষরঃ স গিরিগহননিধানঃ সমধুকাম্রবনবাটিকাবিটপতৃণযুতিগোচরপর্য্যন্তঃ সোর্দ্ধাধশ্চতুরাঘাটবিশুদ্ধঃ সসীমাপর্য্যন্তস্ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বাদশশতবৎসর আষাঢ়ে মাসি শুক্লপক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ রবিদিনে (১২৪৩ আষাঢ় সুদি রবি ৭) অঙ্কেহ শ্রীমদ্বারাণস্যাং গঙ্গায়াং স্নাত্বা বিধিবন্মন্ত্রবদেব মুনিমনুজভূতপিতৃগণাংস্তর্পয়িত্বা তিমিরপটলপাটনপটুমহ (সমুচ্য ?) রোচিষমুপস্থায়ৌষধিপতিসকলশেখরং সমভ্যর্চ্য ত্রিভুবনত্রাতুর্ভগবতো বাসুদেবস্য পূজাং বিধায় প্রচুরপায়সেন হবিষা কবিভুজঃ হুত্বা মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়েঽ-

এই জয়ন্তচন্দ্রই রাঠোর জয়চাঁদ। খণ্ডনকার বিজয়প্রশস্তি ও গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি নামক দুইখানি প্রশংসা কাব্য লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই কাব্যদ্বয়ে কোনও রাজার শাসনকাল বর্ণিত আছে। হইতে পারে জয়চন্দ্রই গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রদীপ। জয়চন্দ্র না হইলেও সংশিতা গৌড়রাজ-কুলপ্রদীপ হইতে পারেন (গৌড়োর্ব্বীশকুল-প্রদীপ) এবং তাঁহারই শাসনকাল এই প্রশস্তিতে বর্ণিত হইবার সম্ভাবনা।

রাজশেখরও স্বগ্রন্থে লিখিয়াছেন—শ্রীহর্ষ জয়ন্তচন্দ্রের সভার সভাপণ্ডিত ছিলেন। আহামদাবাদের নিকটবর্ত্তী ঢোলক নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রাম নিবাসী চাণ্ডু পণ্ডিত নামক কোনও পণ্ডিত ১৩৫২ সংবতে অর্থাৎ ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে নৈষধচরিতের এক টীকা প্রণয়ন করেন। তিনি নৈষধচরিতকে নব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে নৈষধচরিত নব্যগ্রন্থ ছিল। এই দ্বাদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থ রচিত হওয়াতেই চাণ্ডু পণ্ডিত ইহাকে নব্য গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মনে হয়।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে (৯৮৪ খৃষ্টাব্দে) উদয়নাচার্য্য লক্ষণাবলী প্রণয়ন করেন। খণ্ডনকার শ্রীহর্ষমিশ্র উদয়নকৃত লক্ষণাবলী হইতে লক্ষণসকল উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডনে নিরাস করিয়াছেন। খণ্ডনের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভেদখণ্ডন-প্রসঙ্গে উদয়নের মঃ অনুবাদ করিয়া নিরাস করিয়াছেন (খণ্ডন চৌঃ সং সিঃ, ১১৭০—১২০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) চাণ্ডু পণ্ডিতও স্বগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

সুবর্ণোদককুশলতাপূত-করতলোদকপূর্ব্বক ভারদ্বাজগোত্রায় ভারদ্বাজাঙ্গিরস-বার্হস্পত্যেতি ত্রিপ্রবরায় রাউত-শ্রীআঢলেপৌত্রায় রাউত-শ্রীচুংভাপুত্রায় ঠক্কুর-রাউত শ্রীঅনংগায় চন্দ্রার্কং যাবচ্ছাসনীকৃত্য প্রদত্তোমত্বা যথাদীয়মান-ভোগ-ভাগকর-প্রবণিকরপ্রভৃতি নিয়তানিয়ত-সমস্তদায়াদাজ্ঞা বিধেয়ীভূয় দাস্যথ" ইত্যাদি।

"প্রথমং তাবৎ কবির্বিজিগীষুকথায়াং সপিতৃপরিভাবুকমুদয়ন-মত্যমর্ষণতয়া কটাক্ষয়ংস্তদ্‌গ্রন্থীনুদ্‌গ্রন্থয়িতুং খণ্ডনং প্রারিপ্সুশ্চতুর্ব্বিধপুরুষার্থৈরভিমানমনবধীয়মানবধীর্য্য মানসমেকতানত্বং নিনায়েতি।" এতদ্দৃষ্টেও প্রতীত হয় শ্রীহর্ষ উদয়নের পরবর্ত্তী; উদয়নের পরবর্ত্তী হইলে ইনি যে ১০ম হইতে ১১শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী তাহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় খণ্ডনকারকৃত কারিকার উদ্ধার করিয়া—"এতেন খণ্ডনকারমতমপ্যপাস্তম্ এই বাক্যবলে তন্মত খণ্ডন করিয়াছেন।

গঙ্গেশোপাধ্যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই তাহার স্থিতিকাল আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়; কারণ, গঙ্গেশের আবির্ভাবে নব্যন্যায়ের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইল * অমনি চিৎসুখাচার্য্য ১৩শ শতাব্দীতেই নব্যন্যায়ের মতখণ্ডনে ব্যাপৃত হইলেন। চিৎসুখাচার্য্য বিদ্যারণ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, অথবা সমসাময়িক। সম্ভবতঃ চিৎসুখাচার্য্যের বৃদ্ধকালে বিদ্যারণ্যের আবির্ভাব। বিদ্যারণ্য ও বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ সমসাময়িক। উভয়ই বোধ হয় শতবৎসরের অধিককাল জীবিত ছিলেন। বেঙ্কটনাথের স্থিতিকাল ১৩শ—১৪শ শতাব্দী; বিদ্যারণ্যেরও তাহাই। বিদ্যারণ্য ১৪শ শতাব্দীর প্রথমভাগেই সম্ভবতঃ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ রচনা করেন। † সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে শাঙ্করদর্শন প্রসঙ্গে বিদ্যারণ্য চিৎসুখাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহর্ষ মিশ্র উদয়নের পরবর্ত্তী এবং গঙ্গেশোপাধ্যায়ের

---

* গঙ্গেশের জন্মকাল ১১৭৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া মতান্তর আছে। ব্যাপ্তিপঞ্চক ভূমিকা দ্রষ্টব্য। (সং)

† এজন্য পুণা আনন্দ আশ্রমের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ এবং ভাণ্ডারকর সিরিজের সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ভূমিকাদি দ্রষ্টব্য। (সং)

পূর্ব্ববর্ত্তী। এজন্য দ্বাদশ শতাব্দীই তাঁহার স্থিতিকাল সর্ব্বপ্রমাণবলে স্থিরীকৃত হইল। শ্রীহর্ষ, অদ্বৈতানন্দ ও রাঠোররাজ জয়চাঁদের সমসাময়িক।

ইতিবৃত্তবলে জানিতে পারা যায় শ্রীহর্ষের পিতা শ্রীহীর পণ্ডিত রাজসভায় কোনও পণ্ডিতের সহিত বিচারে পরাভূত হন। ইহাতে তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে ভগবতীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। ভগবতী প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দিলেন—"তোমার দিগ্‌বিজয়ী পুত্র হইবে।" কিছুকাল পরে শ্রীহর্ষ মিশ্রের জন্ম হয়। এ দিকে হীরপণ্ডিতের পরাভবজনিত সন্তাপাগ্নি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। তিনি মৃত্যুশয্যায় পুত্রকে ডাকিয়া স্বীয় পরাভবের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন ও পরাজয়কারী পণ্ডিতের বিবরণ প্রদান করিয়া বলিলেন—"বিজেতার পরাজয় হইলে আমি পরলোকেও তৃপ্ত হইব"। পুত্রও পিতার আসন্নকালীন বাক্যানুযায়ী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

এদিকে শ্রীহর্ষ পিতার মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া নানাদেশে গমনপূর্ব্বক অধ্যয়নাদি করিতে লাগিলেন। এখন পিতার অন্তিম আদেশ প্রতিপালনই তাহার ব্রত হইল। এইরূপে নানাদেশ হইতে বিদ্যালাভ করিয়া পরে কোনও সাধক পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দীক্ষিত হইলেন। তিনি চিন্তামণি মন্ত্রলাভ করিয়া কোনও নদীতীরে এক জীর্ণমন্দিরে ভগবতীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। ভগবতী তপস্যায় প্রীত হইয়া বর দিলেন। তাঁহার বরে শ্রীহর্ষ নানাবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন এবং অসাধারণ বাক্‌চাতুর্য্যও লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি কান্যকুব্জেশ্বরের সভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় পিতার জেতাকে বিচারযুদ্ধে পরাভূত করিলেন। কান্যকুব্জেশ্বর প্রীত হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ সম্মানে ভূষিত করিলেন।

এইরূপে তিনি দেবতার প্রসাদে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; তৎপরিচয় স্বীয় গ্রন্থ নৈষধচরিতেও প্রদান করিয়াছেন। *

শ্রীহর্ষপ্রণীত "নৈষধচরিত" কাব্যক্ষেত্রে অদ্বিতীয় পুস্তক। ইহা কবিত্বের ও পাণ্ডিত্যের মূর্ত্তিমতী অভিব্যক্তি। বোধ হয় দার্শনিকতাপূর্ণ এরূপ কাব্য সংস্কৃত ভাষায় আর নাই; খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের স্থায় দার্শনিক গ্রন্থও ভারতের দার্শনিক ক্ষেত্রে আর নাই বলিলেই হয়। খণ্ডনে শ্রীহর্ষ যেরূপ পরমত-খণ্ডনের অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন, সেইরূপ যুক্তিজাল পূর্ব্বে কোনও গ্রন্থেই বিবৃত হয় নাই। অদ্বৈতের ক্ষেত্রে শঙ্করের প্রমেয়বহুল গ্রন্থের পরেই বোধ হয় খণ্ডনের স্থান। অবশ্যই খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ যে পন্থা নির্দ্দেশ কয়িয়াছেন, তাহাই অনুসরণ করিয়া চিৎসুখ, মধুসূদন, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি আচার্য্যগণ পরমত খণ্ডন করিয়া স্বমত স্থাপন পূর্ব্বক অদ্বৈতের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন।

কাব্য ও দর্শনের ক্ষেত্রেও শ্রীহর্ষের স্থান অতি উচ্চে।

শ্রীহর্ষের গ্রন্থের বিবরণ

কবিতার্কিক-চূড়ামণি, অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীহর্ষ অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা এই—

১। **অর্ণব-বর্ণন**—সমুদ্রের বর্ণনাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। এই গ্রন্থ অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই।

* নৈষধচরিতে প্রথমসর্গের শেষ শ্লোকে যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, দেবতার অনুগ্রহেই তিনি বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ সর্গে আছে "আবামাবামেত্যাদি" ও "তব চ তব বৃত্তে কবয়িতু" "ভবদ্দত্ত স্তোতুমদুপহিতকণ্ঠস্ত কবিতু॥" ইতিবৃত্তের সহিত গ্রন্থের উক্তির একবাক্যতা দেখিয়া মনে হয় তিনি তপস্যার ফলেই বিদ্যালাভ ও বাক্পটুতা লাভ করিয়াছিলেন।

২। **শিব-শক্তি-সিদ্ধি**—ইহা কাঁহারও মতে শিব নামক রাজার শক্তি অর্থাৎ চরিতের বর্ণনাময় গ্রন্থ। কাঁহারও মতে মহাদেব ও গৌরীর মাহাত্ম্যবর্ণনরূপ গ্রন্থ। এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ, শ্রীহর্ষ ভগবতীর উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। এমত অবস্থায় শিব-শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনই শ্রীহর্ষের পক্ষে স্বাভাবিক। এই গ্রন্থও অদ্যাবধি মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই।

৩। **সাহসাঙ্কচম্পূ**—ইহা কাহারও মতে রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত বর্ণনরূপ চম্পু (Dramaturgy)। কিন্তু নৈষধচরিতে "নবসাহসাঙ্কচরিতে কৃতে" এই উল্লেখ থাকায়, নবসাহসাঙ্ক বলিতে বিক্রমাদিত্যকে বুঝাইতে পারে না। "নব" বিশেষণে বিশেষিত সাহসী পুরুষের জীবনকাহিনীই এই চম্পুতে বিবৃত হইয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ কান্যকুব্জের অধীশ্বর সাহসাঙ্ক উপাধিযুক্ত রাজার বিবরণমূলক চম্পু। এই গ্রন্থও প্রকাশিত হয় নাই।

৪। **ছন্দঃপ্রশস্তি**—ইহা ছন্দনামক রাজার প্রশস্তি বা প্রশংসা-কাব্য। এই গ্রন্থও মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই।

৫। **বিজয়প্রশস্তি**—ইহা কোন রাজার বিজয় উপলক্ষে লিখিত। এই পুস্তকও মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই।

৬। **গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি**—ইহা গৌড়াধীশ্বরের বংশবর্ণনা। সম্ভবতঃ জয়চাঁদের পিতার কার্য্যাবলী বর্ণন করিবার জন্য লিখিত। এই গ্রন্থও প্রকাশিত হয় নাই।

৭।৮। **ঈশ্বরাভিসন্ধি**—ইহা ঈশ্বরসাধনা ও তত্ত্বনির্ণায়ক গ্রন্থ। ইহাতে অনীশ্বর বৌদ্ধবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। অন্য ঈশ্বরাভিসন্ধিও ঈশ্বর প্রতিপাদনপর প্রকরণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয়ও মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই।

৯। **স্থৈর্য্যবিচারণপ্রকরণ**—ইহা বৌদ্ধগণের ক্ষণিকত্ববাদ নিরাকরণ করিবার জন্য রচিত। এই গ্রন্থেই আচার্য্য চিদ্বিলাস বা

অদ্বৈতানন্দের উল্লেখ রহিয়াছে। এই গ্রন্থখনিও মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই।

১০। নৈষধচরিত—এই কাব্য গ্রন্থখানি দার্শনিকভাবে পরিপূর্ণ। সংস্কৃত কাব্যক্ষেত্রে নৈষধের স্থান অতি উচ্চে। ২২ সর্গে এই গ্রন্থ সমাপ্ত। ইহাতে নিষধরাজ নলের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের কতিপয় সংস্করণ হইয়াছে। কলিকাতায় জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ এবং বোম্বাইয়ে নির্ণয়সাগরের সংস্করণ আছে। নির্ণয়থাগরের সংস্করণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। নৈষধচরিত ও খণ্ডনখণ্ডনখাদ্য এক সময়ে বিরচিত বলিয়াই প্রতীত হয়। কারণ, নৈষধচরিতে "খণ্ডনখণ্ডতোঽপি সহজে" এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে এবং খণ্ডনেও নৈষধচরিতের উল্লেখ আছে। "যথা চ পরিহৃতচাপলমাম্বত্তামৃতসরসি নিমজ্জ্য রজ্যতি নিরায়াসমেব মানসং তথাঽস্মকথয়ং নৈষধচরিতস্য পরপুরুযস্তুতৌ সর্গ ইত্যেষা দিক্।" (খণ্ডন-চৌখাম্বা সং ২২৬ পৃঃ) উভয় গ্রন্থে উভয়ের উল্লেখ থাকায় সমকালিকত্বই স্বীকার্য্য। নৈষধের উপর "নৈষধীয়প্রকাশ" নামক নারায়ণের টীকা আছে। ইহা ভিন্ন অন্য আরও ২।৩ খানি টীকা পাওয়া যায়।

১১। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্—এই গ্রন্থের নামের নানাপ্রকার অর্থ হইতে পারে। পদার্থাদি খণ্ডনরূপ খণ্ডশর্করার খাদ্য বা ভক্ষ্য। এরূপ অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। খণ্ডনে আকাশাদি পদার্থ খণ্ডিত হইয়াছে। এই অর্থেও প্রয়োগ হইতে পারে। প্রকৃতপ্রস্তাবে খণ্ডনখাদ্যের অর্থ বৈদ্যকশাস্ত্রের ঔষধ বিশেষ। এই ঔষধে বল ও পুষ্টি হয়। সুতরাং খণ্ডনরূপ বাদিমতনিরসনস্বরূপ খণ্ডখাদ্য ঔষধ বিশেষ। এই অর্থের প্রয়োগ সমীচীন। ঔষধে যেমন রোগ বিদূরিত হয়, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিহিত হয়, সেইরূপ বাদিমত খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মাদ্বৈত প্রতিপাদনপূর্ব্বক পরমানন্দ প্রাপ্তির উপায় যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্। এই

উদ্যেখের উপকরণাদি শঙ্কর মিশ্রের টীকা সহিত ল্যাজারসের মুদ্রিত সংস্করণে আছে।

এই গ্রন্থের অনেক নাম আছে। ১। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্। ২। খণ্ডন-খণ্ডম্। ৩। খণ্ডনখাদ্যম্। ৪। খাদ্যখণ্ডনম্। ৫। খণ্ডনম্। এইরূপ বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হইলেপ খণ্ডনখণ্ডখাদ্যই প্রকৃত নাম।

গ্রন্থখানি অতি দুর্ব্বোধ্য। শ্রীহর্ষ নিজেও এই গ্রন্থের সমাপ্তি-শ্লোকে গ্রন্থের দুর্ব্বোধ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

"গ্রন্থগ্রন্থিরিহ কচিৎকচিদপি ন্যাসি প্রযত্নান্ময়া
প্রাজ্ঞম্মন্যমনা হঠেন পঠিতো মাঽস্মিন্ খলঃ খেলতু।
শ্রদ্ধাঽরাদ্ধগুরুঃ শ্লথীকৃতদৃঢ়গ্রন্থিঃ সমাসাদয়-
ত্বেতত্তর্করসোর্ম্মিমজ্জনসুখেষ্বাসঞ্জনং সজ্জনঃ॥"

এরূপ কঠিন গ্রন্থের অর্থবোধ সহসা হয় না, গ্রন্থের উপর তাই অনেকগুলি টীকা আছে।

১। খণ্ডনমণ্ডনম্—পরমানন্দ বিরচিত। ২। খণ্ডনমণ্ডনম্—ভবনাথ বিরচিত। ৩। দীধিতি—রঘুনাথ শিরোমণি বিরচিত। ৪। প্রকাশঃ—বর্দ্ধমানোপাধ্যায় বিরচিত। ৫। বিদ্যাভরণী—বিদ্যাভরণ বিরচিত। ৬। বিদ্যাসাগরী—আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর কৃত। ৭। খণ্ডনটীকা—বলভদ্র মিশ্রের পুত্র পদ্মনাভ পণ্ডিত কৃত। ৮। আনন্দবর্দ্ধন—শঙ্করমিশ্র কৃত। * ৯। শ্রীদর্পণ—শুভঙ্কর মিশ্র কৃত। ১০। খণ্ডনমহাতর্কঃ—চরিত্র সিংহ কৃত। ১১। খণ্ডন-খণ্ডনম্—প্রগল্‌ভ মিশ্র কৃত। ১২। শিষ্যহিতৈষিণী—পদ্মনাভ কৃত।

গোকুলনাথ উপাধ্যায় কৃত "খণ্ডনকুঠার" এবং (দ্বিতীয় বাচস্পতি মিশ্র †) কৃত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যোদ্ধার নামক গ্রন্থদ্বয়ে খণ্ডনের মত দূষিত হইয়াছে, এই গ্রন্থদ্বয় ব্যাখ্যার্থ রচিত হয় নাই।

* এই শঙ্করমিশ্রই বৈশেষিকদর্শনের উপস্কার নামক টীকা রচনা করেন।

† খণ্ডনখণ্ডখাদ্যোদ্ধারকার বাচস্পতিমিশ্র এবং ষড়্‌দর্শনের টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র এক নহেন।

এই সকল টীকার মধ্যে শঙ্করমিশ্রের টীকা কেবল তাৎপর্য্য মাত্র প্রকাশিকা, আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগরের টীকাই সমীচীন ও প্রকৃত ব্যাখ্যা।

খণ্ডনখণ্ডখাদ্য প্রথমে এশিয়াটীক্ সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হয়, এই সংস্করণে কোনও টীকা ছিল না, পরে কলিকাতায় পূর্ণচন্দ্র বসাক এক সংস্করণ বাহির করেন। কাশীতে শঙ্কর মিশ্রের আনন্দবর্দ্ধন নামক টীকা সহিত এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন সেই সংস্করণ পাওয়া যায় না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বিদ্যাসাগরী টীকা সহিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণের ভূমিকায় মঃ মঃ লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহোদয় প্রভূত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাসাগরী টীকার অন্য নাম "খণ্ডন ফক্কিকাবিভজন।" শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক কলিকাতা লোটাস লাইব্রেরী হইতেও সানুবাদ খণ্ডন প্রকাশিত হইতেছে। এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। খণ্ডন ও নৈষধ সমকালেই বিরচিত হইয়াছিল।

খণ্ডনে চারিটী পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম—প্রমাণ তদাভাস খণ্ডন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—নিগ্রহানিরুক্তি, তৃতীয় পরিচ্ছেদ —সর্ব্বনামার্থানিরুক্তি এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদ তুরীয় পরিচ্ছেদ নামে অভিহিত।

শ্রীহর্ষের মতবাদ

শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের অপর নাম অনির্ব্বচনীয়সর্ব্বস্ব। বাস্তবিক নামটী অন্বর্থ হইয়াছে। শাঙ্করদর্শনের মায়াবাদ অনির্ব্বচনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। অনির্ব্বচনীয়তাবাদই প্রতিপক্ষগণের আক্রমণের বিষয়। আচার্য্য রামানুজও অনির্ব্বচনীয়তাবাদ

খণ্ডনে শ্রীভাষ্যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বৈতের সত্যত্ব স্বীকার করিলে অদ্বৈতের ব্যাঘাত নিশ্চিত। নৈয়ায়িক আচার্য্যগণের মতে জগৎ সৎ, জগতের সত্যত্ব অঙ্গীকার করিলে অদ্বৈত প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কার্য্য ও কারণ উভয়ই সৎ হইলে জগতের সত্তা অবশ্যই স্বীকার্য্য। শাঙ্করমতে কার্য্য ও কারণ ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, আবার ভিন্নাভিন্নও নহে, পরন্তু, অনির্ব্বচনীয়। বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—"ন চ মৃদঃ শরাবাদয়ো ভিদ্যন্তে, ন চাভিন্নাঃ, ন বা ভিন্নাভিন্নাঃ কিন্ত্বনির্ব্বচনীয়া এব।" এই অনির্ব্বচনীয়তাবাদের উপরেই অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। কার্য্য ও কারণ অর্ব্বিচনীয় বলিয়াই কারণ সৎ ও কার্য্য মায়া। নৈয়ায়িক—জগতের সত্যতাবাদী। ন্যায় অর্থাৎ আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। অন্যান্য শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে, ন্যায়দর্শনের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সকল বিদ্যার অঙ্গরূপে ন্যায়দর্শনের সার্থকতা আছে। ন্যায়ভাষ্যকার নিজেও বলিয়াছেন—

> "প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
> আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥"

আচার্য্য শ্রীহর্ষও ন্যায়দর্শনের অন্যান্য বিদ্যার অঙ্গত্ব স্বীকার করেন। নব্যনৈয়ায়িকগণ ভাষ্যকার, টীকাকার, বাত্তিককার বাচস্পতির মত গ্রহণ করিয়া বেদান্তদর্শনের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিলেন। তাঁহাদের মতে দ্বৈতবাদই গ্রহণীয়। ন্যায়শাস্ত্রানুবলেই মুক্তি সম্ভব। বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মৈকত্ববাদে মুক্তি হইতে পারে না। অতএব সকল মুমুক্ষুর পক্ষেই ন্যায় শাস্ত্র আদরণীয়। এই নৈয়ায়িকমত নিরাকরণ করিবার জন্যই শ্রীহর্ষ খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের অবতারণা করেন। শ্রীহর্ষের মতে আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ:—শ্রবণের পশ্চাৎ ঈক্ষণ অর্থাৎ তাহার যুক্তত্ব ও অযুক্তত্ব নির্ণয়ের জন্য, ঊহাত্মক ব্যাপার। যুক্তির সহিত অর্থনির্ণয়ই অন্বীক্ষিকীর তাৎপর্য্য। শ্রবণের অর্থ—শ্রুতিবাক্য সকলের কোথায় তাৎপর্য্য, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ব্যাপার বিশেষ। ইহা বেদান্তবাক্যের

অনুবলেই নির্ণয় সম্ভব ; যদি এ সম্বন্ধে বাদীর বিপ্রতিপত্তি হয়, তাহা হইলে তন্নিবৃত্তির জন্য আন্বীক্ষিকীর যুক্তিসমূহের অবতারণা করিতে হইবে, কিন্তু "বরবিঘাতায় বধূদ্বাহ" ন্যায়ে বেদান্তবাক্য নিরাকরণ করিয়া যথেচ্ছরূপে শ্রুতিবাক্যের বিরোধী মত উদ্ভাবন কখনই অন্বীক্ষিকীর তাৎপর্য্য নহে।

ন্যায়শাস্ত্র বেদান্তবিচারে সহকারী মাত্র। বেদান্তের অবিরোধী তর্কের অবতারণা করিয়া শ্রুতির অর্থনির্ণয়েই ন্যায়শাস্ত্রের সার্থকতা। ন্যায়ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—"যৎ পুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমাদি-বিরুদ্ধং ন্যায়াভাসঃ সঃ" ইত্যাদি। শ্রুতির অনুকূল কল্পনাই যুক্তিযুক্ত। বিরুদ্ধ কল্পনা করিলে ন্যায়শাস্ত্র অবৈদিক হইয়া পড়ে।

এখন দেখিতে হইবে শ্রুতির তাৎপর্য্য কি? অদ্বৈত কি দ্বৈত? দ্বৈতসত্যত্ববাদী নৈয়ায়িক বলেন—দ্বৈতই পারমার্থিক, অতএব দ্বৈতই সত্য। আচার্য্য শ্রীহর্ষের মতে—জাগতিক ও তাহার বাহিরের কোন বস্তুরই লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। আমরা কোনও বস্তু আছে কি নাই অর্থাৎ সৎ কি অসৎ, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। জাগতিক সকল বস্তুই অনির্ব্বচনীয়।

শূন্যবাদী বৌদ্ধও বলিয়াছেন—বস্তুর লক্ষণ নির্দ্দেশ অসম্ভব। শ্লোকবার্ত্তিকে ভট্টকুমারিল শূন্যবাদীর মত "বুদ্ধ্যা বিবেচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধার্য্যতে", ইহা অনুবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। মীমাংসক শূন্যবাদীর এইমত খণ্ডন করিলেও, আচার্য্য শ্রীহর্ষ এই শূন্যবাদীর এই মতই নৈয়ায়িক মত খণ্ডনে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। শূন্যবাদীর মত আশ্রয়পূর্ব্বক প্রমাণাদি পদার্থের সত্ত্ব খণ্ডন করিলেন। দুঃখ দূর করা সর্ব্বজীবেরই অভিপ্রেত। দুঃখের কারণ উচ্ছেদ না হইলে দুঃখের বিনাশ অসম্ভব। কারণের বিনাশেই কার্য্যের অভাব হয়। দুঃখের কারণ-বিনাশের হেতু কি? হেতু আত্মতত্ত্বজ্ঞান। দুঃখের নিবৃত্তি আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অসম্ভব। আত্মজ্ঞানেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। ভগবান্ অক্ষপাদও তাহাই বলিয়াছেন :—"দুঃখজন্ম-

প্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়েতদনন্তরাপায়াদপবর্গইতি"। (২য় সূত্র) অপবর্গ বা মুক্তিতেই দুঃখের নিবৃত্তি, মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতির বিনাশ না হইলে অপবর্গ হয় না। তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানও মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে। মিথ্যাজ্ঞান অপরোক্ষ। অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অপরোক্ষ মিথ্যাজ্ঞানের বাধ হয় না। ন্যায়সূত্রকার বলিলেন—প্রমাণ প্রভৃতি ষোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়সাধিগম হয়। সে সূত্রটী এই— "প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্ক-নির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃ-শ্রেয়সাধিগমঃ" ইতি।

নৈয়ায়িক ষোড়শ পদার্থবাদী এবং এই সকল পদার্থের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া বস্তুর সত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ এই সকল লক্ষণ নিরাস করিলেন। বিচারবলে লক্ষণ নিরাস করায় বস্তুর সত্তাও নিরস্ত হইল। কারণ, নৈয়ায়িকের মতে "লক্ষণ-প্রমাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ, লক্ষণাধীনা লক্ষ্যব্যবস্থিতিঃ"। লক্ষণ নিরস্ত হইলেই লক্ষিত বস্তুও নিরস্ত হয়।

আচার্য্য শ্রীহর্ষ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের লক্ষণ খণ্ডন করিয়া বস্তু নিরসন করিলেন। শূন্যবাদের আশ্রয়ে বস্তু নিরসন করিয়া বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব অঙ্গীকার করিয়া স্বপ্রকাশ ব্রহ্মসিদ্ধি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। আচার্য্য শ্রীহর্ষ তাঁহার গ্রন্থারম্ভের প্রয়োজনপ্রসঙ্গে ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

"শব্দার্থনির্ব্বচনখণ্ডনয়ানয়স্তঃ সর্ব্বত্র নির্ব্বচনভাবমখর্ব্বগর্ব্বান্।
ধীরা যথোক্তমপি কারবদেতদুক্ত্বা লোকেষু দিগ্বিজয়কৌতুক-
মাতনুধ্বম্" (খণ্ডন—৯ম পৃঃ)

বস্তুর সত্যত্ব সম্বন্ধে কি প্রমাণ আছে, তাহা উত্থাপিত করিয়া আচার্য্য শ্রীহর্ষ খণ্ডন করিয়াছেন। কোন্ প্রমাণে ঘটপটাদির সত্যত্ব

নিরূপিত হইল ? যদি বল প্রত্যক্ষবলে। তবে আচার্য্য তদুত্তরে বলেন—তাহা হইলে স্বাপ্নপদার্থ ও শুক্তিরজতাদি পদার্থও সত্য এবং উহাদেরও সত্তা স্বীকার করিতে হয়। কারণ, ঐ সকল স্থলেও প্রত্যক্ষের কোনও বিশেষত্ব নাই। স্বাপ্নপদার্থও প্রত্যক্ষ, শুক্তি রজতাদিও প্রত্যক্ষ। আর যদি বল অবাধিত প্রত্যক্ষবলে। তদুত্তরে আচার্য্য বলেন—ঘটাদি পদার্থের বাধ হয় না, ইহা তুমি কি প্রকারে জানিলে ? আর অনুপলব্ধির বলে তৎসিদ্ধি হয়, ইহাও বলিতে পার না। কারণ, উহা অপ্রয়োজক। যেহেতু স্বাপ্নপদার্থের জাগরণকালে বাধের ন্যায়, জাগ্রৎকালিক বস্তুরও স্বপ্নে বাধ উপলব্ধি হয়। পরস্পরের এইরূপ বাধ হওয়ায় কোন্‌টী সত্য এবং কোন্‌টী বাধিত তাহার নিরূপণ অসম্ভব। ব্যাবহারিক ঘটপটাদির প্রত্যক্ষে যেমন ইন্দ্রিয়ের অন্বয়ব্যতিরেক উপলব্ধি হয়—স্বাপ্ন প্রত্যক্ষেও তেমনই। আর যদি বল—স্বপ্নে ইন্দ্রিয়াদির অভাব হয়। অর্থাৎ স্বপ্নে চক্ষুদ্বারা আমি অশ্ব দেখিয়াছি, এই যে অনুভব, ইহা ইন্দ্রিয়ের অন্বয়ব্যতিরেক জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞান অবশ্যই ভ্রান্ত। কারণ, তখন ইন্দ্রিয়াদির অভাব থাকে। তদুত্তরে আচার্য্য বলেন—জাগ্রৎ দশায়ও তাদৃশ প্রত্যয়ের ভ্রান্তিত্ব নাই, তাহাই বা কে বলিল ? কারণ, স্বপ্নে সকল বস্তুই কল্পিত হয়। সকলই তৎকালে কল্পিত। পূর্ব্বসিদ্ধ কিছুই নাই। কিছু পূর্ব্ব সিদ্ধ থাকিলেও কিছু তৎকালে নূতন উৎপাদিত হয়। ক্ষণমাত্রের স্বপ্নে যুগাদিকাল অতিবাহিত হইয়াছে এরূপ প্রতীতি স্বপ্নে হয়। এস্থলে যেরূপ যুগাদিকালের সত্যত্ব বা বস্তুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, সেইরূপ জাগরণেরও বস্তুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যভিজ্ঞা ও অনুভব প্রভৃতিও স্বপ্নে সমান। অন্যদিনের স্বাপ্ন অনুভূত বস্তুও অন্য একদিন স্বপ্নে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বল স্বপ্নদর্শন জাগ্রৎ-কালীন অনুভবজাত সংস্কাররূপ মনোবৃত্তির ফল, অতএব ভ্রান্ত। তদুত্তরে আচার্য্য শ্রীহর্ষ বলেন—জাগ্রৎদর্শনও স্বাপ্নকালীন

অনুভবজাত সংস্কাররূপ মনোবৃত্তির ফল ; অতএব মিথ্যা। এস্থলে উভয়ের বৈপরীত্য কোথায় ? অতএব প্রতীতির বিশেষত্ব না থাকায় স্বাপ্নপদার্থ হইতে, জাগ্রৎ পদার্থের কোনও বিশেষত্ব নাই। অতএব সকল পদার্থের অনির্ব্বচনীয়ত্বই সিদ্ধ হইতেছে। গৌড়পাদাচার্য্যও বলিয়াছেন—

'যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ।
তথাজাগ্রদ্দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ॥"

গৌড়পাদীয় যুক্তিরই শ্রীহর্ষ আরও বিস্তার সাধন করিয়াছেন। বেশ, এরূপ সকল বস্তুর অনির্ব্বচনীয়ত্ব নির্দ্দেশ করিলে শূন্যবাদের উদ্ভব হইবে। আচার্য্য শ্রীহর্ষ বলেন—না, শূন্যবাদের উদ্ভব হইবে না। কারণ, অনৃত বা মিথ্যারও আশ্রয় সৎ। সত্যের অভাবে অনৃতের উপপত্তি হইতে পারে না। সেই অধিষ্ঠানই নিরপেক্ষ নিত্যসিদ্ধ, স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান। সেই জ্ঞানেই সকল পদার্থ কল্পিত। কেহই জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের তাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করিয়া বিষয়ের প্রকাশ প্রতিপন্ন করিতে পারে না। জ্ঞান হইতে ভিন্ন তাত্ত্বিকতা অঙ্গীকার করিলে কোনও বিশেষত্ব না থাকায়, ঘটজ্ঞানে পটের প্রকাশত্ব প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হয়। জ্ঞান ও অর্থের সহভাব হইতে প্রকাশমানতা সিদ্ধান্ত করিলেও তুল্যরূপ দোষের উদ্ভব হয়। জ্ঞান ও বিষয়ের সহভাব সর্ব্বত্র সম্ভবও নহে। যেহেতু অতীত ও ভবিষ্যৎ-বিষয়ক জ্ঞানের সহভাব অসম্ভব। জ্ঞান ও বিষয়ের তাদাত্ম্যও অসম্ভব। কারণ, বিষয় সকল নানারূপে অনুভূত হইয়া থাকে। স্থূল, সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও হ্রস্ব ইত্যাদি নানা প্রকারে বিষয়ের অনুভব হয়। কিন্তু প্রকাশের নানাত্ব নাই, স্থূলত্বাদিও প্রকাশের নাই। প্রকাশের আন্তরত্ব ও অস্থূলত্বাদিই প্রত্যক্ষ। অতএব জ্ঞানেই বিষয় কল্পিত। যাহা কল্পিত তাহা অধিষ্ঠান হইতে পৃথক্। কল্পিতের তাদাত্ম্যও কল্পিত। অতএব যাহা কল্পিত তাহা মিথ্যা, আর অধিষ্ঠানজ্ঞানই সৎ।

বস্তুতঃ কোনও বস্তুর উদ্ভবও নাই, নিরোধও নাই, কেবল অখণ্ড জ্ঞানমাত্রই আছে। এ বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"ন নিরোধো নচোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥"

কার্য্য-কারণ-ভাব—সমস্ত বস্তুরই সাধ্যসাধনভাব প্রতীয়মান। সাধ্যসাধনভাবের মূল কার্য্য-কারণ-ভাব। কার্য্য-কারণ-ভাব সিদ্ধ হইলে, কার্য্যবিশেষ-বলেই কারণ-বিশেষের অনুমান হয়। যেমন, ঘটাদি কার্য্যের কারণ—দণ্ডাদি। কেননা ঘটাদি কার্য্য দেখিয়া কারণ দণ্ডাদির অনুমান হয়। তদ্রূপ প্রপঞ্চও কার্য্য। সুতরাং প্রপঞ্চেরও কারণ অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য। পরমাণু প্রভৃতি যাহাই হউক, তাহাতে জগতের কারণ আছে। কারণ যখন সৎ, তখন অবশ্য কার্য্যও সৎ হইবে। যেহেতু কার্য্য কারণে অন্বিত। অতএব জগৎ সৎ। পূর্ব্বপক্ষে সাংখ্য ও অন্যান্য সৎকার্য্যবাদিগণ এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন।

এতদুত্তরে আচার্য্য শ্রীহর্ষ বলেন—তোমাদের দণ্ড ও ঘটের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বিচার করা যাউক। তিনি বলেন—দণ্ড ও ঘটের কার্য্য-কারণ ভাব তাত্ত্বিক অথবা ব্যাবহারিক? তাত্ত্বিক বলিতে পার না, যেহেতু কারণত্বের নির্ব্বচন করা যায় না।

এখন বল দেখি কারণত্ব কি? যদি বল, পূর্ব্ববৃত্তিত্বই কারণত্ব, তাহা হইলে চিরধ্বস্তেরও কারণত্বাপত্তি হয়। যদি বল, অব্যবহিত পূর্ব্বভাবিত্বই কারণত্ব, তাহা হইলে দণ্ডত্বেরও স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব সম্বন্ধবলে নিয়ত অব্যবহিত পূর্ব্ববৃত্তিত্ব সত্তা অবশ্যম্ভাবী হয়। অব্যবহিত পূর্ব্ববৃত্তিত্ব সত্তা থাকিলেও কারণত্ব প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। যদি বল, অন্যথাসিদ্ধত্ব বিশেষণ আছে, অতএব দোষ নাই। তাহাও বলিতে পার না। কারণ, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কেন না, সেই অন্যথাসিদ্ধত্ব কি? যাহার অনুবলে দণ্ডত্বাদির কারণত্ব নিবারিত হইতে পারে। যদি বল, অবশ্যক্লিপ্ত নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ভিন্নত্বই অন্যথাসিদ্ধত্ব। তাহা হইলে

দণ্ডের ন্যায় দণ্ডত্বেরও সম্বন্ধ বিশেষণাবশ্যক্লিপ্তত্ব আছে। ইহা থাকায় অন্যথাসিদ্ধত্বেরই উদ্ভব হয়। আরও যদি বল অবশ্যক্লিপ্তত্বই লঘুত্ব। লঘুনিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ভিন্নত্বই অন্যথাসিদ্ধত্ব। আবার লঘুত্ব শরীর-সম্বন্ধোপস্থিতিকৃত ত্রিবিধ, সেইরূপ দণ্ডত্বের কারণত্বে দণ্ডঘটিত পরম্পরায় সম্বন্ধত্ব কল্পনা করিলে গৌরবত্ব অবশ্যম্ভাবী। দণ্ডের কারণত্বে সম্বন্ধাংশে লাঘব হওয়ায় দণ্ডত্বই কারণ এবং তাহাই অন্যথাসিদ্ধত্ব। আচার্য্য শ্রীহর্ষের মতে তাহা হইতে পারে না। যেহেতু এরূপ অঙ্গীকার করিলে, পরস্পরাশ্রয়ে কারণত্ব পদার্থের অপরিজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। যেমন—লঘুত্ব ও গুরুত্ব পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব সুতরাং পরস্পরের গ্রহসাপেক্ষতা আছে। গুরুত্বগ্রহে লঘুত্বগ্রহ এবং লঘুত্বগ্রহে গুরুত্বগ্রহ এইরূপ সাপেক্ষতা আছে। আর ইহাদের নির্ব্বচনও অসম্ভব। নির্ব্বচন অসম্ভব হইলে তদ্‌ঘটিত কারণতা-গ্রহসিদ্ধি কি প্রকারে সম্ভব? খণ্ডনকার কারণত্ব নিরসনপ্রসঙ্গে খণ্ডনে ইহাই বলিয়াছেন—

"কিং পুনস্তৎ কারণত্বম্। পূর্ব্বভাবিত্বমিতি চেন্ন। চিরানান্বয়-প্রধ্বংসানামপি কারণত্বপ্রসঙ্গাৎ। অব্যবহিতপূর্ব্বভাবিত্বমিতি চেৎ ন, ব্যাপারস্যৈব কারণত্বপ্রসঙ্গাৎ। ব্যাপারেণ ন ব্যবধানমিতি চেন্ন। কারণ কারণস্যাপি কারণত্বপ্রসঙ্গাৎ। কারণস্যাতদ্ব্যাপারত্বাৎ নৈবমিতি চেন্ন। বিনা বিশেষোক্তিং দুর্ব্বিবেকত্বাৎ। যদ্বিনা যদ্ যন্ন জনয়তি তৎ তস্যাবান্তরব্যাপার ইতি চেন্ন। সহকারিণামপি তথাত্বপ্রসঙ্গাৎ। তজ্জন্যমিতি চেন্ন। তথাপি কারণত্বাব্যবস্থিতৌ বিশেষোক্তেরতিপ্রসক্তেঃ কথমপি বিশেষোক্তৌ গগনাদেঃ সর্ব্বত্র কার্য্যে হেতুত্বপ্রসঙ্গাৎ। (খণ্ডন—১২০০ পৃঃ)

আচার্য্য শ্রীহর্ষ আরও বলেন—গুরুভূত সম্বন্ধ বা ধর্ম্মের কারণতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করিলে, সকলই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। গৌরবজ্ঞানের কারণতাবচ্ছেদকত্বগ্রহ প্রতিবন্ধকত্ব বলাও সহজ নহে। কেননা "তদভাবাস্তনবগাহিত্বাৎ।" অর্থাৎ তাহার অভাবাদির

অনবগাহিত্ব সত্ত্বেও মণিমন্ত্রাদি ন্যায় প্রতিবাধকত্ব অঙ্গীকার করিলে গুরুভূত বস্তুর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব, সাধ্যতাবচ্ছেদকত্ব প্রভৃতি থাকে না। কিন্তু এইগুলি তোমরা অঙ্গীকার করিতেছ। এ সম্বন্ধে দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি পরবর্ত্তী কালে বলিয়াছেন—গুরুধর্ম্মও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়। অতএব ইহাই দাঁড়াইল যে, যেস্থলে প্রামাণিকগণের যাহা কারণস্বরূপে ব্যবহার, তাহাই অনন্যথা-সিদ্ধ এবং যেস্থলে কারণত্বব্যবহার নাই তাহাই অন্যথাসিদ্ধ। যদি বল, লোকের অনুভব এই যে, লঘুর কারণত্ব সম্ভব হইলে, গুরুর কারণত্ব অঙ্গীকার করা হয় না। আচার্য্য বলেন—সে স্থলে নিয়ামক কি? যদি বল, ব্যবহারই প্রামাণিকগণের নিয়ামক, তাহা হইলে কটকুটীপ্রভাতবৃত্তান্ত উপস্থিত হয়। কারণত্ব ব্যবহারমাত্র-সিদ্ধ। ব্যবহার ও বাস্তবত্ব-নিরপেক্ষ। দেহাত্মব্যবহারই ক্লিপ্ত। সেইরূপ দণ্ডাদিতেও বস্তুতঃ কারণত্বের অভাব হইলে ভ্রমের বশে ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু দণ্ডাদির কারণত্ব বাস্তব নহে। অতএব কার্য্য-কারণ-ভাব ব্যাবহারিক মাত্র; সুতরাং বাদীর জগৎসত্যত্ববাদ অযৌক্তিক। যদি বল, অবাধিত ব্যবহার-বলে সত্যত্বসিদ্ধি হয়, তদুত্তরে আচার্য্য বলেন—তাহা হইতে পারে না। কারণ, বাধ যে হইবে না, তাহা অগ্রে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। প্রতীতিরও ভ্রান্তি হইতে পারে। খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ বলিতেছেন—"কো ব্রূতে সতী নাম সা বিত্তিঃ অসত্যেব কুতো ন স্যাৎ" ইত্যাদি। অতএব অনাদিপরম্পরাপ্রাপ্ত জাগতিক বস্তুর ব্যবহার অঙ্গীকার করিতে হয়। উহার বাস্তবত্ব নাই, বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদিগণও ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে কোনও দোষ নাই। তাঁহারা ব্যবহারবিষয়তা অতিক্রম করেন না। এসম্বন্ধে শ্রীহর্ষ বলিতেছেন—

"কতিপয়প্রতিপত্তৃকতিপয়কালতথাত্বাবগমাদেব প্রায়েণ লৌকিকো ব্যবহারঃ প্রতীয়তে তাদৃশশ্চায়ং সত্তাবগমঃ কথাঙ্গম্, এতত্তদুচ্যতে ব্যাবহারিকীং প্রমাণাদিসত্তামাদায় বিচারারম্ভ ইতি।"

স্বপ্ন সময়ে নানারূপ পদার্থ অনুভূত হয়, স্বপ্নেও দ্রষ্টাদৃশ্যব্যবহার আছে। স্বপ্নদৃশ্য তৎকালে অবাধিত, সুতরাং ব্যবহারের বিষয়। কিন্তু সে দৃশ্য বাস্তব নহে। কারণ, জাগ্রৎকালে তাহার বাধ হয়। জাগরণে তাহার উপলব্ধি হয় না। সেইরূপ লৌকিক পদার্থ বাস্তব না হইলেও ব্যবহারের বিষয়ীভূত হয়। ব্যবহারবিষয়ে, বস্তুর সত্তা প্রয়োজক ও নহে। অবস্তু দেহাত্মবোধবলে লোকযাত্রা চলিতেছে। দেহ আত্মা নহে এবং দেহ আমি নহি এ বোধ সামান্য বিচারদৃষ্টিতেই জন্মে। অথচ "দেহ আমি" এরূপ বোধেই লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে। দেহাত্মভাব বাস্তব নহে, কিন্তু তদ্বলে ব্যবহার চলিতেছে। অদ্বৈতবাদীর মতে জগতের ব্যাবহারিক সত্তা আছে, পারমার্থিক সত্তা নাই। অঘটন-ঘটনপটীয়সী অবিদ্যার বশেই, সকল ব্যবহার, জ্ঞানোদয়ে—বিদ্বানের অবিদ্যার নাশে—ব্যবহারেরও অভাব হয়। মুক্তব্যক্তি বিধিনিষেধশাস্ত্রের অধীন নহে। ব্যবহারেও বদ্ধ নহে। এ বিষয়ে অন্যান্য মতাবলম্বিগণও অদ্বৈতমতের সহিত একমত। মুক্তব্যক্তিও যদি বিধিনিষেধ ও ব্যবহারের অধীন হয়, তাহা হইলে মুক্তির কোনও তাৎপর্য্যই থাকে না।

মুক্তির পূর্ব্বে প্রমাণপ্রমেয়াদি সকল ব্যবহার থাকে থাকুক, তাহাতে অদ্বৈতবাদীর কোনও আপত্তি নাই। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে ব্যবহারের সার্থকতা আছে। জাগরণের পূর্ব্বে স্বাপ্নব্যবহারের ন্যায় জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে লৌকিক ব্যবহার অদ্বৈতবাদীও স্বীকার করেন, কেবল পারমার্থিক অংশেই বিরোধ।

বাস্তবিক পারমার্থিক অংশে বিবাদ চলিতে পারে না। বিবাদের বিষয়সকল দৃশ্য। দৃশ্য দ্রষ্টার অধীন। ঘট কখনই নিজের সত্তা জানে না। দ্রষ্টা অজ্ঞেয়। দ্রষ্টা জ্ঞানের বিষয় নহে। দ্রষ্টা মনোবাক্যের অগোচর। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"যতো বাচা নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি। অবিষয়ে বিবাদ কিপ্রকারে সম্ভব? যাহা বিষয় তৎসম্বন্ধেই বিচার চলিতে পারে। আত্মা

জ্ঞানের বিষয় নহে। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। আত্মার বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে জিজ্ঞাস্য এই—আত্মা স্वবিষয় কি পরবিষয়? যদি স্ববিষয় হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকর্তৃবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। পরবিষয় হইলে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও তাই আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে। কারণ, তাহাদের মতে জ্ঞান ক্ষণিক। নিজের উৎপত্তি বা নিরোধ নিজে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, তখন নিজেরই অভাব হইয়া পড়ে। পরেও গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ, অনবস্থা-দোষ হয়। নিজের উৎপত্ত্যাদি যে প্রতীত হয় না—ইহাও নহে। কারণ, তাহারা সর্ব্বানুভবসাক্ষিক। যদি বল—প্রতীতি হয়; তাহা হইলে অন্য দ্বারাই প্রতীত হয়। যাহা দ্বারা প্রতীত হয়, সেই দ্রষ্টা হইবে। অতএব দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইল। দ্রষ্টার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, সুতরাং অন্যদ্রষ্টার আবশ্যকতাও নাই। দ্রষ্টা স্বয়ং দ্রষ্টাই, সে কখনও দৃশ্য নহে। দৃশ্যবস্তু অবভাস্য। দ্রষ্টা বা আত্মাই অবভাসক। যাহা দৃশ্য নহে, তাহাই দ্রষ্টা। দ্রষ্টা কাহারও বিষয় নহে। তদ্বিষয়ক গ্রহণাকাঙ্ক্ষাও হয় না। অতএব অনবস্থাদোষ ঘটিতে পারে না।

আত্মা সকলেরই উপলব্ধি হয়, অতএব আত্মোপলব্ধি হয় না—ইহাও বলা যায় না। আত্মবোধে সন্দেহ বা বিপর্য্যয়ও নাই। সকলেই নিজকে আত্মা বলিয়া জানে। সন্দেহ কেবল উপহিত বিষয় লইয়া, সুতরাং আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অবিষয় বলিয়া তৎসম্বন্ধে বিচার বা বিবাদ দুর্ঘট। বাদিগণের যত বাক্ বিতণ্ডা সকলই দৃশ্যবিষয়ক। দৃশ্য মিথ্যাভূত। নিয়ত একরূপ নহে। তৎসম্বন্ধে বুদ্ধিভেদে নানারূপ কল্পনা স্বাভাবিক।

মন্তব্য

ন্যায়দর্শনকে মোক্ষ-শাস্ত্র না বলিয়া মোক্ষ-শাস্ত্রের সহকারী উপায় বলাই সঙ্গত। গোতম ষোড়শ পদার্থের "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্" হয় বলিয়াছেন, বাস্তবিক এই নিঃশ্রেয়স পদ কেবল মোক্ষপর নহে, সকল প্রকার নিঃশ্রেয়স অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ন্যায়বার্ত্তিকে আচার্য্য উদ্যোতকরও তাহাই বলিয়াছেন। *

ন্যায়ভাষ্যকার, বার্ত্তিককার, টীকাকার ও তাপর্য্যপরিশুদ্ধিকার সকলেই অন্বীক্ষিকী বা ন্যায়শাস্ত্রকে বেদান্তবিদ্যার উপকরণস্থানীয়-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। †

---

* তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি তত্ত্বং জ্ঞায়মানং কর্ম্ম সম্পদ্যতে। নিঃশ্রেয়সাধিগম্যমানং কর্ম্ম ভবতীতি, কিং পুনস্তত্ত্বং কিংবা নিঃশ্রেয়সমিতি? তত্ত্বং পদার্থানাং যথাবস্থিতঃ আত্মপ্রত্যয়োৎপত্তিনিমিত্তত্বং—যো যথাবস্থিতঃ পদার্থঃ স তথাভূত প্রত্যয়োৎপত্তিনিমিত্তং ভবতি যৎ যৎ তত্ত্বম্। নিশ্রেয়সং পুনর্দৃষ্টাদৃষ্টভেদাদ্দ্বিবিধং ভবতি, তত্র প্রমাণাদিপদার্থতত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সং দৃষ্টং, নহি কশ্চিৎ পদার্থো জ্ঞায়মানো হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধিনিমিত্তং ন ভবতীতি। এবং চ কৃত্বা সর্ব্বে পদার্থাজ্ঞেয়তয়োপক্ষিপ্যন্ত ইতি। পরন্ত নিঃশ্রেয়সমাত্মাদেস্তত্ত্বজ্ঞানাদ্ ভবতি। দৃষ্টং প্রমাণাদিপরিজ্ঞানাদ্ অদৃষ্টং পুনরাত্মাদেঃ প্রমেয়স্য পরিজ্ঞানাদিতি ন প্রমাণমস্তি? ন নাস্ত্যর্থস্য তথাভাবাৎ—অর্থ এবায়ং তথাভূতো যদাত্মাদেঃ প্রমেয়স্য তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সমধিগম্যতে। যদাহয়মাত্মাদি প্রমেয়ং বিপর্য্যয়েণাধ্যবসিতো ভবতি অথ সংসারং নাতিবর্ত্তত ইতি।"

† ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—

"সংশয়াদীনাং পৃথগ্‌বচনমনর্থকং সংশয়াদয়ঃ প্রমাণেষু প্রমেয়েষু চান্তর্ভবন্তো ন ব্যতিরিচ্যন্ত ইতি। সত্যমেতৎ। ইমাস্ত চতস্রোবিদ্যাঃ পৃথক্ প্রস্থানাঃ

ভাষ্যকার প্রভৃতির বাক্যবলে প্রতীত হয় ন্যায়দর্শন সর্ব্ববিদ্যার অঙ্গ,—

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা॥"

মুক্তির উপায়রূপে ন্যায়শাস্ত্রের সার্থকতা, কিন্তু মুক্তির প্রধান উপায়রূপে নহে। অন্যান্য বিদ্যার উপকারক বলিয়া এবং উপনিষৎ বিদ্যারও উপকারক বলিয়া পরম্পরাক্রমে মুক্তির উপায়। এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদীর সহিত কোন বিরোধ নাই। নব্য নৈয়ায়িক কেহ কেহ এ বিষয়ে পূর্ব্বতন আচার্য্যগণকে অতিক্রম করিয়া ন্যায়শাস্ত্রকেই

প্রাণভৃতামনুগ্রহায়োপদিশ্যন্তে যাসাং চতুর্থীয়মান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা। তস্যাঃ পৃথক্ প্রস্থানাঃ সংশয়াদয়ঃ পদার্থাঃ, তেষাং পৃথগ্ বচনমন্তরেণাধ্যাত্মবিদ্যা-মাত্রমিয়ং স্যাৎ যথোপনিষদঃ। তস্মাৎ সংশয়াদিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক্ প্রস্থাপ্যতে।"

বার্ত্তিককার উদ্যোতকরাচার্য্যও বলিয়াছেন—

"চতস্র ইমা বিদ্যা ভবন্তি তাশ্চ পৃথক্‌প্রস্থানাঃ। অগ্নিহোত্রবনাদিপ্রস্থান. ত্রয়ী, হলশকটাদিপ্রস্থানা বার্ত্তা; স্বাম্যমাত্যভেদানুবিধায়িনী দণ্ডনীতিঃ। সংশয়াদি-ভেদানুবিধায়িনী আন্বীক্ষিকী, তস্যাঃ সংশয়াদিপ্রস্থানমন্তরেণাধ্যাত্ম-বিদ্যামাত্রমিয়ং স্যাৎ। ততঃ কিং স্যাৎ। অধ্যাত্মবিদ্যামাত্রত্বাৎ উপনিষদ্বিদ্যাবৎ ত্রয্যামেবান্তর্ভাব ইতি চতুষ্টয়ং নিবর্ত্ততে তস্মাৎ পৃথক্ গৃহ্যন্ত ইতি।

বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকায় বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন—

যদ্যপীতরাবিদ্যাঃ প্রমাণিকমেবার্থমভিনিবিশন্তে তথাঽপ্যেতদ্বিদ্যা প্রতিপাদ্য-মেব প্রমাণাদ্যুপজীব্য স্বে স্বেব্যুৎপাদ্যেঽর্থতত্ত্বে প্রবর্ত্তন্তে ন তু প্রমাণান্যপি ব্যুৎপাদয়ন্তি। তদনেন বিদ্যোপকরণগ্রহণেন ব্যাপার আন্বীক্ষিক্যাদর্শিতঃ ইতি।"

উদয়নাচার্য্যও তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধিতে লিখিয়াছেন—

"তদেতদুক্তং ভবতি ন্যায়ব্যুৎপাদনে ব্যাপারবত্তয়া হি ইয়মান্বীক্ষিকী বিদ্যান্তরাদভিদ্যতে। স চ সংশয়াদ্যঙ্গোপাঙ্গেনৈব ব্যুৎপাদিতো ভবতি ততোঽস্যাঃ সংশয়াদয়ো বিষয়ভূতাঃ তানন্তরেণ নির্ব্বিষয়তয়া বিদ্যৈব ন স্যাৎ বিষয়ান্তরবত্তয়া বিদ্যান্তরমেব বা স্যাদিতি।"

মুক্তির মুখ্য উপায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দ্বৈতসত্যত্ব নির্ণয় করিলেন ও অদ্বৈতবাদের উপর আক্রমণ করিতে লাগিলেন, তখনই শ্রীহর্ষ অনির্ব্বচনীয়তাবাদ দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া প্রমাণাদি পদার্থের খণ্ডন করিলেন। শ্রীহর্ষ উদয়নাচার্য্যের মতবাদ বিশেষরূপে নিরাস করিয়াছেন। আচার্য্য উদয়ন পর্য্যন্ত নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ অদ্বৈত মতের সার্থকতা অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কেহ কেহ তীব্র কটাক্ষ ও ভীষণ আক্রমণ করিয়া অদ্বৈতবাদ বিধ্বস্ত করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

ন্যায়দর্শনের প্রতি শঙ্করের শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ষোড়শ পদার্থ স্বীকার না করিলেও গোতমীয় "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্" প্রমাণিকরূপে স্বীয় ভাষ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, ন্যায়দর্শনের বিদ্যাঙ্গত্ব শঙ্কর অস্বীকার করেন নাই। তিনি শ্রুতি ও যুক্তিবলে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়ের পক্ষপাতী, যুক্তিশাস্ত্রই ন্যায়শাস্ত্র, তাঁহার মতে যুক্তি শ্রুতির অনুকূল হওয়া চাই।

ন্যায়শাস্ত্রের উপক্রম ও উপসংহার দেখিলেও মনে হয় ন্যায়শাস্ত্র বেদান্তের ন্যায় মোক্ষশাস্ত্র নহে। বেদান্তদর্শনের উপক্রমের সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এবং উপসংহার সূত্র "অনাবৃত্তিশব্দাদনাবৃত্তিশব্দাদিতি।" এস্থলে উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা রক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রই ব্রহ্মপ্রতিপাদনপর। ব্রহ্মাত্মতাপ্রতিপাদনেই বেদান্তসূত্রের তাৎপর্য্য; কিন্তু ন্যায়দর্শনের উপক্রম ও উপসংহারে একবাক্যতা নাই। উপক্রমে "তদন্তরাপায়াদপবর্গ ইতি" আরম্ভ করিয়া "হেত্বাভাসাশ্চ যথোক্তাঃ" এইরূপে উপসংহার হইয়াছে। এস্থলে একবাক্যতা সাধিত হয় নাই। যদি মুক্তিই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইত, তাহা হইলে উপক্রম ও উপসংহারের একার্থতা রক্ষিত হইত।

পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনেও এইরূপ উপক্রম ও উপসংহারের একার্থতা নাই। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রে আরম্ভ করিয়া "অন্বাহার্য্যে চ দর্শনাৎ" এই সূত্রে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। বোধ হয় পূর্ব্ব-

মীমাংসার উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা নাই বলিয়াই আচার্য্য রামানুজ পূর্ব্ব ও ব্রহ্মমীমাংসা উভয় মিলিয়া একশাস্ত্র, এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন।

উপক্রম প্রভৃতি ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যনির্ণয়ের উপায় আছে। বাস্তবিক কোনও উপায়েই ইহা প্রমাণিত হয় না যে, ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য মুক্তি। অবশ্যই পরম্পরাক্রমে সহকারিরূপে ন্যায়শাস্ত্রের সার্থকতা আছে। অনেক নৈয়ায়িক এই মহান্ সত্যটী ভুলিয়া ন্যায়ের প্রধান্য স্থাপনমানসে অদ্বৈতমত আক্রমণ করিলেন, ইহারই ফলে কয়েক শতাব্দীব্যাপী দার্শনিক যুদ্ধের আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধের অদ্বৈতপক্ষে প্রথম সেনাপতি শ্রীহর্ষ। তিনি বৌদ্ধের অস্ত্র লইয়া এরূপ কৌশলে দ্বৈতবাদীকে পরাজিত করিয়াছেন যে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

গৌড়পাদাচার্য্য স্বাপ্নিক ও জাগরণের ব্যবহার লইয়া যে বিচার আরম্ভ করিয়াছেন, সেই বিচারই শ্রীহর্ষে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ খণ্ডনে শ্রীহর্ষ যেরূপ অগাধ পাণ্ডিত্যের ও অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন সেরূপ পাণ্ডিত্যও অতি বিরল।

আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয়তাবাদ নিরসন করিয়া জগৎসত্যত্ববাদ স্থাপনে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহর্ষের যুক্তিজালে রামানুজ প্রভৃতির যুক্তিও বিধ্বস্ত হইয়াছে।

শ্রীহর্ষের বিশেষত্ব এই যে, তিনি শূন্যবাদের অস্ত্র গ্রহণ করিয়া অন্যপক্ষকে পরাজিত করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে শূন্যবাদও খণ্ডন করিয়াছেন। এইরূপে বিজ্ঞানবাদীর জ্ঞানের স্বপ্রকাশকতা অঙ্গীকার করিলেও ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ নিরাস করিয়াছেন। অদ্বৈতই পারমার্থিক—ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত।

"পারমার্থিকমদ্বৈতং প্রবিশ্য শরণং শ্রুতিঃ।
বাধনাদুপজীব্যেন বিভেতি ন মনাগপি।"

শ্রীহর্ষের পন্থানুসরণ করিয়া আচার্য্য চিৎসুখ, মধুসূদন ও ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালে দ্বৈতবাদীর যুক্তিজাল সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ যাহার সূচনা করেন, তাহাই পরবর্ত্তী কালে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। তবে শ্রীহর্ষের সময় হইতেই সাধনা হইতে পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য আরম্ভ হইয়াছে। তাহার কারণ অন্য কিছুই নহে, অন্যান্য মতবাদ দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ায় তর্কজালের সৃষ্টি হইয়াছে। এই তর্কের ফলে পাণ্ডিত্যেরও প্রসার হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় সাধনের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। স্বীয় মতপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা এত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাধনার অন্তরায়ও হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ সাধনের সামগ্রী, অনুভূতির বস্তু, বিচারবহুল গ্রন্থনিচয়ের বৃদ্ধি হওয়ায় পাণ্ডিত্যের প্রসার হইলেও অনধিকারীর নিকট অনুভবের প্রচেষ্টা কমিয়াছে বলিয়াই প্রতীত হয়, ইহা অনেকটা পরিমাণে স্বাভাবিকও বটে।

শ্রীমদ্-আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য্য

(দ্বাদশ শতাব্দী—অদ্বৈতবাদ)

(জীবন-চরিত)

আনন্দবোধ ভট্টরকাচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি "ন্যায়মকরন্দ" নামক স্বীয় গ্রন্থে আচার্য্য বাচস্পতির নামোল্লেখ করিয়াছেন। বিবরণাচার্য্য প্রকাশাত্মযতির মতের অনুবাদও করিয়াছেন। বাচস্পতির কাল ১০ম শতাব্দী ও প্রকাশাত্মের কাল ১১শ শতাব্দী। চিৎসুখাচার্য্য "ন্যায়মকরন্দে"র ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। চিৎসুখাচার্য্যের অবস্থিতিকাল ১৩শ শতাব্দী। অতএব আনন্দবোধাচার্য্যের কাল দ্বাদশ শতাব্দী। তিনি অন্যান্য নিবন্ধ হইতে সংগ্রহ করিয়া 'ন্যায়মকরন্দ' সঙ্কলন করিয়াছেন ও স্বীয় গ্রন্থে

তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল নিবন্ধ বাচস্পতির ভামতী ও প্রকাশাত্মের বিবরণ প্রভৃতি। তিনি ন্যায়মকরন্দের প্রারম্ভে ইহা লিখিয়াছেন যথা—

"নিবন্ধপুষ্পজালানি সমালোচ্য প্রযত্নতঃ।
সন্ন্যায়মকরন্দানাং সংগ্রহঃ ক্রিয়তে ময়া॥

সমাপ্তিতেও লিখিয়াছেন—

"নানানিবন্ধকুসুমপ্রভবাবদাত-
ন্যায়োপদেশমকরন্দকদম্ব এষঃ।
আনন্দবোধযতিনা নিধিনা গুণানা-
মানন্দহেতুরকলঙ্কধিয়াং ব্যধায়ি॥"

এতদ্দৃষ্টেও প্রতীয়মান হয়—আচার্য্য আনন্দবোধ বিবরণকার প্রভৃতির নিবন্ধনগ্রন্থ অনুসারেই স্বীয় গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। আনন্দবোধাচার্য্য সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি কাহার শিষ্য তাহাও জানিতে পারা যায় না। স্বীয় গ্রন্থাদিতেও তৎপরিচয় প্রদান করেন নাই। ইঁহার জীবনের অন্যান্য বৃত্তান্তও প্রায় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ইনি তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। [১] ন্যায়মকরন্দ, [২] প্রমাণমালা, [৩] ন্যায়দীপাবলী। এই তিনখানি পুস্তকেই অদ্বৈতমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। ন্যায়মকরন্দ যে সুচিন্তিত গ্রন্থ, তাহার পরিচয় তিনিই প্রদান করিয়াছেন, যথা—

"সেব্যন্তাং মতিমন্তঃ সরস্বতীং চন্দ্রিকাং বিশদাম্।
আনন্দবোধকৃতিনঃ শময়ন্তীমান্তরং তিমিরম্॥
আনন্দবোধসুকবেঃ সূক্তিং কেনাভিনন্দন্তি।
নো চেদরুচিনিদানং মৎসরসংজ্ঞং মহাপিত্তম্॥"

এইস্থলে শেষোক্ত শ্লোকে অন্যান্য মতাবলম্বিগণের উপর একটু বঙ্কিম কটাক্ষও করিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থ যে অদ্বৈতমতের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আচার্য্য চিৎসুখ এই গ্রন্থের উপর ব্যাখ্যা রচনা করিয়া

এই গ্রন্থের সম্মান আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাস্তবিকই এই গ্রন্থে আনন্দবোধেন্দ্রের বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থের বিবরণ

১। **ন্যায়মকরন্দ**—ইহা একখানি সংগ্রহগ্রন্থ এবং খণ্ডনকারের "খণ্ডনের" ন্যায় বিরচিত। বৌদ্ধ, জৈন মতাদিও খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে খণ্ডিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রধানরূপে ন্যায়মত-খণ্ডনেই খণ্ডনখণ্ড-খাদ্যের সার্থকতা। ন্যায়মকরন্দে কিন্তু অনির্ব্বচনীয়তাবাদ সংস্থাপিত হইয়াছে। অসৎখ্যাতি, অখ্যাতি, আত্মখ্যাতি ও সৎখ্যাতি-বাদও নিরস্ত হইয়াছে। অনির্ব্বচনীয়তাপ্রতিপাদনাংশে উভয় গ্রন্থের সাদৃশ্য আছে। শ্রীহর্ষ নৈয়ায়িকের প্রমাণ প্রভৃতি পদার্থের খণ্ডন করিয়া অনির্ব্বচনীয়বাদ স্থাপন করিয়াছেন। আর আনন্দ-বোধাচার্য্য 'অখ্যাতি'বাদ প্রভৃতি নিরসন করিয়া অনির্ব্বচনীয়তাবাদ সুস্থাপিত করিয়াছেন। "ন্যায়মকরন্দ" ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী বলরাম উদাসীন মাণ্ডলিক ইহার সম্পাদক।

২। **প্রমাণমালা**—ইহা সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ (Monograph)। বারাণসী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। পণ্ডিতবর রত্নগোপাল ভট্ট ইহার সম্পাদক। মুক্তিনিরূপণই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। আত্মস্বরূপ-নির্ণয়েই মুক্তি নিরূপিত হয়। অবিদ্যার অস্তই মোক্ষ। আত্মস্বরূপতার নামই মুক্তি। এই গ্রন্থের সমাপ্তিশ্লোকে তিনি প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন, যথা— "আত্মস্বভাবমধিকৃত্য মুকুন্দমেধা

মানাভিধাননবরত্নমনোজ্ঞমালা।
আনন্দবোধযতিনা নিখিনা গুণানাম্
আনন্দহেতুরকলঙ্কধিয়াং ব্যধায়ি॥"

শেষোক্ত দুইটী পংক্তির সহিত 'ন্যায়মকরন্দের' শ্লোকের সাম্য রহিয়াছে।

৩। ন্যায়দীপাবলী—এই গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ মাত্র। ইহাতে জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপিত হইয়াছে। এই পুস্তক বারাণসী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর রত্নগোপাল ভট্ট ইহার সম্পাদক।

মতবাদ

আচার্য্য আনন্দবোধ শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত করিবার জন্যই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। "ন্যায়মকরন্দে" প্রথমে ক্ষেত্রজ্ঞভেদ নিরসন করিয়াছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ ভিন্ন নহে। ভেদ পারমার্থিক নহে। ভেদ অবিদ্যার ফল। জ্ঞেয়ভেদ নিরসন করিয়া অদ্বৈতই পরমার্থরূপে তিনি নিরূপণ করিয়াছেন।

"ইত্থং নিরস্তনিখিল-প্রতিকূলশঙ্কাদ্
বেদান্তবাক্যনিকরান্নিখিলোপি ভেদঃ।
শক্যো নিষেদ্ধু-মিতি সিদ্ধমনাদ্যবিদ্যা
তদ্‌বাসনাবিরচিতভ্রমমাত্রসিদ্ধঃ॥"

অতঃপর গ্রন্থকার অখ্যাতিবাদ উত্থাপন ও নিরসন করিয়াছেন। অন্যথাখ্যাতি, আত্মখ্যাতি ও অসংখ্যাতিবাদ উত্থাপন ও নিরাস করিয়া অনির্ব্বচনীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই :—

"তস্মান্নসন্নাসন্নপি সদসদপি ত্বনাদ্যনির্ব্বাচ্যাবিদ্যা
ক্রীড়নমলীকনির্ভাসং বিভ্রমমালবহনমিতি সিদ্ধম্।
সতি চৈবং প্রপঞ্চোপি স্যাদবিদ্যাবিজৃম্ভিতঃ
জাড্যদৃশ্যত্বহেতুভ্যাং রজতস্বপ্নদৃশ্যবৎ॥"

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান স্বপ্রকাশ, সুতরাং আত্মাও স্বপ্রকাশ।

প্রমাণপ্রমেয়াদিব্যবহার লৌকিক, পারমার্থিক নহে। শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য তত্ত্বনির্ণয়। এই সব বিষয় প্রতিপাদনের জন্য আচার্য্য বলিতেছেন—

"মায়াময়ত্বসিদ্ধৌ চ প্রপঞ্চস্য প্রমাণতঃ
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানং প্রামাণ্যং ব্যাবহারিকম্।
অদ্বৈতাগমবাক্যস্ত তত্ত্বাবেদনলক্ষণম্
প্রমাণভাবং ভজতে বাধবৈধুর্য্যহেতুতঃ॥"

শ্রুতিবাক্য সকল সিদ্ধবস্তুপর। ক্রিয়াপর নহে, এ সম্বন্ধেও তিনি বলিতেছেন—

"ইতি বিগলিতদোষো মানভাবঃ শ্রুতীনাং
নিরতিশয়সুখাত্মন্যদ্বিতীয়ে প্রকাশে।
নন্থ পরমতকার্য্যো বেদলেশোপি মা ত্বং
ভজত ইতি বদামস্তত্র সঙ্গত্যযোগাদ্॥"

প্রবর্ত্তকত্ব—তাঁহার মতে অপেক্ষিত উপায়ই বিধি। তিনি নিয়োগবিধির বিপক্ষে। সমস্ত বিধিবাক্যই সমীহিত সাধনার্থক। বিধিবাক্য সকল সমীহিত সাধনার্থরূপে সিদ্ধার্থে পর্য্যবসিত। সুতরাং অপেক্ষিত-উপায়তাই বিধির তাৎপর্য্য।

মুক্তি—এই আচার্য্যের মতে নিত্য নিরতিশয় সুখাভিব্যক্তি ও নিঃশেষে দুঃখোচ্ছেদই মুক্তির লক্ষণ এবং অবিদ্যার অস্তই মুক্তি। ইনি মুক্তি-প্রসঙ্গে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৌদ্ধ, জৈন, বৈশেষিক প্রভৃতি মতের প্রতিপাদিত মুক্তি খণ্ডন করিয়া সংসারনিবৃত্তিরূপ মুক্তিই নিরূপণ করিয়াছেন। সংসারনিবৃত্তি—ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই মোক্ষ। আত্মা নিত্যমুক্ত এবং ব্রহ্মই আত্মা সুতরাং নিত্যপ্রাপ্ত। অবিদ্যামাত্র তিরোহিত হইলেই ব্রহ্মাত্মভাবের স্ফূর্ত্তি হয়। এইজন্য আচার্য্য বলেন—

"সংসারনিবৃত্তিব্রহ্মপ্রাপ্তিশ্চ মোক্ষঃ, তত্র মৃত্যুপদবেদনীয়কর্ম্মক্ষয়-দ্বারেণ সংসারনিবৃত্তৌ বিদ্যেতরত্বেনাবিদ্যামূলত্বেন বা অবিদ্যাশব্দ-

বাচ্যানাং কর্ম্মণামুপযোগঃ। ব্রহ্ম তু আত্মতয়া নিত্যপ্রাপ্তমপ্যবিদ্যা-মাত্রতিরোহিতং কণ্ঠগতচামীকরবৎ, ন তত্র অবিদ্যানিবৃত্তেরধিকঃ কর্ম্মকার্য্যমস্তীত্যবিদ্যানিবৃত্তৌ বিদ্যায়া উপযোগঃ।"

আচার্য্যের মতে মুক্তি জ্ঞানের ফল। কর্ম্ম মুক্তির সাধন নহে। তিনি বলিতেছেন—"তস্মাজ্‌জ্ঞানমেবৈকং মোক্ষসাধনং, ন পুনঃ কর্ম্মলেশোঽপি ইতি সিদ্ধম্।"

অবিদ্যা-নিবৃত্তি—অবিদ্যানিবৃত্তি কি? ব্রহ্মসিদ্ধিকার সুরেশ্বরা-চার্য্যের মতে আত্মস্বরূপতাই অবিদ্যানিবৃত্তি। আচার্য্য আনন্দ-বোধের মতে আত্মাতিরিক্ত অবিদ্যানিবৃত্তি। অবিদ্যানিবৃত্তি সং নহে। সৎ হইলে অদ্বৈতহানি হয়। অসৎও নহে। কারণ, অসৎ হইলে জ্ঞানসাধ্যত্ব থাকে না। সদসদ্রূপও নহে; কারণ, সদসদ্রূপ পরস্পরবিরোধী। অনির্ব্বাচ্যও নহে। কারণ, সাদি অনির্ব্বাচ্যের উপাদান অজ্ঞান। মুক্তাবস্থায়ও সেই উপাদান অজ্ঞানের অনুবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ মুক্তিকালে তন্নিবর্ত্তক জ্ঞানের সম্ভাবনাও নাই। অতএব এই চারিপ্রকার ব্যতীত অবিদ্যানিবৃত্তি পঞ্চম প্রকার—ইহা সিদ্ধ হইল।

মিথ্যাত্বলক্ষণ—পূর্ব্বে আচার্য্য পদ্মপাদ সদসদ্বিলক্ষণত্বকেই মিথ্যাত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বিবরণকার প্রকাশাত্ম যতি "ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগিত্ব এবং জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব" এই দুইটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আচার্য্য আনন্দবোধ ইহার সহিত অপর একটি লক্ষণ সংযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে "সদ্‌ভিন্নরূপত্বং মিথ্যাত্বম্"। যাহা সৎ হইতে পৃথক্, অর্থাৎ যাহা সৎ হইতে ভিন্ন, তাহাই মিথ্যা। এই চারিটী লক্ষণ ও চিৎসুখাচার্য্যের "স্বাশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্" এই লক্ষণটী অবলম্বন করিয়াই অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতী "পঞ্চ মিথ্যাত্বলক্ষণ" নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আচার্য্য আনন্দবোধ প্রমাণমালা নামক প্রবন্ধেও মুক্তি নিরূপণ

করিয়াছেন। "গ্যায়দীপাবলী"তে জগতের সত্যত্ব নিরসন করিয়াছেন। উপক্রমে লিখিয়াছেন—"বিবাদপদং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ" দৃশ্য বলিয়াই জগৎ মিথ্যা, এই প্রতিজ্ঞাই যুক্তিবলে প্রমাণিত করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন এইরূপ প্রতিজ্ঞাপ্রসঙ্গে আরও অন্য হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্য আনন্দবোধ কেবল "দৃশ্যত্ব" হেতুতেই মিথ্যাত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈত-সিদ্ধিকারের মতে—"বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ" ইত্যাদি।

মন্তব্য

অবিদ্যানিবৃত্তি কিরূপ? এ প্রসঙ্গে "প্রমাণমালা"য় ন্যায়মত অতিসংক্ষেপে দুইটী শ্লোকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষো ভবেদ্‌বিদ্যৈকহেতুকঃ
যুক্ত্যা শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং চ স্বীকর্ত্তব্যো মনীষিভিঃ।
সদাদিভ্যশ্চ ভিন্নোঽস্য প্রকারঃ পরিশেষতঃ
যথা সমুপপদ্যেত তথৈব পরিকল্প্যতাম্॥"

অবিদ্যানিবৃত্তি সৎ, অসৎ, সদসদ্ ও অনির্ব্বাচ্য না হইলে পঞ্চম প্রকার কি? তাহা অবশ্যই আচার্য্য আনন্দবোধ নির্ণয় করেন নাই। "নেতি নেতি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গেলে অনির্দ্দেশ্য হইয়া পড়ে। ব্রহ্মস্বরূপতাই যখন মুক্তি বলিয়া অঙ্গীকৃত, তখন পঞ্চম প্রকার নির্দ্দেশ যেন কেমন একটা নূতন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। ইনি আত্মস্বরূপতাবাদী সুরেশ্বরকেও বেশ কটাক্ষ করিয়াছেন। ইনি ব্রহ্মসিদ্ধিকারের অভিমত অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু আচার্য্যের বাক্য বেদবাক্যের ন্যায় সিদ্ধবাক্য নহে, সুতরাং তাঁহার ভ্রান্তিও হইতে পারে—এরূপও কটাক্ষ করিয়াছেন। অবিদ্যানিবৃত্তিই

আত্মস্বরূপতা, ইহা কখনই সঙ্গত নহে। আচার্য্য আনন্দবোধ বলিতেছেন—

"অত্র কেচিৎ পরিহারাঽলোচনকাতরান্তঃকরণাঃ পরমাত্মৈবা-বিদ্যানিবৃত্তিরিত্যাহুঃ। উদাহরন্তি চ আচার্য্যবচনম্—আত্মৈবাজ্ঞান-হানির্ব্বেতি। ন তেষাং প্রাগুক্তদোষান্নির্মোক্ষঃ। ন চাত্মৈবাজ্ঞান-হানির্ব্বেতি বৈদিকং বচনং, যেন তন্মাত্রাদর্থসিদ্ধিঃ। অনাস্থাবাদ-স্বয়ম্, আচার্য্যস্যাঽপি স্খলিতমেব বা কো দোষঃ।" এ প্রসঙ্গে কাঁহারও মতে অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্ব্বাচ্য। অবিদ্যা যেমন অনির্ব্বাচ্যা নিবৃত্তিও সেইরূপ। অবিদ্যার অনুবৃত্তিতে যে তদুপাদান অজ্ঞানেরও অনুবৃত্তি হইবে—এমন কোনও নিয়ম নাই। আচার্য্য চিৎসুখের মতে মুক্তিতে দুঃখাভাবই পরম পুরুষার্থ নহে। মুক্তিতে অবিদ্যানিবৃত্তির ন্যায়, সংসার দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ শেষে থাকে; অনবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তিই স্বাভাবিক পুরুষার্থ। এস্থলে আনন্দ বোধাচার্য্য ইহাকে কোনওরূপ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া অবিদ্যা-নিবৃত্তিকে পঞ্চমপ্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার মত কতকটা পরিমাণে অশোভন হইয়াছে। অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্ব্বাচ্য বলিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। অখণ্ডানন্দের আবরকই সংসারদুঃখ এবং সংসারদুঃখের হেতুও অবিদ্যা। সেই অবিদ্যার উচ্ছেদে অখণ্ডানন্দের স্ফুরণ এবং অখণ্ডানন্দের স্ফুরণেই সংসারদুঃখোচ্ছেদ হয়।

আনন্দবোধাচার্য্য—সুরেশ্বর, বাচস্পতি ও প্রকাশাত্মযতির অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য স্থলবিশেষে মতের পার্থক্যও হইয়াছে কিন্তু এই পার্থক্য মারাত্মক নহে। যেহেতু মূলতত্ত্বে কোনও পার্থক্য নাই। কেবল ব্যাখ্যারই পৃথক্ত্ব। তিনি স্বীয় গ্রন্থে প্রভাকর-মতাবলম্বী শালিকনাথ ও ভবনাথের মত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। (ন্যায়মকরন্দ-চৌখাম্বা সং ১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শালিকনাথ মিশ্র প্রভাকর মতানুযায়ী "প্রকরণপঞ্চিকা" নামক গ্রন্থ বিরচন করেন।

সুরেশ্বরাচার্য্য যেমন নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে প্রথমে গদ্যে মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়া এক একটী কারিকার দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াই আনন্দবোধ স্বীয়গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীহর্ষ মিশ্রের সহিতও সাদৃশ্য আছে। পরবর্ত্তী কালে চিৎসুখাচার্য্যও গদ্যে বিচার করিয়া কারিকায় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তৎকৃত "তত্ত্বপ্রদীপিকা" এইরূপ প্রণালীতে রচিত।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

শ্রীমৎ দেবাচার্য্য (দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ)

(জীবন-চরিত)

দেবাচার্য্যের জন্মস্থান তৈলঙ্গদেশ। পণ্ডিতবর বেদান্তকেশরি অনন্তরাম, আচার্য্য নিম্বার্কের জীবনী লিখিয়াছেন। তাহাতে দেবাচার্য্যের জন্মকাল "যুগরুদ্রেন্দু" অর্থাৎ ১১১২ বিক্রম সম্বৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় "বিক্রম সম্বৎ" নহে—শকাব্দ। ১১১২ বিক্রম সম্বৎ দেবাচার্য্যের কাল নির্ণয় করিলে দেবাচার্য্য ভাস্করের সমসাময়িক হইয়া পড়েন। কিন্তু আচার্য্য নিম্বার্ক ভাস্করের প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়াই প্রতীত হয়। নিম্বার্কাচার্য্য ভাস্করের পরবর্ত্তী। নিম্বার্কের পরে তচ্ছিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য ভাষ্য প্রণয়ন করেন। নিম্বার্ক ও শ্রীনিবাসের ভাষ্য অবলম্বন করিয়া দেবাচার্য্য স্বীয়বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই সকল হেতুতে মনে হয় দেবাচার্য্য ১১১২ শকাব্দায় অর্থাৎ ১১৯০ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন ইহাই অনুমিত হয়। পুরুষোত্তমাচার্য্য এই শতাব্দীর প্রারম্ভে এবং দেবাচার্য্য শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের মতে দেবাচার্য্য ভগবানের হস্তস্থিত পদ্মের অবতার। তিনি কৃপাচার্য্যের নিকট সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অবশ্যই এই কৃপাচার্য্য কে, তাহা বলা কষ্টকর। মহাভারতীয় অমর কৃপাচার্য্য কি না তাহা বলা যায় না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মহাভারতীয় কৃপাচার্য্য হইতে পারেন না। অবশ্য সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের উপর ঐতিহাসিক যুক্তি কিছুই করিতে পারে না। এই কৃপাচার্য যিনিই হউন, ইনি যে দেবাচার্য্য, নিম্বার্ক ও শঙ্করের মতসম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধ হয় স্বীয় গুরুও উভয় মতে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নিম্বার্কের ভাষ্যে শঙ্করমতের উপর আক্রমণ নাই, কিন্তু দেবাচার্য্য স্বীয় বৃত্তিতে একমাত্র শঙ্করকেই প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া, তন্মত খণ্ডনে চেষ্টিত হইয়াছেন।

অনন্তরামের গ্রন্থে জানা যায় কৃপাচার্য্যের নিকট হইতে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া "বেদান্ত জাহ্নবী" নামক সূত্রবৃত্তি ও "ভক্তিরত্নাঞ্জলি" প্রণয়ন করেন।

"চক্রুর্ব্বেদান্তসূত্রাণাং বৃত্তিং বেদান্তজাহ্নবীম্।
ভক্তিরত্নাঞ্জলিঞ্চৈব মুমুক্ষুণাং হিতায় তে॥"

দেবাচার্য্যের বেদান্তজাহ্নবীর উপর তাঁহার শিষ্য সুন্দরভট্ট "সিদ্ধান্তসেতুক" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। *

দেবাচার্য্য নিম্বার্কের ও শ্রীনিবাসের ভাবে ভাবিত হইয়া স্বীয় বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন তৎপরিচয় স্বকীয় গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

---

* সুন্দরভট্ট "সিদ্ধান্তসেতুক"-টীকার প্রারম্ভে স্বীয় গুরুর পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

"শাস্তাবুদ্ধের্যশ্চ বিশ্বস্য হেতুঃ কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
দেবাচার্য্যস্তস্য দেবস্য রূপং ভর্গং নিত্যং চিন্তয়েঽহং বরেণ্যম্॥"

"মুমুক্ষুজনোদ্দিধীর্ষয়া শ্রীপুরুষোত্তমাজ্ঞয়াঽনাদিবেদান্তসন্ততিং সনাতনীমপি কলৌ নষ্টাম্ উদ্ধর্তুমবনীতলাবতীর্ণো ভগবান্ সুদর্শনাবতারো নিয়মানানন্দাখ্য আচার্য্যো বেদান্তপারিজাত-সৌরভাখ্যগ্রন্থরচনয়া বাক্যার্থরূপেণ ব্যাচকার। তদপি ভগবান্ শ্রীনিবাসাচার্য্যো নিগদং বভাষে। তস্যাতিগম্ভীরাশয়ত্বেনোক্ত-লক্ষণাধিকারিকত্বেন চ মন্দমতীনাং নিখিলবেদান্তার্থজিজ্ঞাসূনাং * * * তেষামুপকারার্থং মিতাক্ষরারূপাং সিদ্ধান্তজাহ্নব্যাখ্যাং সূত্রবৃত্তিং সমারভতে।"

অতঃপর গ্রন্থশেষেও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। সম্ভবতঃ * শ্রীনিবাসাচার্য্যের উপর তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল।

দেবাচার্যের গ্রন্থ-বিবরণ

বেদান্ত-জাহ্নবী—এই গ্রন্থ চতুঃসূত্রীর বৃত্তি। নিম্বার্ক ও শ্রীনিবাসের ভাষ্যাবলম্বন করিয়া বৃত্তি রচিত হইয়াছে। এই বৃত্তিতে শাঙ্করমতের খণ্ডন-প্রচেষ্টা সবিশেষ পরিস্ফুট। এই পুস্তক চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে কাশীধাম হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

* "আদ্যাচার্য্যচরণৈর্ব্বেদান্তপারিজাতসৌরভপঠিতবাক্যচতুষ্টয়স্যৈতস্য লঘুতত্ত্ব শ্রীনিবাসচরণৈর্ভগবদ্ভির্ব্বেদান্তকৌস্তুভে তদ্ভাষ্যে নিগদভাবিতত্বাৎ। অত্রাপি সূত্রব্যাখ্যামুখেনাস্মাভিরপি ব্যাখ্যাতপ্রায়ত্বেন পৌনরুক্ত্যাপাতদোষাচ্চ নেহ ব্যাখ্যার্থমুদযুজ্যতে।"

গ্রন্থসমাপ্তিতে নমস্কার-শ্লোকেও লিখিয়াছেন—

"শ্রীনিবাসপদাম্ভোজস্মরণোদ্বুদ্ধবুদ্ধিনা।
সংক্ষিপ্তৈব মুমুক্ষূণাং পরমানন্দলব্ধয়ে॥"

বোধ হয় এস্থলে শ্রীনিবাস অর্থে নারায়ণ ও আচার্য্য শ্রীনিবাস এই উভয়কেই গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যত্র শ্রীবিশ্বাচার্য্যও লিখিয়াছেন—

"শঙ্খাবতারঃ পুরুষোত্তমস্য যস্য ধ্বনিঃ শাস্ত্রমচিন্ত্যশক্তিঃ।
যৎস্পর্শমাত্রাদধ্রুব আপ্তকামস্তং শ্রীনিবাসং শরণং প্রপদ্যে॥"

বৃন্দাবনের পণ্ডিত কিশোরদাস বাবাজী ইহার সম্পাদক। বেদান্তজাহ্নবীর উপর সুন্দরভট্টের "সিদ্ধান্তসেতুক" টীকা আছে, তাহাও এই সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। চতুঃসূত্রী পর্য্যন্তই বৃত্তি ও টীকা পাওয়া যাইতেছে, অন্যাংশ বোধ হয় এখনও অপ্রকাশিত।

ভক্তিরত্নাঞ্জলি—এই গ্রন্থে ভক্তির বিষয় আলোচিত হইয়াছে বলিয়াই প্রতীত হয়। এই পুস্তক অদ্যাপি মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই।

দেবাচার্য্যের মতবাদ

নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত দেবাচার্য্য প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। শাঙ্করমতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যেমন আচার্য্যগণের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, নিম্বার্ক প্রভৃতির মত ব্যাখ্যায় সেরূপ কোনও প্রকার মতভেদ নাই। দেবাচার্য্যের মতেও অচিন্ত্য অনন্ত নিরতিশয় স্বাভাবিক বৃহত্তম স্বরূপগুণাদ্যাশ্রয়ভূত রমাকান্ত পুরুষোত্তমই ব্রহ্ম। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়াবল স্বাভাবিক। ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ, এবং শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য। তিনি বলেন—"তৎসিদ্ধং সর্ব্বজ্ঞে স্বাভাবিক্যচিন্ত্যানন্ত-শক্তৌ শাস্ত্রযোনৌ ব্রহ্মণি পুরুষোত্তমে অস্পৃষ্টমায়াগুণসম্বন্ধ-গন্ধমাহাত্ম্যে ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে বেদান্তস্য তদ্‌বাচকতয়া সমন্বয়ঃ সমন্বিতশ্চ বেদান্তে বাচ্যতয়া ভগবান্ বাসুদেব ইতি।" ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞাদি অনন্তগুণাবচ্ছিন্ন। কিন্তু তাঁহার শক্তি ও বৈভব অপরিচ্ছিন্ন। চেতনাচেতন পদার্থের তিনি আত্মা—এই অর্থেই অভিন্নতা বা অদ্বৈত। "তত্ত্বমসি" বাক্যের তাৎপর্য্যও তাহাই। তিনি বলেন— তথৈব সর্ব্বজ্ঞাদ্যনন্তগুণাবচ্ছিন্নস্যাপরিচ্ছিন্নশক্তিবৈভবস্য ব্রহ্মণঃ স্বাত্মকচেতনাচেতনবস্ত্ববচ্ছিন্নতদন্তরাত্মাভিন্নত্বমপি সুব্যক্তম্। এতদর্থকানি তত্ত্বমস্যাদি বাক্যানীতি তাৎপর্য্যার্থঃ। ব্রহ্মস্বভাবতই নির্দ্দোষ। তাঁহার শক্তি অনন্ত ও অচিন্ত্য। তিনিই জগৎ-উৎপত্তির

হেতু। তিনি চিদচিৎ পদার্থ হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন। "তৎ" পদার্থনিরূপণপ্রসঙ্গে তিনি নিম্বার্কের মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।

ত্বং পদার্থ—ত্বং পদার্থ নিরূপণ প্রসঙ্গে এই আচার্য্য বলিয়াছেন—"দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রাণাদিবিলক্ষণো জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতাঽহমর্থরূপঃ পরমেশ্বরায়ত্তস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিকোঽণুপরিমাণকঃ প্রতিশরীরভিন্নো-ঽনন্তব্যক্তির্বন্ধমোক্ষার্হশ্চেতনপদার্থঃ।" ত্বং পদার্থ দেহেন্দ্রিয় মনবুদ্ধি প্রাণ হইতে পৃথক্। জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা, অহমর্থরূপ, কিন্তু পরমেশ্বরের অধীন। অণুপরিমাণ, প্রতিক্ষেত্রেই ভিন্ন, তাহার বন্ধন ও মুক্তি আছে। ত্বং পদার্থ চেতন।

অচেতন পদার্থ—অচেতন পদার্থ তিন প্রকার—প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও কাল। যাহা গুণত্রয়ে আশ্রয়ভূতপদার্থ তাহা প্রাকৃত, ইহা নিত্য ও পরিমাণাদি বিকারি। গুণ—সত্ব রজ ও তম। এই গুণ সকল জগতের কারণীভূত কিন্তু গুণের কার্য্য, অনিত্য।

অপ্রাকৃত পদার্থ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি ও কাল হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। কালের ও দেশের অতীত নিত্যবস্তুর পরমপদই অপ্রাকৃত। এই অপ্রাকৃত পদার্থ অচেতন।

কাল—কাল, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত হইতে ভিন্ন। অচেতন দ্রব্য কাল অনিত্য ও বিভু। সমস্ত প্রাকৃতবস্তুই কালতন্ত্র। লীলাবিভূতিতে পরমেশ্বরের কালপারতন্ত্র্য—অনুকরণ মাত্র। নিত্যবিভূতিতে কালের প্রভাব নাই। এ বিষয়ে আচার্য্য বলিতেছেন—

"লীলাবিভূতৌ তু পরমেশ্বরস্য কালপারতন্ত্র্যানুকরণমাত্রমেব। নিত্যবিভূতৌ তু ন তৎপ্রভাবশঙ্কাগন্ধোঽপীতিবিবেকঃ।"

অধিকারী—শাঙ্করমতে শমদমাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নই ব্রহ্ম-বিচারের অধিকারী। কর্ম্মমীমাংসা ব্যতীতও ব্রহ্মমীমাংসা সম্ভব। নিম্বার্কের মতে ধর্ম্মমীমাংসার পরেই ব্রহ্মমীমাংসা হইতে পারে। এখানে দেবাচার্য্যও নিম্বার্কের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন— "সম্যঙ্‌নির্ণীতকর্ম্মস্বরূপতদনুষ্ঠানপ্রকার-তৎফলকস্তথা-

ভূত-জ্ঞানমাপন্থতে তদনন্তরমিত্যর্থঃ। বিবেকাদেঃ সাধনচতুষ্টয়স্য অত্রৈবান্তর্ভাবান্ন পৃথক্‌গ্রহণাপেক্ষাঽপি ইতি ভাবঃ”। অর্থাৎ তাঁহার মতে ধর্ম্মমীমাংসার ফলেই সাধনচতুষ্টয় জন্মে। সাধনচতুষ্টয়ের পৃথক্ নির্দ্দেশের আবশ্যকতা নাই। এই স্থলে শাঙ্করমতের যৌক্তিকতা অস্বীকার করিতে না পারিয়া কতকটা পরিমাণে তাঁহার মত অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। আমাদের মনে হয় ধর্ম্মমীমাংসার ফলেই শমদমাদি জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বমীমাংসার সাধন ও নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের সাধন ভিন্ন। পূর্ব্বমীমাংসায় ঈশ্বরের স্থান নাই। কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মযোগে ঈশ্বরের প্রীতি ও ঈশ্বরার্থ কর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। নিষ্কামকর্ম্মের ফলেই চিত্তশুদ্ধিদ্বারা শমদমাদির পূর্ণতা সাধিত হয়। কাম্যকর্ম্মের ফলে নহে। কেবল কর্ম্মফলের অনিত্যতাবোধ জন্মিলেই শমদমাদির উদয় হয় না।

পরিণামবাদ—দেবাচার্য্যের মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। ব্রহ্মের পরিণাম স্বাভাবিক। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি। তিনি স্বেচ্ছায় পরিণত হইতে পারেন। এ বিষয়ে আচার্য্য বলিতেছেন—

“অত্রোচ্যতে। নাসম্ভবঃ। পরিণতিস্বাভাব্যাৎ। ক্ষীরবৎ। সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাচ্চ স্বেচ্ছায়া পরিণামঃ শক্যতে প্রতিপাদয়িতুম্।”

সাধন—দেবাচার্য্য বলেন, বাক্যজ্ঞানমাত্রেই অজ্ঞাননিবৃত্তিলক্ষণ মোক্ষ হইতে পারে না। বাক্যের বাচ্য বস্তু-সাক্ষাৎকার না হইলে মুক্তি অসম্ভব। বাচ্যসাক্ষাৎকারে ধ্যান আবশ্যক, সুতরাং ধ্যান উপাসনাই মুক্তির কারণ। ভক্তিই মুক্তির কারণ, জ্ঞান নহে। তিনি বলেন—“নচ বাক্যজ্ঞানমাত্রাদজ্ঞাননিবৃত্তিলক্ষণো মোক্ষ ইতি সংভাবনীয়ঃ। অপিতু তদ্‌বাচ্যসাক্ষাৎকারেণৈব। তত্র চ ধ্যানস্যৈবান্তরঙ্গত্বাৎ।”

মন্তব্য

দেবাচার্য্যের প্রধান আক্রমণের বস্তু শাঙ্করমত। নিম্বার্কের ভাষ্যে কিন্তু আক্রমণ নাই। কেবল সূত্রার্থ অতিসংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। দেবাচার্য্য চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যায় নিম্বার্কের মত সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। শাঙ্করিক সিদ্ধান্ত নিরসন করিতে না পারিলে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং দেবাচার্য্য শাঙ্করিক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে সবিশেষ চেষ্টিত। তিনি বলেন—অভেদবোধক শ্রুতি সকল দেখিয়া অভেদ বা অদ্বৈতবাদ সমর্থন করা কেন? পক্ষান্তরে ভেদবোধক বহুশ্রুতি রহিয়াছে। শাঙ্করমতে অভেদ বা অদ্বৈতবোধিক শ্রুতিই পারমার্থিক। দ্বৈতপর শ্রুতির তাৎপর্য্য কেবল দ্বৈতমিথ্যাত্ব নিরূপণ ও অদ্বৈতের অবতারণা।

দেবাচার্য্যের মতে যখন অদ্বৈত ও দ্বৈত এই উভয়বিধ শ্রুতি আছে, তখন ভেদাভেদবাদই শ্রুতির তাৎপর্য্য। দ্বৈতাদ্বৈতই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। শাঙ্করমতে গুণ গুণী, জাতি ব্যক্তি, কার্য্য ও কারণে ভেদাভেদ বা অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ স্বীকৃত। কিন্তু ব্রহ্ম ও জীব বা ব্রহ্ম ও জগতে গুণ গুণী, জাতি ব্যক্তি, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, জীব কখনই কার্য্য নহে। জীব, কার্য্য হইলে জীবের নিত্যত্বের হানি হয়। জগৎ ও জীব ব্রহ্মের গুণও নহে, সুতরাং ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈত এইরূপ পরস্পরবিরোধী ধর্ম্ম একত্রে সমন্বিত হইতে পারে না। দেবাচার্য্য প্রভৃতির সিদ্ধান্ত তাই দোষদুষ্ট। ব্রহ্ম চেতন ও অচেতন, ইহা অসম্ভব। ব্রহ্ম দুগ্ধের ন্যায় স্বেচ্ছায় পরিণত হইয়া জগৎ হন বলিলে, ব্রহ্মে বিকার কি স্বীকৃত হইল না? কার্য্য কারণের অভিন্নতা অঙ্গীকৃত হইতে পারে

না ; যেহেতু মৃত্তিকা ও ঘট অভিন্নও নহে, ভিন্নও নহে, কিম্বা ভিন্নাভিন্নও নহে সুতরাং অনির্ব্বচনীয়।

শ্রুতির ব্যাখ্যাও স্থলবিশেষে কষ্টকল্পিত হইয়াছে। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এ স্থলে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মের ন্যায় জ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারেন, কিন্তু স্বরূপতঃ এক হইতে পারেন না, ইহাই দেবাচার্য্যের সিদ্ধান্ত। তিনি লিখিতেছেন—"ব্রহ্মৈব ভবতি ইতি বৃহদ্‌জ্ঞানাদি-ধর্ম্মেণ বৃহত্ত্বস্য তত্রাপি ভাবাত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ। "এব" শব্দের সার্থকতা তাঁহার ব্যাখ্যায় নাই। "ব্রহ্মই হয়" এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (শ্রীসম্প্রদায়)

দেবরাজাচার্য্য

(দ্বাদশশতাব্দী)

দেবরাজ সুদর্শনাচার্য্যের গুরু এবং বরদাচার্য্যের পিতা। বরদাচার্য্যও আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—"শ্রীদেবরাজাচার্য্যনয়নানন্দদায়িনা।" দেবরাজ "বিম্বতত্ত্বপ্রকাশিকা" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার অদ্বৈতবাদীর প্রতিবিম্ববাদ নিরাস করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"বিম্বৈক্যে প্রতিবিম্বস্য বাদিবিপ্রতিপত্তিতঃ।
সংশয়ে তন্নিরাসোঽত্র সন্নিয়োগাদ্বিধায়তে॥"

দেবরাজ, আচার্য্য রামানুজের মতাবলম্বী। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তৎকৃত "বিম্বতত্ত্বপ্রকাশিকা" এখনও প্রকাশিত হয় নাই। *

* Madras Government Oriental Manuscript Libraries catalogue vol. X. No 4936 Page no. 3729.

দ্বাদশ শতাব্দী

দ্বাদশ শতাব্দী ভারতের জাতীয় জীবনে সন্ধিক্ষণ। এই সময়ে হিন্দুরাজ্য অস্তমিত ও মুসলমান রাজ্যের অভ্যুদয়ের সূচনা হইয়াছে। এই শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করিয়া উত্তরভারত অধিকার করিল। এই সন্ধিক্ষণেও ভারতে দার্শনিক চিন্তার অব্যাহত গতি রুদ্ধ হয় নাই। অদ্বৈতমতে অদ্বৈতানন্দ, শ্রীহর্ষমিশ্র, আনন্দবোধাচার্য্য প্রভৃতি বেশ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১১৩৭খৃঃ রামানুজের অন্তর্ধান)। রামানুজের প্রতিভাও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। নব্যন্যায়ের পূর্ব্বদূত গঙ্গেশোপাধ্যায় এই শতাব্দীর শেষে আবির্ভূত হইয়া ১৩শ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত স্বীয় মনীষায় নব্যন্যায়কে স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। এ সময় নিম্বার্ক সম্প্রদায়ও নীরব নহে। এই শতাব্দীতে শাঙ্করমত কেবল বৈদান্তিকগণ হইতে আক্রান্ত হয় নাই। ন্যায়ের আক্রমণও প্রতিহত করিয়াছে। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ন্যায়লীলাবতীকার বল্লভাচার্য্যের আবির্ভাব হইল। ১৩শ শতাব্দীতে ন্যায়লীলাবতী-কারের মত আচার্য্য চিৎসুখ বিধ্বস্ত করিয়াছেন। বল্লভাচার্য্য ও ও গঙ্গেশের অভ্যুদয় রোধ করিবার জন্যই চিৎসুখের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দী

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবমতে একজন নূতন আচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছে। দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবে শাঙ্করমত আবার নূতন প্রতিপক্ষের হস্তে আক্রান্ত হইল। মধ্বাচার্য্যের সময় হইতেই

ত্রয়োদশ শতাব্দী

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবমতে একজন নূতন আচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছে। দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবে শাঙ্করমত আবার নূতন প্রতিপক্ষের হস্তে আক্রান্ত হইল। মধ্বাচার্য্যের সময় হইতেই

ভক্তিবাদ আরও তরল ও ফেনিল হইয়া পড়িয়াছে। এই ভক্তিবাদ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবকালে আরও অধিক পরিমাণে তরলভাব প্রাপ্ত হইয়া ভাবপ্রবণতায় পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে। শুদ্ধদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য ও গৌড়ীয় মতের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ভক্তিবাদ তরল হইতেও তরলতর হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের মতবাদে মধ্বাচার্য্য ও নিম্বার্কাচার্য্যের প্রভাব সুপরিস্ফুট। মধ্বাচার্য্যের মতে মুসলমান প্রভাব না থাকিলেও বল্লভ ও শ্রীচৈতন্যের মতে মুসলমান প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য্য। মধ্বাচার্য্যের ভক্তিবাদ রামানুজীয় ভক্তিকেও অতিক্রম করিয়াছে। ভারতীয় জাতির ভিতরেও রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে দুর্ব্বলতার সঞ্চার হইয়াছে। এই দুর্ব্বলতার ফলেই তথাকথিত ভক্তিবাদ কতকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। দুর্ব্বল ব্যক্তিই নির্ভরতা ও কৃপার প্রয়াসী। আত্মবোধের দৃঢ়তা না থাকায় ব্যক্তিগণ আপনাকে ভগবান্ হইতে দূর করিয়া ফেলে। এই দূরত্বের ফলে জীব আপনাকে ভগবান্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ মনে করে।

মনোরাজ্যের এই সত্যটী জাতির দার্শনিক জীবনেও প্রতিফলিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবন অনেকটা পরিমাণে দুর্ব্বলতাকে বরণ করিয়াছিল, তাহারই ফলে, তথাকথিত দুর্ব্বল ভক্তিবাদ সমাজ-শরীরে স্থান পাইয়াছে। স্বচ্ছ, সরল, সবল ও উদার ভক্তির পরিবর্ত্তে দুর্ব্বল ও তরল ভক্তির উদয় হইয়াছে, মধ্বাচার্য্যই এই তরল ভক্তিবাদের অগ্রদূত।

তরল ভক্তিবাদের প্রসার রুদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা একদিকে যেমন বৈষ্ণবমতের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিয়াছেন, তেমনই আবার নব্যন্যায়ের অভ্যুদয় হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা আবশ্যক হইয়া পড়িল। দ্বাদশ শতাব্দীতে খণ্ডনকার ন্যায়ের মূলে আঘাত করিলেন। ত্রয়োদশের প্রারম্ভে গঙ্গেশোপাধ্যায়ও প্রতিঘাত

করিলেন। তখন নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিকের সমর বেশ পরিপূর্ণতা-প্রাপ্ত হইল। গঙ্গেশ নব্যন্যায়ের মহিমা ঘোষণা করিলে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ন্যায়মকরন্দকার ও চিৎসুখাচার্য্য নব্যনৈয়ায়িকের মত বিধ্বস্ত করিলেন।

রামানুজীয় মতেও সুদর্শনাচার্য্যের আবির্ভাব হইল। ইনি "শ্রুতপ্রকাশিকা" ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়া রামানুজের শ্রীভাষ্যের বিস্তার সাধন করিলেন। এই সময় বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথের অবতরণের সূচনা হইল।

শাঙ্করমতে অমলানন্দ "কল্পতরু" ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিলেন। মধ্বাচার্য্যের প্রতিভা বিকাশের সূচনা হইল, আক্রমণের ফলে অদ্বৈতবাদ আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্য দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। আক্রমণ, প্রতিরোধ ও স্বপ্রতিষ্ঠা ইহাই মূলমন্ত্র হইল।

অতঃপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয় আরম্ভ হইল। নানাবিধ ঘটনা-বিপর্য্যয়ে রাজনৈতিক গগন অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে মুসলমান সৈন্যের পদভরে দক্ষিণভারত কম্পিত হইল। তখন আলাউদ্দিনের প্রবল অনীকিনী দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। জাতীয় জীবনসমস্যা যেমন জটিল হইল, সেইরূপ দার্শনিক জীবনেও জটিলতর সমস্যার উদ্ভব হইল। একদিকে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভক্তিবাদ, অন্যদিকে ন্যায়াচার্য্যগণের তর্কবাদ, এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করিল। এই শতাব্দী হইতেই এই অপূর্ব্ব ভাব-প্রবাহ ভারতীয় দার্শনিক ক্ষেত্রে প্রবহমান হইয়াছে। এই শতাব্দীতে সূচনা ও ১৭শ শতাব্দীতে প্রবাহ বিপুলায়তন হইয়াছে। শৈলসিকতে যেমন প্রবল নদীস্রোত প্রতিহত হয়, তেমন অদ্বৈতবাদকে আঘাত করিতে গিয়াও উভয় মতই অল্পবিস্তর প্রতিহত হইয়াছে।

সাংখ্যের দ্বৈতবাদ জ্ঞানপ্রবণ, কিন্তু বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ ভাবপ্রবণ। ন্যায়ের দ্বৈতবাদ জ্ঞানপ্রবণ, কিন্তু বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ ভাবপ্রবণ।

ভাবপ্রবণ বৈষ্ণবগণ ভাবের প্রবলতায় এবং সাংখ্য ও নৈয়ায়িক, তর্কের প্রবলতায় নিজ নিজ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভেদ যখন লোকসিদ্ধ, তখন শাস্ত্র তাহা জ্ঞাপন করিবে কেন? "অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্।" যাহা সকলেই জানে তাহা জানাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। অজ্ঞাত বস্তু জানানই শাস্ত্রের সার্থকতা, ভেদ লোকসিদ্ধ, তাহা জানান শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে বাচস্পতিমিশ্র ভামতীতে বলিয়াছেন—"ভেদো লোকসিদ্ধত্বাৎ ন শব্দেন প্রতিপাত্তঃ। অভেদস্তু অনধিগতত্বাদধিগতভেদানুবাদেন প্রতিপাদনমর্হতি। যেন চ বাক্যমুপক্রম্যতে মধ্যে চ পরামৃশ্যতে অন্তে চোপসংহ্রিয়তে তত্রৈব তস্য তাৎপর্য্যম্। উপনিষদশ্চ অদ্বৈতোপক্রমতৎপরামর্শতদুপসংহারাদ্বৈতপরা এব যুজ্যন্তে।" বাস্তবিক ভেদ যখন সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ, তাহা বলিবার জন্য শাস্ত্রের কোনও আবশ্যকতা হইতে পারে না। দ্বৈতবাদীর এই দৃষ্টি থাকিলে অনেক বিরোধের অবসান হইত। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। ভিন্নরুচি না থাকিলে চিন্তার প্রসার হয় না, এ জন্য ভিন্নরুচির প্রয়োজনীয়তাও আছে।

দ্বৈতবাদ বা স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ

(মাধ্বমতের ভূমিকা)

ব্রহ্মসূত্রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ ও অদ্বৈত মতের উল্লেখ দেখিতে পাই। আচার্য্য আশ্মরথ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, আচার্য্য ঔডুলোমী ভেদাভেদবাদী; এবং কাশকৃৎস্নের মত অদ্বৈতপর। কিন্তু দ্বৈতপর কাহারও মত দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্যই বিশিষ্টাদ্বৈত ও ভেদাভেদবাদও দ্বৈতবাদের অন্তর্ভুক্ত। সাংখ্যমতও দ্বৈতবাদ। কিন্তু মধ্বাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ এই সকল

দ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্। সাংখ্যের দ্বৈতবাদে দুইটী পদার্থ—পুরুষ ও প্রকৃতি। উভয়ই নিত্য ও সৎ। মাধ্বমতে জীব ও ব্রহ্ম নিত্য পৃথক্ অর্থাৎ দুইটী পৃথক্ পদার্থ। রামানুজ জীব ও ব্রহ্মের স্বগতভেদ স্বীকার করিলেও সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ অস্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, জীব অস্বতন্ত্র। ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সেব্যসেবকভাব। সেবক কখনই সেব্যবস্তু হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। ভেদাভেদ-বাদও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই সদৃশ। সুতরাং মাধ্বমতের সহিত তাহার পার্থক্য আছে। স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদের পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের কোনও বিবরণ জানিতে পারা যায় না। মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বে কোনও আচার্য্য এই মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই ; অবশ্যই মধ্বাচার্য্য পুরাণ প্রভৃতি অনুসরণ করিয়াই স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন। *

মনে হয় মধ্বাচার্য্যের স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ বৈষ্ণবগণের ভক্তিবাদের ফল। ভক্তিবাদের ফলে শাঙ্করমতের উপর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। রামানুজাচার্য্যের পর বৈষ্ণবের অভ্যুদয়। বৈষ্ণব অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ভারতে প্রায় শতকরা ৯০ জন লোক শাঙ্করমতাবলম্বী ছিল। বর্ত্তমানেও ভারতে শতকরা ৭৫ জন শাঙ্করমতাবলম্বী। মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব সময়ে অবশ্যই সংখ্যাধিক্য ছিল। শঙ্করের জ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে ভক্তিবাদের অভ্যুত্থানের ফলেই মাধ্বমতের উদ্ভব। ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে মাধ্বমত একেবারে শাঙ্করমতের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। ভেদাভেদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনেকটা পরিমাণে শঙ্করের ভাবে ভাবিত। শাঙ্করমতের সারবত্তা অতিক্রম করিতে না পারিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি বাদ কতকটা পরিমাণে তদ্‌ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। মধ্বাচার্য্য শাঙ্করমতে আঘাত করিতে গিয়া একেবারে বিরোধী মত স্থাপন করিয়াছেন।

* তাঁহাদের মতে তাঁহারা মহর্ষি সনৎকুমার-সম্প্রদায়ভুক্ত। সনৎকুমারই তাঁহাদের আদি গুরু (সং)।

দ্বিতীয় কারণ, মধ্বাচার্য্য যে দেশে ও যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রভাবও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তুলব, বর্ত্তমান কেনারিস্ (Canaras) দেশে তাঁহার জন্ম। তুলব দেশে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে একদল ব্রাহ্মণ আগমন করেন। তাঁহারা বনবাসী কদম্বরাজ ময়ূরবর্ম্মণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তুলবদেশে আগমন ও বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কুমারিল ভট্টের মতাবলম্বী কর্ম্মমার্গী। তাঁহারা ক্রমশঃ শাঙ্করমতে প্রভাবিত হন। ইহাদের বংশেই মধ্বাচার্য্যের জন্ম। শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরীমঠ তখন স্বীয় প্রাধান্যে সর্ব্বত্র ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিল। অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত শাঙ্করমতের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপ্রতিহত ছিল। শ্রীকণ্ঠ ও ভাস্করীয় মতের অভ্যুদয় হইলেও শাঙ্করমতের প্রাধান্য কখনই খর্ব্ব হয় নাই।

শ্রীকণ্ঠের মত হইতেও ভাস্করীয় মতের প্রতিপত্তি সমধিক হইয়াছিল, কারণ রামানুজ, পক্ষান্তরে অদ্বৈতাচার্য্য বাচস্পতি প্রভৃতিও পরবর্ত্তীকালে প্রকাশাত্মযতি, বিদ্যারণ্য প্রভৃতিও ভাস্করীয় মত খণ্ডনে বদ্ধপরিকর। ইহা ভাস্করীয়মতেরই প্রতিপত্তির দ্যোতক। তুলবদেশেও শঙ্করের জ্ঞানবাদ বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভট্টমতের কর্ম্মবাদ ও শাঙ্করমতের জ্ঞানবাদ সামঞ্জস্য করিতে গিয়া এক অপূর্ব্ব মতবাদের উদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ ভক্তিবাদের ক্রিয়াও এই সময় আরম্ভ হইয়াছে। মধ্বাচার্য্য তুলবদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, তথায়ই শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়াছেন। তিনি অদ্বৈতবাদী, অচ্যুতপ্রকাশের নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও বাল্য জীবনের সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাহারই ফলে স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে।

মধ্বাচার্য্য কেবল শঙ্করের মতবাদ আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ব্যক্তিগত আক্রমণও করিয়াছেন। স্বীয় ভাষ্যে শাঙ্কর-

মতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং "মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়ে" মণিমান্ দৈত্যের এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই দৈত্যই শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল; এরূপ প্রচ্ছন্নভাব "মণিমঞ্জরী" ও "মধ্ববিজয়ে" আরও পুষ্টিলাভ করিয়াছে। 'মণিমঞ্জরী' ও 'মধ্ববিজয়' পণ্ডিত নারায়ণাচার্য্যের বিরচিত। নারায়ণাচার্য্য পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্যের পুত্র, ত্রিবিক্রম পূর্ব্বে শৈব ছিলেন, পরে মধ্বাচার্য্যের উপদেশে বৈষ্ণবমত গ্রহণ করেন। পণ্ডিত নারায়ণাচার্য্য শঙ্করকে মণিমঞ্জরী ও মধ্ববিজয় এরূপ জঘন্য চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহা দেখিলেই মনে হয় সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ফলেই এইরূপ চিত্র সম্ভব। হইতে পারে তাৎকালিক শৃঙ্গেরীমঠের মঠাধ্যক্ষ বিদ্যাশঙ্কর মধ্বাচার্য্যের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈব ও বৈষ্ণব, শাঙ্কর ও বৈষ্ণবমতে দ্বন্দ্বের ভীষণতা পরিস্ফুট। পণ্ডিত নারায়ণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশেই শঙ্করকে জারজ ও মণিমান্ দৈত্যের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মধ্ব নিজে বায়ুর পুত্র। আর মণিমান্‌দৈত্য ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। ভগবান্ নারায়ণ যখনই অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনই বায়ু তাঁহার সহায়করূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন রাম অবতারে হনুমান্ ও কৃষ্ণ অবতারে ভীম। হনুমান্ ও ভীম উভয়েই বায়ুর পুত্র। শেষ অবতার মধ্বাচার্য্য। মণিমান্ ভীমকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্থাৎ নারায়ণের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হয় এবং তপস্যায় শিবকে পরিতুষ্ট করিয়া পরজন্মে শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া, জনসমূহকে বিষ্ণুবিদ্বেষী করিয়া তুলিল। এই বিষ্ণুবিদ্বেষ দূর করিবার জন্যই মধ্বাচার্য্য অবতীর্ণ হইলেন। আমাদের দেশে অবতারবাদের ফলে এরূপ অনেক অদ্ভুত জিনিসের আবির্ভাব হইয়াছে।

মধ্ববিজয়ে নারায়ণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন—প্রধান ধর্ম্মমতের

আচার্য্যগণ অহঙ্কারী ও বিতণ্ডাকারী হইয়া উচ্চৈস্বরে জগতের অসত্যতা উদ্‌ঘোষিত করিতেছে। নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ প্রচার করতঃ আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতা স্থাপন করিতেছে। ইহাতে ধর্ম্মভীরু লোকগণ শঙ্কিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—শাঙ্করদর্শনে চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। সূর্য্যরূপ সত্য, মিথ্যা ধর্ম্মের অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। এই অবস্থায় মধ্বাচার্য্য ধর্ম্ম-সংস্থাপনজন্য অবতীর্ণ হইলেন। বাস্তবিক এই বর্ণনা সঙ্কীর্ণতারই পরিচায়ক। সম্ভবতঃ ঐ সময় শৃঙ্গেরী মঠাধীশের অত্যাচারে প্রপ্রীড়িত হইয়াই মধ্বমতাবলম্বিগণ ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যদি শাঙ্করমতের অধঃপতন হইত, তাহা হইলে মধ্বাচার্য্য শাঙ্করমতাবলম্বী অচ্যুতপ্রকাশের নিকট দীক্ষিত হইতেন না। অধঃপতিত মতের অনুবর্ত্তন কখনই সম্ভবপর নহে। আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণবগণ অন্যায়রূপে শিষ্যসম্প্রদায় বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শৃঙ্গেরীমঠের মঠাধীশ তাহাতে বাধা প্রদান করিতেন, তাহারই ফলে এইরূপ বিদ্বেষের সঞ্চার হইল। পণ্ডিত নারায়ণ বিদ্বেষবশে শাঙ্করমতের অবনতির এরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলেন। এই বিবরণ বিদ্বেষপ্রসূত, অতএব সত্য নহে, কেবল অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট নহে। বাস্তবিক উহা ভিত্তিহীন।

মধ্বাচার্য্যের জীবনীকার কৃষ্ণস্বামী আয়ার (C. N. Krishna Swami Aiyar) মহোদয় Sri Madhwacharya, His life and times নামক গ্রন্থে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন তাহাও অযৌক্তিক ও ঐতিহাসিক নহে বলিয়াই প্রতীত হয়। তিনি স্বীয়গ্রন্থে ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন—

"The real situation, however, was that Sanker's system had shown itself more intellectual than moral, as has been already said, and over the whole of India the wave of Bhakti marga, was passing for some

centuries—due, perhaps, among other things to Islamic activities of those days."

অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থা এই—শাঙ্করমতে নৈতিকতা হইতে জ্ঞানের প্রাধান্যই বেশী এবং কয়েক শতাব্দী হইতেই সমস্ত ভারতব্যাপী ভক্তিমার্গের প্রসার হইয়াছে। বোধ হয় ভক্তির প্রসারের অন্যান্য কারণের মধ্যে তৎকালীন মুসলমানের প্রচেষ্টাও অন্যতম কারণ।

প্রথমতঃ আয়ার মহোদয়ের মতে শাঙ্করমতে নৈতিকতার অপেক্ষায় জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি বেশী। আমরা এই সিদ্ধান্তের সারবত্তা বুঝিতে পারিলাম না। শাঙ্করমতের শমদম প্রভৃতির ন্যায় নৈতিক সাধনের ব্যবস্থা অন্যমতে আছে কি? বিশেষতঃ মহাভারত প্রভৃতিতে যে নৈতিকতার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাহাই শঙ্করের অনুমোদিত। ভগবদ্গীতা নৈতিকরাজ্যের অধীশ্বর এবং শঙ্করের নৈতিকমতও গীতাভাষ্যে প্রকটিত।

গীতা Transcendental Ethics বোধ হয় Metaphysical Ethics ও Practical Ethics-এর এরূপ অপূর্ব্ব মিলন আর কোথাও সংসাধিত হয় নাই। শঙ্করের গীতাভাষ্যে এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য প্রকটিত। অধিকারবাদ নির্দ্দেশ করায়ও শঙ্করের মত মনোরাজ্যে সত্যরক্ষা করিয়াছে। তবে হইতে পারে মধ্ব প্রভৃতির সময় শাঙ্করমতাবলম্বিগণ কতকটা পরিমাণে তার্কিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। আক্রমণের ফলে তার্কিকতার বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে। আচার্য্য রামানুজ বৈষ্ণব হইয়াও অসাধারণ তার্কিক। এমন কি, স্থলবিশেষে শাঙ্করমত আক্রমণ ও নিরস্ত করিতে গিয়া শ্রীভাষ্যে অসহিষ্ণুতার পরিচয়ও দিয়াছেন। স্থলবিশেষে বঙ্কিম কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন নাই। তার্কিকতা কেবল শাঙ্করমতাবলম্বিগণের ভিতরে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এমন নহে। তখনকার ভারতের সকল দার্শনিক ক্ষেত্রেই তার্কিকতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ন্যায় ও বেদান্তের ক্ষেত্রে বিচারমল্লতা বেশ

চলিয়াছে। এই সময়েই তার্কিক-শিরোমণি শ্রীহর্ষ মিশ্র, গঙ্গেশোপাধ্যায়, চিৎসুখাচার্য্য, আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য্য, লীলাবতীকার বল্লভাচার্য্য, বেদান্তাচার্য্য ও বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরের আবির্ভাব। ইহারা সকলেই তার্কিক, এই কয়েক শতাব্দী তার্কিকতারই যুগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

দ্বিতীয় কথা, কেহ কেহ বলে—শঙ্কর সম্প্রদায় কতকটা পরিমাণে অহঙ্কারী হইতে পারেন। মতের প্রাধান্যের জন্য অহঙ্কারও স্বাভাবিক। আমাদের কিন্তু ইহাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ভারতীয় স্বভাবে সমদর্শিতা (Toleration) সমধিক দেখা যায়। তর্কযুদ্ধ করিলেও সামাজিক ক্ষেত্রে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিয়া পরমতকে অবজ্ঞা করা ভারতীয় স্বভাব নহে।

তৃতীয়, শঙ্করের মত নৈতিকতাহীন হইলে মধ্বাচার্য্য তন্মতে সন্ন্যাসী হইতেন না। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহার মতবাদ শাঙ্করমতের প্রতিকূল ছিল।

আমাদের বিবেচনায় আয়ার মহোদয়ের সিদ্ধান্ত অশোভন ও অসঙ্গত। উহার ঐতিহাসিক ভিত্তিও নাই। স্থলবিশেষে কোনও পণ্ডিত, বৈষ্ণবগণের উপর তীব্র কটাক্ষ করিত বলিয়াই বোধ হয় বৈষ্ণবগণ ঐরূপ দোষারোপ করিয়াছেন। আর বৈষ্ণবগণের অবতারবাদের প্রতি অত্যধিক আগ্রহও সহকারী কারণ। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাও অন্যতম কারণ হইতে পারে। সর্ব্বোপরি শৃঙ্গেরী মঠের অত্যাচারের ফলেও ঐরূপ চিত্র প্রদান সম্ভব।

আয়ার মহোদয়ের অন্য একটী কথাও সুশোভন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলেন—Islamic activities ভক্তিবাদের তাৎকালিক প্রসারের অন্যতম কারণ। আমাদের মনে হয়, এ বিষয়ে তিনি ঐতিহাসিকতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। রামানুজের সময় মুসলমান আক্রমণ হয় নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারত মুসলমানের করকবলিত হয়। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে

মধ্বাচার্য্যের জন্ম। আর ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন দাক্ষিণাত্য বিজয়ে চেষ্টিত হন। মধ্বাচার্য্যের সময়ও মুসলমান-প্রভাব ভারতে সুদৃঢ় হয় নাই। ১১৯৩-১২৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই একশত বৎসরে হিন্দু ভারতে মুসলমানের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছে—ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। অবশ্যই কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতির সময় মুসলমান-প্রভাবে ভক্তিবাদের প্রবাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্ততঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব ভারতের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয় নাই, অতএব আয়ার মহোদয়ের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবমত আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছে, শাঙ্করমতও স্বীয় প্রাধান্য খর্ব্ব করিতে অস্বীকৃত। এই সময়ে জ্ঞানবাদের প্রাবল্যে দেশ মাতিয়াছে ও কতকটা পরিমাণে প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হইয়াছে। কারণ, সকল দেশেই ভাবপ্রবণ একদল লোক থাকে, যাহারা শুধু ভক্তিবাদে তৃপ্ত হয়। শাঙ্করিক ভক্তি বড়ই স্বচ্ছ ও উচ্ছ্বাসবিহীন, তাহাতে হৃদয়প্রবণ লোকের বড় একটা তৃপ্তি হয় না। এই সময়ে নাথমুনি, যামুনাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্যের প্রচেষ্টায় ভক্তিবাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এই সময়েই মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব। ইহা শাঙ্করমতের অধঃপতন বা নৈতিক অবনতির যুগ নহে।

পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন-স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ

(শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্য বা পূর্ণপ্রজ্ঞ আচার্য্য)

(জীবন-চরিত)

জীবন-চরিতের উপাদান—পণ্ডিত নারায়ণকৃত "মধ্ববিজয়" ও "মণি-মঞ্জরীতে" আচার্য্য মধ্বের জীবন-চরিত বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ দুইখানি পদ্যে লিখিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পণ্ডিত

নারায়ণ, পণ্ডিত ত্রিবিক্রমের পুত্র। আর ত্রিবিক্রম মধ্বাচার্য্যের শিষ্য। পণ্ডিত নারায়ণের পুস্তক সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতায় পূর্ণ, এই পুস্তকদ্বয়ে শঙ্কর কদর্য্য চিত্রে চিত্রিত হইয়াছেন।

অনুশাসন—স্বামী নরহরি তীর্থের একখানি অনুশাসন শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অনুশাসন হইতে মধ্বের স্থিতিকাল আভাসে নির্ণীত হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত সুব্বা রাও এম, এ (Subba Rau, M. A) মহোদয় মধ্বাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ও গীতাভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। সেই অনুবাদের ভূমিকায় মধ্বের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই জীবন-আলেখ্য অতি সংক্ষিপ্ত ও সাম্প্রদায়িক ভাবপূর্ণ। ঐতিহাসিক বিচারে ঘটনাগুলির যাথার্থ্য নির্ণীত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত সি. এন. কৃষ্ণস্বামী আয়ার (C. N. Krishna Swami Aiyar) মহোদয় "Sri Madhwacharya—His Life and Times" নামক গ্রন্থে ঐতিহাসিকতার সহিত মধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সি. এম. পদ্মনাভাচারিয়ার এম. এ. মহোদয় Life and Times of Madhwacharya নামক গ্রন্থে মধ্বাচার্য্যের জীবনী বিবৃত করিয়াছেন। এই কয়েকখানি গ্রন্থই ইংরাজী ভাষায় লিখিত। বাঙ্গালা ভাষায় মধ্বাচার্য্যের কোনও জীবনী পৃথক্ গ্রন্থাকারে আছে কিনা জানা যায় নাই।

জীবনী—তুলবদেশের অন্তঃপাতী পাজাকা ভূভাগে বেলিগ্রামে 'মধ্যগেহ' নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বেলিগ্রাম উদাপি হইতে ছয়মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। মধ্যগেহ সামান্য গৃহস্থ ছিলেন। বাস্তুভূমি ও একখানি মাত্র বাগান তাঁহার ছিল। ইহার উপস্বত্ব হইতেই তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। মধ্যগেহ বেদবেদাঙ্গবেত্তা পণ্ডিত ছিলেন। তাই তাঁহার পদবী ছিল ভট্ট।

তিনি "বেদবতী" নামক এক বালিকাকে বিবাহ করেন। বেদবতীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রদুইটী অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। পুত্রকামনায় দম্পতী উদাপির "নারায়ণের" শরণাপন্ন হন। নারায়ণ তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

৪৩০০ কল্যব্দে বা ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে দশহরার শেষ দিনে অর্থাৎ নবমীর দিন মধ্বাচার্য্যের জন্ম হয়। মধ্যগেহ পুত্রের নাম বাসুদেব রাখিলেন।

বাসুদেবের যজ্ঞোপবীত হইলে বেদাধ্যয়নের জন্য তিনি গ্রাম্যবিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। অল্পবয়সেই বাসুদেব নানা ক্রীড়া কৌতুকে পারদর্শী হইলেন। দৌড়ান, লম্ফ প্রদান, সাঁতরান কুস্তি প্রভৃতিতে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন; তাই তাঁহার নামকরণ হইল ভীম। বোধ হয় বালককালের শৌর্য্যবীর্য্যের ফলেই তাঁহাকে বায়ুপুত্র বলিয়া পরবর্ত্তী কালে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বাল্যকালে তিনি পড়াশুনায় অমনোযোগী ছিলেন। বিদ্যালাভ সমাপ্ত হইলে গ্রাম্যবিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, তাহা হইতেই সন্ন্যাসের স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইল। তিনি পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশ নামক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইলেন। তখন এই বাসুদেবের নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ হইল। বাসুদেব, গুরুর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে গুরুর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইয়া প্রতিবাদ করিতেন। ইহারই ফলে তাঁহার প্রশংসা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

তিনি যখন বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন তখন গুরু তাঁহাকে আনন্দতীর্থ নাম প্রদান করিয়া মঠাধিপত্যে নিয়োজিত করিলেন।

মধ্ব পরে অনন্তেশ্বরের মঠে আধিপত্য লাভ করিয়া সাধন-ভজনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তিনি পণ্ডিতবর্গের

সহিত বিচার করিতেন। ১২২৮ খৃষ্টাব্দের পরে ইনি দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে বহির্গত হন। গুরু অচ্যুতপ্রকাশও অন্যান্য সঙ্গিসহ দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিয়া বিষ্ণুমঙ্গলম্ নামক স্থানে অবস্থান করিলেন। এই নগর ম্যাঙ্গালোরের ২৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এইস্থানে আচার্য্য নানারূপ যোগের বিভূতি প্রদর্শন করেন। কখনও বহুলোকের আহার্য্য খাইয়া ফেলিতেন, কখনও সামান্য খাদ্যকে বহু খাদ্যে পরিণত করিতেন।

অতঃপর এইস্থান হইতে তিনি ত্রিবেন্দ্রামে গমন করিলেন। এইস্থানে মধ্বাচার্য্যের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন হইতেই মধ্বাচার্য্য শঙ্করবিদ্বেষী হইয়া পড়েন। এই প্রদেশস্থ রাজার সভায় শৃঙ্গেরীমঠের অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার বিচার হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন তিনি অদ্বৈতবাদীকে পরাজিত করিতেন, এ ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন হইল না। বিচারে মধ্বই পরাজিত হইলেন। তাহারই ফলে বিদ্বেষের সঞ্চার হইল। সেই বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া মণিমান্ দৈত্যের উপাখ্যানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। নারায়ণ পণ্ডিত মঠাধ্যক্ষকে "সঙ্কর" অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাৎকালিক শৃঙ্গেরী মঠের অধীশের নাম ছিল বিদ্যাশঙ্কর। আর শঙ্করাচার্য্যের সহিত মধ্বের বিচার অসম্ভব। যিনি প্রায় ১৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে মধ্বের বিচার হইতেই পারে না। পণ্ডিত নারায়ণ হয় ত বিদ্যাশঙ্করকেই "সঙ্কর" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শৃঙ্গেরী মঠের তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাশঙ্কর ১১২৮—১৩৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শৃঙ্গেরীর পীঠাধীশ ছিলেন।

ত্রিবেন্দ্রামের পরে আচার্য্য মধ্ব, রামেশ্বরে গমন করিলেন। তথায়ও অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ তাঁহাকে বিচারার্থ আহ্বান করিলেন। কিন্তু মধ্ব তাঁহাদের সহিত বিচারযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন না। বিদ্বেষের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি

রামেশ্বর হইতে শ্রীরঙ্গম্ এবং তথা হইতে পলার নদীর তীরস্থ প্রদেশ দিয়া উদীপিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দিগ্‌বিজয় হইতে ফিরিয়া আচার্য্য মধ্ব গীতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই গীতাভাষ্যেই তাঁহার মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উপরেই ভিত্তি করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বিরচিত হইয়াছে। গীতাভাষ্যের অনেক পরে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচিত হয়। সম্ভবতঃ উদীপিতে এই সূত্রভাষ্য রচিত হয়। হরিদ্বারে প্রথম সূত্রভাষ্য প্রকাশিত হয় এবং বারাণসীতে সমালোচনার ফলে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হয়।

১২৬০ খৃষ্টাব্দের পরে উত্তরভারত-পরিভ্রমণ-জন্য মধ্বাচার্য্য বহির্গত হন। এই সময়ে তাঁহার সহিত দেবগিরির যাদববংশীয় রাজা মহাদেবের সাক্ষাৎ হয়। মহাদেব ১২৬০—১২৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা মহাদেব মধ্বাচার্য্যকে কোনও বাঁধ বা খাল নির্ম্মাণে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। ১২২৮ খৃষ্টাব্দের কিছুদিন পরে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ হয় এবং ১২৬০ খৃষ্টাব্দের পরে উত্তরভারত-ভ্রমণে বহির্গত হন। অন্ততঃ ৩০ বৎসরকাল সূত্রভাষ্য ও অন্যান্য গ্রন্থ-প্রনয়নে ব্যয়িত হইয়াছে। উত্তর-ভারতে ভ্রমণের পথে কোন কোনও স্থলে হিংস্র পশুকর্ত্তৃক তিনি আক্রান্ত হইয়াছেন। কোথায়ও দস্যুদল আক্রমণ করিয়াছে। কোনও প্রদেশের ভূপতি সাহায্য এবং কোথায়ও বিপক্ষতাচরণও করিয়াছে। ভ্রমণ করিতে করিতে এক মুসলমান রাজার সহিত মধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎ হয়। মধ্ব, তাঁহার সহিত উর্দ্দু বা পার্শী ভাষায় আলাপ করেন। পণ্ডিত নারায়ণের গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় মধ্ব মুসলমানের ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্যের সময়ও দক্ষিণভারত মুসলমানকর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই। ম্যাঙ্গালোরের ন্যায় সুদূর প্রদেশে উর্দ্দু বা পারস্য ভাষা শিক্ষা করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান

বিজয়ের পরে মাত্র ৬৭ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে অর্থাৎ ১২৬০ খৃষ্টাব্দের পরে উত্তর-ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। এই সামান্ত সময়ের ভিতরে মুসলমানী ভাষার এত প্রসার সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। গোয়া নগরীতে মধ্বাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গিগণ পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন।

ভ্রমণকালে সহযাত্রিগণের সহিত তাঁহাকে মল্লযুদ্ধও করিতে হইয়াছে। সহযাত্রিগণ বোধ হয় কানারা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের শারীরিক শক্তির জন্য তাঁহারা কুস্তি করিতে ভাল বাসিতেন। মধ্বও দলবদ্ধ তাঁহাদিগকে কুস্তিতে পরাজিত ও ভূমিসাৎ করিতেন।

এইভাবে পর্য্যটন করিতে করিতে মধ্ব হরিদ্বারে পৌঁছিলেন। তথা হইতে তিনি বদরীনারায়ণেও গমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত নারায়ণের পুস্তকে দেখিতে পাই তথায় ব্যাসদেবের সহিত মধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ব্যাসদেবের আদেশে পুনরায় হরিদ্বারে আগমন করেন। হরিদ্বারে পৌঁছিয়া তিনি স্বীয় বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করতঃ প্রচার করিলেন এবং বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর মধ্ব নিজমত প্রচার করিতে করিতে চালুক্য সাম্রাজ্যের রাজধানী কল্যাণে উপস্থিত হন। এই স্থানেই তাঁহার প্রধান শিষ্য শোভন ভট্ট তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। শোভন ভট্টই তাঁহার গুরু মধ্বের অন্তর্ধানের পর মঠাধিপত্য প্রাপ্ত হন। এই শোভন ভট্টের নামই পদ্মনাভ তীর্থ।

মধ্ব তথা হইতে উদীপিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পণ্ডিত নারায়ণ বলেন, এই সময় মধ্বাচার্য্যের গুরু অচ্যুতপ্রকাশ বৈষ্ণব-মত গ্রহণ করেন। মধ্ব যুক্তিতর্কবলে তদীয় গুরুর মত বদলাইতে না পারিয়া স্বরের ভীষণতাদ্বারা তাঁহার ভীতিসঞ্চার করিলেন। এমন কি গুরুকে অভিসম্পাত প্রদানের ভয়ও প্রদর্শন করিলেন। গুরু অচ্যুতপ্রকাশ তখন ভয়ে বৈষ্ণবমত গ্রহণ করিলেন। যদি এই ঘটনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে এ

বিষয়টী মধ্ব-চরিত্রের কলঙ্ক। কারণ, গুরুকে স্বীয় মতে আনয়ন করিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন সঙ্কীর্ণতারই নিদর্শন।

রামানুজাচার্য্য বিষ্ণুর শঙ্খচক্রাদি অঙ্কনের বিধান দেন। আচার্য্য আনন্দতীর্থ বা মধ্বও শাস্ত্রবলে অঙ্কনধর্ম্ম প্রমাণিত করেন। তিনি উদীপিতে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির সংস্থাপন করিয়া তন্মতাবলম্বিগণের কেন্দ্রস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। বর্ত্তমানেও মধ্বাচারী সম্প্রদায় প্রত্যেকেই জীবনে অন্ততঃ একবার উদীপিতে গমন করেন। আচার্য্য মধ্ব যজ্ঞে পশুহিংসা নিবারণ করেন।

ক্রমে শৃঙ্গেরী মঠের মঠাধ্যক্ষের সহিত মধ্ব সম্প্রদায়ের বিরোধ আরও বৃদ্ধি পাইল। মঠাধ্যক্ষও পীড়ন আরম্ভ করিলেন। বোধ হয় তৎফলেই মধ্ব "মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়" গ্রন্থ রচনা করিয়া ভীম-মণিমান উপাখ্যান সৃষ্টি করিলেন। সাম্প্রদায়িকতার ফলে ক্রমে বিদ্বেষ বেশ ঘনীভূত হইল। উদীপিও শৃঙ্গেরীর নিকটবর্ত্তী। বৈষ্ণবগণের মতে "মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়" প্রণয়নের সময়ও মধ্ব ব্যাসদেবের আদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে মধ্বমতে শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাতে শৃঙ্গেরীর মঠাধ্যক্ষ বিচলিত হইলেন। তাঁহারই আদেশে মধ্বাচার্য্যের পুস্তকালয় বাজেয়াপ্ত হইল। জয়সিংহনামক কোনও রাজার রাজ্যের প্রান্তভাগে এই ঘটনা ঘটায়, তখন মধ্ব রাজার শরণাপন্ন হন, পরে রাজার চেষ্টায় মধ্ব এই পুস্তকালয় পুনঃপ্রাপ্ত হন। এই জয়সিংহ সম্ভবতঃ চালুক্য-বংশীয় জয়সিংহের অধীনস্থ কোন রাজা হইতে পারেন, বিষ্ণুমঙ্গল তাঁহার রাজধানী ছিল।

পুস্তকালয় পুনঃপ্রাপ্তির পরে পণ্ডিত ত্রিবিক্রম, আচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হন। মধ্ব ত্রিবিক্রমকে একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি উপহার দিলেন। অদ্যাপিও কোচিন রাজ্যে (South Canara) এই বিগ্রহ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পণ্ডিত ত্রিবিক্রমের পুত্রই পণ্ডিত নারায়ণ। ইনিই মধ্ববিজয় ও মণি-মঞ্জরীর প্রণেতা। সম্ভবতঃ ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে

মধ্বাচার্য্যের পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে মধ্বের ভ্রাতা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতার সন্ন্যাসের নাম বিষ্ণুতীর্থ হইল।

মধ্ব শেষ-জীবনে সরিদন্তর নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন; এই স্থানেই তাঁহার জীবন-লীলার অবসান হয়। তৎসম্প্রদায়ের মতে মধ্ব ৭৯ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন প্রচারকার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তাহা হইলে মধ্বাচার্য্য ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে দেহ রক্ষা করেন। কারণ, ২৫ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১১৯৯ সনে জন্ম ও ২৫ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস লইলে ১২২৪ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গৃহীত হয়। ১২২৪ + ৭৯ বৎসর অর্থাৎ ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্ধান হয়। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহোদয় বলেন—ইহা অসম্ভব। কারণ, আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য বিজয় ১২২৪ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ হয়। পণ্ডিত নারায়ণ, দাক্ষিণাত্যে মুসলমান আক্রমণের কোনও বিবরণ দেন নাই। উত্তর-ভারতের মুসলমানভীতির বিবরণের বিষয় তিনি শুনিয়াছেন—এইরূপ বিবরণমাত্র প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার জীবিত কালেও হিন্দুস্থানের মুসলমান-ভীতির কথা শুনিলে, মধ্বাচার্য্য আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্যবিজয়ের পরে জীবিত থাকিতে পারেন না। আর পণ্ডিত নারায়ণের সহিতও মধ্বের দেখা হয় নাই। কারণ, পণ্ডিত নারায়ণ, মধ্ব-শিষ্যগণের মুখে মধ্বের কার্য্য-কলাপের বিবরণ শুনিয়া মধ্ববিজয় ও মণি-মঞ্জরী লিখিয়াছেন। আমাদেরও মনে হয় আয়ার মহোদয়ের সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। মধ্বাচার্য্য আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের পূর্ব্বেই দেহরক্ষা করিয়াছেন।

মধ্বাচার্য্য গীতার ভাষ্য ও ব্যাখ্যা, দশোপনিষদের ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের বিবরণে তৎসমুদয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

মধ্বাচার্য্যের গ্রন্থের বিবরণ

মধ্বাচার্য্যের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী কুম্ভঘোণ মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে ১৮৩৩ শকাব্দা অর্থাৎ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। টি, আর, কৃষ্ণাচার্য্য মহোদয় ইহার সম্পাদক। বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেসে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা পুথির আকারেই মুদ্রিত। মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো বর্ত্তমানে মান্দ্রাজের ত্রিপ্লিকেন পল্লীতে উঠিয়া আসিয়াছে।

গীতা-ভাষ্য—মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপোর সংস্করণে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীই প্রকাশিত হইয়াছে। গীতাভাষ্য গদ্যে লিখিত। ইহা মধ্বসিদ্ধান্ত অনুসারে গীতার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। শ্রীযুক্ত সুব্বারাও মহোদয় এই ভাষ্যের ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য—এই ভাষ্যের নাম পূর্ণ-প্রজ্ঞ ভাষ্য। এই ভাষ্য সংক্ষিপ্ত। ইহাতে বহু পৌরাণিক বাক্য উদ্ধার করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্তের শাস্ত্রীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভুবনচন্দ্র বসাক মহাশয় প্রকাশ করেন। ১৮০৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা সহিত ভাষ্য, বোম্বাইর "গণপতকৃষ্ণজী মুদ্রাযন্ত্রে" মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপোর সর্ব্বমূল সংস্করণ "নির্ণয় সাগর প্রেসে" মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাষ্যও শ্রীযুক্ত সুব্বারাও মহোদয় ইংরাজী ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছেন। ভাষ্যের উপরে জয়তীর্থাচার্য্যের তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা, তত্ত্বপ্রকাশিকার উপরে রাঘবেন্দ্র স্বামীর 'ভাবদীপ' নামক বৃত্তি আছে। সটীক ও সবৃত্তিক সংস্করণ মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাবদীপ বৃত্তি বেলগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য—ব্রহ্মসূত্রের চতুরধ্যায়ের তাৎপর্য্য, এই অনুভাষ্যে

প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ইহা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে পদ্যে লিখিত। সর্ব্বমূল সংস্করণে মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমৎ রাঘবেন্দ্র স্বামী তত্ত্বমঞ্জরী নামে অনুভাষ্যের এক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন।

অনুব্যাখ্যান—ইহা পদ্যে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা এবং সর্ব্বমূল সংস্করণে প্রকাশিত।

প্রমাণ-লক্ষণ—এই গ্রন্থও সর্ব্বমূল সংস্করণে প্রকাশিত। ইহার উপর জয়তীর্থাচার্য্যের "ন্যায়কল্পলতা" নামক টীকা ও রাঘবেন্দ্র স্বামীর বৃত্তিও আছে। প্রমাণ-লক্ষণে প্রমাণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং ইহা বোম্বাইয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

কথা-লক্ষণ—ইহাও মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপোর মূল সংস্করণে প্রকাশিত এবং পদ্যে লিখিত অতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ (Monograph)।

উপাধিখণ্ডন—এই গ্রন্থ শাঙ্করমতের উপাধিবাদ খণ্ডনের জন্য অতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ এবং পদ্যে রচিত। ইহার উপরও জয়-তীর্থাচার্য্যের টীকা আছে। এই উপাধিখণ্ডনও সর্ব্বমূল সংস্করণে প্রকাশিত। ইহা টীকা ও টিপ্পনীদ্বয় যুক্ত, বোম্বাই হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

মায়াবাদ-খণ্ডন—এই গ্রন্থও শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডনের জন্য লিখিত প্রবন্ধ (Monograph) এবং অতি সংক্ষিপ্ত। ইহার উপরও জয়তীর্থাচার্য্যের টীকা আছে। এই মায়াবাদখণ্ডন টীকা ও টিপ্পনীসহ বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির টীকাবিহীন এক সর্ব্বমূল সংস্করণও প্রকাশিত আছে।

প্রপঞ্চ মিথ্যাত্ববাদ-খণ্ডন—ইহাও অতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। ইহাতেও জয়তীর্থের টীকা আছে। সর্ব্বমূল সংস্করণে প্রকাশিত। বোম্বাই হইতে সটীক আর এক সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

তত্ত্ব-সংখ্যান—এই গ্রন্থে স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভেই দ্বিবিধ তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—"স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রং চ

দ্বিবিধতত্ত্বমিষ্যতে। স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্ভাবাভাবৌ দ্বিধেতরৎ” ইত্যাদি। গ্রন্থখানি অতি সংক্ষিপ্ত। ইহার উপরও জয়তীর্থাচার্য্যের টীকা আছে। প্রথম সংস্করণে কেবল মূল প্রকাশিত। পরে কাঞ্চীতে জয়তীর্থাচার্য্যের টীকা সহ এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতেও জয়তীর্থের টীকা ও সত্যধর্ম্মতীর্থের বৃত্তিসহ তত্ত্বসংখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে।

তত্ত্ববিবেক—তত্ত্বসংখ্যানে ত্রিবিধ অভাব পদার্থ এবং চেতনাচেতন দ্বিবিধ ভাবপদার্থ নির্ণীত হইয়াছে, কিন্তু তত্ত্ববিবেকে স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র এই দ্বিবিধ প্রমেয় নির্ণীত হইয়াছে। বাস্তবিক এই উভয় প্রবন্ধই স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদনির্ণয়ের জন্য লিখিত এবং অতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। ইহার উপরেও জয়তীর্থাচার্য্যের টীকা আছে। শ্রীকাঞ্চী হইতে জয়তীর্থের টীকাসহ তত্ত্ববিবেক প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বমূল সংস্করণে শুধু মূলই প্রকাশিত হইয়াছে।

তত্ত্বোদ্যোত—এই প্রবন্ধে শঙ্করের অনির্ব্বচনীয়তাবাদ খণ্ডনের প্রচেষ্টা হইয়াছে। তত্ত্ববিবেক প্রভৃতি হইতে এই প্রবন্ধটী আকারে বৃহৎ। এই প্রবন্ধে পরমাত্মা ও মুক্তব্যক্তির ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার উপর জয়তীর্থের টীকা এবং রাঘবেন্দ্র স্বামী ও শ্রীনিবাস তীর্থের বৃত্তি আছে। সটীক তত্ত্বোদ্যোত শ্রীকাঞ্চী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সটীক ও সবৃত্তিক তত্ত্বোদ্যোত মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে এবং সর্ব্বমূল সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

কর্ম্ম-নির্ণয়—ইহাতে কর্ম্মের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্ণীত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে এই আচার্য্য বলিয়াছেন—“ভগবদ্ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ব্বকং চ কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্”। এই প্রবন্ধও সংক্ষিপ্ত এবং সর্ব্বমূলসংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়—এই প্রবন্ধে বিষ্ণুর সগুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রবন্ধারম্ভের প্রতিজ্ঞাবাক্যেই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দ্দেশিত হইয়াছে—

"সদাগমৈকবিজ্ঞেয়ং সমতীতক্ষরাক্ষরম্।
নারায়ণং সদা বন্দে নির্দ্দোষাশেষসদ্গুণম্॥
বিশেষণানি যানীহ কথিতানি সদুক্তিভিঃ।
সাধয়িষ্যামি তান্যেব ক্রমাৎ সজ্জনসংবিদে॥" *

এই প্রবন্ধের উপরও জয়তীর্থাচার্য্যের টীকা আছে। সর্ব্বমূল সংস্করণে মূল প্রকাশিত এবং সটীক ও টিপ্পনাদ্বয় যুক্ত সংস্করণ বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ (Monograph) অতি সংক্ষিপ্ত।

ঋক্ভাষ্য—ইহা ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম চল্লিশটী সূক্তের ব্যাখ্যা। ঋক্ভাষ্যের উপরে জয়তীর্থের "সম্বন্ধদীপিকা" নামক টীকা এবং ছলার্য্য আচার্য্যের বৃত্তি আছে। এই চল্লিশ সূক্তের উপর রাঘবেন্দ্রস্বামীর মন্ত্রার্থমঞ্জরী নামক ভাষ্য আছে। এই গ্রন্থ মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

দশোপনিষদ্ ভাষ্য—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এই দশখানি উপনিষদের ব্যাখ্যা। ইহাদের বিবরণ, যথা—

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ভাষ্য—ইহার উপরে রঘূত্তম স্বামীর ভাববোধ নামক বৃত্তি আছে। সবৃত্তিক ভাষ্য মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ভাষ্য—ইহার উপর বিদেশ তীর্থের বৃত্তি আছে। সবৃত্তিক ভাষ্য মধ্ববিলাস হইতে প্রকাশিত।

ঐতরেয় উপনিষদ্ ভাষ্য—ইহা তাম্রপর্ণীয় বৃত্তি সহিত মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত।

তৈত্তিরীয় ভাষ্য—এই গ্রন্থ ব্যাসতীর্থের টীকা ও শ্রীনিবাস তীর্থের বৃত্তি সহ মধ্ববিলাস বুকডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

---

* প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন—"অতোনিঃশেষদোষবর্জ্জিতঃ পূর্ণানন্ত গুণো নারায়ণ ইতি সিদ্ধং।"

কঠ-ভাষ্য—ব্যাসতীর্থের টীকা ও বিদেশতীর্থের বৃত্তিসহ মঃ বিঃ বুঃ ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মাণ্ডুক্যভাষ্য—ব্যাসতীর্থের ও শ্রীনিবাস তীর্থের টিপ্পনী সহ মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মুণ্ডক-ভাষ্য—ব্যাসতীর্থের টীকা ও উমার্জ্জিয় টিপ্পনীসহ মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কেন-ভাষ্য—ব্যাসতীর্থের টীকা ও বিদেশীয় টিপ্পনীসহ মঃ বিঃ বুঃ ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঈশ-ভাষ্য—জয়তীর্থের টীকা ও রঘুনাথ তীর্থের বৃত্তিসহ মঃ বিঃ বুক্ ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রশ্ন-ভাষ্য—জয়তীর্থ স্বামীর টীকা এবং মঙ্কলীয় টিপ্পনীসহ মঃ বিঃ বুঃ ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই দশোপনিষদ্ ভাষ্য এলাহাবাদ পাণিনি আফিস্ হইতেও ইংরেজী অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষ্যের মূল সর্ব্বমূল সংস্করণেও প্রকাশিত হইয়াছে।

গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়—এই প্রবন্ধে গীতার তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে। উহার উপরে জয়তীর্থস্বামীর "ন্যায়দীপিকা" নামক টীকা আছে। তাম্রপর্ণীয়বৃত্তি ও জয়তীর্থের ন্যায়দীপিকাসহ গীতা তাৎপর্য্যনির্ণয় মঃ বিঃ বুঃ ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। গীতা-ভাষ্য ও গীতাতাৎপর্য্য-নির্ণয় এই দুইখানি গীতার ব্যাখ্যা মধ্বাচার্য্য কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয় এক হইলেও রচনাভঙ্গির পৃথক্‌ত্ব আছে।

ন্যায়বিবরণ—চতুরধ্যায়ী ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক পদের তাৎপর্য্য এই ন্যায়বিবরণে নির্ণীত হইয়াছে। এই নিবন্ধ সর্ব্বমূল সংস্করণে প্রকাশিত।

যমক ভারত—ইহা মহাভারতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম, এই গ্রন্থকে মধ্ব-সম্প্রদায় রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য গ্রন্থ মনে করেন।

দ্বাদশস্তোত্র—ইহাতে দ্বাদশটী মাত্র স্তব আছে। ইহা বেলগ্রাম হইতে সর্ব্বমূল সংস্করণে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বাসুদেব সম্বন্ধে দ্বাদশটী স্তবই দ্বাদশস্তোত্র নামে অভিহিত।

কৃষ্ণামৃত মহার্ণব—শ্রীকৃষ্ণ ভজনের বিষয় ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ অনতিসংক্ষিপ্ত এবং পদ্যে লিখিত। ইহার উপর শ্রীনিবাস তীর্থের টীকা আছে। সটীক সংস্করণ বোম্বাই হইতে প্রকাশিত এবং সর্ব্বমূল সংস্করণে মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

তন্ত্রসার সংগ্রহ—ইহাতে নারায়ণের গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাও মধ্ববিলাস সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

সদাচার স্মৃতি—ইহা বৈষ্ণবগণের আচারনির্ণায়ক প্রবন্ধ মঃ বিঃ বুঃ ডিপো সর্ব্বমূল সংস্করণে প্রকাশিত।

ভাগবৎতাৎপর্য্যনির্ণয়—শ্রীমদ্‌ভাগবতের তাৎপর্য্য নির্ণায়ক অনতিবৃহৎ নিবন্ধ, ইহা সর্ব্বমূল সংস্করণে প্রকাশিত।

মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়—মহাভারতের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রদর্শন-জন্য লিখিত। দ্বৈতপর ব্যাখ্যা করিবার জন্যই এই বৃহৎ প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধের ভীম-মণিমান্ বিবরণে শঙ্করের প্রতি প্রচ্ছন্ন বঙ্কিম কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই বিবরণ অবলম্বন করিয়াই নারায়ণ পণ্ডিত মধ্ব-বিজয় ও মণিমঞ্জরীতে শঙ্করকে ওরূপ জঘন্য চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন। বেলগ্রাম হইতে এক সংস্করণেও মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয় প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্বাচার্য্যের-মতবাদ

(স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ)

মধ্বচার্য্যের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। জীব অণুপরিমাণ। জীব ভগবানের দাস। বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র জীবের আশ্রয়ণীয়। প্রপঞ্চ সত্য—এই সকল বিষয়ে রামানুজ ও মধ্ব একমত। কিন্তু পদার্থনির্ণয়ে বা তত্ত্বনির্ণয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। মধ্বমতে পদার্থ বা তত্ত্ব দ্বিবিধ—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। অশেষ-সদ্‌গুণযুক্ত ভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্রতত্ত্ব। জীব ও জড় জগৎ অস্বতন্ত্রতত্ত্ব। মধ্ব সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী, জীব ভগবানের দাস। দাস যদি প্রভুর সহিত সাম্যবোধ করে, তবে প্রভু তাহাকে দণ্ডিত করেন। ভগবানের সহিত জীব সেইরূপ ঐক্যবোধ করিলে অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" ভাবিলে ভগবান্ জীবকে অধঃপাতিত করেন। ইহাতে জীবের অধোগতি হয়। পরমসেব্য ভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের পক্ষে অন্য কর্ত্তব্য নাই।

স্বতন্ত্র ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করাই অস্বতন্ত্র সেবক জীবের একমাত্র পুরুষার্থ। ভগবানের গুণোৎকর্ষজ্ঞান ব্যতীত পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যশ্রবণে সে জ্ঞানের উদয় হয় না। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজনের দ্বারাই তাহা লব্ধ ও স্থিরতর হয়। "তত্ত্বমসি" বাক্য "অগ্নির্মাণবকঃ" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় সাদৃশ্যপর। নির্ব্বাণমুক্তি শশশৃঙ্গের ন্যায় কথা মাত্র। সারূপ্য, সালোক্যাদিমুক্তিই পরমার্থ। এই সকল ভাব হৃদিস্থ করিয়াই তিনি স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

সত্য—দর্শনের তাৎপর্য্য সত্য বা তত্ত্বনির্ণয়। শঙ্করের মতে যাহা সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে অবাধিত তাহাই সত্য। আর দৃশ্যবস্তুও বাস্তব নহে; কারণ, দৃশ্য বাধিত। জ্ঞানই সৎ। আচার্য্য

মধ্ব বলেন—তাহা নহে, সত্য ও দৃশ্যবস্তু অভিন্ন। উহাদের ভেদ অসম্ভব। তাঁহার মতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। আচার্য্য বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ে বলিয়াছেন—"ন চ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়রহিতং জ্ঞানং ক্বাপি দৃষ্টম্।"

জ্ঞান—আচার্য্য মধ্বের মতে সকল জ্ঞানই আপেক্ষিক। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় না থাকিলে জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। তাঁহার মতে জ্ঞান ও চিন্তা অভিন্ন বস্তু। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় জ্ঞানের সহিত চিরসংবদ্ধ। তিনি নির্ব্বিকল্প জ্ঞান স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে সকল জ্ঞানই সবিকল্পক। এই জ্ঞানবাদের উপরে তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত। সবিকল্পক জ্ঞানবাদের বিচারে যাহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে, তাহাই সত্য।

বেদ—আচার্য্য মধ্বের মতে বেদ স্বতঃসিদ্ধ ও অপৌরুষেয়। বেদ সত্যস্বরূপ ও সত্যপরিজ্ঞানের উপায়। বেদ স্বতঃপ্রমাণ এবং নিত্য।

বেদ ও ন্যায়—এই আচার্য্যের মতে বেদের প্রামাণ্য নিত্য। অনুমানাদি নিয়ত প্রমাণ নহে। ইহা তিনি সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন—"ন চ অনুমানস্য নিয়তপ্রামাণ্যম্"। ন্যায়শাস্ত্র অঙ্গমাত্র এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সহকারী মাত্র।

প্রমাণ—প্রমাণ ব্যতীত কোনও বিষয়ের যথার্থজ্ঞান জন্মিতে পারে না। বিচার করিতে হইলেই প্রমাণের আবশ্যকতা আছে। যাহার সাহায্যে প্রমাণ বা যথার্থজ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাণ। কিন্তু আচার্য্য মধ্ব এ বিষয়ে আরও অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানই জ্ঞেয় বস্তুর প্রতিপাদক, জ্ঞানই প্রধান প্রমাণ। কারণ যখন কোনও জ্ঞানের উদয় হয়, তখন মধ্যবর্ত্তী এমন কোনও জিনিষের আবশ্যকতা নাই, যাহার সহিত প্রমাণীকৃত বস্তুর সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইতে পারে। যে উপায়দ্বারা জ্ঞানোদয় হয়, জ্ঞানোদয় হইলে সেই উপায় সকলের নিবৃত্তি হয়। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সহিত, উপায়

বা কারণের সহিত, কোনও সম্পর্ক থাকে না। যেমন—ইন্দ্রিয়ের দ্বারে জ্ঞান জন্মিল, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের অংশ নহে। জ্ঞানোদয়ের পর ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের অংশ হইতে পারে না এবং জ্ঞানও ইন্দ্রিয় সাহায্যেই বস্তু অবগাহন করে না। সুতরাং আচার্য্যের মতে জ্ঞান বা বোধই প্রমাণ।

"প্রমাণলক্ষণ" নামক প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"যথার্থং প্রমাণম্। তদ্ দ্বিবিধং। কেবলম্ অণুপ্রমাণং চ। যথার্থজ্ঞানং কেবলম্।" যথার্থজ্ঞানের সাধনই অণুপ্রমাণ, (Secondary evidence)। অণুপ্রমাণ, যথার্থজ্ঞানের বা কেবল প্রমাণের, সাধন বা উপায়মাত্র। আচার্য্য বলেন—"তৎসাধনম্ অণুপ্রমাণম্।" কেবলপ্রমাণ চারিপ্রকার—ঈশ্বর, লক্ষ্মী, যোগ্য ও যোগী। তন্মধ্যে ঈশ্বর ও লক্ষ্মী, অনাদি ও নিত্য। অণুপ্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। "নির্দ্দোষার্থেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষঃ প্রত্যক্ষম্" ও নির্দ্দোষ উপপত্তিই অনুমান "নির্দ্দোষোপপত্তিরনুমানম্" এবং নির্দ্দোষ শব্দই আগম—"নির্দ্দোষশব্দ আগমঃ।"

আচার্য্যের মতে উপমান ও অর্থাপত্তি পৃথক্ প্রমাণ নহে, উহারা অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। অভাবও পৃথক্ প্রমাণ নহে, উহা অনুমান ও প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত।

আচার্য্য প্রমাণলক্ষণে বলেন—"অর্থাপত্ত্যুপমে অনুমাবিশেষঃ। অভাবোঽনুমা প্রত্যক্ষং চ।" প্রমাণ সম্বন্ধীয় বিচারের ফলে আচার্য্য জ্ঞানের আপেক্ষিকত্ব নির্দ্দেশ করিলেন। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ ভিন্ন কোনও জ্ঞান জন্মিতে পারে না। এই মৌলিক নিয়মের উপরেই তাঁহার মতের ভিত্তি।

জগতের-সত্যতা—জ্ঞানের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া আচার্য্য জগতের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন। জ্ঞান যখন নির্ব্বিকল্প নহে, তখন বিষয় বা দৃশ্য অবশ্যই সত্য। জ্ঞেয় সত্য না হইলে স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। আচার্য্য বলেন—কার্য্য ক্ষণিক হইলেও তাহা সৎ।

বিকার থাকিলেই যে অনিত্য হইবে, এমন কথা নাই। অনিত্যও পরিবর্ত্তনশীল হইলেই যে মিথ্যা বা অবাস্তব হইবে, ইহা কে বলিল? সত্যের জ্ঞান না থাকিলে অসত্যের বোধ জন্মে না। "ইহা আছে" এই প্রামাণিক জ্ঞানের উপরেই "ইহা নাই" এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। "ইহা নাই" এই কথা বলিলেই বস্তুর সত্তা প্রমাণিত হয়। আচার্য্য বলেন—যাহা অবাস্তব, তাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। তাহা মিথ্যা জ্ঞানেরও বিষয় হইতে পারে না এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধেও সম্বদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহার মতে, যাঁহারা জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপণ করেন, তাঁহারা কার্য্যকারণের নিয়ম অতিক্রম ও স্বপ্রতিজ্ঞার বিরোধ সাধন করেন।

তিনি "প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানখণ্ডন" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

"বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাদ্ যদিত্থং তত্তথা। যথা সংপ্রতিপন্নম্ ইত্যুক্তে জগতোঽভাবাদাশ্রয়াসিদ্ধঃ পক্ষঃ। অনির্ব্বচনীয়াসিদ্ধের-প্রসিদ্ধবিশেষণঃ। সদসদ্বৈলক্ষণ্যে মিথ্যাত্বে সিদ্ধসাধনতা। দৃশ্যত্বাভাবাদসিদ্ধো হেতুঃ। অনির্ব্বচনীয়াসিদ্ধেরেব। অনির্ব্বচনীয়াসিদ্ধেরেব সপক্ষাভাবাদ্ বিরুদ্ধঃ। আত্মনোঽপি দৃশ্যত্বাদনৈকান্তিকঃ। জগতোভাবেঽনুমানস্যাপ্যভাব ইতি তর্কবাধিতত্বেনানধ্যবসিতঃ। প্রত্যক্ষাদিবিরুদ্ধত্বাদ্ বিশ্বং সত্যমিত্যাদি বাক্যবিরুদ্ধত্বাচ্চ কালাত্যয়াপদিষ্টঃ। রজতং দৃষ্টমিতি ভ্রমমাত্রত্বাৎ বিমতং সত্যং দৃশ্যত্বাৎ আত্মবদিত্যপি প্রযোজ্যত্বাৎ প্রকরণসমঃ। বিমতং সত্যং প্রমাণদৃষ্টত্বাদ্ যদ্ ইত্থং তত্তথা। যথাত্মেতি প্রয়োগাৎ সৎপ্রতিসাধনঃ। শুক্তি-রজতস্যাপি অনির্ব্বচনীয়ত্বাভাবাৎ সাধ্যবিকলো দৃষ্টান্তঃ। উক্ত-প্রকারেণ দৃশ্যত্বাভাবাৎ সাধনবিকলশ্চ।"

অর্থাৎ শাঙ্করমতে জগৎ মিথ্যা। কেন না, জগৎ দৃশ্য। যেহেতু, যাহা দৃশ্য তাহা মিথ্যা। সুতরাং জগতের দৃশ্যত্বহেতু জগৎ মিথ্যা। আচার্য্য বলেন—এরূপ অঙ্গীকার করিলে (পক্ষ) আশ্রয়াসিদ্ধ হয়। কারণ, জগতের যখন অভাব, তখন আশ্রয় অসিদ্ধ। অনির্ব্বচনীয়

অসিদ্ধ হওয়ায় বিশেষণও অপ্রসিদ্ধ। আর যদি বল, সদসদ্-বৈলক্ষণ্যই মিথ্যা, তাহাতে সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়। দৃশ্যত্বের অভাবে হেতু অসিদ্ধ। অনির্ব্বচনীয়ও অসিদ্ধই। অনির্ব্বচনীয় অসিদ্ধ হওয়ায় সপক্ষের অভাববশতঃ বিরুদ্ধ হয়। আত্মারও দৃশ্যত্বনিবন্ধন অনৈকান্তিকতা অনিবার্য্য। জগতের ভাব বা সত্যতা অঙ্গীকার করিলে অনুমানেরও অভাব হয়—ইহাতে তর্কবাধিত বলিয়া অনধ্যবসিত। প্রত্যক্ষাদি-বিরুদ্ধ এবং বিশ্ব সত্য এই সকল বাক্য বিরুদ্ধ বলিয়া উহা কালাত্যয়াপদিষ্ট হয়। রজত দৃষ্ট, এইরূপে ভ্রমমাত্রত্বপ্রযুক্ত জগৎ সত্য। যেহেতু, দৃশ্য। যেমন, আত্মা এইরূপ প্রযোজ্য হয় বলিয়া প্রকরণসম হইল। সুতরাং "বিমত সত্য। যেহেতু প্রমাণ দৃষ্ট। যাহা এরূপ, তাহা ঐরূপ। যেমন আত্মা এইরূপ প্রয়োগবশতঃ সৎপ্রতিসাধন হইল। শুক্তি রজত দৃষ্টান্ত, অনির্ব্বচনীয়তার অভাবে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইল। এই প্রকারেই দৃশ্যের অভাবে সাধনবিকলও হয়। এইরূপে দেখা যাইবে—এই আচার্য্যের মতে জগৎ সত্য।

শাঙ্করমতে দৃশ্য বলিয়াই জগৎ মিথ্যা। মধ্বাচার্য্যের মতে দৃশ্য বলিয়াই জগৎ সত্য। সংক্ষেপে ইহাই উভয় মতের পার্থক্য। মধ্বমতে, শাঙ্করমতের উপর এইরূপ যে দোষোদ্ভাবন, তাহার খণ্ডন কি, ইহা যদি জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ভেদ—এই আচার্য্যের মতে বস্তুর সহিত বস্তুর ভেদ আছে। বস্তুর সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য। সম্বন্ধ থাকিলেই পরস্পর ভেদ আছে। সুতরাং ভেদ সত্য, ভেদের সত্যতা তাঁহার মতের মেরুদণ্ড। ভেদের উপরেই তাঁহার দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। আচার্য্য শঙ্করের মতে ভেদ ঔপাধিক, ভেদ পারমার্থিক নহে। মধ্ব বলেন—ভেদ ঔপাধিক নহে। ভেদ পারমার্থিক। ঔপাধিক বলিলেও ভেদের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হয় না, সুতরাং ভেদ নিত্য। উপাধি কখনই মিথ্যা নহে।

উপাধিখণ্ডন—এই আচার্য্য "উপাধিখণ্ডন" প্রবন্ধে বলেন—অখিল জ্ঞানের আকর সংবেত্তার অজ্ঞতা কখনই সম্ভব নহে। যদি বল, উপাধিভেদে সম্ভব হয়, এস্থলে প্রশ্ন এই—তাহা স্বভাবতঃ কি অজ্ঞানতঃ? যদি বল, অদ্বৈতের সত্যতা স্বভাবতঃ। তদুত্তরে বক্তব্য—অনবস্থিতি ও অজ্ঞান হেতুতে অন্যোন্যসিদ্ধিতা অনিবার্য্য এবং চক্রকাপত্তিও হয়। উপাধি হইতে ভেদ হয়, ইহাই বা কি প্রকারে স্থির করিলে? বিদ্যমান ভেদের জ্ঞাপক বা কারক কিছুই নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, একদেশে উপাধির সম্বন্ধ অথবা সর্ব্বগ? যদি বল একদেশে, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ অবশ্যম্ভাবী। আর সর্ব্বগ হইলে, ভেদক কিছুই থাকে না। ভেদ আত্মস্বভাব। ঔপাধিক ভেদপক্ষ প্রত্যক্ষাদি-বিরুদ্ধ বলিয়া দোষদুষ্ট। প্রত্যেক দেহভেদে চেষ্টা প্রভৃতির পার্থক্য থাকায় একে অন্য হইতে পৃথক্, এই প্রতীতি সকলেরই আছে। ইহা অনুভবসিদ্ধ। জীবের অল্পশক্তিত্ব, অসর্ব্বজ্ঞত্ব, দুঃখিত্ব, অল্পকর্তৃত্ব, অপর দিকে ঈশ্বরের সর্ব্বকর্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব সকলের নিকটই বিদিত। শ্রুতিতেও বিষ্ণুর সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণের উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রুতির উক্তি মিথ্যা হইতে পারে না। শ্রুতি ও স্মৃতি সর্ব্বত্রই জীবেশ্বর ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছে। অতএব ভেদই পারমার্থিক। ঔপাধিক ভেদবাদ অশ্রৌত ও আযৌক্তিক।

মায়াবাদখণ্ডন—যদি বল, ভেদ মায়িক; মায়ার জন্যই এক, বহুরূপে বিবর্ত্তিত হয়। আচার্য্য মধ্ব বলেন—যদি মায়াবাদ অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে ব্রহ্মাত্মৈক্যের যাথার্থ্যবোধ অসম্ভব। স্বরূপের অতিরেকে অদ্বৈতের হানি অবশ্যম্ভাবী। "মায়াবাদখণ্ডন" প্রবন্ধে ইনি বলিয়াছেন—"নহি ব্রহ্মাত্মৈক্যস্য যাথার্থ্যং তৎপক্ষে। অদ্বৈতহানেঃ স্বরূপাতিরেকে।" আর যদি অনতিরেক অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে আত্মার প্রকাশত্ব নিবন্ধন সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়। আত্মা যখন নির্ব্বিশেষ, তখন কোনও বিশেষ তাঁহাতে নাই। আত্মা

স্বতঃসিদ্ধ, স্বরূপেরও বিশেষত্ব নাই। সুতরাং অজ্ঞান কোনও প্রকারেই আবরক হইতে পারে না। অজ্ঞানের অভাবে সমস্ত মায়াবাদের ভিত্তিই বিধ্বস্ত হইল। অতএব ভেদই সত্য। "সত্যতা চ ভেদস্থ।"

জ্ঞানের আপেক্ষিকত্ব ও ভেদের পারমার্থিকত্বের উপরেই পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের ভিত্তি। ইহার উপরেই তৎপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী—আচার্য্য মধ্বের মতে অধিকারী তিন প্রকার, যথা—মন্দ, মধ্যম ও উত্তম। মনুষ্যের মধ্যে যাহারা উত্তমগুণসম্পন্ন তাহারা মন্দ, ঋষি গন্ধর্ব্ব মধ্যম এবং দেবতাগণ উত্তমাধিকারী। ইহা জাতিগত ভেদ। গুণগত ভেদ এই প্রকার, যথা—পরমপুরুষ ভগবানে ভক্তিমান্ ও অধ্যয়নশীল ব্যক্তিই অধমাধিকারী, শমসংযুক্ত ব্যক্তি মধ্যমাধিকারী, আর আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তু অসার ও অনিত্য জানিয়া যাঁহার বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি একমাত্র বিষ্ণুর পদেই শরণ গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই উত্তমাধিকারী। নিখিল কর্ম্মসন্ন্যাসই উত্তমাধিকারীর লক্ষণ। তাই আচার্য্য ভাষ্যে বলিতেছেন—

"মন্দমধ্যোত্তমেন ত্রিবিধা হ্যধিকারিণঃ। * * *
ভক্তিমান্ পরমে বিষ্ণৌ যস্ত্বধ্যয়নবান্নরঃ।
অধমঃ শমসংযুক্তো মধ্যমস্তমুদাহৃতঃ।
আব্রহ্মাস্তম্বপর্য্যন্তমসারঞ্চাপ্যনিত্যকম্।
বিজ্ঞায় জাতবৈরাগ্যো বিষ্ণুপাদৈকসংশ্রয়ঃ।
স উত্তমোঽধিকারী স্যাৎ সংন্যস্তাখিলকর্ম্মবান্॥" ইত্যাদি।

সম্বন্ধ—শাস্ত্র ও ব্রহ্মে প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক সম্বন্ধ, ব্রহ্ম শাস্ত্রগম্য। ব্রহ্ম, শাস্ত্রের অগম্য নহেন। তিনি দর্শনীয় বস্তু অতএব বাচ্য। ব্রহ্ম অবাচ্য হইলে ঈক্ষণের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। ব্রহ্ম অপ্রসিদ্ধ বলিয়াই অবাচ্য প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার

হইয়াছে। "তিনি বাক্যমনের অগোচর" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম অপ্রসিদ্ধ। মেরু পর্ব্বতকে দর্শন করিলেও যেমন তাহার সম্পূর্ণ দর্শন হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মকেও বাক্যদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার গুণের ইয়ত্তা করা যায় না; সুতরাং ব্রহ্ম অশব্দ নহেন। ব্রহ্মসূত্রের "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ১।১।৫ম সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর ও রামানুজ সাংখ্যমতের প্রধানকারণবাদ নিরাকরণপর বলিয়াছেন। কিন্তু মধ্বাচার্য্য "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই সূত্রের অনুবলে ব্রহ্ম অশব্দ নহেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ তাঁহাকে ঈক্ষণের বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করায় ব্রহ্ম অশব্দ নহেন এই মাত্র। এই আচার্য্য বলিয়াছেন—"আত্মনৈবাত্ম-নাত্মানং পশ্যেৎ" "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" ইত্যাদি বচনৈরী-ক্ষণীয়ত্বাদ্বাচ্যমেব। "* * * অবাচ্যত্বাদিকং ত্বপ্রসিদ্ধত্বাৎ ন তদ্ ঈদৃগিতিজ্ঞেয়ং ন বাচ্যং ন চ তর্ক্যতে। পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মেরো রূপং বিপশ্চিত ইতিবৎ"। মধ্বাচার্য্যের এই সূত্রের ব্যাখ্যা গৌড়ীয় মতাবলম্বী বলদেব বিদ্যাভূষণও গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও "ব্রহ্ম শব্দগম্যত্ব" এই সূত্রের অনুবলে প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজের সহিত মধ্বমতের সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। অবশ্যই ইহাতে শাঙ্করমতের সহিত পার্থক্য আছে, শাঙ্করমতে শ্রুতিও ব্রহ্মকে নিষেধ-মুখেই নির্দ্দেশ করিতে পারে। ব্রহ্ম শব্দের বিষয় নহে। তিনি অশব্দ। তাই কেবল নিষেধমুখেই ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ সম্ভব। তবে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ, কারণ, ব্রহ্মই আত্মা। ব্রহ্মের সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের স্বাভাবিক একটা বোধও আছে। জ্ঞানোৎপত্তিতে অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি হইলে শ্রুতিরও কোন তাৎপর্য্য থাকে না। প্রমাণ-প্রমেয়রূপ লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার অজ্ঞানমূলক। জ্ঞানোদয়ে অর্থাৎ অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে, সমস্ত ব্যবহারই নিবৃত্তি হয়। আচার্য্য মধ্ব, বেদের নিত্যতা সর্ব্বকালিক বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদই জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপায়। এই স্থলে

শঙ্কর কিন্তু বেদকে বেদজ্ঞানের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন।

বিষয়—অশেষসদ্গুণসম্পন্ন বিষ্ণুই প্রতিপাদ্য। জীব ও বিষ্ণু অত্যন্ত ভিন্ন। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণে সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিষ্ণু দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। তিনি অসীম, অনন্ত, সুতরাং তাঁহার গুণের ইয়ত্তা করা যায় না। এই অর্থেই তিনি নির্গুণ। তিনি অশেষগুণের আকর, এবং জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকর্ত্তা। তিনি নির্ব্বিশেষ নহেন কিন্তু সবিশেষ; সুতরাং সবিশেষ ব্রহ্মই বিষয়।

প্রয়োজন—দুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দপ্রাপ্তিই প্রয়োজন। ঈশ্বরের নামাঙ্কন, নামকরণ ও ভজনে তিনি প্রীত হন। তাঁহার প্রসাদেই সালোক্য, সারূপ্য মুক্তিলাভ হয়। বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুই সেব্য। মুক্তপুরুষও বৈকুণ্ঠে গিয়া নারায়ণের সেবায় পরমানন্দ লাভ করে। ইহাই প্রয়োজন। মধ্ব-মতে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিই মুক্তি।

তত্ত্ব—আচার্য্য মধ্বের মতে তত্ত্ব দ্বিবিধ, যথা—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। অশেষসদ্গুণসম্পন্ন বিষ্ণু স্বতন্ত্র, আর জীব ও জগৎ অস্বতন্ত্র। "তত্ত্বসংখ্যানে" আচার্য্য বলিয়াছেন—

"স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রং চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।
স্বতন্ত্রোভগবান্‌বিষ্ণু র্ভাবাভাবৌ দ্বিধেতরৎ॥"

তত্ত্ববিবেকেও বলিয়াছেন—

"স্বতন্ত্রমসতন্ত্রং চ প্রমেয়ং দ্বিবিধং মতম্।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দোষাখিলসদ্গুণঃ।"

স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্র তত্ত্বদ্বয়ের জন্যই মধ্বাচার্য্যের মতবাদ স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ নামে পরিচিত। রামানুজের মতে তত্ত্ব ত্রিবিধ যথা—চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম। এ স্থলে উভয় মতের পার্থক্য আছে।

পদার্থ—আচার্য্য মধ্ব ন্যায়ের ষোড়শ পদার্থের ও বৈশেষিকের সপ্তপদার্থের ন্যায় জাগতিক বস্তুর পদার্থ-শৃঙ্খলা করিয়াছেন। তাঁহার

মতে পদার্থ দশটী—(১)—ভাববস্তু (Substance) (২) গুণ (Quality) (৩) ক্রিয়া (Action) (৪) জাতি (Community) (৫) বিশেষত্ব (Speciality or Particularity) (৬) বিশিষ্ট (The Specified) (৭) অংশী (The Whole) (৮) শক্তি (Talentpower) (৯) সাদৃশ্য (Similarity) (১০) অভাব (Non-Existence)।

এই সকল পদার্থই হরির পরতন্ত্র। পদার্থ সকলের পরতন্ত্রতা যিনি জানেন, তিনিই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন। "তত্ত্ববিবেকে" আচার্য্য বলিতেছেন—

"দ্বিবিধং পরতন্ত্রং চ ভাবোঽভাব ইতীরিতঃ।
* * * গুণক্রিয়াজাতিপূর্ব্বধর্ম্মা সর্ব্বেঽপি বস্তুনঃ।
রূপমেব দ্বিধং তচ্চ যাবদ্বস্তু চ খণ্ডিতম্।
খণ্ডিতে ভেদ ঐক্যং চ যাবদ্বস্তু ন ভেদবৎ॥
খণ্ডিতং রূপমেবাত্র বিকারোঽপি বিকারিণঃ।
কার্য্যকারণয়োশ্চৈব তথৈবগুণতদ্বতোঃ॥
ক্রিয়াক্রিয়াবতোস্তদ্বত্তথা জাতি বিশেষয়োঃ।
বিশিষ্টশুদ্ধয়োশ্চৈব অথৈবাংশাংশিনোরপি॥
যত্র তৎপরতন্ত্রং তু সর্ব্বমেব হরেঃ সদা।
বশমিত্যেব জানাতি সংসারান্মুচ্যতে হি সঃ॥"

ব্রহ্ম—ব্রহ্ম স্বতন্ত্র তত্ত্ব ও স্বতন্ত্র প্রমেয়। ইনি অখিল সদ্‌গুণের আলয়। ভাব ও অভাব হইতে বিলক্ষণ। ভাববস্তু দ্বিপ্রকার— চেতন ও অচেতন। জীব চেতন, জগৎ অচেতন। জীব ও জগৎ ভগবানেরই অধীন। ভগবান্ জীব ও জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। রামানুজের মতে ঈশ্বর জগদাকারে পরিণত। ঈশ্বর জগৎপরিব্যাপ্ত। মধ্বমতে জগতে ও ভগবানে পৃথক্ত্ব নিত্য। ভগবান্ নিয়ন্তা ও জগৎ নিয়ম্য। রামানুজের মতেও ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। ব্রহ্ম নিখিল সদ্‌গুণের আকর। মধ্বমতেও ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। এ বিষয়ে উভয়ের সাদৃশ্য আছে।

রামানুজের মতে জীব ও ব্রহ্মে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই, কিন্তু স্বগত ভেদ আছে। অর্থাৎ চৈতন্যাংশে জীবও চেতন, ব্রহ্মও চেতন। কিন্তু ব্রহ্ম পূর্ণ, জীব অণু। মধ্বমতে জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্ব রকমেই পৃথক্। রামানুজের মতে জীব ও ব্রহ্মে সেব্যসেবক সম্বন্ধ। মধ্ব-মতেও সেব্যসেবক সম্বন্ধ।

রামানুজের মতে উপাসনায় ভগবান্ প্রীত হইলে তৎপ্রসাদেই মুক্তি হয়। মধ্বমতে অঙ্কন, নামকরণ ও ভজনে ভগবান্ প্রীত হইলে মুক্তি হয়, মুক্তি তাঁহার প্রসাদেই লভ্য। রামানুজমতে জ্ঞানী জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। মধ্বমতে জ্ঞানী জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে ও ব্রহ্মের নিয়ম্যরূপে দর্শন করেন। রামানুজের মতে ভগবানের গুণগ্রাম চিন্তা করিলে মুক্তি হয়। মধ্বমতেও তাহাই। ব্রহ্ম সম্বন্ধে উভয়ের মতের সাদৃশ্য আছে। অবশ্যই জীব ও জগতের ব্রহ্ম-সম্বন্ধবিষয়ে পার্থক্য আছে।

আচার্য্য মধ্বের মতে ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি হইতে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ। স্বাতন্ত্র্য, শক্তি, বিজ্ঞান ও সুখ প্রভৃতি অখিল গুণের তিনি আধার। তাঁহার গুণ অসীম। সমস্ত দেবতাই তাঁহার বশবর্ত্তী। তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা। তিনিই মুক্তিপ্রদাতা। আচার্য্য বিষ্ণুতত্ত্ব নির্ণয়ে বলিয়াছেন—"মুক্তানাং চাশ্রয়ো বিষ্ণুরধিকোঽধিপতিস্তথা।" ব্রহ্ম কাল, দেশ, গুণ ও শক্তিতে অসীম। তাই তিনি স্বতন্ত্র।

আত্মা বা জীব—জীব অণু। জীব প্রতিদেহে ভিন্ন। জীব অস্বতন্ত্র। জীব কখনই ভগবানের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। জীব সেবক, ভগবান্ সেব্য। পরমেশ্বর জীব হইতে ভিন্ন। কেননা, তিনি জীবের সেব্য। যে যাহার সেব্য, সে তাহা হইতে ভিন্ন। যেমন —রাজা ভৃত্য হইতে ভিন্ন। পুরুষার্থ প্রার্থনা করিতে গিয়া, স্বপতি (অধিপতি) পদ প্রার্থনা করিলে, কেহ কখন সৎকারলাভে সমর্থ হয় না; পরন্তু সর্ব্ববিধ অনর্থভাজন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি

আপনার হীনতা ও অপরের গুণোৎকর্ষ প্রখ্যাপন করে, সেই ব্যক্তির উপর স্তুত্য ব্যক্তি প্রীত হয়। প্রীত হইয়া স্তবকারীর অভীষ্টও পুরণ করেন—

"ঘাতয়ন্তি হি রাজানো রাজাহমিতিবাদিনঃ।
দদত্যখিলমিষ্টঞ্চ স্বগুণোৎকর্ষবাদিনাম্॥ ইতি।"

মহাভারত-তাৎপর্য্যনির্ণয়ে মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যাহারা পরমেশ্বরের সহিত অভেদ-বাসনায় বিষ্ণুর গুণোৎকর্ষকে মৃগতৃষ্ণিকার সমান বলে, তাহাদের এইরূপ বিদ্বেষের জন্য, অন্ধতমস্ নরকে প্রবেশ করিতে হয়। এই আচার্য্যের মতে—জীব চেতন কিন্তু জীবের জ্ঞান সসীম। কালের হিসাবে জীবের জ্ঞান অসীম হইলেও অন্য সকল প্রকারেই সসীম। সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। তাই ঈশ্বর নিয়ন্তা। তিনিই মুক্তিপ্রদাতা। জীব চেতন ও জগৎ অচেতন। চেতন জীব আবার দুই প্রকার—দুঃখসংস্পৃষ্ট ও অসংস্পৃষ্ট। দুঃখসংস্থও দুই প্রকার—মুক্তির যোগ্য ও মুক্তির অযোগ্য। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে জীব আবার তিন প্রকার।

জগৎ—আচার্য্য মধ্বের মতে জগৎ সৎ, জড় ও অস্বতন্ত্র। ভগবান্ জগতের নিয়ামক। জগৎ কালের হিসাবে অসীম। অচেতন বস্তু তিন প্রকার—নিত্য, অনিত্য ও নিত্যানিত্য। বেদ, পুরাণ, কাল ও প্রকৃতি ইহারা নিত্য। নিত্যানিত্য তিন প্রকার এবং অনিত্য দুই প্রকার। অসংসৃষ্ট এবং সংসৃষ্ট ইহারা অনিত্য। মহৎ, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, দশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চভূত ইহারা অসংসৃষ্ট। আর শরীর ও তদ্গত সমস্তই সংসৃষ্ট "তত্ত্বসংখ্যানে" আচার্য্য বলিয়াছেন—

"নিত্যানিত্যবিভাগেন ত্রিধৈবাচেতনং মতম্।
নিত্যা বেদাঃ পুরাণাত্যাঃ কালপ্রকৃতিরেব চ॥
নিত্যানিত্যং ত্রিধা প্রোক্তমনিত্যং দ্বিবিধং মতম্॥

অসংসৃষ্টং চ সংসৃষ্টমসংসৃষ্টং মহানহম্ ॥
বুদ্ধির্মনঃখানি দশমাত্রা ভূতানি পঞ্চ চ।
সংসৃষ্টমণ্ডং তদগং চ সমস্তং সংপ্রকীর্ত্তিতম্ ॥"

শ্রুতি বলিয়াছেন—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি। এই বাক্যে কার্য্যের মিথ্যাত্ব নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এই শ্রুতির অর্থ এই যে বাচারম্ভণই বিকার, যাহার সেই অবিকৃত নিত্যনামধেয় মৃত্তিকা ইত্যাদি যে এই বাক্য সত্য। এইস্থলে জগতের তথ্য স্বীকৃত হইয়াছে। অন্যথা "নামধেয়" এই শব্দের বৈয়র্থ্য অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং জগতের মিথ্যাত্ব কোনও রূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না।

আরও "প্রপঞ্চ মিথ্যা" এ স্থলে মিথ্যাত্ব তথ্য কি অতথ্য? যদি বল তথ্য, তাহা হইলে, অদ্বৈতভঙ্গপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য। যদি বল সত্য, তাহা হইলে প্রপঞ্চ সত্যত্বই স্বীকৃত হয়। আরও, অনিত্যত্ব —নিত্য কি অনিত্য? ইহা উভয় প্রকারেই অনুপপন্ন। আচার্য্য বলেন—যদি জগৎ মিথ্যা হয়, তাহা হইলে দৃশ্যত্বাদি অনুমানও মিথ্যা। অনুমানাদি জগতের অন্তঃপাতী। জগৎ যখন মিথ্যা, দৃশ্যত্বাদি অনুমানও মিথ্যা, সুতরাং অসিদ্ধ। 'তত্ত্বোদ্যোত' প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"যদি জগন্মিথ্যা স্যাৎ তদা দৃশ্যত্বাদ্যনুমানস্যাপি জগদন্তঃপাতিত্বেন মিথ্যাত্বাদসিদ্ধিঃ স্যাৎ।"

"বাচারম্ভণ" বাক্যের তাৎপর্য্য সম্বন্ধেও "তত্ত্বোদ্যোত" প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

"বাচারম্ভণং বিবিধপ্রকারঃ নামধেয়ং নিত্যং ধার্য্যং নাম মৃত্তিকা ইত্যাদি বৈদিকমেব। অনিত্যত্বাৎ সাঙ্কেতিকং নামাপ্রধানং। নিত্যত্বাৎ মৃত্তিকাদিনা নৈব প্রধানং। প্রধানজ্ঞানাদপ্রধানং জ্ঞাতমিব ভবতি। এবং প্রধানস্য পরমাত্মনো জ্ঞানাদপ্রধানং জ্ঞাতমিব ভবতি, প্রধান্যজ্ঞাপনার্থমেব সৃষ্ট্যাদিকথনম্।"

ভগবান্ প্রধান ও কারণ। এ জন্য তিনি জগতের নিয়ামক।

প্রধানত্ব ও কারণত্ব প্রভৃতি "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" এই প্রতিজ্ঞাবলেও সঙ্গত হয়। জগতের মিথ্যাত্ব নির্ণীত হইলে "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" প্রতিজ্ঞার কোনও তাৎপর্য্য থাকে না। সত্যজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান সম্ভব হয় না; কিন্তু প্রধান পুরুষের জ্ঞান ও অজ্ঞানে গ্রাম জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হয়, এরূপ ব্যপদেশ আছে। সুতরাং ঈশ্বরের প্রধানত্ব জানিলে, সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্ন হয়। কারণস্বরূপ পিতাকে জানিলে পুত্রকে জানা হয়। তাহা না হইলে "হে সৌম্য! এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানদ্বারা সমুদয় মৃন্ময় পদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।" এস্থলে এক ও পিণ্ডশব্দ বৃথা প্রযোজিত হইয়া থাকে। কেননা, "এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানদ্বারা" এইরূপ না বলিয়া "মৃত্তিকার জ্ঞানদ্বারা" এইরূপ বলিলেই বাক্য পূর্ণ হইত। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই জগতের সত্যত্ব ও ঈশ্বর হইতে ভিন্নত্ব সঙ্গত।

মধ্বাচার্য্য সাংখ্য-পরিকল্পিত মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর, সাংখ্যসম্মত মহৎ ও অহঙ্কার-তত্ত্বকে অবৈদিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামানুজ প্রভৃতি জগতের সত্যতাবাদী। শাঙ্করমতে জগৎ ব্যবহারতঃ সত্য হইলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে কিন্তু মিথ্যা। শ্রীরামানুজের মতে জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণতি। ব্রহ্ম জগতে পরিব্যাপ্ত। শ্রীরামানুজের মত Pantheism বা Panlogism, মধ্ব-মত Dualism. মধ্বের মতে Supreme Spirit ও Matter সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ। জীব ও জগৎ উভয়ই পরতন্ত্র। এ অংশে উভয়েরই সাদৃশ্য আছে। কিন্তু জীব চেতন ও জগৎ অচেতন। জীব নিত্য জগৎও নিত্য—এই অংশে সাদৃশ্য আছে।

মুক্তি—এই আচার্য্যের মতে জীবন্মুক্তি ও নির্ব্বাণমুক্তি কথার কথা মাত্র। উহার কোনও তাৎপর্য্য নাই। এই মতে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিই মুক্তি। তাঁহার মতে স্থূল সূক্ষ্ম, সমস্ত বস্তুর যাথার্থ্যজ্ঞানে

মুক্তি হয়। ঈশ্বর হইতে জীব সম্পুর্ণ পৃথক্। এই জ্ঞানের পূর্ণতা সাধিত হইলে, ঈশ্বরের গুণোৎকর্ষ উপলব্ধি হইলে, তাঁহার অনন্ত, অসীম শক্তি ও গুণের বোধ জন্মিলে, জাগতিক পদার্থনিচয়ের যথার্থস্বরূপ বোধ হইলে তবে মুক্তি হয়। বিষ্ণুর সালোক্য ও সারূপ্যপ্রাপ্তিই মুক্তি। মুক্তজীবও ঈশ্বরের সেবক। এই মুক্তি ভগবানের প্রসাদলভ্য। মুক্তি পুরুষার্থের মধ্যে সর্ব্বোত্তম। ধর্ম্মার্থকাম প্রভৃতি অনিত্য। কিন্তু মোক্ষ নিত্য। ভগবৎপ্রসাদেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়। ধ্যান ও উপাসনার ফলে মুক্তি হয়। কিন্তু ইহা লভ্য বস্তু। ধ্যানের ফলে নিম্নলিখিত বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলে তবে মুক্তি লাভ হয়।

(১) জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরভেদ, জীবভেদ, জড়জীবভেদ, ও জড়ভেদ—এই পঞ্চবিধ ভেদপ্রপঞ্চ সত্য ও অনাদি—এই ভেদ-প্রপঞ্চের জ্ঞান আবশ্যক।

> "জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা।
> জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা ॥
> মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চভেদপঞ্চকঃ।
> সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ ॥"

এই পঞ্চ প্রপঞ্চভেদের জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব। (ক) ভগবান্ জীব হইতে সম্পুর্ণ পৃথক্। (খ) ভগবান্ জগৎ হইতে সম্পুর্ণ পৃথক্। (গ) একজীব অন্য জীব হইতে পৃথক্। (ঘ) জীব জগৎ হইতে পৃথক্। (ঙ) জড়জগৎ বিভক্ত বা কার্য্যরূপে পরিণত হইলে এক অংশ অন্য অংশ হইতে পৃথক্। এই ভেদপ্রপঞ্চের জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

(২) জীবের উত্তমাধম প্রভৃতি ক্রম আছে, সেই ক্রমের জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না।

(৩) ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি করুণাময়, বিশ্বের কর্ত্তা—এই বোধ না জন্মিলে মুক্তি অসম্ভব। অতএব এই সকল বিষয়ে জ্ঞানই মুক্তির কারণ।

সাধন—ভক্তিই মুক্তির সাধন। ত্যাগ, ভক্তি ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই মুক্তির একমাত্র সাধন। ধ্যান ব্যতীত ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হয় না। ভগবানে ভক্তি, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম, বিলাসত্যাগ, আশা ও ভয়ে উদাসীনতা, জাগতিক বস্তুতে বিনাশশীলতা জ্ঞান, সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণপ্রভৃতি গুণ না থাকিলে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার অসম্ভব। ভগবানের সেবাই প্রকৃষ্ট সাধন। সেবা তিন প্রকার—অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। নারায়ণের নামস্মরণ জন্য তাঁহার আয়ুধাদি সর্ব্বশরীরে অঙ্কিত করাই অঙ্কন। পুত্রাদির কেশবপ্রভৃতি নাম ব্যবহারই নামকরণ। ইহার উদ্দেশ্য এই—সর্ব্বদা বিষ্ণুর নাম স্মৃতিপথে উদিত হইবে।

ভজন দশবিধ—বাক্যদ্বারা চারি প্রকার সত্যকথন, হিতবাক্য কথন, প্রিয়বাক্য কথন ও স্বাধ্যায়, এই চারি প্রকার বাচিক ভজন। দান পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণভেদে কায়িক ভজন তিন প্রকার। সৎ-পাত্রে নিয়োগ, বিপন্নের উদ্ধার, শরণাগতের রক্ষা ধর্ম্ম। এইরূপে কায়িক ভজনে ভগবান্ প্রীত হন। মানসিক ভজন—দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা—এই তিন প্রকার। দরিদ্রের দুঃখমোচন, দয়া, বিষয়বাসনা স্পৃহা নহে। ভগবানের দাস্যে ঐকান্তিক অভিলাষই স্পৃহা। গুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা—এই ত্রিবিধ মানসিক ভজনে ভগবান্ প্রীত হন। ইহাদের এক একটি সম্পাদন করিয়া নারায়ণে সমর্পণই ভজন। "কর্ম্মনির্ণয়" প্রবন্ধে আচার্য্য বলিয়াছেন—

"ভগবদ্ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যেপূর্ব্বকং চ কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্।"

আচার্য্য রামানুজের মতে উপাসনা পাঁচ প্রকার যথা—অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ। অভিগমন শব্দে ভগবৎস্থানের মার্জ্জনা ও লেপনাদি। উপাদান শব্দে গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপাদি দান। ইজ্যা শব্দে পূজা। স্বাধ্যায় শব্দে মন্ত্রজপ, নামজপ, স্তোত্রপাঠ, নামসঙ্কীর্ত্তনাদি ও ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশক শাস্ত্রের অভ্যাস। যোগশব্দে একাগ্রচিত্তে ভগবদনুসন্ধান। এই পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে

ভক্তিনামক জ্ঞানের উদয় হয়। এইরূপে যখন ভক্তির চরমোৎকর্ষ হয়, তখন অহঙ্কারাদি বিলুপ্ত হয়। ভক্তির চরমোৎকর্ষে ভক্তবৎসল ভগবান্ মুক্তি প্রদান করেন। ধ্যানাদিসহকৃত ভক্তিদ্বারাই ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়, অন্য উপায়ে নহে। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যশ্রবণে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় না।

ভক্তিই মুক্তির উপায়—এ বিষয়ে মধ্ব ও রামানুজ ঐক্যমত। ধ্যানাদিসাধন-বিষয়েও উভয়ের মতের ঐক্য রহিয়াছে। উপাসনার প্রকারের ভেদ আছে। রামানুজমতেও ভক্তি জ্ঞানবিশেষ, ইহা জ্ঞানের সার বা ফল। এ বিষয়ে উভয়ের মতসাদৃশ্য আছে। রামানুজের মতে ভক্তি ইতরবৈতৃষ্ণরূপিণী। ভগবান্ ব্যতীত আর সমস্ত বস্তুতে বৈরাগ্য জন্মিলে যে অচলা ও অনন্যপরাভবের উদয় হয় তাহাই ভক্তি। ইহা জ্ঞানবিশেষই।

তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ—আচার্য্য মধ্বের মতে 'তত্ত্বমসি" মহাবাক্য সাদৃশ্যপর। তৎ শব্দ নিত্য পরোক্ষার্থ এবং ত্বং শব্দ নিত্য-অপরোক্ষার্থক। সুতরাং কিরূপে উভয়ের ঐক্য হইতে পারে? "আদিত্য যূপ" এই প্রকার সাদৃশ্যার্থেই "তত্ত্বমসি" শ্রুতির প্রয়োগ। জীবের আত্যন্তিক একতা, বুদ্ধিসারূপ্য, একস্থাননিবেশ, ব্যক্তিস্থানের অপেক্ষ্যতা এবং মুক্তি হইলেও স্বরূপৈকতা সম্পন্ন হয় না। স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণতা এবং অল্পত্ব ও পরতন্ত্রতার একত্ব অসম্ভব। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও পূর্ণ। জীব অপূর্ণ ও পরতন্ত্র। অতএব উভয়ের ঐক্য কখনই হইতে পারে না।

কর্ম্ম ও জ্ঞান—আচার্য্য মধ্বের মতে কর্ম্মের ফলে জ্ঞান এবং জ্ঞানের ফল ভক্তি। ভক্তির ফলে ভগবৎপ্রসন্নতা লাভ। কর্ম্ম জ্ঞানলাভের উপায়। ভক্তির প্রগাঢ়তায় জ্ঞান পরিশুদ্ধ হয়, ভক্তিই মুক্তির অন্তরঙ্গ সাধন, সুতরাং জ্ঞান কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিরোধী নহে। যে কর্ম্ম ভগবৎপ্রীতির জন্য ও তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য বিহিত হয়, সে কর্ম্ম বন্ধনের হেতুভূত নহে। শঙ্কর বলেন—

কর্ম্ম ও ভক্তি উভয়ই অজ্ঞান। * ভক্তিও প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্ম। কর্ম্ম ও জ্ঞান বিরোধী। কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে ভক্তির উদয় হয়। ভক্তির ফলে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানের প্রচেষ্টা হয়, জ্ঞানে নিষ্ঠা জন্মে। জ্ঞান-নিষ্ঠা বা জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারা মোক্ষ হয়। শঙ্করের মতে কর্ম্ম মুক্তির পরম্পরা কারণ।

জীবের সংসার ও মুক্তি—জীবের সংসারই বন্ধন, ভগবৎ-সারূপ্য, সালোক্যপ্রাপ্তিই মুক্তি। এই আচার্য্যের মতে, জীব তিন প্রকার—প্রথম প্রকার—যাঁহারা ইহলোকের কর্ম্মফলে অনন্ত বৈকুণ্ঠলাভ করেন। দেবতা, পিতৃগণ, ঋষিগণ, রাজা ও সাধুগণ এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় শ্রেণী জীবের অনন্ত নরক। পাপের ফলে তাহাদিগকে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে। বিষ্ণুদ্বেষী, বৈষ্ণবদ্বেষী, বেদদ্রোহী, ভগবৎদ্রোহী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর এই উভয়ের কোনটিই লাভ হইবে না। তাহারা সংসারে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে। জন্মমৃত্যুর হাত কখন ইহারা অতিক্রম করিতে পারিবে না। আচার্য্য "তত্ত্বসংখ্যানে" বলিয়াছেন—

> "দুঃখসংস্থা মুক্তিযোগ্যা অযোগ্যা ইতি চ দ্বিধা।
> দেবর্ষিপিতৃনৃপনরা ইতি মুক্তাস্তু পঞ্চধা॥
> এবং বিমুক্তিযোগ্যাশ্চ তমোগাঃ স্থতিসংস্থিতাঃ।
> ইতি দ্বিধা মুক্ত্যযোগ্যা দৈত্যরক্ষঃপিশাচকঃ॥
> মর্ত্ত্যাধমাশ্চতুর্দ্ধৈব তমোযোগ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
> তে চ প্রাপ্তান্ধতমসঃ স্থতিসংস্থা ইতি দ্বিধা॥"

এ স্থলে মধ্বাচার্য্য Eternal Hell-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। খৃষ্টান মতে যেমন অনন্ত নরক অর্থাৎ Eternal Hell-এর ব্যবস্থা আছে, মধ্বমতেও সেইরূপ। খৃষ্টানের মতে যাহারা খৃষ্টমতাবলম্বী নহে, তাহারাই অনন্ত নরক ভোগ করিবে। এইরূপ মধ্বমতেও বৈষ্ণব-

* শঙ্করকৃত বোধসার নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের উত্তম বর্ণনা আছে। সং।

বিদ্বেষীর অনন্ত নরক। হইতে পারে—এ বিষয়ে মধ্ব, খৃষ্টান মতের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। অনন্ত নরকবাদ অন্য কোনও মতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিত নারায়ণের গ্রন্থের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—বায়ুর শরণ ভিন্ন মুক্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই। ভারতীয় কোনও ধর্ম্মমতে এরূপ কোনও কথা নাই। অবশ্য—খৃষ্টানগণ বলেন—"যিশুর শরণ ভিন্ন মুক্তি নাই।" মধ্বের জীবনের ঘটনার সহিত যিশুর জীবনের ঘটনার সাদৃশ্যও পণ্ডিত নারায়ণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্যের শিশুকালে উডীপির মন্দিরে পলায়ন, স্বীয় মত প্রচারের পূর্ব্বে উপবাস ও প্রার্থনা, খাদ্যবস্তুর বৃদ্ধিসম্পাদন (Multiplying Leaves) প্রভৃতির সহিত খৃষ্টের জন্মের কার্য্যাবলীর সাদৃশ্য আছে। অবশ্যই এ বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত কিছুই বলা যায় না। হইতে পারে—আচার্য্য মধ্ব কল্যাণের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট খৃষ্টান মত শুনিয়াছিলেন। কল্যাণ উডীপির নিকটবর্ত্তী, কিন্তু ইহাতে ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব আছে। আর একটী বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পণ্ডিত নারায়ণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্বাচার্য্য ২১টি ধর্ম্মমত খণ্ডন করিয়াছেন। এই ২১টি ধর্ম্মমতের মধ্যে খৃষ্টানমত ছিল কি না, তাহাও বিবেচ্য। যাহা হউক, অনন্তনরকবাদ ভারতীয় অন্য কোনও মতেই নাই।

মন্তব্য

মধ্বাচার্য্য ন্যায় ও যুক্তির দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। শ্রুতি হইতেও পৌরাণিক বাক্যের মর্য্যাদা তাঁহার ভাষ্যে ও অন্যান্য গ্রন্থে সমধিক প্রদত্ত হইয়াছে। কর্ম্মবাদে মধ্ব, অনেকটা পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়মের অপরিবর্ত্তনীয়তার ন্যায়, কর্ম্মফলেরও পরিবর্ত্তন নাই—এরূপ কঠোর বাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। পাপীর অনন্তনরক কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতার ফল। "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" তাঁহার

মতবাদে সুপরিস্ফুট। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যেমন অবর্জ্জনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয়, কর্ম্মফলও তেমনই। বাস্তবিক এরূপ মতবাদে আশার মূলে একেবারে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে।

জীব চিরকাল অপূর্ণ থাকিবে—ইহাও মানসরাজ্যে (Psychologically) অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মানুষ পূর্ণতা চায়, ইহা মানবের স্বভাব। বিশেষতঃ অত্যন্ত পাপীর জীবনেও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। আঘাতের প্রতিঘাতের ন্যায় ক্রিয়ারও প্রতিক্রিয়া হয়। মহাপাপীর জীবনেও পরিবর্ত্তন আসে, সুদুরাচারও সাধু হয়। ভাগবানও গীতায় বলিয়াছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

মধ্ব কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিত্ব কেবল যুক্তিবলে নির্ণয় করিতে গিয়া মানসসত্যের অপলাপ করিয়াছেন। এক জন লোক চিরজীবন পাপকার্য্যই করে না, পুণ্যের প্রভাবও জীবনে থাকে। এক জন চির-নরকভোগ করিলে ভগবানের করুণাময়ত্বেরও হানি হয়। কর্ম্ম ভগবানের অধীন না হইয়া ভগবানও কর্ম্মের অধীন হইয়া পড়েন। কর্ম্মের ফল অবশ্য ফলিবে। ঈশ্বরের কোনও হাত নাই, ইহা স্বীকার করিলে জ্ঞানের ও ভক্তির কোনও তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।" ভগবানের এই বাক্যও মিথ্যা হয়। মধ্বের স্বীয় সিদ্ধান্তে ভগবান্ করুণাময়। তাহা হইলে ভগবানের করুণাময়ত্বের ও সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। সম্ভবতঃ খৃষ্টানমত অত্যাচারের ফলে অবিশ্বাসীর প্রতি অনন্ত নরকের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। ইহুদীর অত্যাচারে খৃষ্টানগণ যিশুদ্বেষীর প্রতি অনন্ত নরক ভিন্ন অন্য ব্যবস্থা করিয়া শান্তি পায় নাই। ইহলোকে কোনও প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না থাকায়, অনন্ত নরকের

ব্যবস্থাই স্বাভাবিক। মধ্ব শৃঙ্গেরী মঠের ও অন্যান্য স্মার্ত্তমতাবলম্বিগণের আক্রমণে, অবৈষ্ণবের প্রতি অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ অনন্ত নরকের ব্যবস্থায় ভক্তিমার্গের কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না। আমাদের মনে হয়, তথাকথিত অন্ধ ভক্তিবাদে মানুষ অনেক পরিমাণে অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। মধ্বমতেও সেই দোষ পরিস্ফুট। প্রাকৃতিক নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় কিন্তু মানুষ ভগবদ্দত্ত শক্তিবলে প্রকৃতিকেও জয় করে। এ শক্তি মানবের আছে। বহিঃপ্রকৃতি জড়। মানুষ চেতন, মানবীয় প্রকৃতির বিশেষত্বও আছে। "Inexorable Law of Nature" মানবের পক্ষে সর্ব্বদা ফলদায়ীও হয় না। খৃষ্টানপ্রভাব না ঘটিলে মধ্বমতের অনন্ত নরকবাদের হেতু এই সকলও হইতে পারে।

মধ্বমতে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রামাণ্য থাকিলেও পৌরাণিক প্রামাণ্যের বাড়াবাড়ি হইয়াছে। মধ্বাচার্য্য নিজকে "ভারত-বর্ম্মচারী" বলিলেও তিনি পুরাণের প্রভাবেই সমধিক প্রভাবিত হইয়াছেন, তাহারই ফলে, তাঁহার মতবাদে অনেক পরিমাণে দুর্ব্বলতার হেতু স্থান পাইয়াছে।

শ্রীবৈষ্ণবগণ—অর্থাৎ রামানুজীয় সম্প্রদায় শিববিদ্বেষী কিন্তু মধ্বমতাবলম্বিগণের ঐরূপ বিদ্বেষ নাই। মধ্বমতেও শিবের স্থান বিষ্ণুর নিম্নে। মধ্বমতেও শিব জীববিশেষ মাত্র। শিব প্রভৃতি "শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরঃ।" যাহা হউক মধ্বমত সাধারণের পক্ষে কিছু অনুকূল। সাধারণ-বুদ্ধি লোকও মধ্বমত গ্রহণ করিতে পারে। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন প্রভৃতি সাধনার অঙ্গও সাধারণের পক্ষে অনেক পরিমাণে উপযোগী।

মধ্বমত প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) এবং এ অংশে শাঙ্করমতের সম্পূর্ণ বিরোধী। মধ্বের ভগবানের ধারণা Anthropomorphic. মানবীয় ভাবের সহিত ভগবানের সাদৃশ্য আছে। মানবীয় ভাব ভগবানে আরোপ করাই Anthropomorphism. মধ্বমতে

ভগবৎ-বাদ Anthropomorphism ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। মধ্বমতে বিষ্ণু—পৌরাণিক বিষ্ণু।

তাহার পর এই সময় শাঙ্করমতের প্রতি মধ্বসম্প্রদায়ের বিদ্বেষ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কেবল মতবাদখণ্ডনপ্রচেষ্টাতেই তাহা পর্য্যবসিত হয় নাই, পরন্তু শঙ্করের ব্যক্তিত্বের উপরও তখন কটাক্ষ করা হইয়াছে। শঙ্করের মতবাদ শূন্যবাদ নামেও অভিহিত করা হইয়াছে।

মধ্বমত অল্পাধিক পরিমাণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতকে প্রভাবিত করিয়াছে। মধ্বমতের অঙ্কন প্রভৃতি সাধন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভিতর প্রবেশলাভ করিয়াছে। মধ্বের সূত্রব্যাখ্যার সহিত বলদেবের সূত্রব্যাখ্যার সাদৃশ্য রহিয়াছে। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ১।১।৫ সূত্রের ব্যাখ্যা উভয়মতেই একরূপ। বেদান্তসূত্রের ১।১।১-১১ সূত্র পর্য্যন্ত বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে যে তত্ত্বজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে, মধ্বমতেও তাহার অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেন—মধ্বাচার্য্যের ভাষ্য ছিল বলিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব আর পৃথক্ ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই। যে যে স্থলে মধ্বের সহিত চৈতন্যদেবের বিরোধ হইয়াছে, কেবল তাহাই তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যদেব কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই। মধ্বমত গৌড়ীয় মতকে প্রভাবিত করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। একদিকে মধ্বমতের প্রভাব, অন্যদিকে নিম্বার্কের ভেদাভেদসিদ্ধান্ত গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদকে প্রভাবিত করিয়াছে।

মধ্বমতও পক্ষান্তরে রামানুজমতের দ্বারা ও জৈনমতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। শাঙ্করমত-খণ্ডনে মধ্ব রামানুজের অনুসরণ করিয়াছেন। মধ্ব মতে ব্রহ্মের সগুণত্ব, সবিশেষত্ব, জীবের অণুত্ব ও সেবকত্ব প্রভৃতি রামানুজীয় দর্শনের অভিব্যক্তি।

মধ্বাচার্য্য যজ্ঞে জীবহিংসা নিবারণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি

জৈনমতে প্রভাবিত হইয়াই জীবহিংসা নিবারণ করিয়াছেন। মধ্ব নানারূপ মত আলোচনা করিয়া যাঁহার যেটুকু গ্রহণযোগ্য তাহা গ্রহণ করিয়াছেন ও যাহা পরিত্যাজ্য, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন মনে হয়। বস্তুতঃ এইরূপে তাঁহার মতবাদের উদ্ভব হওয়াই সম্ভব।

মধ্বমতের সহিত পরবর্ত্তী বল্লভাচার্য্যের মতসাদৃশ্য ও পার্থক্যও আছে। হইতে পারে—বল্লভাচার্য্যও মধ্বমতে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। জীব অণু ও সেবক এবং জগৎ সত্য—এ সকল বিষয়ে মধ্ব ও বল্লভ ঐক্যমত। কেবল প্রভেদ এই যে, মধ্বমতে বৈকুণ্ঠপতি মুমুক্ষু জীবের সেব্য; আর বল্লভমতে গোলকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, মুমুক্ষুর সেব্য। মধ্ব বলেন—অঙ্কনাদিভেদে সেবা ত্রিবিধ। আর বল্লভ বলেন—সেবা দ্বিবিধ—ফলরূপা ও সাধনরূপা। সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তা ও কৃষ্ণকথা-শ্রবণরূপ মানসী সেবা ফলরূপা এবং দ্রব্যার্পণাদিনিষ্পাদ্য ও শরীরব্যাপারনিষ্পাদ্য শারীরিক সেবা সাধনরূপা। মধ্ব বলেন—বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিই মোক্ষ। আর বল্লভ বলেন—গোলোকস্থ পরমানন্দসন্দোহ বৃন্দাবনে ভগবদনুগ্রহে গোপীর ভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড রাস-রসোৎসবে নির্ভররসাবেশে পতিভাবে ভগবান্‌কে সেবা করাই মোক্ষ। মধ্বমতে ভক্তিমার্গই আশ্রয়ণীয়; ভক্তি জ্ঞানের ফল। আর বল্লভ-মতে,জ্ঞানমার্গ কিছুই নহে, ভক্তিমার্গও উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু প্রীতিমার্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মধ্বও দ্বৈতবাদী, আর বল্লভও দ্বৈতবাদী। তবে বল্লভের মতে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই শুদ্ধ। এই জন্যই বল্লভকে শুদ্ধ দ্বৈতবাদী বলা হয়।

সামাজিক হিসাবে, মধ্বমত বিশেষ প্রভাবজাল বিস্তার করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, মধ্বমত প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই সংবদ্ধ। অবশ্যই স্বর্ণকার প্রভৃতি দুই একটি জাতি মধ্বমতাবলম্বী আছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অল্প। উপবাসের ব্যবস্থা মধ্বমতে অত্যন্ত অধিক। এ বিষয় অনেক ক্ষেত্রে ন্যায়ের

সীমাও অতিক্রম করিয়াছে। হইতে পারে—মধ্বমতের এই উপবাসের ব্যবস্থা জৈনপ্রভাবের ফল।

ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্যে মধ্বমতও সজীব বটে, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার উপর মধ্বমতের প্রভাব সমধিক হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে মধ্ব-সম্প্রদায় ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের স্থলবিশেষ একেবারে নষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের মতের সহিত যে যে স্থলে মিল নাই, সেই সেই স্থলে বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, অধিকন্তু তৎ তৎ স্থলবিশেষ গ্রন্থ হইতে একেবারে নিষ্কাষণ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য ও বল্লভ-সম্প্রদায়ের ভিতর যেরূপ ব্যভিচারের প্রশ্রয় পাইয়াছে, মধ্বসম্প্রদায়ের ভিতর সেইরূপ কোনও চিহ্ন দেখা যায় না।

জীবহিংসা নিবারণ করায়, হিংসা নিবৃত্ত হইলেও দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় পাইয়াছে। ফল কথা মধ্বমত জনসাধারণের বোধগম্য বটে, কিন্তু দুর্ব্বলতার আকর।

অবতারবাদ সম্বন্ধেও মধ্বমত শাঙ্করমত হইতে পৃথক্। শঙ্কর বলেন, অবতার অংশ। আর মধ্ব বলেন—অবতার পূর্ণ। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি পূর্ণব্রহ্ম। শঙ্কর অবতারকে জীব হইতে শক্তিমান্ বলেন, কিন্তু তিনি যে পূর্ণব্রহ্ম তাহা স্বীকার করেন না।

ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রাধিকার সম্বন্ধেও মধ্বমত রামানুজ প্রভৃতির ন্যায়। শঙ্কর যেমন মহাভারত পুরাণাদির সাহায্যে শূদ্রের জ্ঞানের অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন, মধ্ব তাহাও করেন নাই, কেবল বিদুর প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিশেষত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মধ্ব বলেন—"শ্রবণে ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপরিপূরণম্। অধ্যয়নে জিহ্বাচ্ছেদঃ। অর্থাবধারণে হৃদয়বিদারণমিতি প্রতিষেধাৎ। নাগ্নির্নযজ্ঞং শূদ্রস্য তথৈবাধ্যয়নং কুতঃ। কেবলৈব তু শুশ্রূষা ত্রিবর্ণানাং বিধীয়তে—ইতি স্মৃতেশ্চ। বিদুরাদীনাং তু উৎপন্নজ্ঞানত্বাৎ কশ্চিদ্বিশেষঃ।" অর্থাৎ বিদুর প্রভৃতির পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞান। এই মাত্র বিশেষ।

মধ্ব সম্প্রদায়ের গ্রন্থে শাঙ্করমত-খণ্ডনে যে সব যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন; এজন্য তন্মতবর্ণনকালে আর তাহার দোষ দেখান হয় নাই। ইহাদের সম্পূর্ণ খণ্ডন মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি এবং তাঁহার টীকাদিতে সম্পূর্ণরূপে আছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত নীরস হইবে ভাবিয়া আর এস্থলে উল্লেখ করা গেল না। জিজ্ঞাসু পাঠক অদ্বৈতসিদ্ধি দেখিবেন।

দ্বৈতবাদ। স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ

পদ্মনাভাচার্য্য (১৩শ শতাব্দী)

পদ্মনাভাচার্য্য মধ্বাচার্য্যের শিষ্য। মধ্বাচার্য্য হরিদ্বারে সূত্রভাষ্য প্রচার করিয়া দাক্ষিণাত্যের পথে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে চালুক্য সাম্রাজ্যের রাজধানী কল্যাণে উপনীত হন। তথায় শোভনভট্ট নামক একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। এই স্থান তৎকালে পণ্ডিতসমাজের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। অত্রস্থ বিখ্যাত পণ্ডিত শোভন ভট্টের সহিত মধ্বাচার্য্যের বিচার হয়। বিচারের ফলে শোভন পরাজিত হইলে ইনি মধ্বাচার্য্যের (আনন্দতীর্থের) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন শোভনের নাম পদ্মনাভাচার্য্য হয়। ইঁহাকে বেদগর্ভ পদ্মনাভাচার্য্য বলা হইয়া থাকে। মধ্বাচার্য্যের অন্তর্দ্ধানে ইনিই মঠের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হন। পরম্পরাক্রমে জয়তীর্থাচার্য্য ইঁহার শিষ্য। তিনি মধ্বাচার্য্যের গ্রন্থের টীকাকার। পদ্মনাভাচার্য্য "পদার্থসংগ্রহ" নামক প্রকরণ গ্রন্থ বিরচন করেন। এই গ্রন্থে মধ্বাচার্য্যের মতবাদ বিবৃত হইয়াছে। "পদার্থসংগ্রহের" উপর তিনি নিজেই "মধ্ব-সিদ্ধান্তসার" নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। দ্বৈতদর্শন বুঝিতে হইলে, এই গ্রন্থ প্রথমে পাঠ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থ বোম্বাই ও মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপোতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মধ্বমতের ব্যাখ্যা করাই পদ্মনাভের গ্রন্থের তাৎপর্য্য। ইহা ভিন্ন মতের অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই। মধ্বমতের বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদ

আচার্য্য অমলানন্দ (১৩শ শতাব্দী)

জীবন-চরিত

আচার্য্য অমলানন্দের আবির্ভাব দক্ষিণ ভারতে। তিনি যাদব বংশের রাজা মহাদেব ও রাজা রামচন্দ্রের সমসাময়িক। দেবগিরির রাজা মহাদেব ১২৬০ খৃঃ হইতে ১২৭১ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপরে রাজা রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিনের দক্ষিণাত্য বিজয়কালে রাজা রামচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজা মহাদেব রাজা রামচন্দ্রের ভ্রাতা। এই মহাদেব মধ্বাচার্য্যের উত্তরভারত দিগ্বিজয়-সময়ে আচার্য্য মধ্বকে বাঁধ বাঁধিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এরূপ বিবরণ পণ্ডিত নারায়ণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত নারায়ণ এই রাজার নাম "ঈশ্বর" এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। মহাদেবকে ঈশ্বর বলা কবিত্বের ক্ষেত্রে অনেকস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। অমলানন্দ স্বামীও রাজা রামচন্দ্রের নাম "শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অভেদ বিবক্ষা করিয়া ঐরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। স্বামী অমলানন্দ "বেদান্ত-কল্পতরু" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। বাচস্পতিমিশ্রের ভামতীর উপর ইঁহার "কল্পতরু" টীকা। "কল্পতরুতে" তিনি রচনার কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন—

"কীর্ত্ত্যা যাদববংশমুন্নয়তি শ্রীজৈত্রদেবাত্মজে
কৃষ্ণে ক্ষ্মাভৃতি ভূতলং সহ মহাদেবেন সংবিভ্রতি।

ভোগীন্দ্রে পরিমুঞ্চতি ক্ষিতিভরপ্রোদ্ভূতদীর্ঘশ্রমং
বেদান্তোপবনস্য মণ্ডনকরং প্রস্তৌমি কল্পদ্রুমম্ ॥"

রাজা কৃষ্ণ বলিতে রাজা রামচন্দ্রকে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই রামচন্দ্র যাদববংশসম্ভূত। রামচন্দ্রের ভ্রাতা মহাদেব তৎপূর্ব্বে দেবগিরির রাজা ছিলেন। "সহ মহাদেবেন সংবিভ্রতি" বলিয়া আচার্য্য অমলানন্দ উভয়ের রাজ্যকালের মধ্যে স্বীয় নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন, এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রাজা মহাদেবের কাল ১২৬০ খৃঃ হইতে ১২৭১ খৃঃ পর্য্যন্ত। বোধ হয়, মহাদেবের সময় গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয় এবং রাজা রামচন্দ্রের সময় পরিসমাপ্ত হয়।

কল্পতরু পরিসমাপ্তিতেও লিখিয়াছেন—

"শাস্ত্রাম্বুধেঃ পারগতা দ্বিজেন্দ্রা যদ্দত্তচামীকরবারিরাশেঃ।
জ্ঞাতুং ন পারং প্রভবন্তি তস্মিন্ কৃষ্ণক্ষিতীশে ভুবনৈকবীরে ॥
ভ্রাত্রা মহাদেবনৃপেণ সাকং পাতি ক্ষিতিং প্রাগিব ধর্ম্মসূনৌ।
কৃতো ময়াঽয়ং প্রবরঃ প্রবন্ধঃ প্রগল্ভবাচস্পতিভাবভেদী ॥"

এ স্থলেও উভয় ভ্রাতার রাজ্যকালে নিবন্ধ বিরচনের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের সময় শাস্ত্রার্থদর্শী পণ্ডিতগণ নানারূপ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। রামচন্দ্র স্বর্ণমুদ্রাদানে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণকে সম্মানিত করিতেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল। স্বামী অমলানন্দ তাঁহার পরিচয় "যদ্দত্তচামীকরবারিরাশেঃ জ্ঞাতুং ন পারং প্রভবন্তি" এই বাক্যে প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণকে এত স্বর্ণ (চামীকর) দান করিয়াছেন যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। রাজা রামচন্দ্রের অতুল ঐশ্বর্য্যের বিবরণ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। আলাউদ্দিনের সহিত সন্ধি করিয়া ৬০০ শত মণ মুক্তা, ২ মণ হীরক, মণি, প্রবাল প্রভৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য। *

* When Alauddin, Sultan of Delhi, crossed the Narmada, the Northern frontier of Yadava Kingdom, in 1294, the reigning Raja

ঐতিহাসিক বিবরণের সহিত অমলানন্দের বিবরণের একবাক্যতা সাধিত হওয়ায়, রাজা রামচন্দ্রই যে "কৃষ্ণক্ষিতীশ" তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হেমাদ্রি বা হেমাড্‌পন্ত্‌ও অমলানন্দের সমসাময়িক। হেমাদ্রি স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহকার। তিনিও রাজা মহাদেব ও রামচন্দ্রের সমসাময়িক। যাদববংশের রাজ্যকালে মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্ববিষয়েই উন্নতি হইয়াছিল। বিদ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচয়ও সুপরিস্ফুট।

আচার্য্য অমলানন্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বীয় নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন, ইহা অবিসংবাদিতভাবে প্রতিপন্ন হইল। অমলানন্দ দেবগিরিরাজের শাসনাধীন কোনও প্রদেশে বাস করিতেন বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তাঁহার সময়ে দেশে বেশ শান্তি ছিল। অর্থের অভাবও ছিল না। বোধহয় মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বেই তাঁহার নিবন্ধ বিরচিত হইয়াছে। মুসলমানের আক্রমণের পরে যাদববংশের সৌভাগ্য-রবি প্রায় অস্তমিত হইয়াছে। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম আক্রমণে বিপুল অর্থ প্রদান করিয়া রামচন্দ্র স্বীয় প্রাণ রক্ষা করেন। ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিনের সেনাপতি মলিককাফুর যখন আক্রমণ করেন, তখনও বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। অমলানন্দের বর্ণনায় মুসলমান-আক্রমণের কোনও চিহ্ন নাই। "ভুবনৈকবীরে" এই শব্দটী প্রয়োগেও মনে হয়, মুসমান কর্ত্তৃক রামচন্দ্র বিধ্বস্ত হন নাই; সুতরাং ১২৯৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই অমলানন্দের "কল্পতরু" বিরচিত হইয়াছে।

অমলানন্দের গুরুর নাম অনুভবানন্দ। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে কোন্

Ramchandra was obliged to surrender, and to ransom his life by payment of an enormous amount of treasure, which is said to have included six hundred maunds of pearls, two maunds of diamonds, Rubies, Emeralds and Saphires and so forth.

—Smith's Early History of India. 2nd Ed. 1903, pp. 393.

দেশবাসী ছিলেন, তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। অমলানন্দ ভামতীর ব্যাখ্যা বেদান্তকল্পতরু ভিন্ন "শাস্ত্রদর্পণ" নামক আর একখানি ব্যাখ্যাও প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা একখানি স্বাধীন ব্যাখ্যা। প্রত্যেক অধিকরণে শ্লোকের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত উত্থাপিত করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পদ্মপাদাচার্য্যের "পঞ্চপাদিকার" টীকা পঞ্চপাদিকাদর্পণও তৎপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি শাস্ত্রদর্পণের প্রারম্ভশ্লোকে আপনাকে অনুভবানন্দ স্বামীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন. যথা—

"বিত্তারত্নং ময়াবাপ্তং যৎকৃপাপারবারিধেঃ।
তং বন্দেঽনুভবানন্দং গুণরত্নাকরং গুরুম্॥"

অমলানন্দের ভাষা প্রাঞ্জল, ভাব গম্ভীর, তাঁহার অসাধারণ বিত্তাবত্তা এই গ্রন্থে পরিস্ফুট।

অমলানন্দের গ্রন্থের বিবরণ

বেদান্তকল্পতরু—শাঙ্করভাষ্যের উপর বাচস্পতিমিশ্রের যে ভামতী টীকা আছে, তাহার ব্যাখ্যাকল্পে এই "বেদান্তকল্পতরু" বিরচিত হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্য ও ভামতীর টীকার তাৎপর্য্য প্রদর্শন করাই কল্পতরুর তাৎপর্য্য। কল্পতরুর উপর অপ্পয়দীক্ষিত "কল্পতরু-পরিমল" নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। "বেদান্তকল্পতরু" পরিবর্ত্তী কালে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতির টীকাকার ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী সূত্রভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল এই কয়েকখানি গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই পাঁচখানি মিলিয়াই বেদান্তদর্শন।

"কল্পতরু" প্রথমে কাশীধামে বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হয়। শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতেও সূত্রভাষ্য, ভামতী, পরিমল ও আভোগ সহ কল্পতরু প্রকাশিত হইতেছে, এখনও

ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ভাষ্য, ভামতী ও পরিমল সহিত কল্পতরু প্রকাশিত হইয়াছে। নির্ণয়সাগর প্রেসের চতুঃসূত্রী পর্য্যন্ত অন্য এক সংস্করণও আছে। লক্ষ্মীনৃসিংহ কল্পতরুর উপর "আভোগ" নামক টীকা প্রণয়ন করেন।

শাস্ত্রদর্পণ—এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের অধিকরণগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কল্পতরু, ভামতীর ব্যাখ্যা এবং শাস্ত্রদর্পণ ভামতীর আদর্শে বিরচিত। শাস্ত্রদর্পণের প্রারম্ভে অমলানন্দ বলিয়াছেন যে, বাচস্পতির অনুসরণ করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

"হরিহরলীলাবপুষৌ পরমেশৌ ব্যাসশঙ্করৌ নত্বা।
বাচস্পতিমতিবিম্বিতমাদর্শং প্রারেভে বিমলম্॥"

এই নিবন্ধ অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ। প্রত্যেক অধিকরণের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রাঞ্জল অথচ গম্ভীর ভাষায় লিখিত হইয়াছে; বিশেষতঃ পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়া কণ্ঠস্থ রাখিবার সবিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। ইহাতে উভয় পক্ষের যুক্তিগুলিও অতি সহজে ধারণা করা যায়। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রের পূর্ব্বপক্ষ শ্লোক এই—

"জিজ্ঞাস্যং ধর্ম্মবদ্ বুদ্ধিসন্দিগ্ধং সপ্রয়োজনম্।
নাসন্দিগ্ধমনর্থং চ ঘটবৎ করটাঙ্গবৎ॥
অহং ধিয়াত্মনঃ সিদ্ধেস্তস্যৈব ব্রহ্মভাবতঃ।
তজ্জ্ঞানান্ মুক্ত্যভাবাচ্চ জিজ্ঞাসা নোপপদ্যতে॥"

এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্তস্থলে লিখিয়াছেন—

"শ্রুতিগম্যাত্মতত্ত্বং হি নাহংবুদ্ধ্যাবগম্যতে।
অবিবেকাদতো দেহাদ্যাত্মত্বধ্যস্তমিষ্যতাম্॥"

দ্বিতীয় অধ্যায় ১ম পাদের "কৃৎস্নপ্রসক্তি" অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষে আছে—

"কাৎস্ন্যেন কার্য্যভাবাপ্তৌ ব্রহ্মানিত্যং প্রসজ্যতে।
একদেশেন তৎপ্রাপ্তৌ ব্রহ্ম সাবয়বং ভবেৎ॥"

এইরূপে করিয়া পুনঃ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—

"মায়াভির্ব্বহুরূপত্বং ন কাৎস্ন্যান্নাপি ভাগতঃ।
ইতি নির্ভাগতা কার্য্যা ভাবাপ্ত্যোরবিরুদ্ধতা॥"

প্রত্যেক অধিকরণের এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হওয়ায় নিবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে।

"শাস্ত্রদর্পণ" শ্রীরঙ্গমের বাণী বিলাস প্রেস হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক এই গ্রন্থ প্রকাশজন্য এই প্রেসের স্বত্বাধিকারী বালসুব্রহ্মণ্য মহোদয় ধন্যবাদার্হ। ইহার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতা লোটাস্ লাইব্রেরীর বেদান্তদর্শনের সংস্করণেও ইহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। ভারতীতীর্থের বৈয়াসিক ন্যায়মালায় ১৯২টী অধিকরণ, কিন্তু শাস্ত্রদর্পণে ১৯১টী অধিকরণ আছে।

পঞ্চপাদিকাদর্পণ—ইহা পদ্মপাদাচার্য্যের "পঞ্চপাদিকার" ব্যাখ্যা, এই নিবন্ধ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

অমলানন্দের মতবাদ

ভামতীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্বামী অমলানন্দ স্বীয় নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ভামতীকারের মতের অনুরূপই তাঁহার মত। অন্যান্য আচার্য্যগণের মত হইতে আচার্য্য অমলানন্দের মতের স্থলবিশেষে বিশেষত্ব আছে।

ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব কীদৃশ? এই প্রশ্নের উত্তর নানা আচার্য্য নানাপ্রকারেই দিয়াছেন। কাঁহারও মতে "কার্য্যানুকূলজ্ঞান-চিকীর্ষাকৃতিমত্বম্ কর্ত্তৃত্বম্" অর্থাৎ কার্য্যের অনুকূল জ্ঞানচিকীর্ষার কৃতিমত্বই কর্ত্তৃত্ব। তাঁহারা তাঁহাদের মতের অনুকূলে "তদৈক্ষত সোঽকাময়ত তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ইতি" এই শ্রুতি উদ্ধার করেন। ইঁহাদের মতবাদ ন্যায়মতের সদৃশ। ন্যায়মতেও "জ্ঞানচিকীর্ষা-

কৃতিমত্ত্বরূপং কর্তৃত্বম্" অঙ্গীকৃত হইয়াছে। কল্পতরুকার অমলানন্দের এই মত অনুমোদিত নহে। এই মতে অনবস্থা দোষ অনিবার্য্য ; যেহেতু চিকীর্ষাকৃতিকর্তৃত্ব নির্ব্বাহের জন্য অন্য চিকীর্ষাকৃতির অপেক্ষা আছে। তজ্জন্য অন্য, এই প্রকারে অনবস্থা অনিবার্য্য ; সুতরাং "কার্য্যানুকূলজ্ঞানবত্ত্বমেব কর্তৃত্বম্" অর্থাৎ কার্য্যের অনুকূল জ্ঞানবত্ত্ব কর্তৃত্ব বলিয়া স্বীকার করাই সঙ্গত। এই মত অমলানন্দের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীত হয়। জ্ঞানে অনবস্থাদোষ ঘটিতে পারে না। কারণ, জ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ ; সুতরাং অকার্য্য। এ বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্রের একটি শ্লোক আছে তাহা এই :—

"নিশ্বসিতমস্য বেদাঃ বীক্ষিতমেতস্য পঞ্চভূতানি।
স্মিতমেতস্য চরাচরমস্য চ সুপ্তির্মহাপ্রলয়ঃ ॥"

এই শ্লোকে মহাভূতের ব্রহ্মবীক্ষিতত্ব ও ভৌতিক চরাচর প্রপঞ্চের ব্রহ্মস্মিতত্ব কথিত হইয়াছে। এই উভয়ের ব্যাখ্যাকল্পে কল্পতরু গ্রন্থে ব্রহ্মবীক্ষণমাত্র সাধ্যত্ব, মহাভূতে তদ্বীক্ষিতত্ব নির্দ্দেশের অবলম্বনরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মের মহাভূতসৃষ্টির অনুকূল জ্ঞানও তদনুরূপ চিকীর্ষা ও কৃতি অঙ্গীকার না করিলে বীক্ষণমাত্র-সাধ্যত্ব অবলম্বনরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

বাস্তবিক "কার্য্যানুকূলজ্ঞানবত্ত্বমাত্র কর্তৃত্ব" এই মত সমীচীন নহে। কার্য্যানুকূল স্রষ্টব্যালোচনরূপে জ্ঞানাবত্ত্বই কর্তৃত্ব। 'কার্য্যানুকূল জ্ঞানবত্ত্বই কর্তৃত্ব' এইরূপ স্বীকার করিলে জীবেরও কর্তৃত্ব প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হয়। যেহেতু শুক্তিরজত ও স্বাপ্নভ্রমাদিতে অধ্যাসের অনুকূল অধিষ্ঠানজ্ঞান জীবেরও আছে। কর্তৃত্ব ব্রহ্মে উপচারিত, অর্থাৎ আরোপিত। ব্রহ্মের কর্তৃত্ব ঔপাধিক। এমত অবস্থায় কার্য্যানুকূল জ্ঞানবত্ত্ব অঙ্গীকার শোভন নহে। বাচস্পতির শ্লোকও ব্রহ্মস্তুতিপর। ব্রহ্ম অতি প্রশস্ত। পুরুষের নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনা প্রযত্নেই সকল বেদ যে ব্রহ্মের কার্য্যভূত, যাঁহার ঈক্ষণমাত্রেই মহাভূতের উৎপত্তি হয় ; হিরণ্যগর্ভের সহিত চরাচরাত্মক

বিশ্ব যাঁহার মন্দহাসমাত্র, মহাপ্রলয় যাহার সুষুপ্তিমাত্র, তাঁহার প্রাশস্ত্যে বিস্ময়ের কি আছে? এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত।

কিন্তু বাচস্পতির উক্ত শ্লোকের অমলানন্দীয় ব্যাখ্যা অন্যরূপ, যথা—"অথবা ভূতসৃষ্টিবদ্ভৌতিকসৃষ্টেরপি হিরণ্যগর্ভদ্বারা ব্রহ্মৈব কর্তৃ ইত্যনেনোক্তম্। * * * জগদ্বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্ব্ব-কর্তৃত্বম্ উক্ত্বা সর্ব্বজ্ঞত্বং জ্ঞানপদসূচিতং বেদকর্তৃত্বাদিনা সাধয়তি —নিঃশ্বসিতমিতি। বীক্ষণমাত্রেণ সৃষ্টত্বাদ্ ভূতানি বীক্ষিতম্। হিরণ্যগর্ভদ্বারা সাধ্যং চরাচরং বীক্ষণাধিকপ্রযত্নসাধ্যস্মিতসাম্যাৎ স্মিতম্।" আচার্য্য অমলানন্দ এই শ্লোকের তাৎপর্য্য যে ব্রহ্মের স্তুতিপর, তাহাও অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"যদ্বা বিনা আয়াসেন নামরূপসৃষ্টিপ্রলয়কর্তৃত্বাদ্ ব্রহ্ম অনেন স্তুতম্।" বাস্তবিক এ স্থলে স্তুতিপর ব্যাখ্যাই সঙ্গত ও ব্রহ্মের আলোচনা ও পর্য্যালোচনাই কর্ত্তব্য—ইহা স্বীকার করাই শোভন।

কর্ম্মের ব্রহ্মজ্ঞানসাধনত্ব নিরূপণ—কাহারও মতে আশ্রমবিহিত কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন। শ্রুতি "বেদানুবচনেন" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম, "যজ্ঞেন দানেন" ইত্যাদি বাক্যে গৃহস্থ-ধর্ম্ম, এবং "তপসাঽনাশকেন" ইত্যাদি বাক্যে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ধর্ম্মের উপলক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করায়—আশ্রম-ধর্ম্মের বলেই বিদ্যালাভ সম্ভব। ব্রহ্মসূত্রের ৩।৪।৩২ সূত্রেও (বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি) আশ্রম-কর্ম্মের জ্ঞানসাধনত্ব নির্ণীত হইয়াছে।

আচার্য্য অমলানন্দ আশ্রম-কর্ম্মের বিদ্যোপযোগ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে নিত্যকর্ম্মই বিদ্যার সাধন। তিনি বলেন— "অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ" (৩।৪।৩৬) সূত্রে অনাশ্রমী বিদুর প্রভৃতির অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্মেরও বিদ্যোপযোগ দৃষ্ট হয়। তিনি কল্পতরুতে লিখিয়াছেন—"আশ্রম-কর্ম্ম সাপেক্ষৈব বিদ্যা ফলপ্রদেতি বদন্ প্রষ্টব্যঃ কিং ফলে অপেক্ষা, উত উৎপত্তৌ? নাদ্যঃ, ন খলু বিদ্যেতি। দ্বিতীয়মাশঙ্ক্য পরিহরতি—নন্বু যমেত্যাদিনা। বিশেষতঃ এই অধিকরণে

অনাশ্রমী বিদুরাদির পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত যজ্ঞাদির ফলে বিবিদিষা উৎপন্ন হওয়ায় বিদ্যাসাধন শ্রবণাদির অধিকারমাত্র নিরূপিত হইয়াছে—ইহা বলিতে পারা যায় না। তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের বিদ্যোপযোগিত্বও নিরূপিত হইয়াছে। এ বিষয়েও আশঙ্কা করিবার কোনও হেতু নাই। এই অধিকরণে "বিশেষানুগ্রহশ্চ" (৩।৪।৩৮) এই সূত্রে ও তদ্‌ভাষ্যে বিদুর প্রভৃতির অনুষ্ঠিত জপাদিরও বিদ্যোপযোগ পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। "বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি (৩.৪।৩২) এই সূত্রে "আশ্রম" পদ, বর্ণ-ধর্ম্মের উপলক্ষণ। সে স্থলে আশ্রম-ধর্ম্মের ব্যবস্থা থাকায় এই অধিকরণে বলা হইয়াছে—আশ্রম-ধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কর্ম্মও বিদ্যার উপযোগী। সুতরাং নিত্যকর্ম্ম বিদ্যার উপযোগী। কাম্যকর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, তাহাতে পাপক্ষয় হয় না। আর নিত্যকর্ম্মে পাপক্ষয় হয়। পাপক্ষয় ব্যতীত বিদ্যার উদয় হয় না; সুতরাং নিত্যকর্ম্মের বিদ্যোদয়ে অপেক্ষা আছে, আর কাম্যকর্ম্মের তাহা নাই। শাস্ত্রদর্পণে "অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ" এই অধিকরণসূত্র-ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

> "তপোঽনশনদানেভ্যো জপাচ্চ ব্রহ্মবোধনম্।
> ভবান্তরীয়যজ্ঞাশ্চ স্যাদনাশ্রমিণামপি ॥"

দানাদিষু প্রত্যেকং তৃতীয়া শ্রুতে নিরপেক্ষং বিবিদিষাসাধনত্বমবগতম্। ন চ দানাদিন্যাশ্রমকর্ম্মাণীত্যত্র প্রমাণমস্তি, যজ্ঞসংনিধিস্তু শ্রুতিভিরবিশেষপ্রবৃত্তাভির্বাধ্যতে। তেন যজ্ঞরহিতানামপ্যনাশ্রমিণাং দানাদিভিঃ জন্মান্তরকৃতযজ্ঞাদেশ্চ বিদ্যাধিকারঃ। ন চ দ্রব্যযজ্ঞ এব যজ্ঞঃ, তপোযজ্ঞাদেরপি গীতাসু দর্শিতত্বাৎ।

তবে আশ্রম-কর্ম্মের একেবারে সার্থকতা নাই তাহা তিনি বলেন না। তাঁহার মতে আশ্রম-কর্ম্মের ফলে শীঘ্র বিবিদিষা জন্মিতে পারে, আর জপাদিতে কিছু বিলম্ব হইতে পারে। আশ্রম-ধর্ম্ম-গ্রহণের সামর্থ্য থাকিলে অনাশ্রমীর কর্ম্মগ্রহণ করা সঙ্গত নহে। তিনি শাস্ত্রদর্পণে বলিয়াছেন—"আশ্রমিণাং তু কর্ম্ম ভূয়স্তদচিরেণ

বিবিদিষা, অন্যেষাং চিরেণ, অত্যাশ্রমপরিগ্রহসামর্থ্যে চ ন বর্ণমাত্রাদ্‌ বিবিদিষোদয় ইত্যাশ্রমকর্ম্মণামর্থবত্তা।”

সংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির মতে নিত্য ও কাম্য উভয় কর্ম্মেরই বিনিয়োগ স্বীকার্য্য।

নির্গুণ উপাসনা সম্ভব—যে পুরুষের পাপাদি প্রতিবন্ধ বিদূরিত হইয়াছে, শ্রবণাদির ফলে তাঁহাদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অতিশীঘ্র সম্পাদিত হয়। এইটী সাংখ্যমার্গ ও মুখ্যকল্প। উপাসনার ফলে দীর্ঘকালে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। এইটী যোগমার্গ ও অনুকল্প। এখন জিজ্ঞাস্য এই—এই উভয় পথেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে করণ কি?

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে করণ নিরূপণ—প্রত্যয়াভ্যাসরূপ প্রসঙ্খ্যানই এস্থলে করণ। যোগমার্গে উপাসনা আরম্ভ করিয়া সাংখ্যমার্গে মননের পর নিদিধ্যাসন আরম্ভ করিলেও প্রসঙ্খ্যান থাকে, প্রসঙ্খ্যানের লোপ হয় না। প্রসঙ্খ্যানের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার—করণত্বের প্রমাণাভাবও নাই। শ্রুতিপ্রমাণও রহিয়াছে—“ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মান ইতি।” কামাতুর ব্যক্তির পক্ষে ব্যবহিত কামিনীসাক্ষাৎকারে প্রসঙ্খ্যানই করণ।

“আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্‌” (৪।১।১২ সূত্র) এই অধিকরণে এবং “বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ” (৩।৩।৫৯ সূত্র) এই অধিকরণে দহরাদি অহংগ্রহ-উপাসকগণের যে প্রসঙ্খ্যান, সেই প্রসঙ্খ্যান বলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অঙ্গীকৃত হইয়াছে। প্রসঙ্খ্যান প্রমাণরূপে পরিগণিত হয় নাই বলিয়া, তজ্জন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রমা হইতে পারে না—এরূপ আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই; যেহেতু, ক্লিপ্ত প্রমা করণের মূল না থাকিলেও ঈশ্বরমায়াবৃত্তির ন্যায় প্রমাত্ব উপপন্ন হইতে পারে। সাংখ্য ও যোগ উভয় মার্গেই বিচারিত বা অবিচারিত বেদান্তবাক্য হইতে ব্রহ্মাবগতির মূল প্রসঙ্খ্যানই হয়। সাংখ্যমার্গে বেদান্তবাক্য বিচারিত এবং যোগমার্গে অবিচারিত। প্রসঙ্খ্যান যখন বেদান্তবাক্যজনিত ব্রহ্মাবগতির মূল, তখন প্রসঙ্খ্যানজন্য

সাক্ষাৎকার প্রমাণমূলক। সুতরাং প্রসঙ্খ্যানজন্য সাক্ষাৎকারের প্রমাণত্বই স্বীকার্য্য। অতএব প্রসঙ্খ্যানই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ।

কল্পতরুকার বলিয়াছেন—

"বেদান্তবাক্যজজ্ঞানভাবনাজাপরোক্ষধীঃ।
মূলপ্রমাণদার্ঢ্যেন ন ভ্রমত্বং প্রপদ্যতে॥"

বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির মতে মনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ। "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ, দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" ইত্যাদি শ্রুতি, মনকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বলেন। বিবরণকার আরও বলিয়াছেন—"স্বপ্নপ্রপঞ্চবিপরীতপ্রমাত্রাদিজ্ঞানসাধনস্য অন্তঃকরণস্য" ইত্যাদি। সোপাধিক আত্মায় মনই অহংবৃত্তিরূপ প্রমার করণ। "অহমেবেদং সর্ব্বং সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমো লোকঃ" ইত্যাদি শ্রুতি স্বপ্নকালে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মনেরই করণত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যেহেতু, স্বপ্নকালে অন্য কোনও করণ নাই। প্রসঙ্খ্যান মনের সহকারী মাত্র। বাক্যার্থভাবনাপরিপাক সহিত অন্তঃকরণ, অপরোক্ষ ত্বং পদার্থের তত্তৎ উপাধি নিষেধ করিয়া তৎ পদার্থরূপে পরিজ্ঞান জন্মায়; সুতরাং অন্তঃকরণ বা মনই করণ। "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইত্যাদি শ্রুতিও "জ্ঞানপ্রসাদ" শব্দ ব্যবহার করিয়া চিত্তের একাগ্রতাই ধ্যানের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রসংখ্যান স্বয়ং করণ নহে। কামাতুরের কামিনীসাক্ষাৎকারেও প্রসঙ্খ্যান সহকৃত মনের করণত্ব; সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মনই করণ। কেবল প্রসঙ্খ্যান করণ হইতে পারে না।

কাহারও মতে উপনিষদ্-মহাবাক্যই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ। মন অথবা প্রসঙ্খ্যান করণ নহে। "তস্মাস্ম বিজজ্ঞৌ তমসঃ পারং দর্শয়তি আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য আচার্য্যের উপদেশের অনন্তর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উদিত হওয়ায় জীবন্মুক্তি লাভ হয়—ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "বেদান্ত-

বিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা” ইত্যাদি শ্রুতি ধ্যানান্তরের নৈরাকাঙ্ক্ষ্যই নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; অর্থাৎ অন্য ধ্যানের আবশ্যকতা নাই বলিতেছে। “তং ত্বৌপনিষদং পুরুষম্” এই শ্রুতি স্পষ্টতঃ ব্রহ্মের উপনিষদেকগম্যত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং ঔপনিষদ্ মহাবাক্যই করণ, মন নহে। “যন্মনসা ন মনুতে” ইত্যাদি বাক্যে মনের করণত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই শ্রুতি অপক্ক মনবিষয়ক নহে। যেহেতু “যেনাহুর্মনো মতম্” এই বাক্যশেষে মনোমাত্রই পরিগৃহীত হইয়াছে। “যদ্বাচা নাভ্যুদিতম্” এই শ্রুতি শব্দের করণত্ব নিষেধ করিয়াছেন— এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনও হেতু নাই। শব্দমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের করণ নহে—ইহাই স্বীকার্য্য। যদিও শ্রুতি শব্দমাত্রের ব্রহ্মজ্ঞানকরণত্ব নিষেধ করিয়াছেন, তথাপিও ঐ স্থলে শব্দের শক্তিবলে ব্রহ্মজ্ঞানের করণত্ব নিষেধ হইয়াছে—এইরূপ অর্থে গ্রহণ করাই সঙ্গত। লক্ষণাবলে শব্দের করণত্ব অঙ্গীকৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহার নিষেধ হয় নাই। মনঃকরণবাদীরাও শব্দের নির্ব্বিশেষে পরোক্ষজ্ঞান-করণত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে বাক্যজন্য ব্রহ্মজ্ঞান পরোক্ষ। আর মহাবাক্য-করণত্ববাদীরা অপরোক্ষ বলিয়া অঙ্গীকার করেন। বাস্তবিক মহাবাক্যকরণত্ববাদীদের মতই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ধ্যানের ফলে সগুণব্রহ্মাত্মভাব অধিগত হইতে পারে। ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতা বোধ জন্মিতে পারে। মনঃ সসীম, যেহেতু ইহা দেশ, কাল ও পরিচ্ছেদ অতিক্রম করিতে পারে না। মন বিশ্বেশ্বরকে ধ্যান করিয়া সমষ্টিচৈতন্যরূপ ঈশ্বরে মিলিয়া যায়। ইহার অধিক আর মনের ধ্যান করিবার সামর্থ্য নাই। মনের “অমনী”ভাবেই পারমার্থিক অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিষদ্‌বাক্যই মনের অবলম্বন। উপনিষদের বাক্য নিষেধমুখে দ্বৈত নিরস্ত করায় এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য নির্দ্দেশ করায়, উপনিষদ্‌বাক্যই করণ হওয়া যুক্তিযুক্ত। অবশ্যই নির্গুণ ব্রহ্ম শব্দেরও বিষয় নহে, আর মনেরও বিষয় নহে। মনের সাহায্যে ধ্যান করিয়া সগুণব্রহ্ম লাভ

হইতে পারে, কিন্তু নির্ব্বিশেষ বস্তুকে ধ্যান করিতে পারা যায় না। ধ্যান করিতে গেলেই অসীম সসীম হইয়া যায়। নিরুপাধিকের ধ্যান অসম্ভব। ধ্যান করিতে গেলেই উপাধি-সংযোগ বশতঃ অনন্তও সান্ত হইয়া পড়েন। জ্ঞানের স্ফুরণে মনঃ বিলীন হইয়া যায়। মহাবাক্য-বিচারের ফলেই জ্ঞান জন্মে। ধ্যানে যাঁহার চিত্ত নিশ্মল হইয়াছে, তাঁহার পক্ষেই বিচারের ব্যবস্থা আছে। অবশ্যই বিচার মানসিক, কিন্তু সে স্থলে বাক্যই করণ। সগুণ ব্রহ্মানুধ্যানে নিমগ্ন মন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে—"কষায়" অবস্থা অর্থাৎ সবিকল্প সমাধি লাভ করিয়া তাহাতে তুষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ হয় না। সবিকল্প সমাধি লাভ হইলে ব্রহ্মবিচার অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের প্রকৃত বিচার আরম্ভ হয়। যোগীর ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা জন্মিলে বেদান্তশ্রবণের অধিকার হয়। এরূপভাবে ক্রমশঃ সমাধির পরিপাকে ও বিচারের ফলে অনন্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেতে স্থিতি হয়; সুতরাং মহাবাক্যই করণরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত ও শোভন।

সৃষ্টির কল্পক নিরূপণ—দৃষ্টিসৃষ্টিবাদিগণের মতে কল্পিতের অজ্ঞাত সত্ত্ব অনুপপন্ন; সুতরাং জাগ্রৎপ্রপঞ্চের দৃষ্টিসমসময়ে সৃষ্টিই স্বীকার্য্য। স্বাপ্নপ্রপঞ্চও দৃষ্টিকালেই সৃষ্ট, জাগ্রৎপ্রপঞ্চও তেমনই। সুতরাং দৃষ্টিসমসময়া সৃষ্টি। এখন এই সৃষ্টির কল্পক কে? কে এই সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন? কাহারও মতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পিত অবিদ্যা উপহিত আত্মাই উত্তরোত্তর কল্পিত অবিদ্যার কল্পক। কল্পনাপ্রবাহ অনাদি, সুতরাং অনবস্থাদোষও হইতে পারে না। অবিদ্যা অনাদি হইলেও শুক্তিরজতের ন্যায় কল্পিতত্ব সম্ভব। কল্পতরুকার দৃষ্টিসমসময়া বিশ্বসৃষ্টি স্বীকার করেন। বস্তুতঃ, প্রত্যক্ষ বিষয়ের কারণ না হইলেও অবিদ্যোপহিত আত্মা তাহার কারণরূপে কল্পিত হন। কল্পক অবিদ্যোপহিত আত্মা অনন্ত হইতে পারে না। শ্রুতিতে আকাশাদির সৃষ্টি কথিত হইয়াছে, তাহার কল্পক কে? কেহই

নহে। তাহা হইলে সৃষ্টিশ্রুতির অবলম্বন কি? নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মৈক্যই অবলম্বন। অধ্যারোপ ও অপবাদবলেই নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম-প্রতিপত্তি হয়। তৎপ্রতিপত্তির উপায়রূপেই শ্রুতিতে সৃষ্টি-প্রলয়ের উপন্যাস, কিন্তু তাৎপর্য্যরূপে নহে। তাৎপর্য্য যখন নাই, তখন সৃষ্টি শ্রুতির পরস্পর বিরোধ পরিহারের জন্য যত্ন কি ব্যর্থ? কিন্তু যত্ন ব্যর্থ নহে। সৃষ্টিশ্রুতি স্থলে যে সিদ্ধান্তন্যায় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার বোধের জন্যই পরস্পর বিরোধপরিহারে যত্ন কর্ত্তব্য। এ বিষয় "শাস্ত্রদর্পণে" অমলানন্দস্বামী বলিয়াছেন :—

"শ্রুতীনাং সৃষ্টিতাৎপর্য্যং স্বীকৃত্যেদমিহেরিতম্।
ব্রহ্মাত্মৈক্যপরত্বাত্তু তাসাং তন্নৈব বিদ্যতে॥"

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দের মতে দৃষ্টিই বিশ্বসৃষ্টি, "দৃষ্টিরেব বিশ্বসৃষ্টিঃ" দৃশ্যের দৃষ্টিভেদে কোনও প্রমাণ নাই। স্মৃতিও বলিয়াছেন—

"জ্ঞানস্বরূপমেবাহুর্জগদেতদ্বিচক্ষণাঃ।
অর্থস্বরূপং ভ্রামান্তঃ পশ্যন্ত্যন্যে কুদৃষ্টয়ঃ॥

মন্তব্য

উপনিষদের দার্শনিক চিন্তার শৃঙ্খলা নাই, তাই অবাধ স্বাধীন ভাব স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর শৃঙ্খলায় বেদান্তদর্শনের প্রতিষ্ঠা করিলেন, কিন্তু শাঙ্করভাষ্যের ভাবের গভীরতায় নানারূপ ব্যাখ্যার আবির্ভাব হইয়াছে। অমলানন্দ ভামতীর ভাবে ভাবিত, স্থলবিশেষে অন্যান্য আচার্য্যগণের সহিত ব্যাখ্যার পার্থক্য হইয়াছে। অমলানন্দ মীমাংসাশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন। কল্পতরুতে মীমাংসা-দর্শনের বহু ন্যায় বিচারিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে প্রসংখ্যানমতের অনুকূলে তাঁহার মতবাদ তত শোভন হয় নাই। বাস্তবিক শব্দের লক্ষণাবলে

নির্ব্বিশেষ বা নির্ব্বিকল্প জ্ঞান জন্মিতে পারে। "গো" এই শব্দটি বলিলে জাতির বোধ জন্মে, "ব্যক্তির" বোধ পরে হয়। "ব্যক্তি"র বোধে বিশেষ বোধ হয়। জাতির বোধ নির্ব্বিশেষ। "গো" বলিলে বিশেষ কোনও একটী গোকে বুঝায় না। গরুর জাতি বা আকৃতির বোধ জন্মে। শিশুর নিকট "গো" এই শব্দ বলিলে শিশুর কোনও বোধ জন্মে না। বাক্যের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ, কিন্তু এ স্থলে শিশুর অর্থের বোধ নাই। বাক্যের সহিত অর্থের বা বিষয়ের সংযোগসাধন করিবার মতন বুদ্ধি শিশুর নাই, তাই "গো" এই শব্দ বলিলে একটা নির্ব্বিশেষ ভাবের স্ফূর্ত্তি শিশুর মনে উদয় হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ বোধ নাই। মূক ব্যক্তিরই সম্মুগ্ধ বোধ জন্মে। বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধে বিশেষিত করিয়া মূক প্রকাশ করিতে পারে না। কেমন এক প্রকার অব্যক্ত ভাবের উদয় হয়। সেই ভাবই নির্ব্বিশেষ।

শব্দের ফলে অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয়ও সম্ভব। মনঃ স্থির হইল, উপনিষদের বাক্য বিচার করিতে করিতে মনের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হইল, তখন জ্ঞানস্বরূপ আত্মার স্ফূর্ত্তি হইল। ইহাই স্বাভাবিক। চিৎসুখাচার্য্য বলিয়াছেন—"বেদান্তবাক্যং নিরপবাদমেবাদ্বিতীয়ব্রহ্মণি অপরোক্ষজ্ঞানং জনয়তীতি নিরবদ্যম্।"

কর্ম্মের ব্রহ্মজ্ঞানসাধনত্ব-নিরূপণ-প্রসঙ্গে তিনি "কল্পতরু"তে অনাশ্রমীর অধিকার পক্ষেই সবিশেষ জোর দিয়াছেন। সেই "অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ" এই বিদুরাধিকরণে আচার্য্য শঙ্কর অনাশ্রমীর অধিকার নির্ণয় করিয়াও আশ্রমধর্ম্মের প্রধানত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি ৩।৪।৩৮ সূত্রের "বিশেষানুগ্রহশ্চ" ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"তেষামপি চ বিদুরাদীনামবিরুদ্ধৈঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধিভিঃ জপোপবাসদেবতারাধনাদিভিঃ ধর্ম্মবিশেষৈঃ অনুগ্রহো বিদ্যায়াঃ সম্ভবতি। * * দৃষ্টার্থা চ বিদ্যা প্রতিষেধাভাবমাত্রেণাপি অর্থিনমধিকরোতি শ্রবণাদিষু। তস্মাদ্ বিদুরাদীনামপ্যধিকারো ন বিরুধ্যতে।"

এই বলিয়া ইহার পরবর্ত্তী সূত্রের "অতস্ত্বিতরজ্ জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ" (৩.৪.৩৯) ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অতস্ত্বন্তরালবর্ত্তিত্বাদিতরদাশ্রম-বর্ত্তিত্বং জ্যায়ো বিদ্যাসাধনম্, শ্রুতিস্মৃতিসংদৃষ্টত্বাৎ।"

বাচস্পতি মিশ্রও এই সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভামতীতে লিখিয়াছেন—"যত্তনাশ্রমিণামপ্যধিকারো বিদ্যায়াং কৃতং তর্হি আশ্রমৈরতিবহুলায়াসৈরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ। স্বস্থেনাশ্রমিত্বমাস্থেয়ম্। দৈবাৎ পুনঃ পত্ন্যাদিবিয়োগতঃ সত্যনা-শ্রমিত্বে ভবেদধিকারো বিদ্যায়ামিতি।"

আচার্য্য শঙ্কর ও বাচস্পতির অনুসরণ করিলে মনে হয়, আশ্রম-ধর্ম্ম বিদ্যার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। অবশ্যই বিশেষ ক্ষেত্রে অনাশ্রমীরও বিদ্যোপযোগ হইতে পারে, "শাস্ত্রদর্পণে" তিনি আশ্রমধর্ম্মীর বিদ্যালাভ শীঘ্র হয় ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। কল্পতরুতে ঐ টুকু স্বীকার করিলে শোভন হইত।

ভামতীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আচার্য্য অমলানন্দ কল্পতরুতে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যুক্তির কৌশলে ও ভাষার বিন্যাসে এবং চাতুর্য্যে, কল্পতরু নিবন্ধ স্বর্গের কল্পতরুই বটে। স্বর্গের কল্পতরু যেমন সকল অভিলষিত বস্তু প্রদান করে, অমলানন্দের কল্পতরুও তেমনই। স্বর্গ চিরপ্রকাশিত, ভামতীর অর্থও চিরপ্রকাশ। স্বর্গের কল্পতরু সর্ব্বাভিলাষ-প্রদাতা, ভামতীর কল্পতরুও সর্ব্বার্থসিদ্ধিকারক। বাস্তবিক "কল্পতরু" নাম অন্বর্থ।

অদ্বৈতবাদ

শ্রীমৎ চিৎসুখাচার্য্য (১৩শ শতাব্দী)

(জীবন-চরিত)

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নব্যন্যায়ের আচার্য্য গঙ্গেশোপাধ্যায়ের আবির্ভাবে নব্যন্যায়ের ক্ষেত্রে এক নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে "ন্যায়লীলাবতী"কার বল্লভাচার্য্য নব্যন্যায়ের সাধনায় অবতীর্ণ। দশম শতাব্দীতে "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধরাচার্য্য (৯৯১ খৃঃ) দর্শনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। দশম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ন্যায়দর্শনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান আচার্য্য উদয়নের আবির্ভাব হইয়াছে। দশম শতাব্দী হইতে ন্যায়মতের প্রসার বৃদ্ধি পাইল। দ্বাদশ শতাব্দীতে খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ মিশ্র "খণ্ডনে" নৈয়ায়িকের মত নিরসন করিলেন। দ্বাদশের অন্তে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গঙ্গেশ, খণ্ডনকার শ্রীহর্ষের মত খণ্ডন করিলেন। গঙ্গেশ অদ্বৈতমত আক্রমণ করিলে, প্রতি আক্রমণজন্য শ্রীমৎ চিৎসুখাচার্য্য দার্শনিক সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ন্যায়ের যুক্তি-শ্রেণী ভেদ করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের বিজয়বৈজয়ন্তী সুস্থাপিত করিলেন। এক দিকে দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, আর অন্যদিকে দ্বৈতবাদী ন্যায়াচার্য্যগণ শাঙ্করমত বিধ্বংসনে ব্যাপৃত হওয়ায় চিৎসুখাচার্য্যের অবতরণ।

আচার্য্য চিৎসুখ স্বীয়গ্রন্থ "তত্ত্বপ্রদীপিকায়" ন্যায়লীলাবতীকার বল্লভাচার্য্যের মত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। *

* তত্ত্বপ্রদীপিকা—নিঃ সাঃ সং. ১৩৪, ১৩৫, ১৪৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১, ১৮৪, ১৯৬, ১৯৭, ২০৩, ২৭৫, ৩২৬, ৩৫২, ৩৫৭ পৃষ্ঠায় লীলাবতীকারের উল্লেখ রহিয়াছে।

লীলাবতীকারের কাল দ্বাদশ শতাব্দী। এ বিষয়ে "খণ্ডনকার" শ্রীহর্ষের মত উদ্ধার করিয়াছেন।† খণ্ডনকার দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন; অতএব চিৎসুখাচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্ত হইতে সম্পূর্ণ চতুর্দ্দশ শতাব্দী জীবিত ছিলেন। বিদ্যারণ্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" (পুণার সংস্করণ) চিৎসুখাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" লিখিত হইয়াছে। সুতরাং চিৎসুখ বিদ্যারণ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। এ জন্য চিৎসুখাচার্য্যের স্থিতিকাল ১৩শ শতাব্দী সুনিশ্চিত বলিয়া অবধারিত হইল। ইঁহার জন্মস্থান প্রভৃতির বিষয় কিছুই সঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে উত্তর ভারতের কোথায়ও হইবার সম্ভাবনাই সমধিক‡। কেন না, যে সকল আচার্য্য ন্যায়-মত খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই উত্তর-ভারতের অধিবাসী। আচার্য্য শ্রীহর্ষ, আচার্য্য মধুসূদন প্রভৃতি উত্তরভারতে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণভারতে বৈষ্ণবাচার্য্য ও মীমাংসাচার্য্যগণের মত প্রচারিত হওয়ায়, দক্ষিণ ভারতীয় বৈদান্তিক আচার্য্যগণ বৈষ্ণব ও মীমাংসক-মতখণ্ডনে সবিশেষ বদ্ধপরিকর ছিলেন, কিন্তু ন্যায়মতখণ্ডনে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। উত্তরভারতে ন্যায়মতের প্রচার ও প্রসার সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উত্তরভারতীয় আচার্য্যগণ তাই ন্যায়মতখণ্ডনে সবিশেষ ব্যাপৃত।

আচার্য্য চিৎসুখের গুরুর নাম আচার্য্য জ্ঞানোত্তম। "তত্ত্ব-প্রদীপিকা"র মঙ্গলাচরণ শ্লোকে তিনি স্বীয় গুরুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যথা—

"জ্যোতির্ব্বিদ্দক্ষিণামূর্ত্তি ব্যাসশঙ্কর-শব্দিতম্
জ্ঞানোত্তমাখ্যং তং বন্দে সত্যানন্দপদোদিতম্॥"

† তত্ত্বপ্রদীপিকা—১৭৫ পৃষ্ঠায় খণ্ডনকারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

‡ চিৎসুখের প্রাধান্য কাঞ্চীমঠে অধিক দেখিয়া মনে হয় তিনি দক্ষিণদেশীয়। খুব সম্ভব তৈলঙ্গদেশীয়। (সং)

গ্রন্থ-সমাপ্তিতে তদীয় গুরুদেবকে গৌড়েশ্বরাচার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। "ইতি শ্রীগৌড়েশ্বরাচার্য্য-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-জ্ঞানোত্তম-পূজ্যপাদ-শিষ্য, ইত্যাদি।" হয় ত আচার্য্য জ্ঞানোত্তমের অন্য নাম গৌড়েশ্বরাচার্য্য। অথবা গৌড়-দেশীয় আচার্য্যগণের মধ্যে তিনি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই গৌড়েশ্বরাচার্য্য নামে অভিহিত হইতেন।

চিৎসুখাচার্য্যের সময় শাঙ্করভাষ্য প্রভৃতির নানারূপ আলোচনা হইত, অদ্বৈতবাদের উপর তীব্র আক্রমণও চলিত। তিনি এ বিষয়ে "তত্ত্বপ্রদীপিকা" রচনার প্রয়োজনীয়তা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"বিপ্রতিপত্তিব্রাতধ্বান্তধ্বংসপ্রগল্ভবাচালা।
ক্রিয়তে চিৎসুখমুনিনা প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা বিদুষা॥"

"খণ্ডনকার" শ্রীহর্ষ অনির্ব্বচনীয়তাবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করিলেও তদ্‌গ্রন্থে বেদান্তপ্রকরণের উপযোগী সকল বিষয় বিচারিত হয় নাই। সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য ও শ্রীহর্ষের পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকের যুক্তিজাল ভেদ করিবার জন্য চিৎসুখাচার্য্য "তত্ত্বপ্রদীপিকা" প্রণয়ন করেন।

চিৎসুখ, আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্য্যের "ন্যায়মকরন্দে"র উপর টীকাও লিখিয়াছেন।

চিৎসুখের গ্রন্থের বিবরণ

তত্ত্বপ্রদীপিকা—এই গ্রন্থের অন্য নাম চিৎসুখী। চারি অধ্যায়ে ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের চতুরধ্যায়ের মত চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমে সমন্বয়, দ্বিতীয়ে অবিরোধ, তৃতীয়ে সাধন ও চতুর্থে ফল নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীহর্ষের "খণ্ডন" যেরূপ ভাবে লিখিত, এই গ্রন্থও সেই ভাবেই লিখিত হইয়াছে। গদ্যে বিচার করিয়া, পদ্যে একটী কারিকা বা শ্লোক রচনা

করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। "তত্ত্বপ্রদীপিকা" প্রথমে কাশীধামে শিলাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক ভুল ছিল। পরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় নির্ণয়সাগর প্রেসে "তত্ত্বপ্রদীপিকা" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। কলিকাতা লোটাস্ লাইব্রেরী হইতেও এক সংস্করণ বাহির হইতেছে, এখনও সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। "তত্ত্বপ্রদীপিকা"র উপরে পরমহংস প্রত্যগ্-রূপ আচার্য্যের "নয়নপ্রসাদিনী" টীকা আছে। বাস্তবিক এরূপ সুন্দর টীকা অতি বিরল।

ন্যায়মকরন্দের টীকা—"ন্যায়মকরন্দ" আনন্দবোধাচার্য্যের সঙ্কলিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের উপর আচার্য্য চিৎসুখ টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। সটীক "ন্যায়মকরন্দ" কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকা—এই গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হইয়াছে কিনা তাহা জানা যায় নাই। শ্রীহর্ষের খণ্ডনের যে সংস্করণ চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে চিৎসুখাচার্য্যের টীকা হইতে স্থলবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে।

[**শারীরক ভাষ্যের টীকা**—ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর ভাব-প্রকাশিকা নামক একখানি টীকা চিৎসুখাচার্য্য লিখিয়াছেন। ইহা গম্ভীর ও গভীরার্থক। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। শীঘ্র প্রকাশিত হইবার আশা এক্ষণে হইতেছে। সং]

[**শঙ্কর-বিজয়**—চিৎসুখাচার্য্য কৃত একখানি শঙ্করচরিত্র ছিল। উহার কোন কোন অংশ দেখা গিয়াছে। ইহাও অপ্রকাশিত। সং]

অতি অল্পকালের মধ্যেই আচার্য্য চিৎসুখ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কারণ, ১৪শ শতাব্দীতেই বিদ্যারণ্য "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" তাঁহার বাক্য প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী

আচার্য্যগণ সকলেই চিৎসুখাচার্য্যের মত উদ্ধার করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন, চিৎসুখীয় মিথ্যাত্বলক্ষণ আলোচনাও করিয়াছেন। চিৎসুখ অদ্বৈতবাদের একটী স্তম্ভস্বরূপ।

চিৎসুখের মতবাদ

আচার্য্য চিৎসুখ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। শাঙ্করমতের সংরক্ষণ, অদ্বৈতসিদ্ধান্তপ্রকাশ ও ব্যুৎপাদনেই তিনি নিয়োজিত। পূর্ব্বপূর্ব্ব আচার্য্যগণের ন্যায় স্থলবিশেষে তাঁহার সহিত অন্যান্য আচার্য্যগণের মত-পার্থক্যও আছে। কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধান্তে কোনও মতদ্বৈধ নাই, কেবল ব্যাখ্যার প্রসঙ্গেই পার্থক্য। জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা, জগতের মিথ্যাত্ব—এ বিষয়ে সকল আচার্য্যই ঐক্যমত। কেবল অদ্বৈতনিরূপণের প্রকারে ভেদ আছে। বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইলেই আচার্য্য চিৎসুখের মতের তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত হইবে। সাক্ষিত্ব প্রভৃতি লইয়া আচার্য্যগণের মতভেদ আছে।

সাক্ষিস্বরূপ-নিরূপণ—সুখাদিধর্ম্মী অহঙ্কারই জীব। অহমর্থ জীব হইতে সাক্ষী পৃথক্। এই সাক্ষী কে? আচার্য্য চিৎসুখের মতে সর্ব্বপ্রত্যগ্‌ভূত বিশুদ্ধ ব্রহ্মই সাক্ষী। ব্রহ্ম সর্ব্বজীবের সাক্ষী। সাক্ষিরূপে ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন। অবশ্যই পারমার্থিক ভিন্নতা নাই। মায়া-সবলিত সগুণ পরমেশ্বরে 'কেবল নির্গুণ' প্রভৃতি বিশেষণ অনুপপন্ন, সুতরাং বিশুদ্ধ ব্রহ্মই সাক্ষী।

বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর পঞ্চদশীর 'কূটস্থদীপে' সাক্ষিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন; তাঁহার মতে দেহদ্বয়াধিষ্ঠানভূত কূটস্থচৈতন্য সাবচ্ছেদক দেহদ্বয়ের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। সেই চৈতন্য নির্ব্বিকার, সুতরাং কূটস্থ-চৈতন্যই সাক্ষী। ঔদাসীন্য ও বোধই সাক্ষিত্বের লক্ষণ। কূটস্থ-চৈতন্যই সর্ব্বাবভাসক। বিদ্যারণ্য "কূটস্থদীপে" জীবভ্রমের অধিষ্ঠান-ভূত কূটস্থচৈতন্যকে জীবাদির অবভাসক বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন

এবং 'নাটকদীপে' নৃত্যশালার দৃষ্টান্তবলে চিদাভাসবিশিষ্ট অহঙ্কারকে জীবরূপে গ্রহণ করিয়া তদবভাসক চৈতন্যকেই সাক্ষিরূপে নিরূপণ করিয়াছেন।

কৌমুদীকারের মতে পরমেশ্বরের কোনও রূপভেদই অর্থাৎ শিব বিষ্ণু প্রভৃতিই সাক্ষী। শ্রুতি বলিয়াছেন—"একো দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।" সাক্ষী ঈশ্বর হইতে বিলক্ষণ নহেন। পরমেশ্বর জীবের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অনুমন্তা। ইনি স্বয়ং উদাসীন, সুতরাং পরমেশ্বরই সাক্ষী।

তত্ত্ববিশুদ্ধিকারের মতেও পরমেশ্বরই সাক্ষী। ইহারা সকলেই জীব ও সাক্ষীর ভেদপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ জীব ও সাক্ষীর অভেদত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। কাহারও মতে অবিদ্যোপাধিক জীবই সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। সাক্ষাৎ দ্রষ্টা বলিয়াই সাক্ষী। লোকেও, অকর্ত্তা হইলেও, দ্রষ্টারই সাক্ষিত্ব স্বীকার করা হয়। জীব স্বয়ং উদাসীন। কেবল অন্তঃকরণের সহিত অভিন্নবোধ করিয়াই জীবের কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। "একো দেব" ইত্যাদি মন্ত্রেও ব্রহ্মের জীবভাবাভিপ্রায়ই সাক্ষিত্বপ্রতিপাদক। অন্যান্য কাহারও মতে জীবই সাক্ষী বটে, কিন্তু সর্ব্বগত অবিদ্যারূপ উপাধির বলে নহে, অন্তঃকরণরূপ-উপাধিবলেই জীব সাক্ষী।

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ ও সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ—কোন কোন আচার্য্যের মতে, পূর্ব্ব-পূর্ব্বকল্পিত অবিদ্যোপহিত আত্মাই উত্তরোত্তর অবিদ্যার কল্পক। এই অবিদ্যা অনাদি। অমলানন্দ বলেন—বস্তুতঃ অবিদ্যা অনাদি; কিন্তু অনাদি হইলেও দৃষ্টিসৃষ্টির তাৎপর্য্য ঐরূপ নহে। শ্রুতি-কথিত সৃষ্টির আলম্বন নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মৈক্য। অধ্যারোপ ও অপবাদের সাহায্যে ব্রহ্মপ্রতিপত্তির উপায়রূপে শ্রুতিতে সৃষ্টি ও প্রলয় উপন্যস্ত হইয়াছে।

বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দের মতে দৃষ্টিই বিশ্বসৃষ্টি। আচার্য্য চিৎসুখ এই উভয়বিধ দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের বিরোধী। তিনি

সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ অঙ্গীকার করিলে, জাগ্রৎপ্রপঞ্চেরও প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকার করিতে হয়; আকাশাদি সৃষ্টির অপলাপ হয়। কর্ম্ম ও উপাসনার ফলস্বরূপ স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক প্রভৃতির অপলাপ হয়। জাগরণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ফলে যে প্রতীতি হয়, তাহাও ভ্রম বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়, সুতরাং দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ সঙ্গত নহে। সৃষ্টিদৃষ্টিবাদে সেই সকল দোষ হয় না। প্রপঞ্চের পারমার্থিক সত্তা নাই। প্রপঞ্চ শুক্তিরজতবৎ। সংপ্রয়োগ-সংস্কার-দোষেই হউক, অথবা অধিষ্ঠানজ্ঞানসংস্কার দোষেই হউক, কল্পনা-সমসময়ত্বের অভাব প্রপঞ্চে আছে। যেহেতু, কারণত্রয়জাত না হইলে সমসময়ত্ব সম্ভব নহে; পরন্তু শুক্তিরজতাদির ন্যায় অঙ্গীকার করিলে মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হয়; জ্ঞানে প্রপঞ্চের নিষেধ হয়। প্রপঞ্চ সদসদ্‌বিলক্ষণ; ব্রহ্মেতে উপাধির অত্যন্তাভাব; সুতরাং জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা। সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ স্বীকার করিলে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বও সুসঙ্গত হয়, ব্যবহারিক সত্তারও অপলাপ হয় না। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী আপত্তি করিতে পারেন—জ্ঞানৈকনিবর্ত্তত্ব প্রভৃতিই যদি মিথ্যাত্ব হয়, তবে অহঙ্কার ও তাহার ধর্ম্মও মিথ্যা হউক। আকাশাদি যেরূপ মিথ্যা, অহঙ্কার ও তাহার ধর্ম্মও সেইরূপ মিথ্যা হইতে পারে; সুতরাং ভাষ্য টীকা প্রভৃতিতে অহঙ্কার ও তাহার অধ্যাসের কারণত্রয় সম্পাদন করিবার প্রযত্ন ব্যর্থ হয়। এ বিষয়ে চিৎসুখাচার্য্য বলেন —ইহা ব্যর্থ নহে, যেহেতু অহঙ্কারাদিও কেবল সাক্ষিবেদ্য; সুতরাং শুক্তিরজতের ন্যায়ই প্রাতিভাসিক।

মিথ্যাত্বলক্ষণ—পদ্মপাদাচার্য্য মিথ্যাত্বের লক্ষণ নির্ব্বচন করিলেন —"সদসদ্‌বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্।" বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি "প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং" এবং "জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্" এই দুইটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। আনন্দবোধাচার্য্য "সদ্‌ভিন্নরূপত্বং মিথ্যাত্বম্" এই লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। আচার্য্য চিৎসুখ নূতন একটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহার লক্ষণ এই

—"স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণ এব প্রতীয়মানত্বং মিথ্যাত্বম্।" ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে বা অধিষ্ঠানে প্রপঞ্চের সর্ব্বদেশেই অভাব। জ্ঞানরূপ আশ্রয়ে মিথ্যার সর্ব্বদেশেই অভাব। প্রকাশাত্মযতি, প্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধ করায় সর্ব্বকালেই অভাব নিরূপণ করিয়াছেন। আর, চিৎসুখাচার্য্য সর্ব্বদেশেই অভাব নিরূপণ করিলেন। অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ডজ্ঞানে কোথায়ও বা কোন কালেও মিথ্যা থাকিতে পারে না। প্রতিভাসমাত্র তাহার স্থায়িত্ব বলিয়া তাহা অসৎ নহে। বাস্তবিক মিথ্যা তাহাই, যাহা জ্ঞানের কোনও কালে বা কোনও দেশে নাই। জ্ঞান—কাল ও দেশ পরিচ্ছেদশূন্য। সুতরাং মিথ্যা কোন দেশে বা কালে নাই। মিথ্যার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলেই এরূপ লক্ষণ নির্ব্বচন আবশ্যক। মিথ্যা সদসদ্‌বিলক্ষণ বলিয়া অনির্ব্বচনীয়, কিন্তু মিথ্যার অন্যান্য লক্ষণগুলি নির্দ্দেশ করায় মায়াবাদ আরও সুদৃঢ় হইয়াছে।

অবিদ্যানিবৃত্তির স্বরূপনিরূপণ—ব্রহ্মসিদ্ধিকার সুরেশ্বরাচার্য্যের মত আত্মস্বরূপতাই অবিদ্যানিবৃত্তি। আনন্দবোধাচার্য্যের মতে—আত্মাতিরিক্ত অবিদ্যানিবৃত্তি। তাহা সৎ নহে; কারণ, সৎ বলিলে অদ্বৈত হানি হয়। তাহা অসৎ নহে; কারণ, অসৎ হইলে, জ্ঞান-সাধ্যত্বের কোনও তাৎপর্য্য থাকে না। তদ্রূপ সদসৎও হইতে পারে না; যেহেতু পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ অসম্ভব। সদসদ্‌ভিন্না অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্যাও নহে; কারণ, অনির্ব্বাচ্য সাদি, অজ্ঞান তাহার উপাদান। মুক্তিতেও উপাদান অজ্ঞান অবশ্যই থাকিবে। জ্ঞানে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়—ইহার হানি অবশ্য হইবে, সুতরাং অনির্ব্বাচ্যাও নহে। অতএব তাহা পঞ্চম প্রকার। ব্রহ্ম-সিদ্ধিকারের মতে আত্মস্বরূপতা, আনন্দবোধের মতে আত্মাতিরিক্ততা। এই দল বলেন—অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মাতিরিক্ত। অবিদ্যার ন্যায় তন্নিবৃত্তিও অনির্ব্বাচ্যা। অবিদ্যার অনুবৃত্তিতে উপাদান অজ্ঞানেরও অনুবৃত্তি হইবে—এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। অতএব অনির্ম্মোক্ষ-

প্রসঙ্গ হইতে পারে না। অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্ব্বাচ্যা বলিয়া স্বীকার করাই সঙ্গত। ইঁহাদের মতে অবিদ্যানিবৃত্তিই স্বতঃপুরুষার্থ নহে। এই জন্যই অবিদ্যানিবৃত্তি জ্ঞানসাধ্যা। অবিদ্যানিবৃত্তি সুখদুঃখভাব হইতে পৃথক্। অবিদ্যা অখণ্ড আনন্দের আবরক এবং সংসারদুঃখের হেতু। অবিদ্যার উচ্ছেদে অখণ্ডানন্দের স্ফুরণ হয় এবং সংসার-দুঃখোচ্ছেদও হয়। তদুপযোগী বলিয়াই অবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানসাধ্যা বলাও হয়, বস্তুতঃ উহা তত্ত্বজ্ঞান নাশ্যা।

চিৎসুখাচার্য্যের মতে দুঃখাভাবরূপ মুক্তিতে স্বতঃপুরুষার্থত্ব নাই। দুঃখাভাবে স্বরূপ—সুখাভিব্যক্তির প্রতিবন্ধকের অভাব হয়, সুখ অবশিষ্ট থাকে; সুতরাং সুখই স্বতঃপুরুষার্থ। মুক্তিতে অবিদ্যানি-বৃত্তির ন্যায় সংসার-দুঃখনিবৃত্তিও সুখশেষ। অতএব অনবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তিই স্বতঃপুরুষার্থ। আনন্দবোধাচার্য্য অবিদ্যানিবৃত্তিকে সৎ, অসৎ, সদসৎ, অনির্ব্বচনীয় ইহার কোনও রূপে নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া পঞ্চম প্রকার বলিয়াছেন। আচার্য্য চিৎসুখ তন্মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন—"নাপি পঞ্চমপ্রকারা সদসদ্-বিলক্ষণতয়া, তস্যা অপ্যনির্ব্বচনীয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ সদসদ্‌বিলক্ষণমনির্ব্বচনীয়-মিতি লক্ষণাঙ্গীকারাৎ।" *

চিৎসুখাচার্য্য অবিদ্যানিবৃত্তিকে অনির্ব্বাচ্যা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি তত্ত্বপ্রদীপিকায় লিখিয়াছেন—

"নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ।
উপলক্ষণনাশেঽপি স্যান্মুক্তিঃ পাচকাদিবৎ।"

যথা লোকে সকারণস্য কলধৌতবিভ্রমস্য জ্ঞাতা শুক্তিরেব নিবৃত্তিঃ। ন চ তত্রাপি নেদং রজতমিত্যন্যোন্যাভাবজ্ঞানং তন্নিবর্ত্তকমিতি যুক্তম্। অপরিজ্ঞাতে শুক্তিসকলে ধর্ম্মিপ্রতিযোগি সব্যপেক্ষস্য তস্যৈবাসম্ভবাৎ। পরিজ্ঞাতে তু তেনৈব তদুপপত্তাবিতরস্য কৃতকরস্য বৈয়র্থ্যাৎ। ইদমাকারপরিজ্ঞানস্য চ ভ্রান্তৌ বিদ্যমানস্য

* তত্ত্বপ্রদীপিকা—৩৮১ পৃঃ।

তদবিরোধাৎ। তথেহাপি অনৃতজড়দুঃখানাত্মদ্বৈতবিরোধিসত্য-জ্ঞানানন্দানন্তাদ্বয়লক্ষণং ব্রহ্মৈব বেদান্তবাক্যজনিতব্রহ্মৈকাকারান্তঃ-করণপরিণামদর্পণপ্রতিবিম্বিতং সবিলাসাজ্ঞাননিবৃত্তিরিতি যুক্ত-মভ্যুপগন্তুম্।"

আচার্য্য চিৎসুখের মতে আত্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তিতে সবিলাস অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞানের স্ফুরণে অন্তঃকরণ পরিণামরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত সবিলাস অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। তিনি বলেন—"তস্মাদুৎপন্নাত্মবিজ্ঞানস্য জ্ঞাত আত্মৈব সবিলাসাজ্ঞান-নিবৃত্তিরিতি স্থিতম্।"

মন্তব্য

আচার্য্য চিৎসুখ বৈশেষিকের সপ্তপদার্থ ও ন্যায়ের ষোড়শপদার্থ খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। "তত্ত্বপ্রদীপিকা"র ১ম পরিচ্ছেদে ন্যায় ও বৈশেষিকের পদার্থসমূহ খণ্ডিত হইয়াছে। চিৎসুখ ন্যায়লীলাবতীকারের লক্ষণ সকল উদ্ধৃত করিয়া নিরাস করিয়াছেন। উদয়নের মতও উদ্ধৃত ও নিরস্ত হইয়াছে। কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য্যও অব্যাহতি পান নাই। তাৎকালিক নৈয়ায়িকগণের শিরোমণি যে কয়েকজন দার্শনিক ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের মতই চিৎসুখীতে বিধ্বস্ত হইয়াছে। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের গ্রন্থের বোধ হয় তখনও ভালরূপ প্রচার হয় নাই। গঙ্গেশ যে সকল আচার্য্যের মতের উপরে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মতবাদ খণ্ডন করিয়া আচার্য্য চিৎসুখ নব্যন্যায়ের মতবাদ বিধ্বস্ত করিয়াছেন।

চিৎসুখাচার্য্য মিথ্যাত্বলক্ষণনিরূপণপ্রসঙ্গে দশটী পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন। তাহা এই—(১) প্রমাণ-অগম্যত্বই মিথ্যাত্ব। (২) অপ্রমাণজ্ঞানগম্যত্বই মিথ্যাত্ব। (৩) অযথার্থজ্ঞানগম্যত্ব। (৪)

সদ্বিলক্ষণত্ব। (৫) সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব। (৬) অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্যের অন্যতরত্ব। (৭) জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব। (৮) প্রতিপন্ন উপাধিতে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব। (৯) বাধ্যত্ব অথবা (১০) স্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণতয়া প্রতীয়মানত্বং মিথ্যাত্বম্। এইরূপ দশটী পূর্ব্বপক্ষ করিয়া দশমটি অর্থাৎ "স্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণতয়া প্রতীয়মানত্বং মিথ্যাত্বম্" এই লক্ষণটী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি বলেন—মিথ্যাত্বের লক্ষণ অসম্ভব নহে। যেহেতু—

"সর্ব্বেষামপি ভাবানামাশ্রয়ত্বেন সংমতে।
প্রতিযোগিত্বমত্যন্তভাবং প্রতি মৃষাত্মতা॥" *

দৃষ্টান্তস্বরূপে তিনি বলিয়াছেন—"তথাহি ঘটাদীনাং ভাবানাং স্বাশ্রয়ত্বেনাভিমতাস্তন্ত্বাদয়ো যে তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতৈব তেষাং মিথ্যাত্বম্। ন হি তেষামন্যত্র সত্তা সংভবিনী।" অর্থাৎ তাঁহার মতে সকল ভাবপদার্থ মিথ্যা। যেহেতু আশ্রয়ে বা অধিষ্ঠানে ইদংশব্দবাচ্য সমস্ত বস্তুরই নিত্য অবিদ্যমানত্ব। অধিষ্ঠানজ্ঞানের কোনও দেশেই দৃশ্যবস্তু নাই, অথবা অবয়বীতে অবয়বের অত্যন্তাভাব। তিনি বলিতেছেন—"তথা হি অংশিনঃ স্বাংশগাত্যন্তাভাবস্য প্রতিযোগিনঃ অংশিত্বাদিতরাংশীবদ্গিগেবৈষ গুণাদিষু বিমতঃ পটঃ এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি অবয়বিত্বাৎ পটান্তরবৎ। এবমেতদ্‌গুণকর্ম্মজাত্যাদয়োঽপি তত্তৎতন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনঃ তত্ত্বদ্রূপত্বাদিতরতত্তদ্রূপবদিত্যেবমাদিপ্রয়োগঃ সর্ব্বত্রৈবোহনীয়ঃ।"

চিৎসুখাচার্য্যের এই মিথ্যাত্বনিরুক্তি অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কারণে বা আশ্রয়ে কার্য্যের সর্ব্বত্রই এই অভাব। তন্তুতে পটের অভাব, সুতরাং পট বিমত। মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধিতে চিৎসুখীয় অংশিত্ব হেতু মিথ্যাত্ববাদ অনুবাদ

* (তত্ত্বপ্রদীপিকা ৩৯ পৃঃ)

করিয়া বিচারবলে সুস্থিত করিয়াছেন। "চিৎসুখাচার্য্যোক্ত অয়ং পটঃ, এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী অংশীত্বাৎ। ইতরাংশিবৎ— ইত্যুক্তম্।" এইরূপে চিৎসুখীয় মত অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন— "তত্র তন্তুপদমুপাদানপরম্, এতেনোপাদাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব-লক্ষণমিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ।" অর্থাৎ উপাদানে কার্য্যের অত্যন্তাভাবই মিথ্যাত্ব। উপাদানে কার্য্য নিত্যই অবিদ্যমান, সুতরাং কার্য্য মিথ্যা; তন্তুতে পটের নিত্যই অভাব; তন্তুর কোনও দেশেই পট নাই।

চিৎসুখাচার্য্যের প্রভাব পরবর্ত্তী আচার্য্যগণকে প্রভাবিত করিয়াছে। চিৎসুখের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্বৈতবাদী মধ্বমতালম্বী ব্যাসরাজ স্বামী "ন্যায়ামৃত" নামক নিবন্ধ রচনা করিয়া প্রধানতঃ চিৎসুখের মতখণ্ডনে বদ্ধপরিকর হন। "ন্যায়ামৃতে"র প্রারম্ভেই চিৎসুখের বাক্য উদ্ধার করিয়া ব্যাসরাজ স্বামী তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। ন্যায়ামৃতকারের মত আবার মধুসূদন খণ্ডন করিয়া চিৎসুখের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই সকল সিদ্ধান্ত শ্রীহর্ষে সূচনা, চিৎসুখে বিকাশ ও মধুসূদনে পূর্ণতালাভ করিয়াছে। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে এই তিন জনের গ্রন্থই প্রমেয়বহুল। অকাট্য যুক্তিবলে ন্যায়মতখণ্ডনের সফল প্রচেষ্টা এই তিন জন আচার্য্য ভিন্ন অন্য কাহারও গ্রন্থে এত অধিক পরিমাণে দেখা যায় না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

(শ্রীসম্প্রদায়)

বরদার্য্য বা বরদাচার্য্য (ত্রয়োদশ শতাব্দী)

বরদার্য্য বা বরদাচার্য্য শ্রুতপ্রকাশিকার টীকাকার সুদর্শনাচার্য্যের গুরু। তিনি শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভাগিনেয় ও শিষ্য। ইনি বাৎস্যগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। "শ্রুতপ্রকাশিকা"র প্রারম্ভে সুদর্শনাচার্য্য ইঁহাকে "বৎস্যাভিজনভূষণম্" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বরদার্য্যও আপনাকে স্বীয় গ্রন্থ "তত্ত্বনির্ণয়ে" বাৎস্যগোত্রজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * বরদার্য্য "তত্ত্বনির্ণয়" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি বিষ্ণুর পরব্রহ্মত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিষ্ণুই বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমব্রহ্ম। গ্রন্থসমাপ্তিতে তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা এই—"তস্মান্নারায়ণ এব মুমুক্ষুভির্জিজ্ঞাস্যং পরংব্রহ্মেতি সিদ্ধম্।" এই গ্রন্থ বোধ হয় এখনও প্রকাশিত হয় নাই। † বরদার্য্যের পিতার নাম দেবরাজার্য্য। সুদর্শনাচার্য্য বরদার্য্যের মুখ হইতে শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া "শ্রুতপ্রকাশিকা" রচনা করেন। বরদার্য্য শ্রীরামানুজের শিষ্য। আর রামানুজ দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং বরদার্য্য দ্বাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বোধ হয়।

---

* বাৎস্যশ্রীদেবরাজার্য্যনয়নানন্দদায়িনা।
বরদেন কৃতস্তত্ত্বনির্ণয়ঃ শ্রুতিসম্মতঃ॥"

† Madras Government Oriental Manuscript Library Catalogue Vol. X, No. 4891, pp. 3679 দ্রষ্টব্য।

সুদর্শন ব্যাস ভট্টাচার্য্য (ত্রয়োদশ শতাব্দী)

আচার্য্য সুদর্শন অথবা সুদর্শন সূরি রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের টীকাকার। "শ্রুতপ্রকাশিকা" ইহার অক্ষয়কীর্ত্তিস্বরূপ। সুদর্শন দক্ষিণভারতে তামিল দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি হারিত গোত্রজ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার পিতার নাম—বিশ্বজয়ী। ইনিও বেশ সুপণ্ডিত ছিলেন। বোধ হয় তিনি বাদিগণকে বিচারযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। শ্রুতপ্রকাশিকায় সুদর্শন আপনাকে "বাচা বিজয়িনঃ পুত্রং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাক্যকৌশলে যিনি সকলকে জয় করেন, তাঁহাকেই বাচা বিজয়ী বলা সম্ভব। সুদর্শনের গুরুর নাম বরদার্য্য বা বরদাচার্য্য। বরদাচার্য্য রামানুজের শিষ্য। বরদাচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীভাষ্যের সারসিক তাৎপর্য্য শ্রবণ করিয়া সুদর্শন স্বীয় টীকা রচনা করেন। এই জন্যই টীকার নাম "শ্রুতপ্রকাশিকা"। এই শ্রুতপ্রকাশিকার প্রারম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয়।

"বন্দেঽহং বরদার্য্যং তং বৎস্যাভিজনভূষণম্।
ভাষ্যামৃতপ্রদানাদ্‌যঃ সঞ্জীবয়তি মামপি ॥"

এই শ্লোক বরদগুরু বা বরদাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য, বরদাচার্য্যের "তত্ত্বসারে"র প্রারম্ভেও দেখিতে পাওয়া যায়। "তত্ত্বসার"-প্রণেতা বরদাচার্য্য বরদার্য্যের পৌত্র ও শিষ্য। গুরু বরদার্য্যের মুখে শ্রীভাষ্যের তাৎপর্য্য শুনিয়াই "শ্রুতপ্রকাশিকা" প্রণয়ন করেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর মাদুরা আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। মাদুরা গমনকালে পথিমধ্যে শ্রীরঙ্গম্ আক্রমণ করিয়া বহু লোককে হত্যাও করেন। এই সময় সুদর্শনাচার্য্য নিহত হন। সুদর্শন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বীয় পুত্র

দুইটি ও হস্তলিখিত শ্রুতপ্রকাশিকাখানি বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথের হস্তে সমর্পণ করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৩১০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। সুতরাং তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীরঙ্গমেই সুদর্শনের প্রতিভার স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। বোধ হয় বিজেতার হস্তে প্রাণান্ত না হইলে আরও তাঁহার মনীষার স্ফুরণ হইত। বরদাচার্য্য বোধ হয় বৎস্যকুলোদ্ভব ছিলেন; সেই জন্যই "বৎস্যাভিজনভূষণম্" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হারিত গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়। "শ্রুতপ্রকাশিকা"র প্রারম্ভে একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়। সেই শ্লোকটী এই—

"যতীন্দ্রকৃতভাষ্যার্থা যদ্ব্যাখ্যানেন দর্শিতাঃ।
বরং সুদর্শনাচার্য্যং তং বন্দে কূরকুলাধিপম্॥"

এই শ্লোকে সুদর্শনাচার্য্যকে "কূরকুলাধিপম্" রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। এই শ্লোক সুদর্শনের রচিত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, সুদর্শন নিজে নিজেকে বন্দনা করিতে পারেন না। সম্ভবতঃ তাঁহার কোনও শিষ্য শ্লোকটী রচনা করিয়া "শ্রুতপ্রকাশিকা"য় সংযোজিত করিয়াছেন। এই শ্লোক দৃষ্টে তাঁহার কূরকুলে জন্ম প্রমাণিত হয়। সুদর্শন শ্রীরঙ্গনাথের আদেশ নিজের ভিতরে অনুভব করিয়াই "শ্রুতপ্রকাশিকা" প্রণয়ন করেন। তিনি লিখিতেছেন—শ্রীরঙ্গনাথের আদেশেই তাঁহাকে "ব্যাস" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি "শ্রুতপ্রকাশিকা"য় লিখিতেছেন—

"শ্রীরঙ্গেশাজ্ঞয়া লব্ধং ব্যাসসংজ্ঞং সুদর্শনম্।
বাচা বিজয়িনঃ পুত্রং ভাষ্যভক্তিরচূচুদৎ॥"

সম্ভবতঃ তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য শ্রীরঙ্গনাথের সেবকবর্গ তাঁহাকে "ব্যাস" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। সুদর্শন তাঁহার গুরু বরদার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের নিকট উপদিষ্ট হইয়া "শ্রুতপ্রকাশিকা" প্রণয়ন করেন। এ সম্বন্ধেও তিনি লিখিয়াছেন—

"গুরুভ্যোঽর্থঃ শ্রুতঃ শব্দৈস্তৎপ্রযুক্তৈশ্চ যোজিতঃ।
সৌকর্য্যায় বুভুৎসূনাং সঙ্কলয্য প্রকাশ্যতে॥"

শ্রুতপ্রাশিকাকার সুদর্শনের প্রভাব বেদন্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথেও প্রসারিত হইয়াছে। শ্রীরঙ্গমে উভয়ে একসঙ্গে বাস করিয়াছেন। অন্তিমকালে সুদর্শন এই গ্রন্থখানি বেঙ্কটনাথের হস্তে ন্যস্ত না করিলে এরূপ অমূল্য বস্তু নষ্ট হইয়া যাইত। শ্রীরামানুজের শ্রীভাষ্য বুঝিতে হইলে পূর্ব্বে "শ্রুতপ্রকাশিকা" পাঠ করা আবশ্যক। ইহাতে শ্রীভাষ্যের দুরূহস্থল অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীভাষ্যের ভাবগাম্ভীর্য্য এই শ্রুতপ্রকাশিকায় বেশ প্রকটিত হইয়াছে। শ্রুতপ্রকাশিকা সভাষ্য কাশীধামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন এই সংস্করণ আর পাওয়া যায় না। ইহার ছাপাও তত ভাল ছিল না, অধিকন্তু ইহার পদচ্ছেদ ও বাক্যচ্ছেদপ্রভৃতিরও অভাব ছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহোদয়ের সম্পাদনায় চতুঃসূত্রীর এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে। এইরূপভাবে সম্পুর্ণ গ্রন্থখানাই প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। সম্পাদক মহাশয়ের সেরূপ ইচ্ছা আছে। বোধ হয় অর্থাভাবে এখনও সম্পুর্ণ শ্রুতপ্রকাশিকা সভাষ্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

শ্রীরামানুজের বেদার্থসংগ্রহের উপর সুদর্শনের "তাৎপর্য্যদীপিকা" নামক টীকা আছে। তাৎপর্য্যদীপিকার উপর রামমিশ্রের "স্নেহপূর্ত্তি" নামক টীকা আছে। এই সটীক বেদার্থসংগ্রহ কাশীধামে প্রকাশিত হইয়াছে।

সুদর্শনাচার্য্যও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন। রামানুজাচার্য্যের মতবাদই তাঁহার অভিমত। এজন্য উভয়ের মতে কোনও পার্থক্য বা বিশেষত্ব নাই।

শ্রীভাষ্যে যেমন শাঙ্কর, ভাস্করীয় ও যাদবপ্রকাশীয় মত খণ্ডনের প্রচেষ্টা দেখা যায়, এই শ্রুতপ্রকাশিকায়ও তাহা সুপরিস্ফুট আছে।

সুদর্শন "শ্রুতপ্রকাশিকা" ব্যতীত ব্রহ্মসূত্রের উপর "শ্রুত-

প্রদীপিকা" নামক অন্য এক টীকা প্রণয়ন করেন। তবে শ্রুতপ্রকাশিকার ন্যায় ইহা সুবিস্তৃত নহে। এই টীকা এখনও বোধ হয় প্রকাশিত হয় নাই।*

বরদাচার্য্য বা নড়াডুরম্মল

(Nadadurammal)

(১৩শ শতাব্দী—শ্রীসম্প্রদায়)

বরদাচার্য্য বা নড়াডুরম্মল আচার্য্য বরদগুরুর পৌত্র। সুদর্শনাচার্য্যের গুরু বরদাচার্য্য বা বরদগুরু রামানুজের ভাগিনেয় এবং শিষ্য, এই বরদাচার্য্য বরদগুরুর পৌত্র ও শিষ্য। বরদাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থদ্বয়ের সমাপ্তিতে আপনাকে রামানুজাচার্য্যের ভাগিনেয়-পৌত্র অর্থাৎ বরদাগুরুর পৌত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। †

সুদর্শনাচার্য্যের "শ্রুতপ্রকাশিকা"র প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণ শ্লোক দৃষ্ট হয়, বরদাচার্য্যের "তত্ত্বসারে"র প্রারম্ভেও সেই শ্লোক দৃষ্ট হয়—

"বন্দেঽহং বরদাচার্য্যং বাৎস্যাভিজনভূষণম্।
ভাষ্যামৃতপ্রদানাদ্যঃ সঞ্জীবয়তি মামপি॥"

বরদাচার্য্য, বরদার্য্যের (বরদগুরুর) শিষ্য। সুতরাং সমসাময়িক। এ জন্য তাঁহার স্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী। বরদার্য্য "তত্ত্বসার" ও "সারার্থচতুষ্টয়ম্" গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। "তত্ত্বসার" পদ্যে লিখিত।

---

* Madras Government Oriental Manuskript Library—Catalogue Vol. X. NO. 4961 See p. 3749.

† "সারার্থচতুষ্টয়ম্" নামক প্রবন্ধের সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—

"ইতি বাৎসল্যগুরুণা বরদার্য্যেণ বাগ্মিনা।
রামানুজাচার্য্যস্বস্রীয়পৌত্রেণার্থাঃ প্রকাশিতাঃ॥"

আবার তত্ত্বসারের সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—

"বরদাহ্বয়মগুনো মনীষী যতিবৃন্দারকভাগিনেয়পৌত্রঃ।
নিগমান্তপযোধিকর্ণধারো বিদধে বিশ্বহিতায় তত্ত্বসারম্॥"

এই প্রবন্ধে উপনিষদের ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতের সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। "তত্ত্বসার" এখনও প্রকাশিত হয় নাই। * সারার্থ-চতুষ্টয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের গ্রন্থ। এই প্রবন্ধে চারিটি পরিচ্ছেদ এবং চারিটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে স্বরূপজ্ঞান, দ্বিতীয়ে—বিরোধিজ্ঞান, তৃতীয়ে—শেষত্বজ্ঞান এবং চতুর্থে—ফলজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। বরদাচার্য্যও রামানুজের ন্যায় জ্ঞানের সবিকল্পত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু নির্ব্বিকল্পজ্ঞান স্বীকার করেন নাই। "সারার্থচতুষ্টয়" এখনও প্রকাশিত হয় নাই। †

বীর রাঘবদাসাচার্য্য

বীর রাঘবদাস আচার্য্য বরদগুরুর অন্যতম শিষ্য। সুতরাং ইনিও তাঁহারই সমকালিক হইবেন। বীর রাঘবের পিতার নাম নরসিংহ গুরু। বাধূল গোত্রে ইঁহার জন্ম। বীর রাঘব বরদাচার্য্যের 'তত্ত্বসারে'র উপর "রত্নপ্রসারিণী" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। "রত্নপ্রসারিণী"র সমাপ্তিতে তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যথা—

"নরসিংহগুরোঃ পুত্রো বরদার্য্যকৃপাধনঃ।
বীররাঘবদাসোঽহং তত্ত্বসারং ব্যবীবরম্॥

টীকায় বীররাঘব বিশদভাবে রামানুজীয় সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই টীকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ‡

* Madras Govt. O. M. Library Catalogue Vol, X. No. 4902. See Page 3693.

† Madras Govt. O. M. Library Catalogue Vol. X. No. 5002. See Page 3837.

‡ Madrs Govt. O. M. Library Catalogue Vol. X. No. 4904—4905. See Page 3695—3697.

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সমালোচনা

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবে ভক্তিবাদের প্রবলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণও নানাদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া তর্কজালের সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আলাউদ্দিনের বাহিনী দক্ষিণ-ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মনীষার বিকাশ হওয়ায় দার্শনিকযুদ্ধ আরও ঘোরতর ভাব ধারণ করিয়াছে।

রামানুজ-মতে কেবল সুদর্শনের আবির্ভাব নহে, বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথেরও প্রতিভা বিকাশের সূচনা হইয়াছে। বেদান্তদেশিক ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়। ত্রয়োদশে সূচনা, চতুর্দ্দশে বিকাশ ও পূর্ণতা। তাই আমরা তাঁহার বিবরণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেই লিপিবদ্ধ করিব। দক্ষিণভারতে ভক্তিবাদের অভ্যুদয় ও উত্তর-ভারতের নব্যন্যায়ের অভ্যুদয় এই শতাব্দীর বিশেষত্ব। শাঙ্করমতে তর্কের তীক্ষ্ণতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রামানুজমত ও মধ্বমত উভয়ই শাঙ্করমতের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেন। ক্রমশঃই এই সমর আরও জটিল রকমের হইয়া উঠিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও এই যুদ্ধের নিবৃত্তি হয় নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী

এই শতাব্দীতে রামানুজ ও শাঙ্করমতে দুই জন প্রধান আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে। দক্ষিণভারত আলাউদ্দিনের করতলগত হইল। ১৩৩৫ বা ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর পুনরায় স্বাধীন হইল। দক্ষিণ-ভারতে যেমন রাজনৈতিক জীবনে আক্রমণ

ও প্রতিরোধ চলিয়াছে, সেইরূপ দার্শনিক ক্ষেত্রেও আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। "শতদূষণীকার" বেঙ্কটনাথের আবির্ভাবে রামানুজসম্প্রদায় বিপুল বলশালী হইল। বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ শাঙ্করমত বিধ্বংসনে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য শাঙ্করমতের শৃঙ্খলা আরও সুদৃঢ়ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিলেন। এ দিকে ব্যাখ্যাকারগণও নীরব নহেন। এই সময় শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ বৃত্তি রচনা করিয়া শাঙ্করভাষ্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য সাধারণ্যে প্রকাশ করিলেন। সরল ও সহজবৃত্তি প্রণয়নের প্রচেষ্টা এই শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য অজ্ঞাতনামা জনৈক আচার্য্য একখানি সরল সূত্রার্থ-সংক্ষেপ-বৃত্তি রচনা করেন। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির "সংক্ষেপশারীরক" বৃত্তি হইলেও ইহা বিচারবহুল। তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যগণও ব্যাখ্যা, টীকা, প্রকরণ ও নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সরল টীকা এমন কিছুই রচনা করেন নাই, যাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইতে পারে। বোধ হয়, ভক্তিবাদী রামানুজ ও মধ্বপ্রভৃতি আচার্য্যগণের আবির্ভাবে ও ন্যায়দর্শনের অভ্যুদয়ে যেমন প্রমেয়বহুল নিবন্ধ ও প্রবন্ধাদি রচিত হইয়াছে, সেইরূপ সাধারণের বোধগম্য টীকা ও বৃত্তিপ্রণয়নও আবশ্যক হইয়া পড়িল—একদিকে পণ্ডিতগণের পিপাসা নিবৃত্তি, পক্ষান্তরে সাধারণের ভিতরে অদ্বৈতমত প্রচার, উভয়ই প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এই শতাব্দীতে শাঙ্করমতের প্রচারের দুইরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। এইরূপ প্রতি শতাব্দীতেই চেষ্টা চলিয়াছে। সহজ-সরল প্রবন্ধ এবং প্রমেয়বহুল টীকা ও নিবন্ধ প্রবন্ধাদি প্রত্যেক শতাব্দীতেই বিরচিত হইয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এরূপ ভাবেই শাঙ্করমতের বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ক্ষেত্রে রামানুজ যে বীজ বপন করিয়াছেন, বেদান্তাচার্য্য তাহাকেই ফলপুষ্পোপশোভিত মহামহীরুহরূপে পরিণত করেন। শ্রীরামানুজের প্রতিভার সহিত বেদান্তদেশিকের তুলনা

না হইলেও, বেদান্তদেশিক বিশিষ্টাদ্বৈতক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান আচার্য্য। এরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অতিমানুষ প্রতিভা বিরল। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা বাস্তবিকই তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মধ্বমতের অভ্যুদয় হইয়াছে। রামানুজের মতের প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর রামানুজ ও মধ্বের সাধনার ফলে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বেদান্তদেশিকের কর্ম্মক্ষেত্র কতকটা প্রসারলাভ করিয়াছে। বেদান্তদেশিকের প্রচেষ্টায় শ্রীরামানুজের মত বিস্তৃতিলাভ করিতে লাগিল। ওদিকে বিদ্যারণ্য অসামান্য মনীষা ও প্রতিভা লইয়া দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বেদান্তদেশিক একাধারে কবি ও দার্শনিক ছিলেন। বিদ্যারণ্য কর্ম্মী, রাজনৈতিক ও দার্শনিক। কবিত্বে বেদান্তদেশিক শ্রেষ্ঠ, দার্শনিকতায় বিদ্যারণ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক উভয়ের পাণ্ডিত্যই অসাধারণ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দক্ষিণভারতে দুইটী অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে। "পঞ্চদশী" বিদ্যারণ্যের অক্ষয়কীর্ত্তিস্বরূপ। ইহাতে শাঙ্করমত নানারূপে প্রপঞ্চিত করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্ত সুস্থাপিত করাই পঞ্চদশীর তাৎপর্য্য। শঙ্কর ও সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির পরে পদ্যে এইরূপ প্রকরণগ্রন্থ প্রণয়ন বোধ হয় এই প্রথম। বিদ্যারণ্যের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, তাই চতুর্দ্দশ শতাব্দী দর্শনের রাজ্যে পরিবর্ত্তন-যুগ। (Turning point.)

রামানুজাচার্য্য বা বাদিহংসাম্বুবাচার্য্য

(১৩শ—১৪শ শতাব্দী)

(শ্রীসম্প্রদায়)

রামানুজাচার্য্য (২য়) বা বাদিহংসাম্বুবাচার্য্য, বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য্যের মাতুল ও গুরু। বেঙ্কটনাথের পিতা ইঁহার ভগ্নী তোতারম্বাকে বিবাহ করেন। বেঙ্কটনাথ উপনয়নের পরে

বিদ্যাশিক্ষার্থ ইঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই শ্রীরামানুজাচার্য্যের পিতার নাম পদ্মনাভাচার্য্য। এই রামানুজ "ন্যায়কুলিশম্" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। * এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—

১। সিদ্ধার্থব্যুৎপত্ত্যাদিসমর্থনম্।
২। স্বতঃপ্রামাণ্যনিরূপণম্।
৩। খ্যাতিনিরূপণম্।
৪। স্বয়ম্প্রকাশবাদঃ।
৫। ঈশ্বরানুমানভঙ্গবাদঃ।
৬। দেহাত্মতিরিক্তাত্মযাথার্থ্যবাদঃ।
৭। সামানাধিকরণ্যবাদঃ।
৮। সৎকার্য্যবাদঃ।
৯। সংস্থানসামান্যসমর্থনবাদঃ।
১০। মুক্তিবাদঃ।
১১। ভাবান্তরাভাববাদঃ।
১২। শরীরবাদঃ।

বেদান্তাচার্য্য ইঁহার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ প্রপঞ্চিত করিবার জন্যই ইঁহার প্রযত্ন দেখা যায়।

* Madras Oriental Manuscript Library. Catalogue Vol. X. No. 4910. See Page 3703.

বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য্য

(১৩৬৮—১২৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। ১৩শ—১৪শ শতাব্দী।)

জীবন-চরিত

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্তে হিন্দুধর্ম্মে বৈষ্ণবমতের উত্থান ও অভ্যুদয় হইয়াছে। রামানুজ ও মধ্ব-দর্শনের প্রসার ও প্রচারের ফলে ভক্তিবাদের প্রাবল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। রামানুজ শঙ্করের মায়াবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেন। জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতাবাদ আক্রমণ করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। পূর্ব্বতন স্বীয় মতাবলম্বী আচার্য্যগণের ব্যাখ্যানুসরণ করিয়া রামানুজ ব্রহ্মসূত্র ও গীতাভাষ্য প্রণয়ন করেন। শ্রীরামানুজের উপদেশে মুগ্ধ হইয়া হোসালবল্লালরাজ বিষ্ণুবর্দ্ধন জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বিষ্ণুবর্দ্ধন ১১০৪—১১৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। আচার্য্য রামানুজের প্রতি তাঁহার শিষ্যগণের ভক্তি অগাধ। তাঁহার ব্যক্তিত্বে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। শ্রীরামানুজ তাঁহার ৭৪ জন শিষ্যকে তন্মত প্রচারে নিয়োজিত করেন। এই ৭৪ জনই সিংহাসনাধিপতি নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে এক শিষ্যের নাম অনন্তসোমরাজী। অনন্তসোমরাজীর এক পৌত্র ছিলেন। ইঁহার নাম অনন্তসূরি। এই অনন্তসূরি তোতারম্বা নাম্নী এক রমণীকে বিবাহ করেন; তোতারম্বা রামানুজ অপ্পুলারের (Ramanuja Appuler) ওরফে বাদিহংসাম্বুবহের ভগ্নী। তোতারম্বার পিতৃকুলও রামানুজের এই ৭৪ জন শিষ্যের অন্যতম হইতে প্রসূত। কিদাম্বি আচন (Kidambi Atchan) ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ। তিনি রামানুজের ৭৪ জন শিষ্যের অন্যতম। অনন্তসূরি ও তৎপত্নী তোতারম্বা কাঞ্চী নগরীতে বাস করিতেন। কাঞ্চী তখন শিক্ষার কেন্দ্রস্থান ছিল। বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ ইঁহাদেরই পুত্র।

কাঞ্চীর উপকণ্ঠে থুপ্পিল (Thuppil) নামক পল্লীতে বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথের ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়। যথাসময়ে বেঙ্কটনাথের উপনয়ন সমাপ্ত হইল। তিনি তাঁহার মাতুল রামানুজ অপ্পুলার মহোদয়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হইলেন। তিনি বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হন। "সঙ্কল্পসূর্য্যোদয়" নামক স্বীয় গ্রন্থে নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বিংশত্যব্দে বিশ্রুতনানাবিধবিদ্যঃ।" তিনি তৎপরে কোনও বৈদিক পরিবারের এক কন্যার পাণিপীড়ন করেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত গৃহস্থ-জীবন যাপন করেন। বিদ্যারণ্য ও বেঙ্কটনাথের জীবনে এই পার্থক্য আছে যে, বেঙ্কটনাথ চিরগৃহস্থ, আর বিদ্যারণ্য শেষজীবনে সন্ন্যাসী হন। ইহারা উভয়েই শতাধিক বৎসর জীবিত ছিলেন এবং উভয়েই দার্শনিক ও কবি। এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু বিদ্যারণ্যের জীবনে অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভা দেখা যায়।

এ দিকে বেঙ্কটনাথের নিকট বহু বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিতে লাগিল। তাঁহারই উপদেশে এই সকল বিদ্যার্থীদের জীবন পরিচালিত হইত। তৎপর কিছুকালের জন্য তিনি কাডালোর (Cuddalore) জিলায় "তিরুবাহিন্দ্রপুরম্" নামক স্থানে বাস করেন। এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি কতকগুলি স্তোত্র রচনা করেন। গরুড়পঞ্চশতী, অচ্যুতশতক, রঘুবীরগদ্য প্রভৃতি স্তোত্র সকল এই স্থলে রচিত হয়। তখনই তাঁহার "সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র" নাম হইয়াছে। একদিন একজন রাজমিস্ত্রী তাঁহাকে একটী কূপ খনন করিতে বলিল। তিনিও কূপ খনন করিয়া সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতার পরিচয় প্রদান করিলেন। যিনি সকল বিদ্যায় পারদর্শী (Master of all Sciences and Arts) তিনিই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। তিরুবাহিন্দ্রপুরে অদ্যাপিও সেই কূপটী দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তাচার্য্য কিছুদিনের জন্য "তিরুক্কইলুর" (Tirukkoilur) নামক স্থানে গমন করেন। তথা হইতে কাঞ্চীতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কিছুকাল বাস করিলেন।

তৎপরে উত্তরভারতে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। তিরুপাতি দর্শন ও তথায় বিখ্যাত "দায়শতক" রচনা করেন। তথা হইতে কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া কাঞ্চীতে ফিরিয়া আসিলে শ্রীরঙ্গমের পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। তথায় অদ্বৈতবাদী জনৈক পণ্ডিতের সহিত বিচার চলিতেছিল, সেই বিচারের জন্যই ইঁহার নিমন্ত্রণ। এই উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইলে, ঐ স্থানটী তাঁহার বেশ পছন্দ হইল, সুতরাং তিনি ঐ স্থানে বাস করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীরঙ্গম্ হয়সাল বা পাণ্ড্যদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। জাতবর্ম্মণ সুন্দর পাণ্ড্য (১২৫১—১২৬১ খৃঃ অব্দ) মন্দিরের চূড়া স্বর্ণ-মণ্ডিত করেন। পরে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলাউদ্দিন মালিক কাফুরকে দাক্ষিণাত্যবিজয়ে প্রেরণ করেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে মাদুরা বিধ্বস্ত হয়। মাদুরার পথে মালিক কাফুরের সৈন্যদল শ্রীরঙ্গমে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দয়ভাবে তত্রত্য অধিবাসিবর্গকে বিনাশ করে। শ্রুতপ্রকাশিকাকার সুদর্শনভট্টও ইহাদের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালীন সুদর্শন তাঁহার পুত্রদ্বয় ও গ্রন্থ শ্রুতপ্রকাশিকাখানি বেঙ্কটনাথের হস্তে সমর্পণ করেন। বেঙ্কটনাথ অতি কষ্টে মৃতদেহসমূহের ভিতরে শিশু দুইটী সহ লুক্কায়িত থাকেন। পরে শত্রুসৈন্য নগর পরিত্যাগ করিলে, শিশু দুইটী সঙ্গে লইয়া মহীশূর রাজ্যের অন্তঃপাতী "সত্যকালম্" নামক স্থানে গমন করেন। তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া সুদর্শনের পুত্রদ্বয়ের যজ্ঞোপবীত দেন। তিনি প্রত্যহই শ্রীরঙ্গম্ হইতে মুসলমানগণের বহিষ্কারের জন্য ভগবানের স্তব করিতেন। এই সময়েই "অভীতিস্তব" বিরচিত হয়। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল মাদুরা মুসলমান-শাসনাধীনে ছিল।

১৩৩৫ বা ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যারণ্য (মাধবাচার্য্য) বিজয়নগর রাজ্য সংস্থাপন করেন। তাঁহার পরিচালনায় ক্রমশঃই বিজয়নগররাজ্য

বিস্তৃতিলাভ করে। রাজবংশীয় নৃপতিগণও সেনাপতি প্রভৃতি প্রেরণ করিয়া ভারতের দক্ষিণাংশ জয় করিতে লাগিলেন এবং ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে মাদুরার মুসলমান রাজ্য বিজয়নগরের সৈন্যগণকর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। দক্ষিণভারত এইরূপে দুই শতাব্দীকাল আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল। শেষে তেলিকোটার (Telikota) যুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস হয়। দেশিকের প্রার্থনা পূর্ণ হইল। তিনি নিত্য এই প্রার্থনা করিতেন—

"কলিপ্রণিধিলক্ষণৈঃ কলিতশাক্যলোকায়তৈঃ।
তুরস্কযবনাদিভির্জগতি জৃম্ভমাণং ভয়ম্॥
প্রকৃষ্টনিজশক্তিভিঃ প্রসভমায়ুধৈঃ পঞ্চভিঃ।
ক্ষিতিত্রিদশরক্ষকৈঃ ক্ষপয় রঙ্গনাথ ক্ষণাৎ।
মনুপ্রভৃতিমানিতে মহতি রঙ্গধামাদিকে।
দমুপ্রভবদারুণৈর্দরমুদীর্যমাণং পরৈঃ॥
প্রকৃষ্টগুণকঃ শ্রিয়া বসুধয়া চ সন্ধুক্ষিতঃ।
প্রযুক্তকরুণোদধে প্রশময় স্বশক্ত্যা স্বয়ম্॥"

তিনি প্রত্যহই শ্রীরঙ্গম্ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের সংবাদ লইতেন। অতঃপর যখন শুনিলেন, বিজয়নগর-সৈন্য শ্রীরঙ্গমের উদ্ধার সাধন করিয়াছে, তখনই তথায় গমন করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথ এতদিন নানা-স্থানে পূজিত হইতেন, মুসলমানগণ মন্দির অপবিত্র করিয়া সম্পত্তি সকল আত্মসাৎ করায় উৎসব-বিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তৎপরে কিছুদিন যাবৎ দক্ষিণভারতের নানাস্থানে রাখিয়া তিরুপাতিতে স্থাপন করা হয়। পরে তিরুপাতি হইতে গোপ্পানার্য্য গিঙ্গিতে আনয়ন করেন। তিনি তখন ঐ দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন। পরে গোপ্পানার্য্য শ্রীরঙ্গনাথকে পুনরায় শ্রীরঙ্গমে আনয়ন করিয়া পুনরায় স্থাপন করেন। বেদান্তচার্য্যের সম্মুখে এই স্থাপনকার্য্য সম্পাদিত হয়। মন্দিরের একজন ভট্টার তাঁহাকে (বেদান্তদেশিককে) ইহারই স্মরণার্থ শ্লোক রচনা করিতে বলেন। এই শ্লোকগুলি রচিত হইলে

তাহা মন্দিরাভ্যন্তরগাত্রে খোদিত হয়। অত্তাপিও সেই খোদিত শ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্লোক বেঙ্কটনাথের জীবনীতে উদ্ধৃত আছে। এই জীবনচরিতের নাম "বৈভবপ্রকাশিকা"। এই গ্রন্থ ও ইহার ভাষ্য উভয়ই অন্ত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের রচিত। শ্লোকগুলি এই—

"আনীয়ানীলশৃঙ্গদ্যুতিরচিতজগদ্রঞ্জনাদঞ্জানাদ্রে-
শ্চেঞ্চ্যামারাধ্য কঞ্চিৎ সময়মথ নিহত্যোদ্ধনুষ্কাংস্তুলুষ্কান্।
লক্ষ্মীমুভ্যামুভাভ্যাং সহ নিজনগরে স্থাপয়ন্ রঙ্গনাথং
সম্যগ্‌বর্য্যাং সপর্য্যাং পুনরকৃতযশোদর্পণো গোপ্পনার্য্যঃ॥
বিশ্বেশং রঙ্গরাজং বৃষভগিরিতটাদ্ গোপ্পণক্ষৌণিদেবো
নীত্বা স্বাং রাজধানীং নিজবলনিহতোৎসিক্তভৌলুষ্কসৈন্যঃ।
কৃত্বা শ্রীরঙ্গভূমিং কৃতযুগসহিতাং তাং চ লক্ষ্মীমহীভ্যাং
সংস্থাপ্যাস্যাং সরোজোদ্ভব ইব কুরুতে সাধুচর্য্যাং সপর্য্যাম্॥"

খোদিত শিলালিপি মুসলমানরাজ্যবিধ্বংসনের সমসাময়িক। গোপ্পনার্য্য বিজয়নগর রাজ্যের সম্ভবতঃ কোনও শাসনকর্ত্তা।

বেঙ্কটনাথ বিদ্যারণ্যের (মাধবাচার্য্য) পুরাতন বন্ধু। ছাত্র-জীবনে উভয়ে একসঙ্গে কাঞ্চীনগরীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিদ্যারণ্য বেঙ্কটনাথকে সমধিক শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতেন ও তাঁহার বিদ্যাবত্তার জন্য সম্মান করিতেন। বিদ্যারণ্য একসময়ে বেঙ্কটনাথকে বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানীতে যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ বেঙ্কটনাথ বন্ধুর আহ্বানেও এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে বন্ধু ও রাজার আহ্বান অস্বীকার করিয়া তিনি ধনসম্পদও তুচ্ছ করিলেন।

অতঃপর একসময়ে বিদ্যারণ্যের সহিত মধ্বমতাবলম্বী অক্ষোভ্য-মুনি নামক জনৈক আচার্য্যের বিচার হয়। এই বিচারে মধ্যস্থতার জন্য বেঙ্কটনাথ নিমন্ত্রিত হইলেন। তিনি অস্বীকৃত হওয়ায়, উভয়পক্ষের লিখিত যুক্তি তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। এ বিষয়ে তাঁহার

সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মতভেদও আছে। মধ্বমতাবলম্বিগণ বলেন—তাঁহাদের মতানুকূলেই বেঙ্কটনাথ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এই মর্ম্মে ইঁহারা একটী শ্লোকও প্রদর্শন করেন। তাহা এই—

"অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীবপ্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্যমহারণ্যমক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ॥"

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে তাহাদের অনুকূলেই বেঙ্কটনাথ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা—

"অক্ষোভ্যং ক্ষোভয়ামাস বিদ্যারণ্যো মহামুনিঃ।"

ইহার পরে বেঙ্কটনাথের যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। বিজয়নগর রাজ্যের বৈষ্ণব সামন্তবর্গ তাঁহাকে নানাবিধ বৈষ্ণব প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। রাজমন্ত্রির সামন্তরাজ সর্ব্বজ্ঞসিংহ নায়ক, এ বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধে দেশীয় ভাষায় কয়েকখানি প্রবন্ধ বিরচিত এবং তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়। "সুভাষিতনিতি" এই রচিত প্রবন্ধের মধ্যে অন্যতম। শেষ জীবনে তিনি তাঁহার মত সংক্ষেপে রহস্যত্রয়সার নামক নিবন্ধ প্রবন্ধে দেশীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। যোগিজনোচিত মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে (তামিল বৎসর সৌম্য) ডিসেম্বর মাসে ১০২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্যারণ্যের ন্যায় তিনিও শত বৎসরের অধিক বাঁচিয়াছিলেন।

বেঙ্কটনাথের অধ্যাত্মজীবন অতি মধুর। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি কোনও সম্পত্তি পান নাই, নিজেও কিছু সংগ্রহ করেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার লিখিত এই শ্লোকটী পাওয়া যায়—

"নাস্তি পিত্রার্জ্জিতং কিঞ্চিৎ ন ময়া কিঞ্চিদর্জ্জিতম্।
অস্তি মে হস্তিশৈলাগ্রে বস্তু পৈতামহং ধনম্॥"

তিনি উঞ্ছবৃত্তিবলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার জীবন

অতি পবিত্র ও সরল ছিল। কাঞ্চী ও শ্রীরঙ্গমে বিরুদ্ধ-মতবাদি-সমূহের সহিত একত্র বাস করিলেও তিনি সকলেরই বেশ ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক সম্মান করিতেন। বৈষ্ণবাচার্য্য পিলাইলোকাচার্য্যও তাঁহাকে সম্মান করিতেন এবং তামিল ভাষায় তাঁহার প্রশংসাসূচক প্রশস্তি লিখেন। বেঙ্কটনাথ সাংসারিক ঐশ্বর্য্য সম্পদকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বিদ্যারণ্যের নিমন্ত্রণ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ক্ষোণীকোণশতাংশপালনকলা দুর্ব্বারগর্ব্বানল-
ক্ষুভ্যৎক্ষুদ্রনরেন্দ্রচাটুরচনাধন্যান্ন মন্যামহে।
দেবং সেবিতুমিব নিশ্চিনুমহে যোঽসৌ দয়ালুঃ পুরা
ধানামুষ্টিমুচে কুচেলমুনয়ে দত্তেস্ম বিত্তেশতাম্॥
সিলংকিমনলং ভবেদনলমৌদরং বাধিতুং
পয়ঃপ্রসৃতিপূরকং কিমু ন ধারকং সারসম্।
অযত্নমলমল্লকং পথি পটচ্চরং কচ্চরং
ভজন্তি বিবুধামুধা হ্যহহ কুক্ষিতঃ কুক্ষিতঃ॥"

ইহার সমস্ত জীবনই ধর্ম্মোপদেশপ্রদানে ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ রচনায় প্রায় ব্যয়িত হইয়াছে। যখন তিনি "সঙ্কল্পসূর্য্যোদয়" প্রণয়ন করেন, তখন ৩০বার শ্রীভাষ্য অধ্যাপনা করিয়াছেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"ত্রিংশদ্‌বারং শ্রাবিতশারীরকভাষ্যঃ। বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীর মত নিরসনে তিনি সিদ্ধহস্ত হইলেও বৈষ্ণবগণের নিকট তিনি দীনতার মূর্ত্তি ছিলেন। একদিন তাঁহার দীনতা পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে কোনও বৈষ্ণব, স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং গৃহদ্বারে একজোড়া পাদুকা ঝুলাইয়া রাখেন। বেঙ্কটনাথ গৃহে প্রবেশ করতঃ পাদুকাজোড়া দেখিতে পান, তখন উহা মস্তকে ধারণ করত বলিতে লাগিলেন—

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিদ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ং তু হরিদাসানাং পাদরসাবলম্বকাঃ॥"

তিনি ধর্ম্মমতে কতকটা পরিমাণে সমদর্শী ছিলেন। তেঙ্গেলই (Tengalai) আচার্য্যগণের মত খণ্ডন করিলেও, তাঁহাদের সহিত অবিরোধে বাস করিতেন। মধ্ব-মতের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন— "মৎসন্নিকৃষ্টং মতং" আমার মতের অতি সন্নিকট। শেষ জীবনে নিজের পরিচয় তিনি একটী শ্লোকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই—

"নির্ব্বিষ্টং যতিসার্ব্বভৌমবচসামাবৃত্তিভির্যৌবনং
নির্ধূতেতরপারতন্ত্র্যনিরয়ানীতাঃ সুখং বাসরাঃ।
অঙ্গীকৃত্য সতাং প্রসত্তিমসতাং গর্ব্বোঽপি নির্ব্বাপিতঃ
শেষায়ুষ্যপি শেষিদম্পতি দয়াদীক্ষামুদীক্ষামহে॥"

বেঙ্কটনাথের উপাধি ছিল কবিতার্কিকসিংহ। একদিন রঙ্গনাথের মন্দিরে কথা হইয়াছিল যে, একরাত্রে যিনি একসহস্র শ্লোক রচনা করিতে পারিবেন, তিনিই এই উপাধিধারণের যোগ্য ব্যক্তি। ইহার পর পিলাই লোকাচার্য্যের ভ্রাতা "এলাজিয়ামানবল পেরুমল নায়নার" রঙ্গনাথের শ্রীপাদপদ্ম সম্বন্ধে একসহস্র শ্লোক লিখিতে সঙ্কল্প করিলেন। বেঙ্কটনাথও রঙ্গনাথের পাদুকা সম্বন্ধে লিখিলেন। তিন ঘণ্টায় বেঙ্কটনাথ "পাদুকাসহস্র" লিখিলেন। পেরুমলনায়নার সমস্ত রাত্রে ৫০০ শতের অধিক লিখিতে পারিলেন না। প্রভাতে সকলেই বেঙ্কটনাথের কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। পেরুমল তাঁহার লিখিত পদ্য পাঠ করিলেন না। তখন বিনীতভাবে বেঙ্কটনাথ বলিলেন—

"সূতে শূকরযুবতী সুতশতমত্যন্তদুর্ভগং ঝটিতি।
করিণী চিরায় সূতে সকলমহীপাললালিতং কলম্॥"

"পাদুকাসহস্র" অতি শীঘ্র বিরচিত হইলেও কবিত্বে পরিপূর্ণ। যখন তাঁহার পাদুকাসহস্র রঙ্গনাথের নিকট পঠিত হইল, তখন প্রার্থনা করিলেন যেন রামানুজ সম্প্রদায়ের ভিতর পরস্পর দ্বেষহিংসা বৃদ্ধি না হয়।

"আপাদচূড়মনপায়িনি দর্শনেঽস্মি-
ন্নাশাসনীয়মপরং ন বিপক্ষহেতোঃ।
আপাদশান্তিমধুরান্ পুনরস্মদীয়া-
নন্যোন্যবৈরজননী বিজহাত্বসূয়া॥"

শ্রীরঙ্গমে অবস্থানকালে কোনও অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত তাঁহাকে কৃষ্ণমিশ্রের দার্শনিক নাটক "প্রবোধচন্দ্রোদয়" প্রদান করেন। বেঙ্কটনাথ ঐ গ্রন্থখানি পড়িয়াই শ্রীরামানুজ-মতে "সঙ্কল্পসূর্য্যোদয়" নামক একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। এই নাটকখানিও দশসর্গে সমাপ্ত। কবি কালিদাসের প্রতি দেশিকের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। কালিদাসকে তিনি "কবীশ্বরভৌম" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কালিদাসের "মেঘসন্দেশের" অনুকরণে দেশিক "হংসসন্দেশ" রচনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে "যাদবাভ্যুদয়" নামক মহাকাব্য রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই সকল কাব্যেও তাঁহার দার্শনিকতা সুপরিস্ফুট। পদ্যে লিখিত 'তত্ত্বমুক্তাকলাপে' দর্শন ও ধর্ম্ম বিচারিত হইয়াছে। ইহার উপরে নিজেই 'সর্ব্বার্থসিদ্ধি' নামক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীভাষ্যের অধিকরণগুলি সংক্ষেপে পদ্যচ্ছন্দে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাই "অধিকরণসারাবলী"। ইহাতে অতি সরল ও সুমধুর ভাষায় শ্রীভাষ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির সার সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি নিজের গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"স্রগ্ধরাছন্দরাশিঃ" বাস্তবিকই স্রগ্ধরাচ্ছন্দে রচিত এই "অধিকরণসারাবলী" অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইহার উপরে দেশিকের পুত্র নয়নারাচার্য্য এক ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই ভাষ্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। দেশিকের প্রণীত স্তোত্রগুলি অতি মধুর ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিরচিত। "দায়শতক" নামক স্তোত্রে তিরুপতির দেবতার গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একটী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল, যথা—

"ফলবিতরণদক্ষং পক্ষপাতানভিজ্ঞং
প্রগুণমনুবিধেয়ং প্রাপ্য পদ্মাসহায়ম্।
মহতি গুণসমাজে মানপূর্ব্বংদয়ে ত্বং
প্রতিবদসি যথার্হং পাপ্মনাং মামকানাম্॥"

"বরদরাজপঞ্চশতী" হইতেও একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

"ভক্তস্য দানবশিশোঃ পরিপালনায়
ভদ্রাং নৃসিংহকুহনামধিজগ্মুষস্তে।
স্তম্ভৈকবর্জ্জমধুনাপি করীশ নূনং
ত্রৈলোক্যমেব নিভৃতং নরসিংহগর্ভম্॥"

এই স্তোত্রগুলি গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করায় লাভ নাই। যিনি তাঁহার স্তোত্রগুলি পাঠ করিবেন তিনিই প্রীত হইবেন।

দেশিকের গদ্য রচনাও অনেক। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, শতদূষণী, শ্রীভাষ্য টীকা "তত্ত্বটীকা" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার প্রতিভার দ্যোতক। শ্রীরামানুজের গীতাভাষ্যের উপরে "তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকা" নামক টীকা তিনি প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রণীত "সেশ্বরমীমাংসা"য় মীমাংসাদর্শনের ঈশ্বরপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "সেশ্বরমীমাংসা"য় মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের অধিকরণগুলি নির্ণীত হইয়াছে। তৎপ্রণীত ঈশোপনিষদের ভাষ্য ও নিক্ষেপরক্ষা প্রভৃতিও উপাদেয় গ্রন্থ। তিনি তামিল ভাষায় ৪০১টী কি ততোধিক কবিতা রচনা করিয়াছেন। দেশিক "তিরুভয়মলি" (Thiruvoimali) নামক গ্রন্থকে ১০০টী শ্লোকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করেন। শ্রীরামানুজ-মতাবলম্বিগণ প্রায় সকলেই ইহা কণ্ঠস্থ রাখেন।

দেশিকের পাণ্ডিত্যসম্বন্ধে বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণও প্রশংসা করিয়াছেন। অসাধারণ পণ্ডিত অপ্পয়দীক্ষিতও যাদবাভ্যুদয়ের ভাষ্যে দেশিকের প্রশংসা করিতে নিরস্ত নহেন। যথা—

"ইত্থং বিচিন্ত্যাঃ সর্ব্বত্র ভাবাঃ সন্তি পদে পদে।
কবিতার্কিকসিংহস্য কাব্যেষু ললিতেষ্বপি ॥"

(যাদবাভ্যুদয় ১।৯ম শ্লোক-ভাষ্য)

সোলিঙ্গরের দোদ্দায়াচার্য্য অপ্পয়দীক্ষিতের সমসাময়িক। তিনি শতদূষণীর ব্যাখ্যা "চণ্ডমারুত" প্রণয়ন করেন। তিনি দেশিক-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"তুরগবদনতেজো বৃংহিতাশ্চর্য্যশক্তিঃ
কবিকথকমৃগেন্দ্রঃ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রঃ।
জয়তি গুরুরবাধাং বেদাচূড়ার্য্যসংজ্ঞা-
মনিতরজনলভ্যাং লম্ভিতো রঙ্গভর্ত্রা ॥"

তিনি পদ্যে "বৈভবপ্রকাশিকা" নামক দেশিকের জীবন-চরিত রচনা করেন। তাঁহার শিষ্য মহার্য্যদাস বৈভবপ্রকাশের তামিল ভাষায় টীকা প্রণয়ন করেন। নয়নারাচার্য্যের (দেশিকের পুত্র) শিষ্য প্রতিবাদী ভয়ঙ্করম্ অন্নন বা বরদগুরু দেশিকের প্রশংসাসূচক "সপ্ততিরত্নমালিকা" নামক প্রশস্তি রচনা করেন। ভরদ্বাজ শ্রীনিবাসাচার্য্য রহস্যত্রয় ও ন্যায়পরিশুদ্ধির উপর ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। মন্নাপ্পাঙ্গার তামিল ভাষায় এক শত শ্লোকে দেশিকের জীবনী বর্ণন করেন। দেশিকের জীবনীতে বর্ণিত ঘটনা-গুলির ঐক্য আছে। মানবল মুনিও বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেশিকের বাক্য ও মত উদ্ধার করিয়াছেন। অনন্ত আলোয়ারও বেশ শ্রদ্ধার সহিত দেশিকের অনুসরণ করিয়াছেন। এই সকল আচার্য্যই তেঙ্গেলই সম্প্রদায়ভুক্ত। বিপক্ষের নিকট এরূপ সম্মানপ্রাপ্তি বিশেষ পাণ্ডিত্যের ও সমদর্শিতার নিদর্শন।

বালককাল হইতে দেশিক দার্শনিক চিন্তা ও দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন। শ্রুতপ্রকাশিকাকার সুদর্শনাচার্য্যের গুরু বরদাচার্য্যের অধ্যাপনার সময় বালক দেশিক বসিয়া থাকিতেন।

তথায় স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়াতে বরদাচার্য্য নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন—

"প্রতিষ্ঠাপিতবেদান্তঃ প্রতিক্ষিপ্তবহির্মতঃ।
ভূয়াস্ত্রৈগুণ্যমান্যস্ত্বং ভূরি কল্যাণভাজনম্॥"

এই আশীষের প্রসঙ্গ দেশিক "অধিকরণসারাবলী"র দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন—

"শ্রীমদ্‌ভ্যাং স্থানসাবিত্ম্যনুপাধিবরদাচার্য্যরামানুজাভ্যাং।
সম্যগ্‌দৃষ্টেন সর্ব্বংসহনিশিতধিয়া বেঙ্কটেশেন ক্লিপ্ত॥"

দেশিকের সমস্ত জীবন ধর্ম্মের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। রামানুজের প্রতি তাঁহার ভক্তি অগাধ ছিল। শ্রীরামানুজের লিখিত গ্রন্থাদি তাঁহার নিকট বড়ই আদরের বস্তু ছিল। শেষজীবনে যাহা তিনি বলিয়াছেন, তাহা এই—

"যতিপ্রবরভারতীরসভরেণ নীতং বয়ঃ প্রফুল্লপলিতং শিরঃ।" তিনি রামানুজের জীবনী "যতিরাজসপ্ততি" নামক পদ্যগ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বিদ্যারণ্য দেশিকের নামোল্লেখ করিয়াছেন। রামানুজ-দর্শনের প্রসঙ্গে বেঙ্কটনাথের নামোল্লেখ রহিয়াছে। বেঙ্কটনাথকে তিরুপাতির মন্দিরস্থ ঘণ্টার অবতার বলিয়া গ্রহণ করা হয়। তাঁহার নিজেরও তদ্রূপ বিশ্বাস ছিল। তিনি "সঙ্কল্পসূর্য্যোদয়ে" তাহার আভাস প্রদান করিয়াছেন—

"বিত্রাসিনীবিবুধবৈরিবরূথিনীনাং
পদ্মাসনেন পরিচারবিধৌ প্রযুক্তা।
উৎপ্রেক্ষতে বুধজনৈরুপপত্তিভূম্না
ঘণ্টা হরেঃ সমজনিষ্ট যদাত্মনেতি॥"

শ্রীরঙ্গমে বেঙ্কটনাথের "বেদান্তাচার্য্য" উপাধি প্রদত্ত হয়। শ্রীরঙ্গনাথ তাঁহাকে এই উপাধি প্রদান করেন—এরূপ বিশ্বাস তৎসম্প্রদায়ে বদ্ধমূল। সম্ভবতঃ রঙ্গনাথের অর্চ্চকমণ্ডলী তাঁহাকে "বেদান্তাচার্য্য" আখ্যা প্রদান করেন। বেঙ্কটনাথ

"সঙ্কল্পসূর্য্যোদয়ে"র প্রারম্ভে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"শ্রীরঙ্গরাজ-দিব্যাজ্ঞালব্ধবেদান্তাচার্য্যপদঃ।" অধিকরণসারাবলীর প্রথম আরম্ভ-শ্লোকেও এ বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

"স্বস্তি শ্রীরঙ্গভর্ত্তুঃ কিমপি দধদহং শাসনং তৎ প্রসত্ত্যে
সত্ত্যোকালস্থিভাষ্যং যতিপতিকথিতং শশ্বদধ্যাপ্য যুক্তান্।
বিশ্বস্মিন্নামরূপাণ্যনুবিহিতবতা তেন দেবেন দত্তাং
বেদান্তাচার্য্যসংজ্ঞামবহিতবহুবিৎসার্থমন্বর্থয়ামি॥"

এই সমস্ত ইতিবৃত্ত বাদ দিলেও বেদান্তাচার্য্যের জীবনী বেশ শিক্ষার বিষয় সন্দেহ নাই। তিনি মূর্ত্তিমান্ বৈরাগ্য ও ভক্তিস্বরূপ। একাধারে তেজস্বিতা ও দীনতার অপূর্ব্ব মিলন তাঁহাতে সাধিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহার এই তেজস্বিতা অহঙ্কারের ফল বলা যায় না। শ্রীরামানুজের মতের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাই এই তেজস্বিতার মূলে অঙ্কিত ছিল। তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত শক্তিই ঈশ্বরদত্ত বলিয়া জানিতেন। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থগুলিও ভগবৎশক্তির বিকাশ বলিয়া বিশ্বাস ছিল। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যামত্তা শ্রীভগবান্ হয়গ্রীবের দান বলিয়া তিনি মনে করিতেন। অপরদিকে তিনি দার্শনিকতা ও কবিত্বেরও অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখাইয়াছেন। দেশিকের গ্রন্থগুলি যদি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়া সমস্ত দেশ মুগ্ধ হইত সন্দেহ নাই। এরূপ অসাধারণ মনীষা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মোপদেষ্টার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তৎসমস্তই তাঁহাতে ছিল। তিনি আদর্শ শিক্ষকও ছিলেন। শিক্ষকের গুণ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল, যথা—

"সিদ্ধং সৎসম্প্রদায়ে স্থিরধিয়মনঘং শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং
সত্ত্বস্থং সত্যবাচং সময়নিয়তয়া সাধুবৃত্ত্যা সমেতম্।
দম্ভাসূয়াদিমুক্তং জিতবিষয়গুণং দীর্ঘবন্ধুং দয়ালুং
স্খালিত্যে শাসিতারং স্বপরহিতপরং দেশিকং ভূষ্ণুরীপ্সেৎ॥"

বাস্তবিক এই সকল গুণেই তিনি সমলঙ্কৃত ছিলেন। কবিতার্কিক সিংহ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র দেশিকের জীবন প্রণিধানের যোগ্য। ইতিবৃত্তে জানা যায় যে তিনি ১০৮ খানি প্রবন্ধের রচয়িতা। এতগুলি গ্রন্থ যিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহার মনীষা অসামান্য সন্দেহ নাই।

বেঙ্কটনাথের গ্রন্থের বিবরণ

বেদান্তদেশিকের সকল গ্রন্থেই ভক্তিবাদের চিহ্ন পরিস্ফুট। কাব্য, নাটক প্রভৃতি তিনি যাহাই লিখিয়াছেন সর্ব্বত্রই ভগবদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। যাহা হউক তাঁহার গ্রন্থগুলি এই—

১। গরুড়পঞ্চশতি—ইহা তামিল অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গরুড়ের মাহাত্ম্যবর্ণনসূচক স্তব।

২। অচ্যুতশতক—ইহা শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীভগবানের গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। ইহা প্রাকৃত ভাষায় লিখিত কবিতা।

৩। রঘুবীরগদ্য—এই স্তোত্রটী তামিল ভাষায় প্রকাশিত আছে।

৪। দয়াশতক—ইহা তিরুপাতিতে রচিত এবং ভক্তিভাব-পূর্ণ স্তব। ইহা তামিল ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। অভীতি-স্তব—মুসলমানগণ যাহাতে শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি স্থান হইতে নিষ্কাশিত হয়, তজ্জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনাসূচক স্তব।

৬। পাদুকাসহস্র—এক সহস্র শ্লোকে শ্রীভগবানের পাদুকার গুণ বর্ণিত হইয়াছে। এই পাদুকাসহস্রের উপরে অপ্পয়দীক্ষিতের টীকা ছিল এরূপ ইতিবৃত্ত আছে। কিন্তু এই টীকা এখন পাওয়া যায় না। শ্রীনিবাসের টীকাসহ পাদুকাসহস্র নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইঁহার প্রণীত অন্যান্য বহু স্তবও আছে। এই স্তোত্রগুলিও বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৭। **সুভাষিতনিতি**—ইহা শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার উপর রত্নপেটিকা নামক টীকা আছে। এই বাণীবিলাস সংস্করণের সম্পাদক—এম, টি, নরসিংহ আয়াঙ্গার বি, এ, মহোদয়। এই গ্রন্থখানি পদ্যচ্ছন্দে লিখিত এবং ইহাতে রামানুজাচার্য্যের মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

৮। **রহস্যত্রয়সার**—এই গ্রন্থখানি তামিলভাষায় লিখিত। দেশিকের সমস্ত মতবাদ এই গ্রন্থে সংক্ষেপে বিবৃত আছে। এই গ্রন্থের উপরে ভরদ্বাজ শ্রীনিবাসাচার্য্যের টীকা আছে। এতদ্‌ব্যতীতও অন্যান্য বহু টীকা আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে সংস্কৃত এবং তামিল ভাষায় সমস্ত অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি লিখিত আছে। বাস্তবিক এই গ্রন্থখানি অতি উপাদেয়। যাহারা বেদাধ্যয়ন করিতে অপারগ এই গ্রন্থ ও অন্যান্য তামিল গ্রন্থ, তাহাদের জন্যই লিখিত হইয়াছিল। "রহস্যত্রয়সার" দেশিকের শেষ জীবনে বিরচিত। ইহা তামিল ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। **সঙ্কল্পসূর্য্যোদয়**—শাঙ্করমতে বিরচিত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুরূপে এই নাটকখানি লিখিত। শ্রীরঙ্গমে অবস্থান কালে এই নাটক রচিত হয়। দশটী সর্গে এই নাটকখানি সমাপ্ত। ভগবানের দয়াই সঙ্কল্প। ভগবদ্‌দয়ারূপ সূর্য্যের উদয়ে সংসারের অন্ধকার বিদূরিত হয়। ইহাই রামানুজের মত। ভগবানের প্রসাদেই মুক্তি। "সংকল্প-সূর্য্যোদয়ে" রামানুজের মতবাদ নাটকাকারে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি দেবনাগর অক্ষরে এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা তামিল অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে।

১০। **হংসসন্দেশ**—ইহা কাব্য গ্রন্থ। ইহা সুমধুর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ভাষার লালিত্যে ও কবিত্বের সৌন্দর্য্যে এই গ্রন্থ অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে। ইহা কবিবর কালিদাসের মেঘদূত বা মেঘসন্দেশের অনুকরণে রচিত।

১১। **যাদবাভ্যুদয়**—ইহা শ্রীকৃষ্ণের জীবনীমূলক মহাকাব্য এবং

২৪ সর্গে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই গ্রন্থের উপর অদ্বৈতবাদী আচার্য্য অপ্পয়দীক্ষিত ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার ও ভাষ্যকার উভয়েই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। দক্ষিণভারতে এই পণ্ডিতদ্বয়ের নাম সর্ব্বজনবিদিত। বিরুদ্ধমতাবলম্বী অপ্পয়দীক্ষিত দেশিকের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। দীক্ষিতের হৃদয়ের প্রসারতা সহজেই অনুমেয়। দেশিকের ব্যক্তিত্বও বেশ-পরিস্ফুট। এই কাব্য শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশ আরম্ভ হইয়া এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এই কাব্যের প্রথম ৬ সর্গ গ্রন্থাকারে বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সংস্করণ অতি কদর্য্য। তৎপরে তেলেগু অক্ষরে প্রথম দ্বাদশ সর্গ প্রকাশিত হয়। বাণীবিলাস প্রেসের সংস্করণে ৮ম সর্গ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

১২। তত্ত্বমুক্তাকলাপ—ইহাতে দার্শনিক ও ধর্ম্মমত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ইহা পদ্যে লিখিত এবং ইহাতে ৫০০ শ্লোক আছে। ইহার উপরে গ্রন্থকার নিজেই এক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এই ভাষ্যের নাম "সর্ব্বার্থসিদ্ধি"। ইহা গদ্যে লিখিত। ভাষা প্রাঞ্জল ও ভাব গম্ভীর। এই মূল ও ভাষ্য কাশীধামে প্রকাশিত হইয়াছে। ন্যায় অন্যান্য দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয় সকল এই পুস্তকে বেশ আলোচিত হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণ যাহাতে দার্শনিক মত অতি সহজে কণ্ঠস্থ রাখিতে পারে তজ্জন্যই বোধ হয় ইহা পদ্যচ্ছন্দে লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বিদ্যারণ্য এই গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। "সর্ব্বার্থসিদ্ধি" ভাষ্যের উপরে নৃসিংহদেব "আনন্দবল্লরী" নামক টীকা প্রণয়ন করেন।

১৩। অধিকরণসারাবলী—এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যানুসারী অধিকরণগুলির তাৎপর্য্য পদ্যে লিখিত হইয়াছে। স্রগ্ধারাচ্ছন্দে এই নিবন্ধ রচিত। কাশীধাম হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সম্পাদিত

ও বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত শ্রীভাষ্যের সংস্করণে এই "অধিকরণসারাবলী" প্রকাশিত হইয়াছে। নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত চতুঃসূত্রী অংশেও ইহার চতুঃসূত্রী পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীভাষ্যের তাৎপর্য্য সংক্ষিপ্তাকারে ও মনোরমভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি অতীব উপাদেয়। এই অধিকরণসারাবলীর উপর দেশিকের পুত্র নয়নারাচার্য্যের টীকা আছে।

১৪। **ন্যায়পরিশুদ্ধি**—এই গ্রন্থে প্রমাণ নিরূপিত হইয়াছে। গৌতমের ন্যায়দর্শনের ন্যায় ইহাও পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে বেদান্তদর্শনের বিরোধী ন্যায়ের পদার্থসকল খণ্ডিত হইয়াছে এবং বেদান্তের উপযোগী ন্যায় পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়ে—অনুমান, তৃতীয়ে—শব্দ, চতুর্থে—স্মৃতি ও পঞ্চম অধ্যায়ে সকল প্রমেয় নির্ণীত হইয়াছে। এই গ্রন্থের উপর ভরদ্বাজ গোত্রজ শ্রীনিবাসাচার্য্যের টীকা আছে। এই টীকার নাম ন্যায়সার। সটীক "ন্যায়পরিশুদ্ধি" বেনারস চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। মূলমাত্র মন্দ্রাজেও প্রকাশিত হইয়াছে।

১৫। **ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন**—এই গ্রন্থে প্রমেয় নিরূপিত হইয়াছে। ন্যায়পরিশুদ্ধি ও ন্যায়সিদ্ধাঞ্জনে রামানুজের সম্পূর্ণ মত বিবৃত আছে। এই গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। কাশীর পণ্ডিত পত্রিকায় প্রথমে ইহা মুদ্রিত হয়। পরে ল্যাজারস্ কোম্পানী হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ছয়টী প্রকরণ আছে, যথা—জড়দ্রব্যপরিচ্ছেদ, জীবপরিচ্ছেদ, ঈশ্বরপরিচ্ছেদ, নিত্যবিভূতি-পরিচ্ছেদ, বুদ্ধিপরিচ্ছেদ, আর অদ্রব্যপরিচ্ছেদ। এই গ্রন্থখানি পূর্ব্বোক্ত ন্যায়পরিশুদ্ধির পরে বিরচিত হইয়াছে। কারণ, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জনের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"যন্ন্যায়পরিশুদ্ধাস্তে সংগ্রহেণ প্রদর্শিতম্।
পুনস্তদ্বিস্তরেণাত্র প্রমেয়মভিদধ্মহে॥"

১৬। শতদূষণী—ইহা অদ্বৈতবাদ নিরসনের জন্য রচিত হইয়াছিল। ইহাতে একশত "বাদ" নামক প্রকরণ আছে। যথা —ব্রহ্মশব্দবৃত্ত্যনুপপত্তিবাদ, জিজ্ঞাসানুপপত্তিবাদ, ঐকশাস্ত্রসমর্থন-বাদ, অভিধেয়জ্ঞানবাদভঙ্গ, বাধিতানুবৃত্তিভঙ্গবাদ ইত্যাদি। ইহার প্রত্যেক বাদেই আক্রমণ চলিয়াছে। শ্রীহর্ষের "খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের" প্রত্যুত্তরস্বরূপে এই শতদূষণী প্রণীত হইয়াছে। ইহাতে সন্নিবেশিত বিচার বেশ সূক্ষ্ম ও চিত্তাকর্ষক। শতদূষণীর উপরে মহাচার্য্য বা দোদ্দায়াচার্য্যের "চণ্ডমারুত" নামক টীকা আছে। এই মহাচার্য্য অপ্পয়দীক্ষিতের সমসাময়িক। শতদূষণীতে প্রধানতঃ শাঙ্করমত নিরস্ত করিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। পরমতনিরসনের জন্যই গ্রন্থ লিখিত। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার নিজেই সে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা—

"প্রাচীমুপেত্য পদবীং যতিরাজদৃষ্টাং।
তৎসন্নিকৃষ্টমপি বা মতমাশ্রয়ন্তঃ॥
প্রাজ্ঞা যথোদিতমিদং শুকবৎ পঠন্তঃ।
প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবিজয়ে পরিতোষয়ধ্বম্॥
বাদাহবেষু নির্ভেত্তুং বেদমার্গবিদূষকান্।
প্রযুজ্যতাং শরশ্রেণী নিশিতা শতদূষণী॥"

শতদূষণী পঞ্চদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত কাঞ্চীতে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটীতে বিবলথিকা ইণ্ডিকা (Bibliotheca Indica) সিরিজে চণ্ডমারুত সহ শতদূষণী ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়া, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাত্র ২ খণ্ড (Fasciculus) প্রকাশিত হইয়াছে। পরে আর প্রকাশিত হয় নাই। বাস্তবিক ইহা দুঃখের বিষয়। এরূপ গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। শতদূষণীর উপর নৃসিংহরাজ কৃত

"নৃসিংহরাজিয়া" নামক ব্যাখ্যা আছে। * ইহা ভিন্ন শতদূষণীর উপর শ্রীনিবাসাচার্য্যকৃত "সহস্রকিরণী" নামক অন্য টীকাও বিদ্যমান। †

১৭। তত্ত্বটীকা—ইহা শ্রীভাষ্যের উপর টীকা। ইহা তামিল অক্ষরে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। এই টীকার ভাষা বাচস্পতিমিশ্রের ভাষার ন্যায় প্রসন্ন ও গম্ভীর। ‡

১৮। গীতার টীকা—ইহা রামানুজের গীতাভাষ্যের উপর "তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা" নামক বিস্তৃত টীকা। সভাষ্য এই টীকা শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এখনও এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই। রাওবাহাদুর এম, রঙ্গচারিয়ার এম, এ, মহোদয় এই সংস্করণের সম্পাদক।

১৯। গদ্যত্রয়ের টীকা—ইহা আচার্য্য রামানুজকৃত গদ্যত্রয়ের উপরে অতি বিস্তৃত টীকা। শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

২০। সেশ্বরমীমাংসা—এই গ্রন্থে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন ঈশ্বরপর বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তামিল অক্ষরে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই।

২১। মীমাংসাপাদুকা—ইহা অধিকরণসারাবলীর ন্যায় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের

---

* Madras Oriental Manuscript Library Catalogue Vol X. No. 5043 Page 3820.

† Madras, O. M. L. Catalogue Vol X. No. 5044. Page 3821.

‡ Madras, O. M. L Catalogue Vol X. No. 4954 See Page 3742,

অধিকরণগুলি আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তক বোম্বাইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

২২। **নিক্ষেপ-রক্ষা**—ইহা অতি মনোজ্ঞ গ্রন্থ। এইগ্রন্থে "প্রপত্তি" বা শরণাপত্তির মত আলোচিত হইয়াছে। তামিল ভাষায় এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

২৩। **ঈশাবাস্থোপনিষদ্ভাষ্য**—এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি।

এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানারূপ প্রবন্ধ ইনি লিখিয়াছেন এবং তামিল ভাষায় চারিশতাধিক কবিতাও লিখিয়াছেন। তামিল পণ্ডিতগণ ইহার সবিশেষ প্রশংসা করেন।

২৪। **তিরুভইমলি**—(Tiruvaimoli) এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে ১০০শত শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীসম্প্রদায়ের সকলেই এই শতশ্লোক কণ্ঠস্থ রাখেন।

২৫। **যতিরাজসপ্ততি**—ইহা যতিরাজ শ্রীরামানুজের গুণানু-কীর্ত্তন করিবার জন্য রচিত। ইহাতে ৭০টী শ্লোক আছে।

২৬। **গীতার্থসংগ্রহরক্ষা**—ইহা যামুনাচার্য্যকৃত "গীতার্থ-সংগ্রহে"র ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থ বোধহয় এখনও প্রকাশিত হয় নাই। *

২৭। **বাদিত্রয়খণ্ডনম্**—এই গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্কর, ভাস্কর ও যাদবপ্রকাশের মত খণ্ডিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ এখনও বোধ হয় প্রকাশিত হয় নাই। ‡

---

* Madras Oriental Manuscript Library Catalogue No. 4880 Vol X. Page 3668.

‡ Madras Oriental Manuscript Library Cotalogue No. 4992 Vol X. Page 3779.

বেঙ্কটনাথের মতবাদ

দেশিকের মতবাদ ন্যায়পরিশুদ্ধি, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, শতদূষণী ও রহস্যত্রয়সারে প্রপঞ্চিত। তত্ত্বমুক্তাকলাপেও সংক্ষেপে তাঁহার মতবাদ বিবৃত আছে।

বেদান্তচার্য্যের মতবাদ শ্রীরামানুজাচর্য্যের মতবাদের অনুরূপ। মতাংশে আর কোন পার্থক্য নাই। চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম এই পদার্থত্রয়ের মীমাংসার জন্য প্রায় সকল গ্রন্থই লিখিত। জীবেশ্বরে অভিন্নতা জ্ঞান, তাহার মতে পাপ। মুক্তি ভগবানের প্রসাদলভ্য। উপাসনার ফলেই মুক্তি। উপাসনায় ভগবান্ প্রীত হন। তিনি প্রীত হইলেই জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে। জীব অণু-পরিমাণ। বিভু নহেন। জীব ভগবানের দাস। ভগবদ্ অনুগ্রহে বিশ্বাস-সংস্থাপনই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য। রামানুজমত প্রপঞ্চিত করিতে তিনি নূতন নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। যুক্তির কৌশল তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্যোতক। ভক্তহৃদয়ের আবেগ সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। তাঁহার মতে ভগবানে কোনওরূপ পক্ষপাতিত্ব নাই। প্রত্যেকের কৃতকর্ম্মানুসারে ভগবান্ ফল প্রদান করেন। যখন ভগবান্ লক্ষ্মীর সহিত জীবের বিচারজন্য বসেন, তখন পাপীর জন্য দয়ায় ভগবানের হৃদয় পূর্ণ থাকে। তিনি পাপ হৃদয়ের সকল দোষ ক্ষমা করিবার জন্যই ব্যস্ত থাকেন। তাঁহার করুণা অফুরন্ত। সেই করুণায় পাপীর হৃদয়ের সন্তাপও দূর হয়। "দায়শতক" নামক স্তোত্রে এই ভাবগুলি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ বিষয় তিনি বলিয়াছেন—

> "ফলবিতরণদক্ষং পক্ষপাতানভিজ্ঞং
> প্রগুণমনুবিধেয়ং প্রাপ্য পদ্মাসহায়ম্।
> মহতি গুণসমাজে, মানপূর্ব্বং দয়ে ত্বং
> প্রতিবদসি যথার্হং পাপ্মনাং মামকানাম্॥"

সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ দয়ার আকর। ভগবান্ বিভু। ভগবান্ সর্ব্বান্তর্য্যামী। ভগবানে শরণাপত্তিই প্রকৃত সাধন। প্রপন্নের জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইবে, তাহারও আভাষ তিনি দিয়াছেন, যেমন—

"সন্তোষার্থং বিমৃশতি মুহুঃ সদ্ভিরধ্যাত্মবিদ্যাং
নিত্যং ক্রূতে নিশময়তি চ স্বাদুসূক্ত্যাহৃতানি।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ননঘললিতাং বৃত্তিমাদেহপাতা-
দ্দৃষ্টাদৃষ্টস্বভরবিগমে দত্তদৃষ্টিঃ প্রপন্নঃ॥"

অর্থাৎ প্রপন্ন স্বকীয় চিন্তার জন্য সাধুপুরুষগণের সহিত তত্ত্বালোচনা করিবে। দৈনিক কার্য্যের অবসরে ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন ও গুণানুবাদ শ্রবণ করিবে। মৃত্যু পর্য্যন্ত নিষ্পাপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং ভগবৎ-সেবায় জীবনাতিপাত করিবে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন বিষয়েই তাহার চিন্তা থাকিবে না। কারণ প্রপন্ন সকলই ভগবানে সমর্পণ করিয়াছে।

"শতদূষণী" গ্রন্থে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ নিরসন করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্ম—জিজ্ঞাসার বিষয়। ব্রহ্ম শব্দের অতীত নহে। তিনি বলেন—"উক্তন্যায়েন জৈনগন্ধিবেদান্তিমতেঽপি জিজ্ঞাসানুপপত্তিঃ দ্রষ্টব্যা। তদেতদখিলমন্তর্নিধায় ব্রহ্মশব্দাভিধেয়-মুভয়লিঙ্গং সর্ব্বেশ্বরং প্রস্তুত্য তস্যৈবারম্ভসূত্রে বিবক্ষিতত্বমাহ তাপত্রয়াতুরৈরমৃতত্বায় স এব জিজ্ঞাস্য ইতি।"

তিনিও রামানুজের ন্যায় পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তদর্শনকে একই শাস্ত্র বলিয়াছেন। "জৈনগন্ধি-বেদান্তি" বলিয়া শাঙ্করমতের উপর কটাক্ষও করিয়াছেন।

সর্ব্বাংশেই দেশিকের মত রামানুজের মতের অনুরূপ। শাঙ্কর-মতের আচার্য্যগণ যেরূপ অদ্বৈতস্থাপনমানসে নানারূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন রামানুজ-মতের আচার্য্যগণের সেরূপ পৃথকৃত্ব নাই। রামানুজ-মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। দেশিকের মতেও তাহাই।

রামানুজ-মতে জীব অণু ও দাস। জীব সেবক ও ঈশ্বর সেব্য। দেশিকও তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। রামানুজ "গদ্যত্রয়" নামক গ্রন্থে "প্রপত্তি" বা শরণাপত্তির আলোচনা করিয়াছেন। সেই শরণাপত্তির মতবাদ দেশিকের সকল স্তোত্রে প্রকট। "নিক্ষেপ-রক্ষা" গ্রন্থে শরণাপত্তির আলোচনা সবিশেষ হইয়াছে।

মন্তব্য

বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ কাব্যে, নাটকে, সর্ব্বত্রই দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার জীবনের ভিত্তি। তিনি সর্ব্বপ্রকারে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইতিবৃত্ত বাদ দিলেও কেবল গ্রন্থ-বলেই তাঁহাকে পৃথিবীর মধ্যে একজন মহাপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। তিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক। তাঁহার কবিতার প্রাণ ধর্ম্ম। শ্রীরামানুজের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তাঁহার দার্শনিক প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। বরদাচার্য্যের প্রভাবও তাঁহার জীবনে ও দর্শনে পরিস্ফুট। রামানুজ হইতে এক বিষয়ে বেদান্তদেশিকের পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য ভাষায়। রামানুজের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল নহে। কিন্তু দেশিকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, বাচস্পতি মিশ্রের ভাষার ন্যায় উদার। বিচারবল্লতায় রামানুজ ও দেশিক উভয়ই সমান। রামানুজের অন্তর্ধানের পরে দেশিকের প্রতিভায় শ্রীসম্প্রদায় সজীব রহিয়াছে।

শ্রীহর্ষ খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে দ্বৈতবাদের উপর ভীষণ আক্রমণ করায় "শতদূষণী" বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় দর্শনের বিশেষত্ব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। আক্রমণ ও প্রতিরোধের ফলে দার্শনিক চিন্তার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। দেশিকের ন্যায়পরিশুদ্ধি ও ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন এই দুইখানি গ্রন্থে রামানুজের মত প্রপঞ্চিত আছে। অপূর্ব্ব

বিচারকৌশলে ন্যায়পরিশুদ্ধিতে ন্যায়দর্শনের পদার্থসমূহ খণ্ডিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনপাঠেচ্ছু ব্যক্তিগণের পক্ষে ন্যায়পরিশুদ্ধি উপযোগী গ্রন্থ।

বেঙ্কটনাথের কবিতার্কিকসিংহ নাম অন্বর্থ। তিনি যে অসাধারণ মনীষা ও প্রতিভার আকর তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কব্যরসে রসিক ব্যক্তিগণও দেশিকের কাব্য পাঠে তৃপ্ত হইবেন। অপ্পয়দীক্ষিতের ন্যায় মনীষী যাদবাভ্যুদয়ের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া দেশিকের প্রকৃত মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক দেশিক কেবল দক্ষিণভারতের নহে সমস্ত ভারতের রত্নস্বরূপ।

যখন মুসলমান আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত সেই অবস্থায়ও যাঁহার দার্শনিকতার স্ফুরণ হইয়াছে তাঁহার প্রতিভা যে অসাধারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দেশিকের স্তোত্রগুলি সাহিত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে স্তোত্রগুলি মনোমুগ্ধকর। যাদবাভ্যুদয়ের ভূমিকায় দেশিকের সংক্ষিপ্ত জীবনীকার এ, ভি, গোপাল চারিয়ার মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা শোভন ও সমীচীন। তিনি লিখিয়াছেন—

"The stotras of Vedanta Desika are in themselves a superior kind of literature." দেশিকের পাণ্ডিত্য অসাধারণ। তাৎকালিক সর্ব্ববিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সর্ব্বদর্শনতীর্থ, কবি ও তার্কিক। সহজ কবিতা হইতে অতি কঠিন অধ্যাত্মশাস্ত্র-প্রণয়ন তাঁহার ন্যায় মনীষীর পক্ষেই সম্ভব। গোপাল চারিয়ার মহোদয় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। *

* "Our author was a versatile genius. He was a maker of all arts and sciences of the day. He was a great Poet and one of greatest controversialists. From the simplest and sweetest

চারিয়ার মহোদয় দেশিকের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছেন, বাস্তবিক দেশিকের লেখনী সহজ ও সরলভাবেই তাঁহার চিন্তার ধারা প্রকাশ করিয়াছে।

রামানুজের মত সম্বন্ধে মন্তব্যাংশে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, এস্থলে তাহাই বক্তব্য, সুতরাং আর পুনরুক্তি করা হইল না।

শ্রীমল্লোকাচার্য্য

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

(চতুর্দ্দশ শতাব্দী)

শ্রীমল্লোকাচার্য্য বেদান্তদেশিক হইতেও বয়সে প্রাচীন ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্ম ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। দেশিকের প্রতি লোকাচার্য্যের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি দেশিককে বেশ ভালবাসিতেন। তামিল ভাষায় দেশিকের প্রশংসাসূচক কবিতাও লিখিয়াছেন। লোকাচার্য্যের নাম পিল্লাইলোকাচার্য্য। তিনি বেদান্তদেশিকের সমসাময়িক এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান আচার্য্য। গুরুপরম্পরাক্রমে তাঁহার সম্বন্ধে গাথাও আছে—

---

works of Poetay, we have from his pen the most difficult writings on abstruse metaphysical subjects. The stern logic of his religious and Philosophical works will not fail to command the admiration of any thinker who studies them. Every line of his work bears the impression of a master mind. Poetical and Philosophical writing was a plaything to him. He could produce anything at a moment's notice."

"লোকাচার্য্যায় গুরবে কৃষ্ণপাদস্য সূনবে।
সংসারভোগিসন্দষ্টজীবজীবাতবে নমঃ॥"

এতদ্দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণপাদ। দাক্ষিণাত্যে লোকাচার্য্যের জন্ম। তিনি রামানুজ-মতের আচার্য্য। রামানুজের মত প্রপঞ্চিত করিবার জন্য "তত্ত্বত্রয়" "তত্ত্বশেখর" নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। দুইখানি গ্রন্থই অতি সরল। "তত্ত্বত্রয়" যমুনাচার্য্যের "সিদ্ধিত্রয়ে"র অনুকরণে লিখিত। প্রথমে —চিৎতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব, দ্বিতীয়ে—অচিৎ বা জড়তত্ত্ব ও তৃতীয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। অতি সরল ভাবে রামানুজীয় সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ স্থলে পরমত খণ্ডিতও হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে পরমত খণ্ডিত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বড়ই সুগম ও সুখবোধ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী স্থল এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

"কেচিৎ পরমাণুং কারণং বদন্তি, পরমাণৌ প্রমাণাভাবাৎ শ্রুতি-বিরোধাচ্চ ন সম্ভবতি।"

"কাপিলাঃ প্রধানং কারণমিত্যাহুঃ প্রধানস্যাচেতনত্বাদীশ্বরানধিষ্ঠানে পরিণামাসম্ভবাৎ সৃষ্টিস্থিতিসংহারব্যবস্থানুপপত্তেস্তদপি ন যুক্তম্" ইত্যাদি।

বস্তু বা পদার্থনির্দ্দেশও অতি সরল ও সংক্ষেপে করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহারও দুই একটী স্থল এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

"চিদিত্যাত্মোচ্যতে। আত্মস্বরূপং 'গত্বাগত্বোত্তরোত্তর'মিত্যুক্ত-প্রকারেণ দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণবুদ্ধিভ্যো বিলক্ষণমজড়মানন্দরূপং নিত্যমণুব্যক্তমচিন্ত্যং নিরবয়বং নির্ব্বিকারং জ্ঞানাশ্রয় ঈশ্বরস্য নিয়াম্যং ধার্য্যং শেষম্।"

ইহাতেই রামানুজের চিৎ বস্তুর সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইয়াছে। এরূপে সিদ্ধান্তিত বস্তু নিরূপণ করিয়া প্রত্যেকটী লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "তত্ত্বত্রয়" সরল ও সহজ ভাবে লিখিত হওয়ায়

সর্ব্বজন-উপভোগ্য হইয়াছে। ইহার উপর শ্রীমৎ বরবর মুনির ভাষ্য আছে। সভাষ্য "তত্ত্বত্রয়"কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে ভাগবতাচার্য্যের সম্পাদনায় বৈক্রম সম্বৎ ১৯৫৭ অর্থাৎ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমল্লোকাচার্য্যপ্রণীত "তত্ত্বশেখর" বেনারস সংস্কৃত সিরিজে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার মতবাদ রামানুজের মতবাদের অনুরূপ। ভাষার সারল্যে লোকাচার্য্যের গ্রন্থনিচয় উপাদেয় হইয়াছে।

আচার্য্য বরদগুরু

(১৪শ শতাব্দী) শ্রীসম্প্রদায়

আচার্য্য বরদগুরু দেশিকের পুত্র নয়নারাচার্য্যের শিষ্য। বরদগুরুর অন্য নাম প্রতিবাদীভয়ঙ্করম্ অন্নন। তার্কিক বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। বরদগুরু দেশিকের প্রশংসা-সূচক "সপ্ততিরত্নমালিকা" নামক প্রশস্তিকাব্য রচনা করেন। ৭০টি শ্লোকে দেশিকের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। নয়নারাচার্য্য দেশিকের "অধিকরণসারাবলী"র উপর টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বরদগুরু মহাগুরু দেশিকের প্রতি অগাধভক্তিসম্পন্ন ও নয়নারাচার্য্যের উপযুক্ত শিষ্য।

বরদগুরু "তত্ত্বত্রয়চুলুকসংগ্রহ" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ বেনারস সংস্কৃত সিরিজে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই "তত্ত্বত্রয়চুলুকসংগ্রহে" রামানুজাচার্য্যের মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। যতীন্দ্রমতদীপিকাকার শ্রীনিবাসাচার্য্য "তত্ত্বত্রয়চুলুকে"র নাম স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। বরদগুরুর গ্রন্থ পরবর্ত্তী কালে প্রামাণিক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

আচার্য্য ভারতীতীর্থ। (১৪শ শতাব্দী)

আচার্য্য ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য স্বামীর গুরু বলিয়া পরিচিত। আচার্য্য বিদ্যাতীর্থ ভারতীতীর্থের গুরু। ভারতীতীর্থ বৈয়াসিক-ন্যায়মালা নামক স্বীয় গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে গুরুর নাম করিয়াছেন—

"প্রণম্য পরমাত্মানং শ্রীবিদ্যাতীর্থরূপিণম্।
বৈয়াসিক-ন্যায়মালা শ্লোকৈঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটম্॥"

কাহারও কাহারও মতে আচার্য্য বিদ্যারণ্য ও ভারতীতীর্থ অভিন্ন ব্যক্তি। বৃত্তিকার রঙ্গনাথ লিখিয়াছেন—

"বিদ্যারণ্যকৃতৈঃ শ্লোকৈর্নৃসিংহাশ্রমসূক্তিভিঃ।
সংদৃব্ধা ব্যাসসূত্রাণাং বৃত্তির্ভাষ্যানুসারিণী॥"

এতদ্দৃষ্টে মনে হয় রঙ্গনাথের মতে মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্যই "বৈয়াসিকন্যায়মালা"র প্রণেতা। রঙ্গনাথ শ্রীমৎনৃসিংহাশ্রমের পরবর্ত্তী। নৃসিংহাশ্রম অপ্পয়দীক্ষিতের সমসাময়িক। * অপ্পয়দীক্ষিত ১৬শ শতাব্দীর মধ্য হইতে (১৫৫০—১৬২২) ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। রঙ্গনাথ অবশ্যই ১৭শ শতাব্দীর পরে আবির্ভূত হন। সম্ভবতঃ রঙ্গনাথ এস্থলে অপ্পয়দীক্ষিতের "সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ" অনুসরণ করিয়াছেন। শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশে দীক্ষিত লিখিয়াছেন—"বিবরণোপন্যাসে ভারতীতীর্থবচনম্" (সিদ্ধান্তলেশ ২৯৪ পৃষ্ঠা অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজ্ কুম্ভঘোণ সংস্করণ)। ঐ গ্রন্থেই অন্যত্র লিখিয়াছেন—"ভারতীতীর্থাঃ ধ্যানদীপে" (৩৮৭

* একজন নৃসিংহাশ্রম অপ্পয়দীক্ষিতের পূর্ব্বতন বলিয়া প্রসিদ্ধিও আছে। পৃঃ।

পৃষ্ঠা "ধ্যানদীপ" পঞ্চদশীর নবম পরিচ্ছেদ)। "বিবরণোপন্যাস" বলিতে দীক্ষিত কোন্ পুস্তক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। বিদ্যারণ্যের (মাধবাচার্য্যের) "বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ" যদি বিবরণোপন্যাস বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে চলিতে পারে। কারণ, রামানন্দ সরস্বতীর বিবরণোপন্যাস অপ্পয়দীক্ষিতের অন্তর্ধানের পরে রচিত হইয়াছে। রামানন্দ ব্রহ্মসূত্রের "ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী" নামক বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। তাহাতে পঞ্চপাদিকার টীকাকার নৃসিংহাশ্রমের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। নৃসিংহাশ্রম অপ্পয়দীক্ষিতের সমসাময়িক। ভাবপ্রকাশিকা টীকা ইঁহার বিরচিত। ব্রহ্মামৃতবর্ষিণীর (চৌখাম্বা সংস্করণ) ৭ম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "বিবরণটিপ্পণ্যাং তু"। এই বিবরণটিপ্পনী নৃসিংহাশ্রমের ভাবপ্রকাশিকা। ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী ও বিবরণোপন্যাসকার রামানন্দ বোধ হয় ভাষ্যরত্নপ্রভাকার গোবিন্দানন্দের শিষ্য।* গোবিন্দানন্দও "ভাষ্যরত্নপ্রভা"র (নির্ণয়সাগর সংস্করণ) ৫ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"আশ্রমশ্রীচরণাস্তু টীকাযোজনায়ামেবমাহুঃ" এ স্থানে বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির বিবরণের টীকাকার নৃসিংহাশ্রমের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং অপ্পয়দীক্ষিত কথিত বিবরণোপন্যাস রামানন্দীয় বিবরণোপন্যাস নহে।‡ অতএব বিদ্যারণ্যের বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকেই দীক্ষিত বিবরণোপন্যাস বলিয়াছেন ইহাই প্রতীত হয়। তাহা হইলে অপ্পয়দীক্ষিতের মতে ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য অভিন্ন ব্যক্তি।

আমদের বিবেচনায় এ স্থলে অপ্পয়দীক্ষিত ঐতিহাসিকতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বিদ্যারণ্যের প্রায় ১৫০ বৎসর পরে দীক্ষিতের আবির্ভাব। হইতে পারে—ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়াই তিনি ভারতীতীর্থকে পঞ্চদশী ও বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকাররূপে গ্রহণ

---

* ভাষ্যরত্নপ্রভাকার গোবিন্দানন্দ নহেন কিন্তু রামানন্দ এইরূপ প্রবাদও আছে। সং।

‡ কিন্তু ইহার বিপরীত মতও পণ্ডিতসমাজে প্রসিদ্ধ। সং।

করিয়াছেন। আমাদের সিদ্ধান্তের হেতু এই—পঞ্চদশীর টীকাকার রামকৃষ্ণ বিদ্যারণ্যের শিষ্য, তিনি পঞ্চদশীর প্রত্যেক পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ
প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকস্য ক্রিয়তে পদদীপিকা। ইত্যাদি।

এস্থলে ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর পৃথক্ বলিয়াই স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে *

মাধবাচার্য্যও "জৈমিনীয়ন্যায়মালা" রচনা করিয়া তাহার উপর "বিস্তর" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। এই "বিস্তরে" আপনাকে ভারতীতীর্থের শিষ্য বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল যথা—

"ইন্দ্রস্যাঽঙ্গিরসোনলস্য সুমতিঃ শৈব্যস্য মেধাতিথি-
র্ধৌম্যো ধর্ম্মসুতস্য বৈন্যনৃপতেঃ সেঙ্গানিমের্গৌতমিঃ॥
প্রত্যগ্‌দৃষ্টিররুন্ধতী সহচরো রামস্য পুণ্যাত্মনো
যদ্বত্তস্য বিভোরভূৎ কুলগুরুর্মন্ত্রী তথা মাধবঃ॥
স খলু প্রাজ্ঞজীবাতুঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
অকরোজ্জৈমিনিমতে ন্যায়মালাং গরীয়সীম্॥
তাং প্রশস্য সভামধ্যে বীরশ্রীবুক্কভূপতিঃ।
কুরু বিস্তরমস্যাস্ত্বমিতি মাধবমাদিশৎ॥
স ভব্যাদ্ ভারতীতীর্থযতীন্দ্রচতুরাননাৎ।
কৃপামব্যাহতাং লব্ধ্বা পরার্ধ্য প্রতিমোঽভবৎ।
নির্মায় মাধবাচার্য্যো বিদ্বদানন্দদায়িনীম্।
জৈমিনীয়ন্যায়মালাং ব্যাচষ্টে বালবুদ্ধয়ে॥

---

* যাঁহারা ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যকে অভিন্ন ব্যক্তি বলেন—তাঁহারা বলেন ভারতীতীর্থের উপাধি বিদ্যারণ্য, সুতরাং ইঁহারা একব্যক্তি। এই শ্লোকে টীকাকার রামকৃষ্ণ ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য ও ঈশ্বরকে প্রণাম করায় ঈশ্বরৌ এই দ্বিবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। সং।

এস্থলে "ভারতীতীর্থযতীন্দ্রচতুরাননাৎ" বাক্যে, স্পষ্টতঃ মাধবাচার্য্যের গুরু যে ভারতীতীর্থ তাহাই নিরূপিত হয়। মাধবাচার্য্য ও বিদ্যারণ্য অভিন্ন। মাধবাচার্য্যের সন্ন্যাসাশ্রমের নামই বিদ্যারণ্য। সুতরাং ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্যের (মাধবাচার্য্যের) গুরু। আর বিদ্যাতীর্থ ভারতীতীর্থের গুরু ও বিদ্যারণ্যের পরমগুরু। বিদ্যারণ্য কোনও স্থলে বিদ্যাতীর্থকে, কোনও স্থলে ভারতীতীর্থকে এবং কোথাও বা শঙ্করানন্দকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিদ্যারণ্য তাহার পরমগুরু বিদ্যাতীর্থের নিকট ও তাঁহার অন্তর্ধানে ভারতীতীর্থের নিকট এবং শঙ্করানন্দের নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। *

পঞ্চদশীর টীকাকার রামকৃষ্ণের মঙ্গলাচরণ শ্লোক দৃষ্টে প্রতীতি হয় ভারতীতীর্থই পূর্ব্বতন। কারণ, বিদ্যারণ্যের পূর্ব্বে ভারতীতীর্থের ব্যবহার রহিয়াছে। আমাদের মনে হয় ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য উভয়ে মিলিয়া পঞ্চদশী রচনা করেন। সম্ভবতঃ কয়েক পরিচ্ছেদ ভারতীতীর্থের রচিত। এই জন্যই বিদ্যারণ্য-শিষ্য রামকৃষ্ণ উভয়কেই প্রণাম করিয়াছেন। অবশ্য পরমগুরু বলিয়াও প্রণাম করা সম্ভব।

---

* এস্থলে শৃঙ্গেরীমঠের প্রামাণিক গুরুপরম্পরামধ্যে দেখা যায়— বিদ্যাশঙ্করতীর্থ ১২২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (১০৫ বৎসর) গুরুপীঠে আসীন ছিলেন। ইনি সোমনাথ বা ভোগনাথ এবং মাধব এই দুই ব্যক্তিকে শিষ্য করেন এবং প্রথমের নাম দেন ভারতী কৃষ্ণতীর্থ এবং মাধবের নাম দেন বিদ্যারণ্য। ভারতী কৃষ্ণতীর্থ ১৩২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ (৫২ বৎসর) গুরুপীঠে অবস্থিতি করেন। তৎপরে বিদ্যারণ্য ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দ (৫৫ বৎসর) গুরুপীঠে অবস্থান করেন। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করিলে অনেক সংশয় দূর হয়। বিদ্যারণ্য পঞ্চদশীতে যে শঙ্করানন্দকে প্রণাম করিয়াছেন তিনিই সুতরাং বিদ্যাশঙ্করতীর্থ। বৈয়াসিকন্যায়মালায় বিদ্যারণ্য যে বিদ্যাতীর্থকে প্রণাম করিয়াছেন তিনিও ঐ বিদ্যাশঙ্করতীর্থ। শঙ্করবিজয়েও সেই বিদ্যাতীর্থকে প্রণাম করিতে দেখা যায়। সং।

কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে অপ্পয়দীক্ষিত যে "ভারতীতীর্থাঃ ধ্যানদীপে" লিখিয়াছেন তাহা সঙ্গত হইতে পারে। ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য (মাধবাচার্য্য) অভিন্ন নহেন, তাহা মাধবের স্বীয় উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। ন্যায়মালাবিস্তরের বাক্যই ইহার বলবৎ প্রমাণ। ভারতীতীর্থ যখন বিদ্যারণ্যের গুরু তখন উভয়ে সমসাময়িক। সুতরাং ভারতীতীর্থের স্থিতিকাল চতুর্দ্দশ শতাব্দী। "বৈয়াসিকন্যায়মাল"ই ভারতীতীর্থের অক্ষয়কীর্ত্তি। এই গ্রন্থ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পুণা আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজে পণ্ডিত শিবদত্তের সম্পাদনায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা লোটাস্ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত বেদান্তদর্শনের সহিত "বৈয়াসিকন্যায়মালা" প্রকাশিত হইতেছে। ঐ সংস্করণেও "বৈয়াসিকন্যায়মালা" বিদ্যারণ্যের রচিত বলিয়া মুখপত্রে উল্লিখিত আছে। আমাদের মনে হয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহোদয় এস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। *

"বৈয়াসিকন্যায়মালা" ভারতীতীর্থেরই রচিত, ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য অভিন্ন নহেন। ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্যের গুরু। আর বিদ্যাতীর্থ ভারতীতীর্থের গুরু ও বিদ্যারণ্যের পরমগুরু।

"বৈয়াসিকন্যায়মালা" মাধবাচার্য্যের "জৈমিনীন্যায়মালার"

---

* বৈয়াসিক ন্যায়মালা ভারতীতীর্থের রচিত, ইহার প্রমাণ উক্ত গ্রন্থশেষে দেখা যায়, যথা—"ভারতীতীর্থমুনিপ্রণীতায়াং বৈয়াসিক-ন্যায়মালায়াম্" ইত্যাদি। নচেৎ প্রসিদ্ধি এই যে, ইহা বিদ্যারণ্যকৃত। যথা, পীতাম্বর পণ্ডিতকৃত বৃহৎ ব্যাখ্যা সহ পঞ্চদশীর ভূমিকা প্রভৃতি। বিদ্যারণ্য ও ভারতীতীর্থ এক সময়েই শৃঙ্গেরী পীঠে আসীন থাকায় পঞ্চদশীর টীকায় রামকৃষ্ণ দুইজনকে প্রণাম করিয়াছিলেন বোধ হয়। নচেৎ কতকটা ভারতীতীর্থের এবং কতকটা বিদ্যারণ্যের কৃত এরূপ সম্ভব মনে হয় না। বিদ্যারণ্য ভিন্ন ভারতীতীর্থকে সম্পূর্ণ গুরুর ন্যায় প্রণাম করেন নাই। এই জন্যও বৈয়াসিকন্যায়মালা বিদ্যারণ্যেরই বলা হয়। সং।

অনুরূপ। বোধ হয় বিদ্যারণ্য বৈয়াসিকন্যায়মালার অনুকরণে "জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর"ও রচনা করেন। উভয় গ্রন্থেরই রচনাভঙ্গী এক রকম। প্রত্যেক অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত, শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। কণ্ঠস্থ করিবার পক্ষে ইহা বড়ই সহজ হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী স্থল (দ্বিতীয় সূত্র ১।১) উদ্ধৃত করা হইল।

"লক্ষণং ব্রহ্মণো নাস্তি কিং বাঽস্তি, নহি বিদ্যতে।
জন্মাদেরন্যনিষ্ঠত্বাৎ সত্যাদেশ্চাপ্রসিদ্ধিতঃ॥
ব্রহ্মনিষ্ঠং কারণত্বং স্যাল্লক্ষ্মস্রগভুজঙ্গবৎ।
লৌকিকান্যেব সত্যাদীন্যখণ্ডং লক্ষয়ন্তি হি॥"

এইরূপে পদ্যে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিয়া অতি সরল ভাবে গদ্যে পূর্ব্বপক্ষ ও উভয়পক্ষ করিয়া প্রত্যেক অধিকরণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভারতীতীর্থ বলেন—শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য, অধ্যায়-প্রতিপাদ্য ও পাদ-প্রতিপাদ্য অর্থ জানিয়া তবে শাস্ত্র-সঙ্গতি, অধ্যায়-সঙ্গতি ও পাদ-সঙ্গতি, এই তিন প্রকার সঙ্গতির বিচার সম্ভব।

"শাস্ত্রেঽধ্যায়ে তথা পাদে ন্যায়সঙ্গতয়স্ত্রিধা।
শাস্ত্রাদিবিষয়ে জ্ঞাতে তত্তৎ সঙ্গতিরূহ্যতাম্॥"

অবান্তর-সঙ্গতি বা অধিকরণ সঙ্গতি অনেক প্রকার, যথা—আক্ষেপসঙ্গতি, দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি, প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি ইত্যাদি। এই সকল সঙ্গতির অনুবলেই বিচার সম্ভব।

ভারতীতীর্থ চারিটী শ্লোকে চতুরধ্যায়ের তাৎপর্য্য প্রদান করিয়াছেন। শাঙ্কর-সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিবার জন্যই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের চারি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—

প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য যথা—

"সমন্বয়ে স্পষ্টলিঙ্গমস্পষ্টত্বেঽপ্যুপাস্যগম্।
জ্ঞেয়গং পদমাত্রঞ্চ চিন্ত্যং পাদেষ্বনুক্রমাৎ॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্য্য এই—

"দ্বিতীয়ে স্মৃতিতর্কাভ্যামবিরোধোঽন্যদুষ্টতা।
ভূতভোক্তৃশ্রুতেলিঙ্গ শ্রুতেরপ্যবিরুদ্ধতা।"

তৃতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্য্য যথা—

"তৃতীয়ে বিরতিস্তত্ত্বং পদার্থপরিশোধনম্।
গুণোপসংহৃতির্জ্ঞানবহিরঙ্গাদিসাধনম্॥"

চতুর্থ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য যথা—

"চতুর্থে জীবতো মুক্তিরুৎক্রান্তের্গতিরুত্তরা।
ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্রহ্মলোকাবিতি পদার্থসংগ্রহঃ॥"

ভারতীতীর্থ, এরূপভাবে অধিকরণগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তাহা অতি সহজেই সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে। শাঙ্করমতে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্যগ্রহণের পক্ষে "বৈয়াসিকন্যায়মালা" উপযোগী গ্রন্থ। অধিকরণসংখ্যা সম্বন্ধে অমলানন্দের সহিত ভারতী তীর্থের পার্থক্য আছে। অমলানন্দের মতে ১৯১টা ও ভারতীতীর্থের মতে ১৯২টা অধিকরণ।

আচার্য্য শঙ্করানন্দ
(১৪শ শতাব্দী)

আচার্য্য শঙ্করানন্দও বিদ্যারণ্যের শিক্ষাগুরু ছিলেন। বিদ্যারণ্য পঞ্চদশীর মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শঙ্করানন্দকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন, যথা—

"নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজন্মনে।
সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মণে॥"

বিদ্যারণ্য 'বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে'র মঙ্গলাচরণশ্লোকেও শঙ্করানন্দকে গুরুরূপে বন্দনা করিয়াছেন, যথা—

"স্বমাত্রয়ানন্দয়দত্র জন্তূন্ সর্ব্বাত্মভাবেন তথা পরত্র।
যচ্ছঙ্করানন্দপদং হৃদব্জে বিভ্রাজতে তদ্‌যতয়ো বিশন্তি॥"

শঙ্করানন্দের স্থিতিকাল চতুর্দ্দশ শতাব্দী। শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৩৫০) তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। তিনি আচার্য্য শঙ্করের মতই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। ইনি অদ্বৈতবাদী আচার্য্য ছিলেন। উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি রচনা করায় ইহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্যই বিদ্যারণ্য ইহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

শঙ্করানন্দের রচিত গ্রন্থ

ব্রহ্মসূত্র-দীপিকা—শাঙ্করভাষ্য ব্যাখ্যাচ্ছলেই শঙ্করানন্দ "ব্রহ্ম-সূত্র-দীপিকা" নামক ব্রহ্মসূত্র বৃত্তি রচনা করেন। "ব্রহ্মসূত্র-দীপিকা"র মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে ইনি লিখিয়াছেন, যথা—

"শঙ্করস্য নমস্কারং কৃত্বা শঙ্করভাষ্যগা।
সূত্রব্যাখ্যা হিরুক্ শ্রোতুঃ সুখার্থং ক্রিয়তে ময়া"

ইনি এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমশিক্ষার্থীর পক্ষে এই গ্রন্থখানি বড়ই উপযোগী। এই "ব্রহ্মসূত্রদীপিকা" বেনারস্ সংস্কৃত সিরিজে রামশাস্ত্রীতৈলঙ্গ মহোদয়ের সম্পাদনায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

শঙ্করানন্দের গীতার টীকা—ইহা সমধিক প্রসিদ্ধ। এই টীকা সহ গীতা পুণা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অতি সরল ভাষায় ও সহজ ভাবে গীতার তাৎপর্য্য ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। এই টীকা বাস্তবিকই অতি মনোরম। সাধকের পক্ষে ইহা কণ্ঠহার বিশেষ। যোগসাধনের অনেক রহস্য অতি উত্তমরূপে ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

উপনিষদ্-বৃত্তি—ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয় ও কৌষিতকী প্রভৃতি বহু উপনিষদের উপর শঙ্করানন্দ-কৃত দীপিকা আছে। এই সকল দীপিকা পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই শাঙ্করমতের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মতবাদেও তিনি শঙ্করের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। সাধারণের পক্ষে শঙ্করানন্দের দীপিকা বড়ই সহজ বোধগম্য হইয়াছে। শুনা যায় ১০৮ উপনিষদেরই উপর ইঁহার টীকা আছে।

আত্মপুরাণ—ইহা শঙ্করানন্দের অন্যতম অতুলনীয় কীর্ত্তি। ইহাতে অদ্বৈতবাদের প্রায় যাবতীয় সিদ্ধান্ত, শ্রুতি-রহস্য, যোগসাধন-রহস্য প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা এমনই সরল এবং এমন হৃদয়গ্রাহী যে দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। অতি জটিল দার্শনিক সিদ্ধান্ত এমন সরলভাবে ইহাতে বুঝান হইয়াছে যে একমুখে প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। অদ্বৈতবেদান্ত সাহিত্যের ইহা একটী অমূল্য রত্ন। সরলতায় বিশদতায় ইহার তুলনা নাই। ইহা কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। সং।

"ব্রহ্মসূত্রদীপিকাও" এত সহজ যে তাহা হইতে প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ বিদ্যার্থীর পক্ষেও সম্ভব। আমরা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম। ১।১।১ সূত্রের দীপিকাটী এইরূপ —"অথ শব্দঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যানন্তর্য্যমাহ। অতঃ শব্দো হেত্বর্থঃ। জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। যস্মাদগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাঽনিত্যফলং ব্রহ্মজ্ঞানং চাঽনন্তফলং তস্মাচ্ছম-দমাদিসাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যনন্তরং ব্রহ্মণো বক্ষ্যমাণলক্ষণস্য জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যেতি বাক্যশেষঃ।"

অতি সংক্ষেপে সরলভাবে সূত্রার্থ বিবৃত করায় দীপিকা সাধারণের বেশ উপযোগী হইয়াছে। ইহা বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

শঙ্করানন্দ অথর্ব্বশিখা প্রভৃতি উপনিষদের উপরেও দীপিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত "উপনিষদাং সমুচ্চয়ঃ" নামক সংগ্রহের ৩২ খানি উপনিষদ্ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সংস্করণে শঙ্করানন্দের দীপিকা প্রকাশিত হইয়াছে। *

শ্রীমন্ মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর
(১৪শ শতাব্দী)

শ্রীমন্ মাধবাচার্য্য ও বেদান্তদেশিক সমসাময়িক। বিদ্যার্থী অবস্থায় উভয়ে কাঞ্চীনগরীতে একত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য বিজয়নগর রাজ্যের সংস্থাপক। ১৩৩৫ বা ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজয়নগর রাজ্য সংস্থাপন করিয়া রাজ্যের মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার জন্ম ও চতুর্দ্দশের শেষভাগে মৃত্যু হয়। তিনি একশত বৎসরের অধিককাল জীবিত ছিলেন। মাধবাচার্য্যের পিতার নাম মায়ন ও মাতার নাম শ্রীমতী এবং বেদভাষ্যকার সায়ন ও ভোগনাথ দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। সূত্র বোধায়ন, গোত্র ভরদ্বাজ ও যজুঃশাখীর ব্রাহ্মণকুলে মাধবের জন্ম হইয়াছিল। তিনি 'পরাশরমাধবে'র আরম্ভ শ্লোকে নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যথা—

* একটী প্রবাদ অনুসারে শঙ্করানন্দও শৃঙ্গেরীমঠাধীশ ছিলেন। কিন্তু প্রামাণিক মঠগুরু-তালিকায় শঙ্করানন্দ নামে একজন ১৪২৮ হইতে ১৪২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঠাধীশ ছিলেন। বিদ্যারণ্য ১৩৩১ হইতে ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঠাধীশ-ছিলেন। একেত্রে এই শঙ্করানন্দ বিদ্যারণ্যের গুরু হইতে পারেন না এরূপ মতও আছে। এ'জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে বিদ্যাশঙ্কর তীর্থই (১২২৮—১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) এই শঙ্করানন্দ।

"শ্রীমতী জননী যস্য সুকীর্ত্তির্মায়ণঃ পিতা।
সায়ণোভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধী সহোদরৌ॥
বৌধায়নং যস্য সূত্রং শাখা যস্য চ যাজুষী।
ভারদ্বাজং যস্য গোত্রং সর্ব্বজ্ঞঃ স হি মাধবঃ॥"

মাধবাচার্য্যের কুলনাম সায়ণ বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের প্রারম্ভ-শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন—

"শ্রীমৎসায়ণদুগ্ধাব্ধিকৌস্তুভেন মহৌজসা।
ক্রিয়তে মাধবাচার্য্যেণ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ॥

"পূর্ব্বেষামতিদুস্তরাণি সুতরামালোচ্য শাস্ত্রাণ্যসৌ শ্রীমৎ সায়ণ-মাধবঃ প্রভুরুপন্যাস্থৎ সতাং প্রীতয়ে।" (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ) "মাধবীয়-ধাতুবৃত্তি"র আদিম শ্লোকে পিতা মায়ণকেও সায়ণ উপাধিতে ভূষিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"অস্তি শ্রীসঙ্গমক্ষ্মাপঃ পৃথ্বীতলপুরন্দরঃ।
তস্য মন্ত্রিশিখারত্নমস্তি মায়ণসায়ণঃ॥"

পিতৃনামের পরে সায়ণ শব্দ ব্যবহার করায় প্রতীত হয় যে সায়ণ মাধবের কুলনাম। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বোধ হয় কুলনামেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মাধবপরাশর গ্রন্থে তাই "সায়ণো-ভোগনাথশ্চ" বাক্যে কুলনামেই বেদভাষ্যকারের উল্লেখ রহিয়াছে। তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে পাঠভেদ আছে। তৈত্তিরীয়সংহিতার ভাষ্যে দেখিতে পাই "আদিশন্ মাধবাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে" এরূপ উপক্রমে আরম্ভ করিয়া সহাহ নৃপতিং রাজন্ সায়ণার্য্যোমমানুজঃ" এইরূপে সমাপ্ত হইয়াছে। * এ স্থলেও সায়ণ বলিতে কুলনাম বুঝানই সম্ভবপর। যে স্থলে "সায়ণমাধবীয়" উল্লেখ আছে, সে স্থলেও কুলনামই সঙ্গত এবং যে স্থলে "সায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে" এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে, সে স্থলে মাধবের আজ্ঞায় সায়ণ

* তৈত্তিরীয়সংহিতা—কলিকাতার সংস্করণ ১৮৬০ খৃঃ অব্দ।

লিখিয়াছেন এরূপ অর্থগ্রহণই যুক্তিযুক্ত। আর কুলনামে প্রসিদ্ধি অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। অতএব "সায়ণ" মাধবাচার্য্যের কুলনাম হইবে।

বিদ্যারণ্যের গুরু সম্বন্ধে একটু বিচার আবশ্যক। তিনি "বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে"র আরম্ভে শঙ্করানন্দকে নমস্কার করিয়াছেন এবং সমাপ্তিতে বিদ্যাতীর্থকে গ্রন্থার্পণ করিয়াছেন। আরম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীশঙ্করানন্দপদং হৃদব্জে বিভ্রাজতে তদ্‌যতয়ো বিশন্তি" এবং গ্রন্থসমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—

"যদ্‌বিদ্যাতীর্থগুরবে শুশ্রূষাহন্যা ন রোচতে তস্মাৎ।
অন্বেষা ভক্তিযুতা শ্রীবিদ্যাতীর্থপাদয়োঃ সেব্যা ॥"

সায়ণাচার্য্যও বেদভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্ ॥"

এতদ্দৃষ্টে মনে হয় বিদ্যাতীর্থ, মাধব ও সায়ণ উভয়েরই গুরু। বিদ্যাতীর্থ ভারতীতীর্থেরও গুরু। "বৈয়াসিকন্যায়মালা"র প্রারম্ভ-শ্লোকে ভারতীতীর্থ আবার বিদ্যাতীর্থকে গুরুরূপে নমস্কার করিয়াছেন, যথা—

"প্রণম্য পরমাত্মানং শ্রীবিদ্যাতীর্থরূপিণম্।
বৈয়াসিকন্যায়মালা শ্লোকৈঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটম্ ॥"

"জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে" মাধবাচার্য্য ভারতীতীর্থকে গুরুরূপে নমস্কার করিয়াছেন, যথা—

"স ভব্যাদ্ ভারতীতীর্থযতীন্দ্রচতুরাননাৎ।
কৃপামব্যাহতাং লব্ধ্বা পরার্ধ্যপ্রতিমোঽভবৎ ॥"

এই প্রমাণে মনে হয় বিদ্যাতীর্থ মাধবাচার্য্যের পরমগুরু ও ভারতীতীর্থের গুরু। অথবা প্রথমে বিদ্যাতীর্থ গুরু ছিলেন, পরে তাঁহার দেহান্ত হওয়ায় ভারতীতীর্থের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। "পঞ্চদশী"র প্রারম্ভে ও "প্রমেয় সংগ্রহে"র প্রারম্ভে

শঙ্করানন্দকে প্রণাম করায় প্রতীত হয় যে তিনিও বিদ্যারণ্যের শিক্ষক। এ ভাবে সম্ভবতঃ তিন জনই মাধবাচার্য্যের (বা বিদ্যারণ্যের) গুরু। গৃহস্থাশ্রমে বিদ্যাতীর্থ ও ভারতীতীর্থের নিকট শিক্ষিত ও দীক্ষিত এবং পরে সন্ন্যাসাশ্রমে শঙ্করানন্দের নিকট শিক্ষিত হইয়াছিলেন। এ ভাবে গ্রহণ করিলে আমাদের মনে হয় কোনও অসঙ্গতি হয় না।

মাধবাচার্য বিজয়নগর রাজ্যের মন্ত্রিত্ব করিয়া বৃদ্ধবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ হন। এ বিষয়ে ইতিবৃত্তই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মাধবাচার্য্য বিজয়নগরাজ বীরবুক্কের মন্ত্রী ছিলেন। মাধবাচার্য্য অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভাবলে সমস্ত দক্ষিণ-ভারত হইতে মুসলমান-শাসন বিদূরিত করেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিককাফুর মাদুরা প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। বিদ্যারণ্য ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে মাদুরার মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করেন এবং বিজয়নগর রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। ১৩৩৫ বা ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য সংস্থাপিত হয় এবং ৩০ বৎসরের মধ্যে মাধবের পরিচালনায় বিজয়নগর দক্ষিণ-ভারতে একচ্ছত্র রাজ্যরূপে পরিণত হয়। মুসলমান-শাসন দক্ষিণ-ভারত হইতে বিদূরিত হয়। মাধবের প্রতিষ্ঠিত বিজয়নগর রাজ্য অন্ততঃ দুইশত বৎসরকাল স্বাধীন ছিল। মাধবও চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য বা কৌটিল্যের সহিত তুলিত হইতে পারেন। উভয়েই নূতন রাজ্য সংস্থাপন করেন ও শেষ বয়সে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। ইঁহারা উভয়েই অসাধারণ বিদ্বান্ ও গ্রন্থকার। উভয়েরই অতিমানুষ প্রতিভা ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উভয়েই দক্ষ ও কুশল। মাধবের জীবন কেবল রাজনীতির সেবায়ই ব্যয়িত হয় নাই। রাজকার্য্যের অবসরে তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষার ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

বীর বুক্কের মন্ত্রীরূপে তিনি তাঁহার আদেশে জয়ন্তীপুরে কিছুকাল রাজত্বও করিয়াছিলেন। * তাঁহার শাসনগুণে ঐ দেশ বেশ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি কোঙ্কন প্রদেশের রাজধানী গোয়া অধিকার করেন এবং মুসলমানকর্ত্তৃক উন্মূলিত সপ্তনাথ প্রভৃতি দেবতার বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ‡ রাজকার্য্যে তাঁহার দক্ষতা সর্ব্বজন-বিদিত। মাধবের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। তিনি একাধারে দার্শনিক, কবি, বৈয়াকরণ, স্মৃতিসংগ্রহকার, সর্ব্বদর্শন-পারদর্শী এবং রাজনীতিক। এরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলন অতি বিরল। মাধব যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

মাধব ব্যাকরণ সম্বন্ধে "মাধবীয়ধাতুবৃত্তি" রচনা করিয়াছেন; পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে "জৈমিনীয় ন্যায়মালা" ও তট্টীকা "বিস্তর" প্রণয়ন করেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে "পরাশরসংহিতা"র উপর "পরাশরমাধব" নামক নিবন্ধ আছে। এরূপ ব্যাখ্যা বোধ হয় কোনও স্মৃতিসংহিতায় আর নাই। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথিও বোধ হয় এরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। পরাশরে যে সকল অংশ নাই, অন্যান্য স্মৃতি হইতে সেই সকল সংগ্রহ করিয়া শ্লোকাকারে তিনি "পরাশরমাধবে" সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পরাশরমাধব, স্মৃতিশাস্ত্রের ভিতর একখানি প্রামাণিক টীকা।

সর্ব্বদর্শনের সারসঙ্কলনস্বরূপ "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ" তাহার অক্ষয় কীর্ত্তি। পঞ্চপাদিকাবিবরণের উপর "বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ" নামক প্রমেয়বহুল নিবন্ধ, দার্শনিক রাজ্যে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে। মাধবাচার্য্য স্কন্দপুরাণের (উপপুরাণ) অন্তর্গত "সূতসংহিতার" উপর

* পুণা আনন্দাশ্রমের প্রকাশিত রুদ্রভাষ্যের ভূমিকা ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ পুণা আনন্দাশ্রমের প্রকাশিত রুদ্রভাষ্যের ভূমিকা ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। *

মাধবাচার্য্য সন্ন্যাসগ্রহণের পরে বৃদ্ধবয়সে বোধ হয় পঞ্চদশী, অপরোক্ষানুভূতির টীকা অনুভূতিপ্রকাশ, বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিক-সার, ছান্দোগ্য-উপনিষদ্‌দীপিকা, জীবন্মুক্তিবিবেক, ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয়-উপনিষদের দীপিকা রচনা করেন। ‡

পঞ্চদশীর ন্যায় এরূপ কবিত্বপূর্ণ প্রমেয়বহুল সুখপাঠ্য দার্শনিক গ্রন্থ আর নাই। মাধবীয় ধাতুবৃত্তির ন্যায় ব্যাকরণের গ্রন্থ, পরাশর-মাধবের ন্যায় স্মৃতি-নিবন্ধ, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের ন্যায় টীকা নিবন্ধ এবং জৈমিনীয়ন্যায়মালা ও বিস্তরের ন্যায় মীমাংসা-গ্রন্থ, আর সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের ন্যায় সংগ্রহ-গ্রন্থ যাঁহার লেখনীপ্রসূত, তাঁহাকে প্রকৃত সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বলাই যুক্তিযুক্ত। অপ্পয়দীক্ষিতের মতে তিনিই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। তিনি যখন যে বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতেন, তখনই সেই বিষয়ে অবলীলাক্রমে অবতারণ করিতে পারিতেন। পরস্পরবিরুদ্ধ মতেও তিনি গ্রন্থাদির রচনা করিতে পারিতেন। বাস্তবিক মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্যকে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বলা যাইতে পারে। মাধব একদিকে যেমন কর্ম্মীর শ্রেষ্ঠ, আবার অন্যদিকে তেমন ত্যাগীরও গুরু। একদিকে অক্লান্ত কর্ম্মী ও অন্যদিকে সর্ব্ব-কর্ম্মসন্ন্যাসী। এরূপ অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পৃথিবীতে বিরল। যিনি রাজনীতিকের চূড়ামণি তিনিই আবার সন্ন্যাসীর অগ্রণী। যিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিজয়নগরের মন্ত্রী তিনিই আবার সন্ন্যাস আশ্রমে শৃঙ্গেরী মঠের কর্ণধার।

বিদ্যারণ্যের হৃদয়ের উদারতা সবিশেষ পরিস্ফুট। তিনি বিজয়নগরের মন্ত্রী হইলেন, কিন্তু বাল্যবন্ধু বেঙ্কটনাথকে ভুলেন নাই। বোধ হয় দেশিক বিদ্যারণ্য (মাধবাচার্য্য) হইতে বয়সে বড়

* শঙ্করদিগ্‌বিজয়ও মাধবাচার্য্যের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

‡ বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহও সন্ন্যাসগ্রহণের পরে বিরচিত হইতে পারে।

ছিলেন। দেশিকের পাণ্ডিত্যের প্রতি মাধবের শ্রদ্ধাও ছিল। এই জন্যই দেশিককে তিনি বিজয়নগরে আহ্বান করিয়াছিলেন। যে সময় মাধবের সহিত কোন মধ্বমতাবলম্বী আচার্য্যের বিচার হয়, তখন দেশিককে মধ্যস্থ নিযুক্ত করাও মাধবের উদারতার পরিচয়; দেশিক রামানুজমতাবলম্বী আর মাধবাচার্য্য শাঙ্করমতবলম্বী। কতদূর বিশ্বাস থাকিলে এরূপ বিরুদ্ধমতবাদীকে মধ্যস্থতার জন্য আহ্বান করা যাইতে পারে তাহা সহজেই বুঝা যায়। তদ্ব্যতীত ইহাতে নিজমতের দৃঢ়তারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মাধবাচার্য্যের দানশক্তিও প্রশংসনীয়। তাম্রপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ১৩১৩ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে প্রজাপতি নামক সংবৎসরে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যা তিথিতে সূর্য্যগ্রহণে বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক মাধবাচার্য্য "কুচ্চর" নামক গ্রামের নাম মাধবপুরে পরিণত করিয়া ২৪ জন ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে তাহার স্থিতিকাল। বোধ হয় ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে পরে মাধব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য মাধবাচার্য্যের ভ্রাতা। বোধ হয়, মাধবাচার্য্যের নির্দ্দেশানুসারেই তিনি ভাষ্য প্রণয়ন করেন মাধবাচার্য্যের জীবনের কার্য্যাবলী অনুকরণীয়। ভারত-ইতিহাসে এই সকল উজ্জ্বল রত্নের কোনও আদর নাই। ভারতবাসী যেন আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হইয়াছে। দেশের কীর্ত্তি, পুণ্যশ্লোক-জীবনগুলি এ জাতি যেন ভুলিয়া গিয়াছে। ইতিবৃত্ত বাদ দিয়া বিজয়নগরে রাজ্য সংস্থাপন ও গ্রন্থকর্তৃত্বের বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, মাধবাচার্য্য (বিদ্যারণ্য) পৃথিবীর মধ্যে একজন অসামান্য পুরুষ ছিলেন।

মাধবাচার্য্যের গ্রন্থের বিবরণ

১। **মাধবীয় ধাতুবৃত্তি**—ইহা ব্যাকরণের গ্রন্থ। কাশীধামে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। কাহারও মতে মাধবীয়ধাতুবৃত্তি সায়নাচার্য্যের বিরচিত।

২। **পরাশর মাধব**—এই গ্রন্থ পরাশরসংহিতার ব্যাখ্যা। ইহা কলিকাতা এশিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন আর এই সংস্করণ পাওয়া যায় না। পরাশর যে সকল বিষয়ের অবতারণা করেন নাই, সেই সকল বিষয়ও অন্যান্য সংহিতা হইতে এই গ্রন্থে সঙ্কলন করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে পরাশরমাধব প্রামাণিক। এই গ্রন্থ আচার কাণ্ড, প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ড ও ব্যবহারকাণ্ড এই কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত। ব্যবহারকাণ্ড বোধ হয় মাধবাচার্য্য সঙ্কলন করিয়াছেন।

৩। **জৈমিনীয় ন্যায়মালা-বিস্তর**—ইহাতে পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের অধিকরণগুলি আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈয়াসিকন্যায়-মালার অনুকরণে ইহা লিখিত। প্রথম শ্লোকে অধিকরণের তাৎপর্য্য প্রদান করিয়া, পরে শ্লোক সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ন্যায়-মালার টীকাই "বিস্তর"। সটীক ন্যায়মালা, পুণা আনন্দশ্রম হইতে প্রকাশিত।

৪। **সূতসংহিতার টীকা**—এই সূতসংহিতা স্কন্দপুরাণের অন্তর্ভুক্ত। সূতসংহিতায় বেদান্তের অদ্বৈত-মত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ইহার উপরে মাধবাচার্য্য অতি বিশদ ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। সটীক সূতসংহিতা পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। **বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ**—ইহা চতুঃসূত্রীর উপর পঞ্চপাদিকার ৯টী বর্ণকের ব্যাখ্যা। পঞ্চপাদিকার উপরে প্রকাশাত্মযতির বিবরণ

নামক নিবন্ধ অবলম্বন করিয়া বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ রচিত হইয়াছে। বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহের আরম্ভে তাহা বলাও হইয়াছে, যথা—

"ভাষ্যটীকাবিবরণং তন্নিবন্ধনসংগ্রহঃ।
ব্যাখ্যানব্যাখ্যেয়ভাবক্লেশহানায় রচ্যতে॥"

ভেদাভেদবাদপ্রসঙ্গে বিবরণের ভাষ্য ও যুক্তির সহিত "প্রমেয়-সংগ্রহে"র ভাষ্য ও যুক্তির অনেকাংশের ঐক্য আছে। *

বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াই পঞ্চপাদিকার নয়টী বর্ণক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের অধ্যয়নবিধির নিত্যত্বাদি বিচার প্রসঙ্গে যেরূপ পংক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, পরাশরমাধবেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ পংক্তির সাদৃশ্য উভয় গ্রন্থের এককর্তৃকত্বের নিদর্শন।

বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে বিজয়নগর সংস্কৃতসিরিজে রামশাস্ত্রী তৈলঙ্গ মহোদয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের অন্য নাম বিবরণোপন্যাস। শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশে অপ্পয়দীক্ষিত "বিবরণোপন্যাস" এই নাম লিখিয়াছেন। † রামানন্দ সরস্বতীর বিবরণোপন্যাস ইহা হইতে পৃথক্।

৬। **সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ**—এই গ্রন্থে চার্ব্বাক বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শন সকলের সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, রামানুজ, মধ্ব, শৈব, নাকুলীশ, পাশুপত, প্রত্যভিজ্ঞা, রসেশ্বর, পাণিনি, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় (অক্ষপাদ), বৈশেষিক (কণাদ) ও শাঙ্করমতের মর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে। পুণা আনন্দাশ্রম হইতে ইহা ১৮২৮ শকাব্দা অর্থাৎ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে শাঙ্করদর্শন আছে। কলিকাতার মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় ১৯৫০ সম্বতে অর্থাৎ ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে বঙ্গানুবাদ সহ এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

* বিবরণ ২৫০—২৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য এবং প্রমেয়সংগ্রহ ২৪১—২৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† সিদ্ধান্তলেশ ২৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও এক সংস্করণ আছে, কিন্তু এই উভয় সংস্করণেই শাঙ্করদর্শন নাই। এই দুই সংস্করণে "সর্ব্বদর্শন-শিরোমণিভূতং শাঙ্করদর্শনমন্যত্র নিরূপিতমিত্যত্রোপেক্ষিতমিতি" এইরূপ লেখা আছে। আনন্দাশ্রম হস্তলিখিত পুস্তক হইতে শাঙ্করদর্শনও প্রকাশিত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য সকলমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। ইনি কোনও পক্ষাবলম্বন অথবা সমালোচনাও করেন নাই। পক্ষপাতশূন্যভাবে ইনি সকল মতের সারমর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন। *

৭। **পঞ্চদশী**—ইহা বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ। ইহা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত যথা—তত্ত্ববিবেক, ভূতবিবেক, পঞ্চকোষবিবেক, দ্বৈতবিবেক, মহাবাক্যবিবেক, চিত্রদীপ, তৃপ্তিদীপ, কূটস্থদীপ, ধ্যানদীপ, নাটকদীপ, ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ, ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ, ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ। এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদযুক্ত সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি শ্লোকাকারে রচিত। পঞ্চদশীর নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে। বোম্বাই নির্ণয়-সাগরের সংস্করণ, কলিকাতায় মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণ, বঙ্গবাসীর সানুবাদ সংস্করণ (১৩১১ বঙ্গাব্দ) ও জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ আছে, ইত্যাদি। বোম্বাইয়ে রামকৃষ্ণের টীকা ও পীতাম্বর পণ্ডিতের হিন্দী ভাষাটীকা সহ এক সংস্করণ আছে। মহীরচন্দ্রও ভাষায় পঞ্চদশীর টীকা রচনা করিয়াছেন, ইহা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র ভাষায় এই গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে।

---

* সম্প্রতি পুণা হইতে ভাণ্ডারকর সিরিজে একখানি সটীক সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সর্ব্ববিষয়েই অতি উৎকৃষ্ট সংস্করণ হইয়াছে। বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতেও পণ্ডিত উদয়নারায়ণ সিংহ হিন্দি অনুবাদ সহ এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। কাউয়েল সাহেবের ইংরাজী অনুবাদও আছে। সং।

এই অনুবাদকারক বাবা গত্রে, পুণা হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গুর্জ্জর ভাষায়ও তিন জনে অনুবাদ করিয়াছেন। প্রথম হাঙ্কীভাই, ইঁহার অনুবাদ জামনগর হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় বিশ্বনাথ, ইঁহার অনুবাদ আমেদাবাদ হইতে প্রকাশিত। তৃতীয় অনুবাদক ইচ্ছা রামদেশাই, ইঁহার অনুবাদ বোম্বাই হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে। বোধ হয় পঞ্চদশী ভারতীয় সকল ভাষায়ই অনূদিত হইয়াছে।

পঞ্চদশীর বিচারকৌশল এত সরল যে প্রথম বিদ্যার্থীর পক্ষে গ্রন্থখানি বড়ই উপকারক। নানা প্রকার ভাষায় ইহা ভাষান্তরিত হওয়ায় গ্রন্থ যে সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। প্রকরণ-গ্রন্থের মধ্যে পঞ্চদশীর স্থান অতি উচ্চে।

৮। **অনুভূতি-প্রকাশ**—ইহা বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ এবং ইহাও শ্লোকাকারে রচিত। অদ্বৈতব্রহ্মবাদই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থখানি শাঙ্করমতানুসারী। নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। **অপরোক্ষানুভূতির টীকা**—মূল গ্রন্থ আচার্য্য শঙ্করকৃত। বিদ্যারণ্য ইহার অতি সুন্দর টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। সটীক অপরোক্ষানুভূতি বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতায় বহু সংস্করণ আছে। তন্মধ্যে প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহোদয় বঙ্গানুবাদ সহ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেই সটীক অপরোক্ষানুভূতি আছে। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক সংস্করণ ও বসুমতীর এক সংস্করণ আছে।

১০। **জীবন্মুক্তিবিবেক**—এই গ্রন্থে সন্ন্যাসীর যাবতীয় কর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছে। বিচারবলে সন্ন্যাসের যাবতীয় বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি বেশ উপাদেয়। ইহা পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত।

১১। **ঐতরেয় উপনিষদের দীপিকা**—ইহা শাঙ্করভাষ্যানুসারী

ঐতরেয় উপনিষদের ব্যাখ্যা। পুণা আনন্দাশ্রম সংস্করণে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১২। **তৈত্তিরীয় উপনিষদের দীপিকা**—এই নিবন্ধ শাঙ্কর-ভাষ্যানুসারী তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্যাখ্যা। পুণা আনন্দাশ্রম সংস্করণে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩। **ছান্দোগ্য উপনিষদের দীপিকা**—ইহাও শাঙ্কর ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যা এবং পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৪। **বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিকসার**—আচার্য্য শঙ্করকৃত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যের উপর সুরেশ্বরাচার্য্যের যে বৃত্তি আছে, সেই বৃত্তির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। পুণা আনন্দাশ্রম হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৫। **শঙ্কর-বিজয়**—ইহা আচার্য্য শঙ্করের জীবন-চরিত। এই গ্রন্থ মাধবাচার্য্যের রচিত কিনা তদ্‌বিষয়ে অনেকে সন্দিহান। ঐতিহাসিকতার অভাব এই গ্রন্থখানিতে পরিস্ফুট। ইহাতে শৃঙ্খলার অভাবও বেশ আছে। কাহারও কাহারও মতে মাধব নিজে এই গ্রন্থ লিখেন নাই, অন্য কাহাকেও লিখিতে আদেশ করায় তৎকর্ত্তৃক ইহা লিখিত হইয়াছে—এরূপও বলা হয়। শঙ্করবিজয়ের উপর ধনপতি সূরীর টীকা আছে। সটীক শঙ্কর-বিজয় পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।* শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতেও এক সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। এই শঙ্করবিজয়খানি আনন্দগিরি, চিদ্বিলাস ও সদানন্দের শঙ্করবিজয় হইতে পূর্ব্বে রচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।†

* সম্প্রতি পণ্ডিত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। উদ্বোধন পত্রিকায় ইহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। সং।

† হিতলাল মিশ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক অনূদিত সটীক মাধবীয় শঙ্করবিজয় ১৭৮৬ শকে কলিকাতায় প্রকাশিত

১৬। **কালমাধব**—এই কালমাধব গ্রন্থখানিও মাধবাচার্য্যের রচিত হইতে পারে। ইহা স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থ। বঙ্গদেশীয় স্মৃতি সংগ্রহকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও কালমাধবের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্মৃতি-সংগ্রহের মধ্যে ইহা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। এই কালমাধব কলিকাতা ও কাশী উভয় স্থান হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে।

মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্যের মতবাদ

আচার্য্য শঙ্করের মত-ব্যাখ্যাকল্পেই বিদ্যারণ্যের সকল প্রযত্ন। তাঁহার বৈদান্তিক গ্রন্থনিচয় শাঙ্করমত প্রতিপন্ন করিবার জন্যই রচিত। অন্যান্য অদ্বৈতাচার্য্যগণের মতের সহিত তাঁহার যে যে স্থলে পার্থক্য বা বিশেষত্ব আছে, তাহা প্রদর্শিত হইলেই বিদ্যারণ্যের মতবাদ অনুধাবন করা হইবে। বিদ্যারণ্য অদ্বৈতবাদী, তিনি ঐকান্তিক ভাবে শাঙ্কর মতের অনুসরণ করিয়াছেন। শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত করিতে অন্যান্য আচার্য্যগণের যেরূপ মৌলিকতা পরিদৃষ্ট হয়, বিদ্যারণ্যের মৌলিকতাও তদ্রূপ।

জীবেশ্বর-স্বরূপনিরূপণ-প্রতিবিম্ববাদ—প্রকটার্থবিবরণকারের মতে মায়া অনাদি অনির্ব্বাচ্য। ভূতপ্রকৃতিও চিন্মাত্রসম্বন্ধিনী। মায়াতে চিৎপ্রতিবিম্বই ঈশ্বর এবং মায়ার পরিচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রদেশে আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অবিদ্যাতে চিৎপ্রতিবিম্বই ঈশ্বর এবং মায়ার পরিচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রদেশে আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অবিদ্যাতে চিৎপ্রতিবিম্বই জীব। সংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি বলেন—অবিদ্যায় চিৎপ্রতিবিম্বই ঈশ্বর এবং অন্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিম্বই জীব।

হইয়াছিল। ধনপতি সূরীর টীকাটী ১৭৫৫ শকাব্দে রচিত। বিদ্যারণ্যকৃত ১০৮ উপনিষদের টীকাও আছে শুনা যায়। সং।

বিদ্যারণ্য স্বামী পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেকে বলিয়াছেন—'রজস্তমোঽনভিভূতশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়া, এবং তদভিভূতমলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যা।' মায়া ও অবিদ্যার এই ভেদ। মায়া-প্রতিবিম্ব ঈশ্বর, এবং অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব জীব।

বিদ্যারণ্য তত্ত্ববিবেকে লিখিয়াছেন—

চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥ ১৫
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ ১৬
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥" ১৭

প্রকৃতির দ্বিপ্রকারত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিও বলিয়াছেন—"জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি" ইতি।

সংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির মতে ঈশ্বর ও জীব প্রতিবিম্ব এবং ব্রহ্ম বিম্বস্থানীয়। ব্রহ্মই শুদ্ধ চৈতন্য। এই তিন প্রকার চৈতন্য তিনি স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যারণ্যের মতে চিৎ বা চৈতন্য চারিপ্রকার। তিনি "চিত্রদীপে" চারি প্রকার। চৈতন্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"কূটস্থো ব্রহ্ম জীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্ব্বিধা।
ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখে যথা।"

অর্থাৎ চৈতন্য চারিপ্রকার—কূটস্থচৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য, জীবচৈতন্য এবং ঈশ্বরচৈতন্য। যেমন এক আকাশ উপাধিভেদে ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ এবং মেঘাকাশ নামে প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ এক চৈতন্যই চারি প্রকার। ঘটমধ্যস্থিত পরিচ্ছিন্ন আকাশের নাম ঘটাকাশ, এবং অপরিচ্ছন্ন সর্ব্বব্যাপী আকাশের নাম মহাকাশ। ঘটশরাবপ্রভৃতিস্থিত জলে মেঘনক্ষত্রাদি সহিত প্রতিবিম্বিত যে অকোশ, তাহাকে জলাকাশ বলা যায় এবং উপরে

মহাকাশ মধ্যে বাষ্পরূপে অবস্থিত যে মেঘমণ্ডল দৃষ্ট হয়, তাহা জলের পরিণামবিশেষ; অতএব তাহাতেও আকাশের প্রতিবিম্ব অনুমান করা যায়। সেই প্রতিবিম্বিত আকাশের নাম মেঘাকাশ। বস্তুতঃ এক আকাশই চারিপ্রকার, সেইরূপ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের অধিষ্ঠানরূপে বর্ত্তমান, 'তদবচ্ছিন্নচৈতন্য' অর্থাৎ সর্ব্বাধারভূতচৈতন্য কূটের (পর্ব্বতশৃঙ্গ) ন্যায় যে নির্ব্বিকার, তাহাকেই কূটস্থ (চিরস্থির) বা সাক্ষিচৈতন্য বলা যায়। সর্ব্বাধারভূত কূটস্থ-চৈতন্যে কল্পিত যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধিতে সেই কূটস্থ চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব, যিনি সংসারযোগী, যিনি প্রাণ সকল ধারণ করেন এবং সংসারের সুখদুঃখে মগ্ন থাকেন, তিনিই জীব। অনবচ্ছিন্নচৈতন্য ব্রহ্ম এবং তদাশ্রিত মায়ান্ধকারে স্থিত সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধিবাসনাতে প্রতিবিম্বিত, চৈতন্যই ঈশ্বর; অর্থাৎ অন্তঃকরণ-উপাধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব এবং ধীবাসনোপরক্ত অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর। আকাশের দৃষ্টান্তানুবলে চৈতন্যের চাতুর্ব্বিধ্য সম্বন্ধে "চিত্রদীপে" বিদ্যারণ্য বলিতেছেন—

> ঘটাবচ্ছিন্নখে নীরং যত্তত্র প্রতিবিম্বিতঃ।
> সাভ্রনক্ষত্র আকাশো জলাকাশ উদীর্য্যতে॥
> মহাকাশস্য মধ্যে যন্মেঘমণ্ডলমীক্ষ্যতে।
> প্রতিবিম্বতয়া তত্র মেঘাকাশো জলে স্থিতঃ॥
> মেঘাংশরূপমুদকং তুষারাকারসংস্থিতম্।
> তত্র খপ্রতিবিম্বোঽয়ং নীরত্বাদনুমীয়তে॥
> অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ।
> কূটবন্নির্ব্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে॥
> কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিস্তত্র চিৎপ্রতিবিম্বকঃ।
> প্রাণানাং ধারণাজ্জীবঃ সংসারেণ যুজ্যতে॥ (১৯—২৩)

বিদ্যারণ্য "ব্রহ্মানন্দ" নামক পরিচ্ছেদে মাণ্ডূক্যোপনিষদে কথিত আনন্দময়কে জীব বলিয়াছেন। জীব সুষুপ্তিসংযোগে আনন্দময়।

যখন জাগ্রদাদি অবস্থার ভোগপ্রদ কর্ম্মের ক্ষয় হয়, তখন জীব নিদ্রিত হয়, অন্তঃকরণ বিলীন হয়। পুনরায় ভোগপ্রদ কর্ম্মবশে প্রবুদ্ধ হয়। তখন তদুপাধিক জীবকে বিজ্ঞানময় বলা হয়। সেই পূর্ব্বসুষুপ্তি সময়ে বিলীনাবস্থোপাধিক হইয়া আনন্দময়। মাণ্ডূক্যশ্রুতিও বলিয়াছেন "সুষুপ্তিস্থান ইত্যাদি"।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, আনন্দময় জীব হইলে ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদক বাক্যের অসঙ্গতি অনিবার্য্য।

এতদুত্তরে বলা হইয়াছে, সুষুপ্তজীবরূপ আনন্দময় প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর না হইলেও ঈশ্বরের সহিত অভেদ এইরূপ বিবক্ষা করিয়া ঈশ্বরত্ব বাক্য প্রভৃতি সঙ্গত হইতে পারে। পরমাত্মার যেরূপ আধিদৈবিক সবিশেষ তিনটী রূপ আছে, সেইরূপ অধ্যাত্মও তিনটী সবিশেষ রূপ আছে। নির্ব্বিশেষচৈতন্যের উপাধির যোগে সবিশেষ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক রূপ অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য। আধিদৈবিক সবিশেষ তিনটী রূপ ও শুদ্ধচৈতন্য "চিত্রদীপে" চিত্রপটের দৃষ্টান্তে বিদ্যারণ্য সমর্থন করিয়াছেন। যেমন স্বতঃশুভ্র পট ধৌত, অন্নবিলিপ্ত ঘট্টিত, কালীর আকারযুক্ত লাঞ্ছিত এবং বর্ণপূরিত রঞ্জিত—এক চিত্র পটেরই এই চারিটী অবস্থা, সেইরূপ মায়া ও তৎকার্য্যোপাধি রহিত পরমাত্মা শুদ্ধ। মায়োপহিত ঈশ্বর, অপঞ্চীকৃত-ভূতকার্য্য-সমষ্টিরূপ সূক্ষ্মশরীরোপহিত হিরণ্যগর্ভ এবং পঞ্চীকৃত ভূতকার্য্য-সমষ্টি স্থূলশরীরোপহিত বিরাট্, এক পরমাত্মই অবস্থাভেদে চারিপ্রকার। এই চিত্রপটস্থানীয় পরমাত্মায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিলপ্রপঞ্চ চিত্রস্থানীয়। যেমন চিত্রিত মনুষ্যদিগের পরিধেয় পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র সকল প্রকৃত না হইলেও চিত্রাধার প্রকৃত বস্ত্রের সদৃশরূপে কল্পিত হয়, তদ্রূপ প্রাণিমাত্রের পৃথক্ পৃথক্ জীবচৈতন্য সকল সর্ব্বাধার পরব্রহ্ম চৈতন্যের সমানরূপে কল্পিত হয়। সেই জীবসকল নানাবিধ সংসার-পথে পরিভ্রমণ করে। "চিত্রদীপে" বিদ্যারণ্য বলিতেছেন—

"যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্।
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থা-চতুষ্টয়ম্॥
যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্তর্যামী সূত্রাত্মা বিরাট্‌চাত্মা তথের্য্যতে॥
স্বতঃশুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতোবর্ণপূরণাৎ॥
স্বতশ্চিদন্তর্য্যামী তু মায়াবী, সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ।
সূত্রাত্মা, স্থূলসৃষ্টৈ্যব বিরাডিত্যুচ্যতে পরঃ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্যান্তাঃ প্রাণিনোঽত্র জড়া অপি॥
উত্তমাধমভাবেন বর্ত্তন্তে পটচিত্রবৎ॥
চিত্রার্পিতমনুষ্যাণাং বস্ত্রাভাসাঃ পৃথক্ পৃথক্।
চিত্রাধারেণ বস্ত্রেণ সদৃশা ইব কল্পিতাঃ॥
পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাসাশ্চৈতন্যাধ্যস্তদেহিনাম্।
কল্প্যন্তে জীবনামানো বহুধা সংসরন্ত্যমী॥"

(১—৭ শ্লোক চিত্রদীপ)

অধ্যাত্মভেদও তিন প্রকার, যথা—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ। সুষুপ্তি অবস্থায় অন্তঃকরণ বিলীন হইলে—অজ্ঞানমাত্র সাক্ষীই প্রাজ্ঞ, প্রাজ্ঞই আনন্দময়। স্বপ্নে ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরাভিমানী তৈজস এবং জাগরণে ব্যষ্টি স্থূলশরীরাভিমানী বিশ্ব। বিশ্বকে তৈজসে, তৈজসকে প্রাজ্ঞে প্রবিলয় করিয়া তুরীয় অবস্থাতে স্থিতিলাভই ব্রহ্মাত্মৈক্য।

"দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকে" বিদ্যারণ্য কূটস্থচৈতন্যকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া তিন প্রকার চৈতন্য অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই মাত্র বিশেষত্ব।

বিদ্যারণ্য জীব ও ঈশ্বর উভয়কেই প্রতিবিম্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যত রকমেই ব্যাখ্যা করুন, তিনি জীবেশ্বরপ্রতিবিম্ব-বাদই স্থাপন করিয়াছেন। "বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ" প্রকাশাত্মযতির পঞ্চপাদিকা-বিবরণের ব্যাখ্যাকল্পে রচিত হইলেও প্রতিবিম্ববাদ-

প্রসঙ্গে বিদ্যারণ্য বিবরণকারের মত অনুসরণ করেন নাই। বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির মতে, জীব প্রতিবিম্ব এবং ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়। তাঁহার মতে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবেই জীবেশ্বর-বিভাগ। বিদ্যারণ্য বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে বিবরণকারের মত সমর্থন করেন নাই। তিনি লিখিতেছেন—"তত্র বিম্বস্থানীয়ং ব্রহ্ম মায়াশক্তিমৎ কারণং জীবাশ্চ প্রত্যেকমবিদ্যানুবন্ধা ইতি কেচিৎ। মায়াবিদ্যা-প্রতিবিম্বিতং জগৎকারণং বিশুদ্ধব্রহ্মামৃতস্থানীয়ং জীবাশ্চাবিদ্যানুবন্ধা ইত্যন্যে"।

প্রথমে পক্ষে মায়াঽবিদ্যয়োর্ভেদঃ ব্রহ্মণশ্চ ন প্রতিবিম্বতা, দ্বিতীয়ে তু তদ্বিপরীত্যমিতি বিশেষঃ।

ব্রহ্মসিদ্ধিকারাস্তেবমাহুঃ "জীবা এব স্বাবিদ্যয়া প্রত্যেকং প্রপঞ্চাকারেণ ব্রহ্মণি বিভ্রাম্যন্তি। ব্রহ্ম তু মায়াবিশিষ্টং বিম্বরূপং প্রতিবিম্বরূপং বা ন জগৎকারণম্। যত্ত্বয়াদৃষ্টং তন্ময়া দৃষ্টমিতি সংবাদস্তু বহুপুরুষাবগতদ্বিতীয়চন্দ্রবৎ সাদৃশ্যাদুপপদ্যতে।"

স্বরূপেণাধিষ্ঠানত্বমপেক্ষ্য ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বব্যপদেশ ইত্যিষ্ট-সিদ্ধিকারাঃ প্রকারান্তরেণ বর্ণয়ন্তি। ব্রহ্মৈকমেব স্বাবিদ্যয়া জগদা-কারেণ বিবর্ত্ততে স্বপ্নাদিবদিতি।"

এ স্থলে প্রথমপক্ষ বিবরণকারের মত—মায়া ও অবিদ্যা ভিন্ন। ব্রহ্ম বিম্বস্থানীয় এবং জীব প্রতিবিম্ব। অন্য পক্ষে মায়া ও অবিদ্যা অভিন্ন। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিম্ব এবং শেষোক্ত পক্ষই বিদ্যারণ্যের সম্মত।

ব্রহ্মসিদ্ধিকার সুরেশ্বরের তাৎপর্য্যও জীবেশ্বর প্রতিবিম্ববাদের অনুকূল। বাস্তবিক জীবভাব ও ঈশ্বরভাব উভয়ই যখন ঔপাধিক, তখন জীবেশ্বরপ্রতিবিম্ববাদ অঙ্গীকারই শোভন। বিদ্যারণ্য প্রকাশাত্মের মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও এস্থলে বিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়াছেন। ভট্টকুমারিল যেমন স্বীয় বৃত্তিতে শাবরভাষ্য খণ্ডন করিয়াছেন, বিদ্যারণ্যও সেইরূপ করিয়াছেন।

ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব—বিদ্যারণ্যের মতে ঈশ্বর সর্ব্ববস্তুবিষয়ক সকল প্রাণীর ধীবাসনা-উপরক্ত জ্ঞানোপাধিক। ঈশ্বর সকলের বিষয়- বাসনার সাক্ষী বলিয়াই সর্ব্বজ্ঞ। প্রকটার্থকার বলেন—যেমন অন্তঃকরণ জ্ঞাতৃত্বের উপাধি, সেইরূপ মায়াও জ্ঞাতৃত্বের উপাধি; যেমন, জীবের স্বীয় উপাধি অন্তঃকরণের পরিণাম সকল চৈতন্য- প্রতিবিম্বগ্রাহী এবং তদ্‌যোগেই জ্ঞাতৃত্ব, সেইরূপ ব্রহ্মেও স্বীয় উপাধি মায়ার পরিণাম সকল চিৎপ্রতিবিম্বগ্রাহী, তৎপ্রতিবিম্বিতস্ফুরণে প্রপঞ্চ কালত্রয়বর্ত্তী হইলেও প্রত্যক্ষ হয় এবং ইহাই সর্ব্বজ্ঞত্ব। প্রকটার্থ- কারের মতে অতীত ও অনাগত প্রপঞ্চরূপ বিষয়ে ঈশ্বরীয় মায়াবৃত্তির প্রতিবিম্বরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ, কিন্তু তত্ত্বশুদ্ধিকারের মতে অতীতাদি বিষয়ে জীবের জ্ঞানের ন্যায় ঈশ্বরের জ্ঞানও পরোক্ষ।

এই সকল মতে জীবের উপমায় বা তুলনায় ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব নির্ণীত হইয়াছে। জীবের ন্যায় ব্রহ্মেরও চৈতন্য প্রতিবিম্বযুক্ত বৃত্তি- জ্ঞানবলে সর্ব্বজ্ঞত্ব, ইহাই নিরূপিত হইয়াছে।

কৌমুদীকার বলেন—স্বরূপজ্ঞানেই ব্রহ্মের স্বসংসৃষ্ট সর্ব্বাবভাসকত্ব। সর্ব্বাবভাসক বলিয়াই তিনি সর্ব্বজ্ঞ কিন্তু বৃত্তিজ্ঞানবলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্।" সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। তখন মহাভূতসকলের ন্যায় বৃত্তিজ্ঞানও প্রলীন ছিল। কিন্তু তখনও ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতার হানি হইতে পারে না। কারণ, তখন মহাভূতাদি সৃষ্টির জন্য পর্য্যালোচনা বা ঈক্ষণ আবশ্যক। বাচস্পতি মিশ্রও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বরূপ, আর সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানাত্মকত্বই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বজ্ঞানকর্ত্তৃত্বরূপ নহে। ব্রহ্ম সর্ব্ববিষয় জ্ঞানাত্মক কিন্তু সর্ব্বজ্ঞানকর্তৃত্বরূপ জ্ঞাতৃত্ব তাঁহার নাই। যদিও ব্রহ্ম স্বরূপচৈতন্য-বলে স্বসংসৃষ্ট সর্ব্বাবভাসক, তথাপি তিনি স্বরূপতঃ অকর্ত্তা। তাঁহার কোন কার্য্য নাই, তথাপি দৃশ্যাবচ্ছিন্নরূপে ব্রহ্মের কার্য্যত্ব অঙ্গীকার্য্য। দৃশ্যাবচ্ছিন্ন কর্ত্তৃত্ব অনুবাদ করিয়াই

শ্রুতি বলিয়াছেন "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" ইত্যাদি। বাস্তবিক ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বাভাবিক। জ্ঞান তাঁহার স্বরূপ। এ বিষয়ে বাচস্পতির সিদ্ধান্তই সমীচীন। উপাধিযোগে জীবের তুলনায় সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকার অপেক্ষা স্বরূপতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বই শোভন ও সমীচীন।

সাক্ষিত্বনিরূপণ—জীব ব্যতিরিক্ত সাক্ষী কে? "কূটস্থদীপে" বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন—দেহদ্বয়ের অধিষ্ঠানভূত কূটস্থচৈতন্যই সাক্ষী, কূটস্থচৈতন্য স্বাবচ্ছেদক দেহদ্বয়ের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ও নির্ব্বিকার, সুতরাং কূটস্থচৈতন্যই সাক্ষী। উদাসীন ব্যক্তিই সাক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ অহঙ্কার কাম ক্রোধাদি বৃত্তি সকল উৎপন্ন হয়, কিন্তু সুষুপ্তি মূর্চ্ছা বা সমাধি অবস্থাতে তাহারা সকলেই বিলীন হয়। যে নির্ব্বিকার চৈতন্য-দ্বারা সেই সকল বৃত্তি ও তাহাদিগের সন্ধি অর্থাৎ অন্তরাল অবস্থা এবং অভাবসকল প্রকাশিত হয়, তিনিই কূটস্থ-চৈতন্য এবং সাক্ষী।

"নাটকদীপে" বিদ্যারণ্য নৃত্যশালাস্থ দীপের দৃষ্টান্তে সাক্ষিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"ঈক্ষে শৃণোমি জিঘ্রামি স্বাদয়ামি স্পৃশাম্যহম্।
ইতি ভাসয়তে সর্ব্বং নৃত্যশালাস্থদীপবৎ ॥ ১০
নৃত্যশালাস্থিতো দীপঃ প্রভুং সভ্যাংশ্চ নর্ত্তকীম্।
দীপয়েদ্ বিশেষেণ তদভাবেঽপি দীপ্যতে ॥ ১১
অহঙ্কারং ধিয়ং সাক্ষী বিষয়ানপি ভাসয়েৎ।
অহঙ্কারাদ্যভাবেঽপি স্বয়ংভাত্যেব পূর্ববৎ। ১২
নিরন্তরং ভাসমানে কূটস্থে জ্ঞপ্তিরূপতঃ।
তদ্ভাসা ভাস্যমানেয়ং বুদ্ধির্নৃত্যত্যনেকধা ॥ ১৩
অহঙ্কারঃ প্রভুঃ সভ্যা বিষয়া নর্ত্তকী মতিঃ।
তালাদিধারীণ্যক্ষাণি দীপঃ সাক্ষ্যবভাসকঃ ॥" ১৪

অর্থাৎ সেই সাক্ষীই আমি দর্শন করিতেছি, শ্রবণ করিতেছি, ঘ্রাণ লইতেছি, স্বাদ গ্রহণ করিতেছি এবং স্পর্শ করিতেছি। এই

অনুব্যবসায়রূপে সকলই প্রকাশিত করেন; সাক্ষী ঠিক যেন নৃত্যশালাস্থিত দীপ। নৃত্যশালাস্থিত দীপ যেন গৃহস্বামী, সভাগণ এবং নর্ত্তকী এই সকলকেই সমানভাবে এককালে প্রকাশ করে এবং তাহাদিগের অভাবেও স্বয়ং প্রদীপ্ত থাকে সাক্ষীও সেইরূপ "অহংপ্রত্যয়সিদ্ধ কর্ত্তা, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি এবং বিষয়, এই সমুদয়কেই প্রকাশিত করেন এবং ইহাদের অভাবেও স্বয়ং পূর্ব্ববৎ দীপ্যমান থাকেন। কূটস্থ স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে নিরন্তর প্রকাশিত থাকাতে তদ্দ্বারা প্রকাশিত হইয়া বুদ্ধি নানাপ্রকার নৃত্য করিয়া থাকে, অহঙ্কার গৃহস্বামী স্বরূপ, বিষয়-সকল সভ্যস্বরূপ, বুদ্ধি নর্ত্তকীস্বরূপ, ইন্দ্রিয়সকল বাদ্যবরস্বরূপ এবং সাক্ষীচৈতন্য দীপস্বরূপ।"

বিদ্যারণ্য বলেন—যেমন রঙ্গশালাস্থিত দীপ স্বয়ং এক স্থানে থাকিয়াও সেই গৃহের সর্ব্বাংশ সমানভাবে প্রকাশ করে, সেইরূপ সাক্ষীচৈতন্য স্থিরভাবে অবস্থিত হইয়াও অন্তর্ব্বাহ্য এক কালেই প্রকাশ করে। কূটস্থদীপের ও নাটকদীপের বিশেষত্ব এই যে, কূটস্থদীপে বলিয়াছেন—"জীব ভ্রমাধিষ্ঠানভূত কূটস্থচৈতন্যই জীবাদির অবভাসক", আর নাটকদীপে—"চিদাভাসবিশিষ্ট অহঙ্কারকে জীবরূপে কল্পনা করিয়া তদবভাসচৈতন্যকেই সাক্ষী বলিয়াছেন"। উভয় স্থলেই কূটস্থচৈতন্য সাক্ষী। বিদ্যারণ্যের মতে জীবও সাক্ষী নহে। কারণ, জীব উদাসীন নহে; ঈশ্বরও সাক্ষী নহে, যেহেতু ঈশ্বর, জগৎ সৃষ্টিনিয়মনের কর্ত্তা; সুতরাং উদাসীন নহেন। জীবেশ্বরত্বাদিরহিত কেবল শুদ্ধ উদাসীন চৈতন্যই সাক্ষী।

চিৎসুখাচার্য্য বলেন—মায়াশবলিত সগুণ পরমেশ্বরে "কেবল নির্গুণ" প্রভৃতি বিশেষণ সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্ব-প্রত্যগ্‌ভূত বিশুদ্ধ ব্রহ্মই জীব হইতে পৃথক্‌রূপে সাক্ষী। সাক্ষির সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। কৌমুদীকারের মতে, পরমেশ্বরের রূপবিশেষই সাক্ষী, রূপবিশেষই জীবের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির নিয়ন্তা বোদ্ধা। কিন্তু স্বয়ং উদাসীন। তত্ত্বশুদ্ধিকার, কৌমুদীকারের মতের

অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি বলেন—যেমন, "ইদং রজতং" এই ভ্রমস্থলে ইদমংশ শুক্তি স্বরূপগত প্রতিভাস হইলেও, রজতের সহিত অভিন্ন। সেইরূপ সাক্ষীরও বস্তুগত্যা ঈশ্বররূপ ভেদত্ব এবং কল্পিত দ্বন্দ্বে জীবাধিষ্ঠানরূপে সাক্ষীও সুখাদির অনুভবকর্ত্তা। সুতরাং সংস্কৃত জীবের সহিত অভিন্ন।

কেহ কেহ বলেন—অবিদ্যা-উপাধিক জীবই সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, অতএব সাক্ষী। লোকেও অকর্ত্তা এবং দ্রষ্টা হইলেই তাহাকে সাক্ষী বলে। জীব অসঙ্গ, উদাসীন ও প্রকাশরূপ, সুতরাং জীবই সাক্ষী। জীবের অন্তঃকরণতাদাত্ম্য ঔপাধিক, অতএব জীব স্বয়ং উদাসীন; কারণ, কর্তৃত্বাদি আরোপিত। "একো দেব" ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্র ব্রহ্মেরই জীবভাবাভিপ্রায়ে সাক্ষিত্ব-প্রতিপাদক।

অন্য কেহ কেহ বলেন—হাঁ জীবই সাক্ষী, কিন্তু সর্ব্বগত অবিদ্যা-উপাধির যোগ নহে। অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে উপহিত জীবই সাক্ষী।

বাস্তবিক অনুপহিত চৈতন্যকেই সাক্ষী বলা সঙ্গত। আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—

"ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্ম্মা সংস্পৃশন্তি বিলক্ষণম্।
অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্ম্মা প্রদীপবৎ॥৫০৭
দেহেন্দ্রিয়মনোধর্ম্মা নৈবাত্মানং স্পৃশন্ত্যহো।
রবের্যথা কর্ম্মণি সাক্ষিভাবো, বহ্নের্যথা দাহনিয়ামকত্বম্।
রজ্জোর্যথারোপিতবস্তুসঙ্গস্তথৈব কূটস্থচিদাত্মনো মে॥" ৫০৮

উপহিত আত্মার কর্তৃত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং অবিকার উদাসীন কূটস্থ আত্মার সাক্ষিত্বই উপপন্ন।

স্বাপ্ন পদার্থাধিষ্ঠান-নিরূপণ—স্বাপ্নপ্রপঞ্চের অধ্যাসের অধিষ্ঠান কি? এ সম্বন্ধে দুই প্রকার মত আছে, কাহারও মতে অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই অধিষ্ঠান, অন্যে কেহ বলেন—অহঙ্কারোপহিত চৈতন্যই অধিষ্ঠান। বিদ্যারণ্যের মতে অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই অধিষ্ঠান। অবিদ্যাতে বিম্বভূত ঈশ্বরচৈতন্যই অনবচ্ছিন্নচৈতন্য। অহঙ্কারানবচ্ছিন্ন-

চৈতন্য দেহের বাহিরে স্বাপ্নপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান হইতে পারে না, কিন্তু অন্তরেই সম্ভব। অতএব দৃশ্যমান পরিমাণোচিত দেশ সম্পত্তির অভাব বলিয়াই স্বাপ্নিক গজাদি মায়াময়। অন্তঃকরণের দেহের বাহিরে স্বাতন্ত্র্য নাই। সুতরাং জাগরণে বাহ্য-শুক্তির ইদমংশ গোচরীভূত করিতে সংপ্রয়োগের অপেক্ষা আছে, কিন্তু স্বপ্নে অন্তঃকরণ স্বতন্ত্র। সুতরাং সংপ্রয়োগের অপেক্ষা নাই। যেমন জাগরণে সম্প্রয়োগ-জন্য বৃত্তিবলে অভিব্যক্ত শুক্তিতে ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্য-স্থিত অবিদ্যা, রৌপ্যের আকারে বিবর্ত্তিত হয়; সেইরূপ স্বপ্নেও দেহের অভ্যন্তরে নিদ্রাদিদোষোপহিত অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চৈতন্যস্থ অদৃষ্টবশে উদ্‌বোধিত নানাবিধ বিষয়-সংস্কার সহিত অবিদ্যা, প্রপঞ্চাকারে বিবর্ত্তিত হয়। ইহাই বিদ্যারণ্যের অভিমত। তিনি বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে বলিতেছেন—

"সম্প্রয়োগো হি জাগরণে বাহ্যশুক্তীদমংশাদি গোচরান্তঃকরণ-বৃত্ত্যুৎপাদকঃ। অন্তঃকরণস্য দেহাদ্‌বহির্স্বাতন্ত্র্যাৎ। স্বপ্নে তু দেহস্যান্তরন্তঃকরণং স্বতন্ত্রত্বাৎ স্বয়মেব প্রবর্ত্তিষ্যত ইতি নাস্তি সম্প্রয়োগাপেক্ষা, ততো জাগরণে স্বপ্নেঽপ্যন্তঃকরণবৃত্তিরেব তৃতীয়ং কারণম্। অধিষ্ঠানমপি সর্ব্বত্র ব্যক্ত্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যমেব। শুক্তীদমংশাদিস্তু চক্ষুরাদি সম্প্রয়োগস্যৈব জনকঃ। অন্যথা নির্বিষয়স্য সম্প্রয়োগস্যানুৎপত্তেঃ। অধিষ্ঠানচৈতন্যাবচ্ছেদকোপাধিত্বাৎ। ততো যথা জাগরণে সম্প্রয়োগজন্যবৃত্ত্যভিব্যক্তে শুক্তীদমংশাবচ্ছিন্নে চৈতন্যে স্থিতাঽবিদ্যা রজতাকারেণ বিবর্ত্ততে তথা স্বপ্নেঽপি দেহস্যান্তরন্তঃ করণবৃত্তৌ নিদ্রাদিদোষোপপ্লুতায়ামভিব্যক্তে বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যে স্থিতাঽবিদ্যাঽদৃষ্টোদ্বোধিতনানাবিষয়সংস্কারসহিতাপ্রপঞ্চাকারেণ বিবর্ত্ততাম্।"

(বিঃ প্রঃ সংগ্রহ—বিঃ, নঃ সংস্করণ ৩৯—৪০ পৃষ্ঠা)

বিদ্যারণ্যের মতে, অবিদ্যাতে বিম্বভূত ঈশ্বরচৈতন্যই অনবচ্ছিন্ন-চৈতন্য। কারণ, ঈশ্বর-চৈতন্যই সর্ব্বাধিষ্ঠান। অবিদ্যা প্রতিবিম্ব-রূপ জীবচৈতন্য অনবচ্ছিন্নচৈতন্য নহে। সংক্ষেপশারীরককারের

মত বিদ্যারণ্যের অনুরূপ নহে। তাঁহার মতে অবিদ্যাতে প্রতিবিম্ব-ভূত অনবচ্ছিন্নচৈতন্যই অধিষ্ঠান। অনবচ্ছিন্নচৈতন্য বৃত্ত্যভিব্যক্ত। সুতরাং স্বাপ্নপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান হইতে পারে না। কারণ শুদ্ধব্রহ্মের ন্যায় ঈশ্বরচৈতন্যও শাস্ত্রৈকগম্য। ঈশ্বরচৈতন্য বৃত্তির গোচরীভূত হইতে পারেন না। যেহেতু অহঙ্কারাদি অবচ্ছিন্নচৈতন্যেই অহমাকার বৃত্তির উদয় হয়। অন্যত্র হয় না। অতএব অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বভূত অহঙ্কারাদি, অনবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যই স্বাপ্নপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান।

সংক্ষেপশারীরকে তিনি বলিয়াছেন—

অপরোক্ষরূপবিষয়ভ্রমধীরপরোক্ষমাস্পদমপেক্ষ্য ভবেৎ।
মনসা স্বতো নয়নতো যদি বা স্বপনভ্রমাদিষু তথা প্রথিতেঃ॥

এই শ্লোকে অধিষ্ঠানপ্রত্যক্ষের অপরোক্ষাধ্যাসের অপেক্ষা কখনও স্বতঃ কখনও মানস বৃত্তিবলে, কখনও বহিরিন্দ্রিয় বৃত্তিবলে আছে, এইরূপ বলিয়া অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বভূত জীবচৈতন্যকেই স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

"স্বতোঽপরোক্ষাচিতিরত্র বিভ্রমস্তথাপি রূপাকৃতিরেব জায়তে।
মনোনিমিত্তং স্বপনে মুহুর্মুহুর্বিনাঽপি চক্ষুর্বিষয়ং সমাস্পদম্॥
মনোঽবগম্যেঽপ্যপরোক্ষতাবলাত্তথাম্বরে রূপমুপোল্লিখন্ ভ্রমঃ॥
সিতাদিভেদৈর্বহুধা সমীক্ষ্যতে যথাক্ষগম্যে রজতাদিবিভ্রমে॥"

(সংক্ষেপশারীরক)

অন্য কেহ কেহ বলেন—অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই অধিষ্ঠান। অবশ্যই অহঙ্কার এ স্থানে বিশেষণভাবে অধিষ্ঠানে গৃহীত হইতে পারে না, কিন্তু অহঙ্কারোপহিত তৎপ্রতিবিম্বরূপ চৈতন্যই অধিষ্ঠান।

বাস্তবিক প্রথম পক্ষই শোভন বলিয়া মনে হয়। বিদ্যারণ্য ও সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনির মতই সমীচীন। উভয়ের যে স্থলে পার্থক্য, সে স্থলে সর্ব্বজ্ঞাত্মের মত অধিকতর শোভন বলিয়া প্রতীত হয়।

নির্গুণ উপাসনা—শ্রবণ মননাদি সাধনপ্রবণ মুমুক্ষুর জ্ঞানলাভ হয়। জ্ঞানপ্রাপ্তির মুখ্যপন্থা সাংখ্য বা বিচার। শ্রবণ মনন

প্রভৃতি তাহার সাধন। উত্তমাধিকারীই সাংখ্যমার্গের অধিকারী। বিদ্যারণ্য বলেন—অন্য উপায়ে বিদ্যালাভ হয়। নির্গুণ উপাসনায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে। নির্গুণ উপাসনাই যোগপন্থা। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নম্।" ভগবান্ গীতায়ও বলিয়াছেন—"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।" সাংখ্য মুখ্য উপায়, আর যোগ পরম্পরাক্রমে উপায়। সাংখ্য বেদান্তবিচার। মননাদিসহকৃত শ্রবণশব্দিত বিচারই সাংখ্য এবং নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই যোগ। বুদ্ধিমান্দ্য-প্রযুক্তই হউক অথবা চিত্তশুদ্ধির অভাববশতঃই হউক, যে ব্যক্তি সে বিচারে অসমর্থ হয় তাহার নিরন্তর পরোক্ষরূপে পরব্রহ্মের উপাসনা করা কর্তব্য। বিদ্যারণ্য বলেন—নির্গুণ পরব্রহ্মতত্ত্বের পরোক্ষরূপে উপাসনা করা অসম্ভব নহে। যেমন সগুণ উপাসনাতে অন্তঃকরণ-বৃত্তির প্রবাহ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ইহাতেও প্রত্যয়াবৃত্তি সম্ভব।

"নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য ন হ্যুপাস্তেরসম্ভবঃ।
সগুণব্রহ্মণীবাত্র প্রত্যয়াবৃত্তিসম্ভবাৎ।" ৯৫৫ ধ্যানদীপ

আচার্য্য বিদ্যারণ্যের মতে সম্বাদিভ্রম স্বয়ং ভ্রমরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও সম্যক্ ফললাভের হেতু হয়, সেইরূপ নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাও মুক্তিফললাভের কারণ হয়। বেদান্তশাস্ত্র হইতে সামান্যতঃ অখণ্ডৈকরসস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্ব পরোক্ষভাবে অবগত হইয়া "আমিই সেই পরব্রহ্মস্বরূপ" এইরূপে উপাসনা করণীয়। তিনি বলেন—

"স্বয়ং ভ্রমোঽপি সংবাদী যথা সম্যক্ফলপ্রদঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তিফলপ্রদা॥ ৯।১৩
বেদান্তেভ্যো ব্রহ্মতত্ত্বমখণ্ডৈকরসাত্মকম্।
পরোক্ষমবগম্যৈতদহমস্মীত্যুপাসতে॥" ৯।১৪ ধ্যানদীপ

আপত্তি হইতে পারে, ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর, তাঁহার উপাসনা কি প্রকারে সম্ভব? বিদ্যারণ্য বলেন—এ কথা যদি বল,

তবে বাক্যমনের অগোচর, সেই পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানও অসম্ভব। যদি বাক্যমনের অগোচররূপে তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হও, তবে তদ্রূপ তাঁহার পরোক্ষ উপাসনা করিতে অস্বীকার কর কেন? যদি বল, তাঁহার উপাস্যত্ব স্বীকার করিলে সগুণত্বও স্বীকার করিতে হয়, তাহার উত্তর এই যে—তাঁহার জ্ঞেয়ত্ব পক্ষেই বা কিরূপে তাহা অস্বীকার কর। অতএব লক্ষণাদ্বারা লক্ষিত করিয়া তাঁহাকে পরোক্ষরূপে উপাসনা কর? যদি বল যে শ্রুতিও বলিয়াছেন —

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥" (কেন উপঃ ১।৪)

এ স্থলে শ্রুতি উপাস্যত্ব নিষেধ করিয়াছেন। তদুত্তরে বিদ্যারণ্য বলেন যে শ্রুতি বেদ্যত্বেরও নিষেধ করিয়াছেন, যথা—

"অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।"

পরব্রহ্মের উপাসনাতে প্রমাণেরও অভাব বলিতে পার না। যেহেতু উত্তরতাপনীয় উপনিষদে, প্রশ্নোপনিষদে, কঠোপনিষদে এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদাদিতে নির্গুণ উপাসনার কথা আছে এবং তাহার অনুষ্ঠানপ্রকার পঞ্চীকরণপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, যদি তাহাকে জ্ঞানসাধন বলিয়া স্বীকার কর, বিদ্যারণ্য বলেন—তাহাতে আমি প্রতিবাদী নহি।

নির্গুণ উপাসনা একপ্রকার মাত্র, সেই জন্য বেদের সর্ব্বশাখাপ্রসিদ্ধ "আনন্দোব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধো বুদ্ধঃ সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনো বিভুরদ্বয় আনন্দঃ পরঃ প্রত্যগেকরসঃ" ইত্যাদি গুণগুলি এই উপাস্য পরব্রহ্মে উপসংহৃত করিবে। বেদব্যাস "আনন্দাদয়ঃ" ইত্যাদিসূত্রে বিধেয়বিশেষণ "আনন্দঃ বিজ্ঞানমানন্দং" প্রভৃতি গুণসমূহের ব্রহ্মে উপসংহার কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'অস্থূল ও অনণু' প্রভৃতিবোধক শ্রুতিতে অস্থূলত্বাদি নিষিদ্ধ গুণসকলও "অক্ষরধিয়াম্" ইত্যাদি সূত্রে উপাস্য ব্রহ্মে ব্যাসদেবকর্ত্তৃক উপসংহৃত হইয়াছে। যদি বল, বিধেয় বা নিষেধ্য গুণসমূহ লক্ষক মাত্র, তাহা

ব্রহ্মতত্ত্বে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইবার নহে ; তদুত্তরে বিদ্যারণ্য বলেন—গুণসমূহ ব্রহ্মতত্ত্বে নিবিষ্ট না হউক : লক্ষণদ্বারা লক্ষিত সদ্‌ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা করায় লাভ আছে। তিনি বলিতেছেন—

"গুণানাং লক্ষকত্বেন ন তত্ত্বেঽন্তঃ প্রবেশনম্।
ইতি চেদস্ত্বেবমেব ব্রহ্মতত্ত্বমুপাস্যতাম্॥ ৭২
আনন্দাদিভিরস্থূলাদিভিশ্চাত্মলক্ষিতঃ।
অখণ্ডৈকরসঃ সোঽহমস্মীত্যেবমুপাসতে॥" ৭৩ (ধ্যানদীপ)

যদি বল জ্ঞান ও উপাসনার বিভিন্নতা কি ? উত্তরে বিদ্যারণ্য ধ্যানদীপে বলিয়াছেন—জ্ঞান বস্তুর অধীন, আর উপাসনা পুরুষেচ্ছার অধীন। বিচার হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহা একবার দৃঢ়তর হইলে তদ্‌বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা আর নিবৃত্ত হইবার নহে। তাহা উৎপন্ন হইলেই সমস্ত সংসারিক অনিত্যবস্তুতে সত্যত্ব ভ্রম নষ্ট হয়। তাহাতেই সাধক কৃতকৃত্য হইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করেন এবং জীবন্মুক্ত হইয়া প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। গুরূপদিষ্ট বস্তুর প্রতি বিশ্বাস করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তি বিনা বিচারে অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহে উপাস্য চিন্তা করিবে।

বিচার ও উপাসনার—সাংখ্য ও যোগের বিশেষত্ব এই যে, প্রতিবন্ধ-রহিত পুরুষের শ্রবণাদির ফলে শীঘ্র শীঘ্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। ইহাই সাংখ্যমার্গ ও মুখ্যকল্প। উপাসনার ফল বিলম্বে ফলে, তাহাই যোগমার্গ ও অনুকল্প।

বাস্তবিক, বিচারেও অবলম্বন শব্দ। শ্রৌত বাক্য অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মবিচার সম্ভব। সেইরূপ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট গুণসকলে উপলক্ষিত ব্রহ্মের উপাসনাও সম্ভব। অবলম্বন উভয় ক্ষেত্রেই আছে। অন্তঃকরণের প্রবাহ থাকিলেই অসীমকে সসীম করিয়া ফেলিবে। বিচার ও প্রত্যাগাত্মবোধ উদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটু সসীমতা আছে। শব্দ বলে বিচারেও অসীম অনন্ত প্রত্যগাত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে কতকটা পরিমাণে পরোক্ষরূপে গ্রহণ করা হয়। জ্ঞানোদয়ে

প্রত্যাগাত্মব্রহ্মরূপে স্থিতিলাভ হয়। উপাসনার ক্ষেত্রেও পরোক্ষতা আছে। আমাদের মনে হয় নির্গুণ উপাসনায় সবিকল্প সমাধি হইলে আপনা হইতেই বিচারের উদয় হয় এবং তৎফলে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। বিত্তারণ্যও বলিয়াছেন—

"নির্গুণোপাসনং পক্বং সমাধিঃ স্যাচ্ছনৈস্ততঃ।
যঃ সমাধিনিরোধাখ্যঃ সোঽনায়াসেন লভ্যতে॥"

১২৬ (ধ্যানদীপ)

অর্থাৎ নির্গুণ উপাসনাই পরিপক্ব হইয়া সমাধিরূপে পরিণত হয়। অতএব নির্গুণ উপাসনা হইতে অনায়াসে নির্ব্বিকল্পক সমাধিলাভ হইতে পারে।

আমরাও বিত্তারণ্যের এই কথা স্বীকার করি, কিন্তু সবিকল্প সমাধির পরে বিচারের স্বতঃই উদয় হয়। সবিকল্প সমাধি লাভ করিয়াও অনেক যোগী নির্ব্বিকল্প সুখে বঞ্চিত হন। সবিকল্প সমাধির সুখে আসক্ত হইয়া আর অগ্রসর হন না এ ক্ষেত্রে বিচার একান্ত আবশ্যক। আচার্য্য গৌড়পাদ তাই বলিয়াছেন—

"লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকাষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥"

উত্তমাধিকারীর পক্ষে শ্রবণ মনন প্রভৃতি সাধন ও নিম্নাধিকারীর পক্ষে নির্গুণ উপাসনাই সাধন। অবশ্যই এ স্থলে নিম্নাধিকারী উত্তমাধিকারীর তুলনায় বলা হইয়াছে। বিচারে অসমর্থই নিম্নাধিকারী।

মন্তব্য

বিত্তারণ্যের আবির্ভাবের সময় দক্ষিণ-ভারতের বিপ্লবের সঞ্চার হইয়াছে। তখন রাজনীতিক্ষেত্র চঞ্চল, দার্শনিক ক্ষেত্রও নিস্পন্দ ও নীরব নহে। এই সময় ভাস্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য ও

মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবে শাঙ্করমতের প্রতিপক্ষ সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদ্যারণ্য "বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে" ভাস্করাচার্য্যের মত নিরসন করিয়াছেন। ভাস্করের মতে অজ্ঞানের আশ্রয় অন্তঃকরণ। বিদ্যারণ্য "বিবরণপ্রমেয়ে" সেই মত খণ্ডন পূর্ব্বক 'আত্মাই অজ্ঞানের আশ্রয়' ইহাই ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন (বিঃ প্র সংগ্রহ—৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। প্রমেয়ের ১৬৪ পৃষ্ঠায় ভাস্করের ত্রিদণ্ডবাদ নিরসন করিয়াছেন। তিনি বলেন—"যস্তু ভাস্করঃ সন্ধ্যাবন্দনাদিনিত্য-কর্ম্মশস্তদণ্ডভূতোপবীতস্য চ ত্যাগং নেচ্ছতি সোঽপরিচিতশাস্ত্র-বৃত্তান্তত্বাদুপেক্ষণীয়ঃ। যজ্ঞং যজ্ঞোপবীতং চ ত্যক্ত্বা গূঢ়শ্চরেন্মুনি-রিতি যজ্ঞোপবীতাদিত্যাগস্য সাক্ষাদ্বিহিতত্বাৎ" ইত্যাদি। ভাস্করের সমুচ্চয়বাদও নিরসন করিয়াছেন। ভাস্করের মতে ধর্ম্মবোধের অনন্তর ব্রহ্মাববোধ। বিদ্যারণ্য সমুচ্চয়বাদ নিরাকরণাবসরে ভাস্করীয় মত নিরসন করিয়াছেন। (বিঃ প্র সংগ্রহ ১৬৭ পৃঃ) ভাস্কর শব্দ-আদির সাধনকর্ত্তব্যতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। বিদ্যারণ্যও "প্রমেয়ে" (১৭১ পৃঃ) ভাস্করীয় মত খণ্ডন করিয়া শঙ্করের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভাস্করের মতে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জিজ্ঞাস্য। প্রত্যগাত্মস্বরূপ ব্রহ্ম নহে। ভাস্করীয় এই মতও বিদ্যারণ্য নিরস্ত করিয়াছেন। (প্র, ১৯০—১৯১ পৃঃ) ভাস্করীয় ভেদাভেদবাদের উপরেও তীক্ষ্ণ ও তীব্র আক্রমণ করিয়া তন্মত খণ্ডন করিয়াছেন। বিদ্যারণ্যের সময়ও ভাস্করীয় মতবাদ প্রবল ছিল। অন্য কারণ—ভাস্করীয় ভেদাভেদবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্তর্ভুক্ত। ভাস্করীয় মত খণ্ডন করায় বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদও খণ্ডিত হইয়াছে। পঞ্চদশীতে যে সকল পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহা দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বপক্ষরূপে দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসা, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদ তাঁহার আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকের উপর আক্রমণ নাই।

পঞ্চদশীতে শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের অনুসৃত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন (পঞ্চদশী—বঙ্গবাসীর সং ১৯৪ পৃষ্ঠা)। দক্ষিণ-ভারতে নব্যন্যায়ের প্রসার তৎকালে বৃদ্ধি না পাওয়ায় বিদ্যারণ্য নব্যন্যায়-খণ্ডনে সবিশেষ চেষ্টা করেন নাই।

পঞ্চদশীর প্রথম "তত্ত্ব-বিবেক" নামক পরিচ্ছেদে জ্ঞানতত্ত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে। অখণ্ড, স্বয়ংপ্রকাশ নির্বিকল্পজ্ঞান প্রতিপাদনই তত্ত্ববিবেকের তাৎপর্য্য। জ্ঞানতত্ত্ব ইংরাজী ভাষায় Epistemology. জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্য, সবিকল্পক জ্ঞানবাদী। আর শঙ্কর নির্বিকল্পক জ্ঞানবাদী। রামানুজ ও মধ্বের মতে জ্ঞান সাপেক্ষিক (Relative); তাহাতে বিষয়ের অপেক্ষা আছে। এবং শঙ্করের মতে জ্ঞান নিরপেক্ষ ও স্বয়ংপ্রকাশ। বিদ্যারণ্য তত্ত্ববিবেক পরিচ্ছেদে জ্ঞানের নির্বিকল্পতা, স্বয়ংপ্রকাশত্ব ও অখণ্ডত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। জ্ঞানই আনন্দ, আত্মাই জ্ঞান-স্বরূপ। আত্মাই পরম প্রেমাস্পদ সুতরাং আত্মাই আনন্দরূপ। অতএব জ্ঞানই আনন্দ, আত্মাই জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ।

বিদ্যারণ্যের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে আরও পরিস্ফুট। ইহাতে তিনি পক্ষপাতশূন্য-ভাবে সকল দর্শনের সার মর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন। অবশ্যই একটু সমালোচনা থাকিলে ও ঐতিহাসিকতার সহিত লিখিত হইলে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। "ষড়্দর্শনসমুচ্চয়" প্রভৃতি দুই একখানি গ্রন্থ ভিন্ন এ জাতীয় গ্রন্থ আর না থাকায়, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের স্থান সর্ব্বোচ্চে। "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ" দেখিয়া আর একটী বিষয় মনে হয়। পরবর্ত্তী কালে অপ্পয়দীক্ষিত "সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে" শঙ্কর-মতাবলম্বী আচার্য্যগণের মতের বিশেষত্বের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন কিন্তু স্বীয় সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে দেন নাই। অথবা সমালোচনা করিয়া কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন নাই। এই সকল দেখিয়া মনে হয় পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমালোচনা পছন্দ করিতেন না।

কেবল মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে কোনও মতবাদ আরম্ভ করিবার প্রারম্ভে যে মুখবন্ধ করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সমালোচনা নহে। যাহা হউক বিদ্যারণ্যের গ্রন্থরাজি পর্য্যালোচনা তাঁহার সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা ও সর্ব্বোতোমুখী প্রতিভায় বিস্মিত হইতে হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যিনি সম্রাজ্যের ধুরন্ধর তিনিই আবার দার্শনিক ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি যেরূপ কৌশলের সহিত পরমত বিধ্বংস করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অসাধারণ মনীষার দ্যোতক। কেবল দার্শনিক সাহিত্যে নহে, বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রেই বিদ্যারণ্যের স্থান অতি উচ্চে। ভাষার মাধুর্য্য ও লালিত্যে এবং যুক্তির কৌশলে ও প্রখরতায় তাঁহার গ্রন্থ চিত্তাকর্ষক। বিদ্যারণ্য একাধারে কর্ম্মী, ভক্ত ও জ্ঞানী। এরূপ সমন্বয় অতি বিরল।

বিদ্যারণ্য জার্ম্মান দার্শনিক হেগেলের মত ভাবোন্মত্ত হইয়া দেশ, জাতি ভুলিয়া যান নাই। হেগেল (Hegel) জেনার যুদ্ধক্ষেত্রের অতি নিকটে থাকিয়াও দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন, কিন্তু অপর জার্ম্মান দার্শনিক ফিক্‌টের মত দেশের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। ফিক্‌টে শিক্ষকরূপে "An address to the German Nation" লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত, কিন্তু বিদ্যারণ্য মুসলমান-শাসন বিধ্বস্ত করিয়া, দেশের স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। এই অক্লান্তকর্ম্মী শেষ জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ত্যাগের অপূর্ব্ব আদর্শ প্রদর্শন করেন। বিদ্যারণ্যের দার্শনিক মত কেবল তাঁহার গ্রন্থেই সংবদ্ধ ছিল না, তাঁহার জীবনেও প্রতিফলিত হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর উপসংহার

চতুর্দ্দশ শতাব্দী ভারতের সাহিত্যিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। এই যুগে তিনজন মনীষীর কার্য্যকলাপে ভারতের জীবনপ্রবাহে নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। বেদান্তদেশিকের প্রতিভায় বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ, বিদ্যারণ্যের মনীষায় অদ্বৈতবাদ এবং সায়নাচার্য্যের অতিমানুষ প্রতিভায় বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। সায়নাচার্য্যও অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি শাঙ্করমতেই বেদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তৎকৃত গায়ত্রীর ব্যাখ্যা শাঙ্কর মতানুসারী। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভৃতি সকলই শাঙ্কর মতানুযায়ী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাষ্যকার উবট ও মহীধর শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন বা বাজসনেয়ী শাখার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহারাও শাঙ্কর মতেই ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। উবটের ভাষ্য মহীধরের ভাষ্য হইতে প্রাচীন। সায়নাচার্য্যকে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাস্তবিক সায়নাচার্য্যের আবির্ভাবে বেদের প্রকৃত অর্থ বহুল পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। সায়নের ভাষ্য সাম্প্রদায়িক। সুতরাং ভাষ্যের প্রামাণিকতা আছে। সায়নের ব্যাখ্যা যখন সাম্প্রদায়িক ও প্রামাণিক, তখন শাঙ্করমতই শ্রুতিসম্মত বলিয়া প্রতীত হয়।

বৈদিক ও বৈদান্তিক সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার এই শতাব্দীর বিশেষত্ব। বেদান্তাচার্য্য ১০৮ খানি প্রবন্ধ ও নিবন্ধের প্রণেতা। বিদ্যারণ্যর গ্রন্থও অসংখ্য ও বিস্তৃত। বিদ্যারণ্যের ১০৮ খানি উপনিষদেরই টীকা আছে শ্রুত হওয়া যায়। সায়নাচার্য্যের ভাষ্যরাশি ত সমুদ্রতুল্য। বাস্তবিক এই শতাব্দী যেন গ্রন্থ প্রণয়নের যুগ।

পঞ্চদশ শতাব্দী

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক গগনে মেঘের সঞ্চার হইল, বিদ্যুতের চমক্ দেখা দিল, বজ্রের নির্ঘোষে ভারতভূমি কম্পিত হইল। পাঠান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া, মোগলের গৌরবরবি উদয়াচলে উদিত হইল। রাজনৈতিক বিপ্লবের ভিতরেও দার্শনিক চিন্তার গতি রুদ্ধ হয় নাই। ভারতীয় সমাজের সনাতন শৃঙ্খলাই ইহার প্রধানতম কারণ। ভারতীয় ধর্ম্মক্ষেত্রেও বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। এই শতাব্দীতে উত্তর ভারতে মুসলমান প্রভাব জন্য হউক বা অন্যকারণেই হউক ভক্তিবাদের প্রবলতা আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় কতক পরিমাণে সমন্বয়বাদের (Syncronism) চেষ্টা চলিয়াছে। বেদান্তের সুগভীর জ্ঞানবাদের সহিত ভক্তিবাদের সমন্বয়সাধনের চেষ্টাই এই শতাব্দীর বিশেষত্ব। পঞ্জাব প্রদেশে গুরু নানক ও যুক্ত-প্রদেশে কবীরের আবির্ভাবে সমন্বয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশ ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ভক্তির উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাস্তবিক বঙ্গদেশে তখন ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। একদিকে রঘুনাথ শিরোমণি, আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ন্যায়দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচারে ও প্রসারে ব্রতী। অন্যদিকে চৈতন্যদেবের ভক্তির প্রবাহ কঠোরে কোমল, রৌদ্রে করুণ এই অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ করিতেছিল। একদিকে শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদের গণ্ডী ও অধিকারিভেদ কতকটা ভাঙ্গিতে ছিলেন। অন্যদিকে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন সমাজকে শৃঙ্খলায় আনিতে সচেষ্ট।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতের ভক্তিপ্রবাহ এইবার উত্তরভারতকে প্লাবিত করিল। শ্রীরামানুজের ভক্তিবাদ জ্ঞানমিশ্র হইয়া কবীরে প্রকটিত হইল। মধ্বাচার্য্যের ভক্তিবাদ নিম্বার্কের

ভক্তিবাদের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবে আসিয়া আবির্ভূত হইল। আমাদের মনে হয় শ্রীচৈতন্য ও কবীর উভয়ের মতেই মুসলমান প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল। কবীরের জীবনে ও গ্রন্থে মুসলমান প্রভাব পরিস্ফুট। শ্রীচৈতন্যের জাতিভেদের শৃঙ্খলা অপনোদন মুসলমান প্রভাবের ফল বলিয়া বোধ হয়। কারণ, দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জাতিভেদের অতিশয় পক্ষপাতী দেখা যায়। শ্রীরামানুজ ও মধ্ব উভয়েই জাতিভেদ স্বীকার করিয়াছেন, ; শ্রীরামানুজের জীবনে ভক্ত শূদ্রাদির দৃষ্টান্ত অবশ্যই আছে ; কিন্তু স্থূলভাবে তিনিও জাতিভেদের পক্ষপাতী।

এ বিষয়ে চৈতন্যদেব তাঁহাদের প্রভাবে প্রভাবিত হন নাই। তাৎকালিক সমাজে মুসলমান প্রভাবই বোধ হয় ইহায় অন্যতম প্রধান কারণ। ইংরেজের আগমনে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন ব্রাহ্মসমাজ খৃষ্টীয় প্রভাবে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ও মুসলমান প্রভাব তেমনই বৈষ্ণব সমাজকে প্রভাবিত করিয়াছে। বোধ হয় মুসলমান প্রভাব প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্যই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন স্বীয় মনীষাবলে সমাজশৃঙ্খলার উপাদানস্বরূপ স্মৃতির ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ন্যায়দর্শনের কূট-তর্কের প্রতিরোধ জন্যই ভক্তিবাদ প্রচার করেন ; কিন্তু আমাদের এই কথা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বোধ হয় না। রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেব সমসাময়িক। রঘুনাথের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিথিলাই ন্যায়দর্শনের কেন্দ্র ছিল। রঘুনাথই প্রথম বঙ্গদেশে ন্যায়ের মহিমা ঘোষণা করেন। অবশ্যই রঘুনাথের পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় আচার্য্যগণ মিথিলায় আসিয়া ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন ; কিন্তু রঘুনাথের সময় হইতেই ন্যায়দর্শনের প্রভাব বঙ্গদেশের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ হয়। মহাপ্রভুর সময় এমন প্রভাব হয় নাই যাহা প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে চেষ্টিত

হইতে হইবে। বরং মনে হয় চৈতন্যদেবের জাতিভেদের শিথিলতা সমাজের বিক্ষোভের কারণ হয় ও তাঁহার অন্তর্ধানের পরে নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন; তাহারই ফলে পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ ঐরূপ অতথ্যকে তথ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। দার্শনিক মতে নৈয়ায়িকও দ্বৈতবাদী, আর বৈষ্ণবও দ্বৈতবাদী এ বিষয়ে প্রায় বিরোধ নাই বলিলেই হয়। তবে নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে যুক্তিতর্ক বলে প্রমাণিত করিতে গিয়া যেন একরূপ নিরীশ্বর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবগণ ভগবান্‌কে ভক্তিপথের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। এ বিষয়ে এজন্য দ্বন্দ্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য।

শ্রীচৈতন্যের মত পরিপুষ্ট হইলেই আক্রমণ সম্ভব। শ্রীচৈতন্যদেবের মতবাদ যতদিন বিশেষ মতবাদের আকারে আকারিত না হইয়াছে, ততদিন আক্রমণ সম্ভবপর হয় নাই। মতবাদে আকারিত হইতে সময় লাগিয়াছে; সুতরাং তাঁহার পক্ষে নৈয়ায়িক মত প্রতিরোধ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিতীয় কারণ, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার স্থল উড়িষ্যা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান তাঁহার প্রচারভূমিও নহে। যদিও তিনি কখন কখন এই সকল স্থানে আসিয়াছেন তাহা অল্পকালের জন্য। শান্তিপুরে তাঁহার প্রচার প্রায়শঃ কীর্ত্তনেই আবদ্ধ ছিল। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবমতপ্রচার শ্রীজীবগোস্বামী প্রেরিত আচার্য্য শ্রীনিবাস-প্রভৃতির কার্য্য।

বঙ্গদেশে তৎকালে প্রচারের মাত্রা বৃদ্ধি না হওয়ায় নৈয়ায়িক আচার্য্যগণের পক্ষে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ কতকটা যেন উপেক্ষার বিষয় ছিল।

আমাদের বিবেচনায় জাতিভেদের শিথিলতা সমাজকে বিক্ষোভিত করিতে পারে ও কীর্ত্তনের বাহুল্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু নৈয়ায়িকগণও দার্শনিকক্ষেত্রে বৈষ্ণবমতকে আক্রমণ করেন নাই; আর চৈতন্যদেবও ন্যায়মত খণ্ডন করেন

নাই। মুরারি গুপ্তের আদিলীলা ও দামোদরকৃত শেষ লীলা প্রভৃতিই চৈতন্যদেবের জীবনচরিতের উপাদান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নানাবিধ ইতিবৃত্ত ও বৃন্দাবনদাসকৃত চৈতন্যচরিত অনুসরণ করিয়া "চৈতন্যচরিতামৃত" ১৫৩৮ শকে রচনা করিয়াছিলেন। ভক্ত শিষ্যের পক্ষে গুরুর জীবনচরিত প্রণয়ন অনেক ক্ষেত্রে অত্যুক্তি দোষের কারণ হয়। কবিরাজের গ্রন্থেও মায়াবাদের উপর আক্রমণ যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় নৈয়ায়িকের উপর তত নহে।

পাঞ্জাবে গুরু নানক বেদান্তের জ্ঞানবাদে প্রভাবিত হইলেও মুসলমানপ্রভাব অতিক্রম করেন নাই। শিখ সম্প্রদায়ের মুসলমান-বিদ্বেষ ধর্ম্মের জন্য নহে; পরন্তু রাজনৈতিক কারণই উহার মূল। মুসলমানের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া শিখ সম্প্রদায় মুসলমান-বিদ্বেষী হইয়াছে, কিন্তু গুরু নানক হিন্দু মুসলমান উভয়ের মত সমন্বয় করিতে সচেষ্ট। অবশ্যই রাজনৈতিক হিসাবে উভয় মতের মিলন হইলে বিশেষ সুবিধাই হয়, কিন্তু জ্ঞানপ্রবণ হিন্দুধর্ম্মের সহিত হৃদয়প্রবণ মুসলমান ধর্ম্মের মৌলিক মিলন অসম্ভব। পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করিতে পারে, কিন্তু মৌলিক মিলন সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং গুরু নানকের প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া আসিয়াছে। নানকের মতে "অলখ্ নিরঞ্জন" বেদান্তমতের প্রতিধ্বনি। বেদান্তমত ও মুসলমান মতে প্রভাবিত হইয়া, অথবা হইতে পারে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও—গুরু নানক স্বীয়মত প্রচার করেন।

উত্তর ভারতের ধর্ম্মজীবনের পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতিহাসের সার মর্ম্ম সংক্ষেপে ইহাই বলা যায়।

সামাজিক ইতিহাসে বঙ্গদেশে দুইজন আচার্য্যের আবির্ভাব উল্লেখযোগ্য। একজন আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ, অন্যজন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন। আগমবাগীশ তান্ত্রিকসাধনার যুগপ্রবর্ত্তক। তাঁহার সাধনার ফল অদ্যাপিও বঙ্গদেশ অল্পাধিক পরিমাণে ভোগ করিতেছে। তান্ত্রিকমত বেদান্ত সাংখ্য ও পাতঞ্জলের সমন্বয়ের ফল।

দার্শনিক হিসাবে তন্ত্রগত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। অবশ্যই তান্ত্রিকমতে বেদান্তের প্রভাব কম নহে, তবে সাংখ্যপ্রভাবও তন্ত্র অতিক্রম করিতে পারেন নাই। রঘুনন্দন সামাজ্য শৃঙ্খলার বিধান প্রবর্ত্তন করেন ও তাঁহার প্রচেষ্টায়ই শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, আর আগমবাগীশ সেই শৃঙ্খলার ভিতর আধ্যাত্মিক সাধনের মূল পত্তন করেন; সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দী ধর্ম্ম ও সমাজের পুনরভ্যুদয়ের যুগ।

এই শতাব্দীতে নিম্বার্কমতও নীরব নহে। শ্রীনিবাসাচার্য্যের গ্রন্থের টীকাকার কেশবাচার্য্য দার্শনিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

মধ্বমতেও টীকাকার জয়তীর্থাচার্য্য এই শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া তন্মতের প্রসার সাধন করিয়াছেন।

শাঙ্করমতেও আচার্য্যগণ টীকা ও নিবন্ধ প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীর পুণ্য প্রচেষ্টার বিরাম নাই। নব নব মতের প্রচারের সহিত অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের চিন্তার উন্মেষ হইয়াছে। সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দী সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টার যুগ।

অদ্বৈতবাদ

আচার্য্য আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি

(১৫শ শতাব্দী শাঙ্করদর্শন)

আচার্য্য আনন্দজ্ঞান শাঙ্করভাষ্যের টীকাকার। শাঙ্করভাষ্যের উপর "ন্যায়নির্ণয়" টীকা ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। আনন্দজ্ঞানের অপর নাম আনন্দগিরি। ইঁহার গুরুর নাম শুদ্ধানন্দ। শাঙ্করভাষ্যের টীকা "ন্যায়নির্ণয়ে"র প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে (৭ম) স্বীয় গুরুর

বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন,* আর পরিসমাপ্তি শ্লোকেও তাহার পুনরুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।†

এই সকল শ্লোকে তাঁহার গুরুভক্তিই প্রকট। কোন কোনও উপনিষদের টীকায় "শ্রীমচ্ছঙ্কর ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-আনন্দজ্ঞান বিরচিত" ইত্যাদি লেখা দেখিতে পাওয়া যায়।

বাস্তবিক এই লেখা লিপিকার-প্রমাদ, অথবা আনন্দগিরি জগদ্‌গুরুরূপে আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। হইতে পারে, আনন্দগিরির গুরু শুদ্ধানন্দ শৃঙ্গেরী প্রভৃতি কোনও মঠের মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের পীঠে যিনি আসীন হন তাঁহাকেও শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত করিবার প্রথা এখনও বর্ত্তমান। শুদ্ধানন্দকে পীঠাধীশরূপে "শঙ্কর ভগবান্" বলা যাইতে পারে। যে প্রকারেই হউক আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি কখনই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। আনন্দগিরি বিদ্যারণ্যেরও পরবর্ত্তী। আনন্দগিরিকৃত "শঙ্করবিজয়" মাধবাচার্য্য-কৃত শঙ্করবিজয় হইতে অর্ব্বাচীন।‡ আনন্দগিরি অনেকস্থলে ন্যায়নির্ণয়-টীকায় ভামতী নিবন্ধের অনুসরণ করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে ভাষার সামঞ্জস্যও আছে। ১।১।১ সূত্রের ভাষ্যের টীকায়

---

* "যৎপাদাম্বুজচঞ্চরীকধিষণা নির্ব্বাণমার্গাশ্রিতাপঙ্‌ক্তিমুক্তনিসর্গদুর্গচরিতা বাচংযমানামিয়ম্।
সম্প্রিত্যমিদং শমাদিসনভূদ্‌বোধাঙ্কুরো মে যতঃ শুদ্ধানন্দমুনীশ্বরায় গুরবে তস্মৈ পরস্মৈ নমঃ॥"

† "ব্যাখ্যাংসংখ্যাতে তর্কত্রকচ্ছয়রয়স্তদ্ভুতর্কপক্ষা
শঙ্কাবাক্যপ্রকারপ্রসরণসমতা বস্তুতত্ত্বং শযস্তা।
শুদ্ধানন্দাঙ্ঘ্রি যুগ্মস্মৃতি ভরনিভৃতপ্রৌঢ়গাঢ়োক্তিরূঢ়া
নন্দজ্ঞানপ্রণীতা জগতি প্রমুদমিয়ং সঞ্চিয়াৎ সংবিধত্তাম্॥"

‡ শঙ্করের শিষ্য তোটকাচার্য্য গিরি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার নামও আনন্দগিরি কিন্তু তিনি শাঙ্করভাষ্যের টীকাকার নহেন। টীকাকার আনন্দগিরি

বাচস্পতি ভামতীতে লিখিয়াছেন—"অবশ্যং হি পুরুষঃ কিংচিৎ কৃত্বা কিংচিৎ করোতি"। সেই স্থল ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে "ন্যায়নির্ণয়ে" আনন্দজ্ঞান লিখিয়াছেন—অবশ্যং হি পুমান্ কিংচিৎ কৃত্বা কিংচিৎ করোতি' ইত্যাদি। এ স্থলে ভামতী নিবন্ধের কথাই আনন্দগিরি তুলিয়াছেন বলিয়া প্রতিভাত হয়। * এইরূপ ১।১।৫ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও সাদৃশ্য আছে। ভামতীতে দেখিতে পাওয়া যায়—যথাহুর্যোগ-শাস্ত্রকারাঃ—"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" ইতি তদ্‌ভাষ্যকারাশ্চ "ভক্তিবিশেষাদাবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্নাতি জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিনা ইতি"। আনন্দজ্ঞান ন্যায়নির্ণয়ে লিখিয়াছেন—"ততঃপ্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽন্তরায়াভাবশ্চ" ইতিযোগসূত্রস্য "ভক্তি-বিশেষাদাবর্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্নাতি জ্ঞানবৈরাগ্যাদিনা ইতি তদ্‌ভাষ্যস্য চ দৃষ্টৈর্যোগশাস্ত্রবিদ্ ইত্যুক্তম্।" আনন্দজ্ঞান নিজে বলিয়াছেন যে, তাঁহার টীকা প্রণয়নের পূর্ব্বে অনেক টীকা রচিত হইয়াছে। ভামতী, বিবরণ, কল্পতরু প্রভৃতি টীকার পরেই তিনি টীকা প্রণয়ন করেন। তিনি "ন্যায়নির্ণয়ে"র সমাপ্তি-শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"সন্ত্যেব বহুলানীহ ব্যাখ্যানানি মহাধিয়াম্।
ব্যাখ্যা তথাপি সৌখ্যেন ব্যাখ্যানায় ময়া কৃতা॥

তিনি গীতার টীকার সমাপ্তি-শ্লোকে লিখিয়াছেন যে পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের পদবী অনুসরণ করিয়া গীতাভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করিলেন—

"প্রাচামাচার্য্যপাদানাং পদবীমনুগচ্ছতা।
গীতাভাষ্যে কৃতা টীকা টীকতাং পুরুষোত্তমম্॥"

শুদ্ধানন্দের শিষ্য ও বহু পরবর্তী। মতান্তরে এই আনন্দগিরিও শঙ্করবিজয়ের প্রণেতা নহেন। কারণ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে আনন্দগিরি কৃত যে শঙ্করবিজয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোন কোন পরিচ্ছেদের শেষে অনন্তানন্দগিরিকৃত বলিয়া উল্লেখ আছে। (সং)

* নির্ণয়সাগর সংস্করণ ১৯০৯ খৃঃ সং ২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আনন্দগিরি বিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী ও অপ্পয়দীক্ষিতের পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ, অপ্পয়দীক্ষিত "সিদ্ধান্তলেশে" ন্যায়নির্ণয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। * বিদ্যারণ্যের কাল ১৪শ শতাব্দী এবং অপ্পয়-দীক্ষিতের কাল ১৬শ—১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। সুতরাং আনন্দগিরির কাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

আনন্দগিরির পূর্ব্বাশ্রমের কোনও পরিচয় বা জীবনের কোনও ঘটনা জানিতে পারা যায় না। সন্ন্যাসীর জীবন যেমন হওয়া উচিত তাঁহার জীবনও তেমনই, কিন্তু দার্শনিক সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার কীর্ত্তি অতুলনীয়।

আনন্দগিরির গ্রন্থের বিবরণ

জয়তীর্থাচার্য্য যেমন মধ্বাচার্য্যের ভাষ্য প্রভৃতির টীকাকার, আনন্দগিরিও তেমন শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য প্রভৃতির টীকাকার। আনন্দগিরির টীকায় শাঙ্করভাষ্য বেশ সরল ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দশোপনিষদের ভাষ্যের টীকা, গীতা-ভাষ্যের টীকা, ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্যের টীকা, সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত তৈত্তিরীয় উপনিষদের বার্ত্তিকের টীকা, সুরেশ্বরকৃত বৃহদারণ্যক উপনিষদের বার্ত্তিকের টীকা এবং বেদান্ত-শতশ্লোকী প্রভৃতি বহু টীকা আনন্দগিরির বিরচিত। ভাষ্যের প্রতিপদ ব্যাখ্যায় আনন্দগিরি অসাধারণ টীকাকারই বটে। গভীরতায়, সরলতায় আনন্দগিরির টীকা যেন অতুলনীয় বলিয়া মনে হয়। শঙ্কর ও সুরেশ্বরকৃত গ্রন্থনিচয়ের টীকা রচনা মনীষার কার্য্য সন্দেহ নাই।

---

* সিদ্ধান্তলেশ—অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজ ৩০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১। দশোপনিষদের ভাষ্যের টীকা—ইহাতে ঈশ, কেন কঠ প্রভৃতি দশোপনিষদেরই টীকা আছে। দশোপনিষদের সভাষ্য টীকা পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বে অন্যত্রও প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে সে সব আর পাওয়া যায় না।

২। গীতা ভাষ্যের টীকা—ইহা "গীতাভাষ্যবিবেচন" নামে প্রসিদ্ধ। এই টীকা নানা প্রকার সংস্করণে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও লোটাস্‌লাইব্রেরী কলিকাতা, নির্ণয়সাগর-প্রেস বোম্বাই ও পুণা আনন্দাশ্রম হইতে আনন্দগিরির টীকা প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গীতার সংস্করণেও আনন্দগিরির টীকা প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। ব্রহ্মসূত্রে শারীরকভাষ্যের টীকা—এই টীকার নাম "ন্যায়নির্ণয়"। ইহা শারীরকভাষ্যের অতি বিশদ টীকা। ইহাতে ভাষ্যের কোন শব্দই ব্যাখ্যা করিতে আনন্দগিরি উদাসীন নহেন। বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। পুণা আনন্দাশ্রম হইতেও সভাষ্য "ন্যায়নির্ণয়" প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। তৈত্তিরীয় উপনিষদের সুরেশ্বরকৃত বার্ত্তিকের টীকা—তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যবার্ত্তিকের টীকা পুণা আনন্দাশ্রম হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদের বার্ত্তিকের টীকা—বৃহদারণ্যকের ভাষ্য বার্ত্তিকের টীকাও পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুরেশ্বর কৃত ভাষ্য-বার্ত্তিকে দ্বাদশসহস্র শ্লোক (১২০০০) থাকিবার কথা কিন্তু বর্ত্তমানে ১১১৫১টী শ্লোক ইহাতে পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক বার্ত্তিকের এই টীকায় আনন্দগিরির কৃতিত্ব আছে।

৬। বেদান্ত-শতশ্লোকীর টীকা—মূলগ্রন্থ আচার্য্য শঙ্করকৃত, ইহার উপরই আনন্দগিরি এই টীকা প্রণয়ন করেন। ইহা বোম্বাই হইতে পৃথক্ পুস্তকাকারেই ছাপা হইয়াছে।

৭। **শঙ্করবিজয়**—আনন্দগিরি আচার্য্য শঙ্করের জীবনী "শঙ্কর-বিজয়" নামক গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য যে সকল মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন তাহাই আনন্দগিরিকৃত "শঙ্করবিজয়ে" বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ কলিকাতা হইতে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। *

আনন্দগিরির মতবাদে আর কোনও বিশেষত্ব নাই। তিনি ভাষ্যাদির ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণে যাহাতে ভাষ্যাদি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তজ্জন্যই আনন্দগিরি ভাষ্যাদির সারসিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি গীতার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে শিষ্যদিগের শিক্ষার জন্যই তিনি গীতাভাষ্য ব্যাখ্যা করিলেন। †

আমাদের মনে হয় যে, সাধারণ মেধাবিশিষ্ট ব্যক্তিও যাহাতে শঙ্করের ভাষ্যাদি ধারণা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই আনন্দগিরি ভাষ্যাদি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি পরিস্ফুট। শাঙ্কর দর্শনের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

---

* শঙ্করাচার্য্যকৃত উপদেশসাহস্রী ও দৃগ্‌দর্শন-বিবেক নামক গ্রন্থের উপরও আনন্দগিরির টীকা আছে। দৃগ্‌দর্শনবিবেকের টীকা কলিকাতায় শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বসুর দ্বারা একবার মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন আনন্দগিরি কৃত "বেদান্ততর্কসংগ্রহ" নামক একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ আছে; আনন্দগিরি যে ন্যায়শাস্ত্রেও একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন তাহা এই গ্রন্থ দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। ইহা বরোদা ষ্টেট হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। (সং)।

† "প্রত্যক্ষমচ্যুতং নত্বা গুরূনপি গরীয়সঃ।
ক্রিয়তে শিষ্যশিক্ষায়ৈ গীতাভাষ্যবিবেচনম্॥"

অদ্বৈতবাদ

আচার্য্য প্রকাশানন্দ

(১৫শ শতাব্দী)

প্রকাশানন্দ "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র প্রণেতা। তাঁহার গুরুর নাম আচার্য্য জ্ঞানানন্দ। প্রকাশানন্দও অপ্পয়দীক্ষিতের পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ, অপ্পয়দীক্ষিত "সিদ্ধান্তলেশে" সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর মত উদ্ধার করিয়াছেন। *

প্রকাশানন্দ বিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী। কারণ, কোন কোনও স্থলে তিনি পঞ্চদশীর উদাহরণ উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। "দশমস্ত্বমসি" এই উদাহরণ পঞ্চদশী হইতে গৃহীত এবং সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে প্রকাশানন্দ লিখিয়াছেন—"লৌকিকস্যাপি বাক্যস্য দশমস্ত্বমসীত্যাদেরাত্মস্বরূপপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বস্যৈব দৃষ্টত্বাৎ।" ত্রিবিধ-ভেদের প্রসঙ্গে খণ্ডনখণ্ডখাদ্যকারের যুক্তির সহিত সাদৃশ্য আছে। † বাচস্পতি ও বিবরণকারের মতও স্থলবিশেষে অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল প্রমাণে বুঝা যায় প্রকাশানন্দ, বিদ্যারণ্য প্রভৃতি আচার্য্যের পরবর্ত্তী ও অপ্পয়দীক্ষিতের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং প্রকাশানন্দের স্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী। প্রকাশানন্দ নিজে শ্রুতি প্রভৃতি হইতে আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া গ্রন্থরচনা করেন। তিনি 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী'র প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, যথা—

"অদৃষ্টদ্বয়মানন্দমাত্মানং জ্যোতিরব্যয়ম্।
বিনিশ্চিত্য শ্রুতেঃ সাক্ষাদ্‌যুক্তিস্তত্রাভিধীয়তে॥"

---

* সিদ্ধান্তলেশ ৬৬ ও ৩০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† সিদ্ধান্তমুক্তাবলী—পণ্ডিত পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত Venis সাহেবের অনুবাদসহ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ ১০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থ লিখিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন; তাহাও গ্রন্থের সমাপ্তির আদ্য শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই—

"প্রকাশানন্দযতিনা কৃতিনা স্বাত্মশুদ্ধয়ে।
সিদ্ধান্তমুক্তাবল্যেষা রচিতা রন্ধ্রবর্জ্জিতা॥"

এই গ্রন্থ যে তিনি নারায়ণের চরণে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাও কবিত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"অদ্বৈতানন্দসন্দোহা সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণা।
নারায়ণসমাসক্তা শ্রিয়া সাপত্ম্যদূষিতা॥"

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, মুক্তার মালা। শ্রী বা লক্ষ্মী, নারায়ণের কণ্ঠসমাসক্তা থাকেন। সিদ্ধান্তগুলি অদ্বৈতানন্দ দোহন করিয়া সত্যজ্ঞানরূপ মালাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। এই মালা নারায়ণের বড়ই প্রিয়। কারণ, ইহা তাঁহারই আত্মস্বরূপ। আর লক্ষ্মীর মনে সপত্মী-বিদ্বেষ জন্মিতে পারে, বিশেষতঃ এরূপ মনোজ্ঞ মালা নারায়ণ স্বয়ং আনন্দে কণ্ঠে ধারণ করিবেন, তাহাতে হয়ত লক্ষ্মীর বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিবে—এই কথা বলিয়া প্রকাশানন্দ স্বীয় গ্রন্থের উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শুধু তিনি এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু বিশেষ ভাবেই বলিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থ অনুভূতির বলে রচিত হওয়ায় সকলের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবে। বাদিগণের মতও গ্রন্থে সুচারুরূপেই খণ্ডিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

"শৃণু প্রকাশরচিতাং সদ্বৈততিমিরাপহাম্।
বাদীভকুম্ভনির্ভেদে সিংহদংষ্ট্রাধরীকৃতাম্॥"

একটী শ্লোকে তিনি তদানীন্তন অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—তাৎকালিক লোকেরা বেদান্তরহস্য বুঝিতে পারে না; বোধ হয় এ স্থলে দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। ভগবানের প্রেরণা-বশে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাও এ স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

"বেদান্তসারসর্ব্বস্বমজ্ঞেয়মধুনাতনৈঃ।
অশেষেণ ময়োক্তং তৎ পুরুষোত্তম যত্নতঃ॥"

প্রকাশানন্দের গ্রন্থের বিবরণ

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী—ইহা বেদান্তের অদ্বৈত মতে প্রকরণগ্রন্থ এবং শ্রীহর্ষ মিশ্রের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের অনুকরণে রচিত। গদ্যে বিচার করিয়া পদ্যে সিদ্ধান্ত নিবদ্ধ হইয়াছে। মায়ার অনির্ব্বচনীয়ত্ব সম্বন্ধেও বিচার যথেষ্ট করিয়াছেন। মুক্তাবলীর উপর নানা দীক্ষিতের "সিদ্ধান্তদীপিকা" নামক বৃত্তি আছে। সটীক মুক্তাবলী জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। কাশীর "পণ্ডিত" নামক পত্রিকায় মুক্তাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। Arthur Venis সাহেব ইহার অনুবাদক। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভেনিস সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ সহ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী পণ্ডিত পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। E. L. Lazarus Company ইহার প্রকাশক। ভেনিস্ সাহেবের অনুবাদ স্থলবিশেষে শোভন হয় নাই। গ্রন্থের পরিসমাপ্তি-শ্লোকে "শ্রিয়া সাপত্ন্যদূষিতা"র অনুবাদ করিয়াছেন—"And thus tainted by rivalry with his consort Lakshmi." বাস্তবিক এই স্থানের প্রকৃত তাৎপর্য্য রক্ষিত হয় নাই।

প্রকাশানন্দের মতবাদ

প্রকাশানন্দও শাঙ্করিক মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। ইহার মতের কিছু বিশেষত্ব আছে। উপাদান কারণ সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মতভেদ আছে।

উপাদান কারণত্ব-নিরূপণ—সংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্ম-মুনির মতে ব্রহ্মই উপাদান। কূটস্থ ব্রহ্ম স্বাভাবিকরূপে কারণ হইতে পারেন না; সুতরাং মায়া দ্বার কারণ। অকারণ হইলেও দ্বার, কার্য্যে অনুগত হয়। বাচস্পতি মিশ্রের মতে ব্রহ্মই উপাদান। জীবাশ্রিত মায়াবিষয়ীকৃত ব্রহ্ম স্বতঃই জাড্যাশ্রয় প্রপঞ্চাকারে বিবর্ত্তিত হন। মায়া সহকারী মাত্র। মায়া কার্য্যানুগত দ্বার কারণ নহে। প্রকাশানন্দ বলেন—ব্রহ্ম উপাদান কারণ নহেন; মায়াশক্তিই উপাদান। ব্রহ্মকে যে জগতের উপাদান বলা হয়, তাহা মায়ার অধিষ্ঠানরূপে উপচার ক্রমে বলা হয়।

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ ও সৃষ্টদৃষ্টিবাদ—শাস্ত্রদর্পনকার অমলানন্দ, দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী। তাঁহার মতে, দৃষ্টি সমসময়া বিশ্বসৃষ্টি। প্রকাশানন্দও দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী। কিন্তু অমলানন্দের মত হইতে তাঁহার মত-পার্থক্য আছে। প্রকাশানন্দের মতে দৃষ্টিই বিশ্ব-সৃষ্টি। কারণ, দৃশ্যের দৃষ্টিভেদে প্রমাণাভাব। স্মৃতি বলিয়াছেন—

"জ্ঞানস্বরূপমেবাহুর্জগদেতদ্বিচক্ষণাঃ।
অর্থস্বরূপং ভ্রাম্যন্তঃ পশ্যন্ত্যন্যে কুদৃষ্টয়ঃ॥"

কোন কোন আচার্য্য বলেন, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ প্রামাণিক নহে; যেহেতু দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে, জাগ্রৎপ্রপঞ্চের প্রাতিভাসিকত্ব, আকাশাদি সৃষ্টির অপলাপ, কর্ম্ম উপাসনা ও তল্লভ্য স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতির লোপ। জাগ্রৎকালে চক্ষুরাদি সাহায্যে যে জ্ঞান জন্মে তাহাও ভ্রমরূপে অঙ্গীকার করিতে হয়। সুতরাং দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ সমীচীন নহে, সৃষ্টদৃষ্টিবাদই সঙ্গত। শ্রুতি-দর্শিত ক্রমে পরমেশ্বর-সৃষ্ট বিশ্ব অজ্ঞাতসত্তাযুক্ত। তৎ তৎ বিষয়ক প্রমাণাবতরণে সেই সেই দৃষ্টির সিদ্ধিই সৃষ্টদৃষ্টিবাদ। সৃষ্টদৃষ্টিবাদ জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই কিন্তু ব্যাবহারিক সত্তা আছে। সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীকার পারমার্থিক দৃষ্টিতে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের পক্ষপাতী হইয়াছেন। আচার্য্য চিৎসুখ প্রভৃতি সৃষ্টদৃষ্টিবাদী। এই সৃষ্টির কল্পক কে? নিরুপাধিক

আত্মা অথবা অবিদ্যোপহিত আত্মা? যখন বিশ্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তখন উহার ব্যাবহারিক সত্তা অপহ্নব করিতে পারা যায় না। তাহা হইলে একজন কল্পক চাই। নিরুপাধিক আত্মা কল্পক হইতে পারে না। কারণ, মোক্ষেও সংসার-নিবৃত্তি হইবে না, সংসারবিশেষ থাকিবেই। সুতরাং অবিদ্যোপহিত আত্মাই কল্পক। জগৎ যখন কল্পিত, তখন দৃষ্টিসৃষ্টিবাদই সঙ্গত। কল্পনাকে যে মিথ্যা বলিয়া জানে, তাহার নিকট কল্পনার কোনও তাৎপর্য্য নাই, আর যাহার নিকট কল্পনা সত্য, তাহার নিকট মিথ্যা হইতে পারে না। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানাই মায়া। মিথ্যাতে মিথ্যাবোধ জন্মিলেই জ্ঞানের উদয় হইল। সুতরাং অবিদ্যা উপহিত আত্মাতে কল্পিত বা সৃষ্টজগৎ পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা। জ্ঞানে সৃষ্টির মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হয়। কারণ সত্যে মিথ্যা কোনও কালে বা দেশে নাই। জ্ঞানে অজ্ঞান কোন কালেও নাই। এ ক্ষেত্রে প্রকাশানন্দের "দৃষ্টিই বিশ্বসৃষ্টি" এই দৃষ্টিবাদ শোভন। পারমার্থিক দিকে বিশেষ জোর দেওয়ায় তিনি দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী হইয়া পড়িয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-চরিতে দেখিতে পাওয়া যায় জনৈক প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহার (চৈতন্য-দেবের) মত সমর্থন করিয়াছেন। * ইহাতে কালসাম্য অনেকটা আছে। মুক্তাবলীকার ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন—এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে, কিন্তু মুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দের পক্ষে দ্বৈতমত সমর্থন আদপেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তিনি মুক্তাবলীর সমাপ্তিশ্লোকে "সদ্বৈতভিমিরাপহাম্" রূপে স্বীয় গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন; সুতরাং এ বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত কিছুই বলা যায় না। বোধহয়, যে প্রকাশানন্দ চৈতন্যদেবের শিষ্য হন, তিনি বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার নহেন।

---

* জনৈক প্রকাশানন্দ চৈতন্যদেবের শিষ্য হইয়া প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত হন এবং পরে চৈতন্যদেবের মতে একখানি ভক্তিগ্রন্থও লিখিয়াছেন। (সং)

অদ্বৈতবাদ

আচার্য্য অখণ্ডানন্দ

(১৫শ শতাব্দী)

আচার্য্য অখণ্ডানন্দ পঞ্চদশ শতব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার গুরুর নাম আচার্য্য অখণ্ডানুভূতি। পঞ্চপাদিকাবিবরণের উপর আচার্য্য অখণ্ডানন্দ "তত্ত্বদীপন" নামক নিবন্ধ রচনা করেন। "তত্ত্বদীপন" একখানি প্রমাণিক নিবন্ধ। অপ্পয়দীক্ষিত "সিদ্ধান্তলেশে" তত্ত্বদীপনের মত উদ্ধার করিয়াছেন।* তত্ত্বদীপনকার বিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী। কারণ, তত্ত্বদীপনে "প্রমেয়সংগ্রহে"র উল্লেখ আছে। "তত্ত্বদীপন" বিবরণের অন্য টীকা ভাবপ্রকাশিকার পূর্ব্ববর্ত্তী; যেহেতু ভাবপ্রকাশিকায় তত্ত্বদীপনের উল্লেখ আছে।† ভাবপ্রকাশিকাকার নৃসিংহাশ্রম ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং অখণ্ডানন্দের স্থিতিকাল ১৫শ শতাব্দী।

অখণ্ডানন্দের "তত্ত্বদীপন" অদ্বৈতবাদের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। বেনারস সংস্কৃত সিরিজে এই নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার মতে আর কোনও বিশেষত্ব নাই।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

শ্রীমৎ কেশবাচার্য্য

(নিম্বার্ক সম্প্রদায়—১৫শ শতাব্দী)

কেশবাচার্য্য আচার্য্য শ্রীনিবাসের ভাষ্যের ব্যাখ্যাকার। কেশবের স্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী। কারণ, তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব

* সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ—অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজ—১৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† অয়মেবার্থস্তত্ত্বদীপনকৃতামভিপ্রেতঃ। (তত্ত্বদীপন)

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে, সুতরাং কেশবাচার্য্যের স্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ষোড়শের প্রথম।

শ্রীমৎ নিম্বার্কাচার্য্য "বেদান্তপারিজাতসৌরভ" নামক ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই ভাষ্য বড়ই সংক্ষিপ্ত। এই ভাষ্য অবলম্বন করিয়া তচ্ছিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস "বেদান্তকৌস্তভ" নামক ভাষ্য রচনা করেন। কেশবাচার্য্য বেদান্তকৌস্তভের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। আচার্য্য কেশবের মতবাদ নিম্বার্কেরই অনুরূপ, অন্য কোন বিশেষত্ব নাই।

স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ

শ্রীমৎ জয়তীর্থাচার্য্য

(মধ্ব-সম্প্রদায়—১৫শ শতাব্দী)

আচার্য্য জয়তীর্থ মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যের টীকাকার। মধ্বাচার্য্যের অন্তর্ধানের পরে তাঁহার শিষ্য শোভনভট্ট অর্থাৎ পদ্মনাভতীর্থ মঠাধ্যক্ষ হন। জয়তীর্থ এই পদ্মনাভের অধস্তন ৪র্থ মহাপুরুষ। পদ্মনাভের পরে নরহরি তীর্থ, তৎপরে মাধবতীর্থ ও মাধবতীর্থের পরে অক্ষোভ্য তীর্থ মঠাধ্যক্ষ হন। মাধবের পরে জয়তীর্থ গদীতে আরোহণ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যাসরাজ স্বামী জয়তীর্থের "বাদাবলী" অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থ রচনা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বা ষোড়শের শেষভাগে মধুসূদন "অদ্বৈতসিদ্ধি"তে "ন্যায়ামৃতে"র মত খণ্ডন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্বের অন্তর্ধান এবং ষোড়শে ব্যাসরাজের স্থিতিকাল ; সুতরাং জয়তীর্থের স্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী। পদ্মনাভের পরে তিনজন আচার্য্য শতবৎসরকাল অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া গ্রহণ করিলেও জয়তীর্থের কাল পঞ্চদশ শতাব্দী গ্রহণ করা যাইতে পারে। জয়তীর্থাচার্য্যও "তত্ত্বপ্রকাশিকা"

নামক টীকার প্রারম্ভে গুরুপরম্পরা নমস্কার-প্রসঙ্গে পদ্মনাভতীর্থকে প্রণাম করিয়াছেন * এবং নিজগুরু অক্ষোভ্য তীর্থকেও সভক্তি বন্দনা করিয়াছেন। ক

জয়তীর্থ মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধ্বের অনুসরণ করিয়াই টীকা বিবৃত হইয়াছে। তিনি তত্ত্বপ্রকাশিকা"র পরিসমাপ্তিশ্লোকে লিখিয়াছেন—

"মধ্বদুগ্ধাব্ধিসম্ভূতভাষ্যেন্দুদিতকৌমুদী।
ভূয়াৎ সৎকুমুদানন্দদাত্রী তত্ত্বপ্রকাশিকা।"

জয়তীর্থের জন্মস্থান দক্ষিণভারত। মধ্বমতে তাঁহার গ্রন্থের প্রামাণ্য সর্ব্ববাদিসম্মত। মধ্বমতের ব্যাখ্যাকল্পেই তিনি সমস্ত গ্রন্থরাজি বিরচন করিয়াছেন। আনন্দগিরি যেমন শাঙ্করভাষ্য প্রভৃতির টীকাকার, জয়তীর্থও সেইরূপ মধ্বভাষ্যাদির টীকাকার। জয়তীর্থ মধ্ব-মত প্রপঞ্চিত করিবার ব্যপদেশে শাঙ্করিক মতবাদ আক্রমণ করিয়াছেন। জয়তীর্থের মত মধ্ব-মতের অনুরূপ।

জয়তীর্থের গ্রন্থের বিবরণ

১। তত্ত্বপ্রকাশিকা—ইহা মধ্বভাষ্য বা পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্যের টীকা। এই গ্রন্থ বোম্বাই গণপৎকৃষ্ণজী মুদ্রাযন্ত্রালয়ে ১৮০৫ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। রাঘবেন্দ্র স্বামীর "ভাবদীপ" বৃত্তিসহ তত্ত্বপ্রকাশিকা মধ্ববিলাস বুক্ ডিপো (মান্দ্রাজ) হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

---

* "শ্রীমধ্বসংসেবনলব্ধতত্ত্ববিদ্যাসুধাম্ভোনিধয়োমলায়ে।
কৃপালবঃ পঙ্কজনাভতীর্থঃ কৃপালবঃ স্যান্ময়ি নিত্যমেষাম্॥"

"শ্রীমদ্রমারমণসদ্গিরিপাদসংবিব্যাখ্যানিনাদদলিতাখিলদুষ্টদর্পম্।
দুর্বাদিবারণবিদারণদক্ষদীক্ষমক্ষোভ্যতীর্থমৃগরাজমহং নমামি॥"

(তত্ত্বপ্রকাশিকা)

২। তত্ত্বোদ্যোত-টীকা—ইহা মধ্বাচার্য্য প্রণীত "তত্ত্বোদ্যোতে"র ব্যাখ্যা। কাঞ্চী হইতে ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্য এক সংস্করণ, রাঘবেন্দ্র স্বামী, শ্রীনিবাসতীর্থ এবং বেদেশতীর্থের বৃত্তিত্রয়সহ মান্দ্রাজ মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত।

৩। তত্ত্বসংখ্যান-টীকা—ইহা মধ্বাচার্য্যকৃত তত্ত্বসংখ্যানের ব্যাখ্যা। ইহার কাঞ্চী হইতে এক সংস্করণ এবং সত্যধর্ম্মতীর্থের বৃত্তিসহ মান্দ্রাজ মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতেও এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। তত্ত্ববিবেক-টীকা—ইহা মধ্বাচার্য্য কৃত 'তত্ত্ববিবেক' নামক প্রবন্ধের ব্যাখ্যা। কাঞ্চী হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। ন্যায়-কল্পলতা—ইহা আচার্য্য মধ্বকৃত "প্রমাণলক্ষণ" নামক প্রবন্ধের টীকা। ইহার উপরে রাঘবেন্দ্র স্বামীর বৃত্তি আছে। রাঘবেন্দ্র স্বামীর বৃত্তিসহ ন্যায়কল্পলতা মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বোম্বাই হইতেও অন্য এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। সম্বন্ধদীপিকা—ইহা মধ্বকৃত ঋক্‌ভাষ্যের টীকা। ইহার উপর চন্দ্রার্য্য আচার্য্যের বৃত্তি আছে। সবৃত্তিক সম্বন্ধদীপিকা মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৭। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানখণ্ডন-টীকা—ইহা আচার্য্য মধ্বকৃত "প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন" নামক প্রবন্ধের ব্যাখ্যা। বোম্বাই হইতে সটিপ্পন এই টীকা প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। ন্যায়দীপিকা—ইহা আচার্য্য মধ্বকৃত "গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়ে"র ব্যাখ্যা। মধ্বাচার্য্য গীতার দুইটী ভাষ্য রচনা করেন। "গীতা-তাৎপর্য্যনির্ণয়" ইহার অন্যতর ভাষ্য। "ন্যায়দীপিকা" তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের টীকা। এই টীকার উপর "তাম্রপর্ণীয়" নামক বৃত্তি আছে। সবৃত্তিক "ন্যায়দীপিকা" মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। **মায়াবাদ-খণ্ডন-টীকা**—মায়াবাদ খণ্ডন আচার্য্য মধ্বের প্রবন্ধ। ইহার উপরে জয়তীর্থ টীকা প্রণয়ন করেন। বোম্বাই হইতে এই টীকা প্রকাশিত হইয়াছে।

১০। **বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়-টীকা**—"বিষ্ণুতত্ত্ব-বিনির্ণয়" মধ্বাচার্য্য বিরচিত প্রবন্ধ। ইহার উপর জয়তীর্থাচার্য্য টীকা রচনা করেন। সটিপ্পন "বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়" টীকা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১১। **উপাধিখণ্ডন-টীকা**—শাঙ্করমতের উপাধিবাদ খণ্ডনের জন্য মধ্বাচার্য্য "উপাধিখণ্ডন" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। জয়তীর্থ ইহার টীকা প্রণয়ন করেন। বোম্বাই হইতে সটিপ্পন এই টীকা প্রকাশিত হইয়াছে।

১২। **ঈশবাস্যোপনিষদের টীকা**—ইহা মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যের উপর টীকা। ইহা মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩। **প্রশ্নোপনিষদের টীকা**—ইহা আচার্য্য মধ্বের ভাষ্যের ব্যাখ্যা এবং মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত।

১৪। **প্রমাণপদ্ধতি**—ইহা প্রমাণসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। বোম্বাই হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৫। **ন্যায়সুধা**—এই গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা। জয়-তীর্থাচার্য্য কেবল পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্যের টীকা "তত্ত্বপ্রকাশিকা" প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি স্বাধীন ভাবে মধ্বমতানুসারে ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে যেমন অপ্পয়দীক্ষিত অমলানন্দের "কল্পতরু"র উপর "পরিমল" নামক টীকা রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু "ন্যায়রক্ষামণি" নামক একখানি টীকা রচনা করিয়া প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেইরূপ জয়তীর্থও ব্রহ্ম-সূত্রের দুইখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা জয়তীর্থের অগাধ ব্যুৎপত্তির নিদর্শন। ন্যায়সুধা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৬। **বাদাবলী**—ইহা অনতিবৃহৎ প্রবন্ধ (Monograph)।

শাঙ্করমত খণ্ডন ও মধ্ব-মত স্থাপন জন্য ইহা লিখিত। ইহার উপর রাঘবেন্দ্র স্বামীর বৃত্তি আছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে "বাদাবলী" বিশেষ আবশ্যকীয় গ্রন্থ। এই বাদাবলীই ন্যায়ামৃতের মূল উপাদান। ব্যাসরাজ স্বামী এই বাদাবলীকে ভিত্তি করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়ামৃত রচনা করেন এবং আচার্য্য চিৎসুখের মত নিরস্ত করেন। ন্যায়ামৃত আবার মধুসূদন সরস্বতী খণ্ডন করেন। মধুসূদনের মত খণ্ডনের জন্যই ব্যাসরাজাচার্য্য "তরঙ্গিণী" রচনা করেন। আবার ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী "লঘুচন্দ্রিকা"য় তরঙ্গিণীকার ব্যাসরাজাচার্য্যের মত নিরাস করেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত বাদাবলীর সংযোগ আছে।

জয়তীর্থের পাণ্ডিত্য প্রগাঢ়। দার্শনিক সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবুকতার জন্য তাঁহার গ্রন্থ উপাদেয়। মধ্বাচার্য্যের মত অনুশীলন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের পক্ষে জয়তীর্থের টীকাগুলি একান্ত আবশ্যক।

বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদ

বরদনায়ক সূরি

(রামানুজ-দর্শন—১৫শ শতাব্দী)

বরদনায়কসূরি "তত্ত্বত্রয়চুলুক"কার বরোদার্য্যের পরবর্ত্তী। কারণ, বরদনায়ক "চিদচিদীশ্বরতত্ত্বনিরূপণম্" নামক স্বীয় প্রবন্ধে তত্ত্বত্রয়চুলুকের উল্লেখ করিয়াছেন। * বরদনায়ক "চিদচিদীশ্বর-তত্ত্বনিরূপণম্" নামক প্রবন্ধে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বিচার

* ইদং সর্ব্বমপ্যর্থজাতং দ্রাবিড়দেশবাসিনামাচার্য্যৈস্তদ্ভাষয়া প্রণীতে তত্ত্বত্রয়চুলুকে সংগ্রহেণোদিতম্। সকলদেশবাসিনামপি বিদুষামবগমার্থমাভিঃ সংস্কৃতভাষয়া সম্যক্‌প্রপাদিতম।

করিয়াছেন। ইঁহার সিদ্ধান্ত রামানুজীয় সিদ্ধান্তের অনুরূপ। ইঁহার মতের আর কোন বিশেষত্ব নাই। গ্রন্থখানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। *

অনন্তাচার্য্য বা অনন্তার্য্য

(শ্রীসম্প্রদায়—১৫শ শতাব্দী)

অনন্তাচার্য্য যাদবগিরির অধিবাসী। মেলকোটে তাঁহার নিবাস ছিল। তিনি শ্রুতপ্রকাশিকার সুদর্শনসূরির পরবর্ত্তী। কারণ, "ব্রহ্মলক্ষণনিরূপণম্" নামক স্বীয় গ্রন্থে শ্রুতপ্রকাশিকার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। রামানুজের মত-সংস্থাপন-মানসে গ্রন্থনিচয় প্রণয়ন করেন। প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধেই অদ্বৈত-মত খণ্ডনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বহু প্রবন্ধ তাঁহার বিরচিত। নিম্নে তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থের সমাপ্তিতে স্বীয় পরিচয় নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রদান করিয়াছেন—

"শেষার্য্যবংশরত্নেন যাদবাদ্রিনিবাসিনা।
অনন্তার্য্যেণ রচিতো বাদার্থোঽয়ং বিজৃম্ভতাম্॥"

যাদবগিরির রাজবংশের রাজত্বকালে অদ্বৈতবাদের অন্যতম প্রধান আচার্য্য কল্পতরুকার অমলানন্দ যাদবগিরির নিকটে থাকিয়া স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। অনন্তার্য্যও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন।

* Madras G. O. M. L. Index Vol. 10 No. 4882, see Page 3671.

অনন্তার্য্যের গ্রন্থের বিবরণ

১। জ্ঞানযাথার্থ্যবাদঃ—এই প্রবন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। বহিঃপ্রত্যক্ষের সত্যতা-নির্দ্ধারণ জন্যই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই—"জ্ঞানত্বব্যাপকং যাথার্থ্যমিতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ। নৈয়ায়িক মত এই প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। (1)

২। প্রতিজ্ঞাবাদার্থঃ—ব্রহ্মসূত্রে যে সকল সূত্রে "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" এইরূপ নানা প্রতিজ্ঞার বিচার করা হইয়াছে, সেই সকল সূত্রের আলোচনা ও বিচার জন্য এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। বিচারমল্লতার সহিত গ্রন্থখানি লিখিত। ইহাতে যুক্তিজালের অবতারণা করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। (2)

৩। ব্রহ্মপদ শক্তিবাদঃ—এই প্রবন্ধে ব্রহ্মশব্দের অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে। ব্রহ্মশব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? তাহা নির্ণয় করিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। রামানুজের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মের সগুণত্ব সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। (3)

৪। ব্রহ্মলক্ষণনিরূপণম্—এই প্রবন্ধে পক্ষান্তরে ব্রহ্মের লক্ষণ সকল আলোচিত ও বিচারিত হইয়াছে। ব্রহ্মের সগুণত্ব, সবিশেষত্ব ইহাতে নির্ণীত হইয়াছে। (4)

---

1. Madras. G. O. M. L. Index Vol. 10. No. 4884. see page 3674.

2. Madras G. O. M. L. Index Vol 10. 4934. see page 3728.

3. Madras G. O. M. L. Index Vol. 10. No. 4937. see page 3730.

4. Madras. G. O. M. L. Index Vol. 10. No. 4938. see page 3731.

৫। বিষয়তাবাদঃ—ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষের কারণ। ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন কি না—এই বিচার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। ব্রহ্মই জ্ঞানস্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম একই বস্তু। কিন্তু অনন্তার্য্য বলেন —ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয়। তিনি জ্ঞাতব্য। এই প্রবন্ধে তিনি অদ্বৈতমত খণ্ডন পূর্ব্বক রামানুজীয় মত স্থাপন করিয়াছেন। (5)

৬। মোক্ষকারণতাবাদঃ—এই প্রবন্ধে মোক্ষের মুখ্য সাধন আলোচিত হইয়াছে। অনন্তার্য্যের সিদ্ধান্তে ধ্যান ও ভক্তিই মোক্ষের মুখ্য সাধন। এই প্রবন্ধেও অদ্বৈতবাদিগণের মত নিরাকৃত হইয়াছে। (6)

৭। শরীরবাদঃ—এই প্রবন্ধে নৈয়ায়িকগণের মত নিরসন জন্য লিখিত। নৈয়ায়িকের মতে শরীরের সহিত সংযোগনিবন্ধন আত্মার প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান জন্মে। এই মত নিরসন করিবার জন্যই এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। (7)

৮। শাস্ত্রারম্ভসমর্থনম্—বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন আবশ্যক। শাস্ত্রাধ্যয়নের ফল অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রারম্ভের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই প্রবন্ধ বিরচিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ ও প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত। (৮)

৯। শাস্ত্রৈক্যবাদঃ—অদ্বৈতবাদিগণের মতে পূর্ব্বমীমাংসা ও

5. Madras. G. O. M. L. Index Vol. 10. No. 5000. see page 3789.

6. Madras. G. O. M. L. Index. Vol. 10. No. 4933. see page 3771.

7. Madras. G. O. M. L. Index Vol. 10. No. 5045. see page 3822.

8. Madras. G. O. M. L. Index Vol. 10. No. 5048. see page 3826.

উত্তরমীমাংসা পৃথক্ শাস্ত্র। রামানুজাচার্য্যের মতে উভয় মিলিয়া একশাস্ত্র। অনন্তার্য্য উভয় মীমাংসাকে এক মীমাংসাশাস্ত্ররূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। (1)

১০। সংবিদেকত্বানুমাননিরাসবাদার্থঃ—অদ্বৈতবাদিগণের মতে সম্বিৎ এক ও অখণ্ড। একত্ব সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদিগণের যুক্তি-জাল ছিন্ন করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। যে সকল যুক্তি অদ্বৈতবাদিগণ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা নিরসন পূর্ব্বক সম্বিতের নানাত্ব স্থাপন করিয়াছেন। (2)

১১। সমাসবাদঃ—"ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সমাসবদ্ধ পদের তাৎপর্য্য নির্ণয় জন্য এই প্রবন্ধ বিরচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। (3)

১২। সামানাধিকরণ্যবাদঃ—এই প্রবন্ধে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের সমানাধিকরণ পদ ঘটিত বাক্যার্থের আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণার জন্য এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধেও অদ্বৈতবাদিগণের ব্যাখ্যায় কটাক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। (4)

১৩। সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাঞ্জনম্—ইহা সুবিস্তৃত প্রবন্ধ। বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ প্রপঞ্চিত করিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত। চারিটী পরিচ্ছেদে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। পরিচ্ছেদগুলি এই—

---

(1) Madras. G. O. M. L. Index Vol. 10 No. 5051. see page 3828.

(2) Madras. G. O. M. L. Index Vol. 10 No. 5056, see page 3832.

(3) Madras. G. O. M. L. Index Vol. 10 No. 5059, see page 3834.

(4) Madras. G. O. M. L. Index Vol. 10 No. 5060, see page 3835.

(১) জড়নিরূপণ-পরিচ্ছেদঃ।
(২) জীবনিরূপণ-পরিচ্ছেদঃ।
(৩) ঈশ্বরনিরূপণ-পরিচ্ছেদঃ।
(৪) নিত্যবিভূতি-পরিচ্ছেদঃ।

উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অনন্তাচার্য্যের দার্শনিকতা আছে, ভাষার উপর কর্ত্তৃত্ব আছে, লেখনভঙ্গীও বেশ সরল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর উপসংহার

এই শতাব্দী টীকার যুগ। আনন্দগিরি টীকাকার, জয়তীর্থও টীকাকার। ন্যায়দর্শনের ক্ষেত্রেও রঘুনাথ শিরোমণি টীকাকার। রঘুনাথ টীকাকার হইলেও ন্যায় বৈশেষিকের কোন কোনও পদার্থ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মৌলিকতা আছে। নিম্বার্কমতেও কেশবাচার্য্য টীকাকার। বস্তুতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বিশেষত্ব টীকা প্রণয়নে। উত্তর ভারতে কবীর, নানক প্রভৃতির আবির্ভাবে ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনে নূতন ভাব-প্রবাহ বহমান হইয়াছে। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য-দেবের সাধনা ও কর্ম্মের প্রভাব জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৪০৭ শক বা ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে) তাঁহার জন্ম। সুতরাং তাঁহার কার্য্যাবলী ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার সাধনা ও প্রেমের প্রসারে ষোড়শ শতাব্দীতে আচার্য্য রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামিগণ দার্শনিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই তাঁহাদের দার্শনিক গ্রন্থের প্রাণ। পঞ্চদশে সূচনা, ষোড়শে আহুতি ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্য

নিম্বার্ক ও মধ্বের প্রভাব শ্রীচৈতন্যদেবের মতে সুপরিস্ফুট। মূল উপাদান যাহাই হউক, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বঙ্গদেশে ভক্তির প্রবল বান আসিয়াছিল। যে বন্যায় বঙ্গদেশ কিয়ৎপরিমাণে প্লাবিত হইলেও উড়িষ্যাদেশ সে বন্যায় সবিশেষ প্লাবিত হইয়াছিল।

এই শতাব্দীতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবও সমাজশরীরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক বিবর্ত্তন ও সামাজিক পরিবর্ত্তন প্রভৃতি এই শতাব্দীর অন্যতম বিশেষত্ব। নানারূপ পরিবর্ত্তনের ভিতরও দার্শনিক চিন্তার বিরাম হয় নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্য রূপগোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। জীব গোস্বামীও অন্যতম গ্রন্থকার। বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে ইঁহাদের কোনও গ্রন্থ নাই। অবশ্যই সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে প্রথম বেদান্ত-দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে ব্যাখ্যা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর উপক্রমণিকা

এই শতাব্দীতে বৈষ্ণবমতের প্রসার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময় শুদ্ধদ্বৈতবাদের জন্ম। বল্লভাচার্য্যের আবির্ভাবে বৈষ্ণবমতে নূতন শুদ্ধদ্বৈত মতবাদের উদ্ভব হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ" প্রসার লাভ করে। মধ্বমতে ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ স্বামীর আবির্ভাবে ঐ মত সঞ্জীবতা লাভ করে। শ্রীরামানুজের মতেও চণ্ডমারুৎকার মহাচার্য্য দার্শনিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বৈষ্ণব-মত এইরূপে প্রসার লাভ করিয়াছে। এই শতাব্দীর অন্য বিশেষত্ব সাংখ্যদর্শনের অনুকূলে বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যমতানুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করেন। এই সময়ে সাংখ্যমতেরও প্রসার বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানভিক্ষুর

প্রচেষ্টায় সাংখ্যদর্শনের প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি হয়। দ্বৈতবাদের প্রতিকূলতায় শাঙ্করমতের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই শতাব্দীতে শাঙ্করমতে কেবল টীকা নহে, নানারূপ প্রকরণ ও নিবন্ধও রচিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি অপ্পয়দীক্ষিত অদ্বৈতমতের অভিধানস্বরূপ "সিদ্ধান্তলেশ" নামক গ্রন্থ প্রচার করায় শাঙ্করমনের সার মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজনৈতিকক্ষেত্রে আকবরের সুশাসনে দেশে বেশ শৃঙ্খলা ছিল। এই শৃঙ্খলার ফলে সাহিত্যের বিস্তার সাধিত হইয়াছে। এই এই শতাব্দীর অন্যতম বিশেষত্ব মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের আবির্ভাব। নীলকণ্ঠের পূর্ব্বে অর্জ্জুন মিশ্রও মহাভারতের টীকা রচনা করেন। নীলকণ্ঠ অনেকস্থলে অর্জ্জুন মিশ্রের বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ অদ্বৈতবাদী। তিনি মহাভারত অদ্বৈতপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতার ব্যাখ্যায় স্থলবিশেষে শাঙ্করভাষ্যের সহিত অনৈক্য থাকিলেও তাঁহার ব্যাখ্যা শঙ্করের মতের অনুরূপ। নীলকণ্ঠের সহিত যে যে স্থলে শাঙ্করভাষ্যের মতবিরোধ হইয়াছে, তাহা ধনপতি সূরি "ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা" নামক টীকায় প্রদর্শন করিয়াছেন। এই টীকা নির্ণয়সাগর প্রেসের গীতার সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্যের সর্ব্বতোমুখী বিকাশ হইয়াছে। ভট্টোজিদীক্ষিত ব্যাকরণের ক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার সিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রৌঢ়মনোরমা ও শাব্দকৌস্তুভ প্রভৃতি পাণিনীয় বৃত্তি ও টীকা ব্যাকরণের রাজ্যে অক্ষয়কীর্ত্তি। তিনি কেবল বৈয়াকরণ নহেন, কিন্তু বেদান্তের ক্ষেত্রেও তিনি একজন আচার্য্য।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য—ষোড়শ শতাব্দী

বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে রুদ্র সম্প্রদায় অন্যতম ও প্রধান। শ্রীমদ্ আচার্য্য বল্লভ ইহার প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায় বালগোপালের উপাসক। এরূপ প্রবাদ আছে যে, প্রথমে বেদভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। ইনি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশেচ্ছু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যকে শিষ্য করিতেন না। তাঁহার শিষ্য জ্ঞানদেব। আর জ্ঞানদেবের শিষ্য নাথদেব ও ত্রিলোচন। তাঁহাদের কিছুকাল পরে অথবা অব্যবহিত পরেই বল্লভাচার্য্যের আবির্ভাব। বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রবাদবাক্য ব্যতীত অন্য কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, তবে, বল্লভাচার্য্য নিশ্চয়ই কোনও আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। বল্লভ শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন। মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ তাঁহার মতবাদকে প্রভাবিত করিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মধ্বের সহিত তাঁহার মতের পার্থক্য কোন কোনও অংশে থাকিলেও সাদৃশ্যও সুস্পষ্ট। বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতির বিবরণ জানিতে পারিলে এ সম্বন্ধে আরও নিঃসংশয় হইতে পারা যায়। মধ্বাচার্য্যের প্রভাব তাঁহার মতে থাকার একান্ত সম্ভাবনা। বল্লভাচার্য্য বিষ্ণুস্বামী হইতে অধস্তন ৪র্থ মহাপুরুষ। * ত্রয়োদশ

---

*
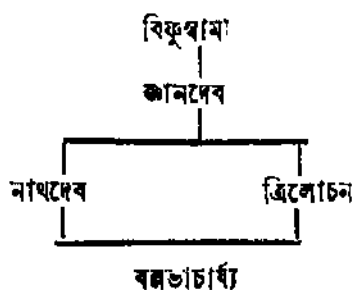
শতাব্দীতে মধ্বের আবির্ভাব, আর ষোড়শ শতাব্দী বল্লভের স্থিতিকাল। হইতে পারে বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ মধ্বমতের আচার্য্য ছিলেন এবং কোন কোনও বিষয়ে মধ্বমত অনুসরণ না করিয়া নূতন মত প্রবর্ত্তন করেন। বল্লভাচার্য্যও এই নূতন মতবাদ গ্রহণ করিয়া প্রচার করেন।

শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্যের জন্ম ত্রৈলিঙ্গদেশে। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মণভট্ট। বল্লভ প্রথমে যমুনার বামতটে মথুরার প্রায় তিনক্রোশ পূর্ব্বদিকে গোকুলে বাস করিতেন। তথায় কিছুকাল বাস করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বাহির হন। "ভক্তমালে" তাঁহার জীবনের ঘটনা বর্ণিত আছে। "ভক্তমালে" দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি দক্ষিণ-ভারতের বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবের সভায় উপস্থিত হন, এবং তথাকার স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন। তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তিনি তথাকার বৈষ্ণবগণের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হন। পরাজয়ের বৃত্তান্ত সঠিক না হইতেও পারে। কারণ তথায় অপ্পয়দীক্ষিতের পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি বিজয়নগর রাজ্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারাও অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহারা বল্লভের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন, এরূপ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না।

রাজা কৃষ্ণদেব ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নগরের অধীশ্বর ছিলেন। পর্ত্তুগীজ্ ঐতিহাসিক "নুয়েঁজ্" (Nunez) তাঁহার সমসাময়িক। এই ঐতিহাসিক মহাশয় বিজয়নগরের বিপুল সৈন্যশ্রেণীর পরিচয় স্বীয় গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। * কৃষ্ণদেবের কাল ১৫০৯ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ,

---

* স্মিথ সাহেব তাঁহার Early History of India নামক গ্রন্থের ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠায় (2nd. Ed) লিখিয়াছেন—

"Nunez, the Portuguese chronicler, who was contemporary with Krishna Deva, the Raja of Vijayanagore, in the Sixteenth

সুতরাং বল্লভাচার্য্যও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে কৃষ্ণদেবের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণব মতের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেব বল্লভের সমসাময়িক। বল্লভাচার্য্যের সহিত চৈতন্যদেবের বিচারও হইয়াছিল। চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের পর তিনি ২৪ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। ৪৮ বৎসর বয়সে ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিরোভাব হয়।

সুতরাং ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে বল্লভাচার্য্যের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার হইয়াছিল। অতএব বল্লভাচার্য্যের স্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নাই।

বল্লভাচার্য্য বিজয়নগরের স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণকে পরাভূত করিয়া উজ্জয়িনী নগরে গমন করেন। তথায় শিপ্রা নদীর তটে, অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে তিনি অবস্থিতি করেন। ঐ স্থান অদ্যাপিও তাঁহার বৈঠক বলিয়া প্রসিদ্ধ। মথুরার ঘাটে তাঁহার ঐরূপ আর এক বৈঠক আছে এবং চুনারের একক্রোশ পূর্ব্ব দিকে একটী মঠ ও মন্দির আছে। ঐ মঠের প্রাঙ্গণে যে কূপ আছে, তাহা "আচার্য্যকুঁয়া" নামে প্রসিদ্ধ। আচার্য্য বল্লভ বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বল্লভের অচলাভক্তি ও তপঃক্লেশে প্রীত হইয়া দর্শন দিলেন। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে বালগোপালের সেবা প্রচার করিতে আদেশ দেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

Century(1509—30) affirms that, that prince led against Raichur an army consisting of 703,000 Foot, 32,600 Horse, and 551 Elephant,besides camp followers" (Sewel সাহেবের A forgotten Empire নামক গ্রন্থে এই বিবরণ আছে)।

বল্লভাচার্য্যের দেহত্যাগের ঘটনা অতি অদ্ভুত। তিনি শেষ অবস্থায় কিছুকাল কাশীধামে জেঠন-বড়ে বাস করিয়াছিলেন। জেঠন-বড়ের নিকটে তাঁহার এক মঠ আছে।

তাঁহার মর্ত্ত্যের কার্য্য সম্পন্ন হইলে তিনি এক দিন কাশীস্থ হনুমান্ ঘাটে গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার অবগাহন-স্থান হইতে এক প্রোজ্জ্বল অগ্নি-শিখা উত্থিত হইল। বহুজন-সমক্ষে তিনি স্বর্গারোহণ করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে আকাশে লীন হইয়া গেলেন। এই ঘটনাটি সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, তিনি যোগাবলম্বনে গঙ্গাতে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও হনুমান্ ঘাটে তাঁহার একটী মন্দির আছে। এই মন্দির তাঁহার তিরোভাবের স্মৃতি-জ্ঞাপক। প্রতি বৎসর বহু যাত্রী এই মন্দির দর্শনে আসিয়া থাকেন।

বল্লভাচার্য্যও শাঙ্করমতের উপর আক্রমণ করিয়া স্বীয় মত প্রচার করিয়াছেন। অণুভাষ্যে অনেক স্থলেই শাঙ্করমত আক্রান্ত হইয়াছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় ভাষ্য রচনা করেন। এজন্য তিনি বলেন—তাঁহার ভাষ্যই শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত। তাঁহার মত যাহারা অনুসরণ না করে, তাহারা অসুর। তিনি অণুভাষ্যের সমাপ্তিতে ইহা লিখিয়াছেন—

"জানীত পরমং তত্ত্বং যশোদোৎসঙ্গলালিতম্।
তদন্যদিতি যে প্রাহুরাসুরাংস্তানহো বুধাঃ॥"

এস্থলে অন্যান্য মতের উপর কটাক্ষ সবিশেষ পরিস্ফুট। পণ্ডিতবর্গ বিপথগামী না হন, তজ্জন্য তিনি অণুভাষ্য রচনা করিয়াছেন,—এইরূপ আভাষও তাঁহার ভাষ্য-সমাপ্তিতে প্রদান করিয়াছেন, যথা—

"নানামতধ্বান্তবিনাশনক্ষমো
বেদান্ত-হৃৎপদ্ম-বিকাশনে পটুঃ।
আবিষ্কৃতোঽয়ং ভুবি ভাষ্যভাস্করো
মুধা বুধা ধাবত নাঽন্যবর্ত্মসু॥"

বল্লভাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের উপর "অণুভাষ্য" ও ভাগবতের "সুবোধিনী" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। "সিদ্ধান্তরহস্য", "ভাগবত--লীলা-রহস্য-একান্ত রহস্য" প্রভৃতি নিবন্ধও তাঁহার বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থদ্বয় অতি দুষ্প্রাপ্য, বোধ হয় ইহ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। হিন্দীভাষায় "বিষ্ণুপদ" নামক আর একখানি গ্রন্থও বল্লভাচার্য্যকৃত বলিয়া বিখ্যাত।

বল্লভাচার্য্য একটী অসামান্য বিষয়ের বিধি দিয়াছেন। তাঁহার মতে পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই। অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই, আর কঠোর তপস্যারও কোন ফলোদয় হয় না।

উত্তম বসনভূষণ পরিধান ও সুখাদ্য অন্নভোজনাদি সমস্ত বিষয়সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক ভগবানের সেবা করিতে হইবে।

কিন্তু মধ্বমতাবলম্বিগণ অতিশয় উপবাসপ্রিয়। আজকাল অবশ্যই এই উপবাসের ভাগটা বিধবাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে। কিন্তু বল্লভ এবিষয়ে মধ্বের সম্পূর্ণ বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন। বল্লভের উপদেশের ফলে এই সম্প্রদায়ের গোস্বামীরা বড়ই বিলাসপ্রিয়। অনেকক্ষেত্রে ব্যভিচারের মাত্রাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। বল্লভাচার্য্য নিজে প্রথমে সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু প্রবাদ আছে, তিনি শেষে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন। বল্লভাচার্য্যের পুত্রের নাম বিত্তলনাথ। পিতার তিরোভাবে তিনিই পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের মতে বল্লভের জন্মকাল ১৫৩৫ বিক্রম সম্বৎ, অর্থাৎ ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ। কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তাহার জন্ম। বল্লভ ও চৈতন্য সমসাময়িক। বল্লভাচার্য্য চৈতন্যদেব হইতে বয়সে অল্প কয়েক বৎসরের (৭ বৎসর) বড়।

বল্লভাচার্য্যের গ্রন্থের বিবরণ

১। **অণুভাষ্য**—ইহা ব্রহ্মসূত্রের চতুরধ্যায়ের ভাষ্য। এই অণুভাষ্যের উপর পুরুষোত্তমজী মহারাজ ১৮শ শতাব্দীতে "ভাষ্যপ্রকাশ" টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকার বিশেষত্ব আছে। এই টীকাতে শাঙ্কর, রামানুজীয়, মাধ্ব, শৈব, ভাস্করীয় ও বিজ্ঞানভিক্ষুর মত অনুবাদ করিয়া নিরসন পূর্ব্বক বল্লভের মত স্থাপিত হইয়াছে। অণুভাষ্যে শাঙ্করমত খণ্ডিত হইয়াছে। সটীক অণুভাষ্য বেনারস সংস্কৃত সিরিজে পণ্ডিতবর রত্নগোপাল ভট্টের সম্পাদনায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

২। **ভাগবতের ব্যাখ্যা সুবোধিনী**—বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় এই ব্যাখ্যাই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠ্ঠলনাথ সুবোধিনীর উপর টিপ্পনী রচনা করেন। সটিপ্পন সুবোধিনী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে (কাশী) প্রকাশিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের বনমালী রায় মহাশয়ের ভাগবতের সংস্করণেও সুবোধিনী প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। **সিদ্ধান্তরহস্য**—ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য।

৪। **ভাগবত-লীলা-রহস্য একান্ত-রহস্য**—এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই।

৫। **বিষ্ণুপদ**—ইহা হিন্দী ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে বিষ্ণুর গুণ-প্রতিপাদক কতকগুলি পদ আছে। এই গ্রন্থ কাশীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বল্লভাচার্য্যের মতবাদ

শ্রীমৎবল্লভাচার্য্য অণুভাষ্যেই স্বীয় মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তৎপ্রণীত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্যাখ্যাও শুদ্ধদ্বৈতপর। অণুভাষ্যের একটু বিশেষত্ব আছে। শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ বেদান্তদর্শনের "জন্মাদ্যস্যযতঃ" (১।১।২) এবং "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (১।১।৩ সূত্র) এই দুইটী পৃথক্ সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুইটী সূত্র পৃথক্ অধিকরণ সূত্র, কিন্তু বল্লভাচার্য্য দুইটীকে একসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। "তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪ সূত্র) এই সূত্রে শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয়, এইরূপ তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্য বল্লভ, এই সূত্রবলে ব্রহ্মের সমবায়ি কারণত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "জন্মাদ্যস্যযতঃ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ নিমিত্তকারণত্ব এবং "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে সমবায়ি উপাদান কারণত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। এইরূপ বিশেষত্ব অনেক স্থলেই আছে।

আচার্য্য বল্লভের মতে জীব অণু ও সেবক। প্রপঞ্চভেদ (জগৎ) সত্য। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণই এই ব্রহ্ম। তিনিই জীবের সেব্য। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই শুদ্ধ। এজন্য বল্লভের মত শুদ্ধদ্বৈত নামে প্রখ্যাত। বল্লভের মতে সেবা দ্বিবিধ, ফলরূপা ও সাধনরূপা। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণশ্রবণচিত্ততারূপ মানসী সেবা ফলরূপা এবং দ্রব্যার্পণ ও শরীরব্যাপার-নিষ্পাদ্য শারীরিক সেবা সাধনারূপা। বল্লভের মতে গোলোকস্থ পরমানন্দসন্দোহ বৃন্দাবনে ভগবদনুগ্রহে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড রাসরসোৎসবে নির্ভর রসাবেশে পতিভাবে ভগবান্‌কে সেবা করাই মোক্ষ। বল্লভের মতে জ্ঞানমার্গ কিছুই নহে, ভক্তিমার্গও উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু প্রীতিমার্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

মধ্বমতের অনেক বিষয়ে বল্লভের সহিত সাদৃশ্য আছে। ব্রহ্মসূত্রের "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ১।১।৫ সূত্রটী মধ্বও যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বল্লভও সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্কর ও রামানুজ প্রভৃতি এই সূত্রে সাংখ্যের প্রধান কারণবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। মধ্ব এই সূত্রবলে ব্রহ্মের শাস্ত্র-প্রতিপাদ্যত্ব সুস্থাপিত করিয়াছেন। মধ্ব বলিয়াছেন—ব্রহ্ম বাক্যের অবিষয় নহেন, ব্রহ্ম বাচ্য—"ইত্যাদি বচনৈরীক্ষণীয়ত্বাদ্বাচ্যমেব"। বল্লভাচার্য্যও বলিয়াছেন—"ন বিদ্যতে শব্দো যত্র ইতি অশব্দং, সর্ব্ববেদান্তাদ্যপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম ন ভবতি। কুতঃ। ঈক্ষতেঃ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদি।" এই সূত্রের ব্যাখ্যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ, মধ্ব ও বল্লভেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এই সূত্র ব্যাখ্যায় বল্লভ সম্ভবতঃ মধ্বের অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা ভিন্নও মতবাদে উভয়ের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

অধিকারী—আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (১।১।১) সূত্রের "অথ" শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উভয়ই "আনন্তর্য্য" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্যই শাঙ্করমতে শমদমাদির অনন্তর এবং রামানুজের মতে কর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর। এই পার্থক্য থাকিলেও, উভয়েই আনন্তর্য্যার্থে অথ শব্দ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু বল্লভাচার্য্য অথ শব্দ অধিকারার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—অধিকার পক্ষেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, আনন্তর্য্য পক্ষে নহে। শমদমাদির আনন্তর্য্যপক্ষ যুক্তিযুক্ত নহে। শমাদিরহিত ব্যক্তিরও সংশয়-রহিত বেদার্থজ্ঞানের উদয় হইতে পারে। তিনি বলিতেছেন—আনন্তর্য্য পক্ষ অনেক দোষদুষ্ট; সুতরাং অধিকারার্থই গ্রাহ্য। "অতোঽনেক-দোষদুষ্টত্বাদধিকারার্থ এব শ্রেয়ান্।" * আচার্য্য বল্লভের মতে ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়েরই অধিকার আছে। কর্ম্ম হইতে ব্রহ্মজ্ঞানই পুরুষার্থের সাধক; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য

* অণুভাষ্য বেনারস সংস্কৃত সিরিজ ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিচার কর্ত্তব্য। বেদান্তবাক্যবলেই বিচার সম্ভব। বেদান্তে তিন বর্ণের অধিকার, সুতরাং তিন বর্ণই ব্রহ্মবিচারের অধিকারী। তিনি বলেন—"ব্রহ্মজ্ঞানং পুরুষার্থসাধনত্বাদিষ্টম্। তদিচ্ছাপূরণায় বিচার আরভ্যত ইতি। যস্মাৎ কর্ম্মাদিভ্যো জ্ঞানমেব পুরুষার্থসাধন-মিত্যতস্তজ্জ্ঞানায় বিচারোঽধিক্রিয়ত ইতি। * * অধিকারী তু ত্রৈবর্ণিক এব।" (অণুভাষ্য ৩৫ পৃষ্ঠা)।

সম্বন্ধ—শাস্ত্র প্রতিপাদক, আর ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য। শাস্ত্র ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক সম্বন্ধ। শঙ্করও শাস্ত্র ও ব্রহ্মের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে জ্ঞানোদয়ে শাস্ত্রেরও কোনও সার্থকতা থাকে না, আর শাস্ত্র ব্রহ্মকে নিষেধমুখেই নির্দ্দেশ করিতে পারে। ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর, শ্রুতিও তাঁহাকে পূর্ণরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারে না। ব্রহ্ম শব্দাতীত। কিন্তু বল্লভাচার্য্য শঙ্করের অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন—ব্রহ্ম শাস্ত্রৈকগম্য অর্থাৎ ব্রহ্ম বেদান্ত-প্রতিপাদ্য। কিন্তু শব্দের অবিষয় নহে, ব্রহ্ম শব্দের বিষয়।

প্রয়োজন—অবিদ্যানিবৃত্তিই প্রয়োজন, অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই প্রয়োজন। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে অবিদ্যানিবৃত্তি হয়। অবিদ্যার জন্যই জীবের দুঃখ। সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ। "ব্রহ্মপ্রাপ্তেরেব পুরুষার্থত্বম্।" *

বিষয়—ব্রহ্মই বিষয়। ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রাপ্তিই বিষয়। ব্রহ্ম-সাযুজ্যই পরমপুরুষার্থ, তিনি বলেন—"তস্মান্ন্যায়োপ-বৃংহিত-সর্ব্ববেদান্তপ্রতিপাদিত-সর্ব্বধর্ম্মবদ্ ব্রহ্ম। তস্য শ্রবণমনন-নিদিধ্যাসনৈরন্তরঙ্গৈঃ শমদমাদিভিশ্চ বহিরঙ্গৈরতিশুদ্ধে চিত্তে স্বয়মেবাবির্ভূতস্য স্বপ্রকাশস্য সাযুজ্যং পরমপুরুষার্থঃ।"†

আচার্য্য শঙ্কর "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এ স্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠী অঙ্গীকার

* অণুভাষ্য ১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† অণুভাষ্য ১ম অধ্যায় ১ম পাদ ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন, কিন্তু বল্লভাচার্য্য "শেষে ষষ্ঠী" অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় সকলই বিচার্য্য। তিনি বলেন—ব্রহ্মণ ইতি ন কর্ম্মণি ষষ্ঠী কিন্তু শেষষষ্ঠী। অথাচ ব্রহ্মসম্বন্ধি তজ্জ্ঞানোপযোগি সর্ব্বমেব প্রতিজ্ঞাতং বেদিতব্যম্।" (অণুভাষ্য ৪৪ পৃষ্ঠা)

ব্রহ্ম—আচার্য্য বল্লভের মতে ব্রহ্ম সাকার। সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তৃ ও সচ্চিদানন্দরূপ। ব্রহ্ম শুদ্ধ, মায়া প্রভৃতি ব্রহ্মে নাই। তিনি নির্গুণ এবং প্রাকৃতিক গুণের অতীত। ব্রহ্ম গুণাতীত হইলেও জগতের কর্ত্তা। বেদান্তে সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম আত্মশব্দে নিরূপিত হইয়াছেন। আত্মশব্দ বেদান্তে সর্ব্বত্রই নির্গুণ ব্রহ্মবাচক। তিনি বলেন—"আত্মশব্দঃ পুনঃ সর্ব্বেষু বেদান্তেষু নির্গুণ পরব্রহ্মবাচকত্বেনৈব সিদ্ধঃ।" (অণু ১৪০ পৃঃ) শ্রুতিও নির্গুণ পরব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বল্লভাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই—তস্মাদাত্মশব্দপ্রয়োগাৎ গুণাতীতমেব কর্ত্তৃ।" (অণু ১৪১ পৃঃ) প্রাকৃত গুণ ব্রহ্মের নাই। সেই অর্থেই ব্রহ্ম নির্গুণ।

ব্রহ্মের শক্তি অচিন্ত্য ও অনন্ত। তিনি সকলই হইতে পারেন, সুতরাং বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ও বিরুদ্ধ বাক্যেরও তাঁহাতে সমাবেশ হইতে পারে। তিনি বলেন—"অচিন্ত্য অনন্তশক্তিমতি সর্ব্বভবনসমর্থে ব্রহ্মণি বিরোধাভাবাচ্চ।" (অণুভাষ্য)। তাঁহার মতে ব্রহ্মের "বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব-ভূষণ"। "বিরুদ্ধসর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ত্বং তু ব্রহ্মণো ভূষণায়।" (অণুভাষ্য ১২১ পৃঃ) আচার্য্য বল্লভের মতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। জগতের কর্ত্তা বলিয়াই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। "তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং চ সিদ্ধং জগৎকর্ত্তৃত্বেন।" (অণুভাষ্য ৬৫ পৃঃ)। ব্রহ্মই কর্ত্তা। তিনিই ভোক্তা। "তস্মাদ্ ব্রহ্মগতমেব কর্ত্তৃত্বম্ এবং ভোক্তৃত্বমপি।" ব্রহ্মই কর্ত্তা এবং তিনিই কারয়িতা। আচার্য্য বল্লভের সিদ্ধান্ত নিম্নস্থ শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে—

"উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং জগতঃ কর্ত্তৃ বৈ বৃহৎ।
বেদেন বোধিতং তদ্ধি নান্যথা ভবিতুং ক্ষমম্॥

ন হি শ্রুতিবিরোধোঽস্তি কল্পোঽপি ন বিরুধ্যতে।
সর্ব্বভাবসমর্থত্বাদচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবদ্ বৃহৎ ॥" (অণুভাষ্য ৫৫ পৃঃ)

ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও তিনি নির্ব্বিকার। তিনি উপাদান কারণ হইলেও, তাহাতে সংসার ধর্ম্ম নাই।

দেহাদির অধ্যাসবশেও কর্তৃত্ব নহে। লৌকিক কর্তৃত্বে দেহাদির অধ্যাস আছে। কিন্তু অলৌকিক কর্তৃত্বে দেহাদির সম্বন্ধ বা সংসারধর্ম্ম-সম্বন্ধ নাই। বিচিত্র জগৎ রচনা লৌকিক নহে। উহা অলৌকিক।

আচার্য্য বল্লভ বলেন— "অনেকভূত-ভৌতিক-দেব-তির্য্যঙ্-মনুষ্যানেকলোকাদ্ভুত-রচনাযুক্তব্রহ্মাণ্ডকোটিরূপস্য মনসাপ্যাকলয়িতুমশক্যরচনস্যানায়াসেনোৎপত্তিস্থিতিভঙ্গকরণং ন লৌকিকম্। (অণুভাষ্য ৫৬ পৃঃ)।

জগৎ-সৃষ্টি যখন অলৌকিক, যখন ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইলেও নির্ব্বিকার। ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইয়াও সংসার-ধর্ম্ম-রহিত। এ বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্তও আছে ; যেমন—কটক, কেয়ূর, বলয় প্রভৃতি স্বর্ণের বিকার কিন্তু স্বর্ণ অবিকৃত। স্বর্ণ কুণ্ডলাকার হইলেও কোনওরূপ বিকার নাই। অণুভাষ্যে বল্লভ সকল ধাতব-পদার্থের বিকারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ধাতবপদার্থের বিকার হইলেও ধাতু অবিকৃত থাকে। ভাগবতের ব্যাখ্যা সুবোধিনীতে, কামধেনু কল্পদ্রুম ও চিন্তামণির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

ব্রহ্ম ও জগৎ—আচার্য্য বল্লভের মতে ব্রহ্ম কারণ ও জগৎ কার্য্য। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। কারণ সৎ, কার্য্যও সৎ ; সুতরাং জগৎ সৎ। হরির ইচ্ছাতেই জগতের উদ্ভব। আবার হরির ইচ্ছাতেই জগতের তিরোধান হয় এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই আবির্ভাব হয়। ব্রহ্ম ক্রীড়ার জন্যই স্বেচ্ছাক্রমে জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। জগৎ ব্রহ্মাত্মক, প্রপঞ্চ ব্রহ্মেরই কার্য্য। আচার্য্য বল্লভ অবিকৃত পরিণামবাদী। তন্মতে জগৎ মায়িক নহে, ভগবান্ হইতে ভিন্ন

নহে। উহার উৎপত্তি বিনাশ নাই। জগৎ সত্য, কিন্তু আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে। প্রপঞ্চ যখন ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন তখন জগৎ অবশ্যই সৎ। জগতের যখন তিরোভাব হয়, তখন কারণরূপে জগৎ অবস্থিত এবং আবির্ভাবের সময় কার্য্যরূপে অবস্থিত। ভগবানের ইচ্ছাতেই সকল হয়। ক্রীড়ার জন্যই তাঁহার জগৎ সৃষ্টি। একাকী ক্রীড়া অসম্ভব, তাই ভগবান্ ক্রীড়ার জন্য জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিলেন—"ভগবান্ স্বক্রীড়ার্থমেব জগদ্রূপেণাবির্ভূয় ক্রীড়তীতি বৈদিকৈর্নির্ণীয়তে"। বল্লভ পরিণামবাদী, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই পরিণামবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। ব্রহ্ম অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিবলেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। জগতের সৃষ্টির উপাদান তিনি। অচিন্ত্য শক্তি বলিয়াই তিনি নির্ব্বিকার, এই সিদ্ধান্ত শোভন ও সমীচীন মনে হয় না। কারণ, শক্তি থাকিলেই বিকার অবশ্য স্বীকার্য্য।

জীব—জীব ব্রহ্মের অংশ এবং অণু। এই জীব হৃদয়ে অবস্থিত এবং ব্রহ্মের ন্যায় শুদ্ধ ও চেতন। চৈতন্য জীবের গুণ। জীব হৃদয়ে অবস্থিত হইলেও জীবের চৈতন্যগুণ প্রসারণশীল অর্থাৎ বহুস্থানে ব্যাপ্ত হয়। জীবের স্থিতি হৃদয়ে—"হৃদি জীবস্য স্থিতিঃ।" চন্দন যেমন একদেশস্থিত হইয়াও সমস্ত দেহের সুখোৎপাদন করে, সেইরূপ জীব অণু হইলেও চৈতন্যগুণে সর্ব্বদেহ পরিব্যাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে বল্লভাচার্য্যের অণুভাষ্যে একটী সূত্র দৃষ্ট হয়, "অবিরোধশ্চন্দনবৎ" (২।৩।২৩ সূত্র) এই সূত্রের ভাষ্যে বল্লভ লিখিয়াছেন—"অণুত্বে সর্ব্বশরীরব্যাপি চৈতন্যং ন ঘটত ইতি বিরোধো ন ভবতি চন্দনবৎ। যথা চন্দনমেকদেশস্থিতং সর্ব্বদেহসুখং করোতি। মহাতপ্তৈতৈলস্থিতং বা তাপনিবৃত্তিম্।"

আচার্য্য বল্লভ ২।৩।২৫ সূত্রের "গুণাদ্বাঽলোকবৎ" ভাষ্যে চৈতন্য জীবের গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং মণির কান্তি যেমন দূরদেশেও ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ চৈতন্যও প্রসরণশীল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—"জীবস্য হি চৈতন্যং গুণঃ। স

সর্ব্বশরীরব্যাপী। যথা মণিপ্রবেকস্থ কান্তির্বহুদেশং ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ। প্রভায়া গুণত্বমেব স্পর্শানুপলম্ভাৎ। উদকগতৌষ্ণবৎ।" জীব ব্রহ্মের অংশ আর ব্রহ্ম অংশী। ব্রহ্মের ন্যায় জীব শুদ্ধ। শ্রুতিও বলিয়াছেন "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তীতি।" জীবের অবস্থা তিন প্রকার, যথা—শুদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত। তন্মধ্যে জীবের অবিদ্যাসম্বন্ধরাহিত্যই শুদ্ধত্ব। অনাদি অবিদ্যাবদ্ধ জীবই সংসারী। ভগবান্ ভোগেচ্ছার জন্য যে সকল জীবকে মুক্তির অধিকারী রূপে সূক্ষ্ম সদ্‌বাসনাবিশিষ্ট দৈবত্ব প্রদান করেন, তাহারাই মুক্ত। ব্রহ্মের আনন্দাংশ তিরোভূত হওয়াতেই জীবত্ব। এবিষয়ে অণুভাষ্যে বল্লভ বলিয়াছেন—"আনন্দাংশস্তু পূর্ব্বমেব তিরোহিতো যেন জীবভাব ইতি।" সুবোধিনীতেও বলিয়াছেন—"স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্বত্যহত্র, জীবনাম ভগবতশ্চিদংশ ইতি।"

তত্ত্বমসি বাক্যের তাৎপর্য্য—আচার্য্য বল্লভের মতে তত্ত্বমসি বাক্যে অংশাংশিভাবের অভেদত্বই নিরূপিত হইয়াছে। অমাত্যে রাজপদ প্রয়োগের ন্যায়, জীবে ভগবদ্ ব্যপদেশ। ২।৩।২৯ সূত্রের "তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্‌ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"নমু তত্ত্বমস্যাদি বাক্যৈঃ পরমেব ব্রহ্ম জীব ইতি কথমণুত্বমিতীমামাশঙ্কাং নিরাকরোতি তুশব্দঃ। তস্য ব্রহ্মণো গুণা প্রজ্ঞা দ্রষ্টৃত্বাদয়স্ত এবাত্র জীবে সারা ইতি জড়বৈলক্ষণ্যকারিণ ইতি অমাত্যে রাজপদ-প্রয়োগবজ্জীবে ভগবদ্‌ব্যপদেশঃ।"

মুক্তি—গোলোকস্থ শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্যই মুক্তি। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে সেবা ও সর্ব্বাত্মভাবই মুক্তি। সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মাত্মক। যখন সকলই সনাতন ব্রহ্মরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়, ব্রহ্মরূপ কার্য্যের ব্রহ্মই কারণ —এইরূপ উপলব্ধি হয়, তখনই সর্ব্বাত্মভাব সিদ্ধ হয়। শুদ্ধজীব সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখিয়া কৃষ্ণের প্রেমে তাঁহাকে স্বামিরূপে সেবা করিয়া পরমানন্দরসে বিভোর থাকে। নিত্যরাসমহোৎসবে কৃতকৃতার্থ হয়। পুরুষোত্তমের সহিত যুক্তজীব সকল উপভোগ করিতে থাকে।

ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন মুক্তিলাভ হইতে পারে না। ভগবৎ-প্রসাদেই শুদ্ধ পুষ্টিমার্গীয় ভক্তির উদয় হয়। সেই প্রীতির বলে ভগবান্ উপাসিত হন এবং তিনি তখন জীবকে মুক্ত করেন। যেরূপ জীবের প্রতি ভগবানের যেরূপ অনুগ্রহ, জীবও সেইরূপ ভগবদানন্দ উপভোগ করে—"যথাঽনুগ্রহো যস্মিন্ জীবে স তাদৃশং তদাবিশ্য ভগবদানন্দমশ্নুত ইতি সর্ব্বমবদাতম্।" (অণুভাষ্য ১৩৯৪ পৃঃ)। আচার্য্য বল্লভের মতে সর্ব্বাত্মভাব ভগবদ্বিষয়ক নিরুপাধি স্নেহরূপ ভক্তিবিশেষ। ভাবের নামই রতি। আত্মাতে যেরূপ শুদ্ধস্নেহ, ভগবানেও সেইরূপ শুদ্ধস্নেহ কর্ত্তব্য। সেই সর্ব্বাত্মভাব মর্য্যাদা ও পুষ্টিভেদে দ্বিবিধ। অম্বরীষ প্রভৃতির মর্য্যাদা সর্ব্বাত্মভাব। ব্রজসুন্দরীগণের সর্ব্বাত্মভাব শুদ্ধা পুষ্টিভক্তির ফল। তাহাই পুষ্টি-সর্ব্বাত্মভাব। বিরহদশায় অতিগাঢ়ভাবে সর্ব্বত্র ভগবানের যে স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাতেই সর্ব্বাত্মভাব সিদ্ধ হয়। পুষ্টিমার্গীয় সর্ব্বাত্মভাব শৃঙ্গাররসের মধ্যবর্ত্তী। এই ভাব প্রাপ্তিতে শুদ্ধ পুষ্টিভক্তেরই অধিকার।

সাধন—আচার্য্য বল্লভের মতে শমদমাদি বহিরঙ্গ সাধন। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অন্তরঙ্গসাধন। ভগবানে চিত্তের প্রবণতাই সেবা এবং সর্ব্বাত্মভাবই মানসী সেবা। এই আচার্য্যের মতে পুষ্টিমার্গীয় সাধনই শ্রেষ্ঠ। ভগবানের অনুগ্রহই পুষ্টি। এই অনুগ্রহ অধিকারিবিশেষে সাধন না থাকিলেও শ্লাঘ্যফল উৎপাদন করে। যাহা মহাপুষ্টি বলিয়া কথিত, তাহা বলবৎ প্রতিবন্ধ নিবৃত্তি পূর্ব্বক ভগবৎপাদপদ্ম-প্রাপ্তির সাধক হয়। পুষ্টিই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের সাধক। আচার্য্য সুবোধিনীতে বলিয়াছেন—"সহস্রার্জ্জুনো ভগবদংশঃ পুষ্ট্যা রাজা বভূবেতি।" পুষ্টিবিশেষের ফল কেবল ভগবৎস্বরূপ-প্রাপ্তিরূপ ভক্তির সাধক। তজ্জন্য ভক্তিই পুষ্টিভক্তি। এই ভক্তি দ্বিপ্রকার, যথা—মর্য্যাদাভক্তি ও পুষ্টিভক্তি। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে যে ভক্তির উদয় হয়, সেইভক্তিই

পুষ্টিভক্তি। এই ভক্ত ভগবানের স্বরূপাতিরিক্ত কিছুই প্রার্থনা করে না। আচার্য্য বল্লভ ৪।৪।২২ সূত্রের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ভাষ্যেও পুষ্টিমার্গীয় ও মর্য্যাদামার্গীয় ভক্তের উল্লেখ করিয়াছেন— "পুষ্টিমার্গীয়-ভক্তবিশেষ-প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তক-বেণুশব্দাদ্ ভগবন্নিকট-গতাবহনাবৃত্তিঃ পূর্ব্বে নোক্তা, মর্য্যাদামার্গীয়াণাং বেদরূপাচ্ছব্দাত্তদুক্ত-সাধনাবৃত্তিং দ্বিতীয়েনেত্যপি তাৎপর্য্যবিষয়ঃ শ্লিষ্টোঽর্থো জ্ঞেয়ঃ।"

যে স্থলে ফলরূপ ভগবৎ প্রাপ্তিতে সর্ব্বপ্রকার সাধনের অভাব, তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিভক্তিমার্গ। ইহার সাধনান্তর নাই। ভগবানের অনুগ্রহেই লৌকিক ও বৈদিক সিদ্ধি লাভ হয়। ইহাতে যত্নেরও কোন আবশ্যকতা নাই। শুদ্ধ পুষ্টিভক্তিমার্গ অঙ্গীকারে কোনওরূপ যোগ্যতাদির বিচার নাই। ভগবান্‌ই অবিলম্বে ভক্তি প্রদান করেন। এই মার্গে সমস্ত ধর্ম্মবিষয়ক বাক্যের তাৎপর্য্য ভগবানে পর্য্যবসিত। ফলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক ধর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মিস্বরূপে স্থিতিই শুদ্ধ পুষ্টিভক্তিমার্গ। যে ভক্তিতে ভগবানের দোষগুণের বিচার নাই, যে স্থলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মাহাত্ম্যের বিচারও নাই, তাহাই পুষ্টিমার্গ। যে মার্গে স্বামীর সুখের জন্যই নিখিল প্রচেষ্টা, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ে কোনও যত্ন নাই, তাহাই পুষ্টিমার্গ। যে মার্গে ভগবান্ জীবকে বরণ করেন, জীবের সাধনের হেতু ভগবান্, জীবকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করেন না, কেবল নিজের ইচ্ছাবশেই গ্রহণ করেন, সেই মার্গই পুষ্টিমার্গ। যে মার্গে প্রেমভরে শ্রবণকীর্ত্তনে সর্ব্বসুখানুভব হয়, তাহাই পুষ্টিমার্গ। পুষ্টিমার্গে ভাবের আতিশয্যে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোনও ভয় থাকে না, যে ভাবে প্রভুর সহিত দেহে ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সঙ্গম হয়, তাহাই পুষ্টিমার্গ। এই ভক্তিভাবে ভক্তে, ভগবানের ন্যায় ভাবোদয় হয়। অভক্তে বিরোধভাব এবং উদাসীনে সমত্ববুদ্ধি হয়। দেহাদিও নিজের নহে। উহা ভগবানের, এইরূপ ভাব পুষ্টিমার্গ। সমস্ত বিষয়ত্যাগ, সর্ব্বভাবে ও সর্ব্বাত্মরূপে দেহাদির সমর্পণ শুদ্ধ পুষ্টি-

ভক্তিমার্গ। ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন পূর্ব্বক স্বামিভাবে তাঁহার সহিত নিত্যরসাবেশে থাকাই পুষ্টিমার্গীয় সাধন। কোনও রূপ প্রযত্ন নাই, কেবল ভাবের বশে নিত্যরসে রাসলীলায় মত্ত থাকাই সাধন। জ্ঞানমার্গের কোনও সার্থকতা নাই। রাগমার্গই বল্লভের অনুমোদিত।

শূদ্রাধিকার—আচার্য্য বল্লভের মতেও "শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই।" "তস্মান্ন শূদ্রস্যাধিকারঃ।" তাঁহার মতে স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক জ্ঞানে বিশেষ কারণে মহৎশূদ্রের বা সৎশূদ্রের অধিকার আছে, কিন্তু সকল শূদ্রের অধিকার নাই। আচার্য্য বল্লভ বলিতেছেন— "স্মার্ত্ত-পৌরাণিক-জ্ঞানাদৌ তু কারণবিশেষেণ শূদ্রযোনিগতানাং মহতামধিকারঃ, তত্রাপি ন কর্ম্ম জাতিশূদ্রাণাম্।" এ বিষয়ে আচার্য্য বল্লভ সবিশেষ উদারতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আচার্য্য শঙ্কর বেদপূর্ব্বক নিষেধ করিলেও জ্ঞানের ঐকান্তিক ফল নিবন্ধন স্মৃতি ও পুরাণাদির সাহায্যে শূদ্রের জ্ঞান জন্মিতে পারে— এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আচার্য্য বল্লভ কিন্তু একেবারেই সীমা টানিয়া দিয়াছেন —"মহতামধিকারঃ, তত্রাপি ন কর্ম্ম জাতি-শূদ্রাণাম্।"

মন্তব্য

বল্লভীয় মতকে তৎসম্প্রদায়ে "শুদ্ধাদ্বৈতবাদ" নামে অভিহিত করে। ব্রহ্ম শুদ্ধ, আর সমস্ত জগৎ কারণরূপে ব্রহ্মেতে অবস্থিত; সুতরাং কার্য্য ও কারণের অভিন্নতার বলে শুদ্ধাদ্বৈতই নিষ্পন্ন হইল। বাস্তবিক বল্লভের মতবাদ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নহে। উহাকে শুদ্ধ দ্বৈতবাদ বলাই সঙ্গত। জগৎ সৎ, জীব সৎ, জীব ভগবান্ হইতে পৃথক্, এমতাবস্থায় অদ্বৈত অসম্ভব; সুতরাং বল্লভের মত দ্বৈতবাদ।

বল্লভীয় মতে "অবিকৃত পরিণামবাদ"ও যুক্তিসঙ্গত নহে। এস্থলে "অচিন্ত্য শক্তির" অবতারণা করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। শক্তি থাকিলেই বিষয় থাকিবে, শক্তির বিকার অবশ্যম্ভাবী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও "অচিন্ত্যশক্তি" স্বীকার করিয়া নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টিত। আচার্য্য নিম্বার্কের "অচিন্ত্যশক্তিই" বল্লভ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

বল্লভীয় পুষ্টিমার্গের সাধনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধুরভাব: শৃঙ্গাররসের সাধনই উভয় মতের বিশেষত্ব। বোধহয় এই রাগমার্গের সাধন প্রবর্ত্তন করাতে এত ব্যভিচারের স্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত ও বল্লভীয় মত পরস্পর পাশাপাশি পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় আদান প্রদান বলেই হউক অথবা একে অন্যের প্রভাবেই হউক প্রভাবিত হইয়াছে। সাধনমার্গে সাদৃশ্য ও আদর্শ হিসাবেও সাদৃশ্য আছে। বল্লভ গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বামি-স্ত্রী-ভাবে সেবাই পরমপুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। গৌড়ীয়মতে বৃন্দাবনের গোপীভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহাই আদর্শ, উহাই মুক্তি।

মধ্বের মতের প্রভাবও উভয় মতে দেখিতে পাওয়া যায়। জীবের অণুত্ব সেবকত্ব, প্রপঞ্চের সত্যত্ব, এ বিষয়ে মধ্বের সহিত বল্লভ একমত। রামানুজমতের দাস্যভাব মধ্বমতেও পরিস্ফুট, মধ্বও এ বিষয়ে রামানুজেরই অনুসরণ করিয়াছেন। নিম্বার্কও দাস্যভাবের অনুমোদক। বল্লভ দাস্যভাব অতিক্রম করিয়া স্বামী ও স্ত্রী এই ভাবেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত এ বিষয়ে রামানুজ, মধ্বও বল্লভের মত গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকন্তু আরও তিনটী ভাবের সমাবেশ করিয়াছেন। তাহারা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বল্লভের "মর্য্যাদামার্গীয়" সাধক একপ্রকার দাস্যভাবের ভাবুক, সুতরাং বল্লভের মতেও দাস্য ও মধুরভাবের স্থান আছে।

রামানুজ, মধ্ব ও নিম্বার্কের ভক্তিবাদ, বল্লভে ও চৈতন্যদেবে আরও ফেনিল ও উচ্ছ্বাসময় হইয়াছে। ভাবুকতার আতিশয্যে বল্লভীয় মত দোষদুষ্ট। সাধারণের পক্ষে সাংসারিক জীবনে কতকটা সার্থকতা থাকিতে পারে। আত্মনিবেদনের ভাব পরিস্ফুট থাকিলেও কতকটা দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে ও ব্যক্তিত্ব একেবারে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। আত্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তি ভগবান্‌কেও বিশ্বাস করিতে পারে না। এই মতে প্রযত্নশূন্য সাধনের ব্যবস্থা থাকায় তরল তামসিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। অতিরিক্ত ভাবুকতা জীবনের চিহ্ন নহে।

জাতি পরাধীন হইলে দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়। হিন্দুভারত, মুসলমান শাসনাধীন হইলে কতকটা পরাধীনতা আসিয়াছে। অবশ্যই মুসলমানগণ এই দেশে বাস করায় মুসলমান-শাসন বিদেশীর শাসন বলা যাইতে পারে না। কেবল ধর্ম্মের পার্থক্য থাকায় হিন্দুভারত মুসলমান শাসনকে পরাধীনতা মনে করিয়াছে। পরাধীনতার ফল অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতাই ভক্তিবাদের ক্ষেত্র। আর খৃষ্টানধর্ম্মের উদয়ও পরাধীন দেশে। যখন ইহুদীরা রোমের অধীন, তখনই খৃষ্টানধর্ম্মের আবির্ভাব। গ্রীস যখন স্বাধীনতা হারাইয়া দুর্ব্বল ও পরাধীন, তখনই গ্রীসের স্বাধীনচিন্তা ও জ্ঞানের প্রসার রুদ্ধ হইয়াছে এবং জ্ঞানবাদের স্থলে খৃষ্টীয় ভক্তিবাদের প্রসারে ব্রতী হইয়াছে। ভক্তিপ্রবণ খৃষ্টধর্ম্মের অবস্থা এই। পক্ষান্তরে জ্ঞানপ্রবণ বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম স্বাধীন ভারতেই স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। পরাধীন দুর্ব্বল দেশেই তথাকথিত ভক্তিবাদের প্রধান্য দেখা যায়। বল্লভীয় ও গৌড়ীয় ভক্তিবাদ পরাধীনতা ও দুর্ব্বলতার ফল বলিয়াই মনে হয়।

আচার্য্য বিঠ্ঠলনাথ দীক্ষিত
(১৬শ শতাব্দী)

আচার্য্য শ্রীবিঠ্ঠলনাথ বল্লভাচার্য্যের পুত্র। বল্লভের তিরোভাবে ইনিই মঠাধিপত্যে অভিষিক্ত হন। ইনিই "গোঁসাইজী" নামে পরিচিত ছিলেন। বিঠ্ঠলনাথ বল্লভাচার্য্যকৃত সুবোধিনীর উপর টিপ্পনী রচনা করেন। "শ্রীবিদ্বন্মণ্ডলম্" গ্রন্থ বিঠ্ঠলনাথের অক্ষয়কীর্ত্তি। এই গ্রন্থে তিনি বল্লভীয় "শুদ্ধাদ্বৈতবাদ" প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। "বিদ্বন্মণ্ডলম্" শুদ্ধাদ্বৈতবাদীদিগের একখানি প্রমাণিক গ্রন্থ। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ সকলেই ইহার প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। অণুভাষ্যের টীকাকার পুরুষোত্তমজী মহারাজ, "শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ড"কার গোস্বামী গিরিধরজী মহারাজ, "প্রমেয়-রত্নার্ণব"কার বালকৃষ্ণভট্ট সকলেই এই বিঠ্ঠলনাথের "বিদ্বন্মণ্ডলে"র প্রমাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্বন্মণ্ডলের উপর পুরুষোত্তমজী মহারাজ "সুবর্ণসূত্র" নামক ব্যাখ্যাও রচনা করিয়াছেন। সটীক "বিদ্বন্মণ্ডল" বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। সুবোধিনীর টিপ্পনীও চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিঠ্ঠলনাথের সাত পুত্র, যথা—(১) গিরিধর রায়, (২) গোবিন্দ রায়, (৩) বালকৃষ্ণ, (৪) গোকুলনাথ, (৫) রঘুনাথ, (৬) যদুনাথ, (৭) ঘনশ্যাম। *

এই সাতজনই ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন। ইঁহাদের মতানুবর্ত্তীরা পৃথক্ পৃথক্ সমাজভুক্ত। প্রধান প্রধান বিষয়ে প্রায় সকল সমাজেরই ঐক্য আছে। কেবল গোকুলনাথের শিষ্যদিগের কিঞ্চিৎ

---

* বিঠ্ঠলনাথ

গিরিধর রায় | গোবিন্দ রায় | বালকৃষ্ণ | গোকুল নাথ | রঘুনাথ | যদুনাথ | ঘনশ্যাম

ভিন্নতা আছে। তাহারা অন্য ছয়টী সমাজের মঠের বড় শ্রদ্ধা করেন না ও তৎতৎ সমাজের গুরুদিগকে গুরু বলিয়াও স্বীকার করেন না। বিঠ্‌ঠলনাথের পুত্র বালকৃষ্ণের বংশে অণুভাষ্যের টীকাকার, গোস্বামী পুরুষোত্তমজীর উদ্ভব হয়। তিনি বালকৃষ্ণ হইতে পুরুষানুক্রমিক গণনায় পঞ্চমপুরুষ।

বিঠ্‌ঠলনাথ হইতেই বল্লভীয় সম্প্রদায়ের বিস্তার সাধিত হইয়াছে। ইঁহার মতবাদ বল্লভের মতেরই অনুরূপ।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

শ্রীচৈতন্যদেব, চৈতন্য-সম্প্রদায় বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রবর্ত্তক। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ তাঁহার সহকারী। শ্রীচৈতন্যদেব এই সম্প্রদায়ের কেবল প্রবর্ত্তক নহেন, পরন্তু উপাস্যও বটেন। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে শ্রীচৈতন্যদেব বল্লভাচার্য্যের সমসাময়িক। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে (১৪০৭ শকাব্দ) এবং তিরোভাব ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে। তিনি ৪৮ বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করেন। বল্লভাচার্য্যেরও আবির্ভাব ১৫৩৫ সম্বৎ অর্থাৎ ১৪৭৮ খৃঃ অব্দে। সুতরাং উভয়ের সমকালিকত্ব অবিসংবাদিত। শ্রীচৈতন্য-দেবের জন্মভূমি বঙ্গদেশের নবদ্বীপে। চৈতন্যদেব যে মত প্রবর্ত্তন করেন, তৎসম্বন্ধে তিনি নিজে কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। অন্যান্য মত বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের সকলেরই গ্রন্থাদি আছে, কেবল চৈতন্যদেবের কোনও গ্রন্থ নাই। তাঁহার সহকারী ও সহকর্ম্মী নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যেরও কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ কোন গ্রন্থ তাঁহারা প্রণয়ন করেন নাই। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের মতবাদ, তাঁহার স্বকৃত গ্রন্থ অথবা সহকারিগণের গ্রন্থ হইতে পাইবার কোনও উপায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎশিষ্য রূপ ও সনাতন

গোস্বামিদ্বয়ের রচিত গ্রন্থই তন্মতের উপাদান। রূপ ও সনাতনের পরে তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই তিন জন আচার্য্য অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন; কিন্তু বেদান্তদর্শনের (ব্রহ্মসূত্রের) কোনও ভাষ্যাদি বা বেদান্তের কোনও প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলদেব বিদ্যাভূষণই প্রথমে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে ব্রহ্মসূত্রের "গোবিন্দভাষ্য" প্রণয়ন করেন। রূপ, সনাতন প্রভৃতি আচার্য্যগণের গ্রন্থে, ভক্তিবাদই ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং বৈষ্ণবসাধনারও আলোচনা হইয়াছে। তবে জীব গোস্বামীর গ্রন্থে বিচার ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপনের প্রয়াস আছে, তাহা হইলেও বলদেবের গ্রন্থেই চৈতন্যের মতবাদ যেন মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। বলদেবের প্রসঙ্গে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বিশেষভাবে প্রপঞ্চিত হইবে। এস্থলে সামান্যাকারে রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর সাহিত্যিক প্রচেষ্টার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল। বলদেবের মতবাদের উপাদান যে এই গোস্বামিত্রয়ের গ্রন্থাবলী, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য বেদান্তদর্শনের ক্ষেত্রে এই সকল আচার্য্যগণের গ্রন্থের স্থান না থাকিলেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইঁহাদের স্থান আছে। এই জন্যই ইঁহাদের প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে আলোচিত হইল।

শ্রীরূপ গোস্বামী

১৬শ শতাব্দী

শ্রীরূপ চৈতন্যদেবের শিষ্য। তিনি বঙ্গদেশের মুসলমান রাজ-প্রতিনিধির কর্ম্ম করিতেন। রূপ শ্রীচৈতন্যদেবের দেবোপম চরিত্রে ও পবিত্র ধর্ম্মমতে মুগ্ধ হইয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন

এবং চৈতন্যদেবের শিষ্য হন। ক্রমে রূপ চৈতন্যসম্প্রদায়ের আশ্রয় ও ভূষণস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্য ষড়্‌গোস্বামিগণের মধ্যে রূপ অন্যতম এবং সনাতন গোস্বামী ইহার ভ্রাতা। চৈতন্য-চরিতামৃতে দেখিতে পাই রূপ ও সনাতন উভয়েই চৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী। রূপগোস্বামী ১৪৪৭ শকে অর্থাৎ ১৫২৫ খৃঃ অব্দে, শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের ৮ বৎসর পূর্ব্বে "বিদগ্ধমাধব" রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব "বিদগ্ধমাধবের" কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন—ইহাও চরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক।

প্রবাদ আছে, বৃন্দাবনের গোবিন্দজী ও মদনমোহনের মন্দির রূপ ও সনাতন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু গোবিন্দদেবের মন্দিরে ১৫১২ শকের এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে, পৃথুরাওর কুলোদ্ভব "মানসিংহদেব" ঐ মন্দির স্থাপনা করেন। যেহেতু রূপ ও সনাতন চৈতন্যদেবের সমকালিক, সুতরাং গোবিন্দদেবের মন্দির সনাতন প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত না হইয়া "মানসিংহের" প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সনাতন প্রভৃতি কোন প্রকারে পরম্পরা কারণ হইতে পারেন। *

রূপগোস্বামী "বিদগ্ধমাধব নাটক", "ললিতমাধব", 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও "দানকেলিকৌমুদী" নামক কাব্য রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থে কবিত্ব পরিস্ফুট। "উজ্জ্বলনীলমণি" অলঙ্কার শাস্ত্রের একখানি প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই সকল পুস্তক নানাস্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণির নির্ণয়সাগর প্রেসের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ আছে। মুর্শিদাবাদ হইতেও এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত "বন্ধুস্তবাবলী" নামক স্তুতি-গ্রন্থ তাঁহার বিরচিত। অষ্টাদশ লীলাকাণ্ড, পদ্যাবলী,

* অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"—তৃতীয় সংস্করণ, ২১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দবিরুদাবলী ও তাহার লক্ষণ প্রভৃতি গ্রন্থও শ্রীরূপের কীর্ত্তি। মথুরা-মাহাত্ম্য, নাটক-লক্ষণ, লঘুভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ব্রজবিলাসবর্ণন ও কড়চা—এই সমুদয় গ্রন্থ রূপ গোস্বামীর কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈষ্ণবমতে সাধনপ্রণালী এই গ্রন্থে বিচারিত ও আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থই সম্ভবতঃ বলদেবের গোবিন্দভাষ্য রচনার মূল উপাদান। এই গ্রন্থে সিদ্ধান্তও নিবেশিত হইয়াছে। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র উপর শ্রীজীব গোস্বামীর টীকা আছে। সটীক এই গ্রন্থ বহুস্থান হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ও এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন; মুর্শিদাবাদেরও এক সংস্করণ আছে।

শ্রীরূপ রাজকর্ম্মচারী থাকিলেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। এতগুলি গ্রন্থ বিরচন যে অসামান্য মনীষার নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীরূপ বাঙ্গালা ভাষায় "রিপুদমন বিষয়ের রাগময়কোন" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থে সুস্পষ্ট। অচিন্ত্যভেদাভেদমত বলদেব বিদ্যাভূষণের প্রসঙ্গে প্রপঞ্চিত হইবে। শ্রীরূপ প্রভৃতি যাহার সূচনা করেন, শ্রীজীবে তাহার বিকাশ হয় এবং বলদেবে তাহার পরিপূর্ণতা।

শ্রীসনাতন গোস্বামী

১৬শ শতাব্দী

সনাতন শ্রীরূপ গোস্বামীর ভ্রাতা। ইঁহার জন্মস্থান বঙ্গদেশেই। ইনি গৌড়ের নবাবের সরকারে চাকরী করিতেন। বোধহয় তিনি কোনও উচ্চপদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সনাতন শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে

ও চরিত্রে মুগ্ধ হন, ইহাতে ক্রমে তাঁহার সংসারাশ্রম ত্যাগের বাসনা জাগিয়া উঠে ও রাজকার্য্য পরিত্যাগের সঙ্কল্প করেন। ইহার বৈরাগ্যোদয় সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে—একদিন অত্যন্ত ঝড় ও জল হইতেছিল। তিনি অতি প্রত্যুষে রাজকার্য্যব্যপদেশে কোথায়ও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে কোনও মেথর ও মেথরপত্নীর কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। মেথর বলিতেছে—"এইবার বাহির হওয়া দরকার" আর তাঁহার পত্নী বলিল—"এই ঝড় বাদলে বাহির হইবার দরকার নাই।" তাহাতে মেথর বলিল—"না গেলে চলিবে কেন।" উত্তরে তৎপত্নী বলিল—"না, এরূপ ঝড় বাদলে বাহির হইতে পারে এক পরের চাকর, আর কুকুর।" এই কথা শুনিয়া সনাতনের মনে ধিক্কার জন্মিল, আর ইহা হইতেই তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগের সঙ্কল্প করেন। ঘটনা যাহাই হউক, ইহাতে সনাতনের মনে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে সনাতনের হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাই বোধহয় সনাতনকে এখন একরকম বেসামাল করিয়া তুলিল। ইতিমধ্যে নবাব, সনাতনের বৈরাগ্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে কোন কারণে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। চৈতন্যগতপ্রাণ সনাতনও কারাধ্যক্ষকে বহুমুদ্রা উৎকোচ দিয়া কারাগৃহ হইতে পলায়ন করতঃ একেবারে চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইবার জন্য গমন করেন। তারপর শ্রীচৈতন্যের সহিত সনাতনের মিলনের প্রসঙ্গও বড় মধুর। সনাতন যখন চৈতন্যসমীপে সমুপস্থিত, তখন তাঁহার গাত্রে একখানি ভোটকম্বল ছিল। তখনকার দিনে উহা বোধহয় বিলাস-সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইত। কম্বল দেখিয়া চৈতন্যদেব বিরক্তি প্রকাশ করেন, সনাতন তখনই ভোগবিলাসের উপকরণ বলিয়া ঐ কম্বলখানি পরিত্যাগ করেন।

সনাতনের বৈরাগ্য সম্বন্ধে আরও দুই একটী প্রবাদবাক্য আছে। তিনি বৃন্দাবনে অবস্থানকালীন একদিন "জপ" করিতে-

ছিলেন। কোনও ব্রাহ্মণ স্বপ্নে জানিতে পারেন যে সনাতনের নিকট একখানা "পরশপাথর" আছে। পরশপাথরের স্পর্শে অন্য ধাতুও সোনা হয়। ব্রাহ্মণ তখন সনাতনের নিকট উপস্থিত হইয়া উহা প্রার্থনা করায়, তিনি আর ক্ষণকাল চিন্তা না করিয়া বালুস্তূপের ভিতর পতিত "পরশপাথর" বাহির করিয়া ব্রাহ্মণকে দেন। ব্রাহ্মণ সনাতনের এরূপ নিস্পৃহতায় মুগ্ধ হন ও যমুনার জলে "পরশপাথর" ফেলিয়া দিয়া তখনই সনাতনের শরণাপন্ন হন। এই সকল উপাখ্যানে সনাতনের অসাধারণ বৈরাগ্যের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সনাতন গোস্বামী গীতাবলী, বৈষ্ণবতোষিণী (ইহার অপর নাম দশম টিপ্পনী), ভাগবতামৃত (বৃহদ্‌ভাগবতামৃত) ও সিদ্ধান্তসার প্রণয়ন করেন। "হরিভক্তিবিলাস"ও তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আজকাল যে "হরিভক্তিবিলাস" প্রচলিত আছে, তাহা গোপালভট্ট কৃত। সম্ভবতঃ গোপালভট্টকৃত "হরিভক্তিবিলাস" সনাতন গোস্বামী সংশোধন করেন, অথবা উভয়ে মিলিয়াই রচনা করেন। হরিভক্তি-বিলাসে ভগবানের স্বরূপ ও উপাসনার প্রকরণ লিখিত আছে। গ্রন্থখানি বহুস্থান হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরম আদরের বস্তু। ভাগবতামৃতে এই সম্প্রদায়ের (চৈতন্যসম্প্রদায়ের) কর্ত্তব্য-ক্রিয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "সিদ্ধান্তসার" কেবল ভাগবতের দশমস্কন্ধের ভাষ্যমাত্র। সনাতন গোস্বামী বাঙ্গালা ভাষায় কৃষ্ণ-ভক্তি-বিষয়ক "রসময়-কলিকা" নামক গ্রন্থ বিরচন করেন।

সনাতন ষড়্‌গোস্বামিগণের মধ্যে অন্যতম। বৃন্দাবনেই তাঁহার শেষজীবন অতিবাহিত হয়। সনাতন মূর্ত্তিমান্ বৈরাগ্যস্বরূপ ছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীতে কবিত্বের ভাব সমধিক, আর সনাতনে বৈরাগ্যের ভাব স্ফুট। রূপ প্রেমিক কবি, কিন্তু সনাতন বৈরাগী প্রেমিক। সনাতন গোস্বামীও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী।

শ্রীজীব গোস্বামী

(১৬শ শতাব্দীর শেষ—১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগ।)

শ্রীজীব, রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। ষড়্‌গোস্বামিগণমধ্যে ইনিও অন্যতম। শ্রীজীব গোস্বামীই বঙ্গদেশে বৈষ্ণবমত প্রচারের জন্য শ্রীনিবাস প্রভৃতিকে গ্রন্থাদিসহ প্রেরণ করেন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির সেই সকল গ্রন্থ অপহরণ করেন ও শেষে শ্রীনিবাসের শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় প্রীত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সনাতন শ্রীজীবের গুরু। শ্রীজীব, রূপ ও সনাতনের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পরে তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। বৃন্দাবনেই ইঁহার প্রতিভার বিকাশ হয়।

শ্রীজীব বৃন্দাবনের রাধাদামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জীবের পাণ্ডিত্যের পরিচয় একটী ঘটনায় সবিশেষ পরিস্ফুট। একদিন কোনও দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ, শ্রীরূপকে তাঁহার সঙ্গে বিচারার্থ আহ্বান করেন। ইহাতে শ্রীরূপ বিচার না করিয়াই ঐ ব্রাহ্মণকে বিজয়পত্রিকা লিখিয়া দেন। পরে বিচারের জন্য পুনঃ ঐ ব্রাহ্মণ জীবের নিকট উপস্থিত হন। শ্রীজীব তখন যমুনায় স্নানে নিয়োজিত ছিলেন। শ্রীজীব কোনও প্রকার সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেন না, ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যাদি করেন না কেন?" উত্তরে শ্রীজীব অন্য কিছু না বলিয়া মাত্র দুইটী শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—

"হৃদাকাশে চিদানন্দং মুদাভাতি নিরন্তরম্।
উদয়াস্তং ন পশ্যামি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥"

অর্থাৎ হৃদয়াকাশে চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ নিরন্তর প্রকাশিত, ইহার উদয়ও নাই, আর অস্তও নাই। সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিয়া

সন্ধ্যা করিতে হয়, কিন্তু আমার হৃদয়াকাশে ভগবান্‌রূপ সূর্য্যের উদয়াস্ত নাই, তাই কেমন করিয়া কখন আমি সন্ধ্যা করিব ?

"সদ্‌ভক্তির্দুহিতা জাতা মায়াভার্য্যা মৃতাধুনা।
অশৌচং দ্বয়মাপ্নোতি কথং সন্ধ্যামুপাসতে ॥"

অর্থাৎ আমার সদ্‌ভক্তিরূপিণী কন্যা হইয়াছে, আর মায়ারূপী ভার্য্যারও মৃত্যু হইয়াছে, জননাশৌচ ও মৃতাশৌচকালে আমি কি প্রকারে সন্ধ্যা করিব ?

শ্রীজীবের যে জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, ইহা এই শ্লোক দুইটী দেখিলে স্পষ্টই মনে হয়। অন্ততঃ তাঁহার হৃদয় যে জ্ঞানোন্মুখ হইয়াছিল, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধহয় এস্থলে একটু অহঙ্কারের আভাসও ছিল, এই জন্য রূপ পরে তাঁহাকে দীনতার অভাবের জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। জীব তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"গুরুর পরাজয়ের জন্যই আমি ওরূপ বলিয়াছি।" যাহা হউক শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার অবশ্যই জন্মিয়াছিল।

শ্রীরূপ শেষবয়সে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। শ্রীরূপের প্রভাবেই শ্রীজীবের জীবন-প্রবাহ ভক্তি-গঙ্গায় পতিত হইয়া পূত হইয়াছিল। শ্রীজীব, রূপ গোস্বামী-কৃত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র টীকা প্রণয়ন করেন। তিনি ভাগবতের টীকা "ক্রমসন্দর্ভ", "ষট্‌সন্দর্ভ", "ভক্তিসিদ্ধান্ত", "গোপালচম্পু" ও "উপদেশামৃত" রচনা করেন। ভাগবতের "ক্রমসন্দর্ভ" টীকাই গৌড়ীয়মতের প্রামাণিক ব্যাখ্যা। জীব অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের অনুসারেই স্বীয় গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীজীবের প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য চরিতামৃতে শ্রীরূপ ও রঘুনাথের প্রতিও অগাধ ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সকল অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে তিনি লিখিয়াছেন—

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যাঁর আশ
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥"

চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস ১৫৩৮ শকে অর্থাৎ ১৬১৬ খৃঃ অব্দে চরিতামৃত রচনা করেন। জীব গোস্বামী ষোড়শের শেষভাগ হইতে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রভাব কৃষ্ণদাসের জীবনে থাকার একান্তই সম্ভাবনা।

মন্তব্য

শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর গ্রন্থাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে প্রমাণিক গ্রন্থ। ইহাদের রচিত গ্রন্থই উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া বলদেব বিদ্যাভূষণ স্বীয় "গোবিন্দভাষ্য" রচনা করিয়াছেন। "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" মধ্ব ও নিম্বার্কমতের মিলনে বা মিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে যে বিশেষত্ব আছে, তাহা অবশ্যই নিজস্ব। বল্লভাচার্য্যের পুষ্টিমার্গ, গৌড়ীয়মতকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব শেষজীবনে মধুর ভাবের ভাবুক হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রথমাবস্থায় কেবল নাম সংকীর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। অথবা ইহাও হইতে পারে যে আচার্য্য বল্লভের সহিত বিচারের পরে তিনি রাগমার্গের মধুরভাবে ভাবিত হন। চৈতন্যদেবের শিষ্যগণের মধ্যে রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর ভিন্ন, বোধহয় অন্য কেহই মধুরভাবের সাধক ছিলেন না। শ্রীচৈতন্যদেবও অতি সঙ্গোপনে এই দুই জন অন্তরঙ্গ-সহ মধুরভাবের আলোচনা করিতেন। অবশ্য গৌড়ীয় মতের প্রধান অবলম্বন উহা নাও হইতে পারে। বোধহয় বল্লভীয় মত হইতেই মধুরভাব শ্রীচৈতন্যের মতে স্থান পাইয়াছে। এবিষয়ে অন্য কারণও আছে। বল্লভ ও চৈতন্য উভয়ই সমকালীন। ইহারা উভয়েই মথুরা ও বৃন্দাবন প্রভৃতি দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। উভয়মতের সাদৃশ্যও আছে। এমতাবস্থায় বল্লভের প্রভাব চৈতন্যের মতে থাকার একান্ত সম্ভাবনা।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় "ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ে" যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অনুধাবন-যোগ্য। তবে সর্ব্বাংশে আমরা তাঁহার অনুমোদন করি না। তিনি লিখিয়াছেন :—

"চৈতন্য ও বল্লভাচার্য্য উভয়েই প্রায় একসময়ে প্রাদুর্ভূত হন ইঁহারা উভয়েই মথুরাদি প্রদেশে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। বিবিধ বিষয়ে উভয় সম্প্রাদায়ের সবিশেষ সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, চৈতন্য ও বল্লভাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পর কোন প্রকার মূলীভূত সম্বন্ধ থাকিতে পারে। হয়ত বা একের প্রভুত্ব নিরাকরণার্থে অন্যের উদ্ভব হইয়া থাকিবে।" * অক্ষয়বাবু যে মূলীভূত সম্বন্ধের বিষয় লিখিয়াছেন, তাহা অন্য কিছুই নহে। উভয় মতই মধ্ব-মতের প্রভাবে সমুদ্ভূত। নিম্বার্কের প্রভাবও উভয় মতে আছে। অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন—"হয়ত একের প্রভুত্ব নিরাকরণার্থে অন্যের উদ্ভব হইয়াছে।" এই বিষয়টীতে আমরা অক্ষয়বাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। একে অন্যের প্রভুত্ব নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিলে উভয়মতে সাদৃশ্য থাকা সম্ভব নহে। দ্বিতীয় বল্লভ, চৈতন্যের পূর্ব্বেই মথুরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত। চৈতন্যের শেষজীবনে তাঁহারই আদেশে রূপ ও সনাতন বৃন্দাবন স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হন। শ্রীরূপ ও সনাতন বৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত মাত্র করেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির সময় বৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। শ্রীচৈতন্য-দেবের অন্তর্ধানের অন্ততঃ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পরে বৃন্দাবন অরণ্য হইতে সুন্দর নগরে পরিণত হয়। চৈতন্যদেব ও বল্লভাচার্য্য উভয়ের মধ্যে বিচার হইয়াছিল, এই মাত্র উল্লেখ আছে। কিন্তু পরস্পর বিদ্বেষের কোনও হেতু নাই, বরং সাদৃশ্যই উভয় মতে আছে। সামান্য বিরোধের জন্যও বিশেষ প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা কম।

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—বসুমতী সংস্করণ ১৩১৮ সাল, ২১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উভয় মতবাদই প্রবর্ত্তকগণের জীবন-কালেই পূর্ণতালাভ করিয়াছিল। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ পূর্ব্বাচার্য্যগণের আদর্শানুযায়ী কেবল তাহাতে রং পরং তুলিয়াছেন। এমতাবস্থায় একের মত, অন্যের প্রভুত্ব নিরাকরণ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ এক মত অপর মতকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় বল্লভীয় মতের "পুষ্টিমার্গের সাধন" গৌড়ীয় মতের "মধুরভাবে" পর্য্যবসিত হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদ

আচার্য্য মল্লনারাধ্য

আচার্য্য মল্লনারাধ্য দক্ষিণভারতের অধিবাসী। তিনি কোটীশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। "অদ্বৈতরত্ন" বা "অভেদরত্ন" নামক প্রকরণগ্রন্থ ইঁহার বিরচিত। তিনি গ্রন্থ সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন :—

"কোটীশবংশাখ্যপয়োনিধেরভূৎ শ্রীমল্লনারাধ্যনিশীথিনীপতিঃ।
বিকাশিতাশেষবিপশ্চিদুৎপলোভেদান্ধকারস্য বিভেদনক্ষমঃ॥"

এই গ্রন্থের প্রারম্ভেও তিনি নিজকে কোটীশ বংশের সন্তানরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। * ইনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হন। কারণ, আচার্য্য নৃসিংহাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। নৃসিংহাশ্রম "অদ্বৈতরত্নের" উপর "তত্ত্বদীপন" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। মল্লনারাধ্য দ্বৈতবাদীর মত খণ্ডনের জন্য এই প্রকরণ গ্রন্থখানি রচনা করেন। তিনি গ্রন্থ প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

"শ্রীবিরূপাক্ষমারাধ্য পিতৄন্ বিদ্যাগুরূনপ্যম্।
করোম্যভেদরত্নস্য রক্ষাং কুদ্বৈতিচোরতঃ॥"

---

* "কোটীশ্বরং কোটিগুণৈঃ সমেতং কোটীশবংশাখ্যতরোশ্চ কন্দম্।
কোট্যম্বরাসঙ্গমকোটিরূপং নমামি মদ্বংশধুরীণমাদ্যম্॥"

অর্থাৎ কুদ্বৈতবাদী চোরগণের নিকট হইতে অদ্বৈত-রত্ন রক্ষার জন্য বিরূপাক্ষ, পিতৃগণ ও বিদ্যাগুরুগণকে আরাধনা করিয়া অভেদরত্ন রক্ষা করিব।

অদ্বৈতরত্ন এখনও প্রকাশিত হয় নাই।* দ্বৈতবাদীর মত নিরসন পূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ এই গ্রন্থে সুস্থাপিত হইয়াছে।

আচার্য্য নৃসিংহাশ্রম
(শাঙ্করদর্শন—ষোড়শ শতাব্দী)

আচার্য্য নৃসিংহাশ্রম শাঙ্করমতাবলম্বী। ইনি পঞ্চপাদিকা বিবরণের টীকাকার। "ভাবপ্রকাশিকা" নামক টীকা ইঁহার বিরচিত। বিবরণের অন্য টীকাকার অখণ্ডানন্দ। তিনি তত্ত্বদীপন নামক টীকা রচনা করেন। "তত্ত্বদীপনে"র পরে নৃসিংহাশ্রমের "ভাবপ্রকাশিকা" প্রণীত হয়। কারণ "ভাবপ্রকাশিকা"য় তত্ত্বদীপনকারের উল্লেখ আছে—"অয়মেবার্থস্তত্ত্বদীপনকৃতানভিপ্রেতঃ।" নৃসিংহাশ্রমের গুরুর নাম জগন্নাথ আশ্রম। নৃসিংহাশ্রম গুরুভক্তির পরিচয় "ভাবপ্রকাশিকা"র প্রারম্ভে প্রদান করিয়াছেন, যথা—

"শ্রীমদ্‌গুরুপদদ্বন্দ্বমদ্বৈতাত্মপ্রসিদ্ধয়ে।
হৃদয়ে সদয়ং ভূয়াস্নিগূঢ়াত্মাঞ্জনং পরম্‌॥
শ্রীমদ্‌গুরুকৃপালেশাদদ্বৈতব্রহ্মগোচরে।
ক্বচিৎ ক্বচিদ্বিবরণে গূঢ়োভাবঃ প্রকাশ্যতে॥"

পুনঃ গ্রন্থ-সমাপ্তিতেও লিখিয়াছেন :—

"অহং কিয়ান্‌ ক্বাক্ষ মনঃশ্রুতীনাং বিহারদূরং পরমাত্মতত্ত্বম্‌।
অহোগুরূণাং চরণারবিন্দপ্রসাদভাজাং সুলভং সমস্তম্‌॥"

---

* অদ্বৈতরত্ন—Madras Government Oriental Manuscript Library—Catalogue Vol. IX. No. 4625. Pp. 3371—3373.

সম্ভবতঃ নৃসিংহাশ্রম ভগবান্ নৃসিংহের ভক্ত ছিলেন। ভাবপ্রকাশিকার সমাপ্তিতে তিনি লিখিয়াছেন :—

"কৃতিরিয়মনবদ্যা নৈব বাসীন্মজ্ঞানে
মম হৃদয়নিবিষ্টো যস্তমোদূরচারী।
হিতমহিতমথাস্থৎ কারয়ন্ মাং য আস্তে
নরমৃগবপুরীশো দৃগ্ ভিরেনাং পুনাতু॥
যদি চ বিকৃতিরত্রাল্পীয়সী ভূয়সী বা
কিয়দপি মম নৈনঃ সংস্তবো বা গুণেন।
অপিতু ভবত এতৌ কিং গ্রহগ্রস্তলোকে
নরমৃগবপুষস্তে যত্র বেদাঃ প্রমাণম্।"

"ভাবপ্রকাশিকা" সম্ভবতঃ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। নৃসিংহাশ্রমের অন্য গ্রন্থ "তত্ত্ববিবেক"। এই গ্রন্থের সমাপ্তিকাল ১৬০৪ সম্বৎ অর্থাৎ ১৫৪৭ খৃঃ অব্দ। "ভাবপ্রকাশিকা" ইহার পূর্ব্বে রচিত হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং নৃসিংহাশ্রমের স্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ। আচার্য্য নৃসিংহের "তত্ত্ববিবেক" এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

আচার্য্য নৃসিংহাশ্রম "ভেদধিক্কার" ও "অদ্বৈতদীপিকা" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইতিবৃত্ত বলে জানিতে পারা যায় যে ইনিই অপ্পয়দীক্ষিতকে অদ্বৈতবাদে নিবন্ধাদি রচনা করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। অপ্পয়দীক্ষিত ইঁহারই প্রবর্ত্তনায় "পরিমল", "ন্যায়রক্ষামণি" ও "সিদ্ধান্তলেশ" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। আচার্য্য নৃসিংহের আশ্রম নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত ছিল। "ভেদধিক্কার" বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। "অদ্বৈতদীপিকা"র উল্লেখ অপ্পয়দীক্ষিত "সিদ্ধান্তলেশে" করিয়াছেন। * ইহা কাশী ল্যাজারস্ কোম্পানী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বৈতদীপিকায় নৃসিংহাশ্রম একটী বিষয় সুন্দররূপে সমাধান করিয়াছেন। আচার্য্য

* সিদ্ধান্তলেশ—অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজ সংস্করণ ১৮৯৪, পৃষ্ঠা ৩-৮ দ্রষ্টব্য।

মধ্ব প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে এক আপত্তি তুলিয়াছেন যে, মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা? নৃসিংহাশ্রম বলেন—মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও, প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব উপপন্ন। ব্রহ্মের প্রপঞ্চতাদাত্ম্য মিথ্যাভূত সুতরাং নিষ্প্রপঞ্চত্বের বিরোধী নহে। সেইরূপ মিথ্যাভূত মিথ্যাত্বের সত্যত্বও অবিরোধে উপপন্ন হয়। সপ্রপঞ্চত্ব প্রপঞ্চতাদাত্ম্য। কিন্তু নিষ্প্রপঞ্চত্ব প্রপঞ্চাত্যন্তাভাববত্ত্ব। উহা বাস্তব। কারণ, পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মে ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের অত্যন্তাভাব। অতএব সপ্রপঞ্চত্ব ও নিষ্প্রপঞ্চত্বের যেমন একত্র অবিরোধ, সেইরূপ মিথ্যাত্ব ও সত্যত্বেরও অবিরোধ উপপন্ন। মিথ্যাত্ব ধর্ম্ম মিথ্যাভূত। আকাশাদি প্রপঞ্চ মিথ্যাত্বের সহিত সমান স্বভাব অর্থাৎ সমান সত্তাক। আকাশাদি প্রপঞ্চেরও ব্যাবহারিক সত্তা আছে। মিথ্যাত্ব ও ধর্ম্মীর সত্যত্ববিরোধী বা প্রতিক্ষেপক। ব্রহ্মের প্রপঞ্চতাদাত্ম্য বা সপ্রপঞ্চত্ব ধর্ম্মীর সহিত সমসত্তাক নহে। সুতরাং নিষ্প্রপঞ্চত্বের প্রতিক্ষেপকও নহে। অতএব মিথ্যাত্বের ব্যাবহারিকত্বে তদ্‌বিরোধী অপ্রাতিভাসিক প্রপঞ্চসত্যত্বের পারমার্থিকত্ব কখনই সঙ্গত নহে। কারণ, ধর্ম্মীর সহিত সমস্বভাব মিথ্যাত্বের ব্যাবহারিকত্ব স্বীকার করিলে ধর্ম্মীরও ব্যাবহারিকত্ব অবশ্যম্ভাবী—এই মত "ধর্ম্মিসমসত্ত্ব" পক্ষ অঙ্গীকার করিলে উপপন্ন হয়। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তাই প্রতীত হয়, তদতিরেকে ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিকের কোন সত্তা নাই—এই মতে ধর্ম্মিসমসত্ত্ব পক্ষ অসঙ্গত হয়। এতদুত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন—যাহা যাহার স্ববিষয় সাক্ষাৎকার অনিবর্ত্ত্য ধর্ম্ম, তাহাই সেস্থলে স্ববিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিক্ষেপক। শুক্তিতে শুক্তিতাদাত্ম্য শুক্তিবিষয়ক সাক্ষাৎকারে নিবর্ত্তিত হয় না এবং অশুক্তিত্বের বিরোধী। সেইস্থলেই রজততাদাত্ম্য শুক্তি সাক্ষাৎকারে নিবর্ত্তিত হয় এবং অরজতত্বের অবিরোধী হয়। এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব কল্পিত হইলেও প্রপঞ্চ সাক্ষাৎকারে অনিবর্ত্তিত, সুতরাং সত্যত্বের প্রতিক্ষেপক। ব্রহ্মের

সপ্রপঞ্চত্বও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেই নিবর্ত্তিত বা নিরস্ত হয়, সুতরাং নিষ্প্রপঞ্চত্বের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী নহে। অতএব আরম্ভণাধিকরণোক্ত ন্যায়ে সমুদয় আকাশাদি প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বই উপপন্ন।

নৃসিংহাশ্রম দ্বৈতবাদীর যুক্তি নিরসনের জন্য তর্কজালের সৃষ্টি করিয়া দ্বৈত-মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব উপপন্ন।

নৃসিংহাশ্রম অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে একজন প্রধান আচার্য্য। অপ্পয়দীক্ষিত "সিদ্ধান্তলেশে" তাঁহার মতবাদ অনুবাদ করিয়া নৃসিংহাশ্রমের প্রাধান্যের নিদর্শন প্রদান করিয়াছেন।

নৃসিংহাশ্রমের রচিত "তত্ত্ববিবেক" দুইটী পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। এই গ্রন্থের উপর তিনি নিজেই "তত্ত্ববিবেকদীপন" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। * ইহার অপর নাম "অদ্বৈত রত্নকোষ"।

ইনি "বৈদিকসিদ্ধান্তসংগ্রহ" নামক গ্রন্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অভিব্যক্তি মাত্র। এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের জন্য "বৈদিকসিদ্ধান্তসংগ্রহ" বিরচিত হয়। † নৃসিংহাশ্রমের "তত্ত্ববিবেকের" উপরে জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য অগ্নিহোত্রীর "তত্ত্ববিবেচনী" নামক টীকা আছে। ‡ অগ্নিহোত্রীর পিতার নাম যাদশাহেয্য। অপ্পয়দীক্ষিত "শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ" নামক গ্রন্থে

* তত্ত্ববিবেক—Madras Oriental Manuscript Library Descriptive Catalogue Vol. IX. 3421 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তত্ত্ববিবেকদীপন—Vol. IX P. 3423.

† বৈদিকসিদ্ধান্তসংগ্রহ—Madras Oriental Manuscript Library Catalogue Vol. IX P. 3516

‡ তত্ত্ববিবেচনী—Oriental Manuscript Library Catalogue Vol. X No. 4591 (P. 3424)

তত্ত্ববিবেকের উল্লেখ করিয়াছেন। নৃসিংহ শাঙ্করভাষ্যের উপরে সংক্ষেপশারীরকের ব্যাখ্যা "তত্ত্ববোধিনী" নামক এক বিচারপূর্ণ নিবন্ধ রচনা করেন। এই নিবন্ধ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (২) নৃসিংহাশ্রম তাৎকালিক আচার্য্যগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান আচার্য্য। অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় তিনি পণ্ডিতগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ভাবপ্রকাশিকা, অদ্বৈতদীপিকা, ভেদধিক্কার ও তত্ত্ববিবেক প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণয়নে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

আচার্য্য নারায়ণাশ্রম

(শাঙ্করব্রহ্মদর্শন)

নারায়ণাশ্রম আচার্য্য নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য। সুতরাং তিনি নৃসিংহের সমকালীন। ষোড়শ শতাব্দী তাঁহার স্থিতিকাল। নারায়ণাশ্রম স্বীয় গুরুর কৃত অদ্বৈতদীপিকা ও ভেদধিক্কার নামক গ্রন্থদ্বয়ের উপর টীকা প্রণয়ন করেন। অদ্বৈতদীপিকার টীকার নাম "অদ্বৈতদীপিকাবিবরণ" * । এই টীকার প্রারম্ভে তিনি স্বীয় গুরুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

যৎপাদসেবা বিতনোতি পাপং
পুণ্যং রিপুং মিত্রমনেকমেকম্।
অণুং মহান্তং তমচিন্ত্যবৃত্তং
শ্রীনারসিংহং গুরুমানতোঽস্মি ॥

আচার্য্য নারায়ণ নৃসিংহের ভেদধিক্কার নামক গ্রন্থের উপরে

(২) সংক্ষেপশারীরক-ব্যাখ্যা—তত্ত্ববোধিনী—Government Oriental Manuscript Library Catalogue Vol IX. No. 4758 P. 3552.

* অদ্বৈতদীপিকা-বিবরণ— Madras Government Oriental Manuscript Library Catalogue Vol. IX No. 4519 P. 3366.

"ভেদধিক্কার-সৎক্রিয়া" * নামক টীকা প্রণয়ন করেন। "ভেদধিক্কার-সৎক্রিয়া"র উপরে শুদ্ধানন্দ স্বামীর জনৈক শিষ্য "ভেদধিক্কার-সৎক্রিয়োজ্জ্বলা" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। নারায়ণাশ্রম অদ্বৈতবাদ সুদৃঢ় করিবার জন্যই স্বীয় টীকা বিরচন করিয়াছেন। দ্বৈতবাদীর মতখণ্ডনেই এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য দেখা যায়।

শ্রীমৎ রঙ্গরাজাধ্বরি

(১৬শ শতাব্দী)

রঙ্গরাজাধ্বরি সুপ্রসিদ্ধ অপ্পয়দীক্ষিতের পিতা। আর রঙ্গরাজের পিতার নাম আচার্য্য দীক্ষিত (তামিল ভাষায় অচ্চান দীক্ষিত) আচার্য্য দীক্ষিত অদ্বৈত মতের আচার্য্য। তিনি নানারূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই "দীক্ষিত" এই উপনামে ভূষিত হইয়াছিলেন। কাঞ্চীনগরী ইঁহাদের বাসভূমি। কাঞ্চী পণ্ডিতের স্থান। এই স্থানেই বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথের জন্মভূমি। কাঞ্চীর নিকটে "অড়য়প্পল" নামক গ্রামে আচার্য্য দীক্ষিতের বাস। আচার্য্য দীক্ষিতের অপর নাম বক্ষঃস্থলাচার্য্য। এই নামপ্রাপ্তির বিবরণ অতি মনোহর। কৃষ্ণদেবরাজ ১৫০৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নগরের রাজা ছিলেন। এই কৃষ্ণদেবের সভায় শুদ্ধ-দ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদেব কাঞ্চীতে তীর্থদর্শনে আগমন করেন। যখন তিনি, মন্ত্রী ও সপরিবারে বরদরাজের পূজা করিতেছিলেন, তখন আচার্য্য দীক্ষিত এই শ্লোকটী রচনা করেন, যথা—

* ভেদধিক্কার-সৎক্রিয়া—Madras Government Oriental Manuscript Library Catalogue Vol. IX No 4894 (Pp. 3502—3504)

"কাঞ্চিৎ কাঞ্চনগৌরাঙ্গীং সাক্ষাদিব শ্রিয়ম্।
বরদঃ সংশয়াপন্নো বক্ষঃস্থলমবৈক্ষত।"

অর্থাৎ সোনার বর্ণ লক্ষ্মীর স্তায় একটী রমণী দেখিয়া বরদ সংশয়াপন্ন হইলেন এবং স্বীয় বক্ষস্থলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন লক্ষ্মী তথায় আছেন কি না?

রাণী লক্ষ্মীর ন্যায় পরমা সুন্দরী ছিলেন—ইহাই আভাসে এস্থলে বলা হইল। এই কবিতার ভাবটী বড়ই মধুর। ইহাতে কৃষ্ণদেব অত্যন্ত প্রীত হইলেন ও আচার্য্য দীক্ষিতের নাম বক্ষঃস্থলাচার্য্য রাখিলেন। অপ্পয়দীক্ষিতও এই শ্লোকটী সন্দেহালঙ্কারের দৃষ্টান্তস্বরূপ "চিত্রমীমাংসা"য় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা "বরদরাজ-বসন্তোৎসব নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—এরূপ লিখিয়াছেন * "বরদরাজবসন্তোৎসব" আচার্য্য দীক্ষিতের প্রণীত। আচার্য্য দীক্ষিত কৃষ্ণদেবের আশ্রিত পণ্ডিত ছিলেন। নীলকণ্ঠ দীক্ষিত স্বকৃত নলচরিতে লিখিয়াছেন যে, আচার্য্য দীক্ষিত বা অচ্চান দীক্ষিত কৃষ্ণদেব কর্তৃক পুজিত হইতেন। † তিনি আটটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণ ভোজন ও জলাশয়াদি উৎসর্গ করাতে তাঁহার কীর্ত্তি নানাদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। আচার্য্য দীক্ষিত কেবল যে পণ্ডিত ছিলেন এমন নহে, তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও

* "যথাস্মৎকুলকূটস্থবক্ষঃস্থলাচার্য্য-বিরচিতে বরদরাজবসন্তোৎসবে—
কাঞ্চিৎ কাঞ্চন-গৌরাঙ্গীং বীক্ষ্য সাক্ষাদিব শ্রিয়ম্।
বরদঃ সংশয়াপন্নো বক্ষঃস্থলমবেক্ষতে।"

† নলচরিতে প্রস্তাবনায় নীলকণ্ঠদীক্ষিত লিখিয়াছেন :—"পারিপার্শ্বকঃ—আঃ শ্রুতমস্ত কুলকূটস্থা সাক্ষাৎকৃতব্রহ্মানঃ সর্ব্ববিদ্যাগুরবশ্ছন্দোগাঃ সোমপীথিনো দ্বৈতবাদাসহিষ্ণবো জগদভিবিদিতা এব। অমীষপি বিশেষাৎ তত্র ভবন্তোহচ্চান দীক্ষিত ইতি। সূত্রধারঃ—সাধু স্মৃতং সাধু। তস্য কৃষ্ণরাজবন্দিতচরণারবিন্দৈঃ ভরদ্বাজকুলচূড়ামণেরষ্টভিঃ ক্রতুভিরষ্টভিরায়তনৈঃ শস্তোরষ্টভিগ্রামৈরষ্টভিস্তড়াগৈরষ্টভিশ্চ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদৈস্তনয়ৈরষ্টাপি দিশো যশোভিরুজ্জ্বলিতাঃ।"

ধার্ম্মিক। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথমে তিনি শৈবমতাবলম্বী কোনও ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করেন, দ্বিতীয় বারে শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রীবৈকুণ্ঠাচার্য্যবংশীয় শ্রীরঙ্গমাচার্য্যের কন্যা "তোতারম্বা" দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বেদান্তদেশিক বেদান্তাচার্য্যের মাতার নামও "তোতারম্বা" দেবী। তোতারম্বার গর্ভে ও আচার্য্য দীক্ষিতের ঔরসে চারিটী পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রীরঙ্গরাজাধ্বরি বা শ্রীরঙ্গরাজমখি। অপ্পয়দীক্ষিতও "ন্যায়রক্ষামণি"র প্রারম্ভশ্লোকে স্বীয় পিতামহের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। * শিবার্কমণিদীপিকায়ও এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।

অপ্পয়দীক্ষিত তাঁহার পিতার মাতামহ-বংশের পরিচয় পরিমলের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের সমাপ্তিতে প্রদান করিয়াছেন। এস্থলেও তাঁহার পিতার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

"বৈকুণ্ঠাচার্য্যবংশাম্বুধিহিমকিরণশ্রীমদদ্বৈতবিদ্যা-
চার্য্য-শ্রীরঙ্গরাজাহ্বয়-বিসৃতযশো বিশ্বজিদ্‌যাজিসূনোঃ
গ্রন্থে বেদান্তকল্পদ্রুবরপরিমলে সর্ব্বজিদ্‌যাজিনোঽস্মিন্
পূর্ণঃ পাদোঽজনিষ্ট ভ্রমরহিতগিতে নির্ব্বিশেষপ্রধানঃ ॥"

রঙ্গরাজাধ্বরি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তাঁহার নিকটেই অপ্পয়দীক্ষিত বিদ্যাশিক্ষা করেন। অপ্পয়দীক্ষিত তাঁহার পিতার সম্বন্ধে "ন্যায়রক্ষামণি" গ্রন্থের প্রারম্ভে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই—

"যং ব্রহ্ম নিশ্চিতধিয়ঃ প্রবদন্তি সাক্ষাৎ
তদ্দর্শনাদখিলদর্শনপারভাজম্।
তং সর্ব্ববেদসমশেষবুধাধিরাজং
শ্রীরঙ্গরাজমখিনং গুরুমানতোঽস্মি ॥৪"

"আসেতুবন্ধতটমা চ তুষারশৈলা-
দাচার্য্যদীক্ষিত ইতি প্রথিতাভিধানম্।
অদ্বৈতচিৎসুখমহাম্বুধিমগ্নভাব-
মস্মৎ পিতামহমশেষগুরুং প্রপদ্যে ॥"

পরিমলের প্রথম পাদের সমাপ্তিতে অপ্পয়দীক্ষিত তাঁহার পিতা রঙ্গরাজাধ্বরির বিদ্যাবত্তা জ্ঞানগাম্ভীর্য্যের বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন :—

"কণভক্ষপদক্ষক-পক্ষ-পরিষ্করণক্ষণ-তক্ষণদক্ষগিরম্।
অতি কর্কশতর্কশতক্ষুভিতক্ষপিতক্ষপণক্ষণভঙ্গপদম্ ॥১
কপিলোক্তিনিরাকরণপ্রবণং কৃতপন্নগসূক্তিপরিষ্করণম্।
নয়মৌক্তিকভূষিতভট্টমতং বিমলাদ্বয়-চিৎসুখমগ্নধিয়ম্ ॥২
মহতামপি মান্যতমং বিদুষাং বিনিবেশ্য গুরুং হৃদি বৈশ্যজিতম্।
নয়সংহতিশালিনি কল্পতরৌ বিবৃতশ্চরণঃ প্রথমঃ প্রথিতঃ ॥" ৩

পিতা রঙ্গরাজই যে অপ্পয়দীক্ষিতকে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাও দীক্ষিত স্বীয় সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহের প্রারম্ভশ্লোকে লিখিয়াছেন, যথা—

"তন্মূলানিহ সংগ্রহেন কতিচিৎ সিদ্ধান্তভেদান্ ধিয়ঃ।
শুদ্ধ্যৈ সঙ্কলয়ামি তাতচরণব্যাখ্যাবচঃখ্যাপিতান্ ॥"২

রঙ্গরাজই অপ্পয়দীক্ষিতকে অদ্বৈতবিদ্যায় পারদর্শী করেন। সুতরাং তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে আচার্য্যগণের মত সংগৃহীত হইয়াছে। বাস্তবিক এরূপ পাণ্ডিত্য বিরল। রঙ্গরাজকে অপ্পয়ের বিদ্যার মূল প্রস্রবণস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

রঙ্গরাজ অদ্বৈত-বিদ্যা-মুকুর, বিবরণ-দর্পণ প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন। নীলকণ্ঠদীক্ষিত নলচরিতে লিখিয়াছেন—"তস্য পঞ্চমঃ সূনুরদ্বৈতবিদ্যামুকুরবিবরণদর্পণাদ্যনেকপ্রবন্ধনির্মাতা শীলিত এব রঙ্গরাজাধ্বরীতি।" এই সকল প্রবন্ধে রঙ্গরাজ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতির মত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমত স্থাপন করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ অপ্পয়দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে "অদ্বৈত-বিদ্যাকার" এইরূপ উল্লেখ করিয়া পিতার অদ্বৈত-বিদ্যা-মুকুরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ভেদপক্ষ প্রথমে নিরাকরণ করিয়া অভেদপক্ষ স্থাপন করেন। তৎপরে

অভেদ নিরাকরণ পূর্ব্বক ভেদপক্ষ নিরূপণ করিয়াছেন। এই ভেদপক্ষ-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"অদ্বৈতবিদ্যাকৃতস্তু প্রতিবিম্বস্য মিথ্যাত্বম-ভ্যুপগচ্ছতাং ত্রিবিধজীববাদিনাং বিদ্যারণ্যগুরুপ্রভৃতীনামভিপ্রায়-মেবমাহুঃ" ইত্যাদি (সি. লেশ. সং অদ্বৈতমঞ্জরী ২৭২-২৭৩ পৃঃ)। সম্ভবতঃ এই "অদ্বৈত-বিদ্যাকৃৎ" বলিতে অদ্বৈতবিদ্যামুকুরের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র অপ্পয়দীক্ষিতের পরবর্ত্তী। সমসাময়িক হইলেও অপ্পয়দীক্ষিতের বৃদ্ধবয়সে তাঁহার আবির্ভাব। তিনি "অদ্বৈত-বিদ্যাবিলাস" নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহের পরে বিরচিত হয়, সুতরাং অদ্বৈত-বিদ্যাকার অর্থে অদ্বৈত-বিদ্যামুকুরকার স্বীয় পিতা রঙ্গরাজাধ্বরিই সম্ভব। অন্য হেতুও বিদ্যমান, এস্থলে অদ্বৈতবিদ্যাকারের অভিমতই অপ্পয়দীক্ষিতের অনুমোদিত। পিতার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত দীক্ষিত পিতৃমতের অনুসরণ করিয়াছেন। রঙ্গরাজের মতে পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক ভেদে জীব ত্রিবিধ। যখন চৈত্র দর্পণে স্বীয় মুখ দর্শন করে, তখন পার্শ্বস্থ লোক চৈত্রের গ্রীবাস্থ বিম্বভূত মুখ এবং দর্পণে চৈত্র-মুখ-প্রতিবিম্ব পরস্পর ভিন্ন ও সদৃশ বলিয়াই দেখে।

প্রতিবিম্ব মিথ্যা। যেমন স্বহস্তগত সত্য রৌপ্য হইতে শুক্তিতে অনুভূয়মান রৌপ্য ভিন্ন ও মিথ্যা, সেইরূপ বিম্ব হইতে প্রতিবিম্ব ভিন্ন ও মিথ্যা।

রঙ্গরাজের কোনও গ্রন্থই এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক।

আচার্য্য শ্রীঅপ্পয়দীক্ষিত

(১৫৫০—১৬২২ খৃঃঅব্দ)

অপ্পয়দীক্ষিত অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে একজন প্রধানতম আচার্য্য। ইনি একাধারে আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ ও দার্শনিক। ইনি তার্কিকের চক্রবর্ত্তী, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইঁহার স্থান অতি উচ্চে। কেবল ভারতীয় সাহিত্যে নহে, বিশ্বসাহিত্যেও ইঁহার প্রভাব সুপরিস্ফুট। বাস্তবিক ষোড়শ শতাব্দী অপ্পয়দীক্ষিতের ন্যায় মনীষীর আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছে। মোগল-সম্রাট্ আকবরের শাসনকাল হইতে শাহজাহানের শাসনকাল পর্য্যন্ত এই একশত বৎসর (১৫৫৬—১৬৫৮ খৃঃঅব্দ) ভারতীয় সাহিত্যের সর্ব্বক্ষেত্রেই মনীষিগণ আপন প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। অলঙ্কার, ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক ও দার্শনিক গ্রন্থের এই সময়ে সবিশেষ বিস্তার ও প্রতিপত্তি হইয়াছে। বোধ হয় রাজনৈতিক সুশাসন গুণে সাহিত্যের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অপ্পয়দীক্ষিত আকবর ও জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে দীক্ষিতের জন্ম হয় এবং ৭২ বৎসর বয়সে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়। এই অনতিদীর্ঘজীবনে সাহিত্যের রাজ্যে দীক্ষিত যে প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা অতুলনীয়। দীক্ষিতের জীবন আলোচনা করিতে হইলেই বিস্ময়ে হৃদয় পুলকিত হয়। সসম্মানে তাঁহার অসাধারণ মনীষার বিষয় স্মরণ করিতে হয়।

দীক্ষিতের পিতামহ অদ্বিতীয় পণ্ডিত আচার্য্য দীক্ষিত। ইনিই বক্ষঃস্থলাচার্য্য নামে পরিচিত ও বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেবের সমসাময়িক। দীক্ষিতের পিতাও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। দীক্ষিত তাঁহারই নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। দীক্ষিতের পিতার নাম রঙ্গরাজাধ্বরি। তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

তাঁহার কৃত অদ্বৈত-বিদ্যা-মুকুর ও বিবরণ-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থ অতি প্রামাণিক। রঙ্গরাজের দুই পুত্র। প্রথম অপ্পয়দীক্ষিত, দ্বিতীয় অচ্চানদীক্ষিত। ইহার পৌত্র নীলকণ্ঠ দীক্ষিত। নীলকণ্ঠ বিজয়চম্পূ প্রভৃতি সুবিখ্যাত গ্রন্থের গ্রন্থকার।

দীক্ষিতের স্থূলনাম অপ্পয়দীক্ষিত। সাধারণ ভাবে তাঁহাকে অপ্পয্য দীক্ষিতও বলা হয়। তিনি কোনও স্থলে অপ্পয়দীক্ষিত, কোথাও বা অপ্পয্যদীক্ষিত নামে অভিহিত হইয়াছেন। "পরিমলে" তিনি আপনাকে অপ্পয়দীক্ষিত লিখিয়াছেন। নীলকণ্ঠ দীক্ষিত, সমরপুঙ্গব দীক্ষিত, গঙ্গাধর বাজপেয়াজী এবং জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ তাঁহাকে কখনও অপ্পয় বা কখনও অপ্পয্যদীক্ষিত নামে অভিহিত করিয়াছেন। বোধ হয় ছন্দের সৌকর্য্যার্থ এরূপ হইয়াছে। পিতার প্রতি দীক্ষিতের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। "শিবতত্ত্ব-বিবেক" নামক নিবন্ধে তিনি গুরুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"সর্ব্ববিদ্যালতোপঘ্নপারিজাতমহীরুহান্।
মহাগুরূনমস্যামি সাদরং সর্ব্ববেদসঃ॥"

আবার "সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহে" পিতাকেই গুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

তন্মূলানিহ সংগ্রহেণ কতিচিৎ সিদ্ধান্তভেদান্ ধিয়ঃ
শুদ্ধ্যৈ সঙ্কলয়ামি তাতচরণব্যাখ্যাবচঃখ্যাপিতান্।"

পিতার অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও আধ্যাত্মিকতার বিষয় "পরিমলে"ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (রঙ্গরাজাধ্বরির বিবরণ ৩৭১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

দীক্ষিত পিতার নিকট অদ্বৈতবাদে শিক্ষিত হন। তাঁহার পিতামহও অদ্বৈতবাদী। রঙ্গরাজ পুত্রকে নির্গুণ ব্রহ্মবাদে অভিষিক্ত করেন। দীক্ষিত নির্গুণ ব্রহ্মবাদে শিক্ষিত হইলেও তাঁহার শিব-ভক্তি অসামান্য ছিল। শিশুকাল হইতেই তিনি শিবপ্রেমিক ছিলেন।

পিতার নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি সুপণ্ডিত হইলেন।

শিবপ্রেমে তাঁহার হৃদয় ভরপুর হইল। তিনি শৈবমত সুস্থাপিত করিবার জন্য নিবন্ধাদি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। "শিবতত্ত্ব-বিবেক" প্রভৃতি তাঁহার প্রথম রচনা। এই সকল গ্রন্থে তিনি যেরূপ পাণ্ডিত্যের সূচনা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সাধনার অগ্রদূত।

যখন তিনি এইরূপে শৈব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠামূলক গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত, তখন ভেদধিক্কার ও অদ্বৈতদীপিকাকার নৃসিংহাশ্রম তাঁহার নিকট উপস্থিত হন—ইতিবৃত্তবলে ইহা জানিতে পারা যায়। দীক্ষিতের ন্যায় মনীষা আসন্যে ব্যয়িত হইতেছে দেখিয়া নর্ম্মদার আশ্রম হইতে নৃসিংহ স্বামী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পিতার বিদ্যাবত্তার বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত করিলেন। নৃসিংহ স্বামীর এই প্রবর্ত্তনা তাঁহাকে শাস্ত্র-চর্চ্চায় উদ্বুদ্ধ করিল। তিনি "পরিমল", "ন্যায়রক্ষামণি", "সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিলেন। এতদ্‌বিষয়ে ইতিবৃত্ত বোধ হয় প্রামাণিক। কারণ, "পরিমলের" প্রারম্ভ-শ্লোকে দীক্ষিত লিখিয়াছেন যে, গুরুর প্রদত্ত শিক্ষা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু মহাপুরুষের উদ্দীপনায় উহা লিখিতে প্রবর্ত্তিত হইলেন—

"গুরুভিরুপদিষ্টমর্থং বিস্মৃতমপি তত্র বোধিতং প্রাজ্ঞৈঃ।
অবলম্ব্য শিবমধীতান্ যথামতি ব্যাকরোমি কল্পতরুম্॥"

দীক্ষিতের পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের বিবরণ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। তাঁহার পিতামহ বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেবের আশ্রিত ছিলেন। বিজয়নগর-রাজগণের মধ্যে কৃষ্ণদেব একজন প্রধান রাজা। বিজয়নগর রাজ্য ১৫৬৫ খৃঃঅব্দে তেলিকোটার যুদ্ধে একপ্রকার বিধ্বস্ত হইল। তখন দীক্ষিতের বয়স ১৫ বৎসর। বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হইলে এক নূতন বংশের উদ্ভব হয়। ইহারই নাম তৃতীয় বংশ। এই বংশের রাজগণ প্রায় শতাব্দীকাল রাজত্ব করেন। সুপ্রসিদ্ধ ভ্রাতৃত্রয় রামরাজা, তিরুমলইরাজা এবং

বেঙ্কটাদ্রি, বিজয়নগরে দ্বিতীয় বংশের শেষ রাজদ্বয় অচ্যুতরাজ ও সদাশিবের রাজ্যকালে যথেষ্ট শক্তিলাভ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই রাজা ছিলেন এবং অচ্যুত ও সদাশিব নামে মাত্র ভূপতি ছিলেন। রামরাজ ও তিরুমলই কৃষ্ণদেব-রাজের তিরুমলাম্বা ও বেঙ্গলানাম্নী কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন। অচ্যুত ১৫৩০ হইতে ১৫৪১—৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সদাশিব ১৫৪২ হইতে ১৫৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। রামরাজ ও বেঙ্কটাদ্রি তেলিকোটার যুদ্ধে নিহত হন। ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে একমাত্র তিরুমলই বাঁচিয়া ছিলেন। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি সদাশিবকে নামে মাত্র সম্রাট্ বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে তিনি সদাশিবকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিরুমলইর চারিপুত্র হয়। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে দ্বিতীয় পুত্র দ্বিতীয় রঙ্গ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। সর্ব্ব-কনিষ্ঠ প্রথম বেঙ্কট অথবা বেঙ্কটপতি তৎপরে রাজা হন এবং ১৬১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নগরের অধীশ্বর ছিলেন। Mr. Robert Sewell সাহেবের "A forgotten Empire" নামক গ্রন্থ হইতে বংশাবলী সঙ্কলিত হইল। তিনি তাঁহার পুরাবৃত্তান্তে (Antiquities) ভিন্নরকম বংশাবলী প্রদান করিয়াছেন। সে স্থলে তিরুমলই তিম্মকে রামরাজার পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দীক্ষিত-প্রণীত যাদবাভ্যুদয়ের ভাষ্যে রামরাজা, তিম্মরাজা এবং চিন্নতিম্মের পরম্পরা উল্লেখ আছে। * তিম্ম তেলেগু ভাষায় তিরুমলইর অন্যনাম। এই শ্লোকগুলিতে তিম্মের যেরূপ উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে

* "বংশে মহতি সুধাংশোঃ পাণ্ডুসুতপ্রবরচরিতপরিপূতে।
আসীদপারমহিমা মহীশ্বরো রামরাজ ইতি॥
উদপাদি তিম্মরাজ স্ততোঽম্বুধেরিব সুধাময়ান্ মণিরাজঃ।
হৃদয়ঙ্গমং মুরারের্যমলং চক্রে প্রভেব গোপী দেবী॥

রামরাজার পুত্র বলিয়াই মনে হয়। অন্যরূপেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, অর্থাৎ তিম্ম রামরাজার ভ্রাতাও হইতে পারেন তাহাতে Sewell সাহেবের "A forgotten Empire" এর বিবরণের সহিত মিল থাকে। চিন্নতিম্মই দ্বিতীয় রঙ্গ। তিনি তিরুমলইর পুত্র ও তৎপরবর্ত্তী রাজা। সম্ভবতঃ তিম্মের পুত্রই সাধারণভাবে চিন্নতিম্মনামে অভিহিত হইত। যাদবাভ্যুদয়ের ভাষ্য চিন্নতিম্মের অনুরোধে কৃত হয়। দীক্ষিত পরিবার বহুদিন হইতেই বিজয়নগর-রাজপরিবারের আশ্রিত। যখন তিম্ম ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে রাজা হন, তখন দীক্ষিতের বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। তখনই তাঁহার বিদ্যার প্রভায় দশদিক্ আলোকিত হইতেছিল। যখন চিন্নতিম্ম পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন দীক্ষিতের বয়স ২৫ বৎসর এবং যখন বেঙ্কটপতি রাজা হন, তখন দীক্ষিতের বয়স ৩৬ বৎসর। বেঙ্কটপতির মৃত্যুকালে দীক্ষিত ৬৪ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। ১৬১১ খৃঃঅব্দে বেঙ্কটপতির মৃত্যু হয়। দীক্ষিত বিজয়নগর রাজ্যের পর পর তিন জন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তৎপ্রণীত "কুবলয়ানন্দে"র শেষে তিনি বলিতেছেন—

"অমুং কুবলয়ানন্দমকরোদপ্পয়দীক্ষিতঃ।
নিয়োগাদ্ বেঙ্কটপতেঃ নিরুপাধিকৃপানিধেঃ॥"

এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় "কুবলয়ানন্দ" বেঙ্কটপতির রাজ্যকালে বিরচিত হয়। "শিবার্কমণিদীপিকা"য় দীক্ষিত চিন্নবোম্মকে আপনার আশ্রয়দাতা রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। চিন্নবোম্মের

রাজর্ষিরেষ সুচিরং ধুরিস্থিতঃ সত্যসন্ধানাম্।
আরাধ্য বেঙ্কটেশ্বরমলভত লোকোত্তরান্ পুত্রান্॥
তেষু মহিতেষু জয়তি ত্রিদিবাধীশেষু পদ্মবন্ধুরিব।
শ্রীচিন্নতিম্মরাজঃ প্রতাপনীরাজিতক্ষমাবলয়ঃ॥"
(যাদবাভ্যুদয়—ভাষ্য-প্রারম্ভে—৫ শ্লোক)

অনুরোধে গ্রন্থ রচিত হয়। * এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে চিন্নবোম্মের গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোনও হস্ত-লিখিত পুস্তকে এই শ্লোকটী পাওয়া যায় না ✽ তবে তৎপরবর্ত্তী শ্লোকটী সকল পুঁথিতেই পাওয়া যায়। ╪ সমরপুঙ্গব দীক্ষিত গঙ্গাধর বাজপেয়ীজির পিতামহ। তিনি "কুবলয়ানন্দে"র রসিক-রঞ্জিনী নামক টীকা রচনা করেন। রসিক-রঞ্জিনীতে সমরপুঙ্গব মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ভ্রাতা বেদান্তে দীক্ষিতের শিষ্য ছিলেন। তিনি "যাত্রা-প্রবন্ধে" লিখিয়াছেন—চিন্নবোম্ম তাঁহার স্বর্ণাভিষেকে দীক্ষিতকে স্বর্ণদ্বারা আবৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

> "হেমাভিষেকসময়ে পরিতোনিষণ্ণ-
> সৌবর্ণসংহতিমিষাচ্চিন্নবোম্ম ভূপঃ।
> অপ্পয়দীক্ষিতমণেরনবদ্যবিদ্যা-
> কল্পদ্রুমস্য কুরুতে কনকালবালম্॥"

সম্ভবতঃ এই চিন্নবোম্মই চিন্নতিম্ম। বিজয়নগর রাজ অচ্যুতরাজদেবের সময় গণ্টুরের (Guntur) নিকট শ্রীমান্ মল্লয্য চিন্নবোম্ম একখানি শিলালিপি খোদিত করেন। এই চিন্নবোম্মই বোধ হয় বিজয়নগরের সামন্তরাজ ছিলেন। যদিও নামের সাম্য আছে, কিন্তু কালের সাম্য নাই। কারণ, অচ্যুতরাজ দীক্ষিতের পূর্ব্ববর্ত্তী।

---

* "ভাষ্যমেতদনঘং বিবুধিতি স্বপ্রজাগরণয়োঃ সমং প্রভুঃ।
চিন্নবোম্মনৃপরূপভৃৎস্বয়ং মাং ন্যযুঙ্ক্ত মহিলার্ধবিগ্রহঃ॥"
(শিবার্কমণি-দীপিকা—১ পৃঃ)

✽ "শ্রীচিন্নবোম্মনৃপতিঃ শ্রিতপারিজাতঃ সর্বাত্মনা পশুপতিং শরণং প্রপন্নঃ।
যঃ সার্বভৌমপদবীমধিগম্য ধীরস্তৎপূজয়ৈব মনুতে সফলত্বমস্যাঃ॥"
(শিবার্কমণি-দীপিকা ১—২)

╪ "অস্য ক্ষিতীশিতুরপারগুণাম্বুরাশেরষ্টাসু দিক্ষু বিততোর্জ্জিতশাসনস্য।
আজ্ঞাং সদৈব বহতা বিভুনা নিযুক্তো ভাষ্যং যথামতিবলং বিশদীকরোমি॥"

সুতরাং দীক্ষিতের আশ্রয়দাতা চিন্নবোম্ম ও অচ্যুতরাজের সমকালিক চিন্নবোম্ম পৃথক্ ব্যক্তি। অতএব চিন্নবোম্ম ও চিন্নতিম্মকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। চিন্নতিম্ম বা দ্বিতীয় রঙ্গের সময়ে (১৫৭৪—১৫৮৫ খৃঃঅব্দে) শিবার্কমণি-দীপিকা-বিরচিত হয়।

দীক্ষিত যে বিজয়নগর রাজবংশের সম্মানার্হ ব্যক্তি ছিলেন, তদ্‌বিষয়ে সংশয় নাই। রাজগণের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার অর্থের অভাব হয় নাই। তাই তিনি নানারূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি অতিশয় দয়ালু ছিলেন। যজ্ঞার্থ পশু হত্যাকালেও তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইত। তৎকৃত সমস্ত গ্রন্থেই তাঁহার সহানুভূতিসূচক চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজিদীক্ষিত অপ্পয়দীক্ষিতকে গুরুরূপে বরণ করেন। উভয়ে কিছুকাল বারাণসীতে বাস করিয়াছিলেন। দীক্ষিতের গুণ-মুগ্ধ ভট্টোজি তাঁহার চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মসূত্র ও অপ্পয়দীক্ষিত-বিরচিত অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ভট্টোজি তৎপ্রণীত "তত্ত্বকৌস্তুভে" অপ্পয়দীক্ষিতপ্রণীত মধ্বতন্ত্রমুখমর্দ্দন" নামক গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভট্টোজি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। * অপ্পয়দীক্ষিতের হৃদয়ের উদারতা দেখিয়াই বোধ হয় ভট্টোজি বিষ্ণুভক্ত হইলেও শিবভক্তকে গুরুরূপে বরণ করেন। আমাদের মনে হয় উভয়েই শাস্ত্রজ্ঞ।

---

* ভট্টোজিপ্রণীত "শব্দকৌস্তুভে"র প্রারম্ভ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়—

"সমর্প্য লক্ষ্মীরমণে ভক্ত্যা শ্রীশব্দকৌস্তুভম্
ভট্টোজি ভট্টোজভবঃ সাফল্যং লব্ধুমীহতে ॥"

এতদ্‌ভিন্ন সিদ্ধান্তকৌমুদীতে যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতেও প্রতীয়মান হয় যে ভট্টোজি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। "ত্বা" ও "মা" প্রভৃতির ব্যবহার প্রসঙ্গে নিম্নস্থ শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন—

"শ্রীশস্ত্বাবতু মাপীহ দত্তাত্তে মেঽপি শর্ম সঃ।
স্বামী তে মেঽপি সহরিঃ পাতু বামপি নৌ বিভুঃ ॥"

তাঁহাদের পক্ষে শিব আর বিষ্ণুর অভিন্নতা জ্ঞান থাকাই সম্ভবপর। সুতরাং শিবভক্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ সবিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দীক্ষিতের সহিত ভট্টোজির সম্বন্ধ অতি প্রীতিপ্রদ হইলেও পরিণামে দুঃখের কারণ হইল। দীক্ষিতের যশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল বটে, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের সহিত তাঁহার বিরোধের সূত্রপাত হইল। ভট্টোজি "প্রক্রিয়া-প্রকাশকার" কৃষ্ণদীক্ষিতের নিকট ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের ব্যাকরণ-শিক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণদীক্ষিতের পুত্র বীরেশ্বর দীক্ষিত। ভট্টোজি "প্রৌঢ়মনোরমা" নামক স্বীয় গ্রন্থে গুরুর মতবাদ খণ্ডন করেন। ইহাতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অসন্তুষ্ট হন এবং ভট্টোজিও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর জাতক্রোধ হন।

জগন্নাথ মোগল-সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়পাত্র ছিলেন। "ভামিনী-বিলাসে" তৎপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা—

"দিল্লী-বল্লভ-পাণি-পল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ।

জগন্নাথ "আসফখান-বিলাস" নামক নবাব আসফখানের জীবনী রচনা করেন। তাহার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে, সম্রাট্ শাহজাহান তাঁহাকে "পণ্ডিতরাজ" উপাধি প্রদান করেন। *

* আসফখান বিলাসের প্রারম্ভে জগন্নাথ লিখিয়াছেন—

"অথ সকললোকবিস্তার-বিস্তারিত-মহোপকার-পরম্পরাধীনমানসেন প্রতি-দিনমুত্তদনবদ্য গদ্যপদ্যনেকবিদ্যাবিদ্যোতিতান্তঃকরণৈঃ কবিভিরুপাস্যমানেন কৃতযুগীকৃত-কলিকালেন কুমতি-তৃণজাল-সমাচ্ছাদিত-বেদ-বনমার্গ-বিলোকনায় সমুদ্দীপিত-সুতর্কদহনজ্বালাজালেন মূর্ত্তিমতেব নব্বাবাসফখানমনসঃ প্রসাদেন দ্বিজ-কুলসেবা হে বা কি বাঙ্মনঃকায়েন মাথুরকুলসমুদ্রেন্দুনারায়মুকুন্দেনাদিষ্টেন সার্ব্বভৌম শ্রীশাহজাহাং প্রসাদাদধিগতপণ্ডিতরাজপদবীবিরাজিতেন ত্রৈলঙ্গ-কুলাবতংসেন পণ্ডিত-জগন্নাথেনাসফখানবিলাসাখ্যেয়মাখ্যায়িকা নিরমীয়ত। সমমহগ্রহেণ সহৃদয়ানামহ্নদিনমুল্লসিতা ভবতাদিত্যাদি।"

ইতিবৃত্তে জানিতে পারা যায়, ভট্টোজির সহিত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের বিচার সময়ে দীক্ষিত ভট্টোজির মত-সমর্থন করেন। ইহাতে পণ্ডিতরাজ ভট্টোজিও দীক্ষিতের জাতশত্রু হন। এস্থলে একটী বিষয় অনুধাবন করা কর্ত্তব্য যে—এই ইতিবৃত্তের কোন মূল আছে কিনা? পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ লিখিয়াছেন—"দিল্লীবল্লভপাণি পল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ।" এস্থলে দিল্লী-বল্লভ কে? আসফ্‌খান-বিলাসের বাক্যানুসারে শাহজাহানই দিল্লী-বল্লভ বলিয়া প্রতীত হন। শাহজাহান ১৬২৮ খৃঃঅব্দের ২৬শে জানুয়ারী সিংহাসনে আরোহণ করেন। দীক্ষিতের ৭২ বৎসরে মৃত্যু হয়। তাঁহার জন্মকাল ১৫৫০ খৃঃঅব্দ। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুকালও ১৬২২ খৃঃঅব্দ হইবে। শাহজাহানের সিংহাসন অধিরোহণের অন্ততঃ ৬ বৎসর পূর্ব্বে দীক্ষিতের দেহান্ত হয়। জগন্নাথের যৌবনকালেই তিনি শাহজাহানের প্রিয়পাত্র হন। তাহা হইলে জগন্নাথের পঠদ্দশায় ভট্টোজির সহিত বিচার-যুদ্ধ হয়। অন্যথায় কালসামা থাকে না। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ যখন শাহজাহানের রাজসভার কবি ছিলেন, তখন দীক্ষিতের দেহান্ত হইয়াছে; সুতরাং ভট্টোজির সহিত জগন্নাথের বিচার হইলে দীক্ষিত ভট্টোজির পক্ষাবলম্বন করিতে পারেন না। অতএব জগন্নাথের ছাত্রজীবনে বিচার হওয়াই সম্ভব। বিচার-প্রসঙ্গে ভট্টোজি জগন্নাথকে "ম্লেচ্ছ" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাতে পণ্ডিতরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি ম্লেচ্ছরূপে ভট্টোজি-কৃত "মনোরমা"র সতীত্ব নষ্ট করিবেন। এই বিবরণদৃষ্টে মনে হয় পণ্ডিতরাজ ভট্টোজির সহিত বিচারকালেই মুসলমান সম্রাটের আশ্রিত ছিলেন। হইতে পারে জাহাঙ্গীরের সময়ও জগন্নাথ মোগল-রাজসভার কবি ছিলেন এবং ইহার সম্ভাবনাই অধিকতর। অবশ্য দৃঢ়তার সহিত এবিষয়ে কিছুই বলা যায় না। প্রতিশোধ রূপে পণ্ডিতরাজ অথবা তাঁহার কোনও ছাত্র ভট্টোজিকৃত সিদ্ধান্তকৌমুদীর ব্যাখ্যা "মনোরমা"র খণ্ডনের জন্য

“মনোরমাকুচমর্দ্দন” নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। নাগেশ ভট্টও তাঁহার কাব্যপ্রকাশের ভাষ্য-প্রারম্ভে ভট্টোজিকৃত অপমানের ও জগন্নাথের প্রতিশোধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তখন অপ্পয়্যদীক্ষিত বর্ত্তমান ছিলেন—এরূপ উল্লেখও আছে। যথা—

“দৃপ্যদ্দ্রাবিড় দুষ্টদুর্গ্রহবশান্ শ্লিষ্টং গুরুদ্রোহিণা।
যন্ ম্লেচ্ছেতি বচোঽবিচিন্ত্যসদসি প্রৌঢ়েঽপি ভট্টোজিনা॥
তৎসত্যাপিতমেব ধৈর্য্যনিধিনা যৎ স বা মৃদ্গাৎকুচং।
নির্ব্বধ্যাস্য মনোরমামবশয়ন্নপ্যয়্যমুখ্যান্ স্থিতান্॥”

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও স্বকৃত “শব্দকৌস্তুভশাণোত্তেজনে” লিখিয়াছেন—

“অপ্পয্যদুর্গ্রহবিচেতিতচেতনানাং
আর্যাদ্রবিড়সঙ্গং শমায়হবলেপান্॥”

জগন্নাথ “শশিসেনা” নামক গ্রন্থেও লিখিয়াছেন—

অপ্পয্যদীক্ষিতদাবানলদগ্ধশেষং।
সাহিত্যমঙ্কুরয়তে সরসৈর্নিবন্ধৈঃ॥”

অপ্পয়্যদীক্ষিতের ন্যায় মনীষীর প্রতি এরূপ তিরস্কার জগন্নাথের পক্ষে শোভন হয় নাই। দার্শনিক ক্ষেত্রে দীক্ষিত যেরূপ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুসমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

জগন্নাথ দীক্ষিতের “চিত্রমীমাংসা”র ‡ খণ্ডনার্থ “চিত্রমীমাংসা-খণ্ডন” নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার প্রারম্ভে জগন্নাথ গর্ব্বপূর্ণ-ভাবে তাঁহাকে বিচারযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন —

“সূক্ষ্মং বিভাব্যময়কা সমুদীরিতানা-
মপ্যয্যদীক্ষিতকৃতাবিহ দূষণানাম্।
নির্ম্মৎসরো যদি সমুদ্ধরণং বিদধ্যাৎ
তস্যাহমুজ্জ্বলমতেশ্চরণৌ বহামি॥”

‡ চিত্রমীমাংসা অলঙ্কার শাস্ত্রের গ্রন্থ।

জগন্নাথ "রসগঙ্গাধরীয়" নামক স্বীয় গ্রন্থেও অতি জঘন্যভাবে দীক্ষিতের উল্লেখ করিয়া তাঁহার মত নিরসনে চেষ্টিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ অলঙ্কার-শাস্ত্রে দীক্ষিত হইতে জগন্নাথ প্রবীণ ছিলেন। কিন্তু দার্শনিক প্রভৃতি গ্রন্থে দীক্ষিতের স্থান জগন্নাথ হইতে অতি উচ্চে। দীক্ষিত ১০৪ খানি প্রবন্ধ রচনা করেন। সকল গ্রন্থ বাদ দিয়া কেবল শিবার্কমণিদীপিকা, পরিমল, সিদ্ধান্তলেশ ও ন্যায়রক্ষামণি প্রভৃতি গ্রন্থের বিচার করিলেও দীক্ষিতের স্থান ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে অতি উচ্চে। কেবল ভারতীয় সাহিত্য কেন, বিশ্বসাহিত্যেই অপ্পয়দীক্ষিতের স্থান অতি উচ্চে। দার্শনিক ক্ষেত্রে দীক্ষিত অপরাজেয়। "পরিমলে"র ন্যায় একখানি গ্রন্থই দীক্ষিতকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে অলঙ্কার শাস্ত্রে জগন্নাথ তাঁহার মত খণ্ডন করিবেন। কুবলয়ানন্দ ও চিত্রমীমাংসার মতখণ্ডন আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে। হয়ত অবসরকালে দীক্ষিত ঐ সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাই ততটা দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নিরত দীক্ষিত যে অবসর পাইতেন তাহাতে দার্শনিক গ্রন্থাদিই রচিত হইত। দীক্ষিত কেবল অদ্বৈত শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত নহেন, পরন্তু তিনি রামানুজ, শ্রীকণ্ঠ ও মধ্বমত প্রভৃতিতেও দক্ষ ছিলেন। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার বিদ্যারণ্যের ন্যায় দীক্ষিতের দার্শনিক প্রতিভা ছিল তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বমীমাংসক খণ্ডদেব মীমাংসার ক্ষেত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি মীমাংসার ক্ষেত্রে দীক্ষিতের মত খণ্ডন করিলেও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ-আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি দীক্ষিতকে "মীমাংসকমূর্দ্ধন্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কিছুকাল কাশীধামে বাস করিয়া দীক্ষিত দক্ষিণ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত সমাগত দেখিয়া চিদম্বরমে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। চিদম্বরমে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

শেষ অবস্থায় যে সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হয়, তাহা শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

"চিদম্বরমিদং পুরং প্রথিতমেব পুণ্যস্থলং
সুতাশ্চ বিনয়োজ্জ্বলাঃ সুকৃতয়শ্চ কাশ্চিৎ কৃতাঃ।
বয়াংসি মম সপ্ততেরুপরি নৈব ভোগে স্পৃহা
ন কিঞ্চিদহমর্থয়ে শিবপদং দিদৃক্ষে পরম্।
আভাতি হাটকসভানটপাদপদ্ম-
জ্যোতির্ময়ো মনসি মে তরুণারুণোঽয়ম্॥

এই বলিতে বলিতে এবং মহাদেবকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। তাঁহার জীবনব্যাপিনী সাধনার ফল ফলিল। মৃত্যুকালে দীক্ষিতের বয়স প্রায় ৭২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ১১টী পুত্র রাখিয়া যান। ভ্রাতার পৌত্র নীলকণ্ঠদীক্ষিত তাঁহার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন। পুত্রগণ হইতেও তাঁহাকে বেশী আশীর্ব্বাদ করিলেন। দীক্ষিতের অসমাপ্ত শ্লোক তাঁহার পুত্রগণ সম্পূর্ণ করিলেন—

"নূনং জরামরণঘোরপিশাচকীর্ণা
সংসার-মোহ-রজনী বিরতিং প্রযাতা॥"

অপ্পয়দীক্ষিতের মতবাদ

দীক্ষিত দার্শনিক মতে অদ্বৈতবাদী বা নির্গুণ ব্রহ্মবাদী ছিলেন। অদ্বৈতবাদে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়। দীক্ষিত সর্ব্বত্রই নির্গুণ ব্রহ্মবাদের প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাহাই যে উপনিষদের তাৎপর্য্য তাহাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। "শিবতত্ত্ব-বিবেকে" নির্গুণ ব্রহ্মবাদের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। "শিখরিণীমালা"য় সগুণ ব্রহ্মরূপে শিবের স্তব করিয়াছেন। "শিবার্কমণিদীপিকা"র (শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের ভাষ্য-ব্যাখ্যা) প্রারম্ভে

বলিয়াছেন—উপনিষদ্, আগম, পুরাণ, স্মৃতি, ইতিহাস সকলেরই তাৎপর্য্য অদ্বৈতে। পণ্ডিতের নিকট ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্যও অদ্বৈতপর। যদিও শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদী, তথাপিও কেবল শিবের অনুগ্রহেই অদ্বৈতে নিষ্ঠা জন্মে। * এজন্য তাঁহাকে বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদী বলা যায়।

তিনি শ্রীকণ্ঠের ভাষ্য-ব্যাখ্যা করেন। স্বয়ং অদ্বৈতবাদী হইয়াও বিশিষ্টাদ্বৈতের সিদ্ধান্ত অতি অপূর্ব্বরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। এরূপ উদারতা দীক্ষিতেই সম্ভব। ইহাই তাঁহার সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্রতার নিদর্শন। দীক্ষিত শৈব হইলেও বিষ্ণুর প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। তৎকৃত বরদরাজ-স্তবে এবং শ্রীকৃষ্ণধ্যান-পদ্ধতিতে তাঁহার সরল ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তি প্রকট। পরিমল ও ন্যায়রক্ষামণির প্রারম্ভেও বিষ্ণুকে স্তব করিয়াছেন। যথা—

"উদ্‌ঘাট্য যোগকলয়া হৃদয়াজকোশং
ধন্যৈশ্চিরাদপি যথারুচি গৃহ্যমাণঃ।
যঃ প্রস্ফুরত্যবিরতং পরিপূর্ণরূপঃ
শ্রেয়ঃ স মে দিশতু শাশ্বতিকং মুকুন্দঃ॥"

এই শ্লোকটী কুবলয়ানন্দের প্রারম্ভেও আছে। তৎকৃত শৈবগ্রন্থাদির প্রারম্ভে যেরূপ শিবভক্তি প্রকট, এ স্থলেও সেইরূপ বিষ্ণুভক্তি প্রকট দেখা যায়। শৈব গ্রন্থের প্রারম্ভে এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

---

* "যদ্যপ্যদ্বৈত এব শ্রুতিশিখরগিরামাগমানাং চ নিষ্ঠা
সাকং সর্বৈঃ পুরাণ-স্মৃতিনিকর-মহাভারতাদিপ্রবন্ধৈঃ।
তত্রৈব ব্রহ্মসূত্রাণ্যপি চ বিমৃশতাং ভান্তিবিশ্রান্তিমন্তি
প্রত্নৈরাচার্য্যরত্নৈরপি পরিজগৃহে শঙ্করাদ্যৈস্তদেব।
তথাপ্যনুগ্রহাদেব তরুণেন্দুশিখামণেঃ
অদ্বৈতবাসনা পুংসামাবির্ভবতি নান্যথা॥"
(শিবার্কমণি-দীপিকা)

"যস্তাহুরাগমবিদঃ পরিপূর্ণশক্তে
বংশে কিয়ত্যপি নিবিষ্টমমুংপ্রপঞ্চম্।
তস্মৈ তমালরুচিভাস্বরকণ্ঠরায়
নারায়ণীসহচরায় নমঃ শিবায়॥"

দীক্ষিত বিষ্ণু ও শিবকে অভিন্ন বলিয়াই জানিতেন, ইহা তাহারই প্রমাণ। সাম্প্রদায়িকতা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। তিনি অদ্বৈতবাদী। তাঁহার পক্ষে শিব-বিষ্ণু ভেদরূপ কুসংস্কার থাকিতে পারে না। "মধ্ব-তন্ত্র-মুখমর্দ্দনে"র প্রথম শ্লোকেও বলিয়াছেন যে শিব বা বিষ্ণু যাঁহাকেই হউক যে ব্যক্তি সগুণ ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে, তাহার সহিত কোনও বিরোধ নাই এবং বিষ্ণুভক্তের সহিতও তাহার কোনও বিরোধ নাই। যাদবাভ্যুদয়ের ভাষ্যেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন। যথা—

"অব্যাদাপূরয়দ্বংশমব্যাজমধুরস্মিতম্।
গোকুলাম্বুচরং ধাম গোপিকানেত্রমোহনম্॥"

দীক্ষিত প্রধান চারি মতে ব্রহ্মসূত্রের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজের মতানুসারে "নয়ময়ূখ-মালিকা" নামক নিবন্ধে ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মধ্বমত, "ন্যায়মুক্তাবলী" ও তাহার স্বকৃত ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠের মত, "রত্নত্রয় পরীক্ষা"ও তাহার ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। শিবার্ক-মণিদীপিকায় শ্রীকণ্ঠের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ তৎতৎ মতাবলম্বিগণ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। দার্শনিক মতে দীক্ষিত শঙ্করের অনুবর্ত্তী। ধর্ম্মে তিনি সগুণব্রহ্মোপাসক। বোধহয় গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন বলিয়াই তিনি নির্গুণ উপাসনায় চিত্তার্পণ করেন নাই। বিষ্ণুর প্রতি তাঁহার ভক্তি প্রগাঢ়, তবে শিবের প্রতি অনুরাগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে।"

দীক্ষিত পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বেদান্তের ব্যাখ্যানুসারে মীমাংসার ন্যায়সূত্রগুলির বিচার বাস্তবিকই

বিস্ময়াবহ। মীমাংসাশাস্ত্রের বিচারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলে; সমস্ত বেদান্তগ্রন্থেই তিনি মীমাংসার বিচার করিয়াছেন। বোধ; তৎকৃত বেদন্তগ্রন্থগুলি পড়িলেই মীমাংসাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ ক যাইতে পারে। কল্পতরুকার অমলানন্দ কল্পতরুতে মীমাংসাদর্শনে ন্যায়গুলি উদ্ধার করিয়া বিচার করিয়াছেন, এবং পার্থসারথি মিশ্রে মত খণ্ডন করিয়াছেন। "কল্পতরু"র ব্যাখ্যাকল্পে দীক্ষিত পরিমা আরও সুবিস্তৃত বিচারের উদ্ভাবন করিয়াছেন। দীক্ষিত কৃ "বিধিরসায়ন" প্রভৃতি মীমাংসাগ্রন্থেও মীমাংসার মত প্রপঞ্চি হইয়াছে।

দীক্ষিত "শিবার্কমণি-দীপিকায়" মীমাংসা, ন্যায়, ব্যাকরণ অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন শাঙ্করমতে বাচস্পতি, রামানুজমতে সুদর্শন এবং মধ্বমতে জয়তী যাহা সম্পাদন করিয়াছেন, শ্রীকণ্ঠের মতে দীক্ষিত "শিবার্কমণি দীপিকা"য় তাহাই সম্পাদন করিয়াছেন। স্থলবিশেষে দীক্ষিতে মণিদীপিকায় বেশ মৌলিকতা আছে। এই নিবন্ধকে টীকা ন বলিয়া মৌলিক গ্রন্থ বলাই সঙ্গত। তিনি নিজে অদ্বৈতবাদী হইয়াও যেরূপ অসাধারণযুক্তি বলে দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহ বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। বোধহয় মহান্ চিন্তাশীলও ইহাতে বিস্মি হইবেন।

দীক্ষিত "শিবার্কমণি-দীপিকায়" যেমন বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, পরিমলে সেইরূপ দৃঢ়তার সহিত অদ্বৈতবাদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র যেমন ষড়্দর্শনের টীকাকার এবং সকল দর্শনশাস্ত্র ব্যাখ্যাকল্পেই অসাধরণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যখন যে মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন তদনুকূল যুক্তি অবতারণায় অসামান্য বিচার-বুদ্ধি ও মনীষা প্রকাশ করিয়াছেন সেইরূপ অপ্পয়দীক্ষিতও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

"সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে" অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের যে সকল

স্থানে মতভেদ আছে, তাহা অতি সুচারুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের একজীব-বাদ, নানাজীব-বাদ, বিম্ব-প্রতিবিম্ব-বাদ ও অবচ্ছিন্ন-বাদ এবং সাক্ষিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তিনি অতি স্পষ্টরূপে আচার্য্যগণের মত অনুবাদ করিয়া বিচার করিয়াছেন। যখন সকল আচার্য্যই অদ্বৈতবাদী তখন মতভেদ কেন? দীক্ষিত তদুত্তরে অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—সকল আচার্য্যই আত্মৈকত্ব ও জগতের মায়াময়ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। মায়াময় অবাস্তব জগতের সম্বন্ধে স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে ব্যাখ্যা দেওয়া আচার্য্যগণের মৌলিক নিদর্শন। মিথ্যার নানারূপ ব্যাখ্যা দেওয়া দোষই বা কি? এ সম্বন্ধে দীক্ষিত বলিতেছেন—"প্রাচীনৈর্ব্যবহারসিদ্ধিবিষয়েষ্বাত্মৈক্যসিদ্ধৌ পরং সংনহ্যদ্ভিরনাদরাৎ সরণয়ো নানাবিধা দর্শিতাঃ।" অর্থাৎ প্রাচীন আচার্য্যগণ আত্মার একত্বসিদ্ধ বিষয়েই নির্ভর করিয়াছেন। আত্মার একত্ব প্রতিপাদনের জন্য বিশেষ যত্নও করিয়াছেন। কি কারণে ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তাহাদের আদর বা আস্থা ছিল না। তবে অল্পবুদ্ধিদের প্রবোধের জন্য ব্যবহারসিদ্ধি বিষয়ে নানাবিধ পন্থা বা রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সিদ্ধান্তলেশেও ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় চারিটী অধ্যায় আছে। প্রথমে—সমন্বয়, দ্বিতীয়ে—অবিরোধ, তৃতীয়ে—সাধন ও চতুর্থে—ফল নিরূপিত হইয়াছে। সিদ্ধান্তলেশে একটী বস্তুর অভাব আছে, সেইটী ঐতিহাসিকতা। যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ রচিত হইত, তাহা হইলে এই গ্রন্থের মূল্য আরও অধিক হইত। এই গ্রন্থখানি শাঙ্করমতের অভিধান স্বরূপ, কিন্তু ইতিহাস নহে। এমন অনেক গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নাম করিয়াছেন, যাহার বিবরণ এখন পাওয়া যায় না। আর একটী অভাবও পরিস্ফুট। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যেমন বিদ্যারণ্য নিরপেক্ষভাবে সকল মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, কোনওরূপ সমালোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করেন নাই, সিদ্ধান্তলেশেও

সেই অভাব আছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দীক্ষিত কো মতের অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। তা এ ক্ষেত্রে বক্তব্য অবশ্যই আছে। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সকলে শ্রীশঙ্করের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন। উপনিষদের বাক্যের ন্যা ভাষ্যের বাক্যও গম্ভীর। শাঙ্করমত ব্যাখ্যাচ্ছলে এইরূপ অবস্থা মতভেদ স্বাভাবিক। সকল আচার্য্যই শ্রুতি-যুক্তিবলে স্বসিদ্ধা স্থাপন করিয়াছেন। প্রধান বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। এরূ অবস্থায় স্বসিদ্ধান্ত নিরূপণ না করিয়া পাঠকবর্গের বিচারাধী রাখাই কর্ত্তব্য।

একজীব-বাদ ও নানাজীব-বাদের বিষয়ে দীক্ষিত একজীব-বাদী। বিম্বপ্রতিবিম্ব-বাদ ও অবচ্ছিন্ন-বাদে তিনি বিম্বপ্রতিবিম্ব-বাদী।

ন্যায়রক্ষামণি ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থে অতি সরলভাষায় সুবিস্তৃতভাবে ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত উভয়পক্ষেই অনেক মৌলিক যুক্তির অবতারণা আছে। আনন্দময়াধিকরণে (১।১।১২—১৯ সূত্র) তাঁহার যুক্তিগুলি বাস্তবিক চমৎকার। সূত্রগুলির ভাষা বৃত্তিকারের ব্যাখ্যার অনুকূল। শঙ্কর প্রথমে বৃত্তিকারের মত প্রদান করিয়া শ্রুতিবাক্যবলে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সূত্রের ভাষার তাৎপর্য্য তাঁহার ব্যাখ্যার অনুরূপ কি না তদ্বিষয়ে দৃঢ়তরভাবে কিছুই বলেন নাই। তিনি ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অপরাণ্যপি সূত্রাণি যথাসম্ভবং পুচ্ছবাক্য-নির্দ্দিষ্টস্যৈব ব্রহ্মণ উপপাদকানি দ্রষ্টব্যানি।" এ স্থানে দীক্ষিত সবিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সূত্রের ভাষাও শঙ্করের ব্যাখ্যানুকূল। ন্যায়রক্ষামণিতে প্রথমে আনন্দময়ব্রহ্মবাদ পূর্ব্বপক্ষরূপে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মপুচ্ছ-বাদ সিদ্ধান্তরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। দীক্ষিত বলিয়াছেন—"যত্তু আনন্দময় ব্রহ্মবাদে সূত্রস্বারস্যমুক্তং তদপি ন যুক্তম্। পুচ্ছব্রহ্মবাদ এব সূত্রাণাং স্বারস্য সমর্থিতত্বাৎ।" (ন্যায়রক্ষামণি)। আচার্য্য রামানুজ শঙ্করো

পুচ্ছব্রহ্মবাদ আক্রমণ করেন। শ্রীভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন, সূত্রের ভাষা-তাৎপর্য্য আনন্দময় ব্রহ্মপর। দীক্ষিত এ স্থলে রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির মত নিরস্ত করিয়া শাঙ্করসিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন।

পরিমলে দীক্ষিত অতিমানুষ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভাষাবিন্যাসের চাতুর্য্যে, যুক্তির কৌশলে, বিষয়ের যথাযথ সংস্থাপনে দীক্ষিত সিদ্ধহস্ত।

অপ্পয়দীক্ষিতের গ্রন্থের বিবরণ

দীক্ষিত ১০৪ খানি প্রবন্ধ রচনা করেন এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে। অনেক গ্রন্থ তৎকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কোন কোন গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় না। কোন গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত আছে। বাস্তবিক দীক্ষিতের সম্পূর্ণ গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, কারণ এরূপ মনীষীর গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকা জাতীয় কলঙ্ক। দীক্ষিত নিজেই স্বকৃত গ্রন্থাবলীর পরিচয় নিম্নস্থ শ্লোকে প্রদান করিয়াছেন :—

"শ্রীবীরবেঙ্কটপতি-ক্ষৌণিপালস্য সাহৃতঃ।
কৃতঃ কুবলয়ানন্দশ্চিত্রমীমাংসয়া সহ॥
অভিধালক্ষণাবৃত্তির্বিবৃত্তিবৃত্তিবার্ত্তিকম্।
যাদবাভ্যুদয়াখ্যায়া ব্যাখ্যানং চ কৃতং কৃতেঃ॥
নামসংগ্রহমালা চ ব্যাখ্যা তস্যাশ্চ বিস্তৃতা।
কাঞ্চীবরদরাজস্য দিব্যবিগ্রহবর্ণনম্॥
ব্যাখ্যা তস্য চ সংক্লৃপ্তা নাতিসংক্ষেপবিস্তরা।
সর্ব্বপাপপ্রশমনী শ্রীকৃষ্ণধ্যান-পদ্ধতিঃ॥
সর্ব্বদুর্গতি-তরণী দুর্গাচন্দ্রকলাস্তুতিঃ।
আদিত্যস্তোত্ররত্নং চ তদ্ব্যাখ্যানং চ বিস্তৃতম্॥
নানাপত্যাত্মকচতুর্ম্মতসারার্থসংগ্রহঃ।
ন্যায়মুক্তাবলী তদ্বন্মধ্বাচার্য্যমতানুগা॥

ময়ূখমালিকা হৃষ্টা লক্ষ্মণাচার্য্যবর্ম্মনা।
শ্রীকণ্ঠাচার্য্যপদ্ধত্যা নির্ম্মিতা মণিমালিকা ॥
শঙ্করাচার্য্যদৃষ্ট্যা চ প্রক্লৃপ্তা নয়মঞ্জরী।
ন্যায়মুক্তাবলী-ব্যাখ্যা নাতিবিস্তর-সংগ্রহা ॥
অদ্বৈতশাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহনামকঃ।
ন্যায়রক্ষামণিঃ সর্ব্বসূত্রতাৎপর্য্যবর্ণকঃ ॥
তথা পরিমলঃ কল্পতরুগূঢ়ার্থবর্ণকঃ।
শ্রীকণ্ঠভাষ্যব্যাখ্যা চ শিবার্কমণিদীপিকা ॥
শ্রীশিবানন্দলহরী শিবাদ্বৈতবিনির্ণয়ঃ।
রত্নত্রয়পরীক্ষা চ পঞ্চরত্নস্তবস্তথা ॥
তথা শিখরিণীমালা ব্রহ্মতর্কস্তবাদয়ঃ।
শিবতত্ত্ববিবেকশ্চ শিবকর্ণামৃতং তথা ॥
শিবার্চ্চনপ্রকাশার্থচন্দ্রিকা বালচন্দ্রিকা।
মীমাংসায়াশ্চিত্রপুটস্তথা বিধিরসায়নম্ ॥
মীমাংসান্যায়নিগূঢ় উপক্রমপরাক্রমঃ।
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রবন্ধাঃ প্রাগ্বিনির্ম্মিতাঃ ॥

রামায়ণ-তাৎপর্য্য-সংগ্রহ, মহাভারত-তাৎপর্য্য-সংগ্রহ প্রভৃতি আরও অনেক প্রবন্ধ দীক্ষিত কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে।

অলঙ্কার শাস্ত্র

১। কুবলয়ানন্দ—ইহা "চন্দ্রালোক" নামক অলঙ্কার গ্রন্থের বিপুল ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থ বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কুবলয়ানন্দের কোন কোনও মত পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে। কুবলয়ানন্দ বেঙ্কটপতির রাজ্যকালে রচিত হয়। সুতরাং ইহা ১৫৮৫—১৬১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছে।

২। চিত্র-মীমাংসা—এই গ্রন্থে অর্থচিত্র বিচার করা হইয়াছে। সবিস্তর উৎপ্রেক্ষা প্রকরণ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

দীক্ষিত নিজেই গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন—"অপ্যর্ধচিত্রমীমাংসা ন মুদে কস্য মাংসলা। অনূরুরিব তীক্ষ্ণাংশোরর্ধেন্দুরিব ধূর্জটেঃ।" এই গ্রন্থের মত খণ্ডন জন্য পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ "চিত্রমীমাংসাখণ্ডন" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। "চিত্রমীমাংসাখণ্ডন" সহ "চিত্রমীমাংসা" বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। বৃত্তি-বার্তিকম্—এই গ্রন্থে অভিধা ও লক্ষণা এই দুই বৃত্তি বিচারিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পূর্ণ হয় নাই। কারণ প্রতিজ্ঞাত বিষয় ব্যঞ্জনাবৃত্তি নিরূপিত হয় নাই। এই পুস্তক বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। নামসংগ্রহ-মালা—ইহা অভিধানের মতন প্রবন্ধ গ্রন্থ। কবিদের মতানুসারী স্নেহ অনুরাগাদি পরস্পর পর্য্যায়াভাস শব্দগুলির ভেদের বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দীক্ষিত ইহার উপর নিজেই ব্যাখ্যা রচনা করেন। এই ব্যাখ্যা ও প্রবন্ধ কেবল নামে মাত্র প্রসিদ্ধ, বোধ হয় ইহাও পাওয়া যায় না।

ব্যাকরণ

৫। নক্ষত্রবাদাবলী বা পাণিনিতন্ত্রবাদনক্ষত্রবাদমালা—ইহা ক্রোড়পত্রের ন্যায় রচিত। ২৭টী সন্দিগ্ধ বিষয়ের বিচার ইহাতে আছে। ইহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। প্রাকৃত-চন্দ্রিকা—প্রাকৃত শব্দানুশাসন এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ইহার উপর বৃত্তি ও উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই।

মীমাংসা

৭। চিত্রপুট—এই গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। গ্রন্থ দুর্লভ, কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

৮। বিধি-রসায়ন—ইহা বিধিত্রয়ের বিচাররূপ পদ্যে লিখিত প্রবন্ধ। এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। সুখোপযোজনী—ইহা বিধিরসায়নের ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ ও অতি বিস্তৃত, তিন ভাগে ইহা বিভক্ত। কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে বিধিরসায়ন সহ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

১০। উপক্রম-পরাক্রম—উপক্রম উপসংহার প্রভৃতি দেখিয়া শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে হয়। দীক্ষিত এই গ্রন্থে উপক্রমের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তে যেরূপভাবে উপক্রমের প্রাধান্য অনুসারে প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ণীত হইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। সটীক "উপক্রম-পরাক্রম" বেনারস সংস্কৃত সিরিজে কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 'উপক্রম' মীমাংসাশাস্ত্রের ন্যায়। উহা বেদান্তে কিরূপ প্রয়োগ হইতে পারে তাহা এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করায়, মীমাংসা ও বেদান্ত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইতে পারে।

১১। বাদ-নক্ষত্র-মালা—ইহাতে পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসার ২৭টী প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অনেক বিষয় যাহা পূর্ব্বে আলোচিত হয় নাই, এরূপ বিষয়ের অবতারণা করিয়া বিচার করা হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে নিজেও বলিয়াছেন :—

> "তন্ত্রান্তরেষ্বনুপপাদিতমর্থজাতং
> যৎসিদ্ধবদ্‌ব্যবহৃতং ধ্বনিতং চ ভাষ্যে।
> তস্য প্রসাধনমিহ ক্রিয়তে নয়োক্ত্যা
> বালপ্রিয়েণ মৃদুবাদ-কথাপথেন।"

এই গ্রন্থে প্রথমে পূর্ব্বমীমাংসার মাখাগ্নিহোত্র প্রভৃতি ৮টী বিষয় এবং জীবান্তর্যামী শক্তিবাদ প্রভৃতি বৈদান্তিক ১৯টী বিষয়

আলোচিত হইয়াছে। দীক্ষিত এই গ্রন্থে একটী অভিনব বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, ভস্ম মাখা ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ, এই সকল ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রভৃতিও ইহাতে নির্ণীত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

বেদান্ত

১২। **পরিমল**—ব্রহ্মসূত্রে শাঙ্কর-ভাষ্যের ব্যাখ্যা ভামতী, ভামতীর ব্যাখ্যা কল্পতরু, এবং কল্পতরুর ব্যাখ্যা পরিমল। ভামতী ও কল্পতরুর গূঢ়ার্থ বুঝিতে হইলে পরিমল একান্ত আবশ্যক। পরিমল প্রথমে কাশী বিজয়নগরসিরিজে প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ভামতীকল্পতরু সহ পরিমল প্রকাশিত হইয়াছে। পরিমলে মীমাংসা-দর্শনের ন্যায়গুলি যেমন আলোচিত হইয়াছে এমনটী আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

১৩। **ন্যায়রক্ষামণি**—ইহা ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের শাঙ্কর ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা। এই নিবন্ধ অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে কুম্বঘোণ (Kumbokonum) শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৪। **সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ**—ইহা অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মতবাদের অভিধান। ইহার উপরে অচ্যুত কৃষ্ণানন্দ তীর্থের কৃষ্ণালঙ্কার নামক টীকা আছে। চারিটী পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থ সমাপ্ত। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কুম্ভঘোণ শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে সটীক সিদ্ধান্তলেশ প্রকাশিত হয়। কাশী চৌখাম্বা সিরিজেও ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা লোটাস লাইব্রেরীও বঙ্গাক্ষরে ইহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

১৫। **মতসারার্থসংগ্রহ**—শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতবাদ অতি সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে। ৭০টী

শ্লোকে এই প্রবন্ধ সমাপ্ত। মধ্যভারতে এই প্রবন্ধের প্রচার আছে। দেবনাগর অক্ষরে এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

শাঙ্কর মত

১৬। **নয়মঞ্জরী**—ইহা শাঙ্করমতের প্রবন্ধ, কেবল নামমাত্র প্রসিদ্ধ। গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

মাধ্বমত

১৭। **ন্যায়মুক্তাবলী**—এই পুস্তকে আনন্দতীর্থের (মধ্বাচার্য্যের) মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ইহা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বোধহয় এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থের উপর দীক্ষিত নিজেই ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্যাখ্যা অনতিবিস্তৃত। সমূল টীকা মধ্যভারতে প্রচারিত। বোধহয় দেবনাগর অক্ষরে এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

রামানুজমত

১৮। **নয়ময়ূখ-মালিকা**—এই প্রবন্ধে রামানুজের অভিমত বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রচার অতি কম। এখনও ইহা দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীকণ্ঠমত

১৯। **শিবার্কমণিদীপিকা**—ইহা শ্রীকণ্ঠের ভাষ্যের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা পরিমলের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। কারণ পরিমলের পঞ্চরাত্রাধিকরণে শিবার্কমণিদীপিকার উল্লেখ আছে। "প্রপঞ্চস্তু মণিদীপিকায়াং দ্রষ্টব্যঃ।" * এস্থলে "মণিদীপিকা" শিবার্কমণিদীপিকাকেই বুঝাইতেছে। যদি চিন্নবোম্ম ও চিন্নতিম্ম অভিন্ন হন, তাহা হইলে

* নির্ণয়সাগর সংস্করণ (১৯১৭ খৃঃঅব্দের) ৫৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মণিদীপিকা ১৫৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠের ভাষ্যসহ শিবার্কমণিদীপিকা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে হালাস্যনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের সম্পাদনায় নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র প্রথম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া অবশিষ্টাংশ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

২০। রত্নত্রয়পরীক্ষা—এই প্রবন্ধে শ্রীকণ্ঠের অভিমত বিবৃত হইয়াছে। হরিহর ও শক্তির উপাসনার বিষয় প্রপঞ্চিত আছে। বোধহয় দেবনাগর অক্ষরে এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

শৈবমত

২১। মণিমালিকা—শিববিশিষ্টাদ্বৈতপর, হরদত্ত প্রভৃতি আচার্য্যের অভিমতানুযায়ী সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। ইহা গদ্য ও পদ্যে লিখিত।

২২। শিখারণীমালা—এই প্রবন্ধ শিখরিণীচ্ছন্দে লিখিত। ৬২টী শ্লোকে ইহা নিবদ্ধ। ইহাতে শিবের গুণোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ দুইভাগে বিভক্ত। শ্রুতি, পুরাণ প্রভৃতির তাৎপর্য্য শিবপর, ইহাই এই প্রবন্ধে নির্ণীত হইয়াছে।

২৩। শিবতত্ত্ববিবেক—ইহা দীক্ষিতের প্রণীত উপরোক্ত শিখরিণীমালার সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইহাতে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির বাক্যবলে শিবের প্রাধান্য নির্ণীত হইয়াছে। শিবতত্ত্ববিবেক সহ শিখরিণীমালা কুম্ভঘোণ (Kumbokonum) শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

২৪। ব্রহ্মতর্কস্তব—পুরাণ, ইতিহাস (মহাভারতাদি) প্রভৃতিতে শিবপর যে সকল বাক্য আছে, তাহার আলোচনা ও শিব-প্রাধান্য এই প্রবন্ধে নির্ণয় করা হইয়াছে। বসন্ততিলকচ্ছন্দে ইহা লিখিত হইয়াছে। দেবনাগর অক্ষরে এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

২৫। শিবকর্ণামৃতম্—এই প্রবন্ধেও শিবের উৎকর্ষ স্থাপিত

হইয়াছে। এই প্রবন্ধ শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

২৬। **রামায়ণ-তাৎপর্য্যসংগ্রহ**—এই প্রবন্ধ গদ্য ও পদ্যে লিখিত। ইহাতেও শিবের উৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে। বোধহয় দেবনাগর অক্ষরে এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

২৭। **ভারততাৎপর্য্য-সংগ্রহ**—এই প্রবন্ধও গদ্যপদ্যময় এবং ইহাতে পূর্ব্ব প্রবন্ধের অনুরূপ শিবোৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে। ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

২৮। **শিবাদ্বৈতবিনির্ণয়**—এই প্রবন্ধে শিবাদ্বৈত স্থাপিত হইয়াছে। ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

২৯। **শিবার্চ্চনা-চন্দ্রিকা**—শিবপূজার বিচার এই প্রবন্ধে করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের উপর দীক্ষিত "বালচন্দ্রিকা" নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ দেবনাগর অক্ষরে এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

৩০। **শিবধ্যান-পদ্ধতি**—পুরাণ প্রভৃতি হইতে শিবের ধ্যান বিষয়ক বাক্যসমূহ আহরণ করিয়া এই প্রবন্ধে বিচার করা হইয়াছে। ইহা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দেবনাগর অক্ষরে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই।

৩১। **আদিত্যস্তবরত্ন**—ইহা সূর্য্যস্তব-ব্যপদেশে অন্তর্য্যামী শিবের স্তব। ইহার উপর বিবরণ নামক ব্যাখ্যা আছে।

৩২। **মধ্বতন্ত্রমুখমর্দ্দন**—এই প্রবন্ধে মধ্বাচার্য্যের মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। ভট্টোজিদীক্ষিতও স্বীয় "তত্ত্বকৌস্তুভ" নামক প্রবন্ধে এই প্রবন্ধ হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ পদ্যে লিখিত ও প্রসিদ্ধ। বোধহয় এখনও ইহা দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হয় নাই। ইহার উপরে দীক্ষিত "মধ্বমতবিধ্বংসন" নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন।

৩৩। **যাদবাভ্যুদয়ের ভাষ্য**—বেদান্তদেশিক "যাদবাভ্যুদয়"

নামক কাব্য রচনা করেন। সেই কাব্যের উপরে দীক্ষিত ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে ক্রমশঃ খণ্ডাকারে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত পঞ্চরত্নস্তব ও তাহার ব্যাখ্যা, শিবানন্দ-লহরী, দুর্গাচন্দ্রকলা-স্তুতি ও তদ্ব্যাখ্যা, কৃষ্ণধ্যানপদ্ধতি ও তদ্ব্যাখ্যা, বরদরাজস্তব ও ব্যাখ্যা, আত্মার্পণ প্রভৃতি প্রবন্ধ দীক্ষিতের কীর্ত্তি।

দীক্ষিতের অন্যান্য গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইলে বহু ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যাইবে। বিশেষতঃ সাহিত্যেরও পুষ্টি সাধিত হইবে।

মন্তব্য

অপ্পয়দীক্ষিত অদ্বৈত-বেদান্ত-রাজ্যে একজন প্রধান অমাত্য। অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। * লঘুচন্দ্রিকাকার ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, সূত্র, ভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল এই পাঁচখানিকেই বেদান্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। পরিমল, সিদ্ধান্তলেশ ও শিবার্কমণিদীপিকা দীক্ষিতের অক্ষয়কীর্ত্তি। ভাষার মাধুর্য্যে, ভাবের গভীরতায় ও বিষয়ের বিন্যাসে দীক্ষিতের গ্রন্থ পৃথিবীর সাহিত্যে উচ্চতম স্থান পাইতে পারে। এরূপ দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি বিরল। সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্রতা ইহাতে পরিস্ফুট। দীক্ষিতকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভারতমাতা রত্নগর্ভা। যে কোন নিরপেক্ষ সমালোচকই দীক্ষিতের গুণে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। দীক্ষিত বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র। তিনি দার্শনিকের চক্রবর্ত্তী, তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।

* মধুসূদন লিখিয়াছেন—"সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্রৈর্ভামতীকার-কল্পতরুকারপরিমল-কারৈরিতি।"

বৈষ্ণবসম্প্রদায় অনেক বিষয় গোপনে রক্ষা করেন। শ্রীসম্প্রদায়ের "প্রপত্তি" সম্বন্ধে দীক্ষিতের বিবরণ সঠিক। ইহাতে কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি নাই।—বোধহয় বৈষ্ণব বংশের সহিত সম্পর্কের জন্যই তিনি বৈষ্ণবমত বেশ জানিতে পারিয়াছিলেন। বেদান্তদেশিক শ্রীবৈষ্ণব। তাঁহার রচিত গ্রন্থের (যাদবাভ্যুদয়ের) ভাষ্য রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

দীক্ষিতের আবির্ভাব কাল ভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে এক অভিনব যুগ। এই সময়ে ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েরই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভট্টোজি দীক্ষিত ব্যাকরণে, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অলঙ্কারশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দীক্ষিতের সমসাময়িক আনন্দ রায় মখী "বিদ্যাপরিণয় ও জীবানন্দ" প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। বালকবি "রত্নকেতূদয় ও সুভদ্রা-পরিণয়" প্রভৃতি প্রবন্ধের কর্ত্তা। সার্ব্বভৌম "মল্লিকামারুত-প্রকরণ" কর্ত্তা। রত্নখেট দীক্ষিত কবি, তাতাখ্য শ্রীবৈষ্ণব, চন্দ্রগিরি মহীপতির গুরু। অসাধারণ পণ্ডিত খণ্ডদেব মীমাংসক। তিনি ভাট্টকৌস্তুভ, ভাট্টদীপিকা, ভাট্টরহস্য প্রভৃতি প্রবন্ধের প্রণেতা। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ, প্রাণাভরণ, রসগঙ্গাধরী, শশিসেনা, শব্দকৌস্তুভশাণোত্তেজান, ভামিনীবিলাস, আসফখান-বিলাস, মনোরমাকুচমর্দ্দন, চিত্রমীমাংসাখণ্ডন, প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন। ভট্টোজি দীক্ষিত ব্যাকরণে সিদ্ধান্তকৌমুদী, শব্দকৌস্তুভ, প্রৌঢ়মনোরমা, বৈয়াকরণ-ভূষণ এবং বেদান্তে তত্ত্বকৌস্তুভ ও বেদান্ততত্ত্ববিবেক-টীকা-বিবরণ রচনা করেন। সমরপুঙ্গব দীক্ষিত "যাত্রাপ্রবন্ধে"র প্রণেতা। নীলকণ্ঠ দীক্ষিত নলচরিত, নীলকণ্ঠ-বিজয়, শিবলীলার্ণব, শান্তিবিলাস, বৈরাগ্যশতক, সভারঞ্জন, কলিবিড়ম্বন, শিবোৎকর্ষমঞ্জরী, মীনাক্ষীশতক, শিবপুরাণ, তামসত্বনিরাকরণ প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। রাজচূড়ামণি কমলিনীকলহংস, আনন্দরাঘব,

ভাবনাপুরুষোত্তম, ভৈমীপরিণয়, কাব্যদর্পণ, তন্ত্রশিখামণি প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। বেঙ্কটাধ্বরী, তাতাচার্য্যের ভাগিনেয়। তিনি উত্তরচম্পু, হস্তগিরিচম্পু, বিশ্বগুণাদর্শ, লক্ষ্মীসহস্র, প্রদ্যুম্নানন্দ নাটক প্রভৃতি প্রবন্ধ-কর্ত্তা। পরমহংস সদাশিবেন্দ্র অদ্বৈতবিদ্যাবিলাস, বোধার্য্যাত্মনির্ব্বেদ, গুরুরত্নমালিকা, ব্রহ্মকীর্ত্তন-তরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রবন্ধের প্রণেতা।

এই সকল সমসাময়িক কবি ও দার্শনিকগণ দীক্ষিতের যুগকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। দার্শনিক সাহিত্যক্ষেত্রে দীক্ষিত অদ্বিতীয়। বোধহয় একমাত্র বাচস্পতি মিশ্রের সহিত দীক্ষিতের তুলনা হইতে পারে। দীক্ষিত একাধারে আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণ, মীমাংসক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক। তিনি যাদবাভ্যুদয়ের ব্যাখ্যায় নিজের অসামান্য সাহিত্য-রসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। দীক্ষিতের ন্যায় অসামান্য সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা পৃথিবীতে বিরল। বিরুদ্ধভাবের এরূপ সমন্বয় বোধহয় "কোটিষু কোটিষু কোটিষু বিরলঃ।"

আচার্য্য ভট্টোজি-দীক্ষিত

(শাঙ্করদর্শন, ১৬ শতাব্দী)

ভট্টোজি বেদাঙ্গ দীক্ষিতের শিষ্য। তিনি "প্রক্রিয়াপ্রকাশ"কার কৃষ্ণদীক্ষিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ভট্টোজির প্রতিভা অসামান্য। তিনি "মনোরমা"য় গুরুর মত খণ্ডন করেন এবং বিচার-সভায় পণ্ডিতরাজ জগন্নাথকে ম্লেচ্ছ বলিয়াছিলেন, তৎফলে পণ্ডিতরাজ তাঁহার জাতশত্রু হন। পণ্ডিতরাজ তাঁহার মতখণ্ডন-মানসে "মনোরমা-কুচমর্দ্দন" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। জগন্নাথ কৃষ্ণদীক্ষিতের পুত্র বীরেশ্বর দীক্ষিতের শিষ্য।

দীক্ষিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভট্টোজি তাঁহার নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। কাশীধামেই তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। তিনি পাণিনি-সূত্রের বৃত্তি "সিদ্ধান্তকৌমুদী" এবং কৌমুদীর ব্যাখ্যা "প্রৌঢ়মনোরমা" রচনা করেন। মনোরমার উপর নানা টীকা প্রণীত হইয়াছে। শব্দরত্ন মনোরমার টীকা, ভৈরবী আবার শব্দরত্নের টীকা। মনোরমার অন্য টীকা কল্পলতা। সিদ্ধান্তকৌমুদীর উপর জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর ব্যাখ্যা আছে। সিদ্ধান্তকৌমুদী ও মনোরমার নানারূপ সংস্করণ আছে।

শব্দকৌস্তভে দীক্ষিত পাতঞ্জল মহাভাষ্যের প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তি-প্রযুক্তি বলে সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহা অতি বিস্তৃত গ্রন্থ। কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বৈয়াকরণভূষণও ব্যাকরণের গ্রন্থ। তিনি তত্ত্বকৌস্তভে অদ্বৈতমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তত্ত্বকৌস্তভ শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এই গ্রন্থ কেরলি বেঙ্কটেন্দ্রের আদেশে লিখিত হয়।* এই গ্রন্থে দ্বৈতবাদীর মত নিরস্ত হইয়াছে। শব্দকৌস্তভ যেরূপ পাণিনির টীকা, তত্ত্বকৌস্তভও সেইরূপ শাঙ্কর-ভাষ্যের বিবৃতি।† বেদান্ততত্ত্ববিবেক-টীকা-বিবরণ অদ্বৈতবাদের প্রবন্ধ। এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

দার্শনিক মতে ভট্টোজি অদ্বৈতবাদী, ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ভট্টোজির গ্রন্থ অতি প্রামাণিক। সিদ্ধান্তকৌমুদী ও মনোরমার অনেকানেক

---

* তত্ত্বকৌস্তভের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :

"কেরলি-বেঙ্কটেন্দ্রস্য নিদেশাদ্বিদুষাং মুদে।
ধ্বান্তোচ্ছিত্ত্যৈ পটুতরস্তন্যতে তত্ত্বকৌস্তভঃ।"

† গ্রন্থারম্ভে পাওয়া যায় :—

"ফণিভাষিত-ভাষ্যাব্ধেঃ শব্দকৌস্তভ উদ্ধৃতঃ।
শাঙ্করাদথভাষ্যাব্ধেস্তত্ত্বকৌস্তভমুদ্ধরে॥"

টীকাই ইহার প্রমাণ। কৃষ্ণমিশ্র মনোরমার উপর কল্পলতা নামক টীকা প্রণয়ন করেন। কলিকাতায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় "সরলা" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

আচার্য্য সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র
(ষোড়শ শতাব্দী)

সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী দীক্ষিতের সমসাময়িক। ইনি সন্ন্যাসী ছিলেন। কাঞ্চী কামকোটী পীঠের তিনি পীঠাধীশ ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার রচিত "গুরুরত্নমালিকা"য় ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার অদ্বৈতানন্দের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈতানন্দ কাঞ্চীর পীঠাধীশ ছিলেন।

সদাশিব অদ্বৈতবিদ্যাবিলাস, বোধার্য্যাত্মনির্ব্বেদ, গুরুরত্নমালিকা, ব্রহ্মকীর্ত্তন-তরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিতে হইলে এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইলে ঐতিহাসিক তথ্যও আবিষ্কৃত হইতে পারে।

সদাশিব অদ্বৈতবাদী। তিনি নির্গুণ ব্রহ্মবাদ প্রতিপন্ন করিবার জন্যই গ্রন্থরাজি বিরচন করিয়াছেন। ইনি শঙ্করকে অনুসরণ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার মত শাঙ্করমতেরই অনুরূপ।

আচার্য্য নীলকণ্ঠ সূরি
(১৬শ শতাব্দী)

আচার্য্য নীলকণ্ঠ মহাভারতের টীকাকার। মহারাষ্ট্র দেশে ইহার জন্ম। গোদাবরীর পশ্চিম তীরে কূর্পর নামক স্থানে নীলকণ্ঠ বাস করিতেন। বার্ণেলসাহেব (Burnell) বলেন—নীলকণ্ঠ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। নীলকণ্ঠ অদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতপক্ষেই মহাভারত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতা-ব্যাখ্যার (চতুর্ধরী) প্রারম্ভে তিনি নিজ ব্যাখ্যাকে সম্প্রদায়ানুমত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

"প্রণম্য ভগবৎপাদান্ শ্রীধরাদীংশ্চ সদ্‌গুরূন্।
সম্প্রদায়ানুসারেণ গীতাব্যাখ্যাং সমারভে॥"

তিনি শঙ্কর ও শ্রীধর প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়াছেন ও সম্প্রদায়ানুসারে ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, সুতরাং তিনি অদ্বৈতবাদী।

নীলকণ্ঠ চতুর্ধর-বংশে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দসূরি। নীলকণ্ঠকৃত মহাভারতের ব্যাখ্যার নাম "ভারতভাবদীপ"। নীলকণ্ঠ গীতার ব্যাখ্যার কোন কোন স্থলে শাঙ্করভাষ্য অতিক্রমও করিয়াছেন। ধনপতি সূরি তাঁহার ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকায় সেই সকল স্থল অনুবাদ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ব্যাখ্যায় সামান্য পার্থক্য থাকিলেও নীলকণ্ঠের মত শঙ্করের অনুরূপ। নীলকণ্ঠের টীকা সহ মহাভারত ১৮৬৩ খৃঃ বোম্বাইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ অনেকবার মুদ্রিত হইয়াছে। তেলেগু অক্ষরে চারি খণ্ডে নীলকণ্ঠের টীকা সহ মহাভারত মান্দ্রাজে ১৮৫৫—১৮৬০ খৃঃ অব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। নীলকণ্ঠের পূর্ব্বে অর্জ্জুন মিশ্র নামক একজন মহাভারতের টীকাকার

ছিলেন। নীলকণ্ঠ কোন কোনও স্থলে অর্জ্জুনমিশ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ ও অর্জ্জুন মিশ্রের টীকা সহ মহাভারত কলিকাতায় ১৮৭৫ খৃঃঅব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। নীলকণ্ঠের গীতার টীকা অনেক সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গীতার সংস্করণে ও নির্ণয়সাগর প্রেসের সংস্করণে নীলকণ্ঠের টীকা প্রকাশিত হইয়াছে।

নীলকণ্ঠ বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ লিখেন নাই, কিন্তু গীতার টীকা রচনা করায় তাঁহাকে বৈদান্তিক আচার্য্যরূপে গ্রহণ করাই শোভন ও সঙ্গত।

আচার্য্য সদানন্দ যোগীন্দ্র
(১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ)

আচার্য্য সদানন্দ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অবতীর্ণ হন। "বেদান্তসার" তাঁহার কীর্ত্তি। এরূপ সরল প্রকরণগ্রন্থ অতি বিরল। সদানন্দের কাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ। টীকাকার নৃসিংহ সরস্বতী ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বেদান্তসারের টীকা "সুবোধিনী" প্রণয়ন করেন। নৃসিংহ সরস্বতী "সুবোধিনী"র সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—

"জাতে পঞ্চশতাধিকে দশশতে সংবৎসারাণাং পুনঃ।
সপ্তাতে দশবৎসরে প্রভুবর শ্রীশালিবাহে শকে॥
প্রাপ্তে দুর্ম্মুখবৎসরে শুভশুচৌ মাসেঽনুমত্যাং তিথৌ।
প্রাপ্তে ভার্গববাসরে নরহরি টীকাং চকারোজ্জ্বলাম্॥"

এই শ্লোকে দেখিতে পাই সুবোধিনী ১৫১৮ শকাব্দায় বিরচিত হয়। শকাব্দা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হওয়ায় খৃষ্টীয়

ষোড়শ শতাব্দীর অন্তেই "সুবোধিনী" রচিত হইয়াছে, ইহা সুস্থির
বেদান্তসারের অন্য টীকাকার মীমাংসক আপদেব। তিনি সপ্তদ
শতাব্দীর লোক। রামতীর্থস্বামীও অন্যতম টীকাকার, তাঁহ
অবস্থিতিকালও সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। সদান
অবশ্যই সুবোধিনীকার নৃসিংহ সরস্বতীর পূর্ব্ববর্ত্তী। বেদান্তসা
পঞ্চদশী বাক্য হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং ইহা বিদ্যারণ্যের পরবর্ত্তী
চতুর্দ্দশ শতাব্দী বিদ্যারণ্যের কাল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদান্তসা
রচিত হইলে সম্ভবতঃ অপ্পয়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশে ইহার উল্লে
থাকিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে বেদান্তসারের যেরূপ প্রাধান্য হইয়াছে
তাহাতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হইলে, সম্ভবতঃ দীক্ষিত সদানন্দে
মতও সিদ্ধান্তলেশে সন্নিবেশিত করিতেন। তাঁহার নামোল্লেখ উ
গ্রন্থে অবশ্য থাকিত। আমাদের বিবেচনায় সদানন্দের অবস্থিতি
কাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (১৫০০—১৫৫০)। ইহা
অন্য হেতুও আছে—সদানন্দ-প্রণীত একখানি শঙ্করবিজয় আছে
মাধবের শঙ্করবিজয় প্রথম রচিত, তৎপরে আনন্দগিরির শঙ্করবিজ
রচিত হয়, তৎপরে চিদ্বিলাস শঙ্করবিজয় রচনা করেন এব
চিদ্বিলাসের পরে সদানন্দের শঙ্করবিজয় রচিত। আনন্দগিরি
অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী, সুতরাং সদানন্দের স্থিতিকাল
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বলিয়াই অনুমিত হয়। সিদ্ধান্তলেশে
আনন্দগিরি-কৃত শঙ্করবিজয়ের উল্লেখ আছে।

সদানন্দ অদ্বৈতবাদী এবং তৎপ্রণীত "বেদান্তসার" একখানি
প্রকরণ গ্রন্থ। এরূপ সরল প্রকরণগ্রন্থ অদ্বৈত-বেদান্তে বিরল।
বিষয়ের সন্নিবেশে ও ভাষার মাধুর্য্যে গ্রন্থ অতীব উপাদেয় হইয়াছে।
সদানন্দের মত শঙ্করের অনুরূপ। * ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব

* Macdonell সাহেব তৎকৃত History of Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—"An excellent epitome of the teachings of the Vedanta, as set forth by Sankara, is the Vedantasara of

লিখিয়াছেন—"সদানন্দ যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার শাঙ্করমতে বেদান্তের সংগ্রহ। গ্রন্থকার সদানন্দ যে যে বিশেষ বিশেষ অংশে শঙ্করের মত অতিক্রম করিয়াছেন, সে সকল স্থলে সাংখ্যমতের অনুপ্রবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।"

আমরা কিন্তু বেদান্তসারে সাংখ্যমতবাদের গন্ধও পাই নাই। কেমন করিয়া ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব সাংখ্যমতের চিহ্ন পাইলেন তাহা বুঝা যায় না। বোধহয় তিনি সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের উল্লেখ দেখিয়াই সাংখ্যমতের চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মায়া বা প্রকৃতিকে শঙ্করও ত্রিগুণময়ী বলিয়াছেন। সাংখ্যের ত্রিগুণ বৈদান্তিকের অনুমোদিত। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—"প্রকৃতিং স্বাং মম বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং যস্যা বশে সর্ব্বং জগৎ বর্ত্ততে, যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি, তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য * * ইত্যাদি।"

শঙ্করও মায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা সত্ত্বরজস্তমোময়ী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং বেদান্তসারকার সদানন্দ শাঙ্করমত অতিক্রম করেন নাই। এস্থলে ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব ভুল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

সদানন্দকৃত শঙ্করবিজয়ে আচার্য্য শঙ্করের জীবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপ্রণীত বেদান্তসারের নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে। নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে কর্ণেল জ্যাকব (Col. Jacob) সাহেবের ৩য় সংস্করণ ১৯১৬ খৃঃ অব্দে টীকাদ্বয় সহ প্রকাশিত হইয়াছে। আপদেব কৃত টীকাসহ বেদান্তসার শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে ১৯১১ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতায় জীবানন্দ

Sadananda Yogindra. Its author departs from Sankara's views only in a few particulars, which show an admixture of Sankhya doctrine."

(See S. L. 1913 Ed. P. 402)

বিদ্যাসাগরেরও এক সংস্করণ আছে, ইহাতে সুবোধিনী ও রামতীর্থের বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকা আছে। কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও বঙ্গানুবাদ সহ সটীক বেদান্তসার প্রকাশ করেন।

বেদান্তসার যে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল ও প্রামাণিক গ্রন্থরূপে অঙ্গীকৃত হইত, এতগুলি টীকাই তাহার নিদর্শন। মীমাংসক আপদেব ইহার টীকা প্রণয়ন করিয়াও গ্রন্থের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আচার্য্য নৃসিংহ সরস্বতী
(১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ)

নৃসিংহ সরস্বতী সদানন্দের বেদান্তসারের টীকাকার। সুবোধিনী টীকা ১৫১৮ শকে অর্থাৎ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। নৃসিংহ ভগবানের প্রেরণায় কাশীক্ষেত্রে স্বীয় সুবোধিনী টীকা প্রণয়ন করেন। তিনি সুবোধিনীর সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন :—

"গোবর্দ্ধনপ্রেরণয়া বিমুক্তক্ষেত্রে পবিত্রে নরসিংহযোগী।
বেদান্তসারস্য চকার টীকাং সুবোধিনীং বিশ্বপতেঃ পুরস্তাৎ॥"

সুবোধিনীর ভাষার চাতুর্য্য অদ্ভুত। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করা হইল, যথা :—

"ইহ খলু কশ্চিন্মহাপুরুষো নিত্যাধ্যয়ন-বিধ্যধীত-সকল-বেদরাশীনাং চিন্মাত্রাশ্রয়-তদ্রূপাদ্বয়ানন্দ-বিষয়ানাত্মনির্ব্বচনীয়-ভাবরূপাজ্ঞান-বিলসিতানন্তভবানুষ্ঠিতকাম্য-নিষিদ্ধ-বর্জ্জিত-নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনা-কর্ম্মভিঃ সম্যক্ প্রসন্নেশ্বরাপামিষ্টিকা-চূর্ণাদি-সংঘর্ষিতাদর্শতলবদতিনির্ম্মলাশয়ানাং, নলিনী-দলগত-জল-বিন্দুবদ্ হিরণ্যগর্ভাদি স্তম্বপর্য্যন্তং জীবজাতং, স্বাত্মবন্মৃত্যোরাস্যান্ত-র্গতং, ক্ষণভঙ্গুরং তাপত্রয়াগ্নি-সন্দহ্যমানমনিশমাত্মজ্ঞমনুপশ্যতামতিবি-

বেকিনামতএব ঐহিক-স্রক্‌চন্দনাদি-বিষয়ভোগেভ্যঃ আমুষ্মিক হৈরণ্যগর্ভাদ্যমৃতভোগেভ্যশ্চ বান্তাশন ইব অতি নির্ব্বিণ্ণ-মানসানাং, শমাদি-সাধন-সম্পন্নানামপাতোঽধিগতাখিলবেদার্থত্বাদ্ দেহাদ্যহঙ্কার-পর্য্যন্ত-জড়পদার্থ-তদ্বিলক্ষণ-স্বপ্রকাশস্বরূপে প্রত্যগাত্মনি ব্রহ্মানন্দয়ে সংশয়াপন্নানাং তজ্জিজ্ঞাসূনামল্পশ্রবণেন মূলাজ্ঞাননিবৃত্তি-পরমানন্দাবাপ্তিসিদ্ধয়ে প্রকরণমারভমাণঃ সমাপ্তিপ্রচয়গমনাদিফলক-শিষ্টাচার-পরিপ্রাপ্তেষ্টদেবতা-নমস্কারলক্ষণ-মঙ্গলাচরণস্যাবশ্যকর্ত্তব্যতাং প্রদর্শয়ন্ লক্ষণয়ানুবন্ধচতুষ্টয়ং নিরূপয়ন্ পরমাত্মানং নমস্কুরুতেঽখণ্ডমিত্যাদিনা।"

এই বাক্যেই তিনি বেদান্তের তাৎপর্য্য নিবেশিত করিয়াছেন। ভাষা ও ভাবে নিবন্ধ অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে। ইহাতে নৃসিংহের দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নৃসিংহের গুরুর নাম কৃষ্ণানন্দ স্বামী।

দোদ্দয় মহাচার্য্য রামানুজ দাস
(রামানুজ দর্শন—১৬শ শতাব্দী)

দোদ্দয়াচার্য্য বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথের "শতদূষণী" নামক প্রবন্ধের টীকাকার। চণ্ডমারুত প্রভৃতি টীকা ইঁহার রচিত। ইনি রামানুজ-মতাবলম্বী। মহাচার্য্য অপ্পয়দীক্ষিতের সমসাময়িক। বাধুলকুলভূষণ শ্রীনিবাসাচার্য্য ইঁহার গুরু। তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াই মহাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হন। বেদান্তাচার্য্যের প্রতি ইঁহার ভক্তি প্রগাঢ়। ইঁহার জন্মস্থান শোলিঙ্গর। তিনি চণ্ডমারুতের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"অব্যাজসৌহৃদমশেষজনেষু সাক্ষাৎ
নারায়ণো নরবপুর্গুরুরিত্যাথীণাম্।
বাচং সমর্থয়িতুমচ্যুতমেব জাতং
শ্রীশ্রীনিবাসগুরুবেশমহং ভজামি॥"

মহাচার্য্যের গ্রন্থের বিবরণ

১। চণ্ডমারুত—শতদূষণীতে বেঙ্কটনাথ যেরূপ অসাধারণ দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন, মহাচার্য্যও তৎপ্রণীত "চণ্ডমারুত" প্রণয়নে দার্শনিক সূক্ষ্ম দৃষ্টির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। চণ্ডমারুত কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা সিরিজে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখনও ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। আনন্দ চার্লু মহোদয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৩—১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়া আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহার দুঃখের বিষয়। সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। কাঞ্চী হইতেও এক সংস্করণ (অসম্পূর্ণ) প্রকাশিত হইতেছে। মহাচার্য্য চণ্ডমারুত ব্যতীত আরও বহু প্রবন্ধ রচনা করেন।

২। অদ্বৈতবিদ্যা-বিজয়—এই প্রবন্ধে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মত সকল খণ্ডন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনটী পরিচ্ছেদ আছে। প্রথমে, প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব ভঙ্গ, দ্বিতীয়ে, জীবেশ্বরৈক্য ভঙ্গ, এবং তৃতীয়ে অখণ্ডার্থ ভঙ্গ আলোচিত ও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। প্রধানতঃ অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্য প্রবন্ধ রচিত হইলেও প্রসঙ্গক্রমে দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (১)

৩। পরিকর-বিজয়—এই প্রবন্ধে বিশ্বাসী বিষ্ণুভক্ত শ্রীবৈষ্ণবের লক্ষণাবলী নির্ণীত ও বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (২)

৪। পারাশর্য্য-বিজয়—এই নিবন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈত-মত সমর্থিত হইয়াছে। এই নিবন্ধে ব্রহ্মসূত্র বিশিষ্টাদ্বৈতপর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৩)

৫। ব্রহ্মবিদ্যা-বিজয়—এই প্রবন্ধে উপনিষদ্-বেদ্য পরমাত্মার সহিত বিষ্ণুর অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। আচার্য্য এই প্রবন্ধে যুক্তিজালের অবতারণা করিয়া বিষ্ণুর পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। (৪)

৬। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যোপন্যাস—রামানুজের শ্রীভাষ্যের উপরে এই নিবন্ধ রচিত হইয়াছে। এই নিবন্ধেও তর্কজালের সৃষ্টি করিয়া পর-মত খণ্ডন পূর্ব্বক রামানুজ-মত স্থাপন করিয়াছেন। (৫)

৭। বেদান্ত-বিজয়—এই প্রবন্ধ পাঁচটি উল্লাসে বিভক্ত। প্রথম উল্লাসের নাম "গুরূপসদন-বিজয়"। এই অংশে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যের আচার নির্ণীত হইয়াছে। শিষ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহাই এই অংশে নির্ণীত ও বিচার করা হইয়াছে। (৬) বেদান্তবিজয়ের পঞ্চম উল্লাসের নাম "বিজয়োল্লাস"। এই খণ্ডে বিশিষ্টাদ্বৈত মতানুসারে বিষ্ণুর পরব্রহ্মত্ব নির্ণীত হইয়াছে। (৭)

৮। সদ্‌বিদ্যা-বিজয়—এই প্রবন্ধে মহাচার্য্য অবিদ্যার সত্তা অস্বীকার ও নিরসন করিয়াছেন। সদ্‌বিদ্যাবিজয় এখন পর্য্যন্ত দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই। (৮)

---

(১) Madras Govt. Oriental Manuscript Library Catalogue. Vol X. নং ৪৮৫০—৪৮৫১ পৃঃ, ৩৬৩৯—৩৬৪০ দ্রষ্টব্য।

(২) M. G. O. M. L Cat. Vol X নং ৪৯২৭ পৃঃ ৩৭১৯ দ্রষ্টব্য

(৩) M. G. O. M. L. Cat. Vol X নং ৪৯২৮ পৃঃ ৩৭২১ দ্রষ্টব্য।

(৪) M. G. O. M. L Cat. Vol X নং ৪৯৭০ পৃঃ ৩৭৩৪ দ্রষ্টব্য।

(৫) M. G. O. M. L Cat. Vol X নং ৪৯৭৬ পৃঃ ৩৭৬২ দ্রষ্টব্য।

(৬) M. G. O. M. L. Cat. Vol X নং ৫০১৯ পৃঃ ৩৮০৩ দ্রষ্টব্য।

(৭) M. G. O. M. L. Cat. Vol X নং ৫০২০ পৃঃ ৩৮০৪ দ্রষ্টব্য।

(৮) M. G. O. M. L. Cat. Vol X নং ৫০৫৭ পৃঃ ৩৮৩৩ দ্রষ্টব্য।

ইহাতে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলি বিচারিত হইয়াছে—

১। অবিদ্যাশ্রয় ভঙ্গ। ৪। অবিদ্যা-নিবর্ত্তক ভঙ্গ।

২। অবিদ্যা-লক্ষণ ভঙ্গ। ৫। অবিদ্যা-নিবৃত্তি ভঙ্গ।

৩। অবিদ্যাপ্রকাশ ভঙ্গ।

৯। উপনিষদ্মঙ্গলদীপিকা—ইহা উপনিষদ্‌বাক্য সকলের ব্যাখ্যা। এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া মহাচার্য্য রামানুজের মত সুদৃঢ় করিয়াছেন। মহাচার্য্যের গ্রন্থ রামানুজ-মতে বেশ প্রামাণিক।

মতবাদে মহাচার্য্য রামানুজের অনুসরণ করিয়া শাঙ্করমত নিরসনের চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ মায়া বা অবিদ্যাকে বস্তুতঃ সৎরূপে গ্রহণ না করিলেও ইহার সত্তা একেবারে অপহ্নব করেন নাই, মায়াকে অনির্ব্বাচ্য বলিয়াছেন। কিন্তু মহাচার্য্যের মতে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ মায়াকে পদার্থরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

সুদর্শন গুরু
(১৬শ—১৭শ শতাব্দী)

সুদর্শন গুরু মহাচার্য্যের শিষ্য ; অতএব সমসাময়িক। মহাচার্য্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতেও বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং সুদর্শন ষোড়শের শেষভাগে আবির্ভূত হন। সুদর্শন মহাচার্য্যকৃত বেদান্তবিজয়ের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। এই ব্যাখ্যার নাম "মঙ্গলদীপিকা"। এই টীকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। * সুদর্শনের মতের কোন বৈশিষ্ট্য নাই। তিনি রামানুজের মতের প্রতিষ্ঠার জন্যই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

---

* M. G. O. M.L. Cat. Vol. X নং ৫০২১ পৃঃ ৩৮০৬ দ্রষ্টব্য

আচার্য্য ব্যাসরাজ স্বামী

স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ

(পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন—১৬শ শতাব্দী)

আচার্য্য ব্যাসরাজ মধ্বমতাবলম্বী। শ্রীমদ্ ব্রহ্মণ্যতীর্থ ইঁহার গুরু ছিলেন। জয়তীর্থাচার্য্যের "বাদাবলী" অনুসরণ করিয়া ব্যাসরাজ স্বীয় প্রবন্ধ "ন্যায়ামৃত" রচনা করেন। পাণ্ডিত্যের হিসাবে ব্যাসরাজ অদ্বিতীয়। তিনি গ্রন্থ বিরচনে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই জন্যই তাঁহার গ্রন্থগুলিকে "ব্যাসত্রয়ম্" বলা হয়। ব্যাসরাজ জয়তীর্থাচার্য্যের পরবর্ত্তী, সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে তাঁহার আবির্ভাব হয়। প্রবাদ আছে, মধুসূদন সরস্বতী যখন তাঁহার "ন্যায়ামৃত" অদ্বৈতসিদ্ধিতে খণ্ডন করেন, তখন ব্যাসরাজ বৃদ্ধ। মধুসূদন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সম্ভবতঃ মধুসূদন সম্রাট্ শাহজাহানের সমসাময়িক। মধুসূদন অপ্পয়দীক্ষিতের নামোল্লেখ অদ্বৈতসিদ্ধিতে করিয়াছেন * দীক্ষিতের অল্প পরেই মধুসূদনের আবির্ভাব। ব্যাসরাজ স্বীয় শিষ্য ব্যাসরামাচার্য্যকে মধুসূদনের নিকট প্রেরণ করেন। ব্যাসরাম মধুসূদনের শিষ্য হন এবং শেষে "তরঙ্গিণী" রচনা করিয়া মধুসূদনের মত খণ্ডন করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বোধ হয় এই ইতিবৃত্ত সত্যমূলক। ব্যাসরাজ জয়তীর্থের পরবর্ত্তী ও মধুসূদনের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং তাঁহার কাল ষোড়শ শতাব্দী সুস্থিত। তিনি আনন্দতীর্থকে (মধ্বাচার্য্য) ন্যায়ামৃতের মঙ্গলাচরণে প্রণাম করিয়া পরে জয়তীর্থকেও প্রণাম করিয়াছেন, যথা—

---

* সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রৈর্ভামতীকার-কল্পতরুকার-পরিমলকারৈঃ ইত্যাদি।

(অদ্বৈত সিদ্ধি)।

"অভ্রমং ভঙ্গরহিতমজড়ং বিমলং সদা।
আনন্দতীর্থমতুলং ভজে তাপত্রয়াপহং॥" (১।১, পৃঃ ২।)
চিত্রৈঃ পদৈশ্চ গম্ভীরৈর্ব্বাক্যৈর্মানৈরখণ্ডিতৈঃ।
গুরুভারং ব্যঞ্জয়ন্তী ভাতি শ্রীজয়তীর্থবাক্॥" (১।১, পৃঃ ৩)

জয়তীর্থের "বাদাবলী" অনুসরণ করিয়া ব্যাসরাজ "ন্যায়ামৃত" প্রণয়ন করেন, সুতরাং ব্যাসরাজের কাল ষোড়শ শতাব্দী এ বিষয়ে সংশয় নাই। "ন্যায়ামৃতে"র প্রারম্ভে স্বীয় গুরুর নামোল্লেখ ও বন্দনা করিয়াছেন, যথা—

"সমুৎসার্য্য তমঃস্তোমং সন্মার্গং সম্প্রকাশ্য চ।
সদা বিষ্ণুপদাসক্তং সেবে ব্রহ্মণ্যভাস্করম্॥"

শ্রীমদ্ ব্রহ্মণ্যতীর্থ তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু। লক্ষ্মীনারায়ণ মুনি তাঁহার বিদ্যাগুরু। "ন্যায়ামৃতে"র প্রারম্ভে ব্যাসরাজ লিখিয়াছেন—

"জ্ঞানবৈরাগ্যভক্ত্যাদি-কল্যাণগুণশালিনঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণমুনীন্ বন্দে বিদ্যাগুরূন্ মম॥"

ব্যাসরাজ স্বামী "ন্যায়ামৃত" ও জয়তীর্থাচার্য্যকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকার বৃত্তি "তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকা" ও "ভেদোজ্জীবন" নামক প্রবন্ধের কর্ত্তা।

ব্যাসরাজ স্বামীর গ্রন্থের বিবরণ

১। ন্যায়ামৃত – এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শাঙ্করমত খণ্ডনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। রামানুজের মত খণ্ডনের প্রচেষ্টাও ইহাতে আছে। ব্যাসরাজ স্বামী "আনন্দতারতম্য-বাদ" প্রসঙ্গে রামানুজ-মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে রামানুজীয় মত প্রকৃতরূপে অনুবাদ করিতে পারেন নাই। ন্যায়ামৃত চারি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথমে সমন্বয়, দ্বিতীয়ে অবিরোধ তৃতীয়ে সাধন ও চতুর্থে ফল

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ মধ্ববিলাস বুক্ ডিপো হইতে টি. আর. কৃষ্ণাচার্য্য মহোদয়ের সম্পাদনায় ১৮২৯ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৯০৮ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মধ্ববিলাস বুক্ ডিপো কুম্ভঘোণে (Kumbokonam) স্থাপিত ছিল। এখন ইহা মান্দ্রাজে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ন্যায়ামৃতের উপর শ্রীনিবাসতীর্থের বৃত্তি আছে। মধুসূদন সরস্বতী "ন্যায়ামৃত" খণ্ডন করিলে ব্যাসরামাচার্য্য ন্যায়ামৃতের ব্যাখ্যারূপে "তরঙ্গিণী" প্রণয়ন করেন।

২। তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকা—ইহা জয়তীর্থাচার্য্য-কৃত "তত্ত্ব-প্রকাশিকা"র বৃত্তি। বৃত্তি হইলেও এই নিবন্ধে ব্যাসরাজ নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে মৌলিকতাও আছে। এই নিবন্ধ ব্যাসরাজের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। ইহা মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। ভেদোজ্জীবন—এই প্রবন্ধে দ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। পঞ্চভেদও বিশেষরূপে আলোচিত ও সমর্থিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত, ন্যায়ামৃত বা তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকার ন্যায় সুবৃহৎ নহে। মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যাসরাজ স্বামীর মতবাদ

আচার্য্য ব্যাসরাজ স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদী। সর্ব্বাংশেই তিনি মধ্ব-মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার মতে আর কোন বিশেষত্ব নাই। বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ যেরূপ শতদূষণীতে শাঙ্করমত খণ্ডন করিতে কৃতসঙ্কল্প (রামানুজের মত অনুসরণ করিয়া শতদূষণী বিরচিত), ব্যাসরাজও সেইরূপ ন্যায়ামৃতে শঙ্করের মতবাদ খণ্ডনে বদ্ধপরিকর। মধ্বাচার্য্যের মতাবলম্বনেই ন্যায়ামৃত রচিত হইয়াছে। "ন্যায়ামৃতে" ব্যাসরাজ ন্যায়মকরন্দকার

আনন্দবোধাচার্য্য এবং তত্ত্বপ্রদীপিকাকার চিৎসুখাচার্য্যের মত অনুবাদ করিয়া খণ্ডন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন—কেবল অনুমান প্রমাণবলেই অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ দ্বৈতমিথ্যাত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি "ন্যায়ামৃতে" লিখিয়াছেন—"প্রমাণং চাত্রানুমানং। বিমতং মিথ্যা 'দৃশ্যত্বাজ্জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বাচ্ছুক্তিরূপ্যবৎ' ইত্যানন্দ-বোধোক্তেঃ। 'অয়ং পটঃ এতৎ তন্তু নিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগী পটত্বাদংশিত্বাৎ পটান্তরবৎ' ইতি তত্ত্বপ্রদীপোক্তেঃ।' * তাঁহার মতে জগতের মিথ্যাত্ব সঙ্গত নহে। তিনি বলেন, মিথ্যাত্ব অনির্ব্বচনীয় হইলে—সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব অঙ্গীকার করিলে "অপ্রসিদ্ধি-দোষ" অনিবার্য্য। আচার্য্য চিৎসুখ মিথ্যাত্বের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্। অথবা স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণ এব প্রতীয়মানত্বম্ মিথ্যাত্বম্।" অর্থাৎ আশ্রয়রূপ কারণে কার্য্যের ত্রিকালেই অভাব। কোনও দেশেই কারণে কার্য্য নাই। ন্যায়ামৃতকার বলেন—এইরূপ মিথ্যাত্ব অঙ্গীকার করিলে অত্যন্ত বিরহ ও সদ্‌বিলক্ষণতা দোষ অপরিহার্য্য। বিবরণকার মিথ্যাত্বলক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন "প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্।" ব্যাসরাজ এই লক্ষণের বিরুদ্ধে বলেন। এরূপ লক্ষণ অঙ্গীকার করিলে প্রতীতির প্রতিষেধ্যতা অনিবার্য্য। তিন পক্ষেই জগতের অত্যন্ত অসত্যতা প্রতিপন্ন হয়। তাহা কখনই সঙ্গত নহে। এবং "জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বং বা মিথ্যাত্বম্" এই লক্ষণ নির্দ্দেশে জগতের অনিত্যত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়, মিথ্যাত্ব নিরূপিত হয় না। জগতের অনিত্যত্ব মধ্বাচার্য্যেরও সম্মত। তিনি সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ। 'অনির্ব্বাচ্যোঽপ্রসিদ্ধ্যাদিঃ প্রতীতে প্রতিষেধ্যতা। সাশ্রয়েঽত্যন্তবিরহঃ সদ্‌বিলক্ষণতা তথা। ইতি পক্ষত্রয়েঽত্যন্তাসত্ত্বং

---

* ন্যায়ামৃত ১।১—৯ম পৃষ্ঠা, বোম্বাই নির্ণয় সাগর সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

স্যাদ্‌নিবারিতং। ধীনাশ্রয়ে স্বনিত্যত্বমেবস্যায় মৃষাত্মতা'। মমত্বত্যন্তাসত্বমেব মিথ্যাত্বমিতি নাস্মৎ প্রতিবন্দী।" (ন্যায়ামৃত ১।২, ৪১ পৃষ্ঠা)।

১। প্রথম নিরুক্তি—"সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব" এই লক্ষণ সম্বন্ধে ব্যাসরাজ তিনটী পক্ষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সত্ত্বাবিশিষ্টাসত্ত্বাভাব, সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবধর্ম্মদ্বয়, অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বে সত্যসত্ত্বাত্যন্তভাববত্ব। প্রথম পক্ষ যুক্তিসহ নহে। তিনি বলেন—জগৎ সদেকস্বভাব, সুতরাং ঐ লক্ষণ অপ্রসিদ্ধ। সত্ত্বাবিশিষ্ট অসত্ত্বাভাবপক্ষ অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় পক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, সত্ব ও অসত্ব পরস্পর বিরহ স্বরূপ। একের অভাবে অপরের সত্ব অত্যন্ত আবশ্যক; সুতরাং উভয়ের সাধন অসম্ভব। অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম্মের একত্রাবস্থিতি অসঙ্গত। তৃতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে। কারণ, তাহাতে অর্থান্তর ও সাধ্যবৈকল্য অবশ্যম্ভাবী, বিশিষ্টের প্রসিদ্ধিও নাই। বিশেষণও অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং তৃতীয় পক্ষও যুক্তিযুক্ত নহে। মধুসূদন সরস্বতী প্রথম পক্ষ অস্বীকার করিলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ স্বীকার করিয়া সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব, এই নিরুক্তি সমর্থন করিয়াছেন।

২ দ্বিতীয় নিরুক্তি—"প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্।" ব্যাসরাজ বলেন—এই লক্ষণনির্দ্দেশও সঙ্গত নহে। ত্রৈকালিক নিষেধ তাত্ত্বিক হইলে অদ্বৈতহানি সুনিশ্চিত।

প্রাতিভাসিকত্বে সিদ্ধসাধন, ব্যাবহারিকত্বে তাহার তাত্ত্বিকতার বিরোধিরূপে অর্থান্তরের উৎপত্তি হয়, বাধও অপরিহার্য্য। অদ্বৈত শ্রুতিসকল অতাত্ত্বিকের বোধক, সুতরাং সেই সকলেরও অতত্ত্বাবেদকত্ব অনিবার্য্য। ব্যাবহারিকের প্রতিযোগী অপ্রাতিভাসিক প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্বও অবশ্যম্ভাবী। আরও, নিষেধপ্রতিযোগিত্ব কি স্বরূপতঃ অথবা পরমার্থতঃ। প্রথম পক্ষে শ্রুত্যাদি

সিদ্ধ ঔৎপত্তিক অর্থ ক্রিয়াসমর্থ, অবিদ্যোপাদান। জ্ঞানে যাহার নাশ হয় না এরূপ আকাশাদির ও শুক্তিরূপ্যাদির নিষেধ যোগ অনিবার্য্য। অত্যন্ত অসত্ত্বের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন—"ত্রৈকালিকনিষেধং প্রতি স্বরূপেণাপণস্থরূপ্যং পারমার্থিকত্বাকারেণ প্রাতিভাসিকরূপ্যং বা নিষেধপ্রতিযোগীতি।" এই মতের হানি হয়, অত্যন্ত অসত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ শশশৃঙ্গাদিরও এতাদৃশ অসত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষও যুক্তিসহ নহে। কারণ পারমার্থিকত্বের বাধ হয় না। আবাধ্য পারমার্থিকত্ব বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব নিরূপ্য ইহা অঙ্গীকার করিতে হয়। সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়দোষ ঘটে। রজতাদির স্বরূপতঃ "নাস্তি নাসীৎ ন ভবিষ্যতি" এই প্রকারের নিষেধ প্রত্যয় অসম্ভব। রজতের পারমার্থিকত্ব সুস্থিত। পারমার্থিকত্বের নিষেধে অনবস্থা অপরিহার্য্য। তিনি বলিয়াছেন—

"স্বরূপেণ ত্রিকালস্থ নিষেধো নাস্তি তে মতে।
রূপ্যাদেস্তাত্ত্বিকত্বেন নিষেধাত্ত্বথনোঽপি চ॥"

সুতরাং দ্বিতীয় নিরুক্তিও অসঙ্গত ও অসম্ভব। মধুসূদন সরস্বতী বলেন—এই লক্ষণ নির্দ্দেশ সমীচীন হইয়াছে। তিনি বলেন—ত্রৈকালিক নিষেধের প্রাতিভাসিকত্ব অতিরিক্ত সর্ব্বস্বরূপত্ব এবং প্রতিযোগিত্বের স্বরূপাবচ্ছিন্নত্ব পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্নত্বরূপ পক্ষদ্বয় যুক্তিযুক্ত। তাঁহার মতে নিষেধের অধিকরণীভূত ব্রহ্ম অভিন্ন। সুতরাং নিষেধের তাত্ত্বিকত্বেও অদ্বৈতহানি হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু সকলের অভ্যুপগম অদ্বৈতমতে নাই। ন্যায়ামৃতকার যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, মধুসূদন সেই সকল খণ্ডন করিয়াছেন। মধুসূদনের মতবাদ প্রসঙ্গে সে সকল প্রপঞ্চিত হইবে।

৩। তৃতীয় মিথ্যাত্ব নিরুক্তি—"জ্ঞানানিবর্ত্ত্যত্বম্ বা মিথ্যাত্বম্" অর্থাৎ জ্ঞানে যাহা নিবর্ত্তিত হয় তাহাই মিথ্যা। ব্যাসরাজ বলেন,

—এই লক্ষণনির্দ্দেশও অসঙ্গত। জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব জ্ঞানত্বরূপে বিবক্ষা করিলে মুদগররূপতাদি নিবর্ত্য ঘটাদিও দৃষ্টান্ত হইতে পারে, অব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য্য। এই দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য অবশ্যম্ভাবী, শুক্তিজ্ঞানে রজত নষ্ট হইয়াছে এরূপ কদাপি অনুভব হয় না। "এই পরিমাণকাল শুক্তির অজ্ঞান ও ভ্রম ছিল" এইরূপ অনুভবে সত্য ও অজ্ঞানভ্রমের অনুভব হয়। সুতরাং "শুক্ত্যজ্ঞানেন তদজ্ঞানং নষ্টং ভ্রমশ্চ নষ্টঃ" ইত্যাদি অনুভবে জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব অঙ্গীকার করিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। যে প্রকারে "রজত নাই, ছিল না ও ভবিষ্যতে থাকিবে না" এরূপ প্রত্যয়ের উদয় হয়, সেইরূপ শুক্ত্যজ্ঞানও ভ্রম ছিল না এরূপ প্রত্যয়ের উদয় হয় না। কারণ, ইহারা লক্ষ্যীভূত নহে। সাক্ষীর সত্যত্বে ও তদ্‌ভাষ্য দুঃখাদি মিথ্যা। সেই ভ্রমের সত্যত্বে ও তদ্‌ভাস্য রজতমাত্রের মিথ্যাত্বও সম্ভব। প্রত্যক্ষ ভ্রম পরোক্ষ প্রমাদ্বারা নিবর্ত্তিত হয় না। সুতরাং পরোক্ষাপরোক্ষ সাধারণ জ্ঞানত্বের নিবর্ত্তকাবচ্ছেদকত্ব অনুপপন্ন। অতএব জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব নিরুক্তি অসঙ্গত। স্মৃতি জ্ঞানত্ব ব্যাপ্য। জ্ঞানে নিবর্ত্তিত হইলেও সংস্কারবশে মিথ্যাত্ব ব্যবহার সম্ভব। সুতরাং তাহা জ্ঞানত্ব ব্যাপ্যধর্ম্মবলে জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব নহে। অনুভবত্ব ব্যাপ্যধর্ম্মবলে তন্নিবর্ত্যত্ব বিবক্ষা করিলে, যথার্থ স্মৃতিনিবর্ত্যে অযথার্থ স্মৃতিতেও অতিব্যাপ্তি হয়। জীবন্মুক্তের অজ্ঞান সংস্কার তত্ত্বজ্ঞান সংস্কার নিবর্ত্য। সুতরাং এ স্থলে লক্ষণের অব্যাপ্তি। অতএব উহা ভ্রমোত্তর যথার্থজ্ঞান নিবর্ত্যত্ব নহে। এই সকল যুক্তিবলে "স্বোপাদানাজ্ঞাননিবর্ত্তক-জ্ঞাননিবর্ত্যত্বম্" এই পক্ষও নিরস্ত হইল। অনাদি অধ্যাসে অব্যাপ্তি। আচার্য্য ব্যাসরাজ বলিয়াছেন :—

"বিজ্ঞান-নাশ্যতা মিথ্যা রূপ্যাদৌ নানুভূয়তে।
কিংত্বধিষ্ঠানবৎ সত্যো তদজ্ঞানেঽনুভূয়তে॥" *

অতএব জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব মিথ্যাত্ব এই লক্ষণও সম্ভব নহে।

* (ন্যায়ামৃত ১।১, ৪০ পৃষ্ঠা)

৪। চতুর্থ নিরুক্তি—"স্বাত্যন্তাভাব এব প্রতীয়মানত্বম্" ইহাও অসঙ্গত। অত্যন্তাভাবের তাত্ত্বিকত্ব, প্রাতিভাসিকত্ব, ব্যাবহারিকত্ব প্রভৃতি বিকল্পবলে প্রতিযোগিত্ব স্বরূপতঃ বা পারমার্থিক ইত্যাদি বিকল্প উত্থাপন করিয়া পূর্ব্বেই ইহা দূষিত হইয়াছে। সংযোগী বা সমবায়ী দেশে অত্যন্তাভাব অসম্ভব। সম্ভব হইলে উপাদানত্ব অনুপপন্ন হয়। সুতরাং চতুর্থ নিরুক্তিও অসঙ্গত।

৫। পঞ্চম নিরুক্তি—"সদ্‌বিবিক্তত্বম্ বা মিথ্যাত্বম্।" ব্যাসরাজ বলেন—এস্থলে "সদ্‌বিবিক্তত্ব" অর্থে কি বুঝাইবে ? সত্তা জাতিমৎ। অথবা অবাধ্য অথবা ব্রহ্ম, প্রথম পক্ষ অঙ্গীকার করিলে ঘটাদির সত্তাজাতিমত্তিত্বে তদ্‌ভেদের বাধাহেতু লক্ষণ অসম্ভব। ব্রহ্মেতে অতিব্যাপ্তিও হয়। দ্বিতীয় পক্ষ অঙ্গীকার করিলে "বাধ্যত্বাভাবস্য অবাধ্যত্বরূপতয়া বাধ্যত্বেতরাংশবৈয়র্থ্যম্।" তৃতীয় পক্ষেও ব্রহ্ম ভিন্ন প্রপঞ্চ উভয়মত সিদ্ধ, সুতরাং সিদ্ধসাধন দোষ হয়। সদ্‌রূপত্বাভাব বিবক্ষা করিলে নির্ধর্ম্মক সত্ত্বরূপধর্ম্মরহিত ব্রহ্মে সদ্‌রূপত্বের অভাব, সুতরাং অতিব্যাপ্তি। সত্ত্বও "সৎসৎ" এইরূপ প্রতীতিতে সত্ত্বাশ্রিতত্বেরও অভিধেয়ত্বে। অভিধেয়ত্বেরও অঙ্গীকার করায় ব্যভিচার হইতে পারে না। এইপ্রকার সদ্রূপত্বাভাবশশশৃঙ্গাদি সাধারণ। সুতরাং তাহাতেও অতিব্যাপ্তি অনিবার্য্য। অতএব "সদ্‌বিবিক্তত্বম্ এব মিথ্যাত্বম্" এই নিরুক্তিও অসঙ্গত।

মধুসূদন এই সকল যুক্তি নিরসন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিতে মিথ্যাত্ব লক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্যাসরাজ শ্রুতিগুলির ব্যাখ্যাও স্বমতের অনুকূলে করিয়াছেন। তিনি বলেন, জগতের মিথ্যাত্ব শ্রুতির অভিমত নহে। শ্রুতি যদি জগতের মিথ্যাত্ব নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে শ্রুতি নিজেই মিথ্যা হইয়া যান; সুতরাং শ্রুতি মিথ্যাত্বের প্রমাণ নহে। "তসন্নমিথ্যাত্বে শ্রুতির্মানং" (ন্যায়ামৃত)।

অদ্বৈতপর শ্রুতিগুলির * ব্যাখ্যায় যথেষ্ট কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। পৌরাণিক বচন তুলিয়া জগতের সত্তা স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্য অমলানন্দ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী। আচার্য্য অমলানন্দ দৃষ্টিসমসময়া বিশ্বসৃষ্টির পক্ষপাতী। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকারের মতে "দৃষ্টিরেব বিশ্বসৃষ্টিঃ।" অবশ্যই পারমার্থিক দৃষ্টিতে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ অদ্বৈতমতের তাৎপর্য্য। ব্যাসরাজস্বামী দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"নির্ব্বাধপ্রত্যভিজ্ঞানাদ্‌ধ্রুবং বিশ্বমিতিশ্রুতেঃ।
স্বক্রিয়াদিবিরোধাচ্চ দৃষ্টিসৃষ্টির্নযুজ্যতে॥" *

ব্যাসরাজ জগতের সত্যত্ব নিরূপণ জন্য দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ নিরাস করিয়াছেন। কোন কোন অদ্বৈতবাদী আচার্য্য সৃষ্টদৃষ্টিবাদী। তাহারা দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে দোষ প্রদর্শন করেন। তাহাদের মতে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে জগৎপ্রপঞ্চের প্রাতিভাসিকত্ব, বিষয়াদি সৃষ্টির অপলাপ, কর্ম্ম ও উপাসনাদি ও তৎফলের অপলাপ প্রভৃতি দোষের উদ্ভব হয়। তাহারা প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক সত্তা অঙ্গীকার করিয়া সৃষ্টদৃষ্টিবাদ অঙ্গীকার করেন। অবশ্যই ব্যাসরাজ স্বামীর সহিত তাঁহাদের মতবিরোধ আছে। কারণ, তাহারা জগতের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না; কিন্তু ব্যাসরাজ পারমার্থিকরূপেই জগতের সত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

ব্যাসরাজ স্বামী ন্যায়ামৃতের প্রথম পরিচ্ছেদে জগতের মিথ্যাত্ব নিরাকরণ করিয়া জগতের সত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। প্রথম

---

* ন্যায়ামৃতে ব্যাসরাজ নিম্নলিখিত অদ্বৈতপর শ্রুতিগুলির ব্যাখ্যা ১ম পরিচ্ছেদে করিয়াছেন, যথা—"একমেবাদ্বিতীয়ম্‌", "নেহ নানেতি", "যত্রত্বস্য", "নতু তদ্‌ দ্বিতীয়মস্তি", "বাচারম্ভণশ্রুতি", "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা", "যস্মাৎ পরং নতি", "মায়ামাত্রমিদম্‌", "অনন্তম্‌", "ইন্দ্রোমায়াভিঃ", "অতোঽন্যদার্ত্তম্‌" প্রভৃতির শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(ন্যায়ামৃত ১।৪২, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

পরিচ্ছেদে ৬৭টী প্রকরণ, সুতরাং ৬৭টী বিষয়ে বিচার করিয়াছেন ব্যাসরাজ অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের প্রতিপাদিত ত্রিবিধ সত্তাও— পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক অস্বীকার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে জগতের সত্তা প্রতিপন্ন করিয়া অনন্ত গুণশালী ভগবান্ই জগতের স্রষ্টা, ইহাই নির্ণীত হইয়াছে এবং তাহাতেই সমস্ত বেদান্তবাক্যের সমন্বয় হইয়াছে।

৬। মিথ্যাত্ব মিথ্যাত্ব নিরুক্তি—জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে ব্যাসরাজ অন্য আপত্তি তুলিয়াছেন। মিথ্যাত্ব মিথ্যা কি সত্য? এই আপত্তি মধ্বাচার্য্যও তুলিয়াছেন। মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে সিদ্ধসাধন দোষ অপরিহার্য্য। শ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্ব এবং জগৎ সত্যত্ব অনিবার্য্য। মিথ্যাত্ব সত্য হইলে অদ্বৈতহানি হয়, ইহাই ব্যাসরাজের অভিমত। অদ্বৈতদীপিকাকার নৃসিংহাশ্রমও এই ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অদ্বৈতদীপিকায়, মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও জগতের মিথ্যাত্ব উপপন্ন হয়, ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতীও অদ্বৈতসিদ্ধিতে বলিয়াছেন—মিথ্যাত্ব মিথ্যাত্বপক্ষে কোনও দোষ নাই। তিনি বলেন—মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও প্রপঞ্চ সত্য হইতে পারে না। যেস্থলে বিরুদ্ধ বস্তুর একটী মিথ্যা সে স্থলে অপরটী তদপেক্ষা অধিক সত্তাক—ইহাই নিয়ত; পরন্তু যে স্থলে বিরুদ্ধ উভয় বস্তুরই মিথ্যাত্ব সে স্থলে একটী অপেক্ষা অপরটী অধিক সত্ত্ববিশিষ্ট, এরূপ কোনও নিয়ম নাই। তিনি বলেন—"মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্বেঽপি প্রপঞ্চ সত্যত্বানুপপত্তেঃ। তত্র হি বিরুদ্ধয়োর্ধর্ম্মিয়োরেক-মিথ্যাত্বে, অপরসত্ত্বম্, যত্র মিথ্যাত্বাবচ্ছেদকমুভয়বৃত্তির্ন ভবেৎ।"

৭। দৃশ্যত্ব নিরুক্তি—অদ্বৈতবাদী বলেন, বিমতং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ। ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ দৃশ্যত্ব নিরুক্তি সম্বন্ধে বিচার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, দৃশ্যত্ব কি? (১) বৃত্তিব্যাপ্যত্ব (২) বা ফলব্যাপ্যত্ব, (৩) সাধারণ বা (৪) কদাচিৎ কথঞ্চিদ্বিষয়ত্ব (৫) স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সংবিদপেক্ষা

নিয়তি অথবা (৬) অস্বপ্রকাশত্ব। এইরূপ ছয়টী বিকল্প উত্থাপন করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। মধুসূদন বলেন, কেবল "ফলব্যাপ্যত্ব" পক্ষ বিচারসহ নহে, তদ্‌ব্যতিরিক্ত সকল পক্ষই শোভন।

৮। জড়ত্ব নিরুক্তি—জড়ত্ব সম্বন্ধে ব্যাসরাজ পাঁচটী কল্প উত্থাপন করিয়াছেন। জড়ত্ব অর্থে অজ্ঞাতৃত্ব বা অজ্ঞানত্ব, অনাত্মত্ব, অস্বপ্রকাশত্ব বা পরাভিমত। কোনও পক্ষই বিচারসহ নহে। অদ্বৈতবাদীর অভিমত তিনি স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার মতে অজ্ঞাতৃত্বই জড়ত্ব। অদ্বৈতবাদীর মতে অজ্ঞাতৃত্ব অনুপপন্ন। মধুসূদন বলেন—অজ্ঞানত্ব, অনাত্মত্ব বা অস্বপ্রকাশত্বই জড়ত্ব, এরূপ নিরুক্তিতে কোনও দোষ হইতে পারে না।

৯। পরিচ্ছিন্নত্ব নিরুক্তি—ব্যাসরাজ বলেন, পরিচ্ছিন্নত্বও মিথ্যাত্বের হেতু নহে। পরিচ্ছেদ তিন প্রকার, যথা—দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ। ব্রহ্মেতে আরোপিত উপাধির ত্রৈকালিক নিষেধ তিনি স্বীকার করেন না। দেশ পরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে, দেশান্তরে অসত্তার উদ্ভব হয়। বস্তু পরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে তাহার তাত্ত্বিক ভেদ প্রতিযোগিত্বনিবন্ধন স্বরূপ অসিদ্ধ হয়। কল্পিত ভেদ-প্রতিযোগিত্বরূপবত্ব অঙ্গীকার করিলে, আত্মাতে ব্যভিচার হয়। সুতরাং কোনও পক্ষই যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব পরিচ্ছিন্নত্ব মিথ্যাত্বের হেতু নহে। মধুসূদন বলেন, পরিচ্ছিন্নত্বও মিথ্যাত্বের হেতু। দেশ, কাল ও বস্তু এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ। অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বই দেশ পরিচ্ছিন্নত্ব। দেশান্তরে অসত্ত্বও নহে, স্বদেশ-মাত্র সত্যত্বও নহে। কালপরিচ্ছিন্নত্বও ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব। কালান্তরাসত্ত্বাদিরূপ নহে, এইপ্রকার বস্তু পরিচ্ছেদও হেতু।

১০। অংশিত্ব নিরুক্তি—চিৎসুখাচার্য্য বলিয়াছেন, "অয়ংপটঃ এতৎ তন্তু নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী অংশিত্বাৎ ইতরাংশিবৎ।" অর্থাৎ তন্তু উপাদান, উপাদাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। অংশিত্ব অর্থে কার্য্যত্ব। সুতরাং অংশিত্ব মিথ্যাত্বের হেতু।

ব্যাসরাজ বলেন, অংশিত্ব হেতু নহে, যেহেতু কার্য্যকার অভিন্ন। কারণে কার্য্যেরও অভাবের সিদ্ধি আবশ্যস্বীকার্য, সুতরাং সিদ্ধসাধনদোষ অপরিহার্য্য। অনাশ্রিতত্ব বা অন্যাশ্রিত উপপত্তি করিলেও অর্থান্তরের উদ্ভব হয়।

মধুসূদন অংশিত্বেকও হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কার্য্য কারণ অভিন্ন হইলেও কথঞ্চিৎভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং সে স্থলে কার্য্যের কারণে কার্য্যাভাব অসিদ্ধ, অতএব সিদ্ধসাধনতা প্রভৃতি দোষের উদ্ভব হইতে পারে না।

জগতে মিথ্যাত্ব নিরূপণ অদ্বৈতবাদরীর কার্য্য। নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিতে হইলে, জগতের মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় আবশ্যক। শ্রুতির যুক্তি ও অনুভূতিবলে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ জগতের মিথ্যাত্বনিশ্চয় করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সগুণ সবিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপনে জগতের সত্যত্ব আবশ্যক। সাংখ্যদর্শনে নির্গুণ পুরুষবাদ স্থাপন করিতে গিয়া জগৎ পুরুষাশ্রিত বা ব্রহ্মাশ্রিত নহে, প্রকৃতিই জগতের উপাদান, এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছে। জগতের ব্রহ্মাশ্রিতত্ব স্বীকার করিলে নির্গুণব্রহ্মবাদ অসম্ভব। জগতের মিথ্যাত্ব ভিন্ন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ জগতের সত্যত্ব প্রতিপাদনে সবিশেষ চেষ্টিত। জগতের সত্যত্ব নিরূপিত হইতেই সগুণব্রহ্মবাদ সম্ভব। ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ স্বামীও তাই প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব, ভঙ্গের জন্যই এত চেষ্টিত। ন্যায়ামৃতের বিশেষত্ব প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব নিরুক্তি খণ্ডনে।

পদার্থের অখণ্ডত্বও ব্যাসরাজ স্বীকার করেন না। ন্যায়ামৃতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অখণ্ডার্থবাদ নিরাকরণ বিষয়ক। ইহাতে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ নিরাকরণ করিয়া ভেদবাদ স্থাপন করা হইয়াছে। জীবের অণুত্বও নিরূপিত হইয়াছে। জীব ব্রহ্মের অংশ। তৃতীয় পরিচ্ছেদে শাঙ্করমতের মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতির শ্রবণাঙ্গত্ব প্রভৃতি নিরাকৃত হইয়াছে। উপাসনাই সাধন। জ্ঞানে মুক্তি হয় না।

উপাসনার ফলে ভগবানের অনুগ্রহে মুক্তি হয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে জীবন্মুক্তি খণ্ডন করিয়া, 'নির্ব্বিশেষ আনন্দই পুরুষার্থ' এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া, মুক্তির তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মুক্তির তারতম্য থাকায় মুক্ত পুরুষেরও তারতম্য আছে, আনন্দেরও তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। ব্যাসরাজের মতে সাধনার যখন তারতম্য আছে তখন মুক্তিরও তারতম্য আছে, "তস্মাৎ সাধনতারতম্যান্মুক্তিতারতম্যম্।" মুক্তির যখন তারতম্য আছে, তখন মুক্তেরও তারতম্য আছে। তিনি বলেন, "তস্মাৎ ফলাধ্যায়োক্তন্যায়ৈস্তরতমভাবাপন্নমুক্তো ব্রহ্মরুদ্রাদিনিয়ামকো ভগবান্ শ্রীপতিঃ সর্ব্বোত্তম ইতি সিদ্ধম্।"

মন্তব্য

তাৎপর্য্য চন্দ্রিকায় শাঙ্করমত খণ্ডন করিয়া স্বমতের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে। মধ্বাচার্য্যের মতানুসারেই তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা রচিত হইয়াছে। ভেদোজ্জীবনে পঞ্চভেদ আলোচিত হইয়াছে। ব্যাসরাজের ন্যায়ামৃত, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, তত্ত্বপ্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত। গ্রন্থ অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এই গ্রন্থের শেষ অংশে "আনন্দতারতম্যবাদ" প্রসঙ্গে রামানুজের মতের অনুবাদ কালে ভুল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অবশ্যই এই ত্রুটী তত বেশী কিছু নয়। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্বীয় মত অতি গোপনে রক্ষা করেন। তন্মতে দীক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন উহা অপরে জানিতে পায় না। ব্যাসরাজ স্বামী মধ্বমতাবলম্বী, সুতরাং শ্রীসম্প্রদায়ের মতবাদ সঠিক ভাবে জানিতে না পারিবারই সম্ভাবনা বেশী। দ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত আলোচনা করিতে হইলে ন্যায়ামৃত পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় মধ্বমতে ন্যায়ামৃতের ন্যায় এরূপ প্রমেয়বহুল আর কোনও গ্রন্থ নাই। ন্যায়ামৃত ও তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকায় ব্যাসরাজ

অসাধারণ দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। দার্শনিক সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচারের কৌশল সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট।

যেমন শ্রীভাষ্য অধ্যয়ন করিলে শাঙ্করভাষ্য বুঝিবার সুবিধা হয়, সেইরূপ ন্যায়ামৃত পাঠ করিলে অদ্বৈতবাদীর মিথ্যাত্ব নিরুক্তি বুঝিবার সুযোগ ঘটে।

ন্যায়ামৃতের মত মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে খণ্ডন করেন। ব্যাসরাজের শিষ্য রামাচার্য্য আবার তরঙ্গিণীতে মধুসূদনের মত খণ্ডনের প্রয়াস পান। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী তরঙ্গিণীকার রামাচার্য্যের মত নিরসন করেন। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দী হইতে যে দার্শনিক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, সেই যুদ্ধ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু

সমন্বয়বাদ—সাংখ্যানুকূল বেদান্তবাদ

(১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ)

বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যাচার্য্য। তিনি সাংখ্যমতের অনুকূলে বেদান্ত-দর্শন ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎকৃত ভাষ্যের নাম "বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য"। তিনিও শাঙ্করমত-খণ্ডনে বদ্ধপরিকর। তাঁহার ভাষ্যের বিশেষত্ব এই যে তিনি শাস্ত্রের সমন্বয় করিতে ভাষ্যে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে সমন্বয়বাদী (Syncretist) বলা যায়। পরস্পর বিরুদ্ধমতের সমন্বয়ের চেষ্টা দার্শনিক ক্ষেত্রে একরূপ অসম্ভব। বিজ্ঞানভিক্ষুর চেষ্টা প্রশংসার্হ হইলেও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

বিজ্ঞানভিক্ষু সন্ন্যাসী। "ভিক্ষু" এই উপনাম দেখিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলিয়াই বোধ হয়। বাস্তবিক তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নহেন। সম্ভবতঃ তাঁহার জন্মস্থান উত্তরভারত। তিনি মতে সাংখ্যের অনুসরণ করিলেও ঈশ্বরপরায়ণ (বিষ্ণুভক্ত) ছিলেন। "সাংখ্যসারে"র প্রারম্ভশ্লোকে তিনি বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়াছেন দেখা যায়। * উহাতে আত্মনিবেদনের ভারও বেশ পরিস্ফুট। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের যাহা আদর্শ তাহাও ইঁহার মধ্যে দেখিতে পাই। ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় গ্রন্থ বিরচন নিষ্কাম কর্ম্মযোগীরই লক্ষণ। তিনি "প্রবচন-ভাষ্যে"র প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"চিদচিদ্ গ্রন্থিভেদেন মোচয়িষ্যে চিতোঽপি চ।
সাংখ্যভাষ্যমিষেণাস্মাৎ প্রীয়তাং মোক্ষদো হরিঃ॥"

তৎপ্রণীত "যোগবার্ত্তিকে"র সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—

"ব্যাখ্যাতশ্চ যথাশক্তি নির্ম্মৎসরধিয়া ময়া।
এতেন প্রীয়তামীশো য আত্মা সর্ব্বদেহিনাম্॥"

তিনি ব্রহ্মসূত্রের বিজ্ঞানামৃতভাষ্য-রচনার প্রেরণা শ্রীভগবানের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। গুরুর দক্ষিণাস্বরূপ শ্রীগুরুর প্রীতির জন্য বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্যের প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—

"অন্তর্য্যামিগুরূদ্দিষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানভিক্ষুণা।
ব্রহ্মসূত্র ঋজুব্যাখ্যা ক্রিয়তে গুরুদক্ষিণা॥
শ্রুতিস্মৃতিন্যায়বচঃ ক্ষীরাব্ধিমথনোদ্ধৃতম্।
জ্ঞানামৃতং গুরোঃ প্রীত্যৈ ভূদেবেভ্যোঽস্মদীয়তে॥"

বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের ভূমিকায় নিরীশ্বর সাংখ্য সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয় তিনি

---

* "মহাদাখ্যঃ স্বয়ম্ভূর্যো জগদঙ্কুর ঈশ্বরঃ
সর্ব্বাত্মনে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে।"

ঈশ্বরপরায়ণ। তাঁহার মতে ব্রহ্মমীমাংসায় ঈশ্বর-প্রতিপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য। সাংখ্যশাস্ত্রে কেবল পুরুষার্থসাধন আত্মসাক্ষাৎকারের হেতুভূত প্রকৃতিপুরুষ বিবেচনাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগসূত্রের সেশ্বরবাদ পারমার্থিক এবং সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ ব্যাবহারিক।

বিজ্ঞানভিক্ষু প্রথমে বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য রচনা করেন। সাংখ্য-প্রবচন ভাষ্যের পূর্ব্বেই এই ভাষ্য রচিত হয়। কারণ, প্রবচন-ভাষ্য-ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"অধিকং তু ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রপঞ্চিতমস্মাভিরিতি।" * সুতরাং বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য প্রবচন-ভাষ্যের পূর্ব্বে রচিত। "সাংখ্যসার" প্রবচনভাষ্যের পরে বিরচিত হয়। সাংখ্যসারের প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—

"সাংখ্যভাষ্যে প্রকৃত্যাদেঃ স্বরূপং বিস্তরান্ ময়া।
প্রোক্তং তস্মাৎ তদপ্যত্র সংক্ষেপাদেব বক্ষ্যতে॥"

বিজ্ঞানভিক্ষু, বেদান্তের বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য, গীতার ভাষ্য, উপনিষদের ভাষ্য এবং "উপদেশ-রত্নমালা" নামক প্রকরণ রচনা করেন। উপদেশ-রত্নমালা বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। কারণ, বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যে উহার উল্লেখ আছে।† সাংখ্যমতে তিনি প্রবচনভাষ্য, সাংখ্যসার রচনা করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে যোগবার্ত্তিক ও যোগসার বিরচন করেন। সংখ্যা হিসাবে তিনি বেদান্তের গ্রন্থই বেশী লিখিয়াছেন। কিন্তু বেদান্তের ব্যাখ্যা সাংখ্যমতের অনুকূলেই করিয়াছেন।

বিজ্ঞানভিক্ষুর বেশ মৌলিকতা আছে। গতানুগতিক ভাব-প্রবাহে তিনি ভাসিয়া যান নাই, আর পল্লবগ্রাহিতাও তাঁহাতে নাই। তিনি যোগে ভাষ্যে বাচস্পতির মত হইতে পৃথক্ মতের

---

* প্রবচনভাষ্য—মহেশপাল সংস্করণ ১৮০৭ শকাব্দা ১১ পৃষ্ঠা।

† বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য—চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ সংস্করণ ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"অধিকংতূপদেশরত্নমালাখ্যপ্রকরণে দ্রষ্টব্যম্"।

অবতারণাও করিয়াছেন। বাচস্পতির মতে পুরুষের ছায়া প্রকৃতিতে পড়ে। আর বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—পুরুষের ছায়া যেমন প্রকৃতিতে পড়ে, প্রকৃতির ছায়াও তেমন পুরুষে পড়ে। যাহা হউক, বিজ্ঞানভিক্ষুর যে মৌলিকতা আছে তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎপরে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি, বিচারের কৌশল, সর্ব্বোপরি সামঞ্জস্যের চেষ্টা তাঁহার গ্রন্থে সুপরিস্ফুট। অবিরোধে এরূপ সমন্বয় আর কাহারও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানভিক্ষু প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের আকর।

বিজ্ঞানভিক্ষুর গ্রন্থের বিবরণ

(বেদান্ত মতে)

১। উপদেশ-রত্নমালা—কেবল বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এই প্রকরণ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

২। বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য—এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের সাংখ্যমতানুকূলে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে সম্বৎ ১৯৫৮ অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় এই ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। গীতাভাষ্য—প্রসিদ্ধি আছে যে বিজ্ঞানভিক্ষু গীতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন, কিন্তু এই ভাষ্য এখন পাওয়া যায় না।

৪। উপনিষদ্‌ভাষ্য—ইহা এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। হস্তলিপি অবস্থায় ইহা আছে।

(সাংখ্যমতে)

৫। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য—ইহা কপিলের সূত্রের ব্যাখ্যা। কপিলসূত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ ভট্ট বিজ্ঞানভিক্ষুর পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি

সম্ভবতঃ ১৫০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বিজ্ঞানভিক্ষু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৫৫০—১৬০০) প্রবচনভাষ্য রচনা করেন।

পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ কপিলসূত্র উদ্ধৃত করেন নাই। সাংখ্য-কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কপিলসূত্র, সাংখ্যপ্রবচন সূত্র-কারিকার অনুরূপ। অনেকে কপিলসূত্রের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা স্বীকার করেন না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৪০০ খৃষ্টাব্দে) বিরচিত হয়।* বাস্তবিক এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কারিকা ও সূত্রের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য কাশীতে প্রকাশিত হইয়াছে; কলিকাতায় জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক সংস্করণ আছে। বঙ্গানুবাদসহ মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় ১৮০৭ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

৬। সাংখ্যসার—ইহা সাংখ্যের প্রকরণগ্রন্থ এবং গদ্যে ও পদ্যে রচিত। এই প্রকরণ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে, তিনটী পরিচ্ছেদ গদ্যে লিখিত; আর উত্তরভাগে ছয়টী পরিচ্ছেদ পদ্যে লিখিত।

এই গ্রন্থের অনেক সংস্করণ হইয়াছে, কাশী হইতে এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গানুবাদ-সহ মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ও এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

---

* Macdonell সাহেব তৎকৃত History of Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"The Sankhya Sutras, long regarded as the oldest manual of the system and attributed to Kapila were probably not composed till about 1400 A. D."

H. S. L. 1913 Ed P. 393.

(যোগশাস্ত্রে)

৭। যোগবার্ত্তিক—এই গ্রন্থ পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যের টীকা। ইহা সুবিস্তৃত ও সুপ্রসিদ্ধ। কলিকাতায় ৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সভাষ্য যোগবার্ত্তিক প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ

আচার্য্য শঙ্করের মতে আত্মা এক। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি এক বা অদ্বিতীয় ছিলেন। মায়ার সাহায্যে আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। জগৎপ্রপঞ্চ মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা। সুতরাং ব্রহ্ম অবিকৃত ও অপরিণামী, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশরূপ। জগৎ বিবর্ত্ত বলিয়া স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম জড়রূপে পরিণত হন না। অবিদ্যার বশেই অপরিণামী ব্রহ্ম পরিণতের ন্যায়, চিদ্রূপ ব্রহ্ম জড়রূপে, অদ্বিতীয় সদ্বিতীয়রূপে বিভাত হন। সমস্ত প্রপঞ্চসৃষ্টি অবিদ্যোপাদানা ও স্বপ্নপ্রপঞ্চবৎ। অদ্বিতীয় ব্রহ্মই পারমার্থিক। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। আর ভেদদৃষ্টি অবিদ্যার ফল। অবিদ্যার নাশে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও পরমানন্দাবাপ্তি হয়। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্নভাবে অবস্থিত হয়। জীব নিত্যমুক্ত। কেবল মায়ার বশেই আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে। মায়া বা অবিদ্যার অন্তে জীব ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হয়। কর্ম্ম অজ্ঞানজ। কর্ম্ম মুক্তির সাক্ষাৎকারণ নহে, কিন্তু পরম্পরা কারণ। জ্ঞানই মুক্তির কারণ।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতেও আত্মা এক, ঈশ্বরপদবাচ্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে একই ছিলেন। মায়া ঈশ্বরের শক্তি, মায়াশক্তির বলেই ঈশ্বর সর্ব্বেশ্বর। তিনি ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়াদি দ্বারা অপরামৃষ্ট। শঙ্কর

বলেন মায়া ব্রহ্মের শক্তি নহে, ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিবশেষ। মায়া ব্রহ্মাশ্রিত হইলেও উহা তুচ্ছ।

বিজ্ঞানভিক্ষু মায়াকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে ঈশ্বর সগুণ ও সবিশেষ। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর সশক্তিক হইলেও নির্গুণ। ঈশ্বর তাঁহার অন্তঃস্থ প্রকৃতি পুরুষাদি শক্তির সাহায্যে অন্যোন্য সংযোগবলে মহদাদি সৃষ্টি করেন। মাকড়সা যেমন জাল বিস্তার করে, ঈশ্বরের সৃষ্টিও সেই-রূপ। রাজা যেমন সেবা ও অপরাধের ফল প্রদান করেন, ভগবান্‌ও সেইরূপ কর্ম্মফল প্রদান করেন। ঈশ্বর পুনরায় সমস্ত জীব জগৎ আত্মাতে উপসংহৃত করিয়া অদ্বিতীয়রূপে —একরূপে অবাস্থিত হন। সমুদ্রে তরঙ্গ বুদ্‌বুদাদির ন্যায় সমস্ত জীব জগৎ তাহাতে লীন হয়; সেই অবস্থায় ক্ষণভঙ্গুর, মায়েন্দ্রজাল সদৃশ সমস্ত বিকারজাত বাচারম্ভণ মাত্র থাকে। ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কিছুই থাকে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।" জীবসকল সূর্য্য-কিরণের ন্যায় ব্রহ্মের অংশ। প্রকৃতি, তাহার গুণ ও জীবাদির সত্তাস্ফূর্ত্তি ঈশ্বরের অধীন। প্রকৃতি, গুণ ও জীবাদি স্বাপ্নবস্তুর ন্যায় দৃশ্য। উহাদের স্বতঃসিদ্ধত্ব নাই, সুতরাং পারমার্থিক সত্তা নাই। জীব চৈতন্যাংশে ব্রহ্মের তুল্য, চৈতন্যাংশে কোনও বিলক্ষণতা নাই; সুতরাং ঈশ্বর পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের আত্মা। জীব প্রাণাদির ন্যায় জড়রূপে অনাত্মা। নিখিল বেদান্তবাক্যপ্রতিপাদ্য সেই পরমাত্মা পরং ব্রহ্মকে 'তিনিই আমার আত্মা,—"স ম আত্মেতি", তিনিই আমি'—"সোঽহমিতি"রূপে, মায়া ও জীবাদি হইতে পৃথক্‌রূপে—আত্মারূপে উপলব্ধি করিয়া অবিদ্যাকামকর্ম্মাদির ক্ষয়ে নিখিল দুঃখ হইতে ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করে। জীবন্মুক্তি বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত। জীব ও ব্রহ্মের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অংশাংশিভাবই যুক্তিযুক্ত। আকাশাদির, জীবের বিভুত্ব বা ব্যাপকত্ব নাই। পিতাপুত্রের ন্যায়, জীবব্রহ্মের অবিভাগ। মোক্ষধর্ম্মেও পুরুষ বহু কি এক, এই প্রশ্নে—

"বহবঃ পুরুষা রাজন্ সাংখ্যযোগবিচারিণাম্।
নৈবমিচ্ছন্তি পুরুষমেকং কুরুকুলোদ্বহ ॥"

এই শ্লোকে পুরুষনানাত্ব বিচারবলে স্থাপন করিয়া ব্যাসোক্ত পুরুষবহুত্ব পিতাপুত্রের ন্যায় "অবিভাগ"রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।* শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥"

গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।" "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে" ইত্যাদি। এই অংশাংশিভাব ভেদ প্রতিপাদনের ফল। উৎসর্গ বলে অংশাংশির একরূপতা আছে বলিয়াই জীবের অসংসারিত্ব, বিভুত্ব, সর্ব্বাধারত্ব প্রভৃতি শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভেদাভেদ বিভাগ অবিভাগপর। অদ্বৈতবাদী অভেদবাক্যানুরোধে ভেদবাক্য সকলের ঔপাধিক ভেদপরত্ব কল্পনা করেন, সেইরূপ ভেদবাক্যানুরোধে অভেদ বাক্য সকলের অভেদ-লক্ষণ অভেদপরত্ব নির্ণীত হইতে পারে। অবিরোধ উভয়থা সম্ভব। শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে—"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাক্তিপ্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম।" "নতু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি, ততোঽন্যদ্ বিভক্তম্" (শ্রুতি)।

"অবিভক্তং চ ভূতেষু সবিভক্তমিব স্থিতম্।

* সমাসতস্তু যদ্ব্যাসঃ পুরুষৈকত্বমুক্তবান্।
তত্তাহং সংপ্রবক্ষ্যামি প্রসাদাদমিতৌজসঃ ॥
বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরিষ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকমিতি ॥

ব্যক্তং স এব বাব্যক্তং স এব পুরুষঃ পরঃ ॥" ইত্যাদি।

অবিভাগপরত্ব অঙ্গীকার করিলেও অভেদ শব্দে লক্ষণা হইবে—এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ, "ভিদি বিদারণ ইতি" বিভাগেও "ভিদি" ধাতুর প্রয়োগ আছে যদি বল "তত্ত্বমস্যাদি" অভেদবাক্যের মোক্ষফল শ্রুতি বলিয়াছেন, অভেদজ্ঞানই সম্যগ্-জ্ঞান। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন তাহা বলিতে পার না। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" ইত্যাদি। শ্রুতিই ভেদজ্ঞানের মুক্তিফলত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভেদজ্ঞানে ঈশ্বর হইতে মায়া ও জীবের পৃথক্ত্ব-বিবেক-জ্ঞান জন্মে। সুতরাং অবিদ্যার নিবর্ত্তকরূপে ভেদজ্ঞানের সাক্ষাৎ মোক্ষহেতুত্ব আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্" ইত্যাদি।

"প্রধানপুরুষব্যক্তকালানাং পরমং হি যৎ।
পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥"

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।"

আর অভেদবাক্য সকলের সাক্ষাৎ অবিদ্যা নিবর্ত্তকত্ব অসম্ভব, সুতরাং ঐ বাক্য সকল ব্রহ্মাত্মতা-বোধক বাক্যসকলের শেষভূত।

অভেদ জ্ঞান সাক্ষাৎরূপে "অহংদুঃখী" ইত্যাদি লক্ষণ অবিদ্যার উচ্ছেদ করিতে পারে না। এক আকাশে শব্দ ও তদভাবের ন্যায় এক আত্মাই ভাব ও অভাব অসম্ভব। অতএব বিবেক বাক্যরূপেই ভেদবাক্য সকল বলবান্ এবং তদ্বিরোধিরূপ অভেদ বাক্য সকল অবিভাগপর।

শ্রুতিতে ভেদনিন্দাপর বাক্য সকল আছে। "য এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি"। স্মৃতিও ভেদের নিন্দা করিয়াছেন—

"তস্যাত্মপরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ং হি যৎ।

বিজ্ঞানং পরমার্থোঽসৌ দ্বৈতিনোঽতথ্যদর্শিনঃ ॥"

সুতরাং ভেদনিন্দা আছে বলিয়া শ্রুতির ভেদপরত্ব সম্ভব নহে, ইহাই অদ্বৈতবাদীর আশঙ্কা। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—অভেদবাক্য সকল অবিভাগপর। ভেদনিন্দাবাক্য সকল বিভাগ লক্ষণ ভেদপর। সুতরাং প্রতিপাদ্য বিপরীতের নিন্দাত্বই যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় "মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" এই সকল শ্রুতিবাক্যবলে জড়বর্গের ভেদ নিন্দা থাকায় তাহাদেরও অভেদ পক্ষ অঙ্গীকার করিতে হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

অভেদ জ্ঞানে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থারও অনুপপত্তি হয়। প্রতিবিম্ব বা অবচ্ছেদবাদবলে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ প্রতিবিম্ব তুচ্ছ, এজন্য বন্ধমোক্ষ অনুচিত। অতএব জীব ব্রহ্মের অংশ। বিবেকজ্ঞানে মুক্তি, ঐক্যজ্ঞানে নহে। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ প্রতিবিম্ববাদী। তাঁহাদের মত নিরসন জন্যই বিজ্ঞানভিক্ষুর সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠান কারণ। প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে অবিভক্ত। ব্রহ্ম স্বাবিভক্ত প্রকৃত্যাদির সাক্ষিরূপে উপষ্টম্ভক। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলেও নির্ব্বিকার। প্রকৃতি পুরুষাদিতেও অতি প্রসঙ্গ হইতে পারে না। কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্য সকলের সাক্ষিত্ব অসম্ভব। ভিক্ষু "বিজ্ঞানামৃতভাষ্যে" বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণশ্চ স্বাবিভক্তপ্রকৃত্যাদ্যুপষ্টম্ভকত্বং সাক্ষিতামাত্রেণেতি জগৎকারণত্বেঽপি ন ব্রহ্মণো বিকারিত্বং ন বা প্রকৃতিপুরুষাদিষ্বতিপ্রসঙ্গঃ। সর্গাৎ পূর্ব্বমন্যেষাং সাক্ষিত্বাসম্ভবাৎ।"

অধিষ্ঠান কারণটী কি? তদুত্তরে ভিক্ষু বলিতেছেন—যাহাতে অবিভক্তরূপে অবস্থিত হইয়া যদ্বলে উপষ্টব্ধ হইয়া, উপাদান কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহাই অধিষ্ঠানকারণ। যেমন সৃষ্টির আদিতে জলে অবিভক্ত পার্থিব সূক্ষ্মাংশ সকল (যাহাদিগকে তন্মাত্র

বলা হয়) জলদ্বারা উপষ্টব্ধ হইয়া পৃথিবী আকারে পরিণত হয়, জল মহাপৃথিবীর অধিষ্ঠান কারণ, সেইরূপ ঈশ্বর প্রকৃত্যাদির অধিষ্ঠান কারণ। বিজ্ঞানামৃতভাষ্যে ভিক্ষু বলিয়াছেন—

"তদেবাধিষ্ঠানকারণং যত্রাঽবিভক্তং যেনোপষ্টব্ধং চ সদুপাদান-কারণং কার্য্যাকারেণ পরিণমতে, যথাসর্গাদৌ জলাঽবিভক্তাঃ পার্থিব সূক্ষ্মাংশাস্তন্মাত্রাখ্যাঃ জলেনৈবোপষ্টম্ভাৎ পৃথিব্যাকারেণ পরিণমন্ত ইত্যতো জলং মহাপৃথিব্যা অধিষ্ঠানকারণমিতি।"

ব্রহ্ম জগতের অতিষ্ঠান কারণ, সুতরাং তিনি অবিকারী চিন্মাত্র হইলেও তাঁহাতে জগতের উপাদানত্ব ও অভেদত্ব উপপন্ন। বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলিয়াছেন—"অতএবাবিকারি চিন্মাত্রত্বেঽপি ব্রহ্মণো জগদু-পাদানত্বং জগদভেদশ্চোপপদ্যতে।" বিকারিকারণের মত অধিষ্ঠান কারণেরও উপাদানত্বরূপে ব্যবহার আছে।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ব্রহ্ম জগতের সমবায়ী, অসমবায়ী বা নিমিত্ত কারণ নহে। এই সকল কারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ আধার কারণ। বিকারি কারণ কি? তদুত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—সমবায়সম্বন্ধে যাহাতে অবিভাগ তাহাই বিকারি কারণ। ("সমবায়সম্বন্ধেন যত্রাবিভাগস্তদ্বিকারিকারণম্") এবং যে স্থল "কার্য্যস্য কারণা-বিভাগেনাবিভাগঃ" তাহাই অধিষ্ঠান কারণ। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, অধিষ্ঠান কারণবাদের সহিত বৈশেষিক সাংখ্য প্রভৃতির কোনও বিরোধ নাই। বৈশেষিক ও সাংখ্যবাদী আচার্য্যগণও অধিষ্ঠান কারণের নিমিত্ত কারণতা স্বীকার করেন। যখন সাংখ্য বৈশেষিক প্রভৃতির কারণবাদের সহিত অবিরোধ রক্ষা করা যায়, তখন বিরোধ স্থাপন যুক্তিযুক্ত নহে। ভিক্ষু বলেন—তবে আমরা সমবায়ী অসমবায়ী ও নিমিত্তকারণ হইতে বিলক্ষণ উদাসীন অধিষ্ঠান কারণই অঙ্গীকার করি। তিনি ভাষ্যে বলিতেছেন—"সম্ভবত্যবিরোধে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায়াং বৈশেষিকসাংখ্যয়োরুভয়োপ্যত্রবিরোধানৌচিত্যাদিতি। বৈশেষিকাদিভিরপীদৃশং ব্রহ্মণঃ কারণত্বমিষ্যত এব। পরং তু

তৈরিদমপি নিমিত্তকারণতেতি পরিভাষ্যতে। অস্মাভিস্তু সমবায্যসমবায়িভ্যামুদাসীনং নিমিত্তকারণেভ্যশ্চ বিলক্ষণতয়া চতুর্থমাধারকারণত্বমিতি।" বাস্তবিক এস্থলে বিজ্ঞানভিক্ষু গত্যন্তর না থাকাতে এক অদ্ভুত কারণবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতের সত্যতা রক্ষা করিতে হইবে অথচ ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্বও রক্ষা করিতে হইবে। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া বিজ্ঞানভিক্ষু এক অভিনব কারণবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই কারণবাদে অদ্বৈতবাদের ছায়াও আছে, আর সাংখ্যমতের ছায়াও আছে। অদ্বৈতবাদী বলেন, নিরধিষ্ঠান ভ্রম হইতে পারে না। জগদ্‌ভ্রমের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান জ্ঞান। অবশ্যই জ্ঞানে অজ্ঞান কোনও কালে বা দেশে নাই। ব্রহ্ম মায়িক জগতের অধিষ্ঠান। ভিক্ষু এই অধিষ্ঠানবাদ গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিকে অধিষ্ঠানের আত্মভূত করিয়াছেন। প্রকৃতি অধিষ্ঠানের সহিত অবিভক্ত। অবশ্যই অবিভক্ত অর্থে অভিন্ন নহে। এস্থলে অবিভক্ত শব্দটি ভিক্ষু একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ, তিনি অভেদের অর্থ অবিভাগ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতিকে ব্রহ্মের অবিভক্ত বলিয়া সাংখ্যবাদকে অতিক্রম করিয়াছেন। কারণ, সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বতন্ত্রা। পক্ষান্তরে সাংখ্যমতে পুরুষের ঈক্ষণ বা সাক্ষিত্ব বশে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার চ্যুতি হয় ও গুণের ক্ষোভ হয়। এস্থলেও ভিক্ষু নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে উপষ্টম্ভক বলিয়াছেন। উপষ্টম্ভকত্ব ও সাংখ্যের সাক্ষিত্ব প্রায় একই জিনিষ। ভিক্ষুর মতে ব্রহ্ম শক্তিমান্। শক্তির বিকার অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু শক্তিই স্পন্দন, আর স্পন্দনই বিকার। শক্তি আছে কিন্তু বিকার নাই ইহা অসম্ভব। Latent energyরও আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ আছে। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম Electronএরও স্পন্দন আছে। স্পন্দন থাকিলে নির্ব্বিকারত্ব অসম্ভব। এস্থলে ভিক্ষু সামঞ্জস্য করিতে গিয়া অসঙ্গত মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতের সত্যতা রক্ষা ও ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব স্থাপন অসম্ভব। সাংখ্যের পুরুষ নিমিত্ত কারণ, অসঙ্গ

ও নির্গুণ। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর অধিষ্ঠানকারণ ব্রহ্ম অসঙ্গ ও নির্গুণ নহে। কারণ তিনি প্রকৃতিকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের শক্তিমত্তাই সগুণত্ব। ব্রহ্মের সগুণত্ব যখন ঔপাধিক নহে, তখন ব্রহ্মের বিকারিত্ব অসম্ভাবী। ভিক্ষু বলিতে পারেন, ব্রহ্ম সগুণ হইলেও নির্ব্বিকার। আমরা তদুত্তরে ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিব, সগুণব্রহ্ম কি প্রকারে প্রকৃতির উপষ্টম্ভক? যদি সাক্ষিত্ব-নিবন্ধন উপষ্টম্ভকত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রকৃত্যাদি যখন সৎ, তখন সাক্ষীরও বিকার অবশ্যম্ভাবী; আর যখন ব্রহ্মই প্রকৃতির উপষ্টম্ভক বা বিক্ষোভক, তখন তাঁহারও বিকার অনিবার্য্য। ভিক্ষু প্রকৃতির সাম্যাবস্থা অঙ্গীকার করিয়াছেন। কারণ, তিনি সাংখ্যের প্রকৃতিকেই বেদান্তে ব্রহ্মাশ্রিতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর যদি বলেন, প্রকৃতির সাম্যভাব অঙ্গীকার করেন নাই, তখন প্রকৃতি বিক্ষোভময়ী, ক্রিয়াশালিনী; প্রকৃতি ব্রহ্মাশ্রিতা। ক্রিয়ার ধর্ম্ম—শক্তির ধর্ম্ম এই যে, আশ্রয়কে বিকৃত না করিয়া ক্রিয়া আত্মপ্রকাশলাভ করিতে পারে না। ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতি ব্রহ্মেরও বিক্ষোভ অবশ্যই জন্মাইবে। যদি বলেন, প্রকৃতির সাম্যাবস্থা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—প্রকৃতির সমতার ক্ষোভ কি প্রকারে হইল? সাম্যাবস্থা হইতে কি প্রকারে প্রচ্যুতি ঘটিল? "উভয়তো পাশারজ্জুঃ" ন্যায়ে ভিক্ষু পতিত হইয়া এক অদ্ভুত কারণবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। Syncretist অর্থাৎ সমন্বয়বাদী, দার্শনিকের এরূপ দুরবস্থা অনিবার্য্য।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর চেতন বিশেষ। তিনি তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য চেতনাচেতনরূপস্য প্রতিনিয়ত-দেশকালসংস্থানব্যাপারাদিমতোঽচিন্ত্যরচনাত্মকস্য জায়তেঽস্তিবর্দ্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যেবংরূপং জন্মাদিষট্‌কং যতঃ পরমেশ্বরাদন্তর্লীনপ্রকৃতিপুরুষাদ্যখিলশক্তিকাৎ স্বতশ্চিন্মাত্রাদ্বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্যময়োপাধিকাৎ ক্লেশকর্ম্ম-

বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টাচ্চেতনবিশেষাদ্ ভবতি" ইতি—এস্থলে পাতঞ্জলের "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ"ই বেদান্তের "বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্য মায়োপাধিক" হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। পাতঞ্জলের ঈশ্বর "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ।" বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর ঈশ্বরকে বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। বিদ্যারণ্যের "বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান" ঈশ্বরই বিজ্ঞানভিক্ষুর "বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্য মায়োপাধিক।" বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি। তিনিই বলিয়াছেন—"প্রকৃতিপুরুষাদ্যখিলশক্তিকাৎ।" এখন জিজ্ঞাস্য—বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্য মায়া ও অখিল শক্তি এক কি না। যদি এক হয়, তাহা হইলে মায়াও যেমন উপাধি, প্রকৃতি-পুরুষাদি অখিল শক্তিও তেমনি ঔপাধিক। ঔপাধিক হইলে শক্তি ব্রহ্মের সহিত অবিভক্ত হইতে পারে না, ব্রহ্মের আত্মভূতও হইতে পারে না। পাতঞ্জল ও বেদান্তমতের সমন্বয় করিতে গিয়া ভিক্ষু "ডালখিচুড়ী" পাকাইয়াছেন।

কোনও পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর। পাতঞ্জলের সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের সহিত জীবের কোন সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বর জীবের অন্তর্য্যামী, জীবের পরমাত্মীয়—ইহা পাতঞ্জলের মতে নাই। যে ঈশ্বর উদাসীন, জীবের সহিত যাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই, ভিক্ষু সেই পাতঞ্জলের ঈশ্বরকে বেদান্তের পোষাক পরাইয়াছেন। কারণ, তাঁহার জীব সেই পুরুষবিশেষরূপ ঈশ্বরকে "তিনিই আমার আত্মা" এইরূপ উপাসনা বা ধ্যান করিয়া আত্মভাবে সাক্ষাৎকার করিলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি লাভ করে। অবশ্যই তাঁহার মতে ঈশ্বর অন্তর্য্যামী কি না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। উদাসীনতাও যেন আছে, কেবল জীব ঈশ্বরকে "স ম আত্মেতি" এইরূপ সাক্ষাৎকার করিতে পারিলেই দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে এই মাত্র। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ বেদান্তের পোষাকে সাংখ্যবাদ।

ভিক্ষুর মতে জীব ব্রহ্মের অংশ। মূর্ত্তবস্তুরই অংশ হইতে পারে।

অমূর্ত্ত নিরংশ জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম মূর্ত্ত হইয়া পড়েন। মূর্ত্ত বস্তুর বিকার আছে। বিকার যাহার আছে, তাহা অনিত্য ; সুতরাং ব্রহ্মের অনিত্যতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ভিক্ষুর মতে জীবাত্মার বিভুত্ব প্রভৃতি ঔপচারিক। জীব যখন ব্রহ্মের অংশ, তখন অংশত্ব অবশ্যই নিত্য। জীব যখন ব্রহ্মকে "তিনি আমার আত্মা" বলিয়া জানে, তখন জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে দেখিতে পায়। কারণ, জীব তখন "মায়াজীবাদি বিবেকেন আত্মতয়া" ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে। অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের আত্মা হইলেও জীবাদি হইতে বিবিক্ত। ভিক্ষু যদি বলেন—জীব তখন ব্রহ্মাত্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতিপাদিত জীবের অংশত্ব অনুপপন্ন হয়। আর যদি জীব তখন আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া দেখে, তখন "ব্রহ্মই আমার আত্মা" এই বোধের তাৎপর্য্য কি ? অংশাংশিভাবে জীব আপনাকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বোধ করে, তাহা হইলে "ঈশ্বর আমার আত্মা" এই ভাবের কোনও তাৎপর্য্য থাকে না। অংশ অংশীর সহিত ভিন্ন কি অভিন্ন ? যদি বলেন ভিন্ন, তাহা হইলে "ঈশ্বর আমার আত্মা" ইহার সার্থকতা কোথায় ? আর যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে জীবের অণুত্ব অনুপপন্ন, জীবের বিভুত্বই পারমার্থিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিক্ষু ভেদাভেদবাদী। তিনি ভাষ্যে বলিয়াছেন—"যশ্চ স্বতো মায়া তদ্‌গুণ জীবাদিভ্যো ভিন্নাভিন্নো জীবাবিলক্ষণচিন্মাত্রোঽপি ন তেষাং দোষৈঃ কদাপি লিপ্যতে।"

এস্থলে ভিক্ষু ভাস্করীয় মতের কতকটা অনুসরণ করিয়াছেন। ভাস্কর ভেদাভেদবাদী। ভেদাভেদবাদ অযৌক্তিক। "ঈশ্বর জীবের আত্মা" এই মতে নিম্বার্ক-মতের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্বার্কও ভেদাভেদবাদী। ভিক্ষু সকল মতের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া অস্বাভাবিকতার উদ্ভব করিয়াছেন।

সাধন সম্বন্ধে ভিক্ষু জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়বাদী। তিনি বলেন—

"কর্ম্মবিশিষ্টস্য জ্ঞানস্য মোক্ষসাধনত্বম্।" শ্রুতি বলিয়াছেন—"আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" ইত্যাদি। এ স্থলে বিদ্বানের—আত্মারামেরও ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতিও কর্ম্মবিশিষ্ট জ্ঞানের মোক্ষসাধনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥
(ঈশোপনিষদ্)
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥১১॥ ইত্যাদি।

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—

"জ্ঞানিনাঽজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণম্।
তাবদ্বর্ণাশ্রমপ্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্মমুক্তয়ে ॥
জ্ঞানেনৈব সহৈতানি নিত্যকর্ম্মাণি কুর্ব্বতঃ।
নিবৃত্তফলতৃপ্তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা ॥

সুতরাং কর্ম্মযুক্তজ্ঞানই মোক্ষের সাধন। এ বিষয়ে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সহিত বিজ্ঞানভিক্ষুর মতসাদৃশ্য আছে; কিন্তু শঙ্করের সহিত নাই। শঙ্করের মতে জ্ঞানই মোক্ষের হেতু। তিনি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ের বিরোধী। কর্ম্ম পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের সাধন। শঙ্করের মতবাদ খণ্ডনের জন্য বিজ্ঞানভিক্ষু ব্রহ্মসূত্রের ১।১।১ সূত্রের ভাষ্যে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি শ্রৌত, স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক বাক্য উদ্ধার করিয়া শাঙ্করমত নিরসনের জন্য সচেষ্ট।

মুক্তি সম্বন্ধে ভিক্ষু বলেন—ঈশ্বরের সহিত একীভাব প্রাপ্তি মুক্তি নহে। মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরের সমান শক্তিও হয় না। মুক্তপুরুষের ঈশ্বরের সমান ভোগ হয়। ঈশ্বরসাযুজ্য অর্থে একরূপ ভোগ। ঈশ্বরও মুক্তপুরুষের ভোগ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।" "স যথৈতাং

দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি এবং হৈনং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি তেন এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তীত্যাদি।" এস্থলে শ্রুতি বিদ্বানের পরমেশ্বরের সহিত সমান ভোগ মাত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং মহদাদি সৃষ্টিতেও মুক্তপুরুষের অধিকার নাই, সেই শক্তি কেবল ঈশ্বরের। ভিক্ষু বলেন—"ইত্যাদি শ্রুতৌ পরমেশ্বরেণ সহ তদ্বিদুষাং ভোগমাত্রং সমানং শ্রূয়তে অনেন চ লিঙ্গেনানুমীয়তে মহদাদিসৃষ্টৌ তস্য শক্তির্নাস্তি কিং তু পরমেশ্বরস্যৈবেতীত্যর্থঃ।" সাযুজ্য অর্থ কি? ভিক্ষু বলিয়াছেন—"সাযুজ্যং চোপাস্যে প্রবিশ্য তেন সহৈকীভাবেনৈকরূপভোগ ইতি।" অর্থাৎ সাযুজ্য অর্থে উপাস্য বস্তুতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত একভাবে অবস্থিত হইয়া একরূপ ভোগ। ভিক্ষুর মতে যাহারা কার্য্যব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের অপুনরাবৃত্তি ঔৎসার্গিকী এবং যাহারা কারণব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের অপুনরাবৃত্তি নিয়তা। তিনি বলিতেছেন—"অত্র চায়ং বিশেষঃ। কার্য্যব্রহ্মণি গতানামপুনরাবৃত্তিরৌৎসার্গিকী কারণব্রহ্মণি গতানাং চাপুনরাবৃত্তি-র্নিয়তা।" জীবন্মুক্তি বিজ্ঞানভিক্ষুর সম্মত।

ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রাধিকার—এ সম্বন্ধে ভিক্ষু অন্যান্য আচার্য্যগণের সহিত একমত। তাঁহার মতেও ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই। তবে বিদুর প্রভৃতির যে জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহার কারণ জ্ঞানের ঐকান্তিক ফলত্ব। তিনি বলেন—"অতো বিদুরাদীনাং পুরাণাদে-র্ব্রহ্মজ্ঞানমৈহিকাধ্যয়নসাধ্যমপি স্বীকর্ত্তুং শক্যতে।" শূদ্রাদির মন্দবুদ্ধির জন্য, অথবা বিপরীত বুঝিতে পারে এইজন্য অথবা যজ্ঞাদিতে অনধিকার নিবন্ধন বেদ শ্রবণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে ভিক্ষু শঙ্করকে কতক পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছেন।

মন্তব্য

বিজ্ঞানভিক্ষু সমন্বয়বাদ স্থাপন করিতে গিয়া অনেক বিষয়েই অযৌক্তিকতার পরিচয় দিয়াছেন। দার্শনিকরাজ্যে সমন্বয়বাদ (Syncretism) দোষের। জর্ম্মন্‌দেশেও ক্যাণ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে একদল সমন্বয়বাদী ছিলেন। সমন্বয়বাদর প্রধান দোষ, যৌক্তিকতা থাকে না। পরস্পরবিরোধী ও বিপরীত দার্শনিক মতের সমন্বয় অসম্ভব। আর একদল দার্শনিক আছেন যাঁহারা চয়নবাদের বা সংগ্রহবাদের (Eclecticism) পক্ষপাতী। এই উভয়বাদীরই দার্শনিকতার অভাব। গ্রীসদেশে একদল চয়নবাদী দার্শনিক ছিলেন। ধর্ম্মে ও দর্শনে চয়নবাদ অত্যন্ত অস্বাভাবিক। বঙ্গদেশেও নববিধান ব্রাহ্মসমাজ চয়নবাদী। আমাদের মনে হয় ধর্ম্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে চয়নবাদে প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না। যুক্তিরও অভাব দৃষ্ট হয়। সামঞ্জস্য রক্ষাও অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বিজ্ঞানভিক্ষু দ্বৈতবাদী। ইঁহার মতবাদকে ভেদাভেদবাদও বলা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, ভিক্ষুর মতবাদ বেদান্তের আবরণে সাংখ্যবাদ।

ষোড়শ শতাব্দীর উপসংহার

এই শতাব্দী কেবল টীকার যুগ নহে। দার্শনিকক্ষেত্রে সুচিন্তিত গ্রন্থও যথেষ্ট রচিত হইয়াছে। শাঙ্করদর্শন হিমালয়ের ন্যায় শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী আক্রমণ সহ্য করিয়া আপনার মহামহিমায় বিরাজিত। এই শতাব্দীতে বিজ্ঞানভিক্ষু নব মতের উদ্ভাবনা করিয়া

আবার আক্রমণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। পৃথিবীর মধ্যে শাঙ্করদর্শনের ন্যায় কোনও দর্শন এত আক্রমণ সহ্য করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঔপনিষদিক আত্মজ্ঞান শঙ্করের অমর লেখনীর অমরভাষায় সজীব জাগ্রত হইয়াছে। ঔপনিষদিক আত্মজ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে ইহা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ স্পর্শ করে। হৃদয়ের নীরব প্রদেশে আত্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি। আত্মজ্ঞানই জীবের স্বরূপ, তাই উপনিষদের আত্মজ্ঞানের ভাব ও ভাষা "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।"

শাঙ্করদর্শন অনুভবের বস্তু বলিয়াই এত আক্রমণ সহ্য করিয়াও অক্ষুণ্ণ প্রতাপে আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে অদ্বৈতবাদের প্রসার ও প্রচার পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতাব্দী হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্শনিকক্ষেত্রে শত্রুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে, এজন্য আত্মরক্ষার উপযোগী দার্শনিক অস্ত্রও সংগৃহীত হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে কেবল দার্শনিকক্ষেত্রে নহে পরন্তু সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই এই পুনরুত্থান লক্ষিত হয়। কাব্য, নাটক, চম্পূ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও দর্শন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েরই অভ্যুদয় হইয়াছে। অপ্পয়দীক্ষিতের সমসাময়িক পণ্ডিতগণের আবির্ভাবে কাব্য নাটক অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ভট্টোজির প্রতিভায় ব্যাকরণের প্রসার ও প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্শনিক-ক্ষেত্রে নৃসিংহাশ্রম, নীলকণ্ঠ দীক্ষিত, বিজ্ঞানভিক্ষু, ব্যাসরাজ প্রভৃতির আবির্ভাব বেশ স্মরণীয় ঘটনা। সাহিত্যের এরূপ সর্ব্বতোমুখ বিকাশ অন্যান্য শতাব্দীতে পরিলক্ষিত হয় না। পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় সংস্কৃত সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়, ইহা ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যিক পুনরুত্থান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত নাই। সম্রাট্ আকবর প্রভৃতির রাজ্যকালে কেবল শাসন শৃঙ্খলা প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক উত্থানের (Revival) বিবরণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ইতিহাস সমুদয় নীরব।

বাস্তবিক আমাদের দেশে নূতন করিয়া ইতিহাস লিখা নিতান্ত প্রয়োজন। জাতির জীবনের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। জাতি আপনার ইতিহাস ভুলিতে পারে না। একবার ক্ষণেকের জন্য ভুলিলেও সেই পূর্ব্বতন স্মৃতি কোনও রূপে উদ্‌বুদ্ধ হইলেই জাতি আপনার প্রতিষ্ঠা স্মরণ করে। ইতিহাস জাতির জীবন। দৈনন্দিন ঘটনা যেমন ব্যক্তির জীবনের অংশ, সমস্ত ঘটনাগুলি প্রকাশিত করিলেই ব্যক্তির জীবন-চরিত রচিত হয়; ইতিহাসও সেইরূপ জাতির জীবন। ইতিহাস সত্যে প্রতিষ্ঠিত। জাতির জীবন এক মহাযজ্ঞ। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। সত্যহীন ইতিহাস হইতে পারে না। অঙ্গহীন যজ্ঞ যজ্ঞই নহে। আমাদের জাতীয় ইতিহাস অঙ্গহীন। কারণ, জাতীয় জীবনের সকল অংশ ইতিহাসে প্রতিফলিত হয় নাই। সুতরাং নূতন করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা শিক্ষা পাইয়াছি মুসলমান শাসনকালে কেবল অনাচার অত্যাচারই হইয়াছে। মোগল সম্রাট্‌গণের সময় হিন্দু পণ্ডিত 'পণ্ডিতরাজ' উপাধি পাইয়াছে, হিন্দু পণ্ডিত মুসলমানের জীবন-চরিত লিখিয়াছে, মোগল সম্রাটের আশ্রয়ে পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের বিকাশসাধন করিয়াছে—"দিল্লীবল্লভপাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ" ইহা বলিয়া পণ্ডিতরাজ দিল্লী সম্রাট্‌গণের বিদ্যোৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন।

মুসলমান-শাসনকালেই কবীরপন্থীর হিন্দী ভাষায় সুরসাগর, ভক্তমাল, ছত্র-প্রকাশ, সৎসইয়া প্রভৃতি গ্রন্থ; মহারাষ্ট্র ভাষায় জ্ঞানেশ্বরী, অভঙ্গ, বাক্‌হার; নানকপন্থীর গুরুমুখী ভাষায় গ্রন্থসাহেব, ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চরিতামৃত প্রভৃতি বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কবীর, নানক প্রভৃতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তখন পাঠানশাসন একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। সুতরাং কেবল মোগলশাসন সময়ে নহে, পাঠানশাসন সময়েও সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে। যে সকল ইতিহাস কেবল মুসলমান

সময়ের অত্যাচারকাহিনী বর্ণনা করে, তাহা মিথ্যা ও অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। জাতিকে জাগ্রত করিতে হইলে জতির ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিতে হইবে।

যাহা হউক, ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্যের সর্ব্বতোমুখ প্রসার হইয়াছে, আর দার্শনিক প্রতিভারও স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। এই শতাব্দীর আচার্য্যগণের মধ্যে মৌলিকতা দেখা যায়, কেবল পল্লব-গ্রাহিতায় এবং তথাকথিত পাণ্ডিত্যেই পর্য্যবসিত নহে।

বিজ্ঞানভিক্ষুর আবির্ভাবে সাংখ্য-দর্শনেরও প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহার বিরচিত ভাষ্য প্রভৃতির প্রচারে সাংখ্যমত নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। অবশ্যই তৎপ্রণীত "প্রবচন-ভাষ্য" বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবিত। নিরীশ্বর সাংখ্যবাদকে সেশ্বর করিবার চেষ্টা তাঁহাতেই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, সাংখ্যশাস্ত্রে জীবতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং বেদান্তে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সাংখ্যাদি শাস্ত্রেরও তাৎপর্য্য ব্রহ্ম। তিনি বিজ্ঞানামৃতভাষ্যের উপসংহারে লিখিয়াছেন—"ইদং শাস্ত্রং জীবনিরূপণপরং ন ভবতি। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি পরব্রহ্ম-বিচারস্যৈব প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ অন্তে চ পরব্রহ্মণ্যেবোপসংহারাৎ—উপক্রমোপসংহারাভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্ অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনিশ্চয়ে। ইতি সর্ব্বসম্মতানাং তাৎপর্য্য-গ্রাহকলিঙ্গানামত্র দর্শনাৎ ব্রহ্মশেষতয়ৈব সাংখ্যাদিশাস্ত্রেরেব জীবতত্ত্বস্য নিরূপিতত্বাৎ।"

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ বেদান্তের আবরণে সাংখ্য। ইহাও অবশ্য বেদান্তের প্রভাবের নিদর্শন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে যেমন মহাযানিক বৌদ্ধবাদ বৈদান্তিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, ষোড়শ শতাব্দীও তেমনই সাংখ্যবাদ বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর উপক্রমণিকা

সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্রন্থরচনার বিরতি নাই, স্বপ্রতিষ্ঠার জন্য সকল মতই ব্যস্ত। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যাসরাজ স্বামী যে সময় ঘোষণা করেন, সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া সেই সময় দার্শনিক ক্ষেত্রে প্রতিহত প্রভাবে চলিয়াছে। এই শতাব্দীতেও মৌলিকতা ও প্রচারপ্রবণতা আছে।

এই শতাব্দীতেই আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর অতিমানুষ প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। এই শতাব্দীতে মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গির, সাজাহান ও আরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ়। এই সময় মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে। শিবাজীর রাজনৈতিক প্রতিভায় মহারাষ্ট্র-রাজ্য সংস্থাপিত হইল। উত্তর-ভারত শিখগুরু গোবিন্দের (১৬৭৫) নেতৃত্বে সামরিক জাতিতে পরিণত হইল। রাজপুতনায় রাজসিংহ আপন কুলমর্য্যাদারক্ষণে বদ্ধপরিকর। মোগল সাম্রাজ্য উন্নতির শিখরে উঠিয়া পতনোন্মুখ হইতেছে; সুবৃহৎ সাম্রাজ্য খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইবার সূচনা হইয়াছে। বিক্ষিপ্ততা (Disintegration) রাজনৈতিক ইতিহাসে সুব্যক্ত। দার্শনিক ইতিহাসেও বিক্ষিপ্ততা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ক্রমশঃ শার্ত্তমতের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। রাজনৈতিক অবস্থা জাতির জীবনে প্রতিফলিত হয়। ইহাই ঐতিহাসিক নিয়ম। ভারতের রাজনীতিও ভারতের সাহিত্যিক জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে; ইহাই স্বাভাবিক।

অদ্বৈতবাদী আপন প্রতিষ্ঠা রক্ষায় ব্যস্ত। পক্ষান্তরে দ্বৈতবাদীর আক্রমণের বিরতি নাই। দার্শনিক আক্রমণের ফলে চিন্তার প্রসার হইলেও, সামাজিক ক্ষতি হইয়াছে, পরস্পর বিদ্বেষের মাত্রা বৃদ্ধি

পাইয়াছে। জাতি যতক্ষণ উদার থাকে, ততক্ষণ বিচার-যুদ্ধ করিলেও সঙ্কীর্ণ গণ্ডি দিয়া মতবাদের পীড়নে সামাজিক শত্রুতার সৃষ্টি করে না। ষোড়শ শতাব্দীতেও সামাজিক জীবনে বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তের আদান প্রদান চলিয়াছে, কিন্তু বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে সামাজিক জীবনে ব্যবধানের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা জাতির জীবনের চিহ্ন নহে, পরন্তু মৃত্যুরই চিহ্ন। জীবনের ধর্ম্ম ঐককেন্দ্রিক সংবদ্ধতা। সুস্থশরীরের ধর্ম্ম—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সংহতভাবে অবস্থান, সুস্থ মনের ধর্ম্ম—বৃত্তিনিচয়ের অবিক্ষোভ। পরিপূর্ণতা-সম্পাদনই (Integration) জীবনের চিহ্ন। যখন খণ্ডতা, বিক্ষেপ আরম্ভ হয়, জাতির পতনের সূত্রপাত তখনই হয়। সংগঠন জীবনের চিহ্ন, আর বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু-স্বরূপ।

সপ্তদশ শতাব্দীর বিশেষ ঘটনা আচার্য্য মধুসূদনের আবির্ভাব। দার্শনিকরূপে মধুসূদনের স্থান অতি উচ্চে। শ্রীহর্ষ মিশ্রের খণ্ডনখণ্ড-খাদ্য, চিৎসুখাচার্য্যের তত্ত্বপ্রদীপিকা যেরূপ প্রমেয়বহুল, মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধিও তেমনই। এই শতাব্দীতেও অদ্বৈতবাদী আচার্য্যের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। কেবল মধ্বমতে ব্যাসরাজ আচার্য্য ও রাঘবেন্দ্র স্বামী এবং রামানুজ মতে যতীন্দ্রমতদীপিকাকার শ্রীনিবাস ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কোনও আচার্য্যের আবির্ভাব হয় নাই।

আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী

অদ্বৈতবাদ—শাঙ্করদর্শন

(১৭শ শতাব্দী)

আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর শিষ্য। তিনি তৎকৃত "অদ্বৈততত্ত্বরক্ষণ" নামক প্রবন্ধের সমাপ্তিতে বিশ্বেশ্বর ও স্বীয় গুরুকে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়া পুস্তকখানি বিশ্বেশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন। *

মধুসূদন সন্ন্যাসী। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান বঙ্গদেশে। প্রবাদ তিনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদনের জন্মভূমি যে স্থানেই হউক না কেন, তিনি যে বঙ্গদেশবাসী ছিলেন তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। মধুসূদন বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপ। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ মনীষী যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য। মধুসূদন কৈশোরে ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া কৃতী হন। লোক-প্রবাদ এইরূপ যে তিনি ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া কাশীতে গমন করেন। তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সহিত বিচারে পরাভূত হন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। কাশীতে দণ্ডীস্বামী পূজ্যপাদ বিশ্বেশ্বর সরস্বতী চতুঃষষ্টি ঘাটের নিকটে কোনও মঠে অবস্থিতি করিতেন। তিনি মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করেন। মধুসূদন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, উভয়ের বিচারেই হউক কিম্বা বিশ্বেশ্বরের উপদেশেই হউক মধুসূদন দণ্ড্যাশ্রম-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মধুসূদনের প্রভাব প্রতিপত্তিতে

---

* অদ্বৈতরত্নমেতত্তু শ্রীবিশ্বেশ্বরপাদয়োঃ।
সমর্পিতমথৈতেন প্রীয়তাং স দয়ানিধিঃ॥

অদ্বৈতবাদ প্রবল হইতে প্রবলতর হয়। কাহারও কাহারও মতে মধুসূদন সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক। আমাদের মনে হয়, ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। আকবর (১৫৫৬—১৬০৫ খৃঃ অব্দ) ও অপ্পয়দীক্ষিত সমসাময়িক। অদ্বৈতসিদ্ধিতে মধুসূদন পরিমলকার অপ্পয়দীক্ষিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতসিদ্ধিতে লিখিয়াছেন—"সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রৈর্ভামতীকারকল্পতরুকারপরিমলকারৈরিতি"। মধুসূদন সম্ভবতঃ দীক্ষিতের অব্যবহিত পরেই আবির্ভূত হন। আমাদের মনে হয় তিনি সম্রাট্ শাহজাহানের সমসাময়িক। মধুসূদন ব্যাসরাজ স্বামীর "ন্যায়ামৃত" নামক প্রবন্ধ খণ্ডন করেন। প্রবাদ আছে যে ব্যাসরাজের আদেশে ব্যাসরামাচার্য্য মধুসূদনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং মধুসূদনের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পুনর্ব্বার মধুসূদনেরই মত খণ্ডন মানসে "তরঙ্গিণী" রচনা করেন। এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়াই বোধ হয়। মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি রচনার সময় ব্যাসরাজ বৃদ্ধ। তাঁহার পক্ষে স্বীয় শিষ্যকে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মধুসূদনের নিকট প্রেরণ স্বাভাবিক। ব্যাসরামাচার্য্য "তরঙ্গিণী" রচনা করিয়া মধুসূদনকে অর্পণ করেন। ইহাতে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি বিরক্ত হইয়া এই তরঙ্গিণীর মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে "লঘুচন্দ্রিকা" প্রণয়ন করেন।

মধুসূদন সরস্বতী পূজ্যপাদ মাধব সরস্বতীর নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অদ্বৈতসিদ্ধির পরিসমাপ্তি (Colophon) শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন—

শ্রীমাধবসরস্বত্যো জয়ন্তি যমিনাং বরাঃ।
বয়ং যেষাং প্রসাদেন শাস্ত্রার্থে পরিনিষ্ঠিতাঃ॥

তৎকৃত "গূঢ়ার্থদীপিকা" নামক গীতার টীকার সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—

শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাং প্রসাদমাসাদ্য ময়া গুরূণাম্।
ব্যাখ্যানমেতদ্বিহিতং সুবোধং সমর্পিতং তচ্চরণাম্বুজেষু॥

এতদ্দৃষ্টে মনে হয় যে, মাধব সরস্বতীর নিকটেই তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং বিশ্বেশ্বর সরস্বতী তাঁহার দীক্ষাগুরু ; কারণ, "সিদ্ধান্তবিন্দু" নামক গ্রন্থে "বিশ্বেশ্বর সরস্বতীকেই" তিনি গুরুরূপে নমস্কার করিয়াছেন। * রামানন্দ স্বামী তাঁহার পরম গুরু, বিশ্বেশ্বর গুরু এবং মাধব বিদ্যাগুরু ছিলেন।

মধুসূদনের বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বত্রই প্রকট। তৎপ্রণীত গীতার ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্রই তিনি বিষ্ণুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গীতা ব্যাখ্যার পরিসমাপ্তি শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন—

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখারবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতেও বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়াছেন। † আর নিষ্কামভাবও মধুসূদনে বেশ পরিস্ফুট।

---

* শ্রীশঙ্করাচার্য্যনবাবতারং বিশ্বেশ্বরং বিশ্বগুরুং প্রণম্য।
বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণালসানাং বোধায় কুর্ব্বে কমপি প্রযত্নম্॥

† অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—
মায়াকল্পিতমাতৃতা মুখমৃষাদ্বৈতপ্রপঞ্চাশ্রয়ঃ
সত্যজ্ঞানসুখাত্মকঃ শ্রুতিশিখোত্থাখণ্ডধীগোচরঃ।
মিথ্যাবন্ধবিধূননেন পরমানন্দৈকতানাত্মকং
মোক্ষং প্রাপ্ত ইব স্বয়ং বিজয়তে বিষ্ণুবিকল্পোজ্ঝিতঃ॥

সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—
যো লক্ষ্ম্যা নিখিলানুপেক্ষ্য বিবুধানেকো বৃতঃ স্বেচ্ছয়া
যঃ সর্ব্বান্ স্মৃতমাত্র এব সততং সর্ব্বাত্মনা রক্ষতি।
যশ্চক্রেণ নিকৃত্য নক্রমকরোন্মুক্তং মহাকুঞ্জরং
দ্বেষেণাপি দদাতি যো নিজপদং তস্মৈ নমো বিষ্ণবে॥

গ্রন্থ রচনা করিয়া কোনও অভিমান নাই, সমস্তই শ্রীভগবানে অর্পিত। অদ্বৈতসিদ্ধির সমাপ্তিতে তিনি লিখিয়াছেন—

কুতর্কগরলাকুলং ভিবৰ্জিতুং মনো দুর্ধিয়াং
ময়ায়মুদিতো মুদা বিষঘাতিমন্ত্রো মহান্।
অনেন সকলাপদাং বিঘটনেন যত্নেঽভবৎ
পরং সুকৃতমর্পিতং তদখিলেশ্বরে শ্রীপতৌ ॥
গ্রন্থস্যৈতস্য যঃ কর্তা ভূয়তাং বা স নিন্দ্যতাম্।
ময়ি নাস্ত্যেব কর্তৃত্বমনন্তানুভবাত্মনি ॥

হৃদয়ের উদারতায়, ভক্তির প্রবলতায় ও জ্ঞানের প্রসারতায় মধুসূদনের গ্রন্থরাজি পরিপূর্ণ। জীবনের সাধনার সহিত মিলাইয়া যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাহার ভাব প্রাণস্পর্শী হইবেই। মধুসূদনের জীবনের সাধনা তাঁহার গ্রন্থে অভিব্যক্ত; সুতরাং নিষ্কামভাব সর্বত্রই থাকিবে। তিনি মহাজ্ঞানী ছিলেন। শিব ও বিষ্ণুতে তিনি কোন প্রভেদ দেখিতে পান নাই, তাই মহিম্নঃস্তোত্রের শিবপর ও বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা করিয়া অপূর্ব্ব কৃতিত্বের ও জ্ঞানগাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

মধুসূদন আচার্য্য শঙ্কর কৃত "দশশ্লোকী"র উপর "সিদ্ধান্তবিন্দু" নামক নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী এই সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর "রত্নাবলী" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। সিদ্ধান্তবিন্দু অদ্বৈতসিদ্ধির পূর্ব্বে রচিত হয়। কারণ, অদ্বৈতসিদ্ধিতে সিদ্ধান্তবিন্দুর নামোল্লেখ আছে।* অদ্বৈতসিদ্ধি, গীতার টীকা গূঢ়ার্থদীপিকা সংক্ষেপশারীরকের ব্যাখ্যা, অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, বেদান্তকল্পলতিকা, প্রস্থানভেদ, মহিম্নঃস্তোত্রের শিবপর ও বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রবন্ধ আচার্য্য মধুসূদনের অক্ষয় কীর্ত্তি। অদ্বৈতসিদ্ধির ন্যায় প্রমেয়বহুল গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ-নিচয়ের মধ্যে অতি বিরল।

---

* "বিস্তরেণ ব্যুৎপাদিতাস্মাভিরিয়ং প্রক্রিয়া সিদ্ধান্তবিন্দৌ।"
(অদ্বৈতসিদ্ধি—নিঃ সাগর সং, ১৯০৭ খৃঃ, ৪২০ পৃষ্ঠা)

শ্রীহর্ষের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" ও চিৎসুখের "তত্ত্বপ্রদীপিকা" হইতেও কোন কোন অংশে মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধিতে বিচারকৌশল সমধিক দৃষ্ট হয়। অবশ্যই মধুসূদন চিৎসুখাচার্য্য ও শ্রীহর্ষমিশ্রকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থ দ্বৈতবাদীর আক্রমণে খণ্ডিত হওয়ায় তিনি অদ্বৈতসিদ্ধি প্রণয়ন করেন। সুতরাং পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের গ্রন্থে যে সকল যুক্তি উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহাও তিনি অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি লিখিয়াছেন। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধি সকল গ্রন্থ হইতেই প্রমেয়বহুল। আচার্য্য মধুসূদনের পরেই অদ্বৈতবাদীর মৌলিকতা প্রায় অবসান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি যুগপ্রবর্ত্তক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বেশ প্রতিভাত হয় যে, অদ্বৈতবাদ সমালোচনার আঘাতে (In the light of adverse criticism) নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন আচার্য্যগণের গ্রন্থে শ্রুতি-প্রামাণ্য সমধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মধুসূদন অনুমান প্রমাণ বলে জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ে যেরূপ কৃতিত্ব অদ্বৈতসিদ্ধিতে দেখাইয়াছেন, এরূপ আর কোনও গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

মধুসূদনের বিদ্যাবত্তা অপরিসীম, হৃদয়ের প্রসারতাও অতুলনীয়। তিনি একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত। এরূপ শাস্ত্রের মীমাংসক অতি বিরল। গীতার প্রারম্ভে ও প্রস্থানভেদে যেরূপ ভাবে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রতিভার দ্যোতক। মধুসূদন বেদান্ত-রাজ্যের সার্ব্বভৌম, চিন্তাশীলের চক্রবর্ত্তী, মীমাংসকের শিরোমণি। তাঁহাকে জঠরে ধারণ করিয়া বঙ্গভূমি রত্নগর্ভা।

বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে তাহার জাতীয় ইতিহাসে মধুসূদনের নাম বা স্থান নাই! এরূপ দার্শনিকের স্থান যে দেশের ইতিহাসে নাই, তাহার ইতিহাসকে কি বলিব বুঝি না। অন্য দেশে মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভার বিকাশ হইলে তদ্দেশবাসী তাঁহার জন্য গর্ব্বানুভব

করিত। বোধ হয় বঙ্গদেশে মধুসূদনের নামও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি জানেন না। ইহাই আধুনিক শিক্ষার পরিণাম। আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষা জাতীয়তা-বিহীন, অন্তঃসারশূন্য ও হৃদয়শূন্য। মধুসূদনের স্মৃতি দেশে জাগরূক থাকা আবশ্যক।

মধুসূদন সরস্বতীর গ্রন্থের বিবরণ

১। **সিদ্ধান্তবিন্দু**—ইহা শঙ্করাচার্য্য-কৃত "দশশ্লোকীর" ব্যাখ্যা সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী 'রত্নাবলী' নামক নিবন্ধ রচনা করেন। সিদ্ধান্তবিন্দুতে মধুসূদন বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর তৎকৃত দশশ্লোকীতে বেদান্তের স্বারসিক সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছেন। মধুসূদন বিচার-জাল বিস্তার করিয়া সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত করিয়াছেন। রত্নাবলী সহিত সিদ্ধান্তবিন্দু কুম্ভঘোণ শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

২। **সংক্ষেপশারীরকের ব্যাখ্যা**—ইহা সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনির বিরচিত সংক্ষেপশারীরকের টীকা। এই গ্রন্থের প্রারম্ভেও মধুসূদনের কৃষ্ণভক্তি প্রকট। তিনি লিখিয়াছেন—

> "সত্যং জ্ঞানমনন্তমদ্বয়সুখং যদ্‌ব্রহ্ম গত্বা গুরুং
> মত্বা লব্ধসমাধিভির্মুনিবরৈর্মোক্ষায় সাক্ষাৎকৃতম্।
> জাতং নন্দতপোবনাত্তদখিলানন্দায় বৃন্দাবনে
> বেণুং বাদয়দিন্দুসুন্দরমুখং বন্দেঽরবিন্দেক্ষণম্॥"

তিনি যে সম্প্রদায়ানুসারে নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহাও এই নিবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—"পূর্ব্বাচার্য্যবচো বিচার্য্য নিখিলং সৎসম্প্রদায়াধ্বনা * * * কুর্ব্বে সম্প্রতি সারসংগ্রহমিমং সংক্ষেপ-

শারীরকে।” সংক্ষেপশারীরকের ব্যাখ্যা ১৯৪৪ সম্বৎ অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে গোবিন্দ দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। **অদ্বৈতসিদ্ধি**—ইহা প্রমেয়বহুল অতি প্রৌঢ় নিবন্ধ। গ্রন্থখানি অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদনপর। চারি পরিচ্ছেদে ইহা সম্পূর্ণ। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রতিপাদ্য বিষয় ৫২টী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৩৪টী, তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৮টী ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৬টী প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ইহার উপর “লঘুচন্দ্রিকা” নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। “দৃশ্যত্বহেতূপপত্তি” অধিকরণ পর্য্যন্ত বলভদ্র-প্রণীত “সিদ্ধিব্যাখ্যা” নামক টীকা আছে। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর টীকা “লঘুচন্দ্রিকা”র উপর “বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়ী” নামক এক টীকা আছে। এই টীকায় “দৃশ্যত্বহেতূপপত্তি” অধিকরণের কতকাংশ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গৌড়ব্রহ্মানন্দী লঘুচন্দ্রিকা টীকা অতি প্রামাণিক। লঘুচন্দ্রিকা সহ অদ্বৈতসিদ্ধি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কুম্ভঘোণ শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে হরিহর শাস্ত্রীর সম্পাদনায় অদ্বৈত-মঞ্জরী সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে পণ্ডিতপ্রবর অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় সিদ্ধি-ব্যাখ্যা, গৌড়ব্রহ্মানন্দী লঘুচন্দ্রিকা ও বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়ী সহ অদ্বৈতসিদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণ অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে। এই সংস্করণের অন্য বিশেষত্ব—অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহোদয় ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ স্বামীর মত, অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদনের মত, তরঙ্গিণীকার রামাচার্য্যের মত ও লঘুচন্দ্রিকাকার ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর মত তুলনা করিয়া “চতুর্গ্রন্থোপস্কৃতা” নামক প্রবন্ধ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাতে এই সংস্করণ আরও মূল্যবান্ হইয়াছে। কলিকাতা লোটাস্ লাইব্রেরীও অদ্বৈতসিদ্ধির এক সংস্করণ প্রকাশ করিতেছিলেন।

৪। **অদ্বৈতরত্নরক্ষণ**—ইহা একখানি অনতিসংক্ষিপ্ত বৈদান্তিক প্রবন্ধ (Monograph)। ইহাতে দ্বৈতবাদ নিরাস করিয়া অদ্বৈতবাদ

স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। বেদান্তকল্পলতিকা—এইখানিও বৈদান্তিক প্রবন্ধ। এখন পর্য্যন্ত বোধহয় ইহা প্রকাশিত হয় নাই। এই প্রবন্ধ অদ্বৈতসিদ্ধির পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে। কারণ, অদ্বৈতসিদ্ধিতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।*

৬। গূঢ়ার্থদীপিকা—ইহা গীতার ব্যাখ্যা। শ্রীমদ্ভগবদগীতার এমন সুন্দর ব্যাখ্যা আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এমন কি ইহাতে "চ" "বা" "তু" প্রভৃতি অব্যয় শব্দগুলিরও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; কিন্তু স্থলবিশেষে মধুসূদন শাঙ্করভাষ্য অতিক্রম করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য সেই সকল স্থল ধনপতি সূরি তৎকৃত "ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা"য় উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করতঃ শাঙ্করভাষ্যের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন। মধুসূদনের ব্যাখ্যা একটু ভক্তিবাদের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। গূঢ়ার্থদীপিকা গীতার নানাবিধ সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা দামোদর মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ, প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীর সংস্করণ প্রভৃতিতে এই টীকা আছে। নির্ণয়সাগরের ১৯১২ খৃষ্টাব্দের গীতার সংস্করণে অন্য সাতটী টীকা সহ গূঢ়ার্থদীপিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণ সুন্দর এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেসের পাঁচটী টীকা সহ গীতার সংস্করণেও মধুসূদনের টীকা আছে। এতদ্ব্যতীত কেবল মধুসূদনী টীকাসহ গীতার সংস্করণও আছে। মোটকথা মধুসূদনের টীকার আদর সর্ব্বত্র।

৭। প্রস্থানভেদ—এই প্রবন্ধে সকল শাস্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অদ্বৈতপর তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা মনীষার দ্যোতক। এই প্রবন্ধে মধুসূদনের মীমাংসা-শক্তি

---

* সিদ্ধান্তবিন্দু-কল্পলতিকাদাবস্মাভিরভিহিতম্।

(অদ্বৈতসিদ্ধি—নিঃ সাঃ সং, ১৯১৭ খৃঃ, ৫৩৭ পৃষ্ঠা।)

প্রকট। ইহা পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতেও এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। মহিম্নঃস্তোত্রের ব্যাখ্যা—ইহা মহিম্নঃস্তবের শিবপর ও বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোকেরই শিবপর ও বিষ্ণুপর ব্যাখা করা হইয়াছে। বোম্বাই হইতে এই সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

৯। ভক্তিরসায়ন—ইহা একখানি প্রবন্ধ। এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

আচার্য্য মধুসূদনের মতবাদ

আচার্য্য মধুসূদন অদ্বৈতবাদী এবং আচার্য্য শঙ্করের মতানুবর্ত্তী। অদ্বৈত বলিতে কি বুঝিব ? কেহ বলেন—দ্বিতীয়ের অভাবই অদ্বৈত। অন্য সকলের মতে দ্বিতীয়-অভাব-উপলক্ষিত আত্মস্বরূপই অদ্বৈত। এই শেষোক্ত মতই অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের সমধিক অভিপ্রেত। শ্রুতির "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "তত্ত্বমসি" বাক্যের তাৎপর্য্যও "দ্বিতীয়াভাবোপ-লক্ষিত আত্মস্বরূপ"। এই অদ্বৈত প্রতিপাদনের জন্য শ্রীহর্ষ মিশ্র, আনন্দবোধাচার্য্য, চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ শতদূষণীতে শ্রীহর্ষ মিশ্রের মতখণ্ডনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বৈতবাদী ব্যাসরাজ তীর্থ "ন্যায়ামৃতে" আনন্দবোধাচার্য্য ও চিৎসুখাচার্য্যের মত খণ্ডনে বদ্ধপরিকর। মধুসূদন ন্যায়ামৃতকারের দ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমত সংস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প। মধুসূদনের সমস্ত জীবনই বেদান্তের চিন্তায় ও বেদান্তমত প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত হইয়াছে। এখন দ্বৈতবাদীর সহিত অদ্বৈতবাদীর যে স্থলে বিরোধ বর্ত্তমান তাহা আলোচিত হইতেছে।

দ্বৈতবাদী জগতের সত্যত্ববাদী, আর অদ্বৈতবাদী জগতের মিথ্যাত্ববাদী। দ্বৈতবাদীর মতে জীব অণু ও ঈশ্বরের অংশ। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন নহে। অদ্বৈতবাদীর মতে জীবাত্মা ব্যাপক, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। ভেদ মায়িক, সুতরাং মিথ্যা। পারমার্থিক-রূপে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ।

দ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞান খণ্ডিত ও আপেক্ষিক (Relative)। জ্ঞান সবিকল্পক অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যাবগাহী ; নির্ব্বিকল্প বা সংসর্গানবগাহী জ্ঞান অসম্ভব।

অদ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞান অখণ্ড, স্বয়ং-প্রকাশ ও নিরপেক্ষ। জ্ঞান আপেক্ষিক (Relative) নহে। উহা ব্যাবহারিক হিসাবে সবিকল্প, কিন্তু স্বরূপতঃ নির্ব্বিকল্প বা সংসর্গানবগাহী। উপাধির যোগেই জ্ঞান সবিকল্প, কিন্তু পরমার্থতঃ নির্ব্বিকল্প। জ্ঞানের কোনও পরিচ্ছেদ নাই। উহা দেশ, কাল, বস্তু ও পরিচ্ছেদ শূন্য।

দ্বৈতবাদীর মতে মুক্তির তারতম্য আছে। মুক্তি সাধ্য, উপাসনার ফলে মুক্তি হয়।

অদ্বৈতবাদী বলেন—মুক্তির কোনরূপ তারতম্য নাই। সগুণ উপাসনায় যে মুক্তি হয় উহা আপেক্ষিক ও স্বর্গবিশেষ মাত্র। ব্রহ্মাত্মভাবই মুক্তি। মুক্তি নির্ব্বিশেষ ও তারতম্যবিহীন; উহা সাধ্য নহে। নিত্যাত্মস্বরূপতাই মুক্তি। অবিদ্যার নিবৃত্তিতে আত্মস্বরূপই মুক্তি। জ্ঞানে মুক্তি, উপাসনা জ্ঞানের সহকারী মাত্র।

এই সকল প্রধান প্রধান বিষয়ে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীর মতবিরোধ আছে। দ্বৈতবাদী ব্যাসরাজাচার্য্য দ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার জন্য জগতের মিথ্যাত্ববাদ, জ্ঞানের অখণ্ডত্ব প্রভৃতি খণ্ডন করিতে ও জীবের অণুত্ব ও মুক্তির তারতম্য সংস্থাপন করিতে ন্যায়ামৃতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। মধুসূদন ব্যাসরাজের মত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতের বিজয় বৈজয়ন্তী সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন।

তিনি জগতের মিথ্যাত্ব নির্দ্দেশে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, জ্ঞান গবেষণা, গভীর চিন্তাশীলতা ও বিচারের অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব নিরূপণের উপরেই অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীহর্ষমিশ্র বৌদ্ধগণের মত অঙ্গীকার করিয়া সেই অস্ত্রবলে দ্বৈতসত্যত্ববাদী নৈয়ায়িকগণের মত খণ্ডন করেন। ব্যাসরাজ স্বামীর মতে অনুমান-প্রমাণে ও শ্রুতি-প্রমাণে জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হয় না। তিনি আনন্দবোধাচার্য্য, চিৎসুখাচার্য্য প্রভৃতির প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব-নিরুক্তি-নিরসন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মিথ্যাত্বের সংজ্ঞাগুলির দ্বারা জগৎ-মিথ্যাত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। লক্ষণগুলির অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ আছে। জগতের মিথ্যাত্ব-নিরূপণে ঐ সকল লক্ষণ পর্য্যাপ্ত নহে। মধুসূদন ব্যাসরাজের যুক্তিজাল ভেদ করিয়া মিথ্যাত্বলক্ষণগুলির সার্থকতা ও যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মিথ্যাত্ব লক্ষণ ও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতে পারিলেই অদ্বৈতবাদ সুস্থিত হয়; সুতরাং মধুসূদন প্রথমেই মিথ্যাত্ব লক্ষণ আলোচনা করিয়া জগতের মিথ্যাত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্যাসরাজ আনন্দবোধাচার্য্যের "বিমতং মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ শুক্তিরূপ্যবৎ" এই প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়া খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মধুসূদনও এই প্রতিজ্ঞাবাক্য অবলম্বন করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দ্বৈতমিথ্যাত্ব ব্যতীত অদ্বৈতসিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং দ্বৈতমিথ্যাত্বই প্রথমে নিরূপণ আবশ্যক। মধুসূদন বলিতেছেন—"তত্রাদ্বৈতসিদ্ধের্দ্বৈতমিথ্যাত্ব-সিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ দ্বৈতমিথ্যাত্বমেব প্রথমমুপপাদনীয়ম্।"

প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণ—পঞ্চপাদিকাকার পদ্মপাদাচার্য্যের মিথ্যাত্ব-লক্ষণ এই "সদসদ্‌বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্।" এই লক্ষণ সম্বন্ধে ব্যাসরাজস্বামী তিনটী পক্ষ উপস্থাপন করিয়া তিনটী পক্ষই নিরসন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সদসদ্-বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব নহে।

সদসদ্-বিলক্ষণত্ব কি ? সত্ত্বাবিশিষ্ট অসত্ত্বাভাব অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাব। সত্ত্বাত্যন্তাভাব ধর্ম্মদ্বয় অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সত্যসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্ব। এই তিনটী বিকল্প উত্থাপন করিয়া তিনটীই নিরাস করিয়াছেন। মধুসূদন বলেন,—প্রথম পক্ষ অর্থাৎ "সত্ত্বাবিশিষ্ট অসত্ত্বাভাব" পক্ষটী যুক্তিসহ না হইলেও অন্য দুইটী পক্ষই সমীচীন। ঐ পক্ষদ্বয় দ্বারাই "সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব" রূপ মিথ্যাত্ব লক্ষণ সুস্থিত।

মধুসূদন বলেন,—"সত্ত্বাত্যন্তাভাব-অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ-ধর্ম্মদ্বয়-বিবক্ষায়াং দোষাভাবাৎ,"—অর্থাৎ সত্ত্বের অত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এই পক্ষদ্বয় অঙ্গীকার করিলে সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব মিথ্যাত্ব এই লক্ষণ উপপন্ন হয়। ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। প্রপঞ্চেও কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। ব্যাঘাতের হেতু তিনটী হইতে পারে। প্রথম—"সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পর-বিরহরূপতা", দ্বিতীয়—"পরস্পর-বিরহ-ব্যাপকতা", তৃতীয়—"পরস্পর-বিরহ-ব্যাপ্যতা" ; অর্থাৎ তিনটি পক্ষ এই—সত্ত্বের অভাব অসত্ত্ব, অসত্ত্বের অভাব সত্ত্ব, ইহা প্রথম পক্ষ। সত্ত্বাভাব ব্যাপক অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বাভাব ব্যাপক সত্ত্ব, ইহা দ্বিতীয় পক্ষ। সত্ত্বাভাব-ব্যাপ্য অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বাভাবব্যাপ্য সত্ত্ব, ইহা তৃতীয় পক্ষ। এই তিনটি ব্যাঘাতের হেতু হইতে পারে।

মধুসূদন বলেন,—প্রথম পক্ষ আমরা অঙ্গীকার করি না। পরস্পর বিরহত্ব আমাদের অঙ্গীকৃত নহে, আর অঙ্গীকার করিলেও ব্যাসরাজের সিদ্ধান্ত অনুসারে আরোপিত সত্ত্বাভাবের অসত্ত্ব অঙ্গীকার করায় বাস্তব সত্ত্বাসত্ত্বাভাব-সাধনে ব্যাঘাতের অবকাশ নাই। দ্বিতীয় পক্ষও নহে। মধুসূদন বলেন,—"অতএব ন দ্বিতীয়োঽপি, সত্ত্বাভাববতি শুক্তিরূপ্যে বিবক্ষিতা সত্ত্বব্যতিরেকস্য বিদ্যমানত্বেন ব্যভিচারাৎ।" তৃতীয় পক্ষও নহে। মধুসূদন বলেন, —"নাপি তৃতীয়ঃ, তস্য ব্যাঘাতাপ্রয়োজকত্বাৎ, গোত্বাশ্বত্বয়োঃ পরস্পর-বিরহ-ব্যাপ্যত্বেঽপি তদভাবয়োরুষ্ট্রাদাবেকত্রসহোপলম্ভাৎ।"

অতএব সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ পক্ষদ্বয় অঙ্গীকার করিলে সদসদ্‌বিলক্ষণত্বরূপ মিথ্যাত্বলক্ষণ উপপন্ন হইতে পারে। মধুসূদন বলেন,—তৃতীয় বিকল্পও সাধু। তৃতীয় বিকল্প অনুসারেও সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব-রূপ মিথ্যাত্ব সুসঙ্গত হয়। তিনি বলেন.—"অতএব সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সত্যসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টং সাধ্যমিত্যপি সাধু।" অতএব "সদসদ্‌বিলক্ষণত্বম্ মিথ্যাত্বম্" এই লক্ষণটী সুসিদ্ধ। মধুসূদনের যুক্তি সম্বন্ধে তরঙ্গিণীকার রামাচার্য্য আপত্তি তুলিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী আবার তাহার খণ্ডন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মিথ্যাত্বলক্ষণ—প্রকাশাত্মযতি মিথ্যাত্বের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—"প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকো নিষেধ প্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বম্"। ব্যাসরাজ স্বামী বলেন, এই লক্ষণও অসঙ্গত। ত্রৈকালিক নিষেধ তাত্ত্বিক হইলে অদ্বৈত-হানি, প্রাতি-ভাসিক হইলে সিদ্ধসাধন, ব্যাবহারিক হইলে নিষেধ। তাত্ত্বিক-সত্তার বিরোধী বলিয়া অর্থান্তর হয় ও বাধ হয়। অদ্বৈত শ্রুতি সকল অতাত্ত্বিকত্ব নিষেধ-বোধক বলিয়া অতত্ত্বাবেদক হইয়া পড়ে। তৎপ্রতিযোগী অপ্রাতিভাসিক প্রপঞ্চ পারমার্থিক হয়। তিনি আরও বলেন,—নিষেধ প্রতিযোগিত্ব কি স্বভাবতঃ অথবা পরমার্থতঃ। প্রথম বা দ্বিতীয় ইহার কোন পক্ষই যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথম পক্ষে অত্যন্ত অসত্ত্ব প্রভৃতির উদ্ভব, দ্বিতীয় পক্ষে অন্যোন্যাশ্রয়, অনবস্থা প্রভৃতি দোষের উদ্ভব হয়।

মধুসূদন বলেন—"ত্রৈকালিক নিষেধের প্রাতিভাসিকত্ব অতিরিক্ত সর্ব্ব-স্বরূপত্ব এবং প্রতিযোগিত্বের স্বরূপাবচ্ছিন্নত্ব ও পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্নরূপ পক্ষদ্বয় শোভন"। তিনি বলেন—'নিষেধের অধিকরণীভূত ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়া নিষেধের তাত্ত্বিকত্বে অদ্বৈতহানি হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর অঙ্গীকার অদ্বৈত মতে নাই। ব্যাবহারিকত্বেও নিষেধ্য অপেক্ষায় ন্যূন সত্তাকত্বের তাত্ত্বিক সত্ত্বাবিরোধিত্ব, সুতরাং স্বাপ্ন-নিষেধ-বাধিত স্বাপ্ন-পদার্থের দৃষ্টান্তা-

নুসারে নিষেধ-বাধ্যত্বের তাত্ত্বিকসত্তা। বিরোধিত্বের অভাবে উক্ত অর্থান্তর ও বাধের অনবকাশ। এইরূপ প্রপঞ্চ-নিষেধরূপ নিষেধানুমান বা শ্রুতি দ্বারা প্রপঞ্চের নিষেধ হইলেও প্রপঞ্চাধিক সত্ত্বাপত্তি হয় না; সুতরাং অতাত্ত্বিক প্রপঞ্চকে অতাত্ত্বিকরূপে বুঝাইয়া শ্রুতি-প্রামাণ্যের অনুপপত্তি হইতে পারে না।

মধুসূদনের মতে নিষেধপ্রতিযোগিত্ব স্বরূপাবচ্ছিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেও দোষ হইতে পারে না। যেমন শুক্তিতে রজতভ্রম অপগত হইয়া অধিষ্ঠান-তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে, রজত নাই, ছিল না ও ভবিষ্যতেও থাকিবে না, এইরূপ স্বরূপতঃ নিষেধ-প্রতিযোগিত্বং প্রপঞ্চের সম্বন্ধেও "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতির অনুবলে নিষেধ-প্রতীতির উদয় হইতে পারে। দ্বিতীয় পক্ষেও দোষ নাই। কারণ,পারমার্থিকত্বই বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্বনিরূপ্য। অনবস্থা দোষেরও কোন হেতু নাই; অতএব দ্বিতীয় লক্ষণও যুক্তিযুক্ত। রামাচার্য্যও প্রত্যেক পক্ষেই আপত্তি তুলিয়াছেন এবং ব্রহ্মানন্দ প্রত্যেক পক্ষেরই উত্তর দিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

তৃতীয় মিথ্যাত্ব-লক্ষণ—প্রকাশাত্ম যতির অন্য মিথ্যাত্ব-লক্ষণ—"জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বং বা মিথ্যাত্বম্।" ব্যাসরাজ এই লক্ষণ সম্বন্ধে অতিব্যাপ্তি দৃষ্টান্তের সাধ্য-বৈকল্য প্রভৃতি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। শুক্তিজ্ঞানে কখনও রজত নষ্ট হয় না, সুতরাং দৃষ্টান্ত সঠিক নহে। মধুসূদন বলেন,—"জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং হি জ্ঞানপ্রযুক্তাবস্থিতি-সামান্যবিরহ-প্রতিযোগিত্বম্।" অতএব অতিব্যাপ্তি দোষ হইতে পারে না। শুক্তিজ্ঞানে রজত নাই, ছিল না ও পরে থাকিবে না,—ইহা সকলেরই অনুভবগম্য; সুতরাং দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল নহে। অতএব "জ্ঞানত্বেন জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব" পক্ষে কোনও দোষ নাই। "জ্ঞানত্ব ব্যাপ্যধর্ম্মেণ নিবর্ত্তকতা" পক্ষেও কোন দোষ হইতে পারে না। "সিদ্ধান্ত-বিন্দু" নামক প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন। এইরূপ "ভ্রমোত্তর-সাক্ষাৎকারত্বেন তন্নিবর্ত্ত্যত্বং

মিথ্যাত্বম্” এই পক্ষও সমীচীন; অতএব তৃতীয় লক্ষণও সুসঙ্গত।

চতুর্থ মিথ্যাত্ব-লক্ষণ—চিৎসুখাচার্য্য বলেন,—“স্বাশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্” অথবা “স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণ এব প্রতীয়মানত্বম্।” এ সম্বন্ধেও ব্যাসরাজ তাত্ত্বিকত্ব, প্রাতিভাসিকত্ব ব্যাবহারিকত্ব প্রভৃতি বিকল্প উত্থাপন করিয়া মিথ্যাত্বলক্ষণ নিরস্ত করিয়াছেন। মধুসূদন বলেন,—লক্ষণ যুক্তিযুক্ত। পূর্ব্বের “ত্রৈকালিক নিষেধের স্থায়” এ স্থলে দেশ নিষেধ সুযৌক্তিক। তিনি বলেন,—“কালে সহসম্ভববদ্দেশেঽপি সহসংভবাবিরোধাৎ, প্রাগভাবসত্ত্বেনোপাদত্বাবিরোধাচ্চ।” সুতরাং মিথ্যাত্ব অনুমান ও শ্রুতিসকলও প্রমাণ। তিনি বলেন,—মিথ্যাত্বানুমিতেঃ শ্রুত্যাদেশ্চ প্রমাণত্বাৎ।” অতএব এই লক্ষণও সঙ্গত ও শোভন।

পঞ্চম মিথ্যাত্ব—আনন্দবোধাচার্য্য বলিয়াছেন,—“সদ্‌ভিন্নরূপত্বং বা মিথ্যাত্বম্।” অর্থাৎ সদ্‌বিবিক্তত্বং বা মিথ্যাত্বম্”। ব্যাসরাজ এই লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—“সৎ” এই পদের অর্থ কি? সত্তা জাতিমৎ, অথবা অবাধ্য অথবা ব্রহ্ম। প্রথম পক্ষে ব্রহ্মোতে অতিব্যাপ্তি। দ্বিতীয় পক্ষে বাধ্যত্বাভাবের অবাধ্যত্বের জন্য বাধ্যেতরাংশের বৈয়র্থ্য, এবং তৃতীয়ে সিদ্ধ সাধন প্রভৃতি দোষ হয়। মধুসূদন বলেন,—“সদ্‌বিবিক্তত্বম্” এই স্থলে “সৎ” পদে প্রমাণসিদ্ধত্ব বুঝায়। তিনি বলেন,—“সদ্বিবিক্তত্বং বা মিথ্যাত্বম্। সত্ত্বং প্রমাণসিদ্ধত্বম্। প্রমাণত্বং চ দোষাসহকৃতজ্ঞানকরণত্বম্। তেন স্বপ্নাদিবৎ প্রমাণসিদ্ধভিন্নত্বেন মিথ্যাত্বং সিধ্যতি।”

মিথ্যাত্ব মিথ্যাত্ব নিরুক্তি—মিথ্যাত্ব সত্য কি মিথ্যা? ব্যাসরাজ বলেন,—মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলে, সিদ্ধসাধন-দোষ অনিবার্য্য। জগন্মিথ্যাত্বের বাধ্যতা আমাদেরও অঙ্গীকৃত, সুতরাং শ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্ব ও জগৎসত্যত্ব অনিবার্য্য। মিথ্যাত্ব সত্য হইলে, অদ্বৈতহানি অপরিহার্য্য।

মধুসূদন বলেন,—মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্ব পক্ষে কোনও দোষ হইতে

পারে না। মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও প্রপঞ্চ-সত্যত্ব অনুপপন্ন। যে স্থলে দুইটি বিরুদ্ধ বস্তুর একটী মিথ্যা, সে স্থলে এই উভয়ের একটী অপেক্ষা অন্যটী অধিক সত্তাক ইহাই নিয়ম। কিন্তু বিরুদ্ধের যেটী মিথ্যা তদপেক্ষা অপরটী অধিক সত্তাক এরূপ কোনও নিয়ম নাই। মধুসূদন বলিতেছেন,—"তত্র হি বিরুদ্ধয়োর্ধর্ম্ময়োরেকমিথ্যাত্বে অপর-সত্বম্, যত্র মিথ্যাত্বাবচ্ছেদকমুভয়বৃত্তির্ন ভবেৎ; যথা পরস্পরবিরহরূপয়ো রজতত্ব-তদভাবয়োঃ শুক্তৌ। যথা বা পরস্পর-বিরহ-ব্যাপকয়ো রজতভিন্নত্ব রজতত্বয়োঃ তত্রৈব; অত্র নিষেধ্যতাবচ্ছেদকভিদনিয়মাৎ, প্রকৃতে তু নিষেধ্যতাবচ্ছেদকমেকমেব দৃশ্যত্বাদি, যথা গোত্বাশ্বত্বয়োরেকস্মিন্ গজে নিষেধে গজত্বাত্যন্তাভাব-ব্যাপ্যত্বং নিষেধ্যতাবচ্ছেদকমুভয়োস্তুল্যমিতি নৈকতরনিষেধে অন্যতরসত্বং তদ্বৎ।" মধুসূদন বলেন,—"মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব অঙ্গীকার করিলে ব্যাসরাজকে অদ্বৈতমতে প্রবেশ করিতে হয়। মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও শ্রুতির অতত্ত্বাবেদকত্ব হয় না। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব পরস্পর বিরহরূপত্ব নহে। পরস্পর বিরহ-ব্যাপকত্বও নহে। পরস্পর বিরহরূপত্ব অঙ্গীকার করিলেও দোষ নাই। কারণ ভিন্ন-সত্তাক বস্তুর অবিরোধ অবশ্যই স্বীকার্য্য। বাস্তবিক মিথ্যাত্বও সত্যত্বের এক বাধক, বাধ্য বলিয়া সম-সত্তাক হইলেও কোনও দোষ হইতে পারে না। মধুসূদন বলেন,—"পরস্পর-বিরহরূপত্বেঽপি বিষমসত্তাকয়োরবিরোধাৎ। ব্যাবহারিক-মিথ্যাত্বেন ব্যাবহারিকসত্যত্বাপহারেঽপি কাল্পনিক-সত্যত্বানপহারাৎ, তার্কিক-মত-সিদ্ধসংযোগতদভাববৎ সত্যত্ব-মিথ্যাত্বয়োঃ সমুচ্চয়াভ্যুপগমাচ্চ। * * * * অস্তি চ প্রপঞ্চ-তন্মিথ্যাত্বয়োরেকব্রহ্মজ্ঞান-বাধ্যত্বম্। অতঃ সমসত্তাকত্বান্মিথ্যাত্ব-বাধকেন প্রপঞ্চস্যাপি বাধান্নাদ্বৈতক্ষতিরিতি।"

দৃশ্যত্বহেতুপপত্তি—জগৎ মিথ্যাত্বের হেতু কি? দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব ও

পরিচ্ছিন্নত্ব। প্রথমে দৃশ্যত্ব হেতু সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। ব্যাসরাজের মতে জগৎমিথ্যাত্বের দৃশ্যত্ব হেতু বৌদ্ধমতের ছায়া মাত্র। এখন দৃশ্যত্ব কি? বৃত্তিব্যাপ্যত্ব বা ফলব্যাপ্যত্ব, বা সাধারণ বা কদাচিৎ কথঞ্চিৎ বিষয়ত্ব বা স্বব্যবহারে স্বাতিরিক্ত সংবিদপেক্ষা নিয়তি বা অস্বপ্রকাশত্ব। এইরূপ ছয়টী বিকল্প উত্থাপন করিয়া, ছয়টী পক্ষই ব্যাসরাজ স্বামী নিরাকরণ করিয়াছেন।

মধুসূদন বলেন,—একমাত্র "ফলব্যাপ্যত্ব" পক্ষ যুক্তিসহ নহে, তদ্ব্যতীত সকল পক্ষই বিচার-সহ। মধুসূদন বলিতেছেন,—"ফল-ব্যাপ্যত্ব-ব্যতিরিক্তস্য সর্ব্বস্যাপি পক্ষস্য ক্ষোদক্ষমত্বাৎ। ন চ—বৃত্তি-ব্যাপ্যত্ব-পক্ষে ব্রহ্মণি ব্যভিচারঃ, অন্যথা ব্রহ্মপরাণাং বেদান্তানাং বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাদিতি বাচ্যম্, শুদ্ধং হি ব্রহ্ম ন দৃশ্যম্। "যত্তদদ্রেশ্য"-মিতি শ্রুতেঃ কিং তু উপহিতমেব, তচ্চ মিথ্যৈব ; ন হি বৃত্তি-দশায়াং অনুপহিতং তদ্ ভবতি।" "স্ফুরণমাত্রমেব মিথ্যাত্বে তন্ত্রম্" এই শূন্যবাদি-মতও নিরস্ত হইল। অতএব দৃশ্যত্ব-হেতু উপপন্ন।

দ্বিতীয় হেতু জড়ত্ব—ব্যাসরাজ পাঁচটী পক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন—জড়ত্ব কি? অজ্ঞাতৃত্ব বা অজ্ঞানত্ব বা অনাত্মত্ব, অস্বপ্রকাশত্ব বা পরাভিমতত্ব ; তিনি পাঁচটী পক্ষই নিরাস করিয়াছেন। মধুসূদন বলেন,—অজ্ঞানত্ব অনাত্মত্ব ও অস্বপ্রকাশত্ব জড়ত্বের হেতু। জড়ত্ব অর্থ অজ্ঞানত্ব। অনাত্মত্ব প্রভৃতি বলা যাইতে পারে, তাহাতে কোনও দোষ হইতে পারে না। মধুসূদন অনাত্মত্ব ও অজ্ঞানত্ব পক্ষদ্বয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"দ্বিতীয়-তৃতীয়পক্ষয়োঃ দোষাভাবাৎ"। তথা হি "অজ্ঞানত্বং জড়ত্বমিতি পক্ষে নাত্মনি ব্যভিচারঃ।" অস্ব-প্রকাশত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"এবং অস্বপ্রকাশত্বং বা জড়ত্বম্।" অতএব জড়ত্বহেতু মিথ্যাত্বে উপপন্ন।

তৃতীয়হেতু পরিচ্ছিন্নত্ব—ব্যাসরাজের মতে দেশ, কাল ও বস্তু, এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদে পরিচ্ছন্নত্ব অনুপপন্ন। মধুসূদন বলেন,—পরিচ্ছিন্নত্বও মিথ্যাত্বের হেতু। তিনি বলিতেছেন, "পরিচ্ছিন্নত্বমপি

হেতুঃ। তচ্চ দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চেতি ত্রিবিধম্। তত্র দেশতঃ পরিচ্ছিন্নত্বং অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বং কালতঃ পরিচ্ছিন্নত্বং ধ্বংস-প্রতিযোগিত্বম্। বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নত্বং অন্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিত্বম্।"

অংশিত্ব হেতু—চিৎসুখাচার্য্য মিথ্যাত্বের অন্য হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অংশিত্ব অর্থাৎ কার্য্যত্বও মিথ্যাত্বের হেতু। ব্যাসরাজ স্বামী বলেন,—কার্য্যত্ব অর্থাৎ অংশিত্বও মিথ্যাত্বের হেতু হইতে পারে না। কার্য্য কারণ অভেদ, কারণে কার্য্য ও অভাব সিদ্ধ; সুতরাং সিদ্ধ-সাধন-দোষ অনিবার্য্য। অনাশ্রিত বলিলে—অন্যোন্যাশ্রিতত্বে অর্থান্তরের উৎপত্তি হয়। মধুসূদন বলিতেছেন,—অংশিত্বও মিথ্যাত্বে হেতু। তিনি বলেন,—"চিৎসুখাচার্য্যৈস্তু—'অয়ং পটঃ, এতত্তন্তু-নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগী, অংশিত্বাৎ। ইতরাংশিবৎ, ইত্যুক্তম্। তত্র তন্তুপদমুপাদানপরম্। এতেনোপাদান-নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্ব-লক্ষণমিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ। ন চ কার্য্যস্য কারণাভেদেন তদনাশ্রিতত্বাৎ সিদ্ধসাধনম্, অনাশ্রিতত্বেনান্যাশ্রিতত্বেন বা উপপত্ত্যা অর্থান্তরং চ ইতি বাচ্যম্, অভেদে কার্য্যকারণভাব-ব্যাহত্যা কথংচিদপি ভেদস্যাবশ্যাভ্যুপেয়ত্বাৎ'।" অতএব জগতের মিথ্যাত্বে অংশিত্ব অর্থাৎ কার্য্যত্বও হেতু।

মধুসূদন জগতের মিথ্যাত্ব-নির্ব্বচন অনুমান প্রমাণের সাহায্যে অতি সুন্দররূপে করিয়াছেন। বিশ্বের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে সাতাশটী বিশেষ অনুমান উপস্থিত করিয়াছেন। এখানে আমরা তাঁহারই ভাষায় তাঁহার মত উদ্ধৃত করিলাম—

১। ব্রহ্মজ্ঞানেতর-বাধ্যব্রহ্মান্যসত্ত্বানধিকরণত্বং পারমার্থিক-সত্তাধিকরণাবৃত্তিঃ ব্রহ্মাবৃত্তিত্বাৎ শুক্তিরূপ্যবৎ পরমার্থসদ্ভেদবচ্চ।

২। বিমতং মিথ্যা, ব্রহ্মান্যত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ।

৩। পরমার্থসত্ত্বাং, স্বসমানাধিকরণান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগ্যবৃত্তিঃ সদিতরাবৃত্তিত্বাৎ, ব্রহ্মত্ববৎ।

৪। ব্রহ্মত্বমেকত্বং বা সত্ত্বব্যাপকম্ সত্ত্ব-সমানাধিকরণত্বাৎ, অসদ্‌বৈলক্ষণ্যবৎ।

৫। ব্যাপ্যবৃত্তিঘটাদিঃ অন্যভাবাতিরিক্তস্বসমানাধিকরণাভাব-মাত্র-প্রতিযোগী, অভাব-প্রতিযোগিত্বাৎ, অভিধেয়ত্ববৎ।

৬। অত্যন্তাভাবঃ প্রতিযোগ্যবচ্ছিন্নবৃত্তিঃ, নিত্যাভাবত্বা-দন্যোন্যাভাববৎ।

৭। অত্যন্তাভাবত্বং প্রতিযোগ্যশেষাধিকরণ-বৃত্তিমাত্রবৃত্তিঃ প্রতিযোগ্যবচ্ছিন্নবৃত্তিমাত্র-বৃত্তিঃ বা, নিত্যাভাবমাত্রবৃত্তিত্বাৎ অন্যোন্যা-ভাবত্ববৎ।

৮। ঘটাত্যন্তাভাববত্ত্বং স্বপ্রতিযোগিজনকাভাব-সমানাধিকরণ-বৃত্তিঃ এতৎ কপালসমানকালীনৈতদ্‌ঘট-প্রতিযোগিকাভাববৃত্তিত্বাৎ, প্রমেয়ত্ববৎ।

৯। এতৎ কপালমেতদ্ ঘটাত্যন্তাভাবাধিকরণমাধারত্বাৎ পটাদিবৎ।

১০। ব্রহ্মত্বং ন পরমার্থ-সন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছে-দকম্, ব্রহ্মবৃত্তিত্বাদসদ্‌বৈলক্ষণ্যবৎ।

১১। পরামর্থসৎপ্রতিযোগিকো ভেদো ন পরমার্থ-সন্নিষ্ঠঃ পরমার্থসৎপ্রতিযোগিকত্বাৎ, পরমার্থ-সত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকা-ভাববৎ।

১২। ভেদত্বাবচ্ছিন্নং সদ্বিলক্ষণ-প্রতিযোগ্যধিকরণান্যতরবৎ, অভাবাচ্ছুক্তিরূপ্যপ্রতিযোগিকাভাববৎ।

১৩। পরমার্থসন্নিষ্ঠোভেদঃ ন পরমার্থসৎপ্রতিযোগিকঃ, পরমার্থ সদধিকরণত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যপ্রতিযোগিকভেদবৎ।

১৪। মিথ্যাত্বং ব্রহ্মতুচ্ছোভয়াতিরিক্ত-ব্যাপকম্, সকলমিথ্যা-বৃত্তিত্বাৎ, মিথ্যাত্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বাদ্ বা দৃশ্যত্ববৎ।

১৫। দৃশ্যত্বং পরামার্থসদ্‌বৃত্তি অভিধেয়মাত্রবৃত্তিত্বাচ্ছুক্তিরূপ্যবৎ।

১৬। দৃশ্যত্বং পরমার্থসদ্‌ভিন্নত্বব্যাপ্যম্, দৃশ্যেতরাবৃত্তিধর্ম্মত্বাৎ প্রতিভাসিকত্ববৎ।

১৭। উভয়সিদ্ধমসদ্‌বিলক্ষণং মিথ্যাত্বাসমানাধিকরণধর্ম্মানধিকরণম্, আধারত্বাচ্ছুক্তিরূপ্যত্ববৎ।

১৮। প্রতিযোগ্যবচ্ছিন্নো দেশঃ অত্যন্তাভাবাশ্রয়ঃ আধারত্বাৎ কালবৎ।

১৯। আত্মত্বাবচ্ছিন্নং পরমার্থসত্তানধিকরণ-প্রতিযোগিকভেদত্বাবচ্ছিন্নরহিতং, পরমার্থসত্ত্বাৎ, পরমার্থসত্ত্বাবচ্ছিন্নবৎ।

২০। শুক্তিরূপ্যং মিথ্যাত্বেন প্রপঞ্চান্ন ভিদ্যতে, ব্যবহারবিষয়ত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ।

২১। বিমতং মিথ্যা মোক্ষহেতু-জ্ঞানাবিষয়ত্বে সত্যসদন্যত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যত্ববৎ, মোক্ষহেতু-জ্ঞান-বিষয়ত্ববৎ।

২২। পরমার্থসত্ত্বব্যাপকম্, পরমার্থ-সত্ত্ব-সমানাধিকরণত্বাৎ, পারমার্থিকত্বেন শ্রুতিতাৎপর্য্যবিষয়ত্ববৎ।

২৩। এতৎ পটাত্যন্তাভাবঃ এতৎ তন্তুনিষ্ঠঃ, এতৎ পটানাত্তভাবত্বাৎ, এতৎ পটান্যোন্যাভাববৎ।

২৪। যদ্বা—সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নোঽয়মেতৎপটাত্যন্তাভাবঃ এতত্তন্তুনিষ্ঠঃ, এতৎপটপ্রতিযোগিকাত্যন্তাভাবত্বাৎ।

২৫। অব্যাপ্যবৃত্তিত্বানধিকরণত্বে সত্যুক্তপক্ষতাব্যবচ্ছেদকবৎ স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি, অনাত্মত্বাৎ, সংযোগবৎ।

২৬। অতএব নিত্যদ্রব্যান্যদব্যাপ্যবৃত্তিত্বানধিকরণমুক্তপক্ষতাবচ্ছেদকবৎ, কেবলান্বয়্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি, পদার্থত্বাৎ, নিত্যদ্রব্যবদিত্যপি সাধু।

২৭। আত্মত্বাবিচ্ছিন্নধর্ম্মিকো ভেদো ন পরমার্থসৎপ্রতিযোগিকঃ, আত্মা প্রতিযোগিত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যপ্রতিযোগিকভেদবৎ।

দৃশ্যত্ব প্রভৃতি হেতুও মিথ্যাত্ব লক্ষণ অনুবলে এই সকল অনুমান

স্থাপন করিয়া মিথ্যাত্ব সুদৃঢ় করিয়াছেন। বাস্তবিক মধুসূদনের প্রতিভা অসাধারণ। বোধহয় পূর্ব্বতন কোন আচার্য্যই এরূপ ভাবে অনুমানবলে দ্বৈতমিথ্যাত্ব নির্ণয় করেন নাই।

দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ—ব্যাসরাজ স্বামীর মতে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ অনুপপন্ন। তিনি বলিয়াছেন—"নির্ব্বাধ-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ধ্রুবং বিশ্বমিতি শ্রুতেঃ স্বক্রিয়াদিবিরোধাচ্চ দৃষ্টি-সৃষ্টির্ন যুজ্যতে"। মধুসূদন বলেন,—দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ উপপন্ন। "সর্ব্বলোকাদিসৃষ্টিশ্চ তত্তদ্দৃষ্টিব্যক্তিমভিপ্রেত্য, যদা যৎ পশ্যতি তৎসমকালং তৎ সৃজতীত্যত্র তাৎপর্য্যাৎ। ন চাবিদ্যা-সহকৃত-জীব-কারণকত্বে জগদ্বৈচিত্র্যানুপপত্তিঃ, জগদুপাদানস্য জ্ঞানস্য বিচিত্রশক্তিকত্বাৎ। * * * বাশিষ্ঠবার্ত্তিকামৃতাদাবাকরে চ স্পষ্টমেবোক্তম্। যথা—"অবিদ্যাযোনয়ো ভাবাঃ সর্ব্বেঽমী বুদ্বুদা ইব। ক্ষণমুদ্ভূয় গচ্ছন্তি জ্ঞানৈক-জলধৌ লয়ম্" ইত্যাদি তস্মাৎ ব্রহ্মাতিরিক্তং কৃৎস্নং দ্বৈতজাতং জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপমাবিদ্যকমেবেতি প্রাতীতিকসত্ত্বং সর্ব্বং স্থিতি সিদ্ধম্। রজ্জুসর্পাদিবদ্বিশ্বং নাজ্ঞাতং সদিতি স্থিতম্। প্রবুদ্ধদৃষ্টিসৃষ্টিত্বাৎ সুষুপ্তৌ চ লয়শ্রুতেঃ।" মধু-সূদনের মতে দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদই সমীচীন ও শোভন।

একজীববাদ—ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজস্বামীর মতে জীব নানা। সুখ-দুঃখাদির ভেদ আছে, জাগরণ ও সুষুপ্তিরও ভেদ আছে। পাপ ও পুণ্যের ভেদ আছে, সুতরাং একজীববাদ অসঙ্গত। একজীববাদে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থাও হইতে পারে না, ইত্যাদি ব্যাসরাজের মত। কিন্তু মধুসূদন বলেন,—জীব এক, "তস্মাদবিদ্যোপাধিকো জীব এক এবেতি সিদ্ধম্।" এক ব্রহ্মই অবিদ্যা বশ করিয়া অসংসারী হইলেও সংসারীর ন্যায় প্রতিভাত হন। তিনিই জীব, তাঁহারই প্রতিশরীরে "অহং" এই আত্মবুদ্ধি। "অবিদ্যাবশাৎ ব্রহ্মৈবৈকং সংসরতি, স এব জীবঃ। তস্যৈব প্রতিশরীরমহমিত্যাদি বুদ্ধিঃ।" ভেদ কেবল ঔপাধিক ; সুতরাং বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থায় কোনও দোষ হইতে পারে না। জীব নিত্য মুক্ত, অবিদ্যার বশেই জীব আপনাকে

বদ্ধ কল্পিয়া মনে করে। অবিদ্যার নাশেই জীব আপন স্বরূপে অবস্থিত হয় ; সুতরাং একজীববাদই সুসঙ্গত।

মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অখণ্ডার্থ ও তাহার প্রমাণ নিরূপণ করিয়াছেন। ব্যাসরাজের মতে,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ও "তত্ত্বমস্যাদি" বাক্য অখণ্ডার্থনিষ্ঠ নহে ; অপূর্ব্ব বিচারজাল-বিস্তার-পূর্ব্বক মধুসূদন অখণ্ডার্থের লক্ষণ ও সত্যাদি বাক্যের অখণ্ডার্থনিষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অখণ্ডার্থ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে মধুসূদন যেরূপ মনীষার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতবাদী পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মধ্যেও দুর্লভ। ব্যাসরাজের যুক্তি সুচারুরূপে খণ্ডন করিয়া অখণ্ডার্থ নিরূপণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জীবের অণুত্ব পক্ষও নিরসন করিয়া জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য, ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভেদ-বাদ নিরাকরণে মধুসূদন অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদী, যেহেতু তিনি বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ঐক্য পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"তদেবং প্রতিবিম্বস্য বিম্বৈনৈক্যে ব্যবস্থিতে ব্রহ্মৈক্যং জীবজাতস্য সিদ্ধং তৎপ্রতিবিম্বনাৎ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মনন নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গরূপে নিরূপণ। উহাতে তিনি বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির নিয়মবিধি প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রবণাদির বিধেয়ত্ব উপপত্তি বিচারের মূলেও শ্রবণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞান পুরুষতন্ত্র নহে, উহা বস্তুতন্ত্র। জ্ঞানে বিধির অবকাশ নাই ইত্যাদি বিষয়ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে নির্ণীত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে অবিদ্যা-নিবৃত্তি। অবিদ্যার নিবর্ত্তক মুক্তির আনন্দই পুরুষার্থত্ব এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে। জীবন্মুক্তি প্রতিপাদন করিয়া ব্যাসরাজীয় মুক্তির তারতম্যবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

দ্বৈতবাদীর সকল আপত্তিই অদ্বৈতসিদ্ধিতে খণ্ডিত হইয়াছে। অদ্বৈতদর্শন-সাম্রাজ্যে অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এরূপ

বিচার-কৌশল আর কোথায়ও নাই। এক আচার্য্য শঙ্কর ব্যতীত বোধহয় মধুসূদনের ন্যায় পাণ্ডিত্য আর কাহারও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বেদান্তদেশিক, অপ্পয়দীক্ষিত, বাচস্পতি, বিদ্যারণ্য প্রভৃতি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু মধুসূদনের ন্যায় যুক্তিজাল-বিস্তার আর কেহই করিতে পারেন নাই। মধুসূদন কেবল ভারতেরই অলঙ্কার নহেন। তাঁহার স্থান পৃথিবীর দার্শনিক ক্ষেত্রে অতি উচ্চে। অন্যান্য আচার্য্যগণের অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি রচিত হইলেও, এইগ্রন্থে তিনি অনেক মৌলিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

আচার্য্য মধুসূদন বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য অতি সুন্দর ভাবে গীতার প্রারম্ভে প্রকটিত করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কতকটা উদ্ধৃত হইল—

"নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানং ত্যাগাৎ কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ।
তত্রাপি পরমো ধর্ম্মো জগস্তুত্যাদিকং হরেঃ॥
ক্ষীণপাপস্য চিত্তস্য বিবেকে যোগ্যতা যদা।
নিত্যানিত্যবিবেকস্তু জায়তে সুদৃঢ়স্তদা॥
ইহামুত্রার্থ-বৈরাগ্যং বশীকারাভিধং ক্রমাৎ।
ততঃ শমাদি-সম্পত্ত্যা সন্ন্যাসো নিষ্ঠিতো ভবেৎ॥
এবং সর্ব্ব-পরিত্যাগান্মুমুক্ষা জায়তে দৃঢ়া।
ততো গুরূপসদনমুপদেশগ্রহস্ততঃ॥
ততঃ সন্দেহহানয়ে বেদান্তশ্রবণাদিকম্।
সর্ব্বমুত্তরমীমাংসাশাস্ত্রমত্রোপযুজ্যতে॥
ততস্তৎ-পরিপাকেন নিদিধ্যাসননিষ্ঠতা।
যোগশাস্ত্রং তু সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ॥
ক্ষীণদোষে ততশ্চিত্তে বাক্যাৎ তত্ত্বমতির্ভবেৎ।
সাক্ষাৎকারো নির্ব্বিকল্পঃ শব্দাদেবোপজায়তে॥

অবিদ্যাবিনিবৃত্তিস্তু তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ভবেৎ।
তত আবরণে ক্ষীণে ক্ষীয়েতে ভ্রমসংশয়ৌ॥
অনারব্ধানি কর্ম্মাণি নশ্যন্ত্যেব সমন্ততঃ।
ন ত্বাগামীনি জায়ন্তে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবতঃ॥
প্রারব্ধকর্ম্মবিক্ষেপাদ্ বাসনা তু ন নশ্যতি।
সা সর্ব্বতো বলবতা সংযমেনোপশাম্যতি॥
সংযমো ধারণাধ্যানং সমাধিরিতি যৎ ত্রিকম্।
যমাদিপঞ্চকং পূর্ব্বং তদর্থমুপযুজ্যতে॥
ঈশ্বরপ্রণিধানাত্তু সমাধিঃ সিধ্যতি দ্রুতম্।
ততো ভবেন্মনোনাশো বাসনাক্ষয় এব চ॥
তত্ত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয় ইত্যপি।
যুগপৎ ত্রিতয়াভ্যাসাজ্জীবন্মুক্তির্দৃঢ়া ভবেৎ॥
বিদ্বৎসন্ন্যাসকথনমেতদর্থং শ্রুতৌ কৃতম্।
প্রাগসিদ্ধো য এবাংশো যত্নঃ স্যাত্তস্য সাধনে॥"

ইত্যাদি।

এস্থলে পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত সাধন বেদান্তের বিচারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কল্পতরুকার অমলানন্দও বলিয়াছেন,—যোগসাধনায় "ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা" জন্মিলে বেদান্ত-শ্রবণের অধিকার জন্মে। মধুসূদনও বলিলেন,—

"ততস্তৎপরিপাকেণ নিদিধ্যাসননিষ্ঠতা।
যোগশাস্ত্রং তু সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ॥
ক্ষীণদোষে ততশ্চিত্তে বাক্যাৎ তত্ত্বমতির্ভবেৎ।"

বস্তুতঃ যোগের সাধনা পরিপক্ক হইলে, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যস্ত হইলেই বেদান্তের মহাবাক্য শ্রবণ ও বিচারের সামর্থ্য হয়। মধুসূদন এ স্থলে যোগ ও বেদান্তের সামঞ্জস্য করিয়া তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। "প্রস্থানভেদে" সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য অদ্বৈত-ব্রহ্মে নির্ণয় করিয়াছেন। সকল শাস্ত্র আলোচনা করিয়া তাৎপর্য্য-নির্ণয়-

প্রসঙ্গে প্রবন্ধের সমাপ্তিতে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বেষাং প্রস্থানকর্ত্তৄণাং মুনীনাং বিবর্ত্তবাদ-পর্য্যবসানেনাদ্বিতীয়ে পরমেশ্বর এব প্রতিপাদ্যে তাৎপর্য্যম্। ন হি তে মুনয়ো ভ্রান্তাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাত্তেষাম্। কিং তু বহির্বিষয়প্রবণানাপাততঃ পুরুষার্থে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্য-বারণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ। তত্র তেষাং তাৎপর্য্যমবুদ্ধা বেদবিরুদ্ধেঽপ্যর্থে তাৎপর্য্যমুৎপ্রেক্ষমাণাস্তন্মতমেবোপাদেয়ত্বেন গৃহ্ণন্তো জনা নানাপথজুষো ভবন্তীতি সর্ব্বমনবদ্যম্।" এ স্থলে মধুসূদন সুন্দর দুইটী কথা বলিয়াছেন। প্রথম, "সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য অদ্বৈতব্রহ্মে", আর দ্বিতীয়, "প্রস্থানভেদের তাৎপর্য্য কেবল পুরুষ-বুদ্ধির অপেক্ষার জন্য।" বহির্বিষয়াসক্ত চিত্তকে ক্রমশঃ পুরুষার্থের দিকে নিতে হয়। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব প্রথমে ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ প্রকারভেদ অবলম্বন করিয়াছেন। বোধ হয়, ইহা ভিন্ন অন্য কোনও রকমেই সর্ব্বশাস্ত্রের সামঞ্জস্য বিহিত হইতে পারে না। মধুসূদন সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতবাদী। সগুণ উপাসনায় কৃতকৃত্য হইয়া, নির্গুণে পরিসমাপ্তিই তাঁহার দার্শনিক মত। তাঁহার জীবনেও এই দার্শনিক মত প্রতিফলিত হইয়াছে।

মন্তব্য

আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত করিবার জন্যই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এরূপ যুক্তি-কৌশল-উদ্ভাবনী শক্তি বোধ হয় আর কাহারও নাই। মধুসূদনের সকল প্রবন্ধেই তাঁহার অতিমানুষ প্রতিভা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে মধুসূদনের গ্রন্থ অতীব উপযোগী। মধুসূদন ষড়্ দর্শনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তাঁহার দার্শনিক

অনুপ্রবেশ অতুলনীয়। এরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা, বিচারপটুতা ও কৌশল অতি বিরল। পূর্ব্ববর্তন প্রধান প্রধান আচার্য্যগণের (সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, বাচস্পতিমিশ্র, প্রকাশাত্মযতি, অমলানন্দ, তত্ত্বশুদ্ধিকার, শ্রীহর্ষমিশ্র, আনন্দবোধাচার্য্য, চিৎসুখ, অপ্পয়দীক্ষিত প্রভৃতি) অনুসরণ করিয়া আচার্য্য শঙ্করের মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণকে অনুসরণ করিলেও তাঁহার গ্রন্থে মৌলিকতা সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। শাস্ত্রবেত্তারূপেও মধুসূদন অগ্রণী।

মধুসূদনের মনীষা, একনিষ্ঠতা, হৃদয়ের প্রসার, বাস্তবিকই অনুকরণীয়। বঙ্গবাসীর অন্যতম কর্ত্তব্য তাঁহার জীবন-চরিত ও গ্রন্থাদির প্রচার করা। এখনও তৎপ্রণীত "বেদান্ত-কল্পলতিকা" নামক প্রবন্ধখানি প্রকাশিত হয় নাই। *

আচার্য্য ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র

(শাঙ্করদর্শন—সপ্তদশ শতাব্দী)

ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র "বেদান্ত-পরিভাষা" নামক প্রবন্ধের প্রণেতা। ভেদধিক্কার প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা নৃসিংহাশ্রম অধ্বরীন্দ্রের পরমগুরু। বেদান্ত-পরিভাষার প্রারম্ভশ্লোকে অধ্বরীন্দ্র তৎপরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

"যদন্তেবাসি-পঞ্চাস্যৈর্নিরস্তা ভেদিবারণাঃ।
তং প্রণৌমি নৃসিংহাখ্যং যতীন্দ্রং পরমং গুরুম্॥"

এই নৃসিংহযতিই নৃসিংহাশ্রম। কারণ, অধ্বরীন্দ্রের পুত্র

* এই গ্রন্থখানি বেনারস গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে 'সরস্বতী ভবন গ্রন্থমালায়' প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকের নাম পণ্ডিত শ্রীরামাজ্ঞাপাণ্ডেয়। সং।

পরিভাষার টীকাকার। তিনি "শিখামণি" নামক পরিভাষার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। শিখামণিতে নৃসিংহাশ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন —"নমু নৃসিংহাশ্রমশ্রীচরণৈঃ প্রাগভাবস্থ নিরাকৃতত্বাৎ" ইত্যাদি; সুতরাং ধর্ম্মরাজের উল্লিখিত "নৃসিংহাখ্য যতীন্দ্র" নৃসিংহাশ্রম হইবে। তিনি ভেদধিক্কার ও অদ্বৈতদীপিকা প্রভৃতি প্রবন্ধের প্রণেতা। নৃসিংহাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি অপ্পয়দীক্ষিতের সমকালিক। নৃসিংহের সম্বন্ধে বর্ণনাও আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল। নৃসিংহের শিষ্য বেঙ্কটনাথ। আর বেঙ্কটনাথই ধর্ম্মরাজের গুরু। ধর্ম্মরাজ "বেদান্তপরিভাষা"র প্রারম্ভে স্বীয় গুরুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

> শ্রীমদ্‌বেঙ্কটনাথাখ্যান্ বেলাংগুড়ি-নিবাসিনঃ।
> জগদ্‌গুরূনহং বন্দে সর্ব্ব-তন্ত্র-প্রবর্ত্তকান্॥

নৃসিংহাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ধর্ম্মরাজ তচ্ছিষ্যের শিষ্য। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দী তাঁহার স্থিতিকাল। এ বিষয়ে অন্য হেতুও বিদ্যমান। ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র "তত্ত্বচিন্তামণি"র উপর টীকা প্রণয়ন করেন। তত্ত্বচিন্তামণির উপর দশটী টীকার তিনি খণ্ডন করেন, এইরূপ বিবরণ বেদান্ত-পরিভাষার প্রারম্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

> "যেন চিন্তামণৌ টীকা দশটীকা-বিভঞ্জনী।
> তর্কচূড়ামণির্নাম কৃতা বিদ্বন্‌মনোরমা॥"

এতদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত "তত্ত্বচিন্তামণি"র উপর দশটী টীকা রচিত হইলে, তিনি সেই দশটী টীকার মত খণ্ডন করিয়া "তর্কচূড়ামণি" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। গঙ্গেশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি তত্ত্বচিন্তামণির টীকাকার। শিরোমণি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদের টীকা খণ্ডন করিয়া অধ্বরীন্দ্র "তর্কচূড়ামণি" প্রণয়ন করেন; সুতরাং অধ্বরীন্দ্রের কাল সপ্তদশ শতাব্দী সুস্থিত।

ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র যে সুবিখ্যাত ছিলেন, তাহা "শিখামণিকার" তৎপুত্র রামকৃষ্ণাধ্বরীও বলিয়াছেন,—

আসেতোরাসুমেরোরপি ভুবি বিদিতান্ ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রান্
বন্দেঽহং তর্কচূড়ামণি-মণিজননক্ষীরধীংস্তাতপাদান্।
যৎকারুণ্যাশ্রয়াঽভূদধিগতমধিকং দুগ্র্ঽহং সূক্ষ্মধীকৈ-
রপ্যাস্তং শাস্ত্রজাতং জগতি মখকৃতা রামকৃষ্ণাহ্বয়েন ॥

ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র "বেদান্ত-পরিভাষা" ও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা "তর্কচূড়ামণি" প্রণয়ন করেন। বোধহয় এই "তর্কচূড়ামণি" এখনও প্রকাশিত হয় নাই। বেদান্ত-পরিভাষার নানা সংস্করণ হইয়াছে। কাশীস্থ "পণ্ডিত" পত্রে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। পরিভাষার উপর রামকৃষ্ণাধ্বরী "শিখামণি" টীকা ও উদাসীন স্বামী শ্রীঅমরদাস শিখামণির উপর "মনিপ্রভা" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। বেদান্ত-পরিভাষার উপর শিবদাসের "অর্থদীপিকা" নামক টীকা আছে। সাধু গোবিন্দসিংহ হিন্দী ভাষায় বেদান্ত-পরিভাষার এক টীকা রচনা করিয়াছেন। কলিকাতায় জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এক টীকা প্রণয়ন করেন। সম্ভবতঃ ঐ টীকাটী জীবানন্দের পিতা ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিরচিত।

নারায়ণ দীক্ষিতের পুত্র পেত্তাদীক্ষিত বেদান্ত-পরিভাষার এক টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকার নাম 'প্রকাশিকা'। * শিখামণি ও মণিপ্রভা সহ বেদান্তপরিভাষা বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে সম্বৎ ১৯৬৮, ১৮৩৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্বরীন্দ্র পঞ্চপাদিকার উপরে পঞ্চপাদিকা টীকা প্রণয়ন করেন।

বেদান্ত-পরিভাষায় আটটী পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়ে অনুমান, তৃতীয়ে উপমান, চতুর্থে শব্দ, পঞ্চমে অর্থাপত্তি,

* Madras, G. O. M. L. Vol. IX, No. 4737 P. 3534.

ষষ্ঠে অনুপলব্ধি, সপ্তমে বেদান্তের বিষয়, অষ্টমে বেদান্তের প্রয়োজন নির্ণীত হইয়াছে। বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ যেমন "ন্যায়পরিশুদ্ধি" নামক গ্রন্থে প্রত্যক্ষাদি বেদান্তানুসারেই নির্ণয় করিয়াছেন, ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্রও তদ্রূপ বেদান্ত-পরিভাষায় অদ্বৈতমতানুসারে প্রত্যক্ষাদি নিরূপণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ যেরূপভাবে অদ্বৈত-বেদান্তে প্রয়োজিত হইতে পারে, তাহাই বেদান্ত-পরিভাষায় প্রপঞ্চিত হইয়াছে। অতি সরল ও বিশদভাবে সকল বিষয় ইহাতে নিরূপিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষের লক্ষণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছে। প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্যের অভেদই প্রত্যক্ষ।* চৈতন্য ত্রিবিধ যথা—বিষয়-চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্য। যাহা ঘটাদিতে অবচ্ছিন্ন-চৈতন্য তাহা বিষয়চৈতন্য। অন্তঃকরণের বৃত্তি-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্যকে প্রমাণ-চৈতন্য বলে এবং অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্য প্রমাতৃ-চৈতন্য। তিনি বলেন,—"তথা হি ত্রিবিধং চৈতন্যম্—বিষয়-চৈতন্যং প্রমাণ-চৈতন্যং প্রমাতৃ-চৈতন্যং চেতি। তত্র ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যং বিষয়-চৈতন্যম্। অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যং প্রমাণ-চৈতন্যম্। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যং প্রমাতৃ-চৈতন্যম্।"

ন্যায়মতে ইন্দ্রিয়াদিই প্রমাণ। বেদান্তের মতে অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাণ। পরিভাষাকার তাই বলিয়াছেন,—"তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদিদ্বারা নির্গত্য ঘটাদি-বিষয়-প্রদেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে।" সুতরাং বেদান্তের মতে ইন্দ্রিয় প্রমাণ নহে, ইন্দ্রিয় দ্বার মাত্র। অন্তঃকরণের বৃত্তি-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্যই প্রমাণ।

সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের লক্ষণ-নির্দ্দেশও অতি সুন্দর

---

* প্রমাণ-চৈতন্যস্য বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাভেদ ইতি।

হইয়াছে। যথা—"তত্র সবিকল্পকং বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানং যথা 'ঘটমহং জানামি', ইত্যাদি জ্ঞানম্। নির্ব্বিকল্পকং তু সংসর্গানবগাহি জ্ঞানম্, যথা সোঽয়ং দেবদত্তঃ।" ন্যায়মতে অনুব্যবসায় নামক জ্ঞান অঙ্গীকৃত। আর বেদান্ত-মতে অনন্ত অনুব্যবসায়ের স্থলে অখণ্ড নির্ব্বিকল্প জ্ঞানই স্বীকৃত। "সংসর্গ অনবগাহিজ্ঞান" এই সংজ্ঞাটী অতি শোভন হইয়াছে। রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করেন না, কিন্তু সাংখ্যাচার্য্যগণ নির্ব্বিকল্প জ্ঞান স্বীকার করেন। ন্যায়মতের অনন্ত অনুব্যবসায় স্বীকার না করিয়া অখণ্ড নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অঙ্গীকার লঘু কল্পনা, তদ্‌ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক নির্ব্বিকল্প-জ্ঞান-পক্ষই সমীচীন ও শোভন।

ন্যায়মতে পরার্থানুমানে পাঁচটী অবয়ব অঙ্গীকৃত, যথা—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন। পরিভাষাকার বলেন—পঞ্চাবয়ব স্বীকারের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, মাত্র তিনটী অবয়ব স্বীকার করিলেই চলিতে পারে। তিনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অবয়বাশ্চ ত্রয় এব, প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণ-রূপা, উদাহরণোপনয়নিগমনরূপা বা। ন তু পঞ্চাবয়বরূপাঃ অবয়বত্রয়েণৈব ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতয়োরুপদর্শন-সংভবেনাধিকাবয়বদ্বয়স্থ ব্যর্থত্বাৎ।" অর্থাৎ তিনটি অবয়বে যখন ব্যাপ্তি ও পক্ষ-ধর্ম্মতার দর্শনের সম্ভব, তখন দুইটি অধিক অবয়ব ব্যর্থ। ইয়োরোপীয় পণ্ডিত এরিষ্টটলের মতেও (Syllogism) তিনটী অবয়ব। বাস্তবিক তিনটি অবয়ব হইলেই অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে। মধুসূদন সরস্বতীও বলিয়াছেন—অবয়ব সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহের কোন কারণ নাই।* মীমাংসকগণ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, অথবা উদাহরণ, উপনয়, নিগমন—এই তিনটি অবয়ব স্বীকার করেন।

* নাবয়বেষু আগ্রহঃ (অদ্বৈত-সিদ্ধি)।

বৌদ্ধমতে উদাহরণ ও উপনয় এই দুইটি অবয়ব স্বীকৃত। পরিভাষাকার মীমাংসকের মতই অনুসরণ করিয়াছেন।

জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) সম্বন্ধে ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্রের গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা শাঙ্কর দর্শন পাঠেচ্ছু তাঁহাদের পক্ষে "বেদান্ত-পরিভাষা" অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ সন্দেহ নাই।

আচার্য্য রামতীর্থ

(১৭শ শতাব্দী)

আচার্য্য রামতীর্থ সদানন্দকৃত বেদান্তসারের টীকাকার। সদানন্দ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। নৃসিংহ সরস্বতী ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে বেদান্তসারের টীকা সুবোধিনী প্রণয়ন করেন। আচার্য্য রামতীর্থ নৃসিংহ সরস্বতীর পরবর্ত্তী বলিয়াই অনুমান হয়, সুতরাং তাঁহার স্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী। রামতীর্থের গুরুর নাম কৃষ্ণতীর্থ। বেদান্তসারের টীকা "বিদ্বন্মনোরঞ্জনীর" সমাপ্তিশ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন,—

> বেদান্তসার-বিবৃতিং রামতীর্থাভিধো যতিঃ।
> চক্রে শ্রীকৃষ্ণতীর্থ-শ্রীপাদ-পঙ্কজ-ষট্পদঃ॥

রামতীর্থের শ্রীরামের প্রতি ভক্তি সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। সংক্ষেপ-শারীরকের টীকা অন্বয়ার্থপ্রকাশিকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

> যস্মাদ্বিশ্বমুদেতি যেন বিবিধং সঞ্জীব্যতে লীয়তে।
> যত্রাস্তে গগনে ঘনাইব মহামায়িস্ত সঙ্গেহদ্বয়ে॥
> সত্যজ্ঞানসুখাত্মকেহখিল-মনোহবস্থানুভূত্যাত্মনি।
> শ্রীরামে রমতাং মনো মম সদা হেমাম্বুজে হংসবৎ॥

"বিদ্বন্মনোরঞ্জনী"র সমাপ্তি-শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত অভিন্ন

ভাবে নিজকে স্থাপন করিয়া অতীব সুন্দর ভাবপূর্ণ শ্লোক রচনা করিয়াছেন, যথা—

> বিদ্যাসীতাবিয়োগ-ক্ষুভিত-নিজসুখঃ শোকমোহাভিপন্ন-
> শ্চেতঃ সৌমিত্রি-মিত্রো ভবগহনগতঃ শাস্ত্রসুগ্রীবসখ্যঃ ॥
> হত্বান্তে দৈন্যবালিং মদন-জলনিধৌ ধৈর্য্য-সেতুং প্রবধ্য
> প্রধ্বস্তাবোধরক্ষঃপতিরধিগতচিজ্জানকিঃ স্বাত্মরামঃ ॥"

শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের ঘটনার সহিত আধ্যাত্মিক জীবন মিলাইয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছে।

রামতীর্থ "অন্বয়ার্থ-প্রকাশিকা" নামক সংক্ষেপশারীরকের টীকা, আচার্য্য শঙ্কর কৃত উপদেশসাহস্রীর "পদযোজনিকা" নামক টীকা, বেদান্তসারের "বিদ্বন্মনোরঞ্জনী" নামক টীকা ও মৈত্রায়ণ উপনিষদের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্বয়ার্থপ্রকাশিকা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কাশী সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। মধুসূদনের টীকায়ও রামতীর্থের উল্লেখ নাই এবং রামতীর্থের টীকায়ও মধুসূদনের টীকার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

উপদেশসাহস্রীর "পদযোজনিকা" টীকা বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা লোটাস্ লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহোদয়ের সম্পাদনায় ও তৎকৃত বঙ্গানুবাদ সহ উপদেশসাহস্রী পদযোজনিকা টীকা সহ প্রকাশিত হইয়াছে। বেদান্তসারের "বিদ্বন্মনোরঞ্জনী" কলিকাতা জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্করণে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহোদয় সম্পাদিত সংস্করণে ও বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে কর্ণেল জেকব (Col. Jacob) সাহেবের সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

মৈত্রায়ণ উপনিষদের টীকা কোথায়ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

রামতীর্থের মতবাদে কোনও বিশেষত্ব নাই। তিনি অদ্বৈতবাদী।

শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত করাই তাঁহার কার্য্য। নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদই তাঁহার অভিমত।

মধুসূদনের সংক্ষেপশারীরকের টীকা যেরূপ বিচারবহুল, রামতীর্থের অন্বয়ার্থপ্রকাশিকা সেরূপ নহে। অতি সরল ভাষায় তাঁহার টীকা প্রণীত হইয়াছে।

"বিদ্বন্মনোরঞ্জনী"তে আচার্য্য রামতীর্থ বহু উদ্ধৃতবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সুবোধিনী টীকায় ইহার একচতুর্থাংশ বাক্যও উদ্ধৃত হয় নাই, কেবল উপনিষদ্ হইতেই ২৬৭টি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। নৃসিংহ সরস্বতী মাত্র ৪২টি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

আচার্য্য আপদেব

(শাঙ্কর-দর্শন—১৭শ শতাব্দী)

আপদেব মীমাংসক। তিনি সদানন্দকৃত বেদান্তসারের উপর "বালবোধিনী" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি মীমাংসক হইলেও নিজকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বেদান্ত-সারের টীকা "বালবোধিনীর" প্রারম্ভে তিনি নিজ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন দেখা যায়, যথা—

আপদেবেন বেদান্তসারতত্ত্বস্য দীপিকা।
সিদ্ধান্ত-সম্প্রদায়ানুরোধেন ক্রিয়তে শুভা॥

আপদেবকৃত "মীমাংসান্যায়প্রকাশ" পূর্ব্বমীমাংসার একখানি প্রামাণিক প্রকরণ গ্রন্থ। বঙ্গদেশস্থ পূর্ব্বস্থলীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় ইহার উপর এক সুবিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। "মীমাংসান্যায়প্রকাশ" নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বেদান্তসারের টীকা বালবোধিনী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে আপদেব কৃত টীকা প্রকাশিত হয় নাই। এই নিবন্ধখানি প্রকাশ করিয়া বাণীবিলাস প্রেসের সত্বাধিকারী মহাশয় জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে ইহার ভূমিকায় অধ্যাপক কে. শুন্দররাম আয়ার এম. এ. মহোদয় ইংরাজী ভাষায় কর্ণেল জেকব (Col. Jacob) ও ডাক্তার থিবো (Dr. Thibaut) প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ শঙ্করের মতবাদ সম্বন্ধে যে সকল অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতই যে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য ইহা নিরূপণ করিয়াছেন। বাস্তবিক আয়ার মহোদয়ের বিচারকৌশল প্রশংসনীয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে অনেকস্থলে ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করেন, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আপদেবের পিতাও বোধ হয় গ্রন্থকার ছিলেন। কারণ, আপদেব বালবোধিনীতে স্বীয় পিতার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন—"তদুক্তং তাতচরণৈঃ ঐহিকপারলৌকিকফলেচ্ছাবিরোধিচেতোবৃত্তি-বিশেষাত্মকো বিরাগঃ ইতি" (বাণী, বি, সংস্করণ, ২৫ পৃষ্ঠা)। আপদেব স্বীয় টীকায় বাচস্পতি বিবরণকার প্রকাশাত্মযতি, কল্পতরুকার অমলানন্দ ও তত্ত্বদীপনকার অখণ্ডানন্দের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

আপদেব অদ্বৈতবাদী। তিনি মীমাংসক হইলেও তাঁহার মতবাদ অদ্বৈতে স্থাপিত। সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জনী এই টীকাদ্বয় হইতে আপদেবের টীকার একটু বিশেষত্ব আছে। এই টীকায় বহু ন্যায়ঘটিত কথার অবতারণা আছে।

আচার্য্য গোবিন্দানন্দ
(শাঙ্করদর্শন—১৭শ শতাব্দী)

গোবিন্দানন্দ শাঙ্করভাষ্যের টীকাকার। ভাষ্যরত্নপ্রভা ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। ভাষ্যরত্নপ্রভায় ইনি বিবরণের টীকাকার নৃসিংহাশ্রমের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। "আশ্রমশ্রীচরণাস্তু টীকাযোজনায়ামেবমাহুঃ—সংবোধ্যচেতনো যুষ্মৎপদবাচ্যঃ অহঙ্কারাদিবিশিষ্টচেতনোঽস্মৎপদবাচ্যঃ, তথা চ যুষ্মদস্মদোঃ স্বার্থে প্রযুজ্যমানয়োরেব ত্বমাদেশ-নিয়মো ন লাক্ষণিকয়োঃ, 'যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থীদ্বিতীয়াস্থয়োর্ব্বানাবৌ' ইতি সূত্রসাংগত্যপ্রসঙ্গাৎ। অত্র শব্দলক্ষকয়োরিব চিন্মাত্র-জড়মাত্র-লক্ষকয়োরপি ন ত্বমাদেশো লক্ষকত্বাবিশেষাৎ।" এস্থলে গোবিন্দানন্দ ভাবপ্রকাশিকাকার নৃসিংহাশ্রমের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাঁহাকেই পূজ্যপাদ "আশ্রম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নৃসিংহাশ্রম ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তৎকৃত তত্ত্ববিবেকের সমাপ্তিকাল ১৬০৪ সম্বৎ অর্থাৎ ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দ; সুতরাং গোবিন্দানন্দ ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী।

আমাদের বিবেচনায় গোবিন্দানন্দের স্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী। গোবিন্দানন্দের গুরুর নাম গোপাল সরস্বতী। তিনি ভাষ্যরত্নপ্রভার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে স্বীয় গুরুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

> "কামাক্ষীদত্তদুগ্ধপ্রচুর-সুরস্তুতপ্রাজ্যভোজ্যাধিপূজ্য-
> শ্রীগৌরীনায়কভিৎপ্রকটনশিবরামার্য্যলব্ধাত্মবোধৈঃ।
> শ্রীমদ্ গোপালগীর্ভিঃ প্রকটিতপরমাদ্বৈতভাসাশ্রিতাস্য-
> শ্রীমদ্ গোবিন্দবাণীচরণকমল-গো-নির্বৃতোঽহং যথালিঃ॥"

এই শ্লোকটী রামানন্দ সরস্বতী কৃত "বিবরণোপন্যাসে"র

মঙ্গলাচরণে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা লোটাস্ লাইব্রেরীর প্রকাশিত বেদান্তদর্শনের মুখপত্রে ভাষ্যরত্নপ্রভা রামানন্দ সরস্বতীকৃত বলিয়া ঐ সংস্করণের সম্পাদক মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় বিবরণোপন্যাসের যে স্থলে এই শ্লোকটি আছে, সে স্থল অসম্বন্ধভাবে লিখিত হইয়াছে, ঐ স্থলে উহার সঙ্গতি দেখা যায় না। হইতে পারে উহা লিপিকার-প্রমাদ, অথবা রামানন্দ সরস্বতী গোবিন্দানন্দের শিষ্য বলিয়া গুরুসম্বন্ধীয় শ্লোক স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামানন্দ সরস্বতী রত্নপ্রভাকার নহেন। কারণ, তৎকৃত ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী নামক একখানি বৃত্তি বা টীকা আছে। ঐ টীকায় তিনি আপনাকে গোবিন্দানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বিবরণোপন্যাসের সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—

গোবিন্দানন্দভগবৎপূজ্যপাদপদৌকসা
রামানন্দসরস্বত্যা রচিতোঽস্ত্বক্রমোমুদে।
বোধগন্ধা বিবরণবাক্‌পুষ্পা-নবরূপিণী
উপন্যাসাভিধামালা প্রাপ্তা শ্রীরামপাদুকাম্॥

ভাষ্যরত্নপ্রভার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রারম্ভে একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়, যথা—

যজ্‌জ্ঞানাজ্জীবতো মুক্তিরুৎক্রান্তিগতিবর্জ্জিতা
লভ্যতে তৎ পরং ব্রহ্ম রামনামাস্মি নির্ভয়ম্॥

এই শ্লোকে কেবল রামচন্দ্রের সহিত অভিন্নতা অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং ভাষ্যরত্নপ্রভা রামানন্দের কৃত নহে। গোবিন্দানন্দ বোধ হয় রামানন্দের গুরু। ভাষ্যরত্নপ্রভা তাঁহারই কৃত।

সম্ভবতঃ ভাষ্যরত্নপ্রভা কাশীধামে বিরচিত হইয়াছিল। ভাষ্যরত্নপ্রভার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলির ভিতরে একটী শ্লোকে যেরূপভাবে শিবকে প্রণাম করা হইয়াছে, তাহাতে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়। শ্লোকটি এই—

শ্রীগৌর্য্যাং সকলার্থদং নিজপদাম্ভোজেন মুক্তিপ্রদং।
প্রৌঢ়ং বিশ্ববনং হরন্তমনঘং শ্রীঢুণ্ডিতুণ্ডাসিনা॥
বন্দে চর্ম্মকপালিকোপকরণৈর্বৈরাগ্যসৌখ্যাৎ পরং
নাস্তীতি প্রদিশন্তমন্তবিধুরং শ্রীকাশিকেশং শিবম্॥

গোবিন্দানন্দের রামভক্তিই সর্ব্বত্র প্রকট। * যখন গ্রন্থারম্ভে শিবকে ঐরূপভাবে "কাশিকেশং শিবম্" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তখন বোধ হয়, তিনি কাশীধামে ভাষ্যরত্নপ্রভা রচনা করেন।

ভাষ্যরত্নপ্রভা প্রথমে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা জীবানন্দ বিদ্যাসাগরেরও এক সংস্করণ আছে। নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভাষ্যরত্নপ্রভাদি সহ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যের যতগুলি টীকা আছে, তন্মধ্যে ভাষ্যরত্নপ্রভাই সরল। ভাষ্যের কাঠিন্য নাই বলিলেও চলে। বিশেষতঃ ভাষ্যের প্রায় সকল শব্দই উহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধারণের পক্ষে এই টীকা মহোপকারী। তিনি নিজেও বলিয়াছেন যে, যাহারা বৃহৎ বৃহৎ টীকা অধ্যয়নে অপারগ, তাহাদের জন্যই এই টীকা রচিত হইল।

"বিস্তৃতগ্রন্থবীক্ষায়ামলসং যস্য মানসম্।
ব্যাখ্যা তদর্থমারব্ধা ভাষ্যরত্নপ্রভাভিধা॥"

ভাষ্যরত্নপ্রভা টীকা সুবিস্তৃত ও সরল। গোবিন্দানন্দের মতবাদের কোনও বিশেষত্ব নাই, তবে ভামতীকারের ব্যাখ্যা হইতে স্থলবিশেষে ব্যাখ্যার পার্থক্য আছে।

---

* "বক্ষস্তক্ষোণ্চ পার্শ্বে করতলযুগলে কৌস্তভাভাং দধাং চ
সীতাং কোদণ্ডদীক্ষামভয়বরযুতাং বীক্ষ্যরামাঙ্গসঙ্গঃ॥
স্বশ্রাঃ ক স্তাদিতীয়ং হৃদি কৃতমননা ভাষ্যরত্নপ্রভাখ্যা
স্বাত্মানন্দৈকলুব্ধা রঘুবরচরণাম্ভোজযুগ্মং প্রপন্না॥"

গোবিন্দানন্দ ভাষ্যরত্নপ্রভায় তাঁহার গুরুর সম্বন্ধে যে শ্লোকটি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটী পদের সহিত ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর লঘুচন্দ্রিকার সমাপ্তি-শ্লোকের সাদৃশ্য আছে দেখা যায়। গোবিন্দানন্দ শ্লোকে বলিয়াছেন—"শ্রীগৌরীনায়কভিৎপ্রকটন-শিবরামার্য্যলব্ধাত্মবোধৈঃ", এস্থলে শিবরামাচার্য্যের নিকট তিনি আত্মবোধ লাভ করিয়াছিলেন—ইহাই বলিলেন।

ব্রহ্মানন্দের লঘুচন্দ্রিকায় রহিয়াছে—মহানুভবধৌরেয়শিবরামাখ্য-বর্ণিনঃ। এতদ্‌গ্রন্থস্য কর্ত্তারঃ। লেখকাঃ কেবলং বয়ম্।" এস্থলে মনে হয় শিবরামের নিকট তিনিও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শিবরামাচার্য্য বোধহয় তাৎকালিক পণ্ডিতগণের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার নিকট উপদিষ্ট হইয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহাকেই গ্রন্থের কর্ত্তা বলিয়াছেন। ইহা ব্রহ্মানন্দের নিরভিমানের লক্ষণ। এতদ্দৃষ্টে মনে হয় গোবিন্দানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ উভয়ে সমসাময়িক এবং উভয়েই শিবরামাচার্য্যের প্রভাবে প্রভাবিত।

আচার্য্য রামানন্দ সরস্বতী

(শাঙ্করদর্শন—১৭শ শতাব্দী)

রামানন্দ সরস্বতী সম্ভবতঃ ভাষ্যরত্নপ্রভাকার গোবিন্দানন্দের শিষ্য। তিনি স্বকৃত বিবরণোপন্যাসের সমাপ্তিতে আপনাকে গোবিন্দানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। * ইনিও গুরুর

---

* গোবিন্দানন্দভগবৎপূজ্যপাদপদ্মৌকসা
রামানন্দসরস্বত্যা রচিতোঽহুক্রমো মুদে।
বোধগন্ধা বিবরণ-বাক্‌পুষ্পা নবরূপিণী
উপন্যাসাভিধা মালা প্রাপ্তা শ্রীরামপাদুকাম্॥

ন্যায় রামচন্দ্রের ভক্ত। বিবরণোপন্যাসের প্রারম্ভশ্লোকে রামচন্দ্রের বন্দনা করিয়াছেন, যথা—

বন্দে বন্দারুবৃন্দস্ফুটমুকুটমণিদ্যোতিতাঙ্ঘ্রি রমেশং
শ্রীরামং সম্ভ এব প্রণতজনগতধ্বান্তবিচ্ছেদহেতুম্।
সত্যানন্দানুভূতিং জনহৃদি বিন্দনাম্নায়য়া জীবসংজ্ঞং
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বসংজ্ঞং নিজমহিমদৃশাং নেতি নেত্যক্ষরাখ্যম্॥

"ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী" নামক ব্যাখ্যার প্রারম্ভে রামচন্দ্রকে বন্দনা করিয়াছেন—

শ্রীরামচরণদ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বানন্দসাধনম্।
নমামি যদ্রজোযোগাৎ পাষাণোঽপি সুখং গতঃ॥

উপাস্য দেবতার অভিন্নতাও গোবিন্দানন্দে ও রামানন্দে সুব্যক্ত। গোবিন্দানন্দও বিরণকার ও টীকাকার নৃসিংহাশ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। রামানন্দ সরস্বতীও ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী টীকায় বিবরণকার ও বিবরণ-টীপ্পনীকারের উল্লেখ করিয়াছেন। * এই সকল সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় ভাষ্যরত্নপ্রভাকার গোবিন্দানন্দ রামানন্দ সরস্বতীর গুরু।

রামানন্দ সরস্বতী ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যানুযায়ী "ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী" টীকা বা বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে চতুরধ্যায়ের সকল সূত্র-গুলিই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যকে অনুসরণ করিয়াছে। তৎকৃত অপর নিবন্ধ বিবরণোপান্যাস। পদ্মপাদা-চার্য্যের পঞ্চপাদিকার উপর প্রকাশাত্মযতি বিবরণ নামক নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। বিরণোপন্যাস সেই বিবরণের উপর প্রবন্ধ। পঞ্চপাদিকা ও বিবরণ প্রভৃতি ৯টী বর্ণকে সমাপ্ত। এই গ্রন্থও সেইরূপ। গদ্যে বিচার করিয়া পদ্যে সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য (বিদ্যারণ্য) যেমন "বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ করিয়াছেন, আচার্য্য রামানন্দের প্রবন্ধও সেইরূপ। অপ্পয়দীক্ষিত

* ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ৫ ও ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিদ্যারণ্যের "বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ"কে বিবরণোপন্যাস নামে অভিহিত করিয়াছেন। * বোধ হয় "প্রমেয় সংগ্রহে"র অন্য নাম বিবরণোপন্যাস। রামানন্দের বিবরণোপান্যাসের উল্লেখ "সিদ্ধান্ত-লেশে" নাই। অপ্পয়দীক্ষিত "বিবরণোপন্যাসে ভারতীতীর্থবচনম্" বলিয়া যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রমেয়সংগ্রহেই পাওয়া যায়।

ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী-বৃত্তি কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে পরমহংস প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর ‡ সম্পাদনায় ১৯১০—১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্য্য প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী এই সংস্করণের ভূমিকায় অতি সুচারুরূপে শ্রুতি ও যুক্তিবলে অদ্বৈতমত প্রতিপাদিত করিয়াছেন। বাস্তবিক এই "কুতর্কদন্ধচিকিৎসা" নামক ভূমিকা বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। স্বামিজীর পাণ্ডিত্যও ইহাতে পরিস্ফুট।

বিবরণোপন্যাস কাশীতে বেনারস্ সংস্কৃত সিরিজে পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী সহস্রবুদ্ধি মহোদয়ের সম্পাদনায় ১৯০০—১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

রামানন্দ স্বামী অদ্বৈতবাদী ছিলেন। বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে বিবরণোপন্যাসে যে সিদ্ধান্ত-শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

ব্রহ্মরূপাপরিত্যাগাদ্বিবর্ত্তো জগদিষ্যতে।
নিষ্কলে নিষ্ক্রিয়েঽসঙ্গে পরিণামো ন যুজ্যতে॥

রামানন্দের উভয় নিবন্ধেরই ভাষা বেশ সরল। যাঁহারা শাঙ্করভাষ্য পাঠেচ্ছু তাঁহারা রামানন্দের ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী-বৃত্তি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। "ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী" শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ কৃত ব্রহ্মসূত্রদীপিকা হইতে বিস্তৃত। শাঙ্করভাষ্যের তাৎপর্য্য অতি সরল ভাষায় ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

* সিদ্ধান্তলেশ ২৯০—২৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ ইহার গুরুর নাম স্বয়ংপ্রকাশানন্দ। কাশী ব্রহ্মঘাটে স্বামিজীর অবস্থিতি।

আচার্য্য কাশ্মীরক সদানন্দযতি
(শাঙ্করদর্শন—১৭শ শতাব্দী)

কাশ্মীরক সদানন্দ "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" নামক প্রকরণগ্রন্থের প্রণেতা। "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি" অদ্বৈতমতে একখানি প্রামাণিক প্রকরণ গ্রন্থ। সম্ভবতঃ কাশ্মীরক সদানন্দ সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। "কাশ্মীরক" এই শব্দটীর ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাকে কাশ্মীর দেশবাসী বলিয়া বোধ হয়। "অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধি" কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন আর এই গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না। সেই সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় আর নূতন সংস্করণ হয় নাই। এই গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

সদানন্দ অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে একটী বিষয় বেশ বলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছিন্নবাদ লইয়া মতভেদ আছে। তিনি বলেন—আত্মার একত্ব প্রতিপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছিন্নবাদ কেবল অল্পবুদ্ধি লোকের জন্য কথিত হইয়াছে। এক ব্রহ্মাত্মবাদই বেদান্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন—"প্রতিবিম্বাবচ্ছেদবাদানাং ব্যুৎপাদনেনাত্যন্তমাগ্রহঃ। তেষাং বালবোধনার্থত্বাৎ। কিন্তু ব্রহ্মৈব অনাদি মায়াবশাৎ জীবভাবমাপন্নঃ সন্ বিবেকেন মুচ্যতে। * * * অয়মেব একজীব-বাদাখ্যো মুখ্যো বেদান্তসিদ্ধান্তঃ। ইদঞ্চ অনেকজন্মার্জ্জিত-সুকৃতস্য ভগবদর্পণেন ভগবদনুগ্রহফলাদ্বৈতশ্রদ্ধাবিশিষ্টস্য নিদিধ্যাসন-সহিতশ্রবণাদিসম্পন্নস্যৈব চিত্তারূঢ়ং ভবতি। নতু বেদান্তশ্রবণমাত্রেণ নিদিধ্যাসনশূন্যস্য পণ্ডিত্যমাত্রকামস্য।"

ইহার তাৎপর্য্য এই—প্রতিবিম্ববাদ এবং অবচ্ছেদবাদের সমর্থন

বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত আগ্রহ নাই। যেহেতু অল্পবুদ্ধি লোকদের জন্য উহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু একজীববাদ মুখ্য বেদান্তসিদ্ধান্ত। অনেক জন্মার্জ্জিত পুণ্য ভগবানে অর্পিত হইলে ভগবদনুগ্রহে অদ্বৈত বিষয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাদৃশ শ্রদ্ধালু ব্যক্তির শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন সম্পন্ন হইলে এই মুখ্য বেদান্তসিদ্ধান্ত তাঁহার চিত্তেই সমারূঢ় হয়। যাঁহার নিদিধ্যাসন নাই, অর্থাৎ যিনি পাণ্ডিত্যের অভিলাষে বেদান্ত শ্রবণ করেন, মুখ্য বেদান্তসিদ্ধান্ত তাঁহার বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় না।

এ বিষয়ে অপ্পয়দীক্ষিতের সহিত সদানন্দের মতসাদৃশ্য আছে। দীক্ষিতও বলিয়াছেন—"প্রাচীনৈর্ব্যবহারসিদ্ধিবিষয়েষু আত্মৈকত্ব-সিদ্ধৌ পরং সংনহ্যদ্ভিরনাদবাৎসরণয়ো নানাবিধা দর্শিতাঃ।" তিনিও বলিয়াছেন—আত্মার একত্ব প্রতিপাদনেই বেদান্তের তাৎপর্য্য। ব্যবহার নিষ্পাদন বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের আদর ছিল না। অল্পবুদ্ধি লোকের প্রবোধের জন্যই ব্যবহারসিদ্ধি বিষয়ে নানাবিধ পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কাশ্মীরক সদানন্দ এ বিষয়ে দীক্ষিতের প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়াই অনুমিত হয়। আর একটি বিষয় এস্থলে প্রণিধানের যোগ্য। সদানন্দের সময়ে কেবল পাণ্ডিত্যের বাড়াবাড়ি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে সাধনের ভাব হইতেও পাণ্ডিত্যের ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল তর্কজালের উদ্ভবে প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তার্কিকতারও প্রসার হইয়াছে। বোধ হয় সেই জন্যই সদানন্দ বলিয়াছেন—"নতু বেদান্তশ্রবণমাত্রেণ নিদিধ্যাসনশূন্যস্য পাণ্ডিত্যমাত্রকামস্য।"

আচার্য্য রঙ্গনাথ
(শাঙ্কর দর্শন)

আচার্য্য রঙ্গনাথ ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্যানুসারিণী বৃত্তির রচয়িতা। তিনি লিখিয়াছেন—

"বিদ্যারণ্যকৃতৈঃ শ্লোকৈঃ নৃসিংহাশ্রমসূক্তিভিঃ।
সংদৃব্ধা ব্যাসসূত্রাণাং বৃত্তির্ভাষ্যানুসারিণী ॥

এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় আচার্য্য রঙ্গনাথ নৃসিংহাশ্রমের পরবর্ত্তী। এই নৃসিংহাশ্রম ভেদধিক্কার ও অদ্বৈত-দীপিকাকার। রঙ্গনাথ "বিদ্যারণ্যকৃতৈঃ শ্লোকৈঃ" এই বাক্যে "বৈয়াসিকন্যায়মালা" বিদ্যারণ্যকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না। কারণ, "বৈয়াসিকন্যায়মালা" ভারতীতীর্থের কৃতি। প্রত্যেক অধ্যায়-সমাপ্তি ও গ্রন্থ-সমাপ্তিতে "শ্রীভারতীতীর্থ-মুনি-বিরচিতায়াং বৈয়াসিকন্যায়মালায়াম্" ইত্যাদি লেখা উপলব্ধি হয়। ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্যের গুরু। মাধবাচার্য্য (বিদ্যারণ্য) জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"স ভব্যাদ্ ভারতীতীর্থ যতীন্দ্র চতুরাননাৎ।
কৃপামব্যাহতাং লব্ধ্বা পরাধ্যপ্রতিমোঽভবৎ ॥"

সুতরাং ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য এক হইতে পারেন না। এ বিষয়ে দীক্ষিতেরও ভুল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মাধবাচার্য্য নিজেই যখন আপনাকে ভারতীতীর্থের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তখন দীক্ষিতের সিদ্ধান্ত সমীচীন হইতে পারে না। দীক্ষিত বিদ্যারণ্য হইতে দুই শতাব্দী পরে আবির্ভূত হন; সুতরাং ইতিবৃত্ত বলে ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলেও সেই ইতিবৃত্ত অমূলক হইতে পারে। পঞ্চদশীর টীকাকার বিদ্যারণ্যের শিষ্য।

তিনিও তাঁহার ব্যাখ্যার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—"নত্বা শ্রীভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।" এই স্থলেও ভারতীতীর্থের পূর্ব্ব নিপাত করিয়াছেন এবং বিদ্যারণ্য হইতে ভারতীতীর্থের পৃথকৃত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সমকালিক শিষ্যের বাক্য ও বিদ্যারণ্যের স্বীয় বাক্য হইতে ইতিবৃত্তের মূল্য বেশী হইতে পারে না। সম্ভবতঃ পঞ্চদশীর কয়েকটী পরিচ্ছেদ ভারতীতীর্থের লিখিত। ইহা আমরা পূর্ব্বে মাধবাচার্য্যের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি।

হইতে পারে ভারতীতীর্থের অনুজ্ঞাক্রমে বিদ্যারণ্য পঞ্চদশী ও প্রমেয়সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এই কিম্বদন্তী অনুসরণ করিয়াই দীক্ষিত, ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যকে অভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাই মনে হয় আচার্য্য রঙ্গনাথও এস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

রঙ্গনাথ শ্রীমৎ নৃসিংহাশ্রমের পরবর্ত্তী। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সুতরাং রঙ্গনাথের অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়াই অনুমিত হয়।

আচার্য্য রঙ্গনাথের 'বৃত্তি' অতি সরল। রঙ্গনাথ সূত্রের প্রসঙ্গে একটী সূত্র অধিক গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ভূতযোনিত্ব অধিকরণে ২৩ সূত্রের পরে "প্রকরণত্বাৎ" বলিয়া একটি অধিক সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন। ভামতী প্রভৃতি টীকায় এই সূত্রটী গৃহীত হয় নাই। উহা ভাষ্যের অন্তর্ভূক্ত বলিয়াই বোধ হইতেছে। পৃথক্ সূত্ররূপে গ্রহণ করিবার কোনও হেতু নাই। ভারতীতীর্থও এই সূত্রটীকে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য রঙ্গনাথ এ বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র।

রঙ্গনাথের বৃত্তি পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মতবাদের কোনও বিশেষত্ব দেখা যায় না। শাঙ্করমত ব্যাখ্যার জন্য তৎকৃত বৃত্তি বিরচিত হইয়াছে।

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী
(শাঙ্করদর্শন—সপ্তদশ শতাব্দী)

শ্রীমৎব্রহ্মানন্দ সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধির টীকাকার। লঘুচন্দ্রিকা টীকা ইহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। প্রবাদ আছে যে ইনি মধুসূদনের সমসাময়িক। তরঙ্গিণীকার রামাচার্য্য তরঙ্গিণী রচনা করিয়া মধুসূদনের মত খণ্ডন করায় ব্রহ্মানন্দ লঘুচন্দ্রিকা প্রণয়ন করিয়া রামাচার্য্যের মত খণ্ডন করেন। এই জন-প্রবাদ সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। ব্রহ্মানন্দ মধুসূদনের সমবয়স্ক নহেন। মধুসূদন হইতে তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ।

ব্রহ্মানন্দের গুরুর নাম পরমানন্দ সরস্বতী। তিনি লঘুচন্দ্রিকার সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—

ভজে শ্রীপরমানন্দসরস্বত্যঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্।
যৎকৃপাদৃষ্টিলেশেন তীর্ণঃ সংসারসাগরঃ ॥

ব্রহ্মানন্দ নারায়ণ তীর্থের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নারায়ণ তীর্থ ষড়্‌দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ লঘুচন্দ্রিকার প্রারম্ভে ও অন্তে লিখিয়াছেন—

"শ্রীনারায়ণতীর্থানাং গুরূণাং চরণস্মৃতিঃ
ভূয়ান্মে সাধিকেষ্টানামনিষ্টানাং চ বাধকঃ।"
"শ্রীনারায়ণতীর্থানাং ষট্‌শাস্ত্রীপারমীয়ুষাম্।
চরণৌ শরণীকৃত্য তীর্ণঃ সারস্বতার্ণবঃ ॥"

লঘুচন্দ্রিকার শেষভাগে একটী শ্লোক আছে, তাহা এই—

"মহানুভাবধৌরেয়-শিবরামাখ্য-বর্ণিনঃ।
এতদ্‌গ্রন্থস্য কর্ত্তারো লেখকাঃ কেবলং বয়ম্ ॥"

কাহারও মতে শিবরাম নামক জনৈক পণ্ডিত গুরুচন্দ্রিকা নামে

নামে এক টীকা প্রণয়ন করেন। উহা অতি বিস্তৃত বলিয়া ব্রহ্মানন্দ সংক্ষিপ্ত লঘুচন্দ্রিকা রচনা করেন। তাহাদের যুক্তির পোষক প্রমাণ-স্বরূপ লঘুচন্দ্রিকার প্রারম্ভে একটী শ্লোকে আছে—

"অদ্বৈতসিদ্ধিব্যাখ্যানং ব্রহ্মানন্দেন ভিক্ষুণা।
সংক্ষিপ্তচন্দ্রিকার্থেন ক্রিয়তে লঘুচন্দ্রিকা॥"

"সংক্ষিপ্তচন্দ্রিকার্থেন" অর্থাৎ সংগৃহীত-গুরুচন্দ্রিকার্থেন। কাহারও মতে শিবরামই লঘুচন্দ্রিকার কর্ত্তা। কাহারও মতে ব্রহ্মানন্দের কৃত লঘুচন্দ্রিকা কেবল শিবরামের নামে ব্যবহৃত হয় এই মাত্র। আমাদের বিবেচনায় শেষোক্ত মতই গ্রাহ্য। কারণ উপক্রমে দেখিতে পাই—"অদ্বৈতসিদ্ধিব্যাখ্যানং ব্রহ্মানন্দেন ভিক্ষুণা।" উপক্রমে যখন নিজের কৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তখন যে লঘুচন্দ্রিকা ব্রহ্মানন্দের কৃতি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন "গুরুচন্দ্রিকা" নামক অদ্বৈতসিদ্ধির কোনও টীকা আছে কিনা? আমরা এরূপ কোনও টীকার বিষয় অবগত নহি। শুনিতে পাওয়া যায় কাশীর সুপ্রসিদ্ধ দণ্ডীস্বামীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট 'গুরুচন্দ্রিকা' নামক টীকাটী ছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে স্থিরতর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় গোবিন্দানন্দ যেমন 'শিবরামাচার্য্যের' নিকট হইতে আত্মবোধ লাভ করিয়াছিলেন * সেইরূপ ব্রহ্মানন্দও শিবরামাচার্য্যের নিকট উপদিষ্ট হইয়া থাকিবেন এবং তাঁহার সম্মানার্থ ও নিজের নিরভিমানতা নিবন্ধন শিবরামাচার্য্যকে গ্রন্থকার বলিয়া নিজকে কেবল লেখকমাত্র বলিয়াছেন—ইহাই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণালঙ্কারকার অচ্যুত কৃষ্ণানন্দও সিদ্ধান্তলেশের টীকা প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকর্তৃত্ব তাঁহার আচার্য্যের স্মৃতিতে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"আচার্য্যচরণদ্বন্দ্বস্মৃতিঃ লেখকরূপিণম্।
মাং কৃত্বা কুরুতে ব্যাখ্যাং নাহমত্র প্রভুর্যতঃ॥"

---

* শিবরামাচার্য্যলব্ধাত্মবোধঃ ইত্যাদি।

ব্রহ্মানন্দও এইরূপ শিবরামাচার্য্যের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য তাহাতেই গ্রন্থকর্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছেন। গুরুর প্রভাব অঙ্গীকার করাই শোভন। বাস্তবিক প্রবর্ত্তনা যাঁহার, কর্তৃত্ব তাঁহার হওয়াই সঙ্গত। ব্রহ্মানন্দ আত্মনিবেদনে গ্রন্থকর্তৃত্ব শিবরামাচার্য্যের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। †

অতএব প্রসিদ্ধি অনুসারে লঘুচন্দ্রিকা ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীকৃত বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন।

ব্রহ্মানন্দও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কারণ, তৎকৃত চন্দ্রিকার প্রারম্ভে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিয়াছেন। শ্লোকটীতে বেশ অনুপ্রাসের ছটা দেখা যায় —

"নমো নবঘনশ্যামকামকামিতদেহিনে।
কমলাকামসৌদামকণকামুকগেহিনে॥"

ইহাতে নিষ্কামভাবও প্রকট। যদিও বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতি কটাক্ষ আছে, তথাপি গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত হইয়াছে।

"যদ্‌যদ্ সংভবদুক্তিকং পরবচঃ সংভূষ্যতদ্দূষিতং
ব্যাখ্যাতশ্চ নিগূঢ়ভাবগহনোবাণীসুধাসাগরঃ।
সর্ব্বং তচ্ছরদিন্দুসুন্দরমুখশ্রীকৃষ্ণলীলাতনৌ
মালাভাবমবাপ্য সজ্জনমনো মালাং সমাকর্ষতু॥
এষা যদ্যপি চন্দ্রিকা খলমনো রাজীবরাজেরবিধ্বংস্তচ্ছেদকরী
সরীসৃপমুখব্যাঘাত মুদ্রাকরী।
সাধূনাং সকলস্বভাবকরুণাকূপারমায়াত্মনাং
চেতশ্চন্দ্রমণীমণীযুরমণী জাত্যাতথাপিস্ফুটম্॥"

লঘুচন্দ্রিকা ব্যতীত ব্রহ্মানন্দ অন্যান্য নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। মধুসূদনকৃত "সিদ্ধান্তবিন্দু"র উপর রত্নাবলী নামক নিবন্ধ রচনা ও সূত্রমুক্তাবলী নামক নিবন্ধ রচনা করেন।

---

† এ সম্বন্ধে গোবিন্দানন্দের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

লঘুচন্দ্রিকা অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে কুম্ভকোনম্ শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে পণ্ডিতপ্রবর অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদনায় অদ্বৈতসিদ্ধি সহ চন্দ্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

রত্নাবলী সিদ্ধান্তবিন্দু সহ কুম্ভকোনম্ শ্রীবিদ্যাপ্রেস হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের "দশশ্লোকী"র উপর মধুসূদন সিদ্ধান্তবিন্দু নামক সুবিস্তৃত নিবন্ধ রচনা করেন। রত্নাবলী সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর টীকা।

সূত্রমুক্তাবলী শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। এখনও ইহা বাহির হয় নাই।

ব্রহ্মানন্দ অদ্বৈতবাদী, নির্গুণ ব্রহ্মাত্মৈক্যবাদই তাঁহার অভিমত। মধুসূদনের মতের অনুবর্ত্তন করিয়া তিনি তরঙ্গিণীকার রামাচার্য্যের যুক্তিজাল ভেদ করিয়াছেন। তরঙ্গিণীকার, ব্যাসরাজ স্বামীর পক্ষ সমর্থন করিয়া অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করতঃ দ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টিত। ব্রহ্মানন্দও রামাচার্য্যের সকল আপত্তি নিরসন করিয়া অদ্বৈতমত স্থাপন করিয়াছেন। জগতের মিথ্যাত্ব, মিথ্যাত্বের লক্ষণ, একজীববাদ, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, নিত্যনিরতিশয় তারতম্যশূন্য আনন্দরূপ মুক্তিবাদ সকলই ব্রহ্মানন্দের অনুমোদিত। জীবের অণুত্ব, দ্বৈতের সত্যত্ব, মুক্তির তারতম্যত্ব সকলই শ্রুতি ও যুক্তিবলে খণ্ডন করিয়াছেন।

মীমাংসক খণ্ডদেব যে সকল আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহাও খণ্ডন করিয়া প্রাচীন মীমাংসকদিগের সংস্থাপিত মতেরই অনুমোদন করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ রত্নাবলীতে সূত্র, ভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু ও পরিমল—এই পাঁচখানি গ্রন্থকেই বেদান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"বেদান্তশাস্ত্রেতি শারীরক-মীমাংসা চতুরধ্যায়ী—তদ্ভাষ্য তদীয় টীকা বাচস্পত্য—তদীয় টীকা কল্পতরু—তদীয় টীকা পরিমল-রূপ-গ্রন্থপঞ্চকেত্যর্থঃ।" বাস্তবিক এস্থলে ব্রহ্মানন্দ স্বামী কতকটা

পরিমাণে একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছেন। কেবল ব্রহ্মসূত্রেই বেদান্তশাস্ত্র পর্য্যবসিত নহে। উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতাও বেদান্ত-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দের অভিমত শোভন নহে।

লঘুচন্দ্রিকায় ব্রহ্মানন্দ অসাধারণ মনীষার পরিচয় দিয়াছেন। ষড়্দর্শনেই তাঁহার অনুপ্রবেশ সুব্যক্ত। তাঁহাকে অনায়াসে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বলা যাইতে পারে। ন্যায়ভাস্করকার ব্রহ্মানন্দের মত খণ্ডনে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ন্যায়ভাস্করকার ব্রহ্মানন্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া পণ্ডশ্রম মাত্র করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ অভেদ্য ও দুর্ভেদ্য যুক্তি-দুর্গে আরোহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভায় সকলকে নিষ্প্রভ করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দের সহিত অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মৌলিকতা এক-প্রকার শেষ। ইঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কেবল অনুবাদক মাত্র। ঐন্দ্রজালিকের করস্পর্শে যেমন সকল লোক নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই সেইরূপ দার্শনিক জীবনে অবসন্নতার সঞ্চার হইয়াছে। দার্শনিক মৌলিকতা নিষ্প্রভ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ধানের সহিত জাতীয় জীবনের মনীষারও অন্তর্ধানের সূচনা হইয়াছে।

ব্যাস রামাচার্য্য

(দ্বৈতবাদ—পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন, সপ্তদশ শতাব্দী)

রামাচার্য্য মধ্বমতাবলম্বী। ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ ইঁহার গুরু। ব্যাসরাজ স্বামীকৃত ন্যায়ামৃতের উপর তরঙ্গিণী নামক টীকা ইনি প্রণয়ন করেন। তরঙ্গিণীর প্রারম্ভে গুরুর সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, যথা—

শুকেন শান্ত্যাদিষু বাঙ্ময়েষু ব্যাসেন ধৈর্য্যাম্বুধিনোপমেয়ং
মনোজজিত্যাং মনসাং হি পত্যারধুত্তমাখ্যং স্বগুরুং নমামি।

ইহার পিতার নাম বিশ্বনাথ, তিনিও পণ্ডিত ছিলেন। * রামাচার্য্যের ব্যাসকুলে জন্ম। গোদাবরী নদীর তীরে ইহার বাস ছিল। গ্রামের নাম অন্ধপুরী এবং ইহার জন্ম ছিল উপমন্যু গোত্রে। বিশ্বনাথের দুই পুত্র। প্রথম পুত্রের নাম নারায়ণাচার্য্য, দ্বিতীয়ের নাম রামাচার্য্য। রামাচার্য্য নিজের পিতৃ ভ্রাতৃ এবং কুলগোত্রের পরিচয় তরঙ্গিণীর প্রারম্ভে ও সমাপ্তিশ্লোকে প্রদান করিয়াছেন। † জনপ্রবাদ এইরূপ যে, ব্যাসরাজতীর্থের আদেশে রামাচার্য্য মধুসূদনের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করেন এবং তাহার নিকট অদ্বৈতবাদের ভাৎপর্য্য জানিয়া তরঙ্গিণী প্রণয়ন পূর্ব্বক মধুসূদনকৃত অদ্বৈতসিদ্ধির মত খণ্ডন করেন। বোধহয় এই জনশ্রুতি সত্য। ইহা অমূলক নহে। ব্যাসরাজ মধুসূদন সরস্বতীর সমসাময়িক এবং ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীও তরঙ্গিণীকারের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং রামাচার্য্যের কাল সপ্তদশ শতাব্দী।

---

* স্বীয় পিতার সম্বন্ধে তরঙ্গিণীর প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"ছন্দঃসাংগমুরগংমংগণগবী জৈমিন্যুপজ্ঞংমতং ব্যাসোদিতম
বুমুধচ্চসমধাদ্যো বিশ্বনাথাভিধাং।
ধর্মব্যাকতপূর্ণধীকৃতসদাচারঃস্মৃতিব্যাকৃতিব্যাজেন প্রণমামি তং
পিতরমুদ্বোধায় শব্দার্থযোঃ॥"

† তরঙ্গিণীর প্রারম্ভে ভ্রাতৃপরিচয় এইরূপ :—

"পদাদিবিদ্যাবহুবিভ্রিমন্ত্যামধ্যেষিত দ্বৈবিবরাস্তভোঽহং
নমামি তং ব্যাসকুলাবতংসং নারায়ণাচার্য্যমথাগ্রজং মে॥"

আর সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন :—

"সদ্যোজাতজটাজপাবনসরিদ্গোদাবরীতীরতো
গব্যূতির্বসতিঃ সতাং কুলবতামন্ধপুরী তত্র যো
ব্যাসাখ্যা উপমন্যুগোত্রজবুধাস্তেষাজ্বয়োমুদ্গল-
জ্যগ্রামজ্ঞতয়ে মুরারিচরণা ব্যাসাভিধানা বুধাঃ।

রামাচার্য্য ব্যাসরাজ স্বামীর ন্যায়ামৃতের টীকা "তরঙ্গিণী" ব্যতীত অন্য কোনও নিবন্ধ বা প্রবন্ধ রচনা করেন নাই। তরঙ্গিণীতে তিনি অসামান্য মনীষা ও দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন। সর্ব্বত্রই শাঙ্করদর্শনে ও পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি সুপরিস্ফুট।

"তরঙ্গিণী" শকাব্দা ১৮৩২ অর্থাৎ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে কৃষ্ণাচার্য্য ও ব্যাসাচার্য্য মহোদয়দ্বয়ের সম্পাদনায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

রামাচার্য্য মধ্বমতাবলম্বী। ব্যাসরাজ স্বামী ন্যায়ামৃতে অদ্বৈতমত নিরসন করিয়া দ্বৈতবাদ—স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ স্থাপন করেন। ব্যাসরাজ মধ্ব অর্থাৎ পূর্ণপ্রজ্ঞের মত অনুসরণ করিয়া জগতের সত্যত্ব, পঞ্চভেদ, জীবাণুত্ববাদ, সেব্যসেবকবাদ, মুক্তির তারতম্যত্ব প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। ব্যাসরাজ অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের সংস্থাপিত মিথ্যাত্বলক্ষণগুলি নিরসন করিয়া শ্রুতি ও যুক্তিবলে দ্বৈতসত্যত্ব স্থাপনে বদ্ধপরিকর।

মধুসূদন ব্যাসরাজ স্বামীর মত অদ্বৈতসিদ্ধিতে খণ্ডবিখণ্ড করেন। রামাচার্য্য ব্যাসরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির উপর তীব্র আক্রমণ করেন। রামাচার্য্য যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী লঘুচন্দ্রিকায় প্রত্যেক আপত্তির খণ্ডন করিয়া মধুসূদনের সিদ্ধান্তই সংস্থাপিত করেন। সুতরাং রামাচার্য্যও স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদী। জীবাণুত্ববাদ, সেব্যসেবকবাদ, মুক্তির তারতম্য-বাদ, জগতের সত্যত্ব, পঞ্চভেদ, সকলই তাঁহার অনুমোদিত।

তেভ্যোঽজায়ত বিশ্বনাথ ইতি যঃ স জ্ঞানরত্নাকর-
তস্মাদাবিরভূৎ সুরক্রমযশা আচার্য্যনারায়ণঃ।
রামাচার্য্য ইতীরিতস্তদনুজো যস্তত্ত্ববাদাংবুধে-
রাতানীৎ সতরঙ্গিণীমিহ পরিচ্ছেদশ্চতুর্থোঽপি যঃ।"

মধুসূদনের মত খণ্ডনের জন্য যেরূপ সূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। বিচার-মল্লতায় রামাচার্য্য দক্ষ। তরঙ্গিণীর ন্যায় নিবন্ধ মধ্বমতে বিরল। বোধ হয় ব্যাস-রাজস্বামী ও রামাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিত মধ্বমতে আর নাই। জয়তীর্থাচার্য্য পণ্ডিত হইলেও এরূপ বিচারমল্ল নহেন। গ্রন্থকার হিসাবে তিনি বড় হইতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও দার্শনিক বিচারকৌশলে ব্যাসরাজ ও রামাচার্য্য জয়তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। রামানুজ-মতে শতদূষণীকার বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ যেমন কবি-তার্কিককেশরী, ব্যাসরাজও তেমনই তার্কিককেশরী। রামাচার্য্যকেও সেই পদবীতে অলঙ্কৃত করা যাইতে পারে। রামাচার্য্যও তার্কিককেশরী।

শ্রীমৎ রাঘবেন্দ্রস্বামী

(স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ—পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন—সপ্তদশ শতাব্দী)

রাঘবেন্দ্রস্বামী জয়তীর্থাচার্য্যের টীকার বৃত্তিকার। জয়তীর্থাচার্য্যের প্রধান প্রধান নিবন্ধের উপর রাঘবেন্দ্র বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। রাঘবেন্দ্র মধ্বমতাবলম্বী। তাঁহার দার্শনিক মত মধ্বাচার্য্যের অনুরূপ। টীকা ও বৃত্তি রচনায় রাঘবেন্দ্র সিদ্ধহস্ত।

রাঘবেন্দ্রস্বামীর গ্রন্থের বিবরণ

১। তত্ত্বোদ্যোত টীকার বৃত্তি—ইহা মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। টীকা জয়তীর্থের বিরচিত, তাহার উপরে রাঘবেন্দ্রস্বামী বৃত্তি রচনা করিয়াছেন।

২। ন্যায়কল্পলতার বৃত্তি—মধ্বাচার্য্যের প্রমাণ-লক্ষণের উপর

জয়তীর্থ ন্যায়কল্পলতা নামক টীকা রচনা করেন। রাঘবেন্দ্র ইহার উপর বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই বৃত্তি মধ্ববিলাস সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। **তত্ত্বপ্রকাশিকার বৃত্তি ভাবদীপ**—মধ্বভাষ্যের উপর জয়তীর্থ তত্ত্বপ্রকাশিকা প্রণয়ন করেন। রাঘবেন্দ্র ভাবদীপ নামক বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। ভাবদীপ বেলগ্রাম হইতে এবং মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতেও প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। বাদাবলীর টীকা—বাদাবলী জয়তীর্থাচার্য্য কৃত। এই বাদাবলী অবলম্বন করিয়াই ব্যাসরাজস্বামী ন্যায়ামৃত রচনা করেন। বাদাবলীর উপর রাঘবেন্দ্রস্বামী টীকা প্রণয়ন করেন। সটীক বাদাবলী মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। মন্ত্রার্থমঞ্জরী—ইহা ঋগ্বেদের প্রথম ৪০ সূক্তের টীকা। মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। তত্ত্বমঞ্জরী—এই গ্রন্থ মধ্বাচার্য্য কৃত অণুভাষ্যের ব্যাখ্যা। ইহা অতি সরল ভাষায় লিখিত। মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৭। গীতাবিবৃত্তি—এই গ্রন্থ ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা। বোম্বাই হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। **ঈশ, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় উপনিষদের খণ্ডার্থ**—এই সকল উপনিষদের ব্যাখ্যা মধ্ব-মতানুসারে করা হইয়াছে। বোম্বাই হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

রাঘবেন্দ্র স্বামীর গ্রন্থের ভাষা বেশ সরল। তাঁহার মতের কোনও বিশেষত্ব দেখা যায় না।

শ্রীনিবাস আচার্য্য। (১)

[বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—রামানুজ-দর্শন—সপ্তদশ শতাব্দী]

আচার্য্য শ্রীনিবাস চণ্ডমারুতকার মহাচার্য্যের শিষ্য। মহাচার্য্য আপনাকে বাধুলকুলের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীনিবাস স্বীয় প্রবন্ধ যতীন্দ্রমতদীপিকার প্রত্যেক অবতার বা পরিচ্ছেদের সমাপ্তিতে আপনাকে মহাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন—"ইতি শ্রীবাধুলকুলতিলকশ্রীমন্‌মহাচার্য্যপ্রথমদাসেন" ইত্যাদি। চণ্ডমারুতকার মহাচার্য্য অর্থাৎ দোদ্দয়াচার্য্য অপ্পয়দীক্ষিতের সমসাময়িক। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও মহাচার্য্য বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীনিবাসও সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন।

শ্রীনিবাসের পিতার নাম গোবিন্দাচার্য্য। তিনি বোধ হয় বেঙ্কটেশ্বরের উপাসক ছিলেন। *

শ্রীনিবাস "যতীন্দ্রমতদীপিকা বা যতি-পতি-মত-দীপিকা" নামক প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে রামানুজ-মতের সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি অতি সরল ভাষায় লিখিত। যতীন্দ্র-মতদীপিকায় ১০টী অবতার বা পরিচ্ছেদ। প্রথম অবতারে প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়ে অনুমান, তৃতীয়ে শব্দ, চতুর্থে প্রমেয়, পঞ্চমে কাল, ষষ্ঠে নিত্যবিভূতি, সপ্তমে ধর্ম্মভূত জ্ঞান, অষ্টমে জীব, নবমে ঈশ্বর, দশমে অদ্রব্য নিরূপিত হইয়াছে। যতীন্দ্রমতদীপিকা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সুচারুরূপে শৃঙ্খলার সহিত রামানুজাচার্য্যের মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

---

* শ্রীনিবাস লিখিয়াছেন,—

"শ্রীমদ্‌-বেঙ্কটগিরিনাথপদকমলসেবাপরায়ণস্বামিপুষ্করিণিগোবিন্দাচার্য্য-সূনুনা" ইত্যাদি।

শ্রীনিবাস যে সকল গ্রন্থ আলোচনা করিয়া যতীন্দ্রমতদীপিকা প্রণয়ন করেন তাহার তালিকাও দীপিকায় প্রদান করিয়াছেন। ‡ এই তালিকায় দ্রাবিড় ভাষ্যের উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতেও দ্রাবিড়ভাষ্য ছিল—ইহা তাহারই নিদর্শন। শ্রীনিবাস বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতবাদের আর কোনও বিশেষত্ব নাই।

শ্রীনিবাসাচার্য্য (২)

[রামানুজ-দর্শন—সপ্তদশ শতাব্দী]

এই শ্রীনিবাসাচার্য্যও রামানুজ মতাবলম্বী। শঠমর্ষণকুলে ইহার জন্ম। তিনি লক্কাম্বা নামক রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। অন্নয়াচার্য্য ও শ্রীনিবাস নামে ইহার দুই পুত্র জন্মে। ইহারা উভয়েই বিদ্বান্। শ্রীনিবাস আচার্য্য মধ্বাচার্য্যের মতে দোষ প্রদর্শনের জন্য "আনন্দ-তারতম্য-খণ্ডন" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। মধ্বমতাবলম্বী আচার্য্যগণের মতে দেবতা, মনুষ্য ও মুক্তপুরুষগণের আনন্দের তারতম্য আছে। পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র ইহার সমর্থকরূপে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রুতি ও যুক্তিবলে তাঁহাদের মত নিরসন করিয়াছেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন—পৌরাণিকবচনানি তুক্তি-

---

‡ এবং দ্রাবিড়ভাষ্য—ন্যায়তত্ত্ব—সিদ্ধিত্রয়—শ্রীভাষ্যদীপসার—বেদার্থসংগ্রহ—ভাষ্যবিবরণ—সংগতিমালা—ষড়র্থসংক্ষেপ—শ্রুতপ্রকাশিকা—তত্ত্বরত্নাকর—প্রজ্ঞাপরিত্রাণ—প্রমেয়সংগ্রহ—ন্যায়কুলিশ—ন্যায়সুদর্শন—মানযাথাত্ম্যনির্ণয়—ন্যায়সার—তত্ত্বদীপন—তত্ত্বনির্ণয়—সর্ব্বার্থসিদ্ধি—ন্যায়পরিশুদ্ধি—ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন—পরমতভঙ্গ—তত্ত্বত্রয়চুলুক—তত্ত্বত্রয়নিরূপণ—তত্ত্বত্রয়চণ্ডমারুত—বেদান্তবিজয়—পারাশর্য্যবিজয়াদি পূর্ব্বাচার্য্যপ্রবন্ধানুসারেণ জ্ঞাতব্যাখ্যানং সংগৃহ্য বালবোধার্থং যতীন্দ্রমতদীপিকাখ্য-শারীরক-পরিভাষায়ামস্মাস্মে প্রতিপাদিতাঃ।"

(যতীন্দ্রমতদীপিকা—৪৬ পৃষ্ঠা B. S. Series.)

বিরোধাৎ পরমসাম্য শ্রুতিবিরোধাচ্চ সালোক্যাদি মুক্তিপরাণি বা জীবন্মুক্তপরাণ্যুপাসনকালীনানুভবপরাণি বা নেয়ানীত্যন্যত্র বিস্তরঃ।" শ্রীনিবাসাচার্য্যের এই প্রবন্ধ মধ্বমত নিরসনেই নিয়োজিত। "আনন্দ-তারতম্য-খণ্ডন" এখনও প্রকাশিত হয় নাই। *

শ্রীনিবাস। (৩)

[বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায় সপ্তদশ শতাব্দী]

এই শ্রীনিবাস, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রীনিবাসের পুত্র। শঠমর্ষণকুলে ইঁহার জন্ম। এই কুলের অপর নাম শ্রীশৈল। শ্রীনিবাসের অগ্রজের নাম অন্নয়াচার্য্য, মাতার নাম লক্ষাম্বা। ইঁহার গুরুর নাম শ্রীনিবাস দীক্ষিত। শ্রীনিবাস দীক্ষিত কৌণ্ডিণ্য গোত্রজ। শ্রীনিবাস তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অন্নয়াচার্য্যের নিকটেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস স্বকৃত "অরুণাধিকরণ-সরণি-বিবরণী" নামক প্রবন্ধের প্রারম্ভে স্বীয় গুরু ও ভ্রাতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (১) শ্রীনিবাস মধ্বমতাবলম্বী ব্যাসতীর্থ বা ব্যাসরাজ স্বামীর পরবর্ত্তী। কারণ, তিনি ব্যাসতীর্থকৃত চন্দ্রিকার মত খণ্ডন করিবার জন্য "ব্রহ্মসূত্রে ব্যাখ্যা তত্ত্বমার্ত্তাণ্ড" রচনা করেন। ব্যাসরাজ ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং শ্রীনিবাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান থাকিবার একান্ত সম্ভাবনা। শ্রীনিবাস বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তিনি "আনন্দ-তারতম্য-খণ্ডন"কার শ্রীনিবাস তাতাচার্য্যের উপযুক্ত পুত্র। তিনি (শ্রীনিবাস) "অরুণা-

---

* Madras G. O. M. L. Catalogue, Vol X. No. 4869, See Page 3657.

(১) "কৌণ্ডিন্য-শ্রীনিবাসাধ্বরিবরগুরুণা সৌলভ্যালভ্যভূম্না।
যস্য জাতং বহ্বধীতং যদগণিসহজাদন্নয়ার্য্যান্মখী(হে)ন্দ্রাৎ ॥"

ধিকরণ-সরণি-বিবরণী" নামক এক প্রবন্ধে রচনা করেন। ব্রহ্মসূত্রের আনন্দময়াধিকরণ সম্বন্ধে রামানুজাচার্য্য শঙ্কর হইতে ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন। এই অরুণাধিকরণের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আচার্য্যদ্বয় বিরোধী মত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীনিবাস 'অরুণাধিকরণ-সরণি-বিবরণী'তে রামানুজের মতানুসারেই আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১)

তাহার অন্যতম প্রবন্ধ "ওঙ্কার-বাদার্থ।" এই প্রবন্ধ শ্রীনিবাস প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রণব (ওঁকার) ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এই সূত্রের অন্তর্নিবিষ্ট নহে। এই প্রকরণও ব্যাস-তীর্থের চন্দ্রিকার মত খণ্ডনের জন্যই নিয়োজিত। চন্দ্রিকাকার ব্যাসতীর্থের মতে, প্রণব প্রথম সূত্রের অন্তর্নিবিষ্ট। সেই মত নিরসনের জন্যই এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণ-প্রসঙ্গে চন্দ্রিকার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। * গ্রন্থখানি ব্যাসতীর্থের মত-খণ্ডনেই নিয়োজিত। † শ্রীনিবাসের অপর প্রবন্ধের নাম "জিজ্ঞাসা-দর্পণ।" এই প্রবন্ধে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রের "জিজ্ঞাসা" পদের সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা শব্দের নানারূপ অর্থের অবতারণা করিয়া রামানুজের পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। ‡ জিজ্ঞাসাদর্পণ এখনও

(১) Madras. G. O. M. Library Catalogue, Vol X. No. 4866, See Page 3653.

* যদ্যপি চেদং প্রকরণমুপযুক্তং চন্দ্রিকা-নিরাকরণে
তদপি প্রথমসূত্রে প্রণববাদাপ্তোতি কিং ন পার্থক্যম্।

† Madras. G. O. M. Library Catalouge, Vol X. No. 4871, See Page 3659.

‡ "তত্র জিজ্ঞাসাশব্দো মীমাংসাশব্দবদ্বিচারে রূঢ় ইতি কেচিৎ। প্রমিতিরূপ-ফলেচ্ছারূপয়া জিজ্ঞাসয়ার্থাদাক্ষিপ্তো বিচার ইত্যপরে। ইচ্ছায়া ইষ্যমাণ-প্রধানত্বাদিষ্যমাণং জ্ঞানমিহ বিধীয়ত ইতি শ্রীমদ্ভাষ্যকারাঃ।"

প্রকাশিত হয় নাই। (১)। শ্রীনিবাস "জ্ঞানরত্ন-প্রকাশিকা" নামক অন্য একখানি প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উপাসনা ও ধ্যানবলেই মুক্তি হইতে পারে। অদ্বৈতবাদীর মতে উপাসনা ও ধ্যান মুক্তির সহকারী কারণ মাত্র। কিন্তু রামানুজের মতে উপাসনা ও ধ্যানই মুক্তির কারণ। শ্রীনিবাস শ্রুতি ও যুক্তিবলে এই প্রবন্ধে রামানুজীয় সিদ্ধান্ত সুস্থাপিত করিয়াছেন। (২)

শ্রীনিবাসের অপর প্রবন্ধ "ণত্বদর্পণ"। এই প্রবন্ধে শ্রীনিবাস প্রমাণিত করিয়াছেন যে, নারায়ণ শব্দে "ণ" এই পদাংশ থাকাতে নারায়ণ শব্দের শিবপর অর্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ নারায়ণ শব্দে শিবকে বুঝাইতে পারে না। কেবল মাত্র বিষ্ণুকেই বুঝাইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিবাসের এই প্রবন্ধের অনুকরণে তিরুমলৈ কৃষ্ণতাতাচার্য্য "ণত্বচন্দ্রিকা" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। "ণত্বদর্পণ" এখনও প্রকাশিত হয় নাই।* শ্রীনিবাস মধ্বমতানুযায়ী ব্যাসতীর্থের 'চন্দ্রিকা' টীকার নিরসন মানসে ও রামানুজের শ্রীভাষ্যের মত সুদৃঢ় ভাবে স্থাপন করিতে ব্রহ্মসূত্রের এক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। এই ব্যাখ্যার নাম "তত্ত্বমার্ত্তাণ্ড।" গ্রন্থারম্ভেই তিনি লিখিয়াছেন যে চন্দ্রিকাকারের মত নিরসন করিতে এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন—

প্রপদ্যে তত্ত্বমার্ত্তাণ্ডং ধ্বান্তবিধ্বংসনং শুভম্।
যৎপ্রভাবান্নিরস্তাভূচ্চন্দ্রিকা মাধ্বজীবনী॥

"তত্ত্বমার্ত্তাণ্ড" নামক সুবিস্তৃত টীকা বোধহয় এখনও প্রকাশিত

(১) Madras. G. O. M. L. Cat. Vol. X. No. 4883, See page 3672.

(২) Madras. G. O. M. L. Cat. Vol. X. No. 4886, See page 3675.

* Madras. G. O. M. L. Cat. Vol. X. No. 4888, See page 3675.

হয় নাই। * শ্রীনিবাসের অপরগ্রন্থ "বিরোধ-নিরোধ-ভাষ্য-পাদুকা"। ইহা অতি সুবিস্তৃত নিবন্ধ এবং শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যাকল্পে বিরচিত। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ শ্রীভাষ্যে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল খণ্ডন পূর্ব্বক রামানুজ-মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এই নিবন্ধ লিখিত। "তত্ত্বমার্ত্তাণ্ড" যেমন মধ্বমত নিরসনে নিয়োজিত, 'বিরোধ-নিরোধ-ভাষ্যপাদুকা'ও সেইরূপ অদ্বৈত মত নিরসনে নিয়োজিত। বিরোধ-নিরোধ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।†

"নয়দ্যুমণি" নামক অপর একখানি প্রকরণ গ্রন্থও শ্রীনিবাসের বিরচিত বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, শ্রীনিবাস "তত্ত্বমার্ত্তাণ্ডে"র সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—"বিস্তরস্তু সিদ্ধান্তচিন্তামণৌ, তট্টীকায়াং নয়দ্যুমণৌ চাত্রাপি শরীরলক্ষণনিরূপণাবসারে বিশদমুপপাদয়িষ্যত ইতি দিক্।" এই প্রকরণগ্রন্থে রামানুজাচার্য্যের দার্শনিক ও ধর্ম্মমত বিশদভাবে বর্ণিত আছে। নয়দ্যুমণি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।‡ এই নিবন্ধে নিম্নলিখিত প্রকরণ আছে :—

১। শরীরলক্ষণম্	৫। শব্দস্থায়িত্বম্
২। স্বতঃপ্রামাণ্যম্	৬। শ্রুতিলিঙ্গাদিঃ
৩। বাক্যার্থপ্রদীপঃ	৭। যথার্থখ্যাতিতত্ত্বম্
৪। অন্বিতাভিধানম্	৮। উপোদ্‌ঘাত-বিনির্ণয়ঃ

---

* Madras. G. O. L. Cat. Vol X. No. 4894 See page 3683.

† " " " " " " " " " 4996 " " 3784,

‡ Madras. G. O. M. L. Cat. Vol. No. 4907, See page 3700. এস্থলে সমাপ্তিতে লিখা আছে—"মেঘনাদারিবিরচিতে", বোধহয় লেখকের প্রমাদ বশতঃ ঐরূপ লিখা আছে। কারণ, শ্রীনিবাস যেমন তত্ত্বমার্ত্তাণ্ডের সমাপ্তিতে নয়দ্যুমণি স্বকৃত বলিয়া লিখিয়াছেন, সেইরূপ প্রারম্ভেও লিখিয়াছেন—

ভাষ্যার্ণবমবতীর্ণো বিস্তীর্ণং যদবদং নয়দ্যুমণৌ। সংক্ষিপ্য তৎপরোক্তি-বিক্ষিপ্য করোমি তোষণং বিদুষাম্॥

৯। কালনিরূপণম্	১৩। উপমানপ্রমাণম্
১০। প্রত্যক্ষপ্রমাণম্	১৪। অর্থাপত্তিঃ
১১। অনুমানপ্রমাণম্	১৫। প্রমেয়নিরূপণম্
১২। শাস্ত্রনিরূপণম্	

শ্রীনিবাস এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত সিদ্ধান্ত-চিন্তামণি ও তাহার টীকাও লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। সুতরাং দার্শনিক গ্রন্থকার হিসাবে শ্রীনিবাস লব্ধপ্রতিষ্ঠ। "ওঁকার-বাদার্থ" নামক প্রবন্ধে শ্রীনিবাস দেখাইয়াছেন যে, প্রণব প্রথমসূত্রের (অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা) অন্তর্নিবিষ্ট নহে। তিনি "প্রণব-দর্পণ" নামক অপর এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধেও তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রণব ব্রহ্মসূত্রের অংশীভূত নহে। "প্রণব-দর্পণ" এখনও প্রকাশিত হয় নাই।* শ্রীনিবাসের অপর প্রবন্ধ "ভেদ-দর্পণ"। এই প্রবন্ধে তিনি জীব ও ব্রহ্মের ভেদের নিত্যসিদ্ধতা স্থাপন করিয়াছেন।† শ্রীনিবাস শতদূষণীর উপর "সহস্রকিরণী" নামক এক টীকা প্রণয়ন করেন। (‡)

বুচ্চি বেঙ্কটাচার্য্য
(রামানুজ-দর্শন—১৭শ শতাব্দী)

বুচ্চি বেঙ্কটাচার্য্য অয়্যাচার্য্যের তৃতীয় পুত্র। তিনি "বেদান্ত-কারিকাবলী" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পদার্থ ও সিদ্ধান্তগুলির সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে।

---

* Madras, G. O. M. L. Cat. Vol X. No. 4932 See, page 3726.

† " " " " " " " " No. 4980 " " 3767.

‡ " " " " " " " " No. 5044 " " 3821.

প্রবন্ধখানি পদ্যে লিখিত। এই গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

(১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

১ প্রত্যক্ষপ্রমাণ-নিরূপণম্
২। অনুমান-নিরূপণম্
৩। শব্দপ্রমাণ-নিরূপণম্
৪। প্রকৃতি-নিরূপণম্
৫। কাল-নিরূপণম্
৬। নিত্যবিভূতি-নিরূপণম্
৭। বুদ্ধি-নিরূপণম্
৮। জীব-স্বরূপ-নিরূপণম্
৯। ঈশ্বর-নিরূপণম্
১০। গুণ-নিরূপণম্

ব্রজনাথ ভট্ট

শুদ্ধদ্বৈতবাদ

(বল্লভীয় দর্শন—১৭শ শতাব্দী)

ব্রজনাথ ভট্ট বল্লভাচার্য্যের অণুভাষ্যের "মরীচিকা" নামক বৃত্তি রচনা করেন। আচার্য্য বল্লভ স্বীয় ভাষ্যকে "ভাষ্যভাস্কর" আখ্যা দিয়াছেন। * এই ভাষ্যভাস্করের কিরণস্বরূপ ব্রজনাথ ভট্ট মরীচিকা বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন।

গ্রন্থের সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন যে সম্রাট্ জয়সিংহের আজ্ঞায় তিনি মরীচিকা বৃত্তি রচনা করেন। বল্লভাচার্য্যের পরে "জয়সিংহ" নামক কোনও সম্রাট্ ভারতের সিংহাসনে বসেন নাই। বোধহয় কোনও রাজন্যকে ব্রজনাথ সম্রাট্‌রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। †

জয়সিংহ নামক কোনও ক্ষুদ্র দেশের রাজার আজ্ঞায় মরীচিকা বৃত্তি বিরচিত হইবার সম্ভাবনা। জয়সিংহ রাজপুতনার কোনও

(১) Madras. G. O. L. Cat. Vol X. No. 5005, See page 3793.

* ইহার প্রমাণস্বরূপ এই গ্রন্থের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় "নানামতধ্বান্ত" ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† সম্রাট্‌শ্রীজয়সিংহাজ্ঞাং প্রাপ্য ব্রজনাথভট্টেন।
অণুভাষ্যভাস্করস্য মরীচিকেয়ং কৃতাম্যতাং॥"

ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হইতে পারেন। ব্রজনাথের বৃত্তিতে অণুভাষ্যের টীকাকার গোস্বামী পুরুষোত্তমজী মহারাজের কোনও উল্লেখ নাই। কেবল মাত্র গ্রন্থের প্রারম্ভে বল্লভাচার্য্যের নমস্কার আছে—

নত্বা শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদপদ্মযুগং সদা।
তদীয়ভাষ্যমার্গেণ ব্যাসসূত্রায় ঈর্য্যতে॥

ব্রজনাথের বিশেষত্বও একটু আছে। বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের অন্যান্য গ্রন্থকারগণ বিট্ঠলনাথকে বন্দনা করিয়াছেন, কিন্তু ব্রজনাথের গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ নাই। পুরুষোত্তমজী মহারাজ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ব্রজনাথ তাঁহা হইতে প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হন; সুতরাং তাঁহার অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইল। ব্রজনাথের বৃত্তি সংক্ষিপ্ত। শঙ্করানন্দ যেমন শাঙ্করভাষ্যের বৃত্তি "ব্রহ্মসূত্রদীপিকা" রচনা করিয়াছেন, ব্রজনাথের বৃত্তি মরীচিকাও সেইরূপ বল্লভের অণুভাষ্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। অতি সরল ভাষায় বল্লভের অণুভাষ্যের তাৎপর্য্য ইহাতে বিন্যস্ত হইয়াছে।

ব্রজনাথ শুদ্ধদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতের অন্য কোনও বিশেষত্ব দেখা যায় না। "মরীচিকা" ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজে পণ্ডিতপ্রবর রত্নগোপাল ভট্ট মহোদয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর উপসংহার

সপ্তদশ শতাব্দীতে অদ্বৈতমতের অন্যতম প্রধান আচার্য্য মধুসূদনের আবির্ভাবই স্মরণীয় ঘটনা। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর বিচারযুদ্ধই এই শতাব্দীর বিশেষত্ব। কিন্তু তাহা হইলেও এই শতাব্দীর অন্ত হইতেই মৌলিকতা প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও দার্শনিকতা ছিল, কিন্তু অষ্টাদশের শেষভাগ হইতে কি যেন এক সম্মোহনে সমস্ত দার্শনিক-প্রাণ নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। এই সময়ে মৌলিকতা এক প্রকার নির্ব্বাণোন্মুখ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হইতেই ইহার সূচনা হইয়াছে। প্রবল ঝড়ের পরে যেমন প্রকৃতি স্তব্ধ হয়, সেইরূপ মধুসূদন, ব্রহ্মানন্দ ও রামাচার্য্যের অন্তর্ধানের পরে দার্শনিক জীবন একরূপ স্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুই একজন আচার্য্য ব্যতীত আর সকলের গ্রন্থই প্রায় মৌলিকতা পরিশূন্য।

সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দী সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়। নাভাজী —ভক্তমাল, তুলসীদাস—রামায়ণ, বিহারী—সৎসইয়া প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচন করেন।* সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময়ে মহারাষ্ট্রকুলভূষণ শিবাজীর আবির্ভাব হয়, তাঁহার সময়ে মহারাষ্ট্র-সাহিত্যেরও অভ্যুদয় হয়। শিবাজীর গুরু রামদাস 'দাসবোধ" প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচন করেন। এই সময়ে দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধিত হইয়া জাতীয় জীবনের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। সম্রাট্ সাহজাহানের সময় পৃথিবীর মধ্যে সপ্তাশ্চর্য্য বস্তুর অন্যতম আশ্চর্য্য তাজমহল নির্ম্মিত হয়। অন্যদিকে এই সময়েই অদ্বৈতবাদের তাজমহল মধুসূদনের অতুলনীয় প্রতিভার অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তিস্বরূপ অদ্বৈতসিদ্ধি বিরচিত হয়।

বিচারমল্লতাও এই শতাব্দীতে বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অদ্বৈত-মতে প্রকরণ গ্রন্থ ও নানাবিধ টীকা প্রণীত হইয়াছে। টীকার মধ্যে ন্যায়রত্নপ্রভায় মৌলিকতা আছে। প্রকরণ গ্রন্থের মধ্যে 'বেদান্ত-পরিভাষা' ও কাশ্মীরক সদানন্দের 'অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি' উল্লেখযোগ্য। এই শতাব্দীতে রামাচার্য্যের অক্ষয়কীর্ত্তি 'তরঙ্গিণী' বিরচিত হইয়াছে। রামানুজ-মতের এক শ্রীনিবাস ব্যতীত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য আচার্য্যের আবির্ভাব এ সময়ে হয় নাই।

* তুলসীদাস সংবৎ ১৬৩১ অর্থাৎ ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর উপক্রম

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক গগন মেঘাচ্ছন্ন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুতে মোগল-সাম্রাজ্য বিচ্যুতকেন্দ্র হইয়া পড়িল মোগল সম্রাট্‌গণের দুর্ব্বলতায় ভারতে তিনটী শক্তির আবির্ভাব হইল। প্রথম দেশীয় মহারাষ্ট্র শক্তি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিদেশী ইংরাজ ও ফরাসী শক্তি। মহারাষ্ট্র ও ফরাসীশক্তি পরাভূত হইলে ইংরাজ ভারতের সিংহাসন অধিকার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। পলাশীর ক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য নির্ণীত হইয়া মুসলমানের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক জীবন, দার্শনিক জীবনকেও কতকটা পরিমাণে বিত্রস্ত করিয়াছে। এই শতাব্দীতে মৌলিকতার স্ফূর্ত্তি সবিশেষ হয় নাই। কেবলমাত্র নিম্বার্কমতে ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে দুইজন আচার্য্য আবির্ভূত হইয়া উত্তরভারতে জ্ঞানের দীপ প্রজ্বলিত রাখিয়াছিলেন। নিম্বার্ক মতে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও গৌড়ীয় মতে বলদেব বিদ্যাভূষণ, এই দুইজন আচার্য্যের আবির্ভাবে এই দুই মতের বলাধান হইয়াছে। বোধ হয় বলদেবের ন্যায় মনীষা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আর কাহারও নাই।

অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী আয়ন্ন-দীক্ষিত ও অচ্যুত কৃষ্ণানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। অচ্যুত কৃষ্ণানন্দ টীকাকার ও সদাশিব বৃত্তিকার, কিন্তু আয়ন্নদীক্ষিতের মৌলিকতা আছে। এই মতে মহাদেবানন্দ "ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান" নামক প্রকরণ ও তদ্‌ব্যাখ্যা "অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ" রচনা করেন।

বল্লভীয় মতে টীকাকার গোস্বামী পুরুষোত্তমজী মহারাজের আবির্ভাব একটী বিশেষ ঘটনা। এই শতাব্দী কেবল টীকার যুগ।

বলদেব বিদ্যাভূষণ 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করিয়া এই শতাব্দীর মুখ রক্ষা করিয়াছেন ও বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বঙ্গদেশের বৈদান্তিক আচার্য্যগণের মধ্যে তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য। বাচস্পতি মিশ্র, মধুসূদন সরস্বতী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ। বাচস্পতি মিথিলার লোক হইলেও মিথিলা তখন বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্তই ছিল। এক শাসনাধীনে বাচস্পতি ও মধুসূদন অদ্বৈতবাদের প্রধানতম আচার্য্য। আর বলদেব গৌড়ীয় মতের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের প্রধানতম আচার্য্য।

ইংরাজ রাজ্য পত্তন হইলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গ্রন্থাদির প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের অন্যতম প্রধান সুফল সাহিত্যের প্রচার। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচারের ফলে সাহিত্যের বেশ প্রসার হইল। কলিকাতায় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটী স্থাপিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রচেষ্টায় নানাবিধ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

সরকারের প্রচেষ্টায় বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া পুস্তকালয়ে সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। সরকারের যে পুণ্য-প্রচেষ্টা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা সর্ব্বতোমুখী হইয়া সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যের প্রচার সাধন করিয়াছে। সরকারের এই উৎসাহ সবিশেষ প্রশংসনীয়। শাস্ত্রপ্রচার ও সংরক্ষণকার্য্যে ইংরাজ রাজত্বে যেরূপ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার জন্য দেশবাসীর সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে মৌলিকতার অবসান হইলেও প্রচারের সৌকর্য্য হইয়াছে। গ্রন্থাদির বহুল প্রচারে সাধারণের ভিতরেও দার্শনিক চর্চ্চার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। গ্রন্থ প্রচারের ফলেই উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজ ও "কর্ণেল অলকট্" (Col. Olcott) সংস্থাপিত থিওসফিক্যাল সোসাইটী (Theosophical Society) প্রভৃতির পত্তন হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রচারের অন্য সুফল—ইউরোপে ভারতীয় সাহিত্যের সমাদর। ভারতীয় দর্শন ইউরোপীয় দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা যেমন গ্রীক্‌চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে, সেইরূপ ভারতীয়গ্রন্থ প্রচারের ফলেও উনবিংশ শতাব্দীতে দার্শনিক সোপেনহৌর (Schopenhauer), ভন হার্টম্যান প্রভৃতি ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন।

আচার্য্য বেদেশ তীর্থ

[দ্বৈতবাদ—স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ]

(পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন—১৮শ শতাব্দী)

আচার্য্য বেদেশ তীর্থ মধ্বমতাবলম্বী ও জয়তীর্থাচার্য্যের টীকার বৃত্তিকার। জয়তীর্থ 'তত্ত্বোদ্দ্যোত' টীকা প্রণয়ন করেন, আর বেদেশতীর্থ ইতার উপরে বৃত্তি বিরচন করেন। এই 'তত্ত্বোদ্দ্যোত' টীকার উপর তিনটী বৃত্তি রচিত হইয়াছে। প্রথম রাঘবেন্দ্র স্বামীর বৃত্তি, দ্বিতীয় বেদেশতীর্থের বৃত্তি, তৃতীয় শ্রীনিবাসতীর্থের বৃত্তি। বেদেশতীর্থ শ্রীনিবাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। বেদেশ অত্যন্ত হরিভক্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস ন্যায়ামৃতের বৃত্তির প্রারম্ভে তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছেন। *

বেদেশতীর্থ পদার্থকৌমুদী, তত্ত্বোদ্দ্যোত টীকার বৃত্তি, কঠোপনিষদ্-বৃত্তি, কেন-উপনিষদ্-বৃত্তি এবং ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ প্রভৃতির বৃত্তি রচনা করেন। পদার্থকৌমুদী এখনও প্রকাশ হয় নাই। তত্ত্বোদ্দ্যোত টীকার বৃত্তি, উপনিষৎত্রয়ের বৃত্তি মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদেশতীর্থের মতবাদ মধ্বাচার্য্যেরই অনুরূপ—অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই।

---

* বেদব্যাসাভিসংজাতং সদাহরিপদাশ্রয়ম্।
পদার্থকৌমুদীযুক্তং বেদেশেন্দুমহং ভজে॥

আচার্য্য শ্রীনিবাস তীর্থ

(পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন—১৮শ শতাব্দী)

ব্যাসরাজ প্রণীত যে ন্যায়ামৃত আছে শ্রীনিবাস তীর্থ তাহার বৃত্তিকার। ইনি বেদেশ তীর্থের পরবর্ত্তী। উভয়ে বোধহয় অল্প কয়েক বৎসরের ব্যবধান। শ্রীনিবাস ন্যায়ামৃতের বৃত্তির প্রারম্ভে বেদেশকে বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিবাসের বিদ্যাগুরু যাদবাচার্য্য। ন্যায়ামৃতের বৃত্তির প্রারম্ভে শ্রীনিবাস স্বীয় গুরুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

শ্রীমন্ন্যায়সুধায়াং যৈর্ভাবঃ সম্যক্ প্রদর্শিতঃ।
তান্ বন্দে যাদবাচার্য্যান্ সদাবিদ্যাগুরূনহম্ ॥

বোধহয় এই যাদবাচার্য্য জয়তীর্থাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রের টীকা "ন্যায়সুধা"র উপর কোনও বিবৃতি রচনা করিয়াছেন। এই বিবৃতি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। যাদবাচার্য্যের নিকট শ্রীনিবাস বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে ন্যায়ামৃতের ন্যায় প্রমেয়বহুল গ্রন্থের বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ে নিজেই লিখিয়াছেন—

অথ তৎকৃপয়া ন্যায়ামৃতস্যেদং প্রকাশনম্।
ক্রিয়তে শ্রীনিবাসেন গুরুশিক্ষানুসারতঃ ॥

শ্রীনিবাসের দীক্ষাগুরু যাদবাচার্য্য বা যদুপতি আচার্য্য। তিনি আপনাকে যদুপতি আচার্য্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। * যাদবাচার্য্যই এই যদুপতি আচার্য্য।

---

* প্রত্যেক পরিচ্ছেদের সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন—"ইতি শ্রীমদ্ যদুপতি আচার্য্য পূজ্যপাদারাধক শ্রীনিবাসেন বিরচিতে ন্যায়ামৃতপ্রকাশে" ইত্যাদি।

শ্রীনিবাস ন্যায়ামৃতের বৃত্তি "ন্যায়ামৃত-প্রকাশ", তত্ত্বোদ্যোত টীকার বৃত্তি, কৃষ্ণামৃতমহার্ণবের টীকা, তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ও মাণ্ডুক্য উপনিষদের বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই সকল বৃত্তি ও টীকা মধ্ববিলাস বুকডিপো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মতবাদে শ্রীনিবাস মধ্ব-মতকেই অনুসরণ করিয়াছেন; সুতরাং ইনিও স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদী। মধ্বাচার্য্যের মত তৎপ্রণীত সকল গ্রন্থেই প্রপঞ্চিত হইয়াছে। *

আচার্য্য অচ্যুত কৃষ্ণানন্দ তীর্থ

অদ্বৈতবাদ

(শাঙ্করদর্শন—১৭শ শতাব্দী)

কৃষ্ণানন্দতীর্থ অপ্পয়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশের টীকাকার। ইঁহার টীকার নাম "কৃষ্ণালঙ্কার"। ইনি ছায়াবন নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। কৃষ্ণানন্দ কাবেরী নদীর তীরে নীলকণ্ঠেশ্বরম্ নামক স্থানে আবির্ভূত হন। স্বীয় গুরু স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সম্বন্ধে কৃষ্ণালঙ্কারের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

প্রকাশিতং ব্রহ্মতত্ত্বং প্রকৃষ্টগুণশালিনম্।
প্রণবস্যোপদেষ্টারং প্রণমাম্যনিশং গুরুম্॥
যো মে বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রং বিশ্বেশ্বরসমো গুরুঃ।
সমধ্যাস্তে স্বয়ংজ্যোতির্বাণীসংজ্ঞো ভজামি তম্॥
যস্য শিষ্যপ্রশিষ্যাদ্যৈঃ ব্যাপ্তেয়ং সাম্প্রতং মহী।
সর্ব্বজ্ঞস্য গুরোস্তস্য চরণৌ সংশ্রয়ে সদা।

* এজন্য এই গ্রন্থের ১৪৩—১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"স্বয়ংজ্যোতির্বাণীসংজ্ঞঃ" অর্থে স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতী। "স্বয়ং-প্রকাশানন্দের শিষ্য প্রশিষ্যগণ তখন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। "ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান" ও তট্টীকা অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভকার মহাদেব সরস্বতীও "স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। আর স্বয়ংপ্রকাশানন্দ বোধহয় অদ্বৈতানন্দ সরস্বতীর শিষ্য ছিলেন। কারণ, কৃষ্ণালঙ্কারে দেখা যায় কৃষ্ণানন্দ স্বীয় গুরু হইতেও তাঁহাকে অধিকতর সম্মান দিয়াছেন—

গুরোরপি গরীয়ান্ মে যঃ কলাভিরলঙ্কৃতঃ।
অদ্বৈতানন্দবাণ্যাখ্যস্তং বন্দে শমবারিধিম্॥

কৃষ্ণানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণালঙ্কার নামটিও কৃষ্ণ-ভক্তিরই পরিচায়ক। কৃষ্ণালঙ্কারের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ও পরিসমাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণেই গ্রন্থ অর্পিত হইয়াছে দেখা যায়। *

কৃষ্ণানন্দ তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যের উপর "বনমালা" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। এই "বনমালা" নামাকরণও কৃষ্ণভক্তিরই পরিচায়ক।

কৃষ্ণানন্দ প্রণীত সিদ্ধান্তলেশের টীকা কৃষ্ণালঙ্কার সহ শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কুম্ভকোনাম শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজেও ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

---

* "শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দ্বং প্রণিপত্য নিবন্ধনম্।
ব্যাকুর্ব্বে শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহসংজ্ঞিতম্॥"
(কৃষ্ণালঙ্কার—আরম্ভশ্লোক)

"শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দ্বে স্বর্ভূপাং মঙ্গলপ্রদে।
যোগিধ্যেয়ে কৃতিরিয়মলঙ্কারার্থমর্পিতা॥
শ্রীকৃষ্ণং মনসা ধ্যাত্বা শ্রীকৃষ্ণং সংপ্রণম্য চ।
ব্যাখ্যাতোঽয়ং পরিচ্ছেদঃ শ্রীকৃষ্ণপরিতুষ্টয়ে॥"

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যের টীকা 'বনমালা' শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণানন্দ অদ্বৈতবাদী। কৃষ্ণালঙ্কার টীকায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অদ্বৈতশাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি প্রকট, এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি নিরভিমান। কৃষ্ণালঙ্কার ব্যাখ্যার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—

আচার্য্যচরণদ্বন্দ্বস্মৃতিঃ লেখকরূপিণম্।
মাং কৃত্বা কুরুতে ব্যাখ্যাং নাহমত্রপ্রভুর্যতঃ ॥

অর্থাৎ আচার্য্যের পাদপদ্মদ্বয়ের স্মৃতিই আমাকে লেখকরূপ রাখিয়া সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছে ; সুতরাং আমি এই ব্যাখ্যার প্রভু নহি। কৃষ্ণানন্দের হৃদয়ের উদারতা ইহাতে বেশ সুপরিস্ফুট। সিদ্ধান্তলেশের ন্যায় গ্রন্থের টীকা রচনা করায় তাঁহার দার্শনিক সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

আচার্য্য মহাদেব সরস্বতী

(শাঙ্করদর্শন—১৮শ শতাব্দী)

মহাদেব সরস্বতী স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। মহাদেব "তত্ত্বানুসন্ধান" নামক একখানি প্রকরণগ্রন্থ রচনা করিয়া নিজেই ইহার উপর "অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তভ" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। 'তত্ত্বানুসন্ধানের' প্রারম্ভে স্বীয় গুরু স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বন্দনা করিয়াছেন—

ব্রহ্মাহং প্রসাদেন ময়ি বিশ্বং প্রকল্পিতম্।
শ্রীমৎ স্বয়ংপ্রকাশাখ্যং প্রণৌমি জগতাং গুরুম্ ॥

"তত্ত্বানুসন্ধান" অতি সরল ভাষায় লিখিত। টীকাটী অতি

বিশদভাবে তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছে। "তত্ত্বানুসন্ধানে" অতি সহজভাবে বেদান্তের প্রতিপাদ্য সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। চারিটী পরিচ্ছেদে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। অদ্বৈতবাদে যে সকল প্রকরণ-গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে এইখানি বোধহয় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ভাষার কাঠিন্য নাই, অথচ বেদান্তের স্বারসিক তাৎপর্য্য ইহাতে বেশ বিন্যস্ত হইয়াছে।

অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ সহ "তত্ত্বানুসন্ধান" কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাত্র ৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী অংশ এখনও অপ্রকাশিত, ইহা দুঃখের বিষয়।

'তত্ত্বানুসন্ধান' বেনারস সংস্কৃত সিরিজে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতপ্রবর রামশাস্ত্রী তেলাঙ্গ মহোদয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে 'অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ' নাই।

মহাদেব অদ্বৈতবাদী। তিনি তত্ত্বানুসন্ধানের প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে তিনটী শ্লোকেই সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারমর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন—

> দেহোনাহং শ্রোত্রবাগাদিকানি
> নাহং বুদ্ধির্নাহমধ্যাসমূলম্।
> নাহং সত্যানন্দরূপশ্চিদাত্মা
> মায়াসাক্ষী কৃষ্ণ এবাহমস্মি॥"
>
> (প্রারম্ভ-শ্লোক)
>
> "পরমসুখপয়োধৌ মগ্নচিত্তোমহেশং
> হরিবিধিসুরমুখ্যান্ দেশিকং দেহিমাত্রম্।
> জগদপি ন বিজানে পূর্ণসত্যাত্মসংবিৎ
> সুখতনুরহমাত্মা সর্ব্বসংসারশূন্যঃ॥
> যদুকুলবররত্নম্ কৃষ্ণমস্মাংশ্চ দেবান্
> মনুজপশুমৃগাদীন্ ব্রাহ্মণাদীন্ন জানে।

পরমসুখসমুদ্রে মজ্জনাত্তন্ময়োঽহং
গলিতনিখিলভেদঃ সত্যবোধৈকরূপঃ ॥”

(সমাপ্তি-শ্লোক)

এই কয়েকটি শ্লোকেই অদ্বৈতবাদের পারমার্থিক তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে। কবিতাগুলিও প্রসাদগুণ-সম্পন্ন। তত্ত্বানুসন্ধান গদ্যে লিখিত। এই গ্রন্থে কোনও মৌলিকতা না থাকিলেও বেশ সরলভাবে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আচার্য্য সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী

(শাঙ্করদর্শন—১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগ)

সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীর অপর নাম সদাশিবেন্দ্র ব্রাহ্মণ। সাধারণতঃ তিনি সদাশিব ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন অসাধারণ যোগীপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত দক্ষিণভারতের প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান করুর (Karur) নামক নগরের নিকটে জন্মগ্রহণ করেন।

সদাশিব ছাত্রজীবনে অতি চতুর ও কৃতী ছিলেন। তিনি তাঞ্জোর জিলার অন্তঃপাতী তিরুবিসানাল্লুর (Tiruevisanallur) নামক গ্রামে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। সদাশিবের ছাত্রজীবনে “জানকী-পরিণয়” নাটককার—রামভদ্রদীক্ষিত, দায়শতক ও অক্ষয়ষষ্ঠী প্রভৃতি প্রবন্ধের গ্রন্থকার—শ্রীবেঙ্কটেশ, এবং মহাভাষ্যের টীকাকার—গোপালকৃষ্ণ প্রভৃতি তাহার সমসাময়িক ছিলেন। শ্রীবেঙ্কটেশের চরিত্রের মাধুর্য্যে তাঁহাকে সকলেই সাধুপুরুষ বলিয়া পরবর্ত্তী কালে সম্মান করিয়াছেন। দক্ষিণভারতে এখনও তিনি তাঁহার সর্ব্বজনপরিচিত “আয়বল” (Ajyaoal) নামে সম্মানিত

হন। তৎকৃত অক্ষয়ষষ্ঠি ও দায়শতকে কবিত্ব ও ভাব পরিস্ফুট। গোপালকৃষ্ণ শাস্ত্রী "মহাভাষ্যম্" এই উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। গোপালকৃষ্ণ শেষে পাদুকা (Paduka) নামক স্থানের তোঁড়াখানদিগের দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন।

সদাশিব ছাত্রজীবনে তার্কিক ছিলেন। অধ্যাপকের সহিত প্রায়ই তাঁহার বিচার চলিত। ছাত্রজীবনের শেষসময়ে তাঁহার স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা হন। এই উপলক্ষে সদাশিবের মাতা নিমন্ত্রণের আয়োজন করেন। সদাশিব গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহারের জন্য প্রতীক্ষা করিলেন। নিমন্ত্রিত লোকজনের আসিতে বিলম্ব হইল। ইহাতে সদাশিবের মনে হইল—"বিবাহিত জীবনের আরম্ভেই যখন এইরূপ, তখন না জানি পরে আরও কত কি হইবে?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। তিনি শ্রীগুরুর পদাশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাংসারিক সুখাদিতে বিসর্জন দিলেন। দরিদ্রের জন্য তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা করুণায় পূর্ণ থাকিত। ক্রমে তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসিতে লাগিলেন। যিনি যাহা দিতেন, তিনি তাহাই সাদরে গ্রহণ করিতেন। কোনরূপ জাতি বা সাম্প্রদায়িক বিচার তাঁহার ছিল না। যেদিন কোনপ্রকার খাদ্য আসিত না, সেদিন পথিমধ্যে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করিয়া খাইতেন। অনেকে তাঁহাকে পাগল মনে করিত। কারণ, তাঁহার অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্য অনেকের নিকট অবিদিত ছিল।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, পরমশিবেন্দ্র সরস্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহার পদাশ্রয় লাভ করেন। তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া যোগের সাধন আরম্ভ করেন। তিনি অধ্যয়নে যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, যোগেও সেইরূপ কৃতী হন। এই সাধনাবস্থায় তিনি কীর্ত্তনের পদাবলী রচনা করেন। এই কীর্ত্তনের পদগুলি বড়ই উপাদেয়। শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস

হইতে এই সঙ্গীতগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সঙ্গীতগুলি প্রসাদগুণ সম্পন্ন। ভাবের ঔদার্য্যে ও ভাষার মাধুর্য্যে ইহা অতুলনীয়। এই সঙ্গীতগুলিতে তাঁহার তৎকালীন জীবনের ও চিন্তার চিত্র প্রকট। যোগের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে তিনি আত্মোপলব্ধি সম্বন্ধে অতি মনোজ্ঞ কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাই "আত্মবিদ্যাবিলাস"। ইহা ২২টী শ্লোকে সম্পূর্ণ। শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আত্মোপলব্ধি যাহার হইয়াছে—এরূপ যোগীর বর্ণনা আছে। ইন্দ্রিয় জয়, দ্বন্দ্বজয়, সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা এবং আত্মানন্দের বিলাস অতি সুচারুরূপে বর্ণিত। এইরূপ জীবনই তাঁহার আদর্শ। এই আদর্শলাভের আকাঙ্ক্ষাও এই কবিতায় প্রকাশিত। পরে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণও হইয়াছিল।

জনপ্রবাদ এইরূপ যে সদাশিব অনেককে বিচারযুদ্ধে পরাজিত করিতেন। যাহারা তাঁহার গুরুর নিকট আগমন করিত, তাহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিতেন। একদিন সেই সকল লোক, তাঁহার গুরুদেব পরমশিবেন্দ্র সরস্বতীর নিকট ঐ সকল নিবেদন করিল। তাহাতে তিনি স্বীয় শিষ্য সদাশিবকে বিরক্তির সহিত বলিলেন—"কবে তুমি নিজের মুখ বন্ধ করিতে শিখিবে?" তখন সদাশিব নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া, গুরুর চরণ ধারণ করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং চিরজীবনের জন্য মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুর নিকট হইতে বহির্গত হইলেন। জীবনের আদর্শ পরিপূরণই এখন তাহার ব্রত হইল।

ইহার পর হইতে পর্য্যটনই তাঁহার কার্য্য হইল। কোথায়ও তেমন অবস্থান করিতেন না। একদিন তিনি কোনও ক্ষেত্রের আলির উপর মস্তক রাখিয়া শায়িত ছিলেন। কৃষকগণ পথে যাইতে যাইতে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া একটু উপহাসচ্ছলে বলিল—"যাঁহারা সংসারত্যাগী তাঁহাদেরও মস্তক রক্ষার জন্য উপাধানের

দরকার হয়।" তৎপর দিন কৃষকগণ পুনরায় সেই স্থলে সদাশিবকে দেখিতে পাইল, কিন্তু আজ আর মাথাটি আলির উপর নাই। তাহাতে তাহারা বলিতে লাগিল,—"হায়! সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও দেখিতেছি নিন্দার ভয় আছে।" এই ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীবেঙ্কটেশের নিকট বর্ণিত হয় এবং কথিত আছে যে, তিনি নিম্নোক্ত কবিতায় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—

তৃণতুলিতাখিলজগতাং করতলবলিতাখিলরহস্যানাম্।
শ্লাঘাবারবধূটী ঘট দাসত্বং সুদুর্ণিরসম্॥

ইহার তাৎপর্য্য এই—যাঁহারা সংসারকে তৃণজ্ঞান করিয়াছেন, যাঁহারা সকল রহস্য অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও সমালোচনার অতীত হওয়া বড়ই কষ্টকর।

সদাশিব ক্রমে যৌবনের লীলাভূমি ত্যাগ করিয়া কইম্বাটোর (Coimbatore) জিলার অন্তঃপাতী অমরাবতী ও কাবেরী নদীর তীরে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনেক সময় উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতেন; সদাশিবের অবস্থা শুনিয়া তাঁহার গুরুও আক্ষেপ করতঃ বলিতেন—"হায়! আমার ঐরূপ অবস্থা হইলে কৃতার্থ হইতাম।"

কখনও সদাশিব নদীর তীরে বালুকার উপর শয়ান থাকিতেন। একদিন হঠাৎ নদীতে "বান" আসিলে ঐ 'বানে' সদাশিব ভাসিয়া চলিলেন। নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা যোগীকে রক্ষা করিতে পারিল না। কাবেরী নদীর তীরে কোডমুড়ির (Kodumudee) সন্নিকটে এই ঘটনা হয়। তিন মাস পরে যখন প্লাবনের হ্রাস হইল, তখন গ্রামের কর্ম্মচারীবর্গ বাঁধ বাঁধিবার জন্য নদীর চড়ায় উপস্থিত হইল। কাজ করিতে করিতে কোনও মজুরের কোদালে যোগীর দেহ কোদালীবিদ্ধ হইল। তখন কোদালে রক্তের দাগ দেখিতে পাইয়া সযত্নে চতুর্দ্দিক্ খুঁড়িয়া যোগীকে বাহির করা হইল। তখন

দেখা গেল—এই যোগীই সেই সদাশিব। কিছুক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় সদাশিব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সদাশিবের জীবনে এরূপ ঘটনা বিস্তর আছে। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। একই সময় তিনি দুই তিন স্থানে দৃষ্ট হইতেন। কোনও সময়ে এক ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট শ্রীরঙ্গমের মূর্তি দেখিতে চান। তৎপরে ঐ ব্রহ্মচারী একদিন চক্ষু মুদিয়া দেখিতে পাইলেন—তিনি রঙ্গনাথের মন্দিরে দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছেন। এই ব্রহ্মচারী শেষে সদাশিবের মন্ত্রশিষ্য হন। পরে ব্রহ্মচারী, পুরাণশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং কথকতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ হওয়াতে অনেক ভূসম্পত্তিও লাভ করিয়াছিলেন। নেরুরের (Nerur) নিকটে এখনও তাঁহার উত্তরাধিকারী সেই সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

সদাশিবের জীবনে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার অন্ত নাই। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে সদাশিব পদুকোটার (Padukota) নিকটবর্ত্তী 'তিরুবয়ঙ্গুলম্' নামক জনপদের নিকটবর্ত্তী বনে বিচরণ করিতে-ছিলেন। তথায় পদুকোটার শাসনকর্ত্তা বিজয় রঘুনাথ টোণ্ডামনের সহিত (১৭৩০-১৭৬৯) সাক্ষাৎ হয়। বিজয়রঘুনাথের অপর নাম শিবজ্ঞান পুরম্‌দোরাই। বিজয়রঘুনাথ ভক্তিভরে যোগী সদাশিবকে প্রণাম করতঃ উপবেশন করেন। সদাশিব প্রীত হইয়া বালুকার উপরে বতকগুলি উপদেশ লিখিয়া দেন। তাহাতে তাঁহার সতীর্থ গোপালকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লেখও ছিল। গোপালকৃষ্ণ তখন ত্রিচিনাপল্লী জিলার ভিক্ষণদারকৈল (Bkibshandarkoila) নামক স্থানে বাস করিতেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজসভায় নিমন্ত্রণ করা হয় এবং বহু সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের তাম্রশাসন এখনও বিদ্যমান। পদুকোটার রাজ-প্রাসাদের মন্দিরের দশহরার উৎসব এবং দক্ষিণামূর্ত্তির পূজা সদাশিব-প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। যে বালুকার উপরে সদাশিব লিখিয়া-

ছিলেন, তাহাও রাজ-প্রাসাদের মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই সময় হইতেই পদুকোটা-রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়।

শুনা যায় সদাশিব ইউরোপীয় তুরস্কদেশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নেরুরের নিকট তাঁহার সমাধি অত্যাপি বর্ত্তমান আছে।

সদাশিব অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন, তাঁহার অনেকই এখন পাওয়া যায় না। তাঁহার বিরচিত "ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তি"ই প্রধান। ইহাতে অতি সরল ভাষায় ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য সন্নিবেশিত হইয়াছে; পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত উভয়ই অতি দক্ষতার সহিত নির্ণয় করিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্য পাঠেচ্ছুর এই বৃত্তি বিশেষ উপযোগী। সকলের পক্ষেই ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তি সহজবোধ্য। এই বৃত্তির নাম "ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশিকা"। এই বৃত্তিতে শাঙ্করমত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। "ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশিকা" ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি দ্বাদশখানি উপনিষদের দীপিকা রচনা করিয়াছেন। এই দীপিকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ভিন্ন 'আত্মবিদ্যাবিলাস', 'সিদ্ধান্তকল্পবল্লী', 'অদ্বৈতরসমঞ্জরী' প্রভৃতি বেদান্তের সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ তাঁহার রচিত।

(১) **আত্মবিদ্যা-বিলাস**—ইহাতে যোগীর অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৬২টী শ্লোক আছে। আর্য্যাচ্ছন্দে ইহা লিখিত। শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) **কবিতাকল্পবল্লী**—এই কবিতায় অপ্পয়দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্ত-লেশসংগ্রহে'র তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উপর "কেশবাবলী" নামক টীকা আছে। এই প্রবন্ধও বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) **অদ্বৈতরস-মঞ্জরী**—এই প্রবন্ধে অদ্বৈতমত প্রপঞ্চিত

হইয়াছে। ৪৫টী শ্লোকে ইহা সম্পূর্ণ। অদ্বৈতমতের সারতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। কাঁহারও কাঁহারও মতে এই প্রবন্ধ সদাশিবের শিষ্য নল্লদীক্ষিত বিরচিত। ইহা সঙ্গত মনে হয় না। এই প্রবন্ধও সদাশিবের রচিত বলিয়াই মনে হয়।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেকগুলি কীর্ত্তন আছে। তাহাও বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সদাশিব যোগসূত্রের উপরেও এক বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই বৃত্তির নাম "যোগসুধাসার" এই বৃত্তিও শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সদাশিব অদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতের কোনও বিশেষত্ব নাই। সদাশিবের জীবন বাস্তবিকই সিদ্ধজীবন। তৎপ্রণীত গ্রন্থেও তাঁহার সিদ্ধজীবনের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার সকল গ্রন্থই বেশ সরল, কবিতাগুলি প্রসাদগুণ-সম্পন্ন, মধুর ও প্রাণস্পর্শী।

আচার্য্য আয়ন্নদীক্ষিত

(শাঙ্করদর্শন—১৮শ শতাব্দী)

আয়ন্নদীক্ষিত শ্রীবেঙ্কটেশের শিষ্য। আয়ন্নদীক্ষিত "ব্যাস-তাৎপর্য্যনির্ণয়" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি স্বীয় গুরুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যথা—

যদ্বীক্ষাখিললোককিল্বিষতমস্কাণ্ডস্য চণ্ডদ্যুতিঃ
মূর্ত্তির্যস্য বিরক্তিভক্তিভগবদ্বোধাপ্ররোহাবনিঃ।
ব্রহ্মানন্দসুধাব্ধিমন্থনগিরির্যস্যোপদেশক্রম-
স্তস্মৈ শ্রীধরবেঙ্কটেশগুরবে কুর্ব্বে প্রণামাযুতম্॥

শ্রীবেঙ্কটেশ সদাশিবেন্দ্রের সমসাময়িক ও সতীর্থ। বেঙ্কটেশ "অক্ষয়ষষ্ঠি" ও "দায়শতক" প্রভৃতি প্রবন্ধের রচয়িতা। সুতরাং

আয়ন্নদীক্ষিত সদাশিবেন্দ্রের সমসাময়িক, কিন্তু বয়সে নবীন। অষ্টাদশ শতাব্দী ইঁহার স্থিতিকাল।

আয়ন্নদীক্ষিত "ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয়" নামক প্রবন্ধে ব্যাসদেবের অভিমত নির্ণয় করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে দুইটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যসদেব-কৃত ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য অদ্বৈত কি দ্বৈতপর, তাহা নির্ণীত হইয়াছে। প্রথমে আপত্তি তুলিলেন—যখন আচার্য্য শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, রামানুজ, মধ্ব বল্লভ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন কাহার মত ব্যাসদেবের অভিপ্রেত হইবে? ইঁহারা ত সকলেই বিদ্বান্, মনীষাসম্পন্ন ও শাস্ত্রদর্শী? ইঁহারা ত সকলেই স্ব স্ব সিদ্ধান্ত ব্যাসের অভিপ্রেত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, এমতাবস্থায় প্রকৃত তাৎপর্য্য কি?

আচার্য্য শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্মের স্বাভাবিক ও পারমার্থিক অভিন্নতা, ভেদ ঔপাধিক। ভট্টভাস্করের মতে—জীব ও ব্রহ্মের অভেদ স্বাভাবিক ও পারমার্থিক, ভেদ ঔপাধিক হইলেও পারমার্থিক। যাদবপ্রকাশের মতে—জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ স্বাভাবিক। শ্রীকণ্ঠ ও রামানুজের মতে—জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। ইঁহারা উভয়েই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শ্রীকণ্ঠ শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং রামানুজ বিষ্ণুবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। মধ্বাচার্য্যের মতে—জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বাভাবিক। এখন কাঁহার মত ব্যাসের অনুমোদিত, শ্রুতি ও যুক্তিবলে ইহা নির্ণয় করা অসম্ভব। কারণ ইঁহারা সকলেই শ্রুতির অনুসরণ করিয়াছেন এবং সকল ভাষ্যকারই উপক্রম, উপসংহারাদির যুক্তিবলে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন। তাহা হইলে কি প্রকারে ব্যাসদেবের অভিমত নির্ণয় করা সম্ভব? এ বিষয়ে আয়ন্নদীক্ষিত এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তিনি দেখাইলেন যে, পাশুপতশাস্ত্র, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও

মীমাংসাদর্শনে—ব্যাসের মত খণ্ডনের প্রচেষ্টা আছে। সর্ব্বত্রই ব্যাসের মত অদ্বৈতপর বলিয়া গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে। পুরাণ প্রভৃতিতেও অদ্বৈতমত উপনিষদের মত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কপিল, কণাদ প্রভৃতিও যে সে মতের অনুমোদন করেন নাই—তাহাও পুরাণে বর্ণিত আছে। কপিল, গৌতম প্রভৃতি সাধারণলোকের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিবার জন্য প্রথমতঃ দ্বৈতবাদের ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদই অভিপ্রেত। গীতা, যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি স্মৃতি ও পুরাণেও অদ্বৈতমতই ব্যাসের অভিমত বলিয়া নির্ণীত আছে। সিদ্ধান্তে আয়ন্নদীক্ষিত বলিতেছেন—"তস্মাৎ সকলশ্রুতিসূত্রস্মৃতীতিহাসপুরাণাগমতন্ত্রাণাং ব্যাসাভিমতকেবলাদ্বৈত এব তাৎপর্য্যাস্যাবধারিতত্বেন তাদৃশাদ্বৈতমেব পরমার্থ ইতি সিদ্ধম্।"

বাস্তবিক এস্থলে তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। যখন অন্যান্য দার্শনিকগণ ব্যাসের মত খণ্ডন প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদের অনুবাদ করিয়া উহা খণ্ডন করিয়াছেন, তখন অদ্বৈতই যে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। রামানুজও আচার্য্য, শঙ্করও আচার্য্য। অবতার বলিতে তত্তৎ সম্প্রদায় রামানুজকেও অবতার বলেন, মধ্বকেও অবতার বলেন; আবার শঙ্করকেও মহাদেবের অবতার বলা হয়; সুতরাং এ বিষয়ে কোনও পৃথক্‌ত্ব নাই। ব্যাসের অভিমতানুসারে ব্যাখ্যা করিতেছেন—ইহা সকল পক্ষই অঙ্গীকার করিয়াছেন, সুতরাং আয়ন্নদীক্ষিত অনুসৃত এই নূতন পন্থাটী বাস্তবিকই তাঁহার মৌলিক গবেষণার নিদর্শন। নানা গ্রন্থ হইতে বহু উদ্ধৃতবাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রবন্ধের প্রামাণিকতা আরও সুদৃঢ় করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া বাণীবিলাস প্রেস সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই প্রবন্ধের উপাদেয়তার তুলনায় মূল্য অতি কম হইয়াছে।

'ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয়ের' দ্বিতীয় অধ্যায়ে শৈব ও বৈষ্ণবমতের

তুলনা করিয়াছেন। শৈবগণ বলেন শিব বড়—"শিব তুরীয় ব্রহ্ম" আবার বৈষ্ণবগণ বলেন বিষ্ণু বড়—বিষ্ণুই 'পুরুষোত্তম', শিব প্রভৃতি তাঁহার অধীন। কেহ কেহ বলেন, অপ্পয়দীক্ষিত তৎকৃত শিবতত্ত্ব-বিবেকাদি গ্রন্থে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু অপেক্ষা তুরীয় শিবের ব্যবহারাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন। আয়ন্নদীক্ষিতের মতে এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। তিনি বলেন—অপ্পয়দীক্ষিতও শিব, বিষ্ণু প্রভৃতিকে সগুণব্রহ্ম বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং শিব ও বিষ্ণুকে অভিন্ন বলিয়াই তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধেও দীক্ষিতের গ্রন্থ হইতে দীক্ষিতের মতবাদ প্রপঞ্চিত করিবার জন্য বহু বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির বাক্য হইতেও আয়ন্নদীক্ষিত শিব ও বিষ্ণুর সগুণত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই—

"তস্মাদ্ ব্যাসাভিমত-কেবলাদ্বৈতরূপ-সচ্চিদানন্দাখণ্ডনির্ব্বিশেষ-পরব্রহ্মণ এব মায়োপহিতামূর্ত্তরূপেণ জগজ্জন্মাদিকারণত্বরূপেণ ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্ররামকৃষ্ণাদিরূপেণ চ মুমুক্ষূপাস্যত্বং তৎপ্রসাদাদেব ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তিশ্চেতি সর্ব্বং রমণীয়ম্।"

আয়ন্নদীক্ষিত এরূপ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়াছেন যে, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এই প্রবন্ধে সুব্যক্ত। বিষয়ের শৃঙ্খলায়, ভাষার প্রাঞ্জলত্বে প্রবন্ধখানি বড়ই উপাদেয়। তৎকৃত অন্য কোনও প্রবন্ধ আছে কি না জানা যায় না, কিন্তু এই একখানি ক্ষুদ্র প্রবন্ধেই তাঁহার সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমাদের মতে এই গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত।

গোস্বামী পুরুষোত্তমজী মহারাজ

(বল্লভীয় দর্শন—১৮শ শতাব্দী)

পুরুষোত্তমজী মহারাজ বল্লভ-মতাবলম্বী। তিনি বিট্‌ঠলনাথ দীক্ষিতের পুত্র বালকৃষ্ণের বংশধর। বিট্‌ঠলনাথ বল্লভাচার্য্যের পুত্র আর বালকৃষ্ণ বিট্‌ঠলের পুত্র। পুরুষোত্তম বালকৃষ্ণ হইতে সংখ্যাগণনায় পঞ্চমপুরুষ। পুরুষোত্তম অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। পুরুষোত্তম অণুভাষ্যের টীকাকার। সুদর্শনাচার্য্য যেমন শ্রীভাষ্যের ও জয়তীর্থ যেমন মধ্বভাষ্যের টীকাকার, পুরুষোত্তম তেমন বল্লভীয় অণুভাষ্যের টীকাকার।

পুরুষোত্তমের পিতার নাম পীতাম্বর ও পিতামহের নাম যদুপতি। যদুপতির পিতা ব্রজরাজ ও ব্রজরাজের পিতা বালকৃষ্ণ। পুরুষোত্তম "ভাষ্যপ্রকাশ" নামক অণুভাষ্যের টীকায় পিতা ও পিতামহাদির পরিচয় দিয়াছেন। * অণুভাষ্য সহ "ভাষ্যপ্রকাশ" টীকা ১৯০৭

---

* তৎপুত্রান্ সহ সূনুভির্নিজগুরূন্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাহ্বয়ান্।
ভক্ত্যা নৌমি পিতামহং যদুপতিং তাতং চ পীতাম্বরম্॥
বন্দে চ ব্রজরাজমন্বয়মণিং মদ্রোচিষামাদৃশো-
হপ্যাসান্মূর্ধ্নি কৃপাপরঃ প্রভুবরঃ শ্রীবালকৃষ্ণঃ স্বয়ম্॥ ৭
(অণুভাষ্য ২ পৃষ্ঠা)

খৃষ্টাব্দে বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভাষ্যপ্রকাশের' একটু বিশেষত্ব আছে। আচার্য্য শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতবাদ অনুবাদ করিয়া খণ্ডন করিবার প্রচেষ্টা ইহাতে আছে; সুতরাং পুরুষোত্তমের টীকায় এই সকল আচার্য্যের মতবাদের সারমর্ম্ম পাওয়া যাইতে পারে।

পুরুষোত্তম বিট্ঠলনাথ প্রণীত "বিদ্বন্মণ্ডনের" উপর "সুবর্ণসূত্র" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। 'বিদ্বন্মণ্ডনে' মায়াবাদ খণ্ডনের প্রচেষ্টা আছে। সুবর্ণসূত্রেও পুরুষোত্তম শাঙ্করমত খণ্ডনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। এই নিবন্ধ বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম "প্রস্থানরত্নাকর" নামক একখানি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মতবাদে পুরুষোত্তম শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্যেরই অনুরূপ। তাঁহার মতে অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই।

শ্রীনিবাস দীক্ষিত

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

(১৮শ শতাব্দী)

শ্রীনিবাস দীক্ষিতের পিতার নাম শ্রীনিবাস তাতার্য্য এবং পিতামহের নাম অন্নয়াচার্য্য। অন্নয়াচার্য্য "তত্ত্বমার্ত্তাণ্ড" প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীনিবাসের অগ্রজ ভ্রাতা। সপ্তদশ শতাব্দীতে উভয়ে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং শ্রীনিবাস দীক্ষিত সপ্তদশের শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীনিবাস দীক্ষিত

"বিরোধ-বরূথিনী-প্রমাথিনী" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধ রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের ও শ্রীনিবাসের "বিরোধ-নিরোধে"র মত রক্ষা করিবার জন্য রচিত। গ্রন্থখানি এখনও প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানা যায় না। *

আচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ
(নিম্বার্ক-দর্শন—১৮শ শতাব্দী)

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৬৩৬ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। গৌড়ীয় মতের ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ নিম্বার্ক মতাবলম্বী ছিলেন। তৎকৃত ভাগবতের টীকাই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রামাণিক ব্যাখ্যা। অদ্বৈতমতে 'শ্রীধরী', রামানুজ সম্প্রদায়ে "বীররাঘবীয়", মধ্বসম্প্রদায়ে "বিজয়ধ্বজী", বল্লভীয় সম্প্রদায়ে "সুবোধিনী" এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে "ক্রমসন্দর্ভ" যেমন প্রামাণিক, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে চক্রবর্ত্তীর টীকাও সেইরূপ প্রামাণিক।

বিশ্বনাথ গীতার উপরেও এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি তদ্‌গ্রন্থে জীব গোস্বামীর মত খণ্ডন করায় বৃন্দাবনের রাধাদামোদরের মন্দিরে বিশ্বনাথের গ্রন্থ প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। দার্শনিকতা সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর পীড়নে এখন এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে!

বিশ্বনাথের ভাগবতের টীকা বৃন্দাবনের বনমালী রায় মহাশয়ের

* Madras G. O. M. L. Catalogue Vol X. No. 4998 See page 3786.

ভাগবতের সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। গীতার টীকাও কলিকাতা দামোদর মুখোপাধ্যায়ের গীতার সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশ্বনাথ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। নিম্বার্ক স্বামীর মত হইতে তাঁহার মতের কোনও পৃথকৃত্ব নাই। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জন্মস্থান বঙ্গদেশ। আচার্য্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাবের পর তাদৃশ প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত আর বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে গৌরবান্বিত করেন নাই।

আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ

অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ

(গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত—১৮শ শতাব্দী)

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ভাষ্যকার। গৌড়ীয় মতের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেব কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। শ্রীনিত্যানন্দেরও কোন গ্রন্থ নাই। শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীত্রয় নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করিলেও ব্রহ্মসূত্রের কোনও ব্যাখ্যা তাঁহারা রচনা করেন নাই। রূপ ও সনাতন ভক্তিবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীব গোস্বামী দার্শনিকভিত্তিতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ বোধহয় এই তিনজন গোস্বামীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া স্বীয় ভাষ্য রচনা করিয়াছেন ও তাঁহাদের গ্রন্থ হইতেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের আস্বাদ পাইয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থই বলদেবের গোবিন্দভাষ্যের মূল উপাদান।

বঙ্গদেশে বলদেবের জন্ম হয়। তিনি রসিকানন্দের শিষ্য-পরম্পরায় চতুর্থ অধস্তন পুরুষ। রসিকানন্দ শ্যামানন্দের শিষ্য। বলদেবের গুরুর নাম রাধাদামোদর। বলদেব শেষজীবনে বৃন্দাবনে

গমন করিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলদেব পীতাম্বর দাসের নিকটেও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বলদেব ব্রহ্মসূত্রের উপর "গোবিন্দভাষ্য" প্রণয়ন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যকেই স্বীয় সম্প্রদায়ের ভাষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের কোনও সাম্প্রদায়িক ভাষ্য ছিল না। বলদেব বিদ্যাভূষণ জনৈক পণ্ডিতের সহিত বিচার করেন। বিচারের পর পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি যে মত ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা কোন্ সম্প্রদায়ের ভাষ্যের অনুমোদিত ?' ঐরূপ কোনও ভাষ্য না থাকায় একমাসের মধ্যে বলদেব ভগবান্ গোবিন্দদেবের স্বপ্নাদেশে ভাষ্য রচনা করেন। গোবিন্দের আদেশ পাইয়া ভাষ্য রচনা করেন বলিয়া স্বীয় ভাষ্যের "গোবিন্দভাষ্য" নামাকরণ করেন। একমাসের মধ্যে এই ভাষ্য রচিত হইয়াছিল—এরূপ জনপ্রবাদ আছে। এই প্রবাদের মূলে সত্য থাকারই সম্ভাবনা।

বলদেব বিদ্যাভূষণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সুপরিচিত ছিলেন। ইনি স্বীয় চরিত্র ও পাণ্ডিত্যবলে সকলের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গোবিন্দভাষ্য ভিন্ন আরও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসকলের মধ্যে সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক, প্রমেয়-রত্নাবলী, বেদান্ত-স্যমন্তক, গীতাভাষ্য ও দশোপনিষদ্ভাষ্যই সুপ্রসিদ্ধ। স্তবাবলী-টীকা ও সহস্রনাম-ভাষ্যও বিদ্যাভূষণের বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে (১৬৮৬ শকাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৭১৪ খৃষ্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন ; সুতরাং বলদেব বিদ্যাভূষণের কাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

বলদেবের গ্রন্থের বিবরণ

১। **গোবিন্দভাষ্য**—ইহা ব্রহ্মসূত্রের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে বা গৌড়ীয়মতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা। এই ভাষ্যের উপর এক টীকা আছে। অনেকের মতে এই টীকাও বলদেবের রচিত। গোবিন্দভাষ্য ১৩০১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

২। **সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক**—ইহা গোবিন্দভাষ্যানুসারে প্রকরণগ্রন্থ। গোবিন্দভাষ্য পাঠেচ্ছু ব্যক্তিগণের ইহা উপযোগী। সাধারণে যাহাতে ঐ ভাষ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই এই প্রকরণগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদনায় ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। *

৩। **প্রমেয়-রত্নাবলী**—ইহাও একখানি প্রকরণগ্রন্থ। এই প্রবন্ধে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নির্ণীত হইয়াছে। এই প্রবন্ধও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রমেয়রত্নাবলীর টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তবাগীশ। এই বেদান্তবাগীশ মহাশয় বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন।

৪। **গীতাভাষ্য**—ইহার নাম গীতাভূষণ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় এই ভাষ্যের উপর বাঙ্গালায় এক বিবৃতি রচনা করিয়াছেন। ঐ ভাষ্যসহ গীতা রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবৃক্ষ মহাশয়ের সম্পাদনায় ৪০৬ চৈতন্যাব্দ অর্থাৎ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা দামোদর

---

* সম্প্রতি বারাণসী সংস্কৃত কলেজের সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় এই গ্রন্থের এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গীতার সংস্করণেও "গীতাভূষণ" নামক গীতার ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

৫। বেদান্ত-স্যমন্তক—ইহাও একখানি প্রকরণগ্রন্থ। এই গ্রন্থ এখনও বোধহয় প্রকাশিত হয় নাই।

৬। উপনিষদ্-ভাষ্য—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—এই দশখানি উপনিষদের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে ব্যাখ্যা।

৭। স্তবাবলী-টীকা—ইহা এখনও অপ্রকাশিত।

৮। বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্য—ইহার নাম নামার্থ সুধাভিধভাষ্য। ইহা পণ্ডিত বিপিনবিহারী গোস্বামীর অনুবাদ সহ ৪০০ চৈতন্যাব্দে কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয় কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য বলদেবের মতবাদ

শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের মতে শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য। এরূপ ভাষ্য থাকাতে ভাষ্যান্তরের প্রয়োজন নাই দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং বেদান্তসূত্রের কোনও ভাষ্য রচনা করেন নাই, তবে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রণীত ভাষ্যকেই অপেক্ষাকৃত শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুমোদিত দেখিয়া তিনি উহাকেই স্বীয় সম্প্রদায়ের ভাষ্য বলিয়া এক প্রকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ গোস্বামীপাদগণও বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন নাই। মধ্বভাষ্যের যে যে অংশ আপাতত শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, শ্রীচৈতন্যদেব সেই সেই অংশের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করিয়া তাহার সামঞ্জস্য বিধান করেন; পরন্তু সেইগুলি তৎকাল পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই দেখিয়া বলদেব বিদ্যাভূষণ

মহাশয় তাহা স্বতন্ত্রভাষ্যরূপে প্রকাশ করেন। সাম্প্রদায়িক মতের ভিতরে একটী সার সত্য নিহিত আছে। চৈতন্যের মতবাদ মধ্বমতের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল—এই সত্যই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেবল মধ্বের মত নহে, পরন্তু নিম্বার্কের মতের প্রভাবও শ্রীচৈতন্যের মতে দেখিতে পাওয়া যায়। জীব অণু ও সেবক, আর ভগবান্ সেব্য। জগৎ সত্য, এ সকল বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের মত মধ্বমতের অনুবর্ত্তী। ভেদাভেদবাদ নিম্বার্কমতের দ্বৈতাদ্বৈতের অনুরূপ। নিম্বার্কের "অচিন্ত্যশক্তি"ই চৈতন্যমতে অচিন্ত্যশক্তিরূপে প্রকট। মধ্বমতের সূত্রব্যাখ্যাও বলদেব বিদ্যাভূষণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। ১।১।৫ সূত্রের "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ব্যাখ্যায় বলদেব মধ্বমুনির অনুসরণ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, রামানুজ প্রভৃতি এইসূত্রে সাংখ্যের প্রধান কারণবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন, আর মধ্বাচার্য্য ও বলদেব এই সূত্রে ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।

চৈতন্যের মত বল্লভাচার্য্যের মতেও প্রভাবিত হইয়াছে। গৌড়ীয়মতের মধুরভাবের সাধন বল্লভীয় "পুষ্টিমার্গ" সাধনের প্রতিধ্বনি মাত্র।

মধ্বমতে ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষ। গৌড়ীয়মতেও ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষ। মধ্বমতে জীব অণু, সেবক, আর ভগবান্ সেব্য। ভগবানের প্রসাদেই জীবের মুক্তি। গৌড়ীয়মতেও জীব অণু, জীব সেবক—আর ভগবান্ সেব্য। ভগবানের প্রসাদেই জীবের মুক্তি হয়। মধ্বমতে জগৎ সত্য। গৌড়ীয় মতেও জগৎ সত্য। মধ্বমতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। গৌড়ীয় (বলদেবের) মতেও জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। মধ্বমতে জীব ও ব্রহ্ম চিরভিন্ন। মুক্ত অবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন থাকে। বলদেবের মতেও জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন, তবে গুণ ও গুণিভাবে অভিন্ন এবং ভিন্ন, সেই অর্থে সমস্ত

জীবজগৎ ব্রহ্মেতে লয় পায়। সাধন সম্বন্ধে মধ্বের সহিত বলদেবের মতের পার্থক্য আছে। উপাসনা ও ভক্তি সম্বন্ধে উভয়ে একমত; কিন্তু মধ্বমতে কেবল সেব্য-সেবক ভাবের স্ফূর্ত্তি আছে। বলদেবের মতে দাস্য ব্যতীত আরও চারিটী ভাবের স্থান আছে, যথা—শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম একাদশটী সূত্রেই তত্ত্বজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। এ বিষয়ে তিনি অন্যান্য আচার্য্যগণের মত অতিক্রম করিয়াছেন। অন্যান্যমতে চতুঃসূত্রীতেই তত্ত্বজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। তিনি টীকায় বলিয়াছেন—

এতামেকাদশসূত্রীং সভাষ্যাং পঞ্চন্যায়ীং যে পঠেয়ুঃ সম্যক্ত্বাম্।
তত্ত্বজ্ঞানং সুলভং কিং ন তেষাং শেষগ্রন্থোহয়মতিবিস্তারকারী॥১১*

বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে পাঁচটী তত্ত্ব, যথা—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। "ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে।" (১২ পৃষ্ঠা) রামানুজের মতে তত্ত্ব তিনটি, যথা—চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম। রামানুজ কাল ও কর্ম্মকে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ না করিয়া অচিৎ বা জড়পদার্থের অন্তর্ভুক্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

অধিকারী—বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে নিষ্কাম ধর্ম্মে নির্ম্মলচিত্ত, সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ, শ্রদ্ধালু শমদমাদি সম্পন্ন জীব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। তিনি বলিতেছেন—"যত্র নিষ্কামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাদিমান্ অধিকারী।"† তাঁহার মতে শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক তদর্থ আপাততঃ অবগত হইয়া তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সহিত প্রসঙ্গে, অনিত্য জগৎ হইতে নিত্য ব্রহ্মকে ভিন্ন জানিয়া তাঁহার বিশেষ অবগতির জন্য চতুরধ্যায়ী বেদান্তসূত্রে নিবিষ্টচিত্ত হইবে। তিনি বলেন—সাঙ্গং

* গোবিন্দভাষ্য—কলিকাতা কৃষ্ণগোপাল ভক্তের সংস্করণ ৫৭ পৃষ্ঠায় ভাষ্যবিবৃতি দ্রষ্টব্য।

† গোবিন্দভাষ্য—১৬ পৃষ্ঠা।

সশিরস্কঞ্চ বেদমধীত্য তদর্থানাপাততোঽধিগম্য তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গেন নিত্যানিত্যবিবেকতোঽনিত্যবিতৃষ্ণো নিত্য বিশেষাবগতয়ে চতুর্লক্ষণ্যাং প্রবর্ত্তত ইতি।"§ তাঁহার মতে যাগাদিকর্ম্মের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উচিত, এরূপ বলা যায় না। কারণ, তাদৃশ কর্ম্ম করিয়াও কোন কোন ব্যক্তির সাধুসঙ্গের অভাব বশতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অভাব এবং তাদৃশ কর্ম্ম না করিয়াও সদাচরণ-পবিত্র কৃতসৎপ্রসঙ্গ ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সদ্ভাব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ তাঁহার মতে যজ্ঞাদিকর্ম্ম নিরপেক্ষভাবেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হওয়া যায়। শঙ্করের মতে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রভৃতি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। বলদেবের মতে ইহা অসঙ্গত। কারণ, তত্ত্বজ্ঞ সৎব্যক্তির সহিত প্রসঙ্গের পূর্ব্বে ঐ সকল সাধনসম্পত্তি সুলভ নহে। তিনি বলেন—"ন চ নিত্যানিত্যবিবেকাদি সাধনচতুষ্টয়-সম্পত্ত্যানন্তর্য্যং শক্যং বক্তুং। প্রাক্ তস্যা দৌর্লভ্যাৎ সৎপ্রসঙ্গশিক্ষা-পরভাব্যত্বাচ্চ।"* বলদেব শাঙ্করমতের সম্বন্ধে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সার্থকতা কম। বাস্তবিক যাহার বিবেকবুদ্ধির উদয় হয় নাই, সে সৎসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুলও হয় না। সাধুসঙ্গ করিবার মত চিত্তবৃত্তির উদয় না হইলে শত শত সাধু নিকটে থাকিলেও চিত্তে কোনও প্রভাব হয় না। অবশ্যই আমরা সৎসঙ্গের উপকারিতা স্বীকার করি, কিন্তু ঊষরক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় অসমাহিতচিত্তে সাধুর উপদেশও কার্য্যকর হয় না।

বলদেব শাঙ্করমত আংশিকভাবে স্বীকারও করিয়াছেন। তিনি শমদমাদি সাধনসম্পন্নকে অধিকারী বলিয়াছেন—শান্ত্যাদিমান্ অধিকারী" এবং "নিত্যানিত্যবিবেকতোঽনিত্যবিতৃষ্ণো" ব্যক্তিই ব্রহ্মসূত্রের বিচারের অধিকারী। এ স্থলেও তিনি শাঙ্করমতের "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক" অঙ্গীকার প্রকারান্তরে করিয়াছেন।

§ গোবিন্দভাষ্য—২৩ পৃষ্ঠা।

* গোবিন্দভাষ্য—কলিকাতা সংস্করণ, ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বলদেবের মতের বিশেষত্ব কেবল সৎ বা সাধু ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণে। তিনি "সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ" ব্যক্তিরই প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি সাধুপ্রসঙ্গের উপর সমধিক জোর দিয়াছেন। সৎপ্রসঙ্গলব্ধবিদ্য জীবসকলের ত্রিবিধত্বও অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন— আচার্য্য ভাবানুসারে সনিষ্ঠাদিভেদে সৎপ্রসঙ্গ-লব্ধবিদ্য জীব ত্রিবিধ। নিষ্ঠা সহকারে কর্ম্মকারী সনিষ্ঠ, লোকসংগ্রহেচ্ছায় কর্ম্মাচারী পরিনিষ্ঠিত, ধ্যানমাত্রাবলম্বী নিরপেক্ষ। তিনি বলিতেছেন —"তদবাপ্তজ্ঞানাঃ খলু দেশিকভাবানুসারিণঃ সনিষ্ঠাদিভেদাৎ ত্রিধা ভবন্তি। নিষ্ঠয়া কর্ম্মাণ্যাচরন্তঃ সনিষ্ঠাঃ। লোকসংজিঘৃক্ষয়া তান্যাচরন্তঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ। ধ্যানমেবানুতিষ্ঠন্তো নিরপেক্ষাশ্চ।"*

তাঁহার মতে সৎপ্রসঙ্গকারীরই প্রাধান্য এবং তাঁহাকেই মুখ্যাধিকারী বলা হইয়াছে। তবে বেদবেদান্তাদি অধ্যয়নের সার্থকতাও অল্পবিস্তর স্বীকার করিয়াছেন।

সম্বন্ধ—তাঁহার মতেও বাচ্যবাচক সম্বন্ধ স্বীকৃত। শাস্ত্র বাচক এবং ঈশ্বরবাচ্য। শঙ্করের মতেও বাচ্যবাচক সম্বন্ধ অঙ্গীকৃত। তবে তাঁহার মতে সগুণ সোপাধিক ব্রহ্মই বাচ্য এবং নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্মই লক্ষ্য। শঙ্কর বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ অঙ্গীকার করেন। বলদেব বাচ্যার্থ মাত্র স্বীকার করেন। শঙ্কর বলেন—নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম অবাচ্য। শ্রুতিবাক্য কেবল নিষেধমুখে উপলক্ষণরূপে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে। বলদেব বলেন—ব্রহ্ম শব্দের অবাচ্য নহেন। কারণ, উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি—এস্থলে জিজ্ঞাস্য পুরুষেরই উপনিষদ্‌বেদ্যত্ব দর্শনহেতু এবং বেদসকল তাঁহাকেই ব্যক্ত করে—এইরূপ উক্তিহেতু, ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্বই প্রমাণিত হয়। যেমন মেরু দৃষ্ট হইলেও সম্পূর্ণরূপে দর্শন হয় না বলিয়া উহাকে অদৃষ্ট বলা হয়, তেমন বেদসকল সাকল্যে ব্রহ্মনিরূপণ করিতে পারে না বলিয়াই, ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে।

* গোবিন্দভাষ্য—কলিকাতার কে, জি, ভক্তের সংস্করণ ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দেবদত্ত কাশী হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে বলিলে, যেমন তাহার কাশীপুরী গমন পূর্ব্বক নিবৃত্তি বুঝায়, তদ্রূপ বাক্যসকল না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত বলিলেও তদ্‌বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান বুঝিতে হইবে ; এবং যিনি বাক্যদ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হন না বলিলে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হন বুঝিতে হইবে ; সুতরাং ব্রহ্ম শব্দবাচ্য। বলদেব বলিয়াছেন—

অশব্দত্ত কার্ৎস্নোনাশব্দিতত্বাৎ। দৃষ্টোঽপি মেরুঃ কার্ৎস্ন্যেনাদর্শনাদদৃষ্টঃ কথ্যতে। অন্যথা যত ইতি, অপ্রাপ্যেতি, অনভ্যুদিতমিতি, তদেব ব্রহ্মেতি চ ব্যাকুপ্যাৎ। স্বাত্মনা বোদেন জ্ঞাপনং খলু স্বপ্রকাশতয়া ন বিরুধ্যতে। * * * তস্মাৎ শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। *

বিষয়—বলদেবের মতে নিরবদ্য বিশুদ্ধ অনন্তগুণশালী, অচিন্ত্য অনন্তশক্তি, সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই বিষয়। তিনি বলেন—"বিষয়ো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ।" (গোবিন্দভাষ্য—১৬ ১৭ পৃষ্ঠা)।

প্রয়োজন—তাঁহার মতে অশেষ দোষ বিনাশ পুরঃসর সেই পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন। তিনি বলেন—"প্রয়োজনন্তু অশেষদোষবিনাশপুরঃসরস্তৎসাক্ষাৎকার ইতি।" (গোবিন্দভাষ্য—১৭ পৃষ্ঠা)।

ব্রহ্ম—বলদেবের মতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, মুক্তিদাতা ও বিজ্ঞানস্বরূপ। ঈশ্বর পূর্ণচৈতন্য, নিত্যজ্ঞানাদি গুণবিশিষ্ট ও অস্মৎশব্দবাচ্য। জ্ঞানেরই জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশের স্বপ্রকাশকত্ববৎ অবিরুদ্ধ। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও স্বরূপশক্তিমান্ এবং প্রকৃতি আদিতে অনুপ্রবেশ ও তন্নিয়মনদ্বারা জগতের সৃষ্টি করিয়া জীবের ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন। ঈশ্বর এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও গুণ ও গুণী এবং দেহ ও দেহীভাবে জ্ঞানীর প্রতীতি-বিষয় হন। জীব অণুচৈতন্য

* ৫ম সূত্রের গোবিন্দভাষ্য—৪৬ পৃষ্ঠা।

হইলেও নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট এবং অস্মৎশব্দবাচ্য। এই বিষয়ে জীব ও ঈশ্বরের সমতা আছে, তবে ঈশ্বর বিভু ও জীব অণু। তিনি বলেন—"তেষু বিভুচৈতন্যমীশ্বরোঽণুচৈতন্যস্তু জীবঃ। নিত্যজ্ঞানাদিগুণকত্বমস্মদর্থত্বঞ্চোভয়ত্র। জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য স্বপ্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্। তত্রেশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্ প্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধৎ ক্ষেত্রজ্ঞে ভোগাপবর্গৌ বিতনোতি। একোঽপি বহুভাবেনাভিন্নোঽপি গুণগুণিভাবেন দেহদেহিভাবেন চ বিদ্বৎপ্রতীতেবিষয়ঃ।" (গোবিন্দভাষ্য—১২।১৩ পৃষ্ঠা)।

ঈশ্বর ব্যাপক হইলেও ভক্তিগ্রাহ্য। তিনি একরস হইলেও স্বরাভূত জ্ঞানানন্দ বিতরণ করেন। তিনি বলেন—"অব্যক্তোঽপি ভক্তিগ্রাহ্য একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্।" (গোবিন্দভাষ্য ১৩ পৃষ্ঠা)। ব্রহ্ম জ্ঞানৈকগম্য—"ব্রহ্মৈব তু জ্ঞানৈকগম্যম্।" ব্রহ্ম অক্ষয় অনন্তসুখরূপ—"অক্ষয়ানন্তসুখম্।" ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞানাদি গুণযুক্ত—"নিত্যজ্ঞানাদিগুণকম্।" ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিক। তাঁহার শক্তি সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনীরূপা। ব্রহ্ম নিত্যসুখদ। বলদেবের মতেও ব্রহ্ম নির্গুণ। নির্গুণ অর্থে ব্রহ্মের প্রাকৃত সত্ত্ব, রজস্তমোগুণ নাই, তবে স্বরূপানুবন্ধি অতিপ্রাকৃতগুণ তাঁহার আছে। তিনি বলিতেছেন—"ননু নির্গুণোঽপি গুণবানিতি বিরুদ্ধং। মৈবং। রহস্যানববোধাৎ। তথাহি, নির্গুণাদয়ঃ শব্দা নৈর্গুণ্যাদিনা নিমিত্তেন তত্র প্রবর্ত্তেরন্। সর্ব্বজ্ঞাদয়স্তু সার্ব্বজ্ঞাদিনা। তেন প্রাকৃতৈঃ সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্বিহীনঃ স্বরূপানুবন্ধিভিস্তৈস্তৈস্তু বিশিষ্টোঽসাবিতি ন কাপি বিচিকিৎসা। স্মরন্তি চেত্থম্। সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ; সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসাবিত্যাদিভিঃ।" * ভগবান্ ভোক্তা আর জীব ভোগ্য।

ব্রহ্ম ও জগৎ—ব্রহ্মই জগতের কর্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ। তিনিই

* গোবিন্দভাষ্য—কলিকাতার সংস্করণ, ৫৫।৫৬ পৃষ্ঠা।

উপাদান কারণ। ব্রহ্ম অবিচিন্ত্যশক্তিমান্। এই শক্তিবলেই তিনি জগৎরূপে পরিণত হন। জগৎ সৎ কিন্তু অনিত্য।

বাস্তবিক বলদেবের ভেদাভেদবাদ অসঙ্গত; কারণ ব্রহ্ম ও জীব গুণগুণিভাবে অথবা দেহদেহিভাবে ভিন্নাভিন্ন বলিলে, জীব গুণ ও ব্রহ্ম গুণী হন। অথবা জীব দেহ আর ব্রহ্ম দেহী হন। দেহ জড় বস্তু সুতরাং তাহার বিকার আছে। বিকার যাহার আছে তাহা অনিত্য; সুতরাং জীব অনিত্য হইয়া পড়ে। ইহাতে বলদেবের স্বীয় সিদ্ধান্তেরই ব্যাকোপ হয়। তিনি জীবের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। গুণগুণিভাবে গ্রহণ করিলেও এই দোষ অনিবার্য্য। গুণের বিকার তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় গুণসাম্য তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গুণসাম্য অঙ্গীকারে জগতের বিচিত্রতা থাকিতে পারে না। বৈচিত্র্যই সৃষ্টি, সুতরাং গুণের বিকার অবশ্যম্ভাবী। জীব গুণ হইলে জীবের বিকার অনিবার্য্য, আর বিকার থাকিলেই নিত্যত্বেরও হানি হয়। সুতরাং গুণগুণিভাব বা দেহদেহিভাবের অনুবলে ভেদাভেদবাদ সাব্যস্ত করা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত।

বলদেব নির্গুণের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার সঙ্গতি নাই। অতিপ্রাকৃত গুণ কিরূপ? অবশ্যই অতিপ্রাকৃত গুণ অনির্ব্বচনীয় নহে। অতিপ্রাকৃত বলায় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। এস্থলে বলদেব Confusion worse confounded করিয়া তুলিয়াছেন। অতিপ্রাকৃত গুণ কি? তাহার উত্তর বলদেব দেন নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত কোনও গুণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক বলিলেও বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানই মনে হয়। এতদতিরিক্ত কোনও বোধ জন্মে না।

ঈশ্বর নির্ব্বিকার থাকিয়া কি প্রকারে জগদ্রূপে পরিণত হন? এতদুত্তরে বলদেব বলিয়াছেন—"অবিচিন্ত্যশক্তিকত্বাৎ।" এই উত্তরেও সংশয়ের তৃষ্ণা মিটিল না; চেতন ঈশ্বর কি প্রকারে

জড়রূপে পরিণত হইলেন? তিনি কি প্রকারে বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হইলেন? অবশ্যই জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য, কার্য্য ও কারণ কতকটা পরিমাণে ভিন্নাভিন্ন। বাস্তবিক ভিন্নাভিন্ন না বলিয়া কার্য্যকারণকে অনির্ব্বচনীয় বলাই যুক্তিযুক্ত। কার্য্য ও কারণ ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, আবার ভিন্নাভিন্নও নহে। সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। বলদেবের "অবিচিন্ত্যশক্তি" অবশ্যই অনির্ব্বচনীয় নহে। এই অবিচিন্ত্য শক্তি কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাহা অবিচিন্ত্য; সুতরাং বলদেবের দার্শনিক মত আমাদিগকে সংশয়ের হাত হইতে উদ্ধার না করিয়া দ্বিগুণ সংশয়ে নিমজ্জিত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছে। যে স্থলে আর উপায়ান্তর নাই, সেই স্থলেই Kant এর "Transcendental object" বা Thing in itself এর মত অব্যক্ত বস্তুর নির্দ্দেশ কতকটা পরিমাণে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

বলদেব ঈশ্বরের ত্রিশক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—সংবিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী। এই শক্তিত্রয়ই কি অবিচিন্ত্য শক্তি? এই তিন শক্তিই যদি অবিচিন্ত্যশক্তি হয়, তাহা হইলে সংবিৎ বা জ্ঞানশক্তি কি প্রকারে জড়ভাবাপন্ন হয়? অগ্নি উষ্ণ ও ঠাণ্ডা—ইহা অসম্ভব। সুতরাং বলদেবের এই সিদ্ধান্ত সুযৌক্তিক নহে। সেইরূপ হ্লাদিনী-শক্তি কি প্রকারে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়? তাহা কখনই হইতে পারে না।

জীব—বলদেবের মতে জীব অণুচৈতন্য। ঈশ্বরের ন্যায় নিত্যাদিজ্ঞানগুণবিশিষ্ট এবং অস্মৎশব্দবাচ্য। ঈশ্বর গুণী, জীব গুণ। ঈশ্বর দেহী, জীব দেহ। জীবাত্মা বহু ও নানাবস্থাপন্ন। ঈশ্বর-বৈমুখ্যই তাহাদিগের বন্ধের কারণ এবং ঈশ্বরের সাম্মুখ্যই তৎস্বরূপাবরণ ও তদ্‌গুণাবরণরূপ দ্বিবিধ বন্ধন মোচন করিয়া স্বরূপসাক্ষাৎকার লাভ করায়। বলদেব বলেন—"জীবাত্মানস্তু নৈকাবস্থা বহবঃ। পরেশবৈমুখ্যাত্তেষাং বন্ধস্তৎসাম্মুখ্যাৎ তু তৎস্বরূপ তদ্‌গুণাবরণরূপ-দ্বিবিধবন্ধবিনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদিসাক্ষাত্কৃতিঃ।" (১৩ পৃষ্ঠা) জীব নিত্য। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল এই পদার্থচতুষ্টয় নিত্য এবং

জীব, প্রকৃতি ও কাল ঈশ্বরের বশ্য। বলদেব বলেন—"ঈশ্বরাদয়শ্চত্বারোঽর্থা নিত্যাঃ। * * * জীবাদয়স্তু তদ্বশ্যাশ্চ।" জীব ঈশ্বরের শক্তি, ব্রহ্ম শক্তিমৎ।

মুক্তি—বলদেবের মতে মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্, ব্রহ্মস্বরূপ ব্যাপ্তি অর্থে মুক্তজীব ব্রহ্মের সমান ভোগ করিতে পারেন। মুক্তজীব ব্রহ্মের কৃপায় অনন্ত আনন্দ লাভ করেন, কিন্তু নিজের অণুত্ব প্রযুক্ত অনন্ত আনন্দ হইতে পারেন না। অল্পধনযুক্ত ব্যক্তি মহাধনের আশ্রয়েই সম্পন্ন হন—ইহাই যুক্তিসঙ্গত। "অল্পধনো হি মহাধনমাশ্রিত্য সম্পন্নো ভবতীতি যুক্তিশ্চ শব্দাৎ।" ব্রহ্মের সহিত জীবের কেবল ভোগ বিষয়েই সাম্য আছে। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে সার্ব্বকালিক স্বরূপগত ও সামর্থ্যগত পারমার্থিক বৈলক্ষণ্য নিত্যই আছে, ইহাই বাস্তবিক তত্ত্ব। বেদান্তশাস্ত্রের চরম উপদেশ এই যে, মুক্তপুরুষের ক্লেশাভাবে এবং আনন্দাংশে পরমেশ্বরের সাম্যভাব স্বীকার করা যায়। কিন্তু আর সমস্ত বিষয়েই ভেদ থাকিয়া যাইবে; অতএব ভোগাংশে সাম্য থাকিলেও সামর্থ্য ও স্বরূপাংশে ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। তিনি বলেন—"মুক্তস্য ভোগমাত্রে ভগবৎসাম্যবচনাৎ লিঙ্গাদেব স্বরূপসাম্যং বাক্যার্থো ন ভবতীত্যর্থঃ। * * * অনেন স্বরূপনির্ণয়ান্ত্যসূত্রেণ জীবব্রহ্মণোর্ভোগমাত্রে নৈব সাম্যং ব্রুবন্ শাস্ত্রকৃৎ তয়োঃ স্বরূপসামর্থ্যকৃতং বৈলক্ষণ্যং বাস্তবমিত্যুপাদিশৎ।" মুক্তপুরুষের ভগবৎসান্নিধ্য লাভ হয়। ভগবদুপাসনা ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা ভগবল্লোকগত জীবের তথা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না। সর্ব্বেশ্বর হরি স্বাধীন মুক্ত জীবকে স্বলোক হইতে পাতন করিতে ইচ্ছা করেন না এবং মুক্তপুরুষও কদাচিৎ ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। সত্যবাক্, সত্যসঙ্কল্প, ভক্তবাৎসল্যনীরধি হরি স্বনিমিত্ত পরিত্যক্ত সমস্ত বিষয় ভক্তের সম্বন্ধে স্ববৈমুখ্যকারী অবিদ্যা বিনির্ধূত করিয়া সেই অতিপ্রিয় নিজাঙ্গগণকে স্বসমীপে আনয়নপূর্ব্বক আর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। জীবও

সুখান্বেষণ করিতে করিতে সুখাভাস দর্শনে তুচ্ছ জড়বস্তুতে অনুরজ্যমান হইয়া অসংখ্য জন্ম অতিবাহিত করিবার পর ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরুর প্রসাদে নিজাংশী ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব প্রাপ্ত হন এবং তদিতর সমস্ত বিষয়ে নিঃস্পৃহ হইয়া ভগবদনুবৃত্তি দ্বারা পরিশুদ্ধ হন। তখন সেই অনন্তানন্দ চিৎস্বরূপকে নিজস্বামী ও সুহৃত্তম জানিয়া তাঁহাকে প্রসাদাভিমুখরূপেই প্রাপ্ত হন। তিনি বহুকাল পরে সেই পরমরমণীয় রসস্বরূপ বস্তু প্রাপ্ত হইয়া আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে স্বভাবতঃ অনিচ্ছুক হন। অতএব তাদৃশ মুক্তপুরুষের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাই নাই। বলদেব বলেন—"সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্পঃ স্বাশ্রিতবাৎসল্য-বারিধিঃ সর্ব্বেশ্বরঃ স্বভক্তানাং স্বনিমিত্ত-পরিত্যক্ত-সর্ব্ববিষয়াণাং স্ববৈমুখ্যকারীমবিদ্যাং নির্ধূয় তানতিপ্রিয়ান্ নিজাংশান্ স্বান্তিক-মুপানীয় কদাচিদপি ন জিহাসতি। জীবশ্চ সুখৈকান্বেষী সুখাভাসায় তুচ্ছেষু তেষ্বনুরজ্যন্ ব্যতীতাসংখ্যেয়জন্মর্ভাগ্যবিশেষোপলব্ধাৎ সদ্‌গুরুপ্রসাদাৎ বিদিতনিজাংশিস্বরূপস্তদিতরনিঃস্পৃহস্তদনুবৃত্তি-পরিশুদ্ধস্তমনন্তানন্দ-চিৎস্বরূপং প্রসাদাভিমুখং সুহৃত্তমং নিজস্বামিনং প্রাপ্য কদাচিদপি তদ্বিচ্যুতিং নেচ্ছতীতি॥" বলদেবের মতে মুক্তি সাধ্যা ও ভগবদনুগ্রহলভ্যা।

প্রকৃতি—বলদেবের মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। উহা তমোমায়াদি শব্দবাচ্যা এবং ঈশ্বরের ঈক্ষণে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিচিত্রজগৎ উৎপাদন করেন। সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্রা। বলদেবের মতে প্রকৃতি ঈশ্বরের আশ্রিতা, প্রকৃতি নিত্য ও ঈশ্বরের বশ্যা; প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্ম শক্তিমান্। সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতি বলদেব স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর ২।১।২ সূত্রের "ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ" সাংখ্যপরিকল্পিত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অশ্রৌত বলিয়া নিরসন করিয়াছেন, কিন্তু বলদেব মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রকৃতি সম্বন্ধে বলদেব বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণসাম্যাবস্থা তমোমায়াদিশব্দবাচ্যা তদীক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্রজগজ্জননী।" (১৩ পৃষ্ঠা)

কাল—বলদেবের মতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যুগপৎ চিরক্ষিপ্র প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের কারণভূত ক্ষণ হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত উপাধিবিশিষ্ট, চক্রবৎ পরিবর্ত্তমান, প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্তভূতজড়দ্রব্য বিশেষের নাম কাল। তিনি বলেন—"কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানযুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদিব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদিপরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্তমানঃ প্রলয়সর্গনিমিত্তভূতো জড়দ্রব্যবিশেষঃ।" (১৪ পৃষ্ঠা) তাঁহার মতে কাল নিত্য। কাল ঈশ্বরের অধীন।

কর্ম্ম—বলদেবের মতে কর্ম্ম জড়পদার্থ। অদৃষ্টাদি শব্দব্যপদেশ্য, অনাদি ও বিনশ্বর। তিনি বলিয়াছেন—কর্ম্ম চ জড়মদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্যমনাদি বিনাশি চ ভবতি।" (১৫ পৃষ্ঠা) কর্ম্ম ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বর শক্তিমান্। জীব, প্রকৃতি, কাল প্রভৃতি নিত্য, কিন্তু কর্ম্ম অনিত্য বা বিনাশী।

তত্ত্বমসি বাক্য—বলদেবের মতে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য অখণ্ডার্থপর নহে। "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থ—তাঁহার তুমি, "তস্য ত্বম্ অসি।" "তত্ত্বমসি" বাক্যবলে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা নির্ণীত হয় না; পরন্তু ভেদই নির্দ্দিষ্ট হয়।

সাধন—বলদেবের মতে ভক্তিই মুখ্য সাধন। উপাসনার ফলেই ভগবান্ প্রীত হন। তিনি প্রীত হইয়া মুক্তি প্রদান করেন। জ্ঞান, বৈরাগ্য সহকারী সাধন। বলদেবের মতে জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে না। তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের গোবিন্দভাষ্যের প্রারম্ভশ্লোকে বলিয়াছেন—

> ন বিনা সাধনৈর্দেবো জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিভিঃ।
> দদাতি স্বপদং শ্রীমানতস্তানি বুধঃ শ্রয়েৎ॥

গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পক্ষে বলদেবের এই সিদ্ধান্ত অনুধাবন করা উচিত। তাঁহারা আজকাল জ্ঞানের নামে চটিয়া আকুল হন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দোহাই দিয়া বলেন—জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই প্রকৃত প্রেম। কিন্তু বলদেব বলিলেন—"জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিভির্বিনা স্বপদং ন দদাতি।" তিনি ভাষ্যের অন্যত্রও বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম জ্ঞানৈকগম্যং।"

বলদেব পাঁচটী ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই মধুর ভাবের গ্রহণ বল্লভাচার্য্যের মত হইতে হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। স্বামী-স্ত্রী ভাবের সাধনা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যের মতবাদ বালকের হস্তে আগুনের ন্যায় উপকারী না হইয়া অপকারীই হইয়াছে। বোধহয় এই মধুরভাবের ফলেই প্রকৃতিসাধক সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে এবং ব্যভিচারের স্রোতে সমাজ কলঙ্কিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় বলদেব প্রভৃতির সিদ্ধান্তগ্রন্থই বৈষ্ণব-সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রাধিকার—বলদেবের মতেও ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রাধিকার নাই। তিনি বলেন—"তস্যাং শূদ্রোনাধিক্রিয়তে।" শূদ্রাদির যখন বেদ পাঠাদিতে অধিকার নাই, সংস্কার নাই, তখন তাহারা ব্রহ্মবিদ্যার অনধিকারী—"শূদ্রস্য নাধিকারঃ।" বিদুরাদির বিষয়ে কিছুই উক্ত হয় নাই; কারণ তাঁহারা সিদ্ধপ্রজ্ঞ। শূদ্রাদির মোক্ষ পুরাণাদি শ্রবণ অনুবলে হইতে পারে, কিন্তু ফলের তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলেন—"তথা বিদুরাদীনাং তু সিদ্ধপ্রজ্ঞত্বান্ন কিঞ্চিচ্চোদ্যং। শূদ্রাদীনাং মোক্ষস্তু পুরাণাদিশ্রবণজজ্ঞানাৎ সম্ভবিষ্যতি, ফলে তু তারতম্যং ভবতি।" যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় মুসলমানকেও ভক্তিবাদের ক্রোড়ে আনিয়া হিন্দুধর্ম্মে স্থাপিত করিতে সচেষ্ট, তাঁহাদের প্রধান আচার্য্য আবার ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রাধিকার নিরস্ত করিলেন। ইহাকেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। বলদেব শূদ্রাদির মুক্তিফলের তারতম্যও স্বীকার করিয়াছেন। শূদ্র মুক্ত হইলেও তাহার মুক্তি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মুক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট

হইবে। যাঁহারা বলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে প্রেমের ধর্ম্মে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে সমান করিয়াছে, তাঁহাদের এইস্থলে প্রণিহিত হওয়া আবশ্যক। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, শূদ্রাদির বেদপূর্ব্বক জ্ঞান না হইলেও ইতিহাস পুরাণাদির সাহায্যে হইতে পারে। এই অংশে কিন্তু বলদেব শঙ্করের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। শঙ্কর মুক্তির তারতম্য অঙ্গীকার করেন নাই। শূদ্র মুক্ত হইলেও তাহার মুক্তি নিকৃষ্ট, বলদেব ইহা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

ভক্তি—বলদেবের মতে ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থের সাধন। ঐ ভক্তি হ্লাদিনীশক্তি ও সম্বিৎশক্তির সারভূতা, সুতরাং ভক্তি জ্ঞানরূপিণী ও আনন্দদায়িনী। জ্ঞানের সারই ভক্তি। ঐ জ্ঞান দ্বিবিধ, যথা—বিত্তা ও বেদন। শুদ্ধ "ত্বং" পদার্থানুসন্ধি জ্ঞানের নাম বিত্তা। এই বিত্তা কৈবল্য বা নির্ব্বাণ মুক্তির সাধন এবং "তৎ" পদার্থ-পরিশুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ সাধকজ্ঞান বা বিধিভক্তি ও নির্গুণ-ভক্তিরূপ প্রকৃত পুরুষার্থ-সাধক জ্ঞান বা রুচিভক্তির নামই বেদন।

ভক্তি অনুশীলনের তিনটী অবস্থা, যথা—সাধন, ভাব ও প্রেম। ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণাদ্বারা সাধনীয়া সামান্যা ভক্তির নাম সাধনভক্তি। ইহা জীবের হৃদয়নিহিত প্রেমকে উদ্দীপিত করে বলিয়াই ইহাকে সাধনভক্তি বলা হয়। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষরূপ, প্রেমসূর্য্যাংশুসদৃশ এবং রুচিদ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক ভক্তিবিশেষের নামই ভাব। এই ভাবই প্রেমের প্রথম অবস্থা। এই নিমিত্ত ভাব ঘনীভূত হইলেই তাহাকে প্রেম বলা যায়; প্রেমই চেষ্টার চরম ফল, প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

বৈষ্ণবমতে ভক্তি জ্ঞানের সার। বাস্তবিক এই সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয় না। ভক্তি বা প্রেম জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে—ইহাই মনোরাজ্যের সত্য। সকল দর্শনশাস্ত্রই একবাক্যে বলিয়াছেন জ্ঞানই পুরুষার্থের মুখ্যসাধন, কর্ম্ম ও ভক্তি সহকারীসাধন। ভক্তি কর্ম্মবিশেষ মাত্র, জ্ঞানকে ভক্তির বা প্রেমের—সার বলাই সঙ্গত ও শোভন।

বলদেবের মতের সারার্থসংক্ষেপ

বলদেবের মতে নয়টী প্রমেয়, যথা—

১। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরতম বস্তু।

২। তিনি নিখিল শাস্ত্রবেদ্য।

৩। বিশ্ব সত্য।

৪। তদ্গতভেদও সত্য।

৫। জীবমাত্রই শ্রীহরির দাস।

৬। জীবের সাধনগত তারতম্য অবশ্য স্বীকার্য্য।

৭। শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভই মুক্তি, মুক্তির তারতম্য আছে।

৮। নির্গুণ হরি ভজনরূপ অপরোক্ষজ্ঞান বা ভক্তিই মুক্তির হেতু।

৯। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটী প্রমাণ।

মন্তব্য।

বলদেবের মতবাদ মধ্বাচার্য্যের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। মধ্ব হইতে বলদেবের মতের যে যে অংশে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহাও নিম্বার্ক ও বল্লভীয় মতের প্রভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কেবল মাত্র মতবাদ হিসাবে বলদেবের মৌলিকতা দেখা যায় না। তবে সং পরং তোলায় কৃতিত্ব আছে এবং যেরূপভাবে ইঁহার মতবাদ সংস্থাপিত হইয়াছে সেই প্রণালীতে অবশ্য মৌলিকতা অল্পবিস্তর আছে। বলদেব তাঁহার ভাষ্যেও মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, ব্যাখ্যার মৌলিকতাও আছে। কোন কোন বিষয়ে তিনি শঙ্করের

মতবাদেও প্রভাবিত হইয়াছেন। বলদেবের মতবাদ অনেকটা পরিমাণে "Syncretism"। বলদেবের মতবাদ যে মধ্বমতের প্রভাবে প্রভাবিত, তাহা বলদেব নিজেও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠকের সমাপ্তি-শ্লোকে মধ্বকে নমস্কার ও আচার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। * ইহা হইতেও প্রতীয়মান হয় গৌড়ীয় মত মধ্বমতের ক্রমবিকাশ মাত্র। গোবিন্দভাষ্যের টীকায় সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্যকে বন্দনাও করা হইয়াছে :—

"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"

স্বগুরু পরম্পরায় মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়েরই উল্লেখ রহিয়াছে :—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততোলক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।
ভাষ্যমেতদ্বিরচিতং বলদেবেন ধীমতা॥
শ্রীগোবিন্দনিদেশেন গোবিন্দাখ্যমগাত্ততঃ।
অধীত্য সর্ব্বান্ বেদান্তান্ গুরোর্লক্ষ্মীধবপ্রিয়ান্॥ (৫ পৃষ্ঠা।)

এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত মধ্বমতের শাখা-বিশেষ।

---

* আনন্দতীর্থপ্রতযচ্যুতং যে চৈতন্যভাস্বৎপ্রভয়াভিফুল্লম্।
চেতোহরবিন্দং প্রিয়তামরন্দং পিবন্ত্যলিঃ সচ্ছিবতত্ত্ববাদম্॥

বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটী বিষয়ে বড়ই অনুদারভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি গোবিন্দভাষ্যের সমাপ্তিতে গোবিন্দ-ভক্তের ভাষ্য পাঠের অধিকার নির্দেশ করিয়া অন্যের প্রতি শপথ দিয়াছেন, যথা—

"শ্রীমদ্ গোবিন্দপদারবিন্দমকরন্দলুব্ধচেতোভিঃ।
গোবিন্দভাষ্যমেতৎ পাঠ্যং শপথোঽপিতোঽন্যেভ্যঃ॥"
(গোবিন্দভাষ্য—১২২ পৃষ্ঠা)

এতদ্দৃষ্টে মনে হয় তৎকালে জিগীষার ভাব বড়ই প্রবল হইয়াছিল। আক্রমণের ভয়ে বলদেব ঐরূপ শপথ দিয়া থাকিবেন। যিনি গোবিন্দ-চরণ-সংসক্ত, তাঁহার পক্ষে এরূপ শপথ দেওয়া শোভন হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদের আচার্য্য চক্রদত্তও স্বীয় নিবন্ধের সমাপ্তিতে ঐরূপ শপথ দিয়াছেন। *

মধ্বভাষ্য হইতে বলদেবের গোবিন্দভাষ্য বিশদ ও প্রাঞ্জল। মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যে কেবল পৌরাণিক প্রভৃতি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু বলদেবের ভাষ্যে সেরূপ নাই। ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলদেব অনেকস্থলে মৌলিকতাই প্রকাশ করিয়াছেন।

---

* "যঃ সিদ্ধ যোগলিখিতাধিকসিদ্ধযোগা-
নত্রৈব নিক্ষিপতি কেবলমুদ্ধরেদ্ধরেদ্বা।
ভট্টত্রয়ত্রিপথ বেদবিদা জনেন
দত্তঃ পতৎসপদি মূর্দ্ধনি তস্য শাপঃ॥"

ইউরোপীয় পণ্ডিত
সার উইলিয়ম জোন্স্

সার উইলিয়ম জোন্স্ (১৭৪৬—১৭৯৪) ইউরোপে সংস্কৃত চর্চ্চার অগ্রদূত। তিনি একাদশ বৎসরকাল ভারতে বাস করেন এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই ঐকান্তিক পরিশ্রমে কলিকাতায় Asiatic Society of Bengal স্থাপিত হয়। ইনি নিজে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তৎপরে মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাঁহারই প্রযত্নে সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৭৯২ খৃঃ 'ঋতুসংহার' নামক কালিদাসের গ্রন্থ প্রথমে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হয়। * তিনিই বলিয়াছেন —বেদান্ত পাঠে মনে হয় গ্রীসদেশীয় দার্শনিকগণ—প্লেটো পিথাগোরাস প্রভৃতি ভারতীয় ঋষিগণের মূল প্রস্রবণ হইতেই চিন্তা-ধারা পান করিয়াছেন। ইনি বেদান্তের কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু এ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। জোনস্ সাহেবের গ্রন্থাবলী ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর উপসংহার

এই শতাব্দীই দার্শনিক মৌলিকতার শেষ। সহস্রাধিক বৎসরকাল যে দার্শনিক প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হইতেছিল তাহা যেন ঐন্দ্রজালিকের সম্মোহনে একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। পাণ্ডিত্য

---

* ইনি কালিদাসের শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ করেন। তাঁহার এই অনুবাদ গেটে সাহেব পড়িয়া মুগ্ধ হন এবং শকুন্তলার উচ্চ প্রশংসা করেন। গেটে সাহেবের এই প্রশংসা জর্ম্মন পণ্ডিতগণের প্রাণে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রেরণা সঞ্চার করে। (প্রকাশক)

পল্লবগ্রাহিতায় পর্য্যবসিত হইল। উদ্ভাবনী শক্তি কেবল সমালোচনায় পরিসমাপ্তি লাভ করিল। এই শতাব্দাতে গৌড়ীয় মতের অভ্যুদয় ব্যতীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী যে দার্শনিক সমর চলিয়াছিল তাহারও অবসান হইল। জাতীয়চিন্তা দার্শনিক ক্ষেত্রে মৌলিকতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল্প-বিতণ্ডায় অপব্যয়িত হইতে লাগিল। জাতীয় চিন্তার অন্তর্মুখীন ধারা বহির্মুখীনতায় দার্শনিকতা হারাইল। ভারতীয় চিন্তার ধারা নূতন পথে প্রধাবিত হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক ইতিহাস অবনতির ইতিহাস।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উপক্রম

এই শতাব্দীতে কোনও মৌলিক গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। দার্শনিক চিন্তা কেবল সমালোচনায় পর্য্যবসিত। ইতিহাসের দিকে মনীষিগণের চেষ্টা কতকটা পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই শতাব্দীর চারিটী বিশেষত্ব আছে। প্রথম—প্রদেশীয় ভাষায় বেদান্ত-শাস্ত্রের অনুবাদ ও প্রচার হইয়াছে। দ্বিতীয়—ইউরোপীয় এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় বেদান্তের মত ইউরোপে বিস্তার লাভ করিয়াছে, এবং ইউরোপীয় দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছে। তৃতীয়—খৃষ্টান মতের আবির্ভাবে বেদান্ত-মত বিকৃত হইয়া নানারূপ সাম্প্রদায়িক মতের উদ্ভব হইয়াছে। মুসলমান শাসনকালে যেমন নানক, কবীর প্রভৃতির মতবাদ মুসলমান ধর্ম্ম-প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সেইরূপ বঙ্গদেশের ব্রাহ্মমত, থিয়োসফিষ্ট-মত, এবং পাঞ্জাবের আর্য্যসমাজের মত খৃষ্টান প্রভাবের ফল বলিয়া প্রতীত হয়। অবশ্যই এই তিন মতের ভিত্তি বেদান্তে, কিন্তু এই তিন মতই খৃষ্টীয় পোষাকে বেদান্ত। সুতরাং কতকটা পরিমাণে বিকৃত হইয়াছে। নববিধান ব্রাহ্মমত চয়নবাদে (Eelecticism) পরিণতি লাভ করিয়াছে। থিয়োসফি সমন্বয়বাদে (Syncretism) ব্যাপৃত। আর্য্যসমাজের মতবাদ প্রাচীন ও আধুনিকে মিল করিতে গিয়া

এক অভিনব মতবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমতের প্রধান দোষ যে উহাতে জাতীয়তা বোধ থাকে না, কতকটা Abstraction-এর সৃষ্টি করে। থিয়োসফিও সেই দোষে দুষ্ট। বিশ্বমানবকে এক করিবার প্রচেষ্টা utopian, উহাতে কল্পনার সৌষ্ঠব থাকিলেও বাস্তবত্ব নাই। আর্য্যসমাজের মতবাদে Rationalism থাকিতে পারে, কিন্তু জাতির ইতিহাসের সহিত যোগ না থাকায় অনেকটা পরিমাণে আধারশূন্য ভাবের মত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্যই ঐ সকল মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেক মহাত্মা ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অতি উচ্চ। কেবল দার্শনিক ও ঐতিহাসিক দিক্ দিয়া—এই সকল মতবাদের আলোচনায় আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইল। এই তিন সম্প্রদায় দল ভাঙ্গিতে গিয়া দল গড়িয়া বসিয়াছেন। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। কেবল ব্যাবহারিক দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঘাত প্রতিঘাতের ফলে যে মতবাদের উদ্ভব হয়, যাহাতে বিজাতীয় অনুকরণে স্পৃহা থাকে, তাহা কতকটা পরিমাণে স্বাভাবিকতা হারাইয়া ফেলে। ধর্ম্ম-জীবন ও দার্শনিকজীবন কেবল চয়নবাদ (Eclecticism) ও সমন্বয়বাদের (Syncretism) উপর দাঁড় হইতে পারে না। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ যেমন বেদান্তের পোষাকে সাংখ্যবাদ হওয়ায় অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ ব্রাহ্মবাদ, থিয়োসফিবাদ ও আর্য্যসমাজবাদ * খৃষ্টানী পোষাকে বেদান্ত-বাদ হওয়াতে অস্বাভাবিক হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ বিশেষত্ব—শাস্ত্রের বহুল প্রচার।

---

* আর্য্যসমাজ-বাদ খৃষ্টীয়ভাবে প্রভাবিত না হইলেও হইতে পারে, তবে জাতির ইতিহাসের সহিত ইহার যোগ কম। আমাদের মনে হয় দয়ানন্দ স্বামী একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার হস্ত হইতে উদ্ধার পান নাই। বৈজ্ঞানিক ও খৃষ্টান প্রভাব তাঁহার জীবনে থাকিবার সম্ভাবনা। বৃন্দাবনে অবস্থান কালীন বৈষ্ণব প্রভাবেরও সম্ভাবনা আছে।

ইংরাজ রাজত্বের শাসনগুণে আভ্যন্তরীণ শান্তি থাকায় প্রচার কার্য্যের সুবিধা হইয়াছে। ভারতের নানা প্রদেশে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় গ্রন্থ প্রচারক সমিতি স্থাপিত হওয়ায় গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়াছে। মাসিক পত্রগুলিও প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে মৌলিকতা একেবারে নির্ব্বাপিত, এই শতাব্দী সমালোচনার ও প্রচারের যুগ। এই শতাব্দীর বিশেষত্ব এই যে, খৃষ্টান মতবাদ ভারতকে প্রভাবিত করিয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের চিন্তা ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় চিন্তার ধারা কতকটা পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে; আধ্যাত্মিক ভারতকে অল্পাধিক পরিমাণে জড় ভারতে পরিণত করিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতের চিন্তা ও সাহিত্য ইউরোপীয় চিন্তা ও সাহিত্যকে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীন প্রকৃতি ইউরোপ ভারতীয় চিন্তাকে আপনার ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিতে ব্যস্ত। আর অনুকরণপরায়ণ ভারত কেবল গতানুগতিক ভাবে অনুকরণ করিতে গিয়া স্বীয় সনাতন ভাব হইতে বিচ্যুত হইতেছে। আদান প্রদান প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু পরস্ব গ্রহণ করিতে হইলেও স্বাধীন ভাবে গ্রহণ করিতে হয়। আপনার মূল উপাদান বজায় রাখিয়া পরস্ব গ্রহণ করিতে হয়।

ইউরোপীয় জড়বাদে মুগ্ধ ভারত বাহিরের চাক্‌চিক্যে মুগ্ধ হইয়া সনাতন ভাবের সহিত জড়বাদের মিলন করিতে না পারিয়া, জড়বাদের ভিত্তিতে অধ্যাত্মবাদকে স্থাপন করিতে গিয়া অস্বাভাবিকতাদোষে দুষ্ট হইয়াছে।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক-উন্নতি বেদান্ত-দর্শনের বিকাশের সহায় হইয়াছে। বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই বেদান্তের প্রতিপাদিত সত্যের বিকাশ হইতেছে। স্পন্দন জড়ের ধর্ম্ম, প্রকাশ চিতের ধর্ম্ম, ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে।

রসায়নশাস্ত্র পরমাণুবাদ অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মাণুবাদ অর্থাৎ electron theoryতে পৌঁছিয়াছে। রেডিয়মের (Radium) আবিষ্কারে পরমাণুবাদ বিধ্বস্ত হইয়াছে, সূক্ষ্মাণু বা electron আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূক্ষ্মাণুতেও স্পন্দন আছে, সুতরাং ক্রমশঃ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কারণ আবিষ্কৃত হইতেছে। সূক্ষ্মাণুতে স্পন্দন থাকায় তাহাও সাংখ্য পরিকল্পিত "অব্যক্ত প্রকৃতি" নহে। স্পন্দন জড়ের ধর্ম্ম নির্ণীত হওয়ায় আত্মা মন হইতে পৃথক্-চৈতন্য স্বরূপ এই মতবাদের আরও স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। বিজ্ঞানের বিকাশে তাই বেদান্তের বিকাশ সংসাধিত হইয়াছে; বিজ্ঞান ক্রমে বেদান্তের অভিমুখীন হইতেছে। বেদান্তের প্রতিপাদিত সত্যের ইহাই মহিমা।

ঊনবিংশ শতাব্দী
প্রথম বিশেষত্ব

এই শতাব্দীতে কোনও বিশেষ আচার্য্যের আবির্ভাব হয় নাই ; কেবল প্রদেশীয় ভাষায় বেদান্তের সত্য সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রদেশীয় ভাষার মধ্যে বৈদান্তিক সাহিত্যে হিন্দী ভাষার আসন সর্ব্বোপরি। বঙ্গভাষায় শারীরক ভাষ্যাদির অনুবাদ ও প্রকরণ গ্রন্থও অনূদিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা

কালিবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় শারীরক ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন (বঙ্গাব্দ ১২৯৪, খৃষ্টাব্দ ১৮৮৭)। তিনি বেদান্ত-সারেরও অনুবাদ করিয়াছেন। মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় উপনিষদ্-সমূহের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করেন। এই শতাব্দীর শেষভাগে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অতিমানুষ প্রতিভার পরিচয়

দিয়াছেন। গোপাললাল বসু মল্লিক মহাশয়ের ফেলোশিপের বক্তৃতায় চন্দ্রকান্ত পাঁচ বৎসরকাল বেদান্ত সম্বন্ধে বিচারপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রথম বর্ষে উপক্রমণিকা, নামকরণ-প্রণালী, দর্শন শাস্ত্র এবং ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনের সারমর্ম প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে অন্যান্য দার্শনিক মতের সহিত তুলনা করিয়া বেদান্তের মত স্থাপিত করিয়াছেন। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের তুলনামূলক বিচার এই প্রবন্ধে যেরূপ আছে, বোধহয় বঙ্গভাষার আর কোনও প্রবন্ধে তাহা নাই। চন্দ্রকান্তের গ্রন্থ ব্যতীত বঙ্গভাষায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও বিরল। চন্দ্রকান্তের প্রবন্ধে প্রতিবিম্ববাদ ও অবিচ্ছিন্নবাদ সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। তিনি প্রতিবিম্ববাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথমবর্ষের বক্তৃতা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে (১৮২০ শকে) প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্য চারি বর্ষের বক্তৃতা বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৯০০—১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। চন্দ্রকান্তের প্রবন্ধের ন্যায় প্রবন্ধ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় বিরল, কিন্তু জাতীয় দুর্ভাগ্য এখন চন্দ্রকান্তের প্রবন্ধ পাওয়া যায় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত সম্বন্ধে শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্যের অনুবাদ ও গোবিন্দভাষ্য-বিবৃতি নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়া বলদেবের মত বিবৃত করিয়াছেন। বলদেবের "সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠকের" বঙ্গানুবাদও গোস্বামী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের সংস্কৃত ভাষায় টীকাও রচনা করেন।

বঙ্গবাসী আফিস হইতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় পঞ্চদশীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ হিসাবে একমাত্র চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নামই উল্লেখযোগ্য।

৺দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তে রচিত হইয়াছে। ইহাতে বেদান্তের দিক্ হইতে জ্ঞান ও কর্ম্মের আলোচনা করা হইয়াছে।

গৌড়ীয়মতে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় অনেক গ্রন্থ অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন। "আম্নায়সূত্র" নামক এক প্রবন্ধে তিনি গৌড়ীয় মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, ইহার সঙ্গে তাহার স্বকৃত বঙ্গানুবাদ আছে।

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় "উপনিষদের উপদেশ" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ কয়েকখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে উপনিষদের আখ্যায়িকাগুলির তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শাঙ্করমত ব্যাখ্যা-কালে স্থান বিশেষে তিনি শঙ্করকে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।*

হিন্দী ভাষা

হিন্দী ভাষায় অনেক প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে, বোধহয় প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে হিন্দী দার্শনিক সাহিত্য সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট।

১। স্বামী অভিলাখ দাস উদাসী "অভিলাখ সাগর" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বন্দন বিচার, গ্রন্থ-বিচার, মার্গ-বিচার, ভজন-বিচার, জড়ব্রহ্ম-বিচার, চৈতন্যব্রহ্ম-বিচার, নিরাকার-ব্রহ্ম বিচার, মিথ্যাব্রহ্ম-বিচার, অহংব্রহ্মবিচার, ব্রহ্মবিচার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।

২। ভগবানদাস নিরঞ্জনী "অমৃতধারা" নামক বেদান্তের এক প্রকরণ গ্রন্থ পদ্যে লিখিয়াছেন।

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩। পরমহংস চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী "আত্মপুরাণ" নামক এক বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে দশোপনিষদের ভাবার্থ বর্ণিত আছে। স্বামিজী মহাদেবানন্দ সরস্বতী কৃত "তত্ত্বানুসন্ধান ও অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভের" হিন্দী অনুবাদও করিয়াছেন।

৪। আনন্দগিরি স্বামী "আনন্দামৃতবর্ষিণী" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে গীতার তাৎপর্য্য নির্ণয়াবসরে বেদান্ততত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে।

৫। কাম্‌লীবালে বাবাজী "পক্ষপাত রহিত অনুভব প্রকাশ" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। সকল শাস্ত্রের অধ্যাত্ম তাৎপর্য্য এই প্রবন্ধে নির্ণীত হইয়াছে।

৬। গুলাব সিংহ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র কৃত "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকের ভাষ্যানুবাদ করিয়াছেন।

৭। পরমহংস লক্ষ্যানন্দ স্বামী "মোক্ষগীতা" এবং "বিবেক বীর বিজয়" নামক দুইখানি বেদান্তের প্রকরণগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৮। গুলাব রায়জী "মোক্ষপন্থ" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

৯। স্বামী নিশ্চলদাসজী "বিচারসাগর" নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহার উপর নিজেই টীকা রচনা করেন। পীতাম্বর দাস ইহার উপরে সুবিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। বোধহয় হিন্দী ভাষায় বৈদান্তিক গ্রন্থের মধ্যে "বিচারসাগর" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বামী নিশ্চলদাস "বৃত্তি প্রভাকর" নামক অন্য এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ষড়্‌দর্শনের আলোচনা-প্রসঙ্গে বেদান্তমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১০। স্বামী "বিচার-মালা" প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

১১। পীতাম্বর দাস বালবোধিনী টীকা সহ "বিচার-চন্দ্রোদয়" রচনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় বিচার-চন্দ্রোদয়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বিচার

সম্প্রদায়ে বেদান্তপ্রতিপাদ্য বিষয় অতি সুন্দররূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

১২। কবিবর কেশবদাস "বিজ্ঞান গীতা" নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সুন্দর-বিলাস, স্বরূপানুসন্ধান, স্বানুভব-প্রকাশ, সন্তোষসুরতরু, সন্তপ্রভাব প্রভৃতি অনেক প্রবন্ধ হিন্দীভাষায় লিখিত হইয়াছে। যোগেশ্বর বলানাথজী মারবাড়ী ভাষায় "ম...প্রকাশ" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে "...দি" প্রভৃতি বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দীসাহিত্য দার্শনিকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। *

ঊনবিংশ শতাব্দী

দ্বিতীয় বিশেষত্ব

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে সার উইলিয়ম জোনস্ (Sir William Jones), চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্ (Charles Wilkins), কোলব্রুক (Colebrook) প্রভৃতি সাহেবগণ প্রথমে দার্শনিক-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী প্রথমভাগেই তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশ করেন। ইঁহাদের দৃষ্টান্তে উইলসন্, রোয়ার, কাওয়েল, বথলিং ডসেন্, গার্বে, মোক্ষমূলর, থিব, কর্ণেল জেকব, বুলার, ডেভিস, বেনিস, গফ্, প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দার্শনিক সাহিত্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই সকল পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় দার্শনিক-সাহিত্য ইউরোপের সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দার্শনিক সাহিত্যের প্রচারে ইউরোপীয় চিন্তা ও কাব্য প্রভাবিত হয়। এডুইন্

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

আর্নল্ড (Edwin Arnold) সাহেব Light of Asia নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া বুদ্ধদেবের জীবনী ইউরোপীয় সমাজের নিকট উপস্থাপিত করেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে য়েট্‌স্ (Yeats) ও রাসেল্ (Russel) প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত দার্শনিক চিন্তায় সোপেনহৌর, ভন্‌হাটম্যান্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রভাবিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে দিনেমার অধ্যাপক হফ্‌ডিং (Harold Hoffding) তৎকৃত Philosophy of Religion নামক গ্রন্থে উপনিষদের চিন্তার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বিদেশীর পক্ষে যতদূর সম্ভব তাহা তাঁহারা করিয়াছেন। তাঁহাদের যে ভ্রম প্রমাদ নাই এমন নহে। অনেক স্থলে তাঁহারা তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কোল্‌ব্রুক্ (Colebrook ১৭৬৫ খৃঃ—১৮৩৭ খৃঃ)—ইনি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে "Asiatic Researches" নামক প্রবন্ধে বেদ সম্বন্ধে—On The Vedas প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কোল্‌ব্রুক্ ও উইল্‌সন্ সাহেব "গৌড়পাদীয়-ভাষ্য সহিত" সাংখ্য-কারিকার ইংরাজী অনুবাদ সহ এক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। অক্‌স্‌ফোর্ডে এই সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয়। কোল্‌ব্রুক্ * ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি রচনার সূচনা করিয়া যান। পরবর্ত্তীকালে তাঁহারই পথ অনুসরণ করিয়া অন্যান্য পণ্ডিতগণ বেদান্ত-দর্শনাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

---

* ইনি প্রথমে সংস্কৃত ব্যাকরণের ইংরাজী অনুবাদ করেন, এবং অনেক সংস্কৃত হাতের লেখা সংগ্রহ করিয়া East India Companyকে প্রদান করেন। তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে লণ্ডনে Royal Asiatic Society স্থাপিত হয়।—(প্রকাশক)

উইল্সন্ (Horace Hayman Wilson)—উইল্সন্ সাহেব ভারতীয় নাট্য সম্বন্ধে একটী সুবিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধের তৃতীয় সংস্করণ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের নাম "Select Specimens of the Theatre of the Hindus"। অবশ্যই এই প্রবন্ধে উইল্সন্ সাহেব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সকলাংশেই সঙ্গত ও শোভন নহে। ইনি কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের সহিত সাংখ্যকারিকার এক সংস্করণও প্রকাশ করিয়াছেন। * শঙ্করাচার্য্যের অবস্থিতি-কাল সম্বন্ধেও উইলসন্ সাহেব গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গবেষণার ফলে যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। উইলসন্ সাহেব পথপ্রদর্শক মাত্র।

চার্লস্ উইল্কিন্স্ (Charles Wilkins)—ইনি ১৭৭০ খৃঃ ভারতে আগমন করেন, এবং সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ভাগবত গীতার ইংরাজী অনুবাদ করেন। ১৭৮৫ খৃঃ এই গীতানুবাদ লণ্ডনে প্রকাশিত হয়, এবং ভাগবত গীতার এই ইংরাজী অনুবাদ জার্ম্মাণী ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়।

রোয়ার (Roer)—রোয়ার সাহেব একখানি উপনিষদের সম্পাদক। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা "বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা সিরিজে" ঐতরেয়, কেন, শ্বেতাশ্বতর, কঠ, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদ্ সম্পাদন করিয়া প্রকাশিত করেন।

---

* ইনি সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান রচনা করেন।

বোডেন্ (Colonel Boden)—একজন খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের উগ্র উদ্‌যোক্তা। ইঁহার বিশ্বাস সংস্কৃতে সুশিক্ষিত হইলে ভারতে মিশনারিগণের প্রচার কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের সৌকার্য্য সাধনের জন্য তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি ১৮৩০ খৃঃ অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করেন। ইহা হইতে বোডেন্ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়, এবং ১৮৮০ খৃঃ সংস্কৃত শিক্ষার একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়। (প্রকাশক)

কাওয়েল (Cowell)—ইনিও উপনিষদের সম্পাদক। কলিকাতার বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা সিরিজে কয়েকখানি উপনিষদ্ প্রকাশিত করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কৌষীতকী উপনিষদ্, ১৮৭০ খৃঃ মৈত্রী উপনিষদ্ সম্পাদন করেন। ইনি বুদ্ধচরিতের অনুবাদক, ১৮৯৩ খৃঃ বুদ্ধচরিত অক্‌সফোর্ডে প্রকাশিত করেন।

বৎলিঙ্ক (Bothling)—ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান পণ্ডিত। ইনি রথ্ (Roth) সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় এক জর্ম্মন্ অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। রুশিয়ার রাজধানী সেণ্ট্‌পিটারবার্গ (বর্ত্তমান লেনিন গ্রাড্) হইতে এই সুবৃহৎ অভিধান ৭ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে (১৮৫২—৮৭৫) বৎলিঙ্ক্ সাহেব ইহার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (১৮৭৯—১৮৮৯) লিপ্‌জিগে প্রকাশ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ ইহার রচিত Sanskrit Chrestomathie নামক প্রবন্ধের তৃতীয় সংস্করণ লিপ্‌জিগ্ নগর হইতে প্রকাশিত হয়। *

১৮৮৯ খৃঃ ইনি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অনুবাদ সহ সম্পাদিত করিয়া লিপ্‌জিগ্ নগর হইতে প্রকাশিত করেন। ঐ খৃষ্টাব্দেই অনুবাদ সহ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৮৭০-৭৩ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট্-পিটারস্‌বার্গ্ নগর হইতে দুই খণ্ডে "Indische Spruche" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইনি বৈদিক সাহিত্যেও স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

অধ্যাপক মোক্ষমূলার (Prof. F. Max Muller)—ইনি অধ্যাপক ছিলেন। ভারতীয় দর্শন আলোচনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ। বৈদিক ও বৈদান্তিক সাহিত্যে ইহার রচিত অনেক প্রবন্ধ আছে। ইনি ঋগ্‌বেদের সম্পাদক। ১৮৭৩ খৃঃ কেবল ঋগ্‌বেদের মূল লণ্ডনে প্রকাশিত করেন। ১৮৭৭

* ইনি 'পাণিনি' অনুবাদ করেন, এবং এই অনুবাদে প্রাচ্য পণ্ডিতগণের পাণিনি অধ্যয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।—(প্রকাশক)

খৃঃ উহার পদপাঠ প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ খৃঃ Aufrecht, Bonn নগর হইতে রোমান অক্ষরে (Roman Characters) ঋক্‌সংহিতা প্রকাশিত করেন। ১৮৯০-৯২ খৃঃ সায়নভাষ্য ও পদপাঠ সহিত ঋক্‌সংহিতা লণ্ডন নগরী হইতে প্রকাশিত করেন। ১৮৯১ খৃঃ অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত Sacred Books of the East Series-এ কতকগুলি বৈদিক সূক্তের অনুবাদ প্রকাশিত করেন। *

Sacred Books Vol. I and XV. এতে কএকখানি উপনিষদের অনুবাদ করিয়াছেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে Royal Institution এতে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, ইহাই—"A Vedanta Philosohpy" নামে অভিহিত। ১৮৯৯ খৃঃ Six Systems of Indian Philosophy প্রকাশ করেন। ইনি কালিদাসকৃত মেঘদূতের জার্ম্মান্ ভাষায় অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৪৭ খৃঃ কনিগ্‌সবার্গ্ (Konigsberg) নামক নগরে এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মোক্ষমূলর—Contribution to the Science of Mythology, Introduction to the Science of Religion, Natural Religion (The Gifford Lectures), Physical Religion (Gifford Lectures), Anthropological Religion, Theosophy of Psychological Religion, The origin and growth of Religion, Biographies of words, and the Home of the Aryans, The science of Language, Chips from a German workshop; India, what it can teach us"† প্রভৃতি অনেক প্রবন্ধ রচনা

* (Vedic Hymns—মরুৎ, রুদ্র, বায়ু, বাত—Sacred Books of the East Series Vol. XXXII)

† "India what it can teach us"—এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered

করিয়াছেন। ইনি বেদান্ত-দর্শনে শাঙ্কর মতের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু স্থল বিশেষে ইহার সিদ্ধান্ত অসমীচীন ও অসঙ্গত হইয়াছে। তিনি যে বেদান্তের প্রভাবে প্রভাবিত তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি Vedanta Philosophy নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"Anyhow let me tell you that a philosopher so thoroughly acquainted with all the historical systems of philosophy as Schopenhauer, and certainly not a man given to deal in extravagant praise of any philosophy but his own, delivered his opinion of the Vedanta philosophy, as contained in the Upanishads, in the following words,—'In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.' If these words of Schopenhauer's required any endorsement, I should willingly give it as the result of my own experience during a long life devoted to the study of many philosophies and many religions. If philosophy is meant to be a preparation for a happy death or Euthanasia, I know of no better preparation for it than the Vedanta philosophy."

ডয়সেন্ (Paul Deussen)—ইনি জার্ম্মান অধ্যাপক, বেদান্ত-দর্শনের ক্ষেত্রে ইহার প্রচেষ্টা ও সাধনা সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া তথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রবন্ধ সকল রচনা

---

on the greatest problems of life, and has found solution of some of them which well deserve the attention of those who have studied Plato and Kant, I would point out to India."—(প্রকাশক)

করিয়াছেন। বেদান্তের প্রাণস্পর্শী ভাবে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। যে কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বেদান্ত-দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে বেদান্তের রস উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। স্থল বিশেষে ইহার সিদ্ধান্তও অশোভন হইয়াছে ; অবশ্যই তাহা দোষের নহে, কারণ ইনি বিদেশী হইয়াও যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার জন্যই ইনি ধন্যবাদার্হ। বিদেশীর পক্ষে ভ্রম প্রমাদ ক্ষমার্হ, কারণ ভাষা ও ভাবের ভিতর তাঁহাদের প্রবেশ করাই সুকঠিন। ডসেন্ বৈদিক দর্শন সম্বন্ধে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে —"Allgemeine Geschichte der Philosophie" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশে (Vol. I Part I) "Philosophie des Veda" নামক প্রবন্ধ লিপ্‌জিগ্‌-নগরীতে প্রকাশিত করেন। বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে ডসেন্ কৃত "Die Philosophie der Upanishads" (The philosophy of the Upanishads) নামক গ্রন্থই সুপ্রসিদ্ধ। ১৮৯৯ খৃঃ লিপ্‌জিগ্‌ নগর হইতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ খৃঃ গেডেন্ (Geden) সাহেব ইহার ইংরাজী তর্জ্জমা প্রকাশ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে বেদান্ত সম্বন্ধে এরূপ সুচিন্তিত প্রবন্ধ আর কেহই লিখিতে পারেন নাই। গফ্‌ (Gough) সাহেবের প্রবন্ধ সুবিস্তৃত হইলেও এরূপ-মনীষার সহিত লিখিত হয় নাই। মোক্ষমূলারের Vedanta Philosophy হইতে গফ্‌ সাহেবের প্রবন্ধ যে সুচিন্তিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডসেন্ ১৮৯৭ খৃঃ অনুবাদ ও ভূমিকা সহ "Sechig Upanishads" প্রকাশ করেন। লিপ্‌জিগ্‌ নগর হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ লিপ্‌জিগ্‌ নগর হইতে ডসেন্—"Das System des Vedanta"—A System of Vedanta নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সিকাগো নগরী হইতে Ch. Johnston কৃত এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে বেদান্ত-দর্শন আলোচিত হইয়াছে।

১৮৮৭ খৃঃ শাঙ্কর ভাষ্য ও সূত্রের অনুবাদ সহ ব্রহ্মসূত্র লিপ্‌জিগ্‌ নগর হইতে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের নাম "Die Sutras des Vedanta—the Sutras of Vedanta" বেদান্ত দর্শনের ক্ষেত্রে ডসেন্‌ সাহেব ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করিবার জন্যই ডসেন্‌ ভারতে আসিয়াছিলেন। স্থান বিশেষে ডসেন্‌ সাহেবের সিদ্ধান্ত সমীচীন না হইলেও তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার Philosophy of the Upanishads নামক প্রবন্ধ সুধীসমাজে বিশেষ সমাদৃত।

ওয়েবার্‌ (Albrecht Weber)—ইনি মোক্ষমূলারের সমসাময়িক। ইনি যজুর্বেদের এক অনুবাদ সম্পাদন করেন। ইনি Berlin Royal Libraryর জন্য সংস্কৃত হস্তলিখিত পুস্তকাবলীর এক তালিকা নির্ম্মাণ করেন। তৎকৃত "Indischen studien" ১৮৫০ খৃঃ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহা ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের খনিবিশেষ। তৎকৃত History of Indian Literature নামক গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, হিন্দুগণের মৌলিকতা ছিল না, এবং কাব্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় তাঁহারা গ্রীকগণের অনুসরণ করিয়াছেন, হিন্দুদের রামায়ণ হোমারের (Homer) অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বঙ্গের স্বর্গীয় পণ্ডিত কাশীনাথ ত্রিম্বক তৈলঙ্গ মহোদয় তাঁহার এই সকল অসার সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা বিশদভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন।

গার্বে (Garbe)—ইনি বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে না লিখিলেও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃঃ সিকাগো (Chicago) নগর হইতে "Philosophy of Ancient India" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ১৮৯৪ খৃঃ লিপ্‌জিগ্‌ নগর হইতে "Die Sankhya Philosophie" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ খৃঃ হার্ব্বার্ড্‌ (Harvard) হইতে

সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যের এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮৮৯ খৃঃ জার্ম্মান ভাষায় ইহার অনুবাদ লিপ্‌জিগ্‌ নগরে প্রকাশিত করিয়াছেন। ১৮৮৮—৯২ খৃঃ গার্ব্বে সাহেব সানুবাদ সাংখ্যসূত্র কলিকাতার বিব্‌লিওথিকা ইণ্ডিকা সিরিজে প্রকাশ করেন। ১৮৯২ খৃঃ মিউনিক্‌ (Munich) নগরে গার্ব্বে সাহেবের সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তিনি "Sankhya und Yoga" নামক প্রবন্ধে গ্রীক্‌ দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব বিশদ ভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি ১৮৭৮ খৃঃ লণ্ডন হইতে "বৈতান সূত্রে"র এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই খৃষ্টাব্দেই ষ্ট্রাস্‌বর্গ্‌ (Strasburg) নগরে বৈতান সূত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। দার্শনিক ক্ষেত্রে গার্ব্বে সাহেব যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। বেদান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই না করিলেও ভারতীয় দর্শনের প্রভাবাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার নাম উল্লিখিত হইল। তিনি গীতার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার ভূমিকায় গার্ব্বে সাহেব সাংখ্য-ভাবপ্রবণতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এবং এই ভূমিকায় তিনি অসার যুক্তি, অমানুষিক কল্পনা ও নিজের অকৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি ৬।৭ বার গীতা পড়িয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তিনি গীতা পড়িলেও কিছুই বুঝেন নাই। গার্ব্বে সাহেবের উক্তি দেখিয়া মনে হয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় সাহিত্যে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কেহ গার্ব্বে সাহেবের ভূমিকার প্রতিবাদ সূচক আলোচনা করিলে ভাল হয়। এই ভূমিকা Bhandarkar Research Institute, Poona হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

থিবো (Dr. Thibaut)—ইনি কাশী Queen's College এর অধ্যাপক হইয়া ১৮৭৫ খৃঃ ভারতে আগমন করেন। শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar হইয়াছিলেন। কাশীর প্রসিদ্ধ "পণ্ডিত" পত্রে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 'পণ্ডিত' পত্রিকায় বৌধায়ন

শুল্বসূত্র অনুবাদ সহ প্রকাশিত করেন। (Pandit Vol. IX.) শুল্বসূত্র সম্বন্ধে ১৮৭৫ Journal of the Asiatic Society of Bengal নামক পত্রিকায় আলোচনা করিয়া প্রাচীন ভারতের জ্যামিতি (Geometry) সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; ১৮৯০ ও ১৮৯৬ খৃঃ Sacred Books of the East Series এ বেদান্তসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য এবং পরে রামানুজ ভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। *

থিবো সাহেব রামানুজ মতবাদের পক্ষপাতী। তিনি শাঙ্কর মতের সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি তুলিয়াছেন। প্রথম আপত্তি, শঙ্কর সাম্প্রদায়িক ভাবে ভাষ্য রচনা করেন নাই, কিন্তু রামানুজ বোধায়ন ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়, শাঙ্করিক মায়াবাদ সূত্রের তাৎপর্য্যে পাওয়া যায় না। তৃতীয়, ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ এই দুই ভাব শ্রুতির অনুমোদিত নহে। ব্রহ্মসূত্রের পরিসমাপ্তিতে যে মুক্তির বিষয় কথিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় শঙ্কর-প্রতিপাদিত নির্ব্বাণমুক্তি সূত্রকার ব্যাসের অভিপ্রেত নহে। থিবো সাহেবের এই সকল যুক্তির অসারতা অধ্যাপক কে. সুন্দররাম আয়ার মহোদয় শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত "আপদেবী" টীকা সহ "বেদান্তসারের" ভূমিকায় অতি সুচারুরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। বাস্তবিক ভূমিকায় আয়ার মহোদয় থিবো সাহেবের যুক্তিজাল এরূপ দক্ষতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন যে, তাহা প্রশংসাযোগ্য। অনেকস্থলে থিবো সাহেবের অনুবাদও দোষযুক্ত হইয়াছে। থিবো সাহেব যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। থিবো সাহেব ব্যতীত অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ রামানুজ-ভাষ্যের বা অন্য কোনও আচার্য্যের ভাষ্যের কোনওরূপ আলোচনা করেন

* (শাঙ্কর ভাষ্য Sacred Books Vol. XXXIV of 1890 এবং Vol. XXXVIII, of 1896. রামানুজ ভাষ্য—Sacred Books Vol. XLVIII. অক্সফোর্ড (Oxford) হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

নাই। আয়ার মহোদয়ের ভূমিকা সকলের পাঠ করা উচিত। তিনি ইংরাজী ভাষায় ভূমিকাটি লিখিয়াছেন। আমাদের মনে হয় প্রাদেশিক ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হওয়া উচিত। অনেক ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোক সংস্কৃতের ভিতর দিয়া শাঙ্করভাষ্যাদি পাঠ করিতে না পারিয়া থিবো সাহেবের অনুবাদের শরণাপন্ন হন; সুতরাং তাঁহারা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পক্ষে আয়ার মহোদয়ের ভূমিকা অবশ্যপাঠ্য। থিবো সাহেব ও কর্ণেল জেকব যেরূপ অসার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ ডসেন্ ও গফ্ সাহেব করেন নাই। জেকব সাহেবের সিদ্ধান্ত থিবো সাহেবের সিদ্ধান্ত হইতেও হীন; তবে থিবো সাহেবের প্রচেষ্টার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। *

কর্ণেল জেকব (Cornal Jacob)—ইনি ১৮৯১ খৃঃ বোম্বে সংস্কৃত সিরিজে "A Concordance to the Principal Upanishads and Bhagabat Gita" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৯১ খৃঃ জেকব সাহেব "কঠোপনিষদে'র এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ খৃষ্টাব্দে মুণ্ডক, প্রশ্ন ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ সম্পাদিত ও ও প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ খৃঃ বোম্বে সংস্কৃত সিরিজে সভাষ্য "মহানারায়ণ উপনিষদ্" সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ খৃঃ সটীক বেদান্তসার নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। ইংরাজী

* থিবো সাহেব নিম্নলিখিত অনুবাদ প্রকাশিত করেন:—১। শুল্বসূত্র ১৮৭৭ খৃঃ; ২। বোধায়ন শুল্বসূত্র ১৮৮২ খৃঃ; ৩। অর্থসংগ্রহ—পূর্ব্ব মীমাংসার অনুবাদ, ১৮৮২ খৃঃ; ৪। পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদীর সহযোগে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা—বরাহ-মিহিরের জ্যোতিষ, ১৮৮৯ খৃঃ; ৫। বেদান্তসূত্র, শাঙ্কর ভাষ্যসহ (Sacred Books of the East Series, Vols. 34, 38; ৬। বেদান্তসূত্র রামানুজ ভাষ্যসহ (Sacred Books of the East Series Vol. 48) ১৯০৪ খৃঃ; ৭। গঙ্গানাথ ঝা মহোদয়ের সাহচর্য্যে ত্রৈমাসিক অনুবাদ পত্রিকা "Indian Thought" সম্পাদন করেন।—(প্রকাশক)

অনুবাদ সহ ১৮৯২ খৃঃ লণ্ডন নগরে বেদান্তসার প্রকাশিত হয়। বেদান্তসারের ভূমিকায় জেকব সাহেব শঙ্করের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন এবং খৃষ্টান মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি বলেন—শঙ্করের অসঙ্গতি আছে। অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার মহোদয় শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে প্রকাশিত বেদান্তসারের ভূমিকায় জেকব সাহেবের মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় জেকব সাহেবের মতই অসঙ্গত। তিনি শঙ্কর-ভাষ্য বুঝিতে পারেন নাই। আয়ার মহোদয় অতি সুন্দর ভাবে জেকব সাহেবের অসার ও অপদার্থ যুক্তিগুলি খণ্ডন করিয়াছেন।

গফ্—(Gaugh) গফ্ সাহেব Trubner's Oriental Series-এর "Philosophy of the Upanishads" প্রকাশিত করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, এবং বেদান্ত-দর্শন বুঝিবার জন্য তাঁহার যে একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। ১৮৯৪ খৃঃ কাউয়েল্ (Cowell) সাহেবের সহিত একত্রে তিনি ইংরাজী অনুবাদ সহ "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ" লণ্ডন নগরীতে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থও Trubner's Oriental Series এ প্রকাশিত হইয়াছে। ডয়েসন্ ও গফ্ সাহেব বেদান্ত-রসে রসিক ছিলেন। ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও তাঁহাদের গ্রন্থ সুখপাঠ্য। তাঁহারা বেশ সহৃদয়তার সহিত বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। দেশ বা ধর্ম্মভেদের সংকীর্ণতায় তাঁহাদের চিত্ত কলুষিত ছিল না। তবে বিদেশীর পক্ষে সামান্য ত্রুটি থাকা সম্ভবপর। কিন্তু খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী ঘোর মহাশয় তাঁহার "A Rational Refutation of the Hindu Philosophical Systems" নামক প্রবন্ধে যেরূপ সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনায় গফ্ ও ডয়েসনের উদারতার সীমা নাই। শাস্ত্রী মহাশয় পুণাতে পাদরী ছিলেন। হিন্দী ভাষায় তাঁহার প্রবন্ধ রচিত হয়। ১৮৬২ খৃঃ ডাঃ এড্ওয়ার্ড হল্ (Dr. Fitz

Edward Hall) কলিকাতায় ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। আমাদের মনে হয় শাস্ত্রী মহাশয় ভারতীয় দর্শন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ ধর্ম্মান্ধতায় দার্শনিক দৃষ্টি লোপ পাইয়াছিল, মোক্ষমূলার গফ্ সাহেবের সিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে গ্রহণ করেন নাই। তিনি তৎকৃত "Vedanta Philosophy" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"Calebrook's Essays on Indian Philosophy, though written long ago, are still very instructive, and professor Gough's Essays on the Upanishads deserve careful consideration though we may differ from the spirit in which they are written." *

আমাদের মনে হয় গফ্ সাহেব যে ভাবে ভাবিত হইয়া লিখিয়াছেন তাহাই শোভন। মোক্ষমূলার সাহেব পাদরিগণের আক্রমণ সৌকর্য্যের জন্য হিন্দুধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছেন। এইরূপ অভিমত "Chips from a German Workshop" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি বরং হৃদয়ের সংকীর্ণতা লইয়া সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু অধ্যাপক গফ্ সাহেবে তাহা কম।

বেনিস্ (Venis)—ইনি কাশী Queen's Collegeএর অধ্যক্ষ ছিলেন। "পণ্ডিত" পত্রে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৯০ খৃঃ 'পণ্ডিত' পত্রে প্রকাশানন্দকৃত "বেদান্ত-সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী" ইংরাজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন।

ডেভিস (Davies)—ইনি ইংরাজী ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ করেন। ১৮৯৪ খৃঃ "Trubner's Oriental Series"এ সানুবাদ গীতার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ডেভিস্ সাহেব

---

* Vedanta Philosophy (by Maxmuller) Page 122. Edition 1911.

"Hindu Philosophy" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাও Trubner's Oriental Series এ প্রকাশিত হইয়াছে।

সার উইলিয়ম্ জোন্‌স (Sir William Jones)—জোনস্ সাহেবও বেদান্তের সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সকলেই বেদান্ত-দর্শন বলিতে শাঙ্করমতই গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল থিবো (Dr. Thibaut) সাহেব রামানুজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শন ইউরোপে প্রচারিত হওয়ায় ইউরোপে নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। কেবল দার্শনিক সোপেনহৌর নহে অন্যান্য পণ্ডিতবর্গও উচ্চকণ্ঠে ভারতীয় দর্শনের বিশেষতঃ বেদান্তের প্রশংসা করিয়াছেন। Sir William Jones লিখিয়াছেন – "That it is impossible to read the Vedanta or the many fine composition in illustration of it, without believing that Pythagoras and Plato derived their sublime theories from the same fountain with the Sages of India." * (Jone's work Cal. Ed. I. P. P. 20, 125, 19.)

---

* মোক্ষমূলার ভারতবর্ষীয় এই প্রভাব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন গ্রীক দর্শন স্বাধীন ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, তবে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়,—"It is not quite clear whether Sir William Jones meant that the ancient Greek Philosophers borrowed their philosophy from India. If he did, he would find few adherents in our time, because a wider study of mankind has taught us that what was possible in one country, was possible in another also. But the fact remains nevertheless that the similarities between these two streams of Philosophical thought in India and Greece are very startling, nay sometimes most perplexing.

কোসিন (Victor Cousin)—ইনি ফরাসী দেশের দার্শনিক ঐতিহাসিক। তিনি প্যারিস্ (Paris) সহরে ১৮২৮—২৯ খৃঃ বর্তমান দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনিও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে অতি উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি সেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—When we read with attention the poetical and philosophical monuments of the East, above all, those of India which are beginning to spread in Europe, we discover there many a truth, and truths so profound, and which make such a contrast with the meanness of the reasults at which the European genius has sometimes stopped, that we are constrained to be bend the knee before the philosophy of the East, and to see in this cradle of the human race the native land of the highest Philosophy."—(Vol. I, P. 35)

জর্ম্মণ দার্শনিকগণ সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষতঃ দর্শনের পক্ষপাতী। (Frederik Schlegel) শ্লেগেল্ * তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"It cannot be denied that the early Indians possessed a knowledge of the true God ; all their writingo are replete with Sentiments and expressions, noble clear and severely grand, as deeply

---

* ইনি ১৮০৮খৃঃ ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য জর্ম্মণিতে নূতন প্রেরণা প্রদান করেন। তাঁহার সময় হইতে জর্ম্মণিতে সংস্কৃতের নিয়মিত অনুশীলন হইতে থাকে। ইংরাজ এবং ফরাসীর মত জর্ম্মণির পণ্ডিতগণ ভারতে কোন রাজনৈতিক স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ করেন নাই—(প্রকাশক)।

conceived and reverentially expressed as in any human language in which men have spoken of their God." তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"Even the loftiest philosophy of the Europeans the idealism of reason, as it is set forth by Greek philosophers, appears in comparison with the abundant light and vigour of oriental idealism, like a feeble Promethean spark in the full flood of heavenly glory of the noon-day sun faltering and feeble and ever ready to be extinguished"

বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"The divine origin of man is continually inculcated to stimulate his efforts to return, to animate him in the struggle, and incite him to consider a re-union and re-incorporation with divinity as the one primary object of every action and exertion." এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় বেদান্তের চিন্তা ইউরোপীয় হৃদয়ে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; ফরাসী ও জর্ম্মণ দার্শনিক উভয়েই মুক্তকণ্ঠে ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনের প্রচারে ইউরোপের চিন্তারাজ্যেও একটা বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ব্যতীত ভারতীয় ইংরাজী শিক্ষিত পণ্ডিতগণও এই কার্য্যের সহায়ক হইয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দী

দ্বিতীয় বিশেষত্ব—দেশীয় পণ্ডিতগণ

দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দার্শনিক গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না করিলেও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রচেষ্টা ও সাধনা প্রশংসার্হ। দার্শনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কে. টি. তেলাঙ্গ ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। তেলাঙ্গ মহোদয় বোম্বাইএর "Indian Antiquary" পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তিনি আচার্য্য শঙ্করের অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ৬ষ্ঠ শতাব্দী স্থির করেন। তৎকৃত ভগবদ্‌গীতার ইংরাজী অনুবাদ ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে Sacred Books of the East Seriesএ প্রকাশিত হয়। *

পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দ সিকাগো ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া আমেরিকায় বেদান্তের মহিমা উদ্‌ঘোষিত করেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎকৃত জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও রাজযোগ জর্ম্মণ, রুশ ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়া ইয়োরোপে প্রচারিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায়ও এই সকল গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে ও ভারতের সর্ব্বত্র বিবেকানন্দের গ্রন্থের সমাদর।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এলাহাবাদের গঙ্গনাথ ঝা মহোদয় ছান্দোগ্য উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। মান্দ্রাজের নটেসন্ কোম্পানী (Natesan & Co.) হইতে উহা প্রকাশিত হইয়াছে ও পরে একাকীই ঝা মহাশয় বহু বেদান্ত গ্রন্থ

* Sacred Books—2nd Edition, Vol. VIII

ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি থিবো সাহেবের সহযোগে "Indian Thought" নামক একখানা অনুবাদপত্রিকা সম্পাদন করেন। উহাতে বহু দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 'বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ', 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য', 'অদ্বৈতসিদ্ধি' প্রভৃতি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া ঝা মহাশয় বিদ্বন্মণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এস্. সুব্বারাও (S. Subba Rao) মহাশয় মধ্বাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও গীতাভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর ৺প্রিয়নাথ সেন মহোদয় "Philosophy of Vedanta" নামে এক প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাতে আচার্য্য শঙ্করের মতবাদ আলোচিত হইয়াছে। প্রিয়নাথ বাবু দার্শনিক সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তাঁহার কৃতিত্ব প্রকট। অধ্যাপক Dr. Caird হিন্দুধর্ম্মের উপর অযথা আক্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তৎকৃত "Introduction to the Philosophy of Religion" নামক প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার মতে হিন্দুগণের নৈতিক অবনতির কারণ—হিন্দুদিগের ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাস। তিনি লিখিয়াছেন—"A Pantheistic, or rather a cosmic idea of God, such as that of Brahmanism not only offers no hindrance to idolatry and immorality, but may be said even to lead to them by a logical necessity." অবশ্য এই প্রসঙ্গে তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্য বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রিয়নাথবাবু Caird সাহেবের এই অযথা অসারগর্ভ বাক্য খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও হঠকারিতার বশেই Caird সাহেব এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বলেন,—"The late Principal Caird has displayed an unexpected combi-

nation of ignorance, hastiness and prejudice in passing strictures upon Brahmanism and Bhahmanic philosophy." প্রিয়নাথবাবুর বাক্য যথার্থ। তিনি বেশ সুন্দর যুক্তিবলে Caird সাহেবের অসারগর্ভ বাক্য নিরাস করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের এরূপ অনুদারতা প্রশংসার্হ নহে।

উনবিংশ শতাব্দী

তৃতীয় বিশেষত্ব—ধর্ম্মসমাজের আবির্ভাব

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বিশেষত্ব ধর্ম্ম-সমাজের আবির্ভাব। বেদান্তের তত্ত্ব মূল করিয়া, খৃষ্টান-ধর্ম্ম ও বৈজ্ঞানিকতার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ, থিয়সফি সম্প্রদায় ও আর্য্যসমাজের উদ্ভব হইয়াছে। থিয়সফি সম্প্রদায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও সমন্বয় সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প; ব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কারে ব্যস্ত; এবং আর্য্যসমাজ প্রাচীন ও নবীনের সামঞ্জস্য করিতে বদ্ধপরিকর। আমাদের মনে হয়, এই তিনটি মতই কতকটা পরিমাণে Political religion।

ব্রাহ্ম সমাজ

ব্রাহ্মমতে ব্রহ্ম উপাস্য, কিন্তু নিরাকার। ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ, কিন্তু তাঁহার কোন আকার নাই। ব্রাহ্ম দার্শনিক মত অনেকটা পরিমাণে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। ৺রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্ত্তক, তিনি উপনিষৎ ও তন্ত্রশাস্ত্রের অনেকস্থল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ও বিচারপ্রসঙ্গে অনেক বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তৎকৃত গ্রন্থাবলীতে বেদান্তের আলোচনা আছে।

এলাহাবাদ পাণিনি আফিস হইতে ঐ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজের কর্ণধার হয়েন। তিনিও বহু শ্রুতিবাক্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থ আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি শ্রুতি ও মনুসংহিতা হইতে অতি মনোজ্ঞ বাক্য সকল চয়ন করিয়া স্বীয় অভিমতানুসারে সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আদি সমাজ ত্যাগ করিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত একত্রে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন। কেশববাবুর ইংরাজী ভাষায় কতকগুলি বক্তৃতা আছে, তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টা আছে। কেশববাবু যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নববিধান সমাজ স্থাপন করেন, তখন গৌরগোবিন্দ রায় ও প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি সুধীবর্গ তাঁহার অনুসরণ করেন। কেশবসেনের নির্দ্দেশে গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় গীতার "সমন্বয়ভাষ্য" প্রণয়ন করেন। নববিধান সমাজ হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয় কয়েক-খানি উপনিষদের সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান শতাব্দীতে "Philosophy of Brahmoism" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া দার্শনিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রচেষ্টায় এইরূপে বেদান্তের তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। কবিবর রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও ব্রহ্মবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

থিয়সফি

থিয়সফি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক Col. Olcott সাহেব। থিয়সফি মতবাদ বেদান্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জলের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। মহাত্মা অল্‌কটের অবর্ত্তমানে মিসেস্ এনিবেশান্ত থিয়সফিক্ সম্প্রদায়ের

নেত্রীরূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন। থিয়সফি মতের অনুকূলে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারূপ প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। *

---

* **Theosophical publications :—**

C. W. Leadbeater সাহেব কৃত—

(i) An Outline of Theosophy.
(ii) The Astral plane. } এই দুইখানি Theosophic
(iii) The Deva chanic plane. } Manual-এর অন্তর্ভুক্ত।
(iv) The Christian Creed (religious)
(v) Clairvoyance.
(vi) Dreams.

H. P. Blavatsky কৃত—

(i) The Key to Theosophy.
(ii) The Secret Doctrine—3 vols. (For advanced students of Theosophy)
(iii) The voice of the Silence (Ethical)
(iv) The Stanzas of Dzyan (Ethical)
(v) Isis Unveiled Vols. I—II.

Mrs. Annie Besant অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়া Theosophy ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

(i) Ancient Wisdom.
(ii) Seven Principles of man. }
(iii) Re-incarnation. }
(iv) Karma } Theosophic Manuals.
(v) Death and after. }
(vi) Man and his bodies. }
(vii) Esoteric Christianity, }
(viii) Four great Religions. } Religious
(ix) Religious Problem in India. }

থিয়সফি নির্গুণব্রহ্মবাদ অঙ্গীকার করেন। তন্মতে ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও দয়া প্রভৃতি তাঁহার আছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে C. W. Leadbeater সাহেব লিখিয়াছেন—"God in Himself is

---

(x) In the Outer Court. } Ethical.
(xi) Dharma.

(xii) The Building of the Cosmos.

(xiii) The Evolution of life and Form.

(xiv) Some problems of Life.

(xv) Thought-power—its Control and culture.

(xvi) ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ।

A. P. Sinnet কৃত—

(i) Esoteric Buddhism.

(ii) The Growth of the Soul.

(iii) Nature's Mysteries, এবং অন্যান্য প্রবন্ধ।

G. R. S. Mead কৃত—

(i) Fragments of Faith Forgotten.

(ii) Orpheus.

(iii) এবং জে. সি. চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

(iv) The Gospel and the Gospels.

এতদ্ব্যতীত ভগবান দাস "The Science of Peace", "The Science of the Emotions", ও মেবেল্ কলিন্স্ (Mabel Collins) "Light on the Path" প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি The Theosophical Publishing Society হইতে প্রকাশিত। "Theosophy of Upanishads" নামে একটি প্রবন্ধ আছে। তাহাতে থিয়সফির অনুকূলে উপনিষদের ব্যাখ্যা হইয়াছে, এবং "Studies in the Bhagabat Gita" নামক প্রবন্ধে গীতার তাৎপর্য্য থিয়সফির অনুসারে নির্ণীত হইয়াছে।

beyond the bounds of personality, is "in all and through all" and indeed is all; and of the infinite, the absolute, the all we can only say, "He is". থিয়সফি জগতের সত্তা স্বীকার করে। সকল বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া থিওসফি সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষিত জনসাধারণের ভিতর ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করিতে ইঁহারা সচেষ্ট। সকল ধর্ম্মের সমন্বয় করিবার জন্য ইঁহারা বদ্ধপরিকর। বাস্তবিক এই অংশে তাঁহাদের মতবাদ কতকটা পরিমাণে Utopian বলিয়া মনে হয়। "Universal Fatherhood of God and Brotherhood of man" এই বাক্যই ইহাদের মূলমন্ত্র। কিন্তু জগতে বৈষম্য আছে। বৈষম্যের উপর সাম্য স্থাপিত হইতে পারে না। Theoretically এই Ideaটি বড় সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে ইহার প্রয়োগ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানদৃষ্টিতে ভেদ নাই, কিন্তু জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভেদ আছে। সে ভেদ ব্যবহারে দূর করা যায় না। যাহা হউক থিয়সফি সম্প্রদায় স্বীয় মতের অনুকূলে প্রবন্ধাদি প্রচার করিতেছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের সুসন্তান দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় "গীতায় ঈশ্বরবাদ", "উপনিষৎ ও ব্রহ্মবিদ্যা" প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

আর্য্য সমাজ

পরমহংস দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য্য-সমাজের প্রবর্ত্তক। পাঞ্জাবে এই সমাজ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায় পৌরাণিক ধর্ম্ম মানে না, কিন্তু বৈদিক হোমাদির অনুষ্ঠান করে। বহু শতাব্দী-ব্যাপী জাতীয় ইতিহাসে পৌরাণিক ধর্ম্মের স্থান রহিয়াছে। জাতির পক্ষে তাহা বিস্মৃত হওয়া সহজ নহে; সুতরাং আর্য্যসমাজের মতবাদ জাতীয় জীবনের পথে অনুকূল হইতে পারে নাই। দয়ানন্দ স্বামী যজুর্ব্বেদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং 'ঋক্ বেদাদি ভাষ্যভূমিকা' নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি হিন্দীভাষায় "সত্যধর্ম্ম-প্রকাশ" নামক এক বৃহৎ প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। "সত্যধর্ম্মপ্রকাশ" বাংলাভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে এই তিনটি নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। এই তিন সম্প্রদায়ই দল ভাঙ্গিতে কৃতসঙ্কল্প; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই দল ভাঙ্গিতে গিয়া ইহারা আবার দল বাঁধিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা হউক এই সকল সম্প্রদায়ের আবির্ভাবে 'আঘাতের ফলে ভারতীয় সমাজের নিদ্রা কতকটা ভাঙ্গিয়াছে, এবং সমাজ এখন স্বীয় স্বরূপের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছে। আঘাতের ফলে একটা জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনাদি অধ্যয়নের স্পৃহা শিক্ষিত সমাজে জাগিয়াছে।

চতুর্থ বিশেষত্ব—শাস্ত্রের প্রচার

সাহিত্য প্রচার-ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি ভারতীয় সাহিত্যের প্রচারে নিয়োজিত :—

১। Indian Antiquary পত্রিকা—বোম্বাই।

২। এসিয়াটিক্ সোসাইটি পত্রিকা—কলিকাতা।

৩। এসিয়াটিক্ সোসাইটি-পত্রিকা—বোম্বাই।

৪। এসিয়াটিক্ সোসাইটি-পত্রিকা—লণ্ডন।

৫। Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft Leipzic.

৬। Journal Asiatique—Paris.

৭। Vienna Oriental Journal—Vienna.

৮। Journal of the American Oriental Society—New Haven Conn.

৯। "International"—A Review of the world progress (Terram T. Fisher Union London W. C. I. Adelphi published in 3 Editions—German, French, and English)

নিম্নলিখিত প্রকাশক-সমিতি শাস্ত্রপ্রচার কল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে এবং করিতেছে। ইহার মধ্যে কোন কোন সমিতি বিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছে।

১। বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা সিরিজ—কলিকাতা।

২। বোম্বাই সংস্কৃত সিরিজ—বোম্বাই।

৩। আনন্দাশ্রম সিরিজ—পুনা।

৪। বেনারস সংস্কৃত সিরিজ—কাশী।

৫। চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ—কাশী।

৬। কাশী সংস্কৃত সিরিজ—কাশী।

৭। সরস্বতীভবন সংস্কৃত সিরিজ—কাশী।

৮। শাস্ত্রমুক্তাবলী সিরিজ—কাশী।

৯। মহীশূর সংস্কৃত সিরিজ—মহীশূর।

১০। ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজ—ত্রিবাঙ্কুর।

১১। কাশ্মীর সংস্কৃত সিরিজ—শ্রীনগর।

১২। তান্ত্রিক গ্রন্থমালা, উড্‌রফ্ সম্পাদিত—লণ্ডন।

১৩। মধ্ববিলাস গ্রন্থমালা—কুম্ভকোণ।

১৪। বাণীবিলাস গ্রন্থমালা—শ্রীরঙ্গম।

১৫। অরিয়েন্টাল্ সিরিজ—কলিকাতা।

১৬। „ „ পাঞ্জাব।

১৭। অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজ—কুম্ভকোণ।

১৮। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর—কলিকাতা।

১৯। নির্ণয়সাগর প্রেস—বোম্বাই।

২০। বিজয়-নগর সংস্কৃত সিরিজ—কাশী।

২১। পণ্ডিত পত্রিকা—কাশী।

কলিকাতা লোটাস্ লাইব্রেরীও বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে। * জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের পুস্তকালয় বর্তমানে একপ্রকার নিষ্প্রভ হইয়াছে। বঙ্গদেশের সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগের ইহাই মূর্তিমান্ দৃষ্টান্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় দু'একখানি প্রকরণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া

যায় না। কলিকাতায় পণ্ডিতবর ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় "সিদ্ধান্তবিন্দুসার" ও "ব্রহ্মস্তোত্রে"র উপর ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, এবং পরমহংস ভাস্করানন্দ সরস্বতী "স্বারাজ্যসিদ্ধি"র উপর "কৈবল্যকল্পদ্রুম" নামক টীকা প্রণয়ন করেন। এই স্বারাজ্যসিদ্ধি কাহারও কাহারও মতে সুরেশ্বরাচার্য্যের প্রণীত, কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। ৺প্রিয়নাথ সেন মহোদয় তৎকৃত "Philosophy of Vedanta" নামক প্রবন্ধে ভাস্করানন্দ যে "স্বারাজ্যসিদ্ধি"র টীকা প্রণয়ন করেন সেই স্বারাজ্যসিদ্ধিকে সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"As the great Sureswaracharyya has put it in his Swarajya Siddhi—

"সৎপ্রসূতমিদং সতি স্থিতমস্তমেতি সতি স্বতঃ সত্তয়া পরিহীণমিত্যখিলং সদেব পৃথঙ্‌মৃষা।" *

ভাস্করানন্দ বিরচিত "স্বারাজ্যসিদ্ধি" যাঁহারই বিরচিত হউক, গ্রন্থখানি বড়ই মধুর। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

"অহং ন মায়ী ন চ ভোগিশায়ী ন চক্রধারী ন দশাবতারী।
ন মে প্রপঞ্চঃ পরিপালনীয় স্তথাপি বিষ্ণুঃ প্রভবিষ্ণুরস্মি।"

—১২৬ পৃঃ

"ন মূর্ত্তয়োহষ্টৌ বিষমা ন দৃষ্টির্ন ভূতিলেপো ন গতির্বৃষেণ।
ন ভোগিসঙ্গো ন চ কামভঙ্গ স্তথাপি সাক্ষাৎ পরমঃ শিবোহম্।"

—১২৭ পৃঃ।

বাস্তবিক গ্রন্থখানি বড়ই মনোজ্ঞ। ইহাতে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় অতি সুন্দররূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। শ্লোকগুলি সরল ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন।

---

* স্বারাজ্যসিদ্ধি—ভাস্করানন্দ সংস্করণ, ১৩২ পৃঃ সম্বৎ ১৯৪৮।

"স্বারাজ্যসিদ্ধি"র গ্রন্থকার যিনিই হউন গ্রন্থখানি যে প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাস্করানন্দের টীকাও অতি সরল ও প্রাঞ্জল।

মৌলিকতাবিহীন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈদান্তিক সাহিত্যের প্রচার ভিন্ন অন্য বিশেষ কিছুই নাই। শতাব্দী-ব্যাপী কেবল সমালোচনা চলিয়াছে। বৈদেশিক পণ্ডিতগণ কেবল কটাক্ষ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনাও করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসান হইতে বর্ত্তমান শতাব্দীর এই উনিশ বৎসরকাল বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল গ্রন্থ-প্রকাশক সমিতি হইতে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচারের ফলে বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে আশা করা যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতিভাও নির্ব্বাণোন্মুখ। নূতন আর কেহ এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। উইণ্টারনিট্জ ও ম্যাক্‌ডোনাল্ সাহেব সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন এই মাত্র উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে তেমন আর কেহ কোনরূপ সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন নাই।

উপসংহার

দীর্ঘ দুই সহস্র বৎসরকাল বেদান্ত-দর্শন ভারতের দার্শনিক সাম্রাজ্যে অক্ষুণ্ণ প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও বেদান্ত-দর্শনের প্রভাবে ভারতীয় জাতি সঞ্জীবিত রহিয়াছে। গ্রীক দর্শনের আলোক গ্রীস দেশে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধ দর্শনের আলোকও জন্মভূমি ভারতে নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় বেদান্তদর্শন এখনও অমিতপ্রভায় ভারতের হৃদয় কন্দর আলোকিত করিয়া প্রাচীনকালের ন্যায় বিদেশকে আলোকিত করিতেছে। প্রাচীনকালে ভারতীয়দর্শন গ্রীক দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ভারতীয় দার্শনিক মতের সহিত গ্রীক দার্শনিক মতের সাদৃশ্য পরিস্ফুট। ইলেটিক্‌গণের (Eleatics) মতে ঈশ্বর ও বিশ্ব এক। বহুত্ব অবাস্তব বা দ্বৈত মিথ্যা। সত্তা ও চিন্তা অভিন্ন। এই মত বেদান্তমতের ছায়া ভিন্ন কিছুই নহে।

গ্রীক দার্শনিক Empedoclesএর মতের সহিত বেদান্তমতের সাদৃশ্য আছে। তাঁহার মতে কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। পূর্ব্বে যাহা ছিল না তাহার উদ্ভব অসম্ভব এবং সৎ বস্তুর বিনাশ হইতে পারে না। ইহার সহিত গীতার "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" অর্থাৎ সতের অভাব নাই, এই বাক্যের সহিত সাদৃশ্য পরিস্ফুট। সৎকারণ-বাদ বেদান্তের অনুমোদিত; সাংখ্যদর্শনও সৎকার্য্যবাদী। Empedocles-এর মতে সৎবস্তুর পরিবর্ত্তন বা বিকার নাই। এ বিষয়ে তিনি Eleaticsএর সহিত একমত। ইহাও বৈদান্তিক মতের "নির্ব্বিকারত্বের" ছায়ামাত্র। গ্রীক ইতিবৃত্তে (Tradition) জানা যায়, Thales, Empedocles, Anaxagoras, Democritus প্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রাচ্যখণ্ডে দর্শন শিক্ষা করিতে

আসিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভারতীয় দর্শন গ্রীক দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়।

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস (Pythagoras) ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুনর্জ্জন্মবাদ, পঞ্চভূত প্রভৃতি বিষয় পিথাগোরাস্ ভারত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই ধারণা হয়। প্লেটো ও এরিষ্টটলের (Plato and Aristotle) মতবাদেও ভারতীয় মতের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটোর বর্ণ বা জাতিবিভাগ ও বিজ্ঞান-বাদ ভারতীয় মতের প্রভাব-জনিত বলিয়া বোধ হয়। ন্যায়শাস্ত্রে (Logic) এরিষ্টটল্ ভারতীয় প্রভাব পাইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

নিওপ্লেটনিকগণের (Neo-Platonic) মতের সহিত ভারতীয় মতের সাদৃশ্য আছে। প্লোটিনাস্ (Plotinus—২০৪ -২৬৯ খৃঃ অব্দ) বেদান্ত মতে প্রভাবিত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে আত্মার দুঃখ নাই, আত্মা অসঙ্গ, প্রকৃতি বা জড়ের সহিত সম্পর্কেই আত্মার দুঃখ, দুঃখ জড়ের ধর্ম্ম তিনি আত্মাকে আলোকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দর্পণে বস্তুর প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তে কার্য্য সকলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার এই মতের সহিত বেদান্তমতের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। অধ্যাসই দুঃখের হেতু। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ Light এবং "দর্পণ দৃশ্যমান নগরীতুল্য জগৎ" বেদান্তের সিদ্ধান্ত। প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত বেদান্তের অনুমোদিত। ম্যাক্‌ডোনাল্ সাহেব (Macdonel) তৎকৃত History of Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে প্লোটিনাসের মতের সহিত সাংখ্যমতের সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন প্লোটিনাসের মতের সহিত বেদান্তেরও কতকটা সাদৃশ্য আছে, তবে তিনি নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন নাই। প্লোটিনাস ঐন্দ্রিয়িক জগৎ পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাও বেদান্ত ও পাতঞ্জলদর্শনের প্রভাব বলিতে হইবে।

প্লোটিনাসের শিষ্য Porphyryএর মতের সহিতও ভারতীয় মতের সাদৃশ্য আছে। তিনি বোধহয় বেদান্ত ও সাংখ্য উভয় মতে প্রভাবিত হইয়াছেন। Porphyryএর স্থিতিকাল ২৩২—৩০৪ খৃঃ অব্দে। তিনি বিশেষভাবে আত্মা ও অনাত্মার বা জড়ের পৃথকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মা জড়ের বন্ধনমুক্ত হইলে সর্ব্বব্যাপী হয়—ইহাই তাঁহার অভিমত। জগৎ অনাদি। তিনি যজ্ঞাদির বিরোধী ও জীবহিংসা নিষেধ করিয়াছেন। ইহার মতে সাংখ্য-প্রভাব সমধিক বলিয়া মনে হয়।

ভারতীয় দর্শনের প্রভাব Christian Gnosticismএর উপরও দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে Gnosticগণ ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত।

প্রাচীন কালে ভারতীয় দর্শন—বিশেষতঃ বেদান্ত-দর্শন গ্রীক-চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে। গ্রীকচিন্তা বর্ত্তমানে ইয়োরোপকে প্রভাবিত করিয়াছে। বেদান্ত-দর্শন ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের চিন্তারাজ্যে এক অভিনব বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর জর্ম্মণ দর্শনে বেদান্তের প্রভাব আছে। প্রাচীনকালে যাহার মহিমায় প্রতীচ্য ভূখণ্ডও আলোকিত হইয়াছে, বর্ত্তমানেও তাহার মহিমার নিকট প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ড অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান। বেদান্তের জ্ঞানে প্রাণ সুশীতল করিবার জন্য আজও বিশ্বমানব লালায়িত। বেদান্তের আলোক প্রাণস্পর্শী, বেদান্তের সাধন স্বাভাবিক, বেদান্তের তত্ত্ব নিজস্বরূপ; সুতরাং বেদান্ত বিশ্ব-মানবের আত্মবস্তু।

উপনিষদের ঋষিগণের সাধনা সফল হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের জ্ঞানের একমাত্র কণা লাভ করিয়া কৃতার্থ। বেদান্ত-দর্শন ভারতীয় জাতির প্রাণস্বরূপ। জাতির সাধন, জাতির ধ্যান, জাতির তপস্যা, জাতির আত্মা—সকলই বেদান্ত। জাতিকে ঐতিহাসিক ধারা রক্ষা করিয়া আবার জীবন্ত জাগ্রত হইতে হইবে। জাতি

আপনার ইতিহাস ভুলিতে পারে না। জাতির লুপ্ত সুপ্ত স্মৃতি আবার জাগাইতে হইবে। 'বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস' ভারতীয় জাতির জীবনের ইতিহাসের স্মৃতি জাগাইয়া তুলুক, আমাদের জীবনব্যাপী সাধনার সিদ্ধি হইবে। যিনি বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বেশ্বর, যিনি তুরীয় হইয়াও শিবস্বরূপ, তাঁহার অস্পর্শ স্পর্শে আবার জাতির জীবনে ঐতিহাসিক স্মৃতির উদয় হউক। আমরাও শ্রুতির ভাষায় বলি—

"পুনর্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্
পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্
পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্।"

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।
শিবম্।

জীবন-কথা

বাখরগঞ্জ জিলায় উজিরপুর একটী সমৃদ্ধ গ্রাম। সতীশচন্দ্রের পিতা ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায় এই গ্রামেরই অধিবাসী। ষষ্ঠীবাবু ছিলেন পুলিশের দারোগা। তিনি যখন গলাচিপা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার তখন এই গলাচিপাতে ১৮৮৪ সনের ১২ আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন সতীশচন্দ্র। সতীশচন্দ্র সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন ঢাকা কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়। মধ্যম ভ্রাতা সুশীলকুমার প্রথম যৌবনেই কালগ্রাসে পতিত হন। সতীশচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সরোজিনী দেবী অধ্যাত্ম অনুশীলনে পরস্পরের সহায়তা করেছেন। পরবর্তী কালে দীক্ষাগ্রহণ করে সতীশচন্দ্র হলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, সরোজিনী দেবী পরিচিতা হলেন মাতাজী ত্রিপুরানন্দতীর্থ রূপে।

সতীশচন্দ্র মেধাবী ছাত্র হলেও পাঠে মনোযোগী ছিলেন না। উজিরপুর স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু তিনি এফ এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে স্বগ্রাম উজিরপুরে স্কুলমাষ্টারী গ্রহণ করেন।

মুখার্জী পরিবারের সকলেরই রূপের খ্যাতি ছিল। দেহবর্ণ সে রূপকে সমুজ্জ্বল করেছিল। এই রূপবান্ নবীন যুবক সহজেই গ্রামবাসী ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের চিত্ত আকর্ষণ করল।

বাল্যে যে ছেলে নদী মেখলা বাউফলের স্রোতস্বিনীর তীরে বৃক্ষ বা লতাগুল্মের অন্তরালে কখনো রাম সেজে রাবণ আর কখনো লক্ষ্মণ সেজে ইন্দ্রজিত বধ অভিনয় করত সেই বালক যৌবনে উপনীত হয়ে পেল একদল তরুণ ছাত্রের নেতৃত্ব। এখানেও ছিল খরস্রোতা নদী। সে দ্বিধা বিভক্ত করেছে এই শ্যামলী পল্লীকে। এই নদীর জোয়ার ভাঁটা নিয়ে আসে দিগন্তের ইসারা দিগন্তের ভাষা। উজিরপুরের আম কাঠালের বাগান উজিরপুরের ছায়াময় বেণুবন যুবকের অন্তরে কোন্ সুর তুলেছিল আমরা তার খবর রাখি না। যে খবর সকলের জানা সে হল এই যুবক ১৯০৬ সনে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে স্বগ্রাম ছেড়ে এলেন বরিশালে।

সুদর্শন অনিন্দিত কান্তি সৌখীন যুবক। বাহিরের এই রূপের আড়ালে অন্তরে ছিল বুঝি আগুন। কিন্তু সে পরের কথা।

সতীশবাবু ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হলেন। এই উপলক্ষে নিবিড় সান্নিধ্যে এলেন তরুণ বয়স্ক ছাত্রদের। বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধে ছাত্রসমাজ তখন চঞ্চল। দেশ নায়কগণের সঙ্গে তারাও গ্রহণ করেছে স্বদেশী মন্ত্র। বন্দে মাতরম্ তাদের প্রাণ মাতানো মন্ত্র। বন্দে মাতরম্ তাদের ঐক্য মন্ত্র। এ মন্ত্র একসূত্রে গেথে দিয়েছে তথাকথিত ছোট বড় সকলকে। এ মন্ত্রে আছে প্রভঞ্জনের বেগ! ঝড়ের গতিতে সে ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে দিক্ থেকে দিগন্তরে। জাগিয়ে তোলে নিদ্রিতকে। বাংলায় জাগরণ এসেছে। বরিশাল তার পুরোভাগে। কারণ বরিশালে নেতা ছিলেন পুণ্য চরিত অশ্বিনীকুমার দত্ত। ভারতীয় জাতীয় জীবনের অন্যতম সংগঠক 'নেশন বিল্ডার।'

অশ্বিনীকুমারের মানুষ ও জাতি গঠনের সকল প্রয়াস ছিল সুচিন্তিত। সুপরিকল্পিত। নূতন জীবনের অগ্রদূত অশ্বিনীকুমার জিলার সর্বত্র গড়েছিলেন কর্মী সংঘ। সেই কর্মী সংঘের নূতন নামকরণ হল স্বদেশ বান্ধব সমিতি। অশ্বিনীকুমার হলেন সভাপতি। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হলেন সম্পাদক আর সতীশ মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক। এর পূর্বে সহকারী সম্পাদক ছিলেন ৺পূর্ণ দে (উকিল) ও ৺শ্রীচরণ সেন (উকিল)।

এই নিয়োগের ফলে সাক্ষাত ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করলেন ছোট স্যার সতীশচন্দ্র।

১৯০৬ সন। বরিশালে এপ্রিলের মাঝামাঝি (১৩।১৪ এপ্রিল) হল প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন। দ্বিতীয় দিনে মদোদ্ধত ব্রিটিশের আদেশে ভঙ্গ হল প্রকাশ্য অধিবেশন। সুরু হল গোপন প্রস্তুতি। অগ্নিযুগের সাড়া পৌঁছল সেবকদের হৃদয়ে হৃদয়ে।

প্রাদেশিক সম্মেলনে কলিকাতা থেকে এসেছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মফঃস্বলে মৃত্যুঞ্জয়ী দল গঠন।

বরিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনের দায়িত্ব ছিল যাদের উপর সতীশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। তরুণ সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ।

জহুরী জহর চেনে। সাক্ষাত হল বারীন্দ্রকুমারে আর সতীশচন্দ্রে। বারীন্দ্রকুমার একটা রিভলবার দিলেন সতীশচন্দ্রকে। সতীশচন্দ্র বুঝি তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও পন্থা খুঁজে পেলেন।

কনফারেন্সের পরেই বাখরগঞ্জে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। অশ্বিনীকুমার ভারতের সকল প্রদেশে সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়ে আশাতীত সাড়া পেলেন। আশি হাজার টাকা সংগৃহীত হল। অন্ন বিতরণে সতীশবাবু এক প্রধান অংশ গ্রহণ করলেন। স্বদেশবান্ধবের শতাধিক পল্লীকেন্দ্র জনসেবায় তৎপর হল।

১৯০৮ সনে নরেন ঘোষ চৌধুরী এলেন বরিশালে। নোয়াখালীতে নরেনবাবু একটা গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গড়েছিলেন। সাথী ছিলেন নগেন গুহ রায়, সত্যেন বসু, অনন্ত মিত্র প্রভৃতি। নোয়াখালী জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র দাসের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। নরেনবাবু বরিশালে স্বদেশ বান্ধবের আখড়ায় লাঠি ছোরা ও তরোয়াল খেলা শিক্ষার ভার প্রাপ্ত হন। সতীশচন্দ্র এই সমিতির সঃ সম্পাদক। সুতরাং তাঁর সঙ্গে নরেনের ঘনিষ্ঠতা হল সহজেই। নরেন ঘোষ চৌধুরীর অস্ত্র কুশলতা ও প্রশিক্ষণ সতীশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করল। সতীশচন্দ্রের যে সাধনা তাতে নরেন ঘোষ চৌধুরীর মত একখানি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল।

সতীশচন্দ্রের সঙ্গে নরেনের অন্তরঙ্গতা আরো নিবিড় হল। নরেন বললে মুক্তিসংগ্রামীদের দল গড়তে নোয়াখালীর হেমদাস ও কুমিল্লার বসন্ত মজুমদারের সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন। হেমচন্দ্র দাস ছিলেন সেই যুগে নোয়াখালির রাজনৈতিক নেতা। যদিও তাঁর বাড়ী ছিল চট্টগ্রাম জিলার এক গণ্ড গ্রামে কিন্তু কর্মস্থল ছিল নোয়াখালি জিলায়। তিনি নোয়াখালিতে একটা ন্যাশন্যাল স্কুল খুলেছিলেন। নরেন বাবু ছিলেন সেই স্কুলের ছাত্র। আর বসন্ত কুমার মজুমদার ছিলেন সেই যুগে কুমিল্লার রাজনৈতিক নেতা। তিনি ছিলেন নরেন বাবুর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সতীশচন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে নরেন ও মনমোহন ঘোষকে (মোহান্ত মণ্ডলেশ্বর স্বরূপানন্দ মহারাজ) সঙ্গে নিয়ে হেমদাসের বাড়ীতে গিয়ে হেমবাবু ও বসন্ত বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ও আলোচনা করেন।

চট্টগ্রামে এই গুপ্ত পরামর্শের ফলে সিদ্ধান্ত হয় যে বরিশাল কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে সতীশচন্দ্রের কার্যকরী নেতৃত্বে গুপ্ত বিপ্লবী দল গড়ে তোলা হবে। সতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে ও নরেন ঘোষ চৌধুরীর কর্মকুশলতায় শ্রীহট্টের বিপ্লবী কর্মীরাও এই দলভুক্ত হন।

বরিশাল বি, এম, স্কুল ও কলেজ গভর্ণমেন্টের সাহায্য লাভের বিনিময়ে যে সর্তে কমিটীর হাতে অর্পণ করা হয়েছিল সতীশচন্দ্রের তা মনঃপূত হয় নি। প্রতিবাদ স্বরূপে সতীশচন্দ্র এই বিদ্যালয়ের সংশ্রব ছিন্নকরে শিক্ষকতা পরিত্যাগ

করেন। কিন্তু এর পূর্বে আরো কিছু রূপান্তর ঘটেছিল সতীশচন্দ্রের মনে ও বাহিরের বেশভূষায়।

১৯০৮ সনের শেষভাগ। তখনো তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সতীশচন্দ্র হলেন ব্রহ্মচারী। পরিধেয় গ্রহণ করলেন ব্রহ্মচারীর।

নূতন কুটির নির্মিত হল গোয়ালবাড়ীর পুকুরের উত্তর পশ্চিম কোণে। আশ্রমকুটির। কুটিরের ভিতরে দক্ষিণ দিকে তক্তপোষের উপরে কম্বল শয্যা। সাধারণ কম্বল। উত্তরদিকে পার্থসারথী শ্রীকৃষ্ণের মৃন্ময় বিগ্রহ। চন্দন ধুপ গুগ্গুল আর ফুলের গন্ধে ঘরখানি সুরভিত।

স্বামীজী প্রজ্ঞানানন্দের জীবনী লেখক নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন নবীন ব্রহ্মচারী এখানে ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতেন। গভীর নিশীথে তিনি অনেক সময়েই চলে যেতেন কাশীপুর মহামায়ার মন্দিরে। সেখানে রাতে ধ্যানস্থ থেকে নিশিভোরে চলে আসতেন আপন আশ্রম কুটিরে।

সন্ধ্যায় এই আশ্রমকুটির ঝঙ্কৃত হত আরতির বন্দনাগানে। বিশুদ্ধ সংস্কৃতে উচ্চারিত হত ভাগবৎ স্তোত্র। নিকচোন্মুখ তরুণের দল ভিড় জমাতো আশেপাশে।

সতীশচন্দ্রের সংস্কৃতে অনুরাগ ছিল গভীর। যেমন ছিল তাঁর বিধবা সহোদরা সরোজিনী দেবীর।

হঠাৎ নবীন ব্রহ্মচারী বেদ পড়তে আরম্ভ করলেন। সংস্কৃতের অধ্যাপক কামিনী পণ্ডিতমহাশয় ঐ বেদ পড়াতেন। বেদাধ্যায়নের আগ্রহে ব্রহ্মচারী সতীশচন্দ্র চলে গিয়েছিলেন কাশীতে। সেখানে তিনি কিছু দিন ধরে গভীর ভাবে বেদাধ্যয়নে রত ছিলেন। তিনি নিজে পড়তেন, সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েক জনকে পড়াতেন। মনমোহন ঘোষ (বর্তমানে ভোলাগিরি আশ্রমের মণ্ডলেশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দ) এবং আরো দু'চারটি যুবককে পড়াতেন। কাশী থেকে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়াধামে দীক্ষা নিয়েছেন স্বামী শঙ্করানন্দের কাছে। সন্ন্যাসী প্রজ্ঞানানন্দের দেহে গৈরিক বাস। গৈরিক উত্তরীয়। হাতে দণ্ড কমণ্ডলু। ১৯১২ সনে বরিশালে জায়গা কিনে তিনি যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে আশ্রমের নামাকরণ করলেন শঙ্কর মঠ বলে। বাংলাদেশে আর শঙ্কর মঠ ছিল না। বেদান্তদর্শন আর স্বামী শঙ্করাচার্যের জীবনাদর্শ স্বামীজীকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

মুক্তি সংগ্রামের বিপ্লবাত্মক প্রয়াস চলেছে অব্যাহত গতিতে। নরেন ঘোষ চৌধুরী ও মনোরঞ্জন গুপ্তর নেতৃত্বে।

১৯১৩ সালে স্বামীজী পরিচালিত বিপ্লবীকর্মকেন্দ্র বরিশাল থেকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়।

কলিকাতায় বৈপ্লবিক কার্যে বরিশাল দলের প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয় বিপিন গাঙ্গুলী নিয়ন্ত্রিত আত্মোন্নতি সংঘের সঙ্গে। বিপিনবাবুর দলের সঙ্গে বরিশালের দলের সহযোগিতায় রডা কোম্পানীর পিস্তল অপহৃত হয়।

ময়মনসিং-এর মণি চৌধুরী ও ক্ষিতীশ চৌধুরীর মাধ্যমে হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সাধনা সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে।

উত্তর বঙ্গের যতীন রায় মহাশয়ের দলের সঙ্গেও যোগাযোগ হল অবিনাশ চক্রবর্তী ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের মাধ্যমে।

মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কাঁথিনগরে (মেদিনীপুর) বন্যাত্রাণ কার্যের সময়ে। সেখানে এই দুইজন একই বন্যাত্রাণ কার্যে ব্রতী ছিলেন।

১৯১৫ সালে যাদু গোপালের চেষ্টায় বরিশাল বিপ্লবীপার্টির নেতা হিসাবে স্বামীজী প্রজ্ঞানানন্দ ও পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী বীর যতীন মুখার্জীর (বাঘা যতীন) পার্টির মিলন সাধিত হয়। এই মিলিত দল পরে বহুশ্রুত যুগান্তর পার্টি নামে অভিহিত হয়।

বাঘা যতীনের নেতৃত্বে গঠিত এই দলের প্রধান লক্ষ্য ছিল জার্মানী থেকে প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করে ব্রিটিশ ভারতের সর্বত্র একই সময়ে আকস্মিক আক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলি কব্জা করবেন। প্রথম জর্মান যুদ্ধের মওকায় বড় দিনের উৎসবে বৃটিশ সেনানীদের প্রমোদ মত্ত দিনগুলি এই আকস্মিক আক্রমণের উপযোগী সময় বলে বিবেচিত হয়েছিল।

১৯১৫ সালে স্বামীজী গ্রেপ্তার হন। তাঁকে স্বগ্রাম উজিরপুরে অন্তরীণের আদেশ দেওয়া হয়। সন্ন্যাসী তিন রাত্রের বেশী পূর্বাশ্রমের গ্রামে বাস করে না এই যুক্তিতে তিনি আপত্তি করায় সে আদেশ প্রত্যাহার করে গলাচিপায় অন্তরীণের আদেশ হল। কিছুদিন পরে আবার তাঁকে মহিষাদলে স্থানান্তরিত করা হল।

মহিষাদলেই স্বামীজী বেশীদিন নজরবন্দী ছিলেন। এখানে সতীশ সামন্ত (বর্তমানে এম, পি) ও হেডমাষ্টার হরিপদ ঘোষাল স্বামীজীর প্রধান অনুরাগীদের

অন্যতম। সতীশবাবু আর হরিপদবাবু ছাড়া এই বন্দী সন্ন্যাসীকে ঘিরে জুটত তরুণ যুবকদের দল। স্বামীজীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে বড় ছোট সকলেই আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন। বরিশালের মত মহিষাদলও এই দেবোপম সন্ন্যাসীর ভিতরে বন্দিনী দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের আকুতি শুনেছিল। এই মহিষাদলেই হেডমাষ্টার হরিপদ ঘোষাল (পরে উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যক্ষ) ও অন্যান্যের অনুরোধে বেদান্তদর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন করেন স্বামীজী। তাঁর লেখা কর্মতত্ত্ব ও রাজনীতির পাণ্ডুলিপিও এখানেই প্রস্তুত হয়। "সবলতা দুর্বলতা" ও "রাজাপ্রজা" তাঁর এখানে থাকা কালেই লিখিত হয়।

১৯১৯ সনে স্বামীজী অন্তরীণ থেকে মুক্ত হয়ে বরিশালে পদার্পণ করেন। শঙ্কর মঠের সম্পত্তি যাতে তাঁর নিজের পরিবারস্থ কোনো লোক দাবী না করতে পারে সেইজন্যে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন আইনসম্মত ভাবে।

১৯২০ সালে স্বামীজী আবার মহিষাদলে গেলেন। এইসময়ে মনোরঞ্জন গুপ্ত নির্বাসন থেকে মুক্ত হয়ে মহিষাদলে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

স্বামীজী মনোরঞ্জনবাবুকে বিপ্লবী সঙ্গঠন অক্ষুণ্ণ রেখে বৈপ্লবিক কর্মপন্থা পূর্বের মতই অনুসরণ করে যেতে আদেশ জানালেন। আরো একটা কথা তিনি বললেন, ভারতের বাইরে বিদেশে বহু যুবককে পাঠাতে হবে। এই কাজের জন্যে অর্থসংস্থান করবেন স্বামীজী নিজেই।

তদনুসারে প্রথম কানাই গাঙ্গুলীকে পাঠানো হয় জার্মানীতে।

মহিষাদল থেকে স্বামীজী গেলেন মধুপুরে। ১৯২১ সালেই মধুপুর থেকে ফিরে এসে তিনি হিরণ্য মিত্রের অনুরোধে তাঁর কর্মস্থল মধ্যপ্রদেশের বড়জুয়ার গমন করেন।

বড়জুয়ার থেকে স্বামীজী ফিরে এলেন ডবল নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে। প্রত্যাগমনের দুই দিনের মধ্যে তিনি দেহত্যাগ করেন। বরিশালে খবর প্রেরিত হল সঙ্গে সঙ্গে।

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মনমোহনদা নিয়ে এলেন শ্রীমৎস্বামী ভোলানন্দগিরি মহারাজকে। তিনি এসেই রোগীর কক্ষ থেকে সকলকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করলেন। আদেশ পালিত হল। তিনি তখন ৩৬ বছর বয়স্ক যুবক সন্ন্যাসীর সঙ্গে একাকী। বাইরে কেউ জানল না সেই রুদ্ধ দ্বার কক্ষে সেই প্রাচীন পরম শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী কি মন্ত্র জপেছিলেন স্বামীজী

প্রজ্ঞানানন্দের কানে কানে। বাহিরে প্রতীক্ষমান ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী শুনছিলেন এক গম্ভীর ওঁকার ধ্বনি।

গিরি মহারাজ বেরিয়ে এসে স্বামীজী প্রজ্ঞানানন্দের দেহ বরিশাল নিয়ে শঙ্করমঠে সমাধিস্থ করা সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। আর বললেন যে সমাধি দেয়ার সময়ে স্বামীজীর দেহকে নুনের উপর বসিয়ে চারিদিকে নুন দিয়ে গর্ত্তটাকে ভরে দেবে। স্বামীজীর গায়ে মাটির স্পর্শ না লাগে।

১৩২৭ সালের ২৩শে মাঘ শনিবার ইং ১৯২১ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় স্বামীজী মহাপ্রস্থান করেন। যোগেশবাবুর তাঁতি বাগানের বাসায় স্বামীজীর গুণমুগ্ধ এবং অনুগামী ভক্তবৃন্দ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকলে সমবেত হয়েছিলেন। ভোলাগিরি মহারাজের উপদেশ মতো এই স্থির হোলো যে স্বামীজীর পূত দেহ বরিশালে নিয়ে গিয়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর মঠে সমাহিত করা হবে। এ জন্যে যোগেশবাবুর তত্বাবধানে একটি কাঠের শবাধার নির্মাণ করা হোলো এবং তাঁর দেহ সমবেত ভক্তশিষ্যগণের প্রণব-ধ্বনি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শবাধারে স্থাপন করা হোলো এবং দেহ যথাযথ ভাবে যাতে রক্ষিত হয়, সেজন্যে প্রচুর বরফ দিয়ে ঢাকা দেওয়া হলো। আর চতুর্দিকে ধূপ-ধুনার সুরভিতে সাত্ত্বিক আব-হাওয়া অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা হল। গৈলার ধীরেন্দ্রনাথ সেন শবাধার স্পর্শ করে সারা রাত জেগে বসে ছিল।

পরদিন স্বামীজীর ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্য থেকে ত্রিশ পয়ত্রিশ জন শবাধার সহ বরিশাল এক্সপ্রেস্ ট্রেনে খুলনা রওনা হয়ে গেলেন এবং তার পরদিন ২৫শে মাঘ তারিখে তারা খুলনা থেকে বরিশাল এক্সপ্রেস্ ষ্টীমারে নিয়মিত সময়ের অনেক পরে বেলা প্রায় এক ঘটিকার সময়ে বরিশাল ষ্টীমার ঘাটে এসে পৌঁছলেন।

স্বামীজীর পরলোক গমনের সংবাদ এবং তাঁর পূত দেহ যে বরিশাল শঙ্কর মঠে এনে সমাধি দেওয়া হবে—এই সংবাদও ইতিপূর্বেই সহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সহরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ২৫শে মাঘ প্রাতে ষ্টীমার ঘাটে সমবেত হয়েছিলেন। ষ্টীমার আসার সময়ের অনিশ্চয়তা সত্বেও তারা কেউ স্থান ত্যাগ করে যাননি—সবাই অপেক্ষা করছিলেন অধীর আগ্রহে। ঐ দিন সহরের স্কুল কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছিল।

যখন শবাধার তীরে নামান হলো এবং জনগণের দর্শনের জন্য শবাধার

উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো, তখন সমবেত জন মণ্ডলী সারিবদ্ধ হয়ে পর পর শবাধারে মাল্য, পুষ্প-স্তবক এবং বিবিধ ফুলের শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। পরে বিপুল শোভাযাত্রা সহকারে সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে শঙ্কর মঠের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মন্দাকিনী চৌধুরাণীর বাড়ীর সামনে এসে শবাধার পৌছালে, তিনি স্বামীজীর বিরহ-শোকে হত-চেতন হয়ে পড়েন। সমস্ত সহর ঘুরে মঠে উপস্থিত হোতে অনেক সময় ব্যয়িত হয়েছিল। এত বড় শোক-যাত্রা এর পূর্বে আর কখনো বরিশালে দেখা যায়নি। সেদিন সহরবাসী অরন্ধন পালন করে উপবাসে কাটিয়েছেন।

অবশেষে বৈকাল চার ঘটিকার কাছাকাছি শবাধার শঙ্কর মঠে পৌছালে খবর পাওয়া গেল, মাতাজী সরোজিনী দেবী কাশী থেকে কলকাতা পৌছে জরুরী তার পাঠিয়েছেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে। তখন সকলকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে পরের দিন বরিশাল এক্সপ্রেস্ ষ্টীমারে মাতাজী এসে পৌছালে পরে সমাধি দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। পরদিন ২৬শে মাঘ মঙ্গলবার সকালবেলা যথাসময়ে মাতাজী এসে পৌছালেন। এর পূর্বে প্রাতঃকাল থেকেই ফুল ও মালা নিয়ে অগণিত জনগণ তাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যে মঠে সমবেত হয়েছিল। বরিশালের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীকামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন গীতার শ্লোক আবৃত্তি করছিলেন এবং পূজ্যপাদ শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় উপনিষদ পড়ছিলেন। মাতাজী এসে বিষাদভরা অন্তরে সাতবার শবাধার প্রদক্ষিণ করতে করতে ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে গীতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। তাঁর সেই অপূর্ব গীতা-আবৃত্তি শ্রবণে উপস্থিত সকলেই একান্ত মুগ্ধ ও বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন।

পূর্বেই সমাধির স্থান প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। অনুমান দশ ঘটিকার সময়ে ভক্ত, শিষ্য ও সমবেত জন-সাধারণের বৈদিক প্রণব-মন্ত্র সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণের সঙ্গে শবাধার যথাস্থানে রাখা হলো এবং যথাশাস্ত্র সমাধি দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হলো।

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত

বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে সুধীবৃন্দের অভিমত

মহামহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়ঃ—

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীতো বঙ্গভাষাময়ো বেদান্তদর্শনেতিহাসঃ প্রথমোভাগাত্মকোঽস্মাভির্লব্ধঃ সম্যগ্ বাচিতশ্চ। অস্যমুদ্রনকার্য্যং শ্রীমতা রাজেন্দ্রনাথ ঘোষেণ নির্বর্ত্তিতং প্রেক্ষাবতাং মনোহরং সংবৃত্তম্। গ্রন্থস্যলেখন-শৈল্যপি সমীচীন বর্ত্ততে। অস্মিংশ্চ বেদান্তসম্বন্ধিনো বহবো বিষয়া জিজ্ঞাসূনাং জিজ্ঞাসাশান্তয়ে সমর্থাঃ। অস্য চ প্রচারণেন বহূনাং রাজভাষাপণ্ডিতানামিদানীন্তনৈতিহাসিকানাং চিত্ততোষঃ স্যাদিতি সম্ভাব্যতে। অচিরেণৈব খণ্ডদ্বয়ে প্রকাশিতে লোকানামুৎকণ্ঠা শান্তির্ভবিষ্যত ত্যাশাস্যতে ইতি।

জয়পুর-রাজসভা-প্রধান-পণ্ডিত-মহামহোপদেশক-বিদ্যাবাচস্পতি-

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা ওঝা—

(হিন্দী হইতে অনুবাদ)

* * * বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস, প্রথম ভাগ, আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তার বিচারের রীতি এবং বিষয় নির্ব্বাচনের সূক্ষ্ম প্রণালী দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। এই গ্রন্থে অত্যন্ত উত্তমরূপে সমালোচনা করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও হৃদয়-গ্রাহিণী হইয়াছে।

এই ভারতবর্ষ একটি দর্শন-প্রধান দেশ। এই দেশে অনেক বড় বড় গম্ভীর বিচারশীল দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদ্যপি বিশেষরূপে ষড়-দর্শনই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তথাপি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের অনুসারে অন্যান্য কতিপয় দর্শনও অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল দর্শনের মধ্যে পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাত বশতঃ কোন এক সিদ্ধান্ত স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রখর বুদ্ধিশালী হইলেও নিজ নিজ মতের পূর্ণরূপে পক্ষপাতী হইয়া অন্যমতের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সকল দর্শনেরই মূলভিত্তি বিচলিতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এই সকল দর্শনের মধ্যে

আবার বেদান্ত-দর্শনে শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি সিদ্ধান্ত এবং সদসদস্তুতাদি নানাবিধ খ্যাতিবাদের অনেক বিবাদগ্রস্ত বিষয়ের সমাবেশে, বেদান্তের বাস্তবিক স্বরূপ অন্য সকল দর্শনের অপেক্ষা অধিক জটিল হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত সাধারণ এবং কোনটি বিশিষ্ট, ইহা জানিবার উৎকণ্ঠা সাধারণ ব্যক্তি হইতে পূর্ণ বিদ্বমণ্ডলী পর্য্যন্ত প্রায় সকলেরই হওয়া সম্ভব। এ অবস্থায় এরূপ একজন মধ্যস্থ বিচারকের আবশ্যকতা ছিল, যিনি বিশেষরূপে কোন মতবিশেষের পক্ষপাতী না হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন বাদী প্রতিবাদীগণের মতের উপর বিশুদ্ধ হৃদয়ে বিচার করিয়া, ঐ সকল মতের মধ্যে কোন একটি মতের উৎকৃষ্টতা স্থির করিতে পারেন। এই আবশ্যকতা এইরূপ ইতিহাস-গ্রন্থের দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে, যে গ্রন্থ আরম্ভ হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এক সঙ্গে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দার্শনিক বিজ্ঞানের ক্রমিক-বিকাশের পরীক্ষা করিয়া সকল মতের তুলনা পূর্ব্বক উহাদের উৎকর্ষ অপকর্ষ স্থির করিতে সমর্থ হয়। আমি যতদূর দেখিতেছি তাহাতে এই কার্য্য এই 'বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস' দ্বারা অনেকাংশে সিদ্ধ হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনের যতগুলি মত পাওয়া যায়, এই গ্রন্থে তাহাদের ক্রমিক বিকাশের আভাস একরূপ উত্তমরূপেই পাওয়া যাইতেছে। এই কারণে এই ইতিহাসের দ্বারা বেদান্ত-দর্শনের জিজ্ঞাসুগণের বিশেষ উপকার ও সন্তোষ হওয়ার সম্ভাবনা।

পাশ্চাত্য দর্শনগুলিতে দার্শনিক মত বিচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিছু কিছু ইতিহাসও প্রায় সন্নিবিষ্ট থাকে ; পরন্তু ঐ ইতিহাস প্রত্যেক মত বিচারের সঙ্গে থাকায় সেই মতের শরীরে বিকাশক্রম দেখাইতে দেখাইতে তাহার অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব ঐ ইতিহাস উত্তমরূপে সেই মধ্যস্থতার কার্য্য করিতে পারে না। কোন একমতের গ্রন্থ না হইয়া স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই জন্য আমি বেদান্ত-জিজ্ঞাসু বিদ্বমণ্ডলীকে অনুরোধ করিতেছি যে তাহারা যেন এই 'বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস'খানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন।

মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য—

৺কাশীধাম—

শ্রীমৎস্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস" পাঠ করিয়া আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। স্বামীজী বহুকাল ৺কাশীধামে

বাস করিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার এতদূর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইবার সুযোগ ঘটে নাই। এই ইতিহাসে অদ্বৈতবাদের তো কথাই নাই, রামানুজ, মাধ্ব, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনান্তরেরও স্বামীজী যেরূপ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সমস্ত দর্শনেই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গভাষায় এরূপ গ্রন্থ দুর্লভ বলিয়াই মনে হয়। বিজ্ঞ পাঠকগণ এই গ্রন্থ আলোচনা করিলে সুখী হইবেন বলিয়া আশা করি।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—এম, এ, বি, এল, বেদান্তরত্ন—(২১।৪।২৬)

'বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস' পাঠ করিয়া প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বিবিধ গবেষণা ও প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং কয়েকটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আমার যতদূর জানা আছে, এ ধরণের পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রথম। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইলে এবং পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি সত্বর প্রকাশিত দেখিলে আমি আনন্দিত হইব ইতি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি—

৺কাশী—১১, ফাল্গুন, ১৩৩২।

বরিশাল শঙ্করমঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত "বেদান্তদর্শনের ইতিহাস" প্রথম ভাগ পড়িয়া আমি বিশেষ পরিতোষ লাভ করিলাম। স্বামীজীর অসাধারণ অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের যথার্থ পরিচয় এই পুস্তক পাঠে পাইলাম। বেদান্ত সম্বন্ধে যত প্রকার মতবাদ আকার পরিগ্রহ করিয়াছে স্বামীজী সুনিপুণতার সহিত তাহা ধারাবাহিক রূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। বেদান্তসেবী মাত্রেরই যে এই পুস্তক অত্যন্ত উপাদেয় হইবে তাহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বেদান্ত সম্বন্ধে সকল প্রকার মতবাদের দার্শনিক ভাবে একত্র সমাবেশের প্রয়াস এই প্রথম বলিয়াই আমার মনে হয়। পুস্তকখানার অবশিষ্ট অংশ শীঘ্রই প্রকাশিত দেখিবার জন্য আশায় রহিলাম।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ—

৺কাশীধাম—৩, ফাল্গুন, ১৩৩২।

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত "বেদান্তদর্শনের ইতিহাস" পাঠ করিয়া বুঝিলাম স্বামীজী সত্যই সার্থকনামা ব্যক্তি ছিলেন। এই পুস্তকে প্রাঞ্জল ভাষায় ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে কত কথাই যে লিখিত হইয়াছে তাহা এই পুস্তক যিনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পাঠ করিবেন তিনিই বুঝিবেন। বঙ্গভাষাভিজ্ঞ যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি এই পুস্তকের যে কোন পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করিলেই স্বামীজীর প্রচুর অধ্যয়ন, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ সংগ্রহশক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

স্বামীজী পাশ্চাত্য মতে বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়াও এই পুস্তকে যেরূপে প্রাচ্যমতের সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রাচ্যমতে সুদৃঢ় নিষ্ঠাবিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভারতীয় দর্শনের প্রভাব, প্রসার ও গৌরব ঘোষণার জন্য এবং বহুবহু দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে স্বল্প পরিশ্রমে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের জ্ঞানলাভের জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকটে অভাব কৃতজ্ঞ। এই পুস্তকের সাহায্যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিয়া উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত এই ভাবে আর যে কোন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমি জানি না।

Sankar Pramananda Thirtha Swami—Benares.

I have read the History of the Vedanta Philosophy (বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস) written by the late Swami Prajnanananda Saraswati of Barisal Sankarmath. One who reads the book cannot but admire the spirit of research and the historical accuracy exhibited by the holy author in almost every page of the book. The style is lucid, clear and dignified. The life of Sankaracharyya though brief contains almost all the salient points in the illustrious life of the great Vasyakara. Readers of

the Vedanta Darsana will find it a very interesting and useful study. The history of the Vedanta Philosophy has been treated from the very ancient time to the end of 11th Century as treated in the volume before me. I am told that it has been written up to the time of the author which will be published in subsequent volumes.

The author a devout follower of Sankaracharyya's Theories of the Vedanta Darshana, has scarcely missed any opportunity in answering the adverse criticism of their assailants. His criticism of the adverse opinions are marked by sobriety and modesty which is peculiar to the saintly author.

Pandit Batuk Nath Sharma M. A.
Shahityopadhyaya,
Profesor, The Benares Hindu University.—
6th Feb. 1926.

There are only a few such occasions in the life of a book-loving student when he, coming across a book of extraordinary merits, feels as if he was taken aback by an agreeable surprise. Fortunately I have had such a good fortune quite recently. That was when I saw, for the first time, the "Vedanta darsaner Itihas" Vol. 1 by Sri Swami Prajnanananda Saraswati. I never thought that even now there are persons among us who could devote all their energies and resources towards the study of a particular subject. Indeed this work of the late revered Swamiji, is a monumental one and will place, by its outstanding merits, all the Bengli-reading public under a very deep obligation. The other parts should also come out as early as possible, for delay, especially in such a matter, is too unbearable.

শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী—কাশী, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—

৩, ফাল্গুন, ১৩৩২।

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস" প্রথম ভাগ আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। ইহা একাধারে দর্শন, ইতিহাস ও জীবন-চরিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বেদান্ত সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম, তৎসংক্রান্ত তুলনামূলক আলোচনা, বৈদান্তিক আচার্য্যগণের জীবনী ও গ্রন্থাদির বিবরণ ও আচার্য্যবৃন্দের কাল নিরূপণ প্রসঙ্গে বিদেশীয় মতবাদের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা প্রভৃতি বিবিধ অত্যাবশ্যক তথ্য এই গ্রন্থে সবিশেষ নিপুণতার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ কোনও দার্শনিক সাহিত্যেই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। যাঁহারা বেদান্তদর্শনের রহস্য জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এ গ্রন্থ অবশ্য আলোচনীয়। আমরা ইহার পরবর্ত্তী ভাগের জন্য উৎসুক রহিলাম ইতি।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাণচন্দ্র শাস্ত্রী—৺কাশীধাম—

পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহোদয় প্রণীত "বেদান্তদর্শনের ইতিহাস" প্রথম ভাগ পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থ বঙ্গভাষার গৌরবের বস্তু, এ কথা বলিলে এইরূপ গ্রন্থের বাস্তবিক প্রশংসা করা হয় না; সত্য কথা বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়, এইরূপ গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যের সম্পদরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

বহুদিন হইতে এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। পূজনীয় স্বামীজীর এই গ্রন্থ সেই অভাব মোচন করিয়াছে। আমাদের মাতৃভাষার ভূমিতে আজকাল যে পরিমাণ কণ্টকবৃক্ষ বহুলভাবে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার অনুপাতে সারবান্ বৃক্ষ অতি অল্প সংখ্যায় জন্মিতেছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইলেও অত্যন্ত সত্য কথা, সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। মাতৃভাষার এইরূপ দুর্দ্দিনে এইরূপ শিক্ষাপ্রদ, বহুল পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ; এই কারণে এই গ্রন্থের প্রকাশ বর্ত্তমান সময়ে সুধী সমাজের একান্ত আনন্দের কারণ হইয়াছে।

এইরূপ সারবান্ গ্রন্থ কেবল বঙ্গভাষায় নিবদ্ধ থাকিলে, অন্য দেশীয় সুধীসমাজ এই রত্ন হইতে বঞ্চিত হইবেন; এইজন্য আমাদের মনে হয়,

এই গ্রন্থ হিন্দী প্রভৃতি ভাষান্তরে অনূদিত হইলে, অন্য দেশের সুধী সমাজের বিশেষ উপকার হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেশান্তরে প্রসারিত হইলে, সুসন্তানের গৌরবে জননী বঙ্গভূমিরও মুখ উজ্জ্বল হইবে।

ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৩৩, সন।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহোদয় "ভারতবর্ষে"র পাঠকগণের অপরিচিত নহেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক প্রবন্ধাবলী ভারতবর্ষে অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার গুণগ্রাহী শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বরিশাল শঙ্করমঠ হইতে স্বামীজীর এই অমূল্য পুস্তক প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গলা দেশের দার্শনিক সাহিত্যের প্রচেষ্টার জন্য যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসাহ। বেদান্ত-দর্শনের এমন সুন্দর প্রাঞ্জল আলোচনা আমরা ইদানীং দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সময়ে অতুলনীয় বলিয়া মনে হয়। অনন্ত কালে হয়ত ইহা অপেক্ষাও গবেষণাপূর্ণ এ জাতীয় গ্রন্থ জন্মিবে; কিন্তু সরস্বতী মহাশয় যে ইহার পথপ্রদর্শক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে শঙ্করদর্শনের যে বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষ গবেষণাপূর্ণ। অনেকে মনে করেন শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তাহাতে শঙ্করকে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা ঠিক নহে; তাহার গুরু গোবিন্দপাদ ও গোবিন্দপাদের গুরু গৌরপাদাচার্য্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তবে শঙ্কর অদ্বৈতবাদের একজন প্রধান আচার্য্য, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। স্বামীজীও দেখিলাম এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। অল্প পরিসরের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। আমরা জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি মাত্রকেই এই অমূল্য গ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

FORWARD—16th May, 1926.

* * * The book Vedanta darshaner Itihas is unique in character as in no other language such a book has yet appeared

inspite of much advanced study in Indian Philosophy in Germany and other continental centres. * * * The erudition and historical research which pervade every line have made the book a landmark in the history of the Bengali language and literature.

This volume also contains the lives of the great masters of Vedanta Philosophy and while dealing with their works, makes a critical estimate of each of these masters' views. This makes the book valuable to all lovers of Indian Philosophy and is also sure to prove a great boon to those who want to have some knowledge of the Vedanta and other Indian Philosophical works. * * *

আনন্দবাজার পত্রিকা—১৩ই শ্রাবণ, ১৩৩৩।

বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ গ্রন্থ শুধু বঙ্গভাষায় কেন, পৃথিবীর যে কোনও ভাষার গৌরবের সামগ্রী। গ্রন্থখানি না দেখিলে বিশ্বাস হইত না, বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ গবেষণাপূর্ণ দর্শনাত্মক গ্রন্থ রচনা করিবার উপযোগী মনীষার এখনও আবির্ভাব হয়। নানা কারণে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই জাতীয় আলোচনা ইংরাজি ভাষাতেই হইয়া থাকে। কিন্তু এ কথা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে, বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ ইংরাজি ভাষাতে অথবা অন্য কোনও পাশ্চাত্য ভাষাতেও নাই।

*　　*　　*　　*　　*

আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সাতিশয় উপকৃত হইয়াছি। বেদান্তানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে এই গ্রন্থের অধ্যয়ন অবশ্যকর্ত্তব্য—অপরিহার্য্য। ইহার গ্রাহকসংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হইলে বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।